ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

প্রেরিতদের কার্য–বিবরণ টীকাপুস্তক

Commentary on the Book of Acts

Part 1 : Acts Chapter 1-14

১ম অংশ : প্রেরিত ১-১৪ অধ্যায়

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

১ম অংশ

প্রেরিত ১-১৪ অধ্যায়

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Book of Acts

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

ভূমিকা

আমরা বহুল সন্তুষ্টির সাথে আমাদের পবিত্র ধর্মকে আমাদের গৌরবময় ও মহিমান্বিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি। তিনিই এর মহান রচয়িতা, যিনি তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনুলিখনের জন্য চার জন বিশেষ লেখককে নির্বাচন করেছেন এবং তাঁদের মধ্য দিয়ে তাঁর চারটি সুসমাচার রচনা করেছেন। তাঁরা সকলেই এই মহান সত্যের সাথে একাত্ম হয়েছেন এবং এই সত্যের অলঙ্ঘনীয় প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, প্রভু যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। এই প্রস্তরের উপর ভিত্তি করেই খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এখনো দাঁড়িয়ে আছে। কী করে এই পাথরের উপর খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী গড়ে উঠলো তা আমরা এখন এই পুস্তকটি থেকে জানবো এবং এই বিষয়ে আমরা কেবলমাত্র একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দেখতে পাই। বস্তুত শিষ্যদের কার্যক্রমের চাইতে খ্রীষ্টের কার্যক্রম যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং প্রমাণ সহকারে সত্যায়ন করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে সময় যদি আরও অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তি থাকতেন, তাহলে হয়তো বা আমরা প্রেরিতদের কার্য বিবরণ সম্পর্কিত আরও অনেক পুস্তক হাতে পেতাম, যেমনটা আমরা সুসমাচারের ক্ষেত্রে পেয়েছি। কিন্তু যেহেতু পবিত্র শাস্ত্রের অনুপ্রাণিত রচয়িতাদের মধ্যে পৃথিবীর বোঝা বাড়িয়ে দেওয়ার ভীতি ছিল (যোহন ২১:২৫), সে কারণেই আমাদের কাছে সমাপ্তি সম্পর্কে উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উত্তর আছে, যদি আমরা তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি। এই পুস্তকের ইতিহাসকে (যা সবসময় পবিত্র ক্যাননের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে) এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

ক. পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোর দিকে ফিরে তাকানো, সেগুলোর উপরে আলোকপাত করা এবং সেগুলোর প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরও বেশি করে জোরদার করা। সেখানে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, এই পুস্তকে এসে তার মধ্যে অনেকগুলোই পূরণ করা হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই, বিশেষ করে পবিত্র আত্মার অবতরণ এবং তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কিত যে মহান প্রতিজ্ঞাটি শিষ্যদের প্রতি করা হয়েছিল। এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, পবিত্র আত্মা প্রেরিতদের উপরে কাজ করবেন এবং প্রেরিতেরাও পবিত্র আত্মা নিয়ে অন্যদের উপরে কাজ করবেন। এখানে আমরা দেখি, প্রেরিতেরা পবিত্র আত্মা লাভের পর আর সেই দুর্বল চিত্ত মানুষ হয়ে থাকেন নি, কিংবা মূর্খতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন নি, বরং তাঁরা এর আগে যা গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন না, সেটাই এখন তাঁরা বলতে সক্ষম হচ্ছেন (যোহন ১৬:১২) এবং তাঁরা সেই সমস্ত প্রতিকূলতাকে সিংহের মত সাহস নিয়ে মোকাবেলা করতে পারছেন, যার সামনে তাঁরা এর আগে মেষশাবকের মত গুটিয়ে যেতেন। তাঁরা এখন পবিত্র আত্মার বাক্যের সাহায্যে শয়তানের ঘাঁটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন, যা এর আগে দুর্ভেদ্য বলেই মনে হতো। যে দায়িত্ব সুসমাচারের প্রেরিতদের প্রতি দেওয়া হয়েছিল, এখানে তা আমরা কার্যকর হতে দেখি এবং সেখানে তাদেরকে যে ক্ষমতা এবং শক্তি

দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেই ক্ষমতা এবং শক্তি দিয়ে এখানে আমরা তাঁদেরকে মানুষের উপরে আশ্চর্য কাজ করতে দেখি– দয়ার আশ্চর্য কাজ, যেমন– অসুস্থ রোগীদেরকে সুস্থ করা এবং মৃত মানুষকে জীবন দান করা; বিচারের আশ্চর্য কাজ, যেমন– বিদ্রোহীদেরকে অন্ধ করে দেওয়া কিংবা হত্যা করা; এবং মানুষের মনের মাঝে আরও অনেক মহান আশ্চর্য কাজ সাধন করা হয়েছে, কারণ তাঁদের উপরে সেই আত্মিক দান বর্ষণ করা হয়েছিল, যাতে করে তাঁরা পবিত্র আত্মার এই দান উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা প্রয়োগ করতে পারেন। এটাই ছিল খ্রীষ্টের মূল উদ্দেশ্য এবং তাঁর সকল প্রতিজ্ঞার মূল সুর, যা আমরা সুসমাচারগুলোতে পেয়ে থাকি। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের যে প্রমাণের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের ইতি টানা হয়েছে, তা এখানে ব্যাপকভাবে বিধৃত করা হয়েছে, শুধুমাত্র পুনরুত্থানের পর যাদের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল তাঁদের চিরন্তন এবং অকাট্য সাক্ষ্যের দ্বারা নয় (যারা সকলে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আবার একত্রিত হয়েছিলেন, নতুবা তাঁরা সকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন এবং তথাপি এখন তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ পেয়ে তাঁকে আরও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যুর বন্ধন সম্পর্কে তাঁদের ভয় কেটে গেছে), কিন্তু অসংখ্য মানুষের খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার ঘটনাটিই হচ্ছে পবিত্র আত্মার কাজের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টের স্বর্গীয় স্বর্গীয় কার্যক্রমের সবচেয়ে উপযোগী প্রমাণ, যা তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং ভাববাদী যোনার চিহ্ন হিসেবে সর্বশেষ কার্যরূপে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এ কথা বলেছিলেন যে, তাঁরাই তাঁর সমস্ত কাজের সাক্ষী হবেন এবং এই পুস্তক তাঁর সাক্ষী হিসেবে শিষ্য ও প্রেরিতদের সমস্ত কার্য লিপিবদ্ধ করেছে। যারা মাছ ধরার জেলে ছিল, তারা এখন তাদের সুসমাচারের জাল দিয়ে অসংখ্য মানুষকে তাদের জালে আবদ্ধ করছে, যাতে করে তাঁরা এই জগতের আলো হতে পারেন এবং তাঁদের মধ্য দিয়ে এই জগত আলোকিত হতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা পবিত্র আত্মার অবতরণ সম্পর্কে আরও অনেক জীবন্ত বর্ণনা পাই, যার গুরুত্ব অনেক বেশি আলোকময়। গমের শীষ, যা মাটিতে ফেলা হয়েছিল, তা এখন চারা হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং ফল দিচ্ছে। ক্ষুদ্র সরিষা দানা বিরাট গাছ হয়ে উঠেছে; আর স্বর্গীয় রাজ্য, যা এখন হাতের কাছেই এসে গেছে, তা স্থাপিত হচ্ছে। সুসমাচারের প্রচারকেরা যে ধরনের প্রচণ্ড অত্যাচার-নির্যাতনের সম্মুখীন হবেন বলে খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যদিও কেউ এ কথা ভাবতে পারেন না যে, এত ভাল একটি শিক্ষা ও মতবাদ সবখানে এত বেশি গ্রহণ যোগ্যতা পাওয়ার পরেও কেন এতটা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবে), আমরা এখানে তা বহুল রূপে পরিপূর্ণ হতে দেখেছি এবং সেই সাথে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁদের দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগের বিপরীতে পরম সুখ ও সান্ত্বনার নিশ্চয়তাও দিয়েছেন। এভাবেই পুরাতন নিয়মের শেষাংশের যে সমস্ত ইতিহাস রয়েছে, সেখানে আমাদের পিতা ঈশ্বর আমাদের জন্য যে সকল প্রতিজ্ঞা করে গেছেন এবং তাঁর ভাববাদীরা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলোর পূর্ণতা সেখানে প্রকাশ পেয়েছে, যা মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান শলোমনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে (১ রাজাবলি ৮:৫৬): *তিনি তাঁর দাস মোশির মধ্য দিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার একটি কথাও*

অন্যথা হয় নি। একইভাবে নতুন নিয়মের ইতিহাসের পরবর্তী অংশে খ্রীষ্টের বলা সমস্ত বাণী ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করেছে, যা এর আগের অংশে বর্ণিত হয়েছে; এবং এভাবেই এই দুই অংশ পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং তা পরস্পরকে প্রমাণিত ও সুসংহত করেছে।

খ. পরবর্তী সময়ে আমরা যখন প্রেরিতগণ লিখিত পত্রসমূহের দিকে নজর দেব, যা সুসমাচারের পর্যালোচনামূলক সাক্ষ্য, যা খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের রহস্যকে উন্মোচন করে, অর্থাৎ সুসমাচারের পরবর্তী প্রচারকার্য চলাকালীন সময়ের আনুপূর্বিক বিবরণ। এই পুস্তক সেই পত্রগুলোকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং এটি মূলত সেই পত্রগুলো উপলব্ধি করার চাবি স্বরূপ, যেভাবে রাজা দায়ূদের জীবনের ইতিহাস তাঁর রচিত গীতসংহিতার চাবি। আমরা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সদস্য, যা মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস-তাঁবু এবং আমরা যে এর সদস্য, এটি আমাদের জন্য গর্ব এবং সম্মানের বিষয়। এখন, এই পুস্তকটি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আবাস-তাঁবুর কার্যকারিতার ফলাফল অর্জন করার জন্য। চারটি সুসমাচার আমাদেরকে দেখিয়েছে, কী করে এই গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই পুস্তকটি আমাদেরকে দেখাবে, কীভাবে এই স্থাপনার নির্মাণ কার্যের নকশা অনুসারে কাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। ১. যিহূদী এবং শমরীয়দের মধ্যে, যা আমরা এই পুস্তকের প্রথমাংশে পাই। ২. অযিহূদীদের মধ্যে, যার বিবরণ আমরা পরবর্তী অংশে পাই। এখানে থেকেই আমাদের নিজেরদের সময় পর্যন্ত আমরা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি দৃশ্যমান বিশ্বাসে স্থির থাকতে দেখে আসছি, যিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং এই পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা। এই মণ্ডলী সৃষ্ট হয়েছে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত শিষ্য ও অনুসারীদের হাত ধরে, যারা ক্রমে ধর্মীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, ধর্মীয় সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছেন, শিষ্যদের মতবাদ শিক্ষা নিয়েছেন এবং প্রার্থনা ও রুটি ভাঙ্গার আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিয়েছেন। তারা সবসময় সেই সমস্ত মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচালনা ও নির্দেশনার অধীনে ছিলেন, যাদের প্রদর্শিত পন্থায় তারা প্রার্থনা করেছেন এবং বাক্যের পরিচর্যা করেছেন। তারা এ ধরনের আত্মিক সহভাগিতা সকল স্থানে লাভ করেছেন। এ ধরনের অবকাঠামো এখনও আমাদের মাঝে রয়েছে বটে, আমরা নিজেরা যার সদস্য এবং আমাদের জন্য মহা সন্তুষ্টি এবং সম্মানের বিষয় হচ্ছে, এই পুস্তকে আমরা এই মহান মণ্ডলীর উৎপত্তি এবং প্রসার দেখতে পাই, যা যিহূদী মণ্ডলী থেকে একেবারেই পৃথক এবং তা মূলত যিহূদী মণ্ডলীর ধ্বংসস্তূপের উপরেই স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু অনস্বীকার্যভাবে তা ঈশ্বর কর্তৃক নির্মিত বলে সাদৃশ্য হয়, মানুষের নয়। আমরা কত না আত্মবিশ্বাস এবং সান্ত্বনা সহকারে আমাদের খ্রীষ্টান দায়িত্বে অবতীর্ণ হতে পারি এবং তাতে নিযুক্ত থাকতে পারি, যেমন আমরা পর্বতে এই ধারার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, যা আমাদেরকে ধর্মীয়ভাবে আমাদের নিজেদেরকে নিশ্চিত করেছিল এবং সুযোগ দান করেছিল!

এই পুস্তকে আরও দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয় রয়েছে:- (১) এর পাণ্ডুলিপির রচয়িতা। এটি লূক কর্তৃক লিখিত হয়েছিল, যিনি চারটি সুসমাচারের মধ্যে তৃতীয় সুসমাচারটি রচনা করেছিলেন, যেখানে তাঁর নাম লেখা রয়েছে; এবং যিনি (যেভাবে ড. হুইটবাই দেখিয়েছেন)

ছিলেন খুব সম্ভবত সত্তর জন শিষ্যদের মধ্যে একজন, যাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব (লূক ১০ অধ্যায়) বারো জন শিষ্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে খুব সামান্যই ভিন্ন। এই লূক প্রেরিত পৌলের সেবা কার্য এবং যন্ত্রণা ভোগের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন। কেবল লূক আমার সাথে আছে, ২ তীমথিয় ৪:১১। আমরা পুস্তকটির শেষ অংশে তাঁর লেখার ধরন দেখে জানতে পারি যে, কখন এবং কোথায় তিনি পৌলের সাথে ছিলেন, কারণ তা উল্লেখ পূর্বক তিনি পুস্তকের সেই অংশটি রচনা করতেন। আমরা এই এই কাজ করেছি, যেমন দেখা যায় প্রেরিত ১৬:১০; ২০:৬ পদে; এবং সেখান থেকে পুস্তকের শেষ অংশ পর্যন্ত। তিনি পৌলের সাথে তাঁর বিপদসঙ্কুল রোম অভিযানে পাশে ছিলেন, যখন তাঁকে একজন বন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যখন কারাবন্দী অবস্থায় তিনি কলসীয় এবং ফিলীমনের কাছে পত্র লিখেছিলেন, এই দু'টো পত্রতেই লূকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর আপাতদৃষ্টিতে এটি মনে হয় যে, লূক এই ইতিহাস রচনা করেছিলেন যখন তিনি পৌলের সাথে রোমে কারাবন্দীত্ব ভোগ করছিলেন এবং সেখানে তাঁর সহকারী হিসেবে ছিলেন; কারণ এই ইতিহাস এভাবে শেষ করা হয়েছে যে, পৌল তাঁর ভাড়া করা বাড়িতে বসে প্রচার কার্য চালাচ্ছেন। (২) এর শিরোনাম: প্রেরিতদের কার্য বিবরণ; পবিত্র ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ প্রেরিতদের সমস্ত কার্যক্রমের বিবরণ, সাধারণত গ্রীক অনুলিপিতে এভাবেই পাঠ করা হয়ে থাকে এবং তারা এভাবেই সম্বোধন করে থাকে, প্রকাশিত বাক্য ১৮:২০: হে পবিত্র লোকেরা, হে প্রেরিতেরা, ভাববাদীরা, তোমরা তাঁর বিষয়ে আনন্দ কর। কোন একটি অনুলিপিতে বলা হয়েছে, সুসমাচার রচয়িতা লূক কর্তৃক রচিত প্রেরিতগণের কার্যাবলী। [১] এটি হচ্ছে প্রেরিতগণের ইতিহাস; তথাপি এখানে স্তিফান, বার্ণবা এবং অন্যান্য আরও কয়েক জন প্রেরিতের বিবরণ আছে, যাঁরা সেই বারো জন প্রধান প্রেরিতের অন্তর্গত ছিলেন না। তাঁদেরকেও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করা হয়েছিল এবং তাঁরাও সেই বারো জন প্রেরিতের মত একই কাজ করেছেন। তাঁরা আসলে বারো জন প্রেরিতের অন্তর্ভুক্ত না হলেও প্রৈরিতিক কার্যক্রম চালনা করার জন্য অভিষিক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে যারা মূল প্রেরিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে শুধু পিতর এবং পৌলের কথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ পৌল এখন বারো জন প্রেরিতের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। পিতর ছিলেন তক্‌ছেদ করা লোকদের কাছে প্রচারক প্রেরিত এবং পৌল ছিলেন অযিহূদীদের কাছে প্রচারক প্রেরিত, গালাতীয় ২:৭। কিন্তু তারপরও এখানে এ বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, অন্যান্য প্রেরিত এবং প্রচারকেরা সে সময় বিভিন্ন স্থানে কী কী কাজ করছিলেন, যা তাঁদের মূল দায়িত্ব ছিল, কারণ তাঁরা কেউই অলস হয়ে বসে থাকেন নি। আর তাই আমরা যেভাবে মনে করে থাকি যে, সুসমাচারে খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট, যেহেতু অসীম প্রজ্ঞা তা-ই মনে করেন, ঠিক সেভাবেই এখানেও আমরা প্রেরিতগণ এবং তাঁদের কাজ সম্পর্কে একইভাবে চিন্তা করতে পারি; কারণ স্থানীয় ইতিহাস এবং প্রথা থেকে আমরা প্রেরিতদের কার্যক্রম এবং কষ্টভোগ এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠাকৃত মণ্ডলী সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত কথা জানতে পারি তা একই সাথে সন্দেহপূর্ণ এবং অনিশ্চিত এবং আমার মতে আমরা এর থেকে পূর্ণ স্বস্তি লাভ করতে পারি না। এই ইতিহাস হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মহা মূল্যবান পাথর, যা সেই ভিত্তির উপরে স্থাপন করা হয়েছে; অপর দিকে সেই

ভূমিকা

সমস্ত প্রথা এবং ধারণা হচ্ছে কাঠ, খড় এবং ছন। [২] এই পুস্তককে বলা হচ্ছে তাঁদের কার্যের বিবরণ, কিংবা কাজের ইতিহাস; *Gesta apostolorum*– এমনটিই অনেকে বলে থাকেন। ***Praxeis***– তারা যে সমস্ত শিক্ষা তাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে লাভ করেছেন, সেই সমস্ত শিক্ষার প্রয়োগ। এই প্রেরিতেরা যেহেতু কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং যদিও তাঁরা তাঁদের কথা দিয়ে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন, তথাপি এই পুস্তককে যথোপযুক্ত ভাবেই তাঁদের কার্যাবলী নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁরা কথা বলেছেন, কিংবা তাঁদের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেছেন এবং তা সম্পন্ন হয়েছে। এই ইতিহাস তাঁদের প্রচার এবং তাঁদের যন্ত্রণাভোগের ঘটনা দ্বারা পরিপূর্ণ; তথাপি তাঁরা তাঁদের প্রচার কার্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং তাঁরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিজেদেরকে কষ্টভোগের জন্য প্রকাশিত করেছেন এবং তাঁরা এভাবে দুই দিক থেকেই সাফল্য অর্জন করছেন, যার কারণে এই পুস্তকটিকে অভিহিত করা হয়েছে প্রেরিতগণের কার্য বিবরণ হিসেবে।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১

অনুপ্রাণিত ঐতিহাসিক প্রেরিতদের কার্য বিবরণ সম্পর্কিত তাঁর বিবৃতি শুরু করেছেন:

ক. তাঁর রচিত সুসমাচারের, কিংবা যীশু খ্রীষ্টের জীবনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে, যা তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বন্ধু থিয়ফিলের জন্য, পদ ১,২।

খ. খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ, তাঁর শিষ্যদের সাথে কথোপকথন এবং তিনি তাঁদের পুনরুত্থানের পরবর্তী চল্লিশটি দিন বিভিন্ন সময় এই পৃথিবীতে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কিত যে সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তার একটি সারমর্ম প্রদানের মধ্য দিয়ে, পদ ৩,৫।

গ. খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ, স্বর্গারোহণের আগে তাঁর শিষ্যদের সাথে আলোচনা এবং তিনি স্বর্গে আরোহণ করার পর শিষ্যদের সাথে স্বর্গদূতদের কথোপকথন নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি প্রদান করার মধ্য দিয়ে, পদ ৬-১১।

ঘ. খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বিকাশ এবং খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ থেকে শুরু করে তাদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্যন্ত তাদের অবস্থান সম্পর্কিত সাধারণ ধারণার মধ্য দিয়ে, পদ ১২-১৪।

ঙ. যিহূদার মৃত্যুর কারণে তার শূন্যস্থান পূরণ করণার্থে পবিত্র এক পরিষদ কর্তৃক যিহূদার স্থলে মত্তথিয়কে নির্বাচিত করার ঘটনার মধ্য দিয়ে, পদ ১৫-২৬।

প্রেরিত ১:১-৫ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. লূকের সুসমাচারের মত শুরুতেই থিয়ফিলের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে আমরা আমাদের অধ্যয়নের শুরুতেই বুঝতে পারি যে, কাকে উদ্দেশ্য করে এই পুস্তকটি পত্র আকারে লেখা হয়েছিল। সেই সাথে আমাদের সামনে যেন এই পুস্তকের প্রসঙ্গ এবং পট পরিবর্তন স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে সেটাও অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই প্রেরিতদের কার্য বিবরণে তাদের প্রভুর সুসমাচারের মতই বর্ণনা করার ধারাটি অক্ষুণ্ন রয়েছে।

১. লূকের অভিভাবক, যাকে তিনি এই পুস্তকটি উৎসর্গ করেছেন (আমি বরং বলবো, লূক তাঁর শিষ্য বা শিক্ষার্থী ছিলেন, কারণ লূক তাঁর রচনায় এমন ভাব প্রকাশ করেছেন, যেন তিনি এই ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে তত্ত্বাবধান বা নিরাপত্তা গ্রহণের জন্য অভ্যস্ত নন), এই ব্যক্তি হচ্ছেন থিয়ফিল, পদ

১। লূক তাঁর সুসমাচারে থিয়ফিলকে উৎসর্গ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন মহামহিম থিয়ফিল নামে; আর এখানে তিনি তাকে সম্বোধন করেছেন শুধুমাত্র হে থিয়ফিল নামে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, থিয়ফিল তার যথাযোগ্য মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিংবা এমনও নয় যে, তার সেই সম্মান তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন বা এই উপাধি আসলে তার পদমর্যাদার চাইতে বেশি। বরং তার কারণ এই যে, হয়তো তিনি তার সেই সম্মানজনক পদ থেকে এখন অব্যাহতি বা অবসর নিয়েছেন, আর সেই কারণে নিশ্চয়ই তাকে এখন আর সেই বাধ্যতামূলক উপাধি সহকারে সম্বোধন করার প্রয়োজন নেই। হয়তো তার অনেক বয়স হয়ে গেছে এবং এখন আর তিনি সেই পর্বে অধিষ্ঠিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন না। কিংবা এমনও হতে পারে, এখন লূক থিয়ফিলের সাথে আরও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, আর সেই কারণে তিনি আরও অনেক বেশি স্বাধীনতার সাথে থিয়ফিলকে সম্বোধন করতে পারছেন। সাধারণত প্রাচীনকালে এমনটি প্রচলিত ছিল, খ্রীষ্টান এবং অখ্রীষ্টান উভয় ধরনের লেখকদের মধ্যে, এভাবেই তারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে তাদের রচনাটি উৎসর্গ করতেন। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের কিছু কিছু পুস্তকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিশেষ নাম ব্যবহার করা হলেও এটা মনে রাখতে হবে যে, এই পুস্তকগুলো আসলে আমাদেরকে, অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে; কারণ সে সময় যা কিছু লেখা হয়েছে, তার সবই আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য লেখা হয়েছে।

২. এখানে তাঁর সুসমাচারকে উল্লেখ করা হয়েছে– প্রথম পুস্তকটি আমি সেসব বিষয় নিয়ে রচনা করেছি– এই নামে। তিনি এই পুস্তক লিখতে গিয়ে সেই পুস্তকের বিষয়বস্তু ও ঘটনা মাথায় রেখেছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য ছিল যেন এই পুস্তকের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর পূর্ববর্তী সুসমাচারটির সমস্ত বাক্য ও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পায়, *Ton proton logon*– *আগেকার সমস্ত কথা*। সুসমাচার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থেই বাক্য হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে; শুধু তাই নয়, আমরা এখন এমন কোন অলিখিত বাক্যের কথা জানি না, যার জন্য আমরা কোন পূর্ব উল্লেখ খুঁজে পাই না, বরং যা কিছু আগে লেখা হয়েছিল সেই সমস্ত বাক্যের সাথে পবিত্র শাস্ত্রের পরবর্তী অংশগুলোর বাক্যের মিল রয়েছে। তিনি এর আগের পুস্তকের যা কিছু জেনেছিলেন সেসব লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর এখন তিনি স্বর্গীয় শক্তি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে এই পুস্তক রচনা করছেন, কারণ খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রদানকারীরা অবশ্যই নিখুঁতভাবে এবং নির্ভুলতার সাথে এগিয়ে যাবেন, ইব্রীয় ৬:১। আর সেই কারণেই তাদের নির্দেশনা দানকারীকে অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য প্রদান করতে হবে, তাদের অবশ্যই লোকদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতে হবে (উপদেশক ১২:৯) এবং তাদের কখনোই পূর্বের পরিশ্রমের কথা চিন্তা করলে চলবে না, যদিও তা অনেক ভাল হতে পারে, তবুও তাদেরকে সকল প্রকার পরিশ্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু তাদের সকলকেই কাজে ও কথায় দ্রুততা অর্জন করতে হবে এবং অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন তাদের মধ্য দিয়ে লোকেরা আরও সাহসী হয় এবং উৎসাহিত হয়। এমনটিই লূক এখানে ব্যক্ত করেছেন, যিনি এর আগে একটি বিবৃতি দান করে যাওয়ায় এখন তার উপরে ভিত্তি করে এই পুস্তকটি রচনা করছেন। কিন্তু তাই বলে

এই পুস্তকের জন্য পূর্ববর্তী সুসমাচারটি বাতিল ঘোষিত হয়ে যাবে না; কেউ যেন নতুন প্রচার শিক্ষা এবং নতুন পুস্তক রচনা করে পুরনোগুলোকে ভুলে না যান, বরং তারা যেন আগে সেগুলোকে হৃদয়ে ধারণ করে তবেই নতুন কোন কিছু গ্রহণ করেন বা সৃষ্টি করেন, সেই সাথে আমরা যেন সেগুলোকে গ্রহণ করতে পারি সেজন্য পথ সুগম করে দেন।

৩. তাঁর সুসমাচারের উপকরণ হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয়, যা খ্রীষ্ট সম্পন্ন করেছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন; এবং অন্য তিন জন সুসমাচার রচয়িতার লেখার বিষয়বস্তু এই একই বিষয়ে ছিল। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট একই সাথে কাজ করেছেন এবং শিক্ষাও দান করেছেন। তিনি যে শিক্ষা দান করেছেন তা তাঁর করা সকল আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, যা তাঁকে একজন শিক্ষক হিসেবে প্রমাণ করেছে, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন (যোহন ৩:২); এবং তিনি যে দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন তা তাঁর সকল পবিত্র মহিমাময় কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, কারণ তিনি আমাদের জন্য উদাহরণ রেখে গেছেন এবং সেই সকল উদাহরণ তাঁকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত শিক্ষক হিসেবে প্রমাণিত করে, কারণ ফল দেখে গাছ চেনা যায়। তারাই সবচেয়ে উত্তম পরিচর্যাকারী, যারা কাজও করেন এবং শিক্ষাও দেন, যারা সবসময় প্রচারের মাঝে বসবাস করেন।

(২) তিনি কার্যসাধন করতে ও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন; তিনি সেই সকলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন, যা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে শিক্ষা দেওয়া এবং কার্য সাধন করার কথা। তিনি যা শুরু করেছিলেন তা তাঁর প্রেরিতদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা এবং তাদের সেই একই কাজ করতে হবে ও একই শিক্ষা প্রদান করতে হবে। খ্রীষ্ট তা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং এরপর তিনি তাদেরকে চালিয়ে যেতে বলেছেন, তবে তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেন তাঁর প্রেরিতেরা সেই কাজ সম্পন্ন করতে এবং শিক্ষা প্রদান করতে শক্তি প্রাপ্ত হন। এটি তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ, যারা সুসমাচারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, যা খ্রীষ্ট নিজে শুরু করেছিলেন। মহান পরিত্রাণের বাণী সর্ব প্রথম আমাদের প্রভুর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল, ইব্রীয় ২:৩। (৩) চার জন সুসমাচার রচয়িতা এবং বিশেষ করে লূক আমাদের সামনে সেই সমস্ত ঘটনা তুলে ধরেছেন, সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করেছেন, যা খ্রীষ্ট সম্পন্ন করতে এবং শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন; সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নয়– কারণ সারা পৃথিবীতে সেগুলো রাখার জায়গা হতো না; কিন্তু সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয়, সেগুলোর দৃষ্টান্ত, যার পরিমাণ ছিল অনেক এবং যা ছিল নানান ধরনের, যাতে করে এর মধ্য থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার কাজ এবং শিক্ষার আস্বাদ লাভ করতে পারি। আমরা তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ প্রচারের সূচনা সম্পর্কে জেনেছি (মথি ৪:১৭) এবং তাঁর আশ্চর্য কাজের সূচনা সম্পর্কে জেনেছি (যোহন ২:১১)। লূক খ্রীষ্টের মোটামোটি অধিকাংশ বাণী এবং কাজের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অন্ততপক্ষে আমাদেরকে সে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন, যদিও তিনি আলাদা করে সবগুলো লিপিবদ্ধ করেন নি।

৪. সুসমাচার প্রচারের সময়কাল সেই দিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়েছিল, যেদিন তাঁকে স্বর্গে তুলে

নেওয়া হবে, পদ ২। এরপর তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করলেন এবং এখানে তাঁর আর কোন শারীরিক উপস্থিতি রইলো না। মার্কের সুসমাচার এই বলে শেষ করা হয়েছে যে, প্রভু যীশু উর্ধ্বে, স্বর্গে গৃহীত হলেন (মার্ক ১৬:১৯) এবং লূকের সুসমাচারেও তেমনটি বলা হয়েছে (লূক ২৪:৫১)। খ্রীষ্ট শেষ পর্যন্ত কার্য সাধন করেছেন এবং শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যত দিন পর্যন্ত না তাঁকে সেই সমস্ত কাজ করার জন্য নিয়ে যাওয়া না হয়, যে কাজ তিনি আমাদের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে সম্পন্ন করবেন।

খ. খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সত্য রক্ষা করা হয়েছে এবং তার প্রমাণ দেখানো হয়েছে, পদ ৩। পূর্ববর্তী বর্ণনার সাথে যে অংশটি সম্পর্কযুক্ত, তা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন ছিল। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মহা প্রমাণ হচ্ছে, তিনি প্রেরিতদের কাছে নিজেকে জীবিত রূপে দেখা দিয়েছিলেন, তিনি নিজেকে দেখিয়েছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং তাঁরা এতটাই নির্ভরযোগ্য ছিলেন যে, তাঁদের উপরে সাক্ষ্যের জন্য নির্ভর করা যেত; কিন্তু এখানে প্রশ্ন ছিল যে, কেন তাঁদেরকে শক্তি অথবা ক্ষমতা দিয়ে বিশ্বাস করানো হল না, যা অনেক সময় অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই করা হয়েছে? না, তাঁদের ক্ষেত্রে এমনটা করা হয় নি; কারণ:-

১. খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ ছিল অলঙ্ঘনীয়, ***tekmeria***– স্পষ্ট নির্দেশনা, এর মাধ্যমে একই সাথে দেখানো হয়েছে যে, তিনি জীবিত (তিনি তাঁদের সাথে হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলেছেন, তিনি তাঁদের সাথে ভোজন এবং পান করেছেন) এবং তিনি স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন, অন্য কেউ নন, কারণ তিনি তাঁর ক্ষতের চিহ্ন হিসেবে তাঁদেরকে বার বার তাঁর হাত, পা এবং কুক্ষিদেশের ক্ষত চিহ্ন দেখিয়েছিলেন, যা ছিল সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত সুস্পষ্ট প্রমাণ, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

২. এই প্রমাণ বহু সংখ্যক ছিল এবং অনেক সময় তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে: তিনি তাঁদেরকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দেখা দিয়েছিলেন, তিনি সার্বক্ষণিকভাবে তাঁদের সাথে অবস্থান করেন নি, বরং তিনি প্রায়শই তাঁদের সামনে এসেছেন এবং তিনি তাঁদেরকে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রদান করেছেন, যাতে করে তাঁর প্রস্থানের বেদনা তাঁদের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ রূপে চলে যায়। খ্রীষ্ট মহিমা ও গৌরবের উচ্চ স্থানে পদার্পণ করার পর এত দিন পৃথিবীতে অবস্থান করার অর্থ হল, তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেই সাথে তাঁদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দান করতে চেয়েছিলেন, যা সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য এক পরম স্বস্তির এবং সহানুভূতি পূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারবেন যে, আমাদের একজন মহাপুরোহিত রয়েছেন, যিনি আমাদের সকল অক্ষমতার কথা জানেন।

গ. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে যে সকল নির্দেশনা দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন সে সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং যখন থেকে তিনি তাঁদের প্রতি আত্মা প্রবাহিত করলেন এবং তাদের উপলব্ধি ও বুদ্ধির দ্বার খুলে দিলেন, তখন থেকেই তাঁরা সেই সমস্ত শিক্ষা ও নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য উপযোগী হলেন।

১. তিনি তাঁদেরকে সেই সমস্ত কাজ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন যা তাঁদেরকে সম্পন্ন করতে হবে: তিনি তাঁর মনোনীত প্রেরিতদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আদেশ দিয়ে উর্ধ্বে নীত হলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যাদেরকে বাছাই করেন, তাদের সকলের প্রতিই তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং তাদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। যাদেরকে তিনি প্রেরিত পর্বে নিয়োগ দানের জন্য মনোনীত করেছেন, তাঁরা সকলে এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেবেন, কিন্তু তার বদলে তিনি তাঁদেরকে আদেশ দিলেন। যখন তিনি তাঁর যাত্রাপুস্তক শুরু করলেন এবং তাঁর দাসদেরকে কর্তৃত্ব দিয়ে গেলেন এবং প্রত্যেককে তাদের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন (মার্ক ১৩:৩৪), তিনি তাদেরকে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আদেশ প্রদান করলেন, যা তিনি নিজেই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পরিপূর্ণ হয়ে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁদের সকলের মাঝে এই পবিত্র আত্মাকে নিঃশ্বসিত করেছিলেন; কারণ সান্ত্বনা দানকারীরা হবেন আদেশ প্রদানকারী; এবং তাঁর দায়িত্ব ছিল তাঁদেরকে এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া যে, খ্রীষ্ট কী কী বলেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে আদেশ দেবেন, যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন; এভাবেই কথাগুলো এখানে বলা হয়েছে। এটি ছিল তাঁদের পবিত্র আত্মা গ্রহণের প্রক্রিয়া, যিনি তাঁদের সকল দায়িত্ব সীলমোহর করেছিলেন, যোহন ২০:২২। খ্রীষ্টকে সেই সময় পর্যন্ত স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয় নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁদেরকে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য দায়িত্ব না দেন।

২. তিনি তাঁদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই শিক্ষা সম্পর্কে, যা তাঁদেরতে প্রচার করতে হবে: তিনি তাঁদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে নানান কথা বললেন। তিনি তাঁদেরকে সেই রাজ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে এ কথা বললেন যে, নির্দিষ্ট একটি সময়ে সেই রাজ্য স্থাপিত হবে (যা তিনি তাঁর দৃষ্টান্তে বলেছেন, মার্ক ১৩ অধ্যায়), কিন্তু এখানে তিনি তাঁদেরকে এর বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে আরও কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন, কারণ তা এই পৃথিবীতে অনুগ্রহের রাজ্য এবং অপর পৃথিবীতে গৌরবের রাজ্য এবং তা তাঁদের কাছে উন্মুক্ত থাকবে, যাঁরা ঈশ্বরের মেই মহান প্রতিজ্ঞার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এখন এই বিষয়টি প্রকাশ করা হচ্ছে:

(১) তাঁদেরকে পবিত্র আত্মা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই ঘটনা সমূহের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তিনি তাঁদেরকে গোপনে এ কথা বললেন যে, তাঁদেরকে পৃথিবীতে কোন কথাটি অবশ্যই বলতে হবে এবং তাঁরা সত্যের আত্মা খুঁজে পাবেন, যখন তিনি আসবেন, তিনি এই একই কথা বলবেন।

(২) শিষ্যদেরকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের একেক জন সাক্ষী হতে হবে; এখানে এমনটিই প্রকাশ করা হয়ছে। শিষ্যরা , যাদের কাছে তিনি নিজেকে জীবন্ত রূপে প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা জানতেন যে, ইনিই খ্রীষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি যে নিজেকে তাঁদের কাছে দেখিয়েছিলেন তা-ই নয়, বরং সেই সাথে তিনি তাঁদের সাথে কথাও বলেছিলেন। তিনি ছাড়া অন্য আর কেউই এত স্পষ্টভাবে এবং এতটা পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত এই সমস্ত কথা বলতে পারতো না। তিনি তাঁদেরকে রাজনীতি সম্পর্কে কিংবা মানুষের রাজ্য সম্পর্কে, কিংবা দর্শন বা প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে, কিংবা খাঁটি পবিত্রতা বা অনুগ্রহের

রাজ্য সম্পর্কে কথা বলে তাঁদেরকে আমোদিত করার চেষ্টা করেন নি, যার সাথে তাঁরা ইতোমধ্যে পরিচিত এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদেরকে প্রেরণ করা হবে।

ঘ. তাঁদেরকে বিশেষভাবে এই নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হল যে, তাঁরা খুব শীঘ্রই পবিত্র আত্মা লাভ করবেন, সেই সাথে তাঁর যে আদেশ এবং নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করছেন তা ও তাঁদেরকে দেওয়া হবে (পদ ৪, ৫), *একবার তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন*, সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর আগে গালীল পর্বতে দর্শনের সময়; কারণ এখানে আবার বলা হয়েছে, অতএব তাঁরা আবার একত্র হলেন (পদ ৬), খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের সাক্ষী হওয়ার জন্য। যদিও তিনি এখন তাঁদেরকে গালীলে বসে আদেশ দিচ্ছেন, তথাপি তাঁদের অবশ্যই সেখানেই অবস্থান করার কোন মানে নেই। তাঁদেরকে অবশ্যই যিরূশালেমে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। লক্ষ্য করুন:

১. তিনি তাঁদেরকে অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশনা দিলেন। তিনি এই কাজ করলেন যেন আরও বড় কিছুর জন্য তাঁদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়; এবং তাঁরা যেন তাঁদের উচ্চীকৃত পরিত্রাণকর্তার কাছ থেকে আরও অনেক মহান কিছুর প্রত্যাশা করেন।

২. তাঁদেরকে অবশ্যই সেই নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যা ঘটতে আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। যারা বিশ্বাসের সাথে প্রতিজ্ঞাত অনুগ্রহ লাভের জন্য আশা করবে, তারা যদি ধৈর্য্য ধরে তার জন্য অপেক্ষা করে, তাহলে অবশ্যই তা তাদের জন্য দেওয়া হবে এবং সেই নির্দিষ্ট সময়েই দেওয়া হবে। আর যখন সেই সময় কাছে এসে যাবে, যেমন এখন এসেছে, আমাদের তখন অবশ্যই দানিয়েলের মত তাঁর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে লক্ষ্য রাখতে হবে (দানিয়েল ৯:৩)।

৩. তাঁদেরকে যে স্থানে অবস্থান করতে বলা হয়েছে ঠিক সেই স্থানেই তাঁদেরকে অবস্থান করতে হবে, যিরূশালেম নগরে, কারণ সেখানেই সর্বপ্রথম পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটবে, কারণ খ্রীষ্ট পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপরে রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হবেন; এবং আরও একটি কারণ হচ্ছে, প্রভুর বাক্য সর্বপ্রথম যিরূশালেম থেকেই উৎসারিত হবে। যিরূশালেমই হবে আদি মণ্ডলীর উৎপত্তি স্থল। সেখানে খ্রীষ্ট লজ্জিত হয়েছিলেন, আর সেই কারণে সেখানেই আবার তাঁকে সম্মানিত করা হবে এবং যিরূশালেমের প্রতি এই অনুগ্রহ করা হবে আমাদেরকে আমাদের সকল শত্রু এবং বিপক্ষের জন্য সহানুভূতি পোষণ করার জন্য এবং আমরা যেন আমাদের প্রতি নির্যাতনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিই। প্রেরিতেরা গালীলে থাকতে যেটুকু ঝুঁকিতে ছিলেন এখন তার চেয়েও বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন তাঁদেরকে হতে হবে; কিন্তু আমাদেরকে আনন্দের সাথে আমাদের সকল নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে, যখন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে রত থাকবো। প্রেরিতেরা এখন জনসমক্ষে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে চলেছেন এবং সেই কারণে তাদেরকে অবশ্যই জনগণের মধ্যস্থিত একটি স্থান খুঁজে বের করতে হবে। যিরূশালেমই ছিল সেই আলো জ্বালানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মোমবাতি।

২. যে নিশ্চয়তা তিনি তাঁদেরকে প্রদান করলেন যে, তাঁদের এই অপেক্ষা নিষ্ফল হবে না।

(১) তাঁদেরকে যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা অবশ্যই দেওয়া হবে এবং তারা দেখবেন যে, তাঁদের এই অপেক্ষা ছিল তাঁদের আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান: তোমাদেরকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেওয়া হবে; এর অর্থ হল:

[১] "পবিত্র আত্মা এখন তোমাদের উপরে অন্যান্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ও প্রচুররূপে সেচন করা হবে।" তাঁরা ইতোমধ্যে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছেন (যোহন ২০:২২) এবং তাঁরা এর সুফল ইতোমধ্যে ভোগ করছেন; কিন্তু এখন তাঁরা পবিত্র আত্মার সমস্ত দান, অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনা লাভ করবেন এবং সে সবের দ্বারা বাপ্তিস্ম নেবেন। এটি হচ্ছে পুরাতন নিয়মের সেই অংশের একটি ব্যাখ্যা, যেখানে আত্মা সেচন করার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, যোয়েল ২:২৮; যিশাইয় ৪৪:৩; ৩২:১৫।

[২] "তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিষ্কৃত এবং পবিত্রীকৃত করা হবে," যেভাবে পুরোহিতদেরকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হতো এবং জলে ধৌত করা হতো, যখন তাদেরকে পবিত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হতো। "তোমাদের জন্য এই চিহ্ন রয়েছে: তোমাদেরকে কিছু চিহ্ন বিশিষ্ট বস্তু দেওয়া হবে। তোমাদেরকে সত্যে পবিত্র করা হবে, যেভাবে পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে এর ভেতরে আরও বেশি করে নিয়ে যাবে এবং তোমাদের চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে পবিত্র আত্মার সাক্ষীতে রূপান্তরিত করবে, যাতে করে তোমরা তোমাদের প্রেরিত পদের মধ্য দিয়ে জীবন্ত ঈশ্বরকে আরও বেশি করে সেবা প্রদান করতে পার।"

[৩] "তোমরা এ সময় অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরীভাবে তোমাদের প্রভুর পক্ষে কাজ করবে এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে, যেভাবে ইস্রায়েল মোশির কাছে মেঘ এবং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, সেভাবে তোমাদেরকে খুব দ্রুত আবদ্ধ করা হবে, যেন তোমরা আর কখনোই তাঁর জন্য কোন ধরনের কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করার ব্যাপারে ভীত না হও, যা তোমরা একবার হয়েছ।"

(২) এখন, তিনি পবিত্র আত্মার এই দানের বিষয়ে কথা বলছেন:

[১] পিতার প্রতিজ্ঞার কথা: পিতার যে প্রতিজ্ঞার কথা তাঁরা শুনেছেন, নিশ্চয়ই সেই প্রতিজ্ঞার উপর তাঁদের নির্ভর করা উচিত। প্রথমত, পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয়েছিল প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে এবং এটি ছিল সেই সময়কার এক মহান প্রতিজ্ঞা, যেমনটা এর আগে ছিল খ্রীষ্টের আগমনের প্রতিজ্ঞা (লূক ১:৭২), আর এখন সেই মহান প্রতিজ্ঞা হচ্ছে অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা (১ যোহন ২:২৫)। পার্থিব উত্তম বস্তু প্রদান করা হয় প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে, কিন্তু পবিত্র আত্মা এবং আত্মিক আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করা হয় প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে, গালাতীয় ৩:১৮। আমাদের ভেতরে মানুষের আত্মা যেভাবে দেওয়া হয়েছে এবং তা যেভাবে গঠন লাভ করেছে, সেভাবে আমাদের ভেতরে ঈশ্বরের আত্মা সেচন করা হয় নি, প্রকৃতিগতভাবে নয় (সখরিয় ১২:১), বরং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা।

১. এই উপহার আরও অনেক বেশি মূল্যবান, খ্রীষ্ট মনে করেছিলেন পবিত্র আত্মার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলে নিশ্চয়ই তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর প্রস্থানের বিষয়টি অনেকটা সহনীয় হবে।

২. এতে করে তাঁর প্রতিজ্ঞা আরও নিশ্চিত বলে প্রমাণিত হবে এবং এই প্রতিজ্ঞার অধীন উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীতে সবসময় ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল হবে।

৩. এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত থাকলে এবং আবদ্ধ থাকলে অবশ্যই তাঁরা অনুগ্রহ লাভ করবেন এবং বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁদের ভেতরে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মা, উভয়কেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত, এটি ছিল পিতার প্রতিজ্ঞা, ১. খ্রীষ্টের পিতার প্রতিজ্ঞা। খ্রীষ্ট একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সবসময় ঈশ্বরের দিকে তাঁর পিতা হিসেবে নজর রেখেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার সকল পরিকল্পনা জানতেন এবং তা সকল ক্ষেত্রে তাঁর নিজের বলে দাবী করতে পারেন। ২. আমাদের পিতার প্রতিজ্ঞা, যিনি আমাদেরকে তাঁর দত্তক সন্তান বলে গ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে দত্তক নেওয়া হয়েছে, গালাতীয় ৪:৫, ৬। তিনিই পবিত্র আত্মা প্রদান করেন, যিনি আলোর পিতা, আত্মার পিতা এবং দয়ার পিতা; এটিই হচ্ছে পিতার প্রতিজ্ঞা। তৃতীয়ত, পিতার এই প্রতিজ্ঞার কথা তাঁরা বহুবার খ্রীষ্টের মুখ থেকে শুনেছেন, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর কিছু সময় আগে তাঁর বিদায় ভাষণে তিনি তাঁদেরকে এ বিষয়ে বলেছেন, যেখানে তিনি তাঁদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং বারংবার বলেছেন যে, একজন মধ্যস্থতাকারী অবশ্যই আসবেন। এতে করে ঈশ্বরের ওয়াদাকে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আমাদেরকে এর উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, আমরা এই কথা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে শুনেছি; কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞা সূচিত হয় এবং পূর্ণ হয়। "তোমরা আমার কাছ থেকে এই কথা শুনেছ; এবং আমি তা অবশ্যই উত্তম বলে প্রমাণ করবো।"

[২] বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা: খ্রীষ্ট তাঁদেরকে আরও অনেক পেছনে ফিরে তাকাতে বলছেন (পদ ৫): "তোমরা এ কথা যে শুধু আমার মুখ থেকে শুনেছ তাই নয়, বরং তোমরা তা যোহনের মুখ থেকেও শুনেছ; যখন তিনি তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন (মথি ৩:১১): "আমি তোমাদেরকে মন পরিবর্তনের জন্য জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিমান; আমি তাঁর পাদুকা বইবারও যোগ্য নই; তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তিস্ম দিবেন।" এটি অন্যতম সুমহান এক মর্যাদা, যা খ্রীষ্ট যোহনকে দিচ্ছেন, কারণ তিনি শুধু যে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করছেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি সেই উক্তির পূর্ণতা হিসেবে তাঁর শিষ্যদের সামনে এখন পবিত্র আত্মার দান উপস্থাপন করেছেন। এভাবেই তিনি তাঁর দাসদের কথা সত্য বলে প্রমাণিত করেন, বিশেষ করে যারা তাঁর দূত (যিশাইয় ৪৪:২৬)। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর যে কোন পরিচর্যাকারীদের চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে পারেন। এ ধরনের অনুগ্রহ প্রদানের কাজের সাথে নিযুক্ত হওয়া তাঁদের জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়, কিন্তু অনুগ্রহের আত্মা প্রদান করা তাঁর জন্য অনেক বড় একটি যোগ্যতার

স্বীকৃতি। তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন, তিনি তোমাদেরকে তাঁর আত্মায় শিক্ষা দেবেন এবং তাঁর আত্মাকে তোমাদের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য দান করে যাবেন, যা আমাদের সাথে থেকে প্রচার করা সবচেয়ে উত্তম পরিচর্যাকারীদের চেয়েও উত্তম।

(৩) যে পবিত্র আত্মার দানের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং অপেক্ষা করা হয়েছে, তা আমরা পরবর্তীতে অধ্যায়ে প্রেরিতদের উপরে বর্ষিত হতে দেখবো, কারণ সেখানে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা হবে; যা পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল এবং আর কারও জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিল না; কারণ এই প্রতিজ্ঞার জন্য বহু দিন ধরে অপেক্ষা করার কথা বলা হয় নি। তিনি তাঁদেরকে এ কথা বলেন নি যে, তাঁদেরকে কত দিন অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তাঁদেরকে নিশ্চয়ই প্রতিটি দিনই তা গ্রহণের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখতে হবে। অন্যান্য পুস্তকে সাধারণ বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মার দানের কথা বলা হয়েছে; আর এখানে বলা হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতার কথা, যা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সুসমাচারের প্রথম প্রচারকদের মধ্যে এবং মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সেচিত হবে। এই পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাসে এবং কর্তব্যে টিকে থাকতে সক্ষম করবে এবং খ্রীষ্টের সকল শিক্ষা ও মতবাদ লিপিবদ্ধ ও প্রচার করতে এবং তার প্রমাণ হাজির করতে সক্ষম করে তুলবে। তাই এই প্রতিজ্ঞার গুণে এবং এর পূর্ণতার মধ্য দিয়েই আমরা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের আত্মার আর্তির ফল হিসেবে নতুন নিয়ম হাতে পেয়েছি।

প্রেরিত ১:৬-১১ পদ

স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যিরূশালেমে তাঁর শিষ্যদের কাছে এ কথা জানালেন যে, তিনি তাঁদের সাথে গালীলে দেখা করবেন; এমনই এক দিনে তিনি তাঁদেরকে যিরূশালেমে তাঁর সাথে দেখা করার কথা বললেন। এভাবেই তিনি তাঁদের ভেতরে বাধ্যতা পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তাঁদেরকে প্রস্তুত এবং আনন্দিত অবস্থায় দেখতে পেলেন; তাঁরা একসাথে এসেছিলেন, যেভাবে তিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন, যাতে করে তাঁরা সকলে তাঁর স্বর্গারোহণের সাক্ষী হতে পারেন, যার বর্ণনা আমরা এখানে দেখতে পাই। লক্ষ্য করুন:

ক. তাঁরা তাঁকে এই সাক্ষাতের সময় যে প্রশ্ন করেছিলেন: তাঁরা একসাথে তাঁর কাছে আসলেন, যেন তাঁরা একে অপরের সাথে পরামর্শ করে তবেই এসেছেন। আর তাঁরা সকলে একত্র হয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রশ্নটি করলেন, *Nemine contradicente*− সকলে মিলে, নির্দিষ্ট কেউ নন। তাঁরা একত্রিত হয়ে এলেন এবং তাঁরা প্রভু যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হস্তে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন? এই বিষয়টিকে দু'টি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়:

১. "নিশ্চয়ই আপনি ইস্রায়েলের বর্তমান শাসন ক্ষমতার হাতে, মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনদের হাতে এর ক্ষমতা পুনঃস্থাপন করবেন না, যারা আপনাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে

দিয়েছিল এবং এই ষড়যন্ত্রকে সফল করতে গিয়ে তারা এই রাজ্যকে কৈসরের হাতে তুলে দিয়েছে এবং নিজেদেরকে তার অধীনস্থ করে ফেলেছে। কী! যারা আপনাকে ঘৃণা করে এবং যারা আপনাকে নির্যাতন করেছে, তাদেরকে আপনি ক্ষমতার ব্যাপারে বিশ্বাস করবেন? আপনার কাছ থেকে এমন বিষয় দূরে থাকুক।" কিংবা হয়তো বা তাঁদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য এমন ছিল:

২. "নিশ্চয়ই আপনি এখন যিহূদীদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন, যখন তারা আপনাকে রাজা হিসেবে গ্রহণ করে নেবে।" এখানে এই প্রশ্নে দু'টি বিষয় আমরা দেখতে পাই:

(১) এই রাজ্যের প্রতি তাঁদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা ভেবেছিলেন খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই ইস্রায়েলকে তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করে দেবেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি অবশ্যই যিহূদী জাতিকে অন্যান্য জাতিগণের মাঝে মহান এবং বরণীয় করে তুলবেন, যেমনটি ছিল রাজা দায়ূদ এবং শলোমনের রাজত্বের সময়, আসা এবং যিহোশাফটের রাজত্বের সময়; অর্থাৎ সে সময় শীলোহ্ যিহূদার রাজদণ্ড পুনরুদ্ধার করবেন এবং এর রাজাকেও উদ্ধার করবেন; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজ রাজ্য স্থাপন করতে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু তা ইস্রায়েলের রাজ্য নয়, কোন পার্থিব রাজ্য নয়, বরং এক স্বর্গীয় রাজ্য। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] কীভাবে উত্তম ব্যক্তিরাও বাহ্যিক জাঁকজমকতা এবং ক্ষমতার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর সুখ আনতে চান; যেন ইস্রায়েলের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা না গেলে তার গৌরব আর পুনর্জাগরিত হবে না, কিংবা এর রাজ্যের অংশ হতে না পারলে যেন খ্রীষ্টের শিষ্যরা সম্মানিত হবেন না; যেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আমরা যেন এই পৃথিবীতে ক্রুশ বহন করার জন্য আকাঙ্ক্ষা করি এবং আমরা যেন অন্য এক জগতের রাজ্যে গমনের জন্য অপেক্ষা করি।

[২] আমাদের ভেতরে যে বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা হয়েছে তা পাওয়ার জন্য আমরা কত না মুখিয়ে থাকি। যে শিক্ষা আমরা জীবনের শুরুতে লাভ করেছি, তাকে কাটিয়ে ওঠা আমাদের জন্য কত না কঠিন। খ্রীষ্টের শিষ্যরা তখন পর্যন্ত এই আশায় ডুবে ছিলেন যে, খ্রীষ্ট একজন পার্থিব রাজা হয়ে তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হবেন, আর তাই তাঁরা আত্মিক রাজ্যের ধারণা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিলেন।

[৩] কতটা না প্রকৃতিগতভাবেই আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের মঙ্গল সাধনের জন্য আকাঙ্ক্ষী থাকি। তাঁরা এ কথা ভেবেছিলেন যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই এই পৃথিবীতে কোন রাজ্য স্থাপন করবেন না, যদি না এই পৃথিবীর রাজ্য সমূহ তাঁর নিজের হয়। ইস্রায়েলের ডুবে যাওয়া বা ভেসে ওঠার উপরেই যেন ঈশ্বরের সকল মহিমা ও গৌরব নির্ভর করছে।

[৪] কত সহজেই না আমরা পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ ভুল বুঝি– কারণ আমরা সেই সব কথার আক্ষরিক অর্থ বিচার করতে যাই, যা রূপক অর্থে লেখা হয়েছে এবং বিশেষ করে যখন আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থের সাথে মিলিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের লেখার মিল করতে যাই, যেখানে আমাদের কাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা উচিত পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে। কিন্তু, যখন স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা আমাদের উপরে সেচন করা হবে, তখন আমাদের সকল ভুল

পরিমার্জন করা হবে, যেভাবে প্রেরিতদের সমস্ত ভুল খুব শীঘ্রই মুছে ফেলা হয়েছিল।

(২) এই রাজ্য স্থাপনের কাল সম্পর্কে তাঁদের প্রশ্ন: "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হস্তে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন?" এখন যেহেতু আপনি আমাদেরকে একত্রে ডেকেছেন, সেহেতু নিশ্চয়ই আপনার কোন উদ্দেশ্য আছে, এর প্রকৃত অর্থ কি এটা হতে পারে না যে, এখনই ইস্রায়েলের রাজ্য পুনরুদ্ধার করা হবে? নিশ্চয়ই এখন তেমন একটি যথোপযুক্ত সময় হতে পারে।" এখন, এখানে তাঁরা যে সমস্ত ভুল করেছেন তা হচ্ছে:

[১] যে বিষয়ে তাঁদের প্রভু কখনোই কোন কথা তাঁদেরকে বলেন নি কিংবা তাঁদেরকে সে বিষয়ে কোন দায়িত্বও কখনো দেন নি, সে বিষয়ে তাঁরা অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

[২] তাঁরা এমন একটি রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজ্যের বড়সড় অংশীদার হওয়ার জন্য তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁরা এ ব্যাপারে স্বর্গীয় অনুগ্রহ ও আদেশ লাভের জন্য আশা করছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এ কথা বলেছিলেন যে, তাঁরা সিংহাসনে আরোহণ করতে পারবেন (লূক ২২:৩০), আর এখন তাঁরা আর কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করতে পারছিলেন না, তাঁদেরকে সিংহাসনে বসতেই হবে, এক্ষুণি, তাঁরা আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করবেন না। যেখানে একজন বিশ্বাসীদের কখনোই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়, বরং এ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে, ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ই সর্বশ্রেষ্ঠ সময়।

খ. এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট যে ধরনের উত্তর দিয়ে তাঁদেরকে চুপ করালেন, যেভাবে তিনি একটু আগে যোহন সম্পর্কে পিতরের প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলেছিলেন, তাতে তোমাদের কী? পদ ৭। যেসব সময় বা কাল পিতা নিজের কর্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার বিষয় নয়। তিনি তাঁদের এই আশা বা আকাঙ্ক্ষাকে পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ করেন নি যে, রাজ্য ইস্রায়েলে পুনঃস্থাপিত হবে, কারণ পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত এই ভুলের সংশোধন ঘটানো হবে; এবং এর কারণ একই সাথে এটাও যে, এর মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য রয়েছে যা প্রতিষ্ঠিত হবে, পৃথিবীতে সুসমাচারের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে; এবং এই প্রতিজ্ঞার প্রতি তাঁদের ভুল বোঝার কারণে এতে কোন প্রভাব পড়বে না; কিন্তু তিনি পরবর্তীতে তাঁদের এই প্রশ্ন শুধরে দেবেন।

১. এই বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁদের জানার জন্য উন্মুক্ত নয়: তা তোমাদের জানবার বিষয় নয় এবং সেই কারণে এ বিষয়ে তোমাদের প্রশ্ন করাও উচিত নয়।

(১) খ্রীষ্ট এখন তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ভালবাসাও তাঁদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে এবং তথাপি তিনি তাঁদেরকে এই মুহূর্তে তিরস্কার করলেন, যা সকল যুগের সকল মণ্ডলীর প্রতিই প্রকৃতপক্ষে করা হয়েছে, যাতে করে তারা সেই পাথরকে বিদীর্ণ করার জন্য অযথা শ্রম ব্যয় না করে, যা আমাদের আদি পিতা মাতার জীবনের জন্য অনিবার্য ধ্বংস ডেকে এনেছিল– নিষিদ্ধ জ্ঞানের প্রতি অদম্য কৌতূহল এবং ঈশ্বর আমাদেরকে দেখান নি বলে আমরা যা দেখি না সে সবের প্রতি অন্যায্য আগ্রহ। *Nescire velle quæ magister maximus docere non vult, erudita inscitia est*–

যা কিছু লেখা রয়েছে তার বাইরে নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণ করার চেষ্টা করাটা মূর্খতাও লক্ষণ এবং সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে জ্ঞান অর্জন করে, সে কখনোই জ্ঞানী হতে পারে না।

(২) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান দান করেছেন (তোমাদের কাছেই স্বর্গীয় রাজ্যের রহস্য সম্পর্কে জানতে এটি দেওয়া হয়েছে) এবং তিনি তাঁদের কাছে তাঁর আত্মা প্রদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন, যেন তিনি তাঁদেরকে আরও বেশি করে শিক্ষাদান করতে পারেন; এখন, যাতে করে তাঁরা প্রত্যাদেশের এই বহুল পরিমাণের জন্য গর্বিত না হন, সে কারণে তিনি তাঁদেরকে বুঝতে দিলেন যে, কিছু কিছু বিষয় তাঁদের জানা উচিত নয়। আমরা যখন দেখতে পাই যে, আমরা কতটা অজ্ঞ, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে অহঙ্কার করাটা যে কতটা অযৌক্তিক, তা যেন আমরা বুঝতে পারি।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু আদেশ দিয়েছেন, যা তাঁর মৃত্যুর আগে এবং পুনরুত্থানের পরেও দেওয়া হয়েছে এবং এই জ্ঞান দ্বারাই তিনি তাঁদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন; কারণ একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য এটু-কুই যথেষ্ট, যাদের কাছে অর্থহীন কৌতূহল একেবারেই বিকৃত রসবোধ, যার সংশোধন প্রয়োজন এবং যা কোন ভাবেই অনুমোদন যোগ্য নয়।

(৪) খ্রীষ্ট নিজেও তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের লক্ষণ হিসেবে কী কী ঘটতে পারে এবং তিনি এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, পবিত্র আত্মা তাঁদের দেখিয়ে দেবেন, এ সম্পর্কিত কী কী লক্ষণ দেখা যাবে, যোহন ১৬:১৩। তিনি একইভাবে তাঁদেরকে সময়ে সময়ে চিহ্ন দেখাবেন, যা লক্ষ্য করা তাঁদের কর্তব্য এবং তা দেখেও না দেখার ভান করলে তা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, মথি ২৪:৩৩; ১৬:৩। কিন্তু তাঁদের কোন মতেই এমন আশা করা উচিত নয় যে, তাঁর ভবিষ্যতের সকল ঘটনা সম্পর্কে জেনে যাবেন বা সঠিক ঘটনাবলী জেনে যাবেন। এ বিষয়গুলো তাঁদের কাছ থেকে অন্ধকারে রাখা ভাল এবং তা কাল এবং সময় সম্পর্কিত অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে (যেমনটি ড. হ্যামন্ড ব্যাখ্যা করেছেন), এসব কিছু হবে মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ অবস্থা, সেই সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান– সেখানে কাল ও সময় এবং এর শেষ পর্যায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে, সেই সাথে আমাদের নিজেদের কাল সম্পর্কেও সেখানে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু ঈশ্বর, যে মঙ্গলতায় সর্বজ্ঞানী ছিল,

নিজেকে লুকালো অন্ধকারতম রাত্রির মেঘের আড়ালে,

ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে

নশ্বর দৃষ্টির সীমারেখার বাইরে।– হোর (HOR)

সাধারণত আমরা জানি যে, বছরের ঋতু এবং কাল পরিবর্তন হওয়ার পরিক্রমায় গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল আসে, কিন্তু আমরা নির্দিষ্টভাবে জানি না, কোন দিনটি ভালো যাবে কিংবা

কোন দিনটি বাজে হবে, সেটা গ্রীষ্মকালে হোক কিংবা শীতকালে হোক। তাই এই জগতে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে যখন গ্রীষ্মকালের মত উন্নয়নের সময় আসে, তখন আমরা এ তখনকার কথা চিন্তা করে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারি না, কারণ আমরা জানি যে, সামনে শীতকালের দুর্যোগ আসছে; আর শীতকালে আমরা সমস্ত আশা হারিয়ে বসে থাকতে পারি না, কারণ আমরা জানি যে, শীত চলে গেলে ঠিকই আবার গ্রীষ্ম আসবে; কিন্তু কোন দিনটি আমাদের জন্য সবচেয়ে সুফল বয়ে নিয়ে আসবে, তা আমরা বলতে পারি না, তবে আমাদের নিজেদের কাজের মধ্য দিয়েই তা বের করে নিতে হবে এবং সেই দিনটি যে দিনই হোক না কেন আমাদের অবশ্যই তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে।

২. এ সম্পর্কিত জ্ঞান ঈশ্বর তাঁর নিজ বিশেষ অধিকারে রেখেছেন; অর্থাৎ এটি এমন এক জ্ঞান যা পিতা তাঁর নিজ ক্ষমতার অধীনে রেখেছেন; তিনি তাঁর তত্বাবধানে সেটিকে রেখেছেন। সেই সময় এবং কাল সম্পর্কে আর কেউই জানে না। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সকল কাজই পরিচিত, কিন্তু আমাদের কাছে নয়, মার্ক ১৫:১৮। এটি তাঁর ক্ষমতায় রয়েছে এবং একমাত্র তাঁর ক্ষমতাতেই, যার দ্বারা তিনি সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ঘোষণা দিতে পারেন; এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে প্রমাণ করেছেন, যিশাইয় ৬৬:১০। "আর যদিও তিনি অনেক সময় পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের কাছে কাল এবং সময় সম্পর্কে জানতে দেওয়াটা উপযুক্ত বলে মনে করেছেন (যেমনটি ঘটেছিল মিসরে ইস্রায়েলীয়দের ৪০০ বছরের বন্দীত্বের সময় এবং ব্যাবলিনে ৭০ বছর বন্দীত্বের সময়), তথাপি তিনি তোমাদের কাছে কাল এবং সময় সম্পর্কে জানার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে মনে করছেন না, না, এমন নয় যে,তিনি যিরূশালেম ধ্বংসের আগ পর্যন্ত তা জানাবেন না, যদিও তোমাদেরকে এ সম্পর্কে খুব ভাল ভাবেই জানানো হবে এবং নিশ্চিত করা হবে। তিনি তোমাদেরকে সেই সময় এবং কাল আসার আগ পর্যন্ত কিছুই বলবেন না;" তিনি তাঁর দাস যোহন সাথেও পরবর্তীতে এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন; "কিন্তু তাঁর নিজ ক্ষমতায় তা করবেন কিংবা করবেন না, যদি তা উপযুক্ত বলে মনে করেন;" এবং নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে সময় এবং কাল সম্পর্কিত বিষয়গুলো এতটাই ঘোলাটে, কারণ যাতে করে তা বুঝতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, যাতে করে যখন আমরা তা প্রয়োগ করবো, তখন যেন তা আমাদেরকে সেই কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাতে তা আমাদের যথোপযুক্ত সময় এবং কালের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে রব্বিদের একটি প্রবাদের কথা বাক্সটর্ফ উল্লেখ করেছেন: *Rumpatur spiritus eorum qui supputant tempora*– যারা সময়ের হিসাব করে, সেই সব লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

গ. তিনি তাঁদেরকে কাজে নিয়োগ দান করলেন এবং তিনি তাঁদের এই কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত যোগ্যতা থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করলেন, যাতে করে তাঁরা এ থেকে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। "সেই সময় এবং কাল সম্পর্কে জানা তোমাদের কাজ নয়– এতে তোমাদের কোন মঙ্গল হবে না; কিন্তু এ কথা জেনে রাখ যে (পদ ৮), তোমরা এক পবিত্র ক্ষমতা লাভ করবে, পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমরা তা

অকারণে গ্রহণ করবে না, কারণ তোমরা আমার এবং আমাদের সকল গৌরব ও মহিমার সাক্ষী হবে; এবং তোমাদের সাক্ষ্য সকল বৃথা যাবে না, কারণ যিরূশালেমে, এই দেশে এবং সমস্ত পৃথিবীতে তা গ্রহণ করা হবে।" পদ ৮। যদি খ্রীষ্ট তাঁর নিজ দিনে এবং নিজ প্রজন্মে তাঁর গৌরবের জন্য লোকদেরকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারেন, তাহলে এটা জেনে রাখাই আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, নিশ্চয়ই তিনি আমাদের সময় এবং কাল নিয়ে কোন ধরনের দ্বিধায় ভুগবেন না। খ্রীষ্ট এখানে তাঁদেরকে বলছেন:

১. তাঁদের সকল কাজ হবে সম্মানজনক এবং গৌরবময়: তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

(১) তাঁরা তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করবেন এবং পৃথিবীর কাছে তাঁর সত্য সম্পর্কে প্রচার করবেন এবং তাঁর রাজ্য স্থাপন এবং তাঁর রাজত্বের ব্যাপারে সকলের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন। তাঁদেরকে অবশ্যই প্রকাশ্যে তাঁর সুসমাচার এই পৃথিবীর কাছে প্রচার করতে হবে।

(২) তাঁরা এটি প্রমাণ করবেন, তাঁদের সাক্ষ্য নিশ্চিত করবেন, কিন্তু যেভাবে সাক্ষ্য দানকারীরা করে সেভাবে নয়, প্রতিজ্ঞা করে নয়, বরং আশ্চর্য কাজ এবং অতিপ্রাকৃত দানের স্বর্গীয় চিহ্নের মধ্য দিয়ে: তোমরা আমার কাছে সাক্ষ্যমর হবে কিংবা আমার সাক্ষ্যমর হবে, অনেকে কোন কোন অনুলিপি এভাবে পাঠ করে থাকেন; কারণ তাঁরা তাঁদের নির্যাতনের মধ্য দিয়ে, এমন কি তাঁদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সুসমাচারের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

২. এই কাজের জন্য তাঁদের ক্ষমতা যথেষ্ট। এ কাজের জন্য তাঁদের নিজেদের কোন শক্তি নেই, কিংবা সেই জ্ঞান এবং সাহসও নেই; তাঁরা প্রকৃতিগতভাবে এই পৃথিবীর দুর্বল এবং বোকাদের অন্তর্গত; তাঁরা খ্রীষ্টের বিচারের সময় তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসেন নি, আর এখনও তাঁরা তা করতে সক্ষম নন। "কিন্তু তোমরা তোমাদের উপরে পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করবে" (এমনটিই অনেকে পাঠ করে থাকেন), "তোমরা তোমাদের নিজেদের আত্মার চাইতে অনেক গুণে উত্তম এক আত্মা দ্বারা চালিত হবে এবং কার্যকারী হবে; তোমাদের হাতে সুসমাচার প্রচার করার ক্ষমতা থাকবে এবং পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা তা প্রমাণ করার মত সাক্ষ্য তোমাদের হাতে থাকবে" (যখন তাঁরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন, তখন তাঁরা এই কাজ করতে সক্ষম হবেন, যোহন ১৮:২৮), "এবং তোমরা এর আশ্চর্য কাজ এবং তোমাদের কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যে কাজের জন্য তাঁর সাক্ষ্য দানকারীদেরকে আহ্বান করেছেন, তিনি তাদেরকে সেই কাজের জন্য ক্ষমতা দান করবেন; তিনি যাদেরকে তাঁর কাজে নিয়োজিত করেছেন, তাদেরকে তিনি সেই কাজের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলবেন এবং তিনি তাদেরকে সেই কাজে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

৩. তাঁদের প্রভাব হবে অত্যন্ত মহান এবং অত্যন্ত ব্যাপক: "তোমরা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষী হবে এবং তাঁর মহান উদ্দেশ্য বহন করবে,"

(১) "যিরূশালেমে; সেখান থেকেই তোমাদেরকে অবশ্যই শুরু করতে হবে এবং সেখানে

অনেকে তোমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে; আর যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের ক্ষমার অযোগ্য বলে ফেলে রাখা হবে।”

(২) “তোমাদের আলো সমগ্র যিহূদিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে এর আগে তোমাদের সমস্ত পরিশ্রম বৃথা গিয়েছিল।”

(৩) “সেখান থেকে তোমাদেরকে শমরীয়াতে যেতে হবে, যদিও তোমাদের প্রথম অভিযাত্রায় তোমাদেরকে শমরীয়ার যে কোন শহরে প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছিল।”

(৪) “পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমাদের উপযোগিতা পৌঁছে যাবে এবং তোমরা সারা পৃথিবীর জন্য অনুগ্রহস্বরূপ হবে।”

ঘ. তাঁদেরকে এই সমস্ত নির্দেশনা দান করে তিনি তাঁদের কাছ থেকে প্রস্থান করলেন (পদ ৯): এই সব কথা বলবার পর এবং তাঁর যা কিছু বলার ছিল তা বলার পর, তিনি তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন (এমনটি আমরা পড়েছি লূক ২৪:৫০ পদে); এবং তাঁরা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁদের দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ হল, তাঁরা তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন, তিনি ক্রমাগতভাবে উর্ধ্বে নীত হতে লাগলেন এবং একখানি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টিপথের আড়ালে নিয়ে গেল। এখানে আমরা খ্রীষ্টের উর্ধ্বে নীত হওয়ার ঘটনা দেখতে পাই; তাঁকে তুলে নেওয়া হয় নি, যেভাবে এলিয়কে আগুনের ঘোড়া এবং আগুনের রথে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বরং তিনি নিজের স্বর্গে উঠে গেলেন, যেভাবে তিনি নিজেই কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজ ক্ষমতায় ও শক্তিতে, তাঁর দেহ এখন সাধুগণের দেহের মত করে, যাদের দেহ সকলের পুনরুত্থানের সময় জাগ্রত হবে, সেভাবে আত্মিক দেহের আকার নিয়ে ক্ষমতা এবং নিখুঁততা সহকারে উত্থিত হচ্ছে। লক্ষ্য করুন,

১. তিনি তাঁর শিষ্যদের দৃষ্টিপথে থাকা অবস্থায় স্বর্গে নীত হতে শুরু করলেন। তাঁরা তাঁকে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন নি, কারণ তাঁদের অবশ্যই তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁর সাথে দেখা হওয়ার প্রয়োজন ছিল, যা আরও বেশি সন্তুষ্টি বয়ে নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তাঁরা তাঁকে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখলেন এবং সে সময় তাঁদের চোখ এবং তাঁদের মন এত বেশি সেদিকে নিবদ্ধ ছিল যে, তাঁদের এই ঘটনায় কোনভাবেই প্রলোভিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এটি খুব সম্ভব যে, তিনি আসলে উড়ে উড়ে উপরে উঠে যান নি, তিনি খুব ধীরে ধীরে দাঁড়ানো অবস্থাতেই উপরে উঠে গিয়েছিলেন, যাতে তা তাঁর শিষ্যদের জন্য আরও সন্তুষ্টিজনক হয়।

২. তিনি তাঁদের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেলেন এক খণ্ড মেঘের আড়ালে গিয়ে, কিংবা বলা চলে খুব ঘন মেঘের আড়ালে গিয়ে, কারণ ঈশ্বর বলেছিলেন যে, তিনি ঘন অন্ধকারে বাস করবেন; কিংবা হয়তো তিনি সাদা শুভ্র মেঘে প্রবেশ করেছিলেন, যার মাধ্যমে তাঁর গৌরবময় দেহের মহিমা প্রকাশ করা হয়েছিল। খ্রীষ্টের রূপান্তরের সময় যে মেঘ তাঁকে ঢেকে ফেলেছিল তা ছিল উজ্জ্বল এবং শুভ্র এক মেঘ, আর তাই সম্ভবত এই মেঘটিও

তেমনই ছিল, মথি ১৭:৫। মেঘটি তাঁকে গ্রহণ করলো, এটি খুব সম্ভব যে, তিনি মাটি থেকেই এতটাই উপরে উঠে গিয়েছিলেন যে, তিনি মেঘ যে স্তরে থাকে আকাশের সেই স্তরে চলে গিয়েছিলেন। তথাপি সেখানে এতটা মেঘ থাকে না যে, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলা যাবে, কিন্তু বস্তুত খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্যই এই মেঘ জড়ো হয়েছিল। এখন তিনি মেঘকে তাঁর রথ রূপে ব্যবহার করছেন, গীতসংহিতা ১০৪:৩। ঈশ্বর কখনো কখনো মেঘের আসনে করে নেমে এসেছেন, আর এখন তিনি মেঘের আসনে চড়ে প্রস্থান করছেন। ড. হ্যামন্ড মনে করেন যে, এখানে যে মেঘদের তাঁকে বরণ করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো আসলে ছিলেন স্বর্গদূতরা, যারা খ্রীষ্টকে বরণ করে নিয়েছিলেন; কারণ স্বর্গদূতদের উপস্থিতিকে সাধারণত মেঘ বলে অভিহিত করা হয়েছে, এর সাথে তুলনা করুন যাত্রাপুস্তক ২৫:২২ এবং লেবীয় ১৬:২। মেঘের মধ্য দিয়ে এই নিম্নতর বিশ্ব এবং উর্ধ্বতন বিশ্বের মধ্যে এক ধরনের সংযোগ রক্ষা করা হয়; এর মধ্য দিয়ে পৃথিবী থেকে উপরে বাষ্প প্রেরণ করা হয় এবং স্বর্গ থেকে নিচে শিশির প্রেরণ করা হয়। নিশ্চয়ই তিনি মেঘের বাহনে চড়েই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করবেন, যিনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যকার মধ্যস্থতাকারী, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের করুণা ও দয়া আমাদের উপরে নেমে আসে এবং আমাদের প্রার্থনা সকল ঈশ্বরের কাছে প্রেরিত হয়। এই ছিল তাঁর শেষ মুখ দর্শন। এরপর তাঁকে আর কখনোই দেখা যায় নি। অনেক মহান সাক্ষীর চোখ তাঁকে মেঘের মধ্যে খুঁজে বেরিয়েছে; এবং যদি আমরা চিন্তা করি তাঁর কী ঘটেছিল, তাহলে আমরা দেখতে পাই (দানিয়েল ৭:১৩):আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্যপুত্রের মত এক পুরুষ আসলেন, তিনি সেই এক অতি বৃদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন, তাঁর সম্মুখে তাকে আনা হল।

ঙ. যখন খ্রীষ্ট দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেলেন, তখনও শিষ্যরা একাগ্র চিত্তে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ছিলেন (পদ ১০) এবং তাদের যতক্ষণ তাকিয়ে থাকা প্রয়োজন ছিল তার চেয়েও বেশি সময় ধরে তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন; কিন্তু কেন?

১. সম্ভবত তাঁরা এই আশা করছিলেন যে, খ্রীষ্ট এক্ষুণি আবার তাঁদের কাছে ফিরে আসবেন, যাতে তিনি ইস্রায়েলের রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন এবং তাঁরা এ কথা মোটেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, সকলের মঙ্গলের জন্য এখন খ্রীষ্টকে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। তাঁরা তখন পর্যন্ত খ্রীষ্টের শারীরিক উপস্থিতির প্রতি এতটাই নির্ভরশীল ছিলেন, যদিও খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বলেছিলেন যে, তাঁকে অবশ্যই তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে এবং চলে যেতে হবে। কিংবা এমন হতে পারে, তাঁরা তাঁর খোঁজ করছিলেন, কারণ তাঁরা সন্দেহ করছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই একেবারে চলে যাবেন না, যা ভাববাদীদের সন্তানেরা ইব্রীয় এলিয় সম্পর্কে মনে করেছিল (২ রাজাবলি ২:১৬), আর সেই কারণে তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের মাঝে তাঁকে আবারও ফিরে পাবেন।

২. সম্ভবত তাঁরা দৃশ্যমান স্বর্গে কোন ধরনের পরিবর্তন খোঁজার চেষ্টা করছিলেন, যা খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের কারণে ঘটবে, কারণ হয়তো এতে করে সূর্য লজ্জিত হবে বা চাঁদ নিজেকে লুকোবে (যিশাইয় ২৪:২৩), কারণ তারা খ্রীষ্টের উজ্জ্বল প্রভায় তাদের সকল উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলবে; কিংবা সম্ভবত তাঁরা কোন ধরনের আনন্দ বা উল্লাস প্রকাশ করতে

চাইছিলেন বা তাঁরা নিজেরা ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁদেরকে অদৃশ্য স্বর্গের কোন মহান মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করা হবে, কারণ তাঁরা তা গ্রহণ করেছেন। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বলেছিলেন যে, সময় হলে তাঁরা দেখতে পাবেন যে, স্বর্গ খুলে গেছে (যোহন ১:৫১) এবং কেন তাহলে তাঁরা এখন তা আশা করবেন না?

চ. দুই জন স্বর্গদূত তাঁদেরকে দেখা দিলেন এবং তাঁকে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি সময়োপযোগী বার্তা প্রদান করলেন। একটি জগতে সকল স্বর্গদূত খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, আর এখন তিনি উর্ধ্বস্থিত যিরূশালেমে প্রবেশ করতে চলেছেন। আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, এই দুই জন স্বর্গদূত তাদের মাঝে থাকতে না পেরে বেশ দুঃখার্ত ছিলেন; তথাপি তাঁরা জানতেন যে, খ্রীষ্ট পৃথিবীতে তাঁর স্থাপিত মণ্ডলীর প্রতি কতটা চিন্তা করেন, তাই তিনি এই স্বর্গদূতদের মধ্য থেকে দুই জনকে পাঠিয়ে দিলেন, যেন তাঁরা গিয়ে তাঁদের সাথে দেখা করেন। তাঁরা শিষ্যদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সাদা পোশাক পরিহিত দুই জন মানুষের বেশ ধরে, যা ছিল উজ্জ্বল এবং চোখ ধাঁধানো; কারণ তাঁরা জানতেন যে, তাদের দায়িত্ব পালনের স্থান হিসেবে, তারা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টেরই সেবা করছেন, যখন তাঁরা এই পৃথিবীতে তাঁর দাসদের কারও সেবা করছেন। এখন এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এই স্বর্গদূতরা শিষ্যদেরকে কী বলেছিলেন:

১. তাঁরা যেন তাঁদের কৌতূহল দমন করেন: হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? তিনি তাঁদেরকে গালীলের লোক বলে সম্বোধন করলেন, যাতে করে তিনি তাঁদেরকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, কোন পাথর থেকে তাঁদেরকে তুলে আনা হয়েছে। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে তাঁর নিজের দূত হিসেবে নিয়োগ দান করার মধ্য দিয়ে তাঁদের উপরে মহা সম্মান আরোপ করেছেন; কিন্তু তাঁদেরকে অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা হচ্ছে মানুষ, মাটির পাত্র এবং গালীলের অধিবাসী, অশিক্ষিত মানুষ, যাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানো হয়। এখন তাঁরা বলছেন, "কেন তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছ গালীলীয়দের মত করে, যারা অশিক্ষিত এবং অসভ্য মানুষ, কেন এভাবে স্বর্গের পানে তাকিয়ে আছ? তোমরা কী দেখছ? তোমাদেরকে যা দেখানোর জন্য একত্রে ডাকা হয়েছিল তা তোমরা দেখেছ, আর এখনও তাহলে কেন তোমরা আরও কিছু দেখার জন্য অপেক্ষা করছো? কেন এভাবে তোমরা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছ, ভীত এবং দ্বিধাগ্রস্থ মানুষের মত, বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি মানুষের মত করে?" খ্রীষ্টের শিষ্যদের কখনোই শুধু শুধু দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়, কারণ তাঁদের হাতে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব সম্পন্ন করার রয়েছে এবং তাঁদেরকে এ জন্য একটি নিশ্চিত ভিত্তি গড়ে দেওয়া হয়েছে।

২. তাঁরা যেন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের উপরে তাঁদের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন। তাঁদের প্রভু অনেক সময় তাঁদেরকে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন এবং তাঁদের কাছে স্বর্গদূত পাঠিয়ে মাঝে মাঝেই তা মনে করিয়ে দিয়েছেন: "সেই একই খ্রীষ্ট, যাঁকে স্বর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তোমাদের কাছ থেকে এবং যাঁকে তোমরা এখন পর্যন্ত খুঁজতে চেষ্টা করছ, ভাবছ যেন তিনি আবারও তোমাদের মাঝে ফিরে আসেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে চিরকালের জন্য চলে যান নি। কারণ এমন একটি দিন নির্দিষ্ট করা আছে, যেদিন তিনি আবারও এই

একইভাবে ফিরে আসবেন, যেভাবে তোমরা তাঁকে চলে যেতে দেখছ এবং তোমাদের নিশ্চয়ই সেই দিন পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করা উচিত।"

(১) "এই একই যীশু আবারও তাঁর নিজ দেহ ধারণ করে আগমন করবেন, তিনি এক মহা গৌরবময় শরীর নিয়ে অবতীর্ণ হবেন; এই একই যীশু, যিনি এক সময় নিজেকে পাপের ভারে নিমজ্জিত করে নিজেকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে দিতে এসেছিলেন, তিনি আবারও দ্বিতীয়বার আসবেন এবং এবার তিনি পাপ থেকে মুক্ত অবস্থায় আসবেন (ইব্রীয় ৯:২৬, ২৮), যিনি এর আগে একবার অপমানিত এবং বিচারিত হবার জন্য এসেছিলেন, তিনি এখন আবারও মহিমা সহকারে বিচার করার জন্য আসছেন। সেই একই যীশু, যিনি তোমাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে আসবেন এবং পরীক্ষা করে দেখবেন তোমরা সকলে ঠিকভাবে তোমাদের দায়িত্ব পালন করেছিলে কি না। তিনিই আসবেন, অন্য কেউ নয়," ইয়োব ১৯:২৭।

(২) "তিনি আবারও এই একইভাবে ফিরে আসবেন। তিনি মেঘের ভেতরে করে এবং স্বর্গদূতদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে উর্ধ্বে নীত হয়েছেন; আর দেখ, তিনি ফিরে আসবেন মেঘের ভেতরে করে এবং তার সাথে থাকবে অসংখ্য স্বর্গদূতের এক বাহিনী! তিনি উর্ধ্বে নীত হয়েছেন জয়ধ্বনি এবং তূরীধ্বনির মধ্য দিয়ে (গীতসংহিতা ৪৭:৫) এবং তিনি আবারও অবতরণ করবেন স্বর্গ থেকে জয়ধ্বনি এবং ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনির মধ্য দিয়ে, ১ থিষলনীকীয় ৪:১৬। এখন তোমরা মেঘ এবং মহাশূন্যের কারণে তাঁকে দৃষ্টি সীমা থেকে হারিয়ে ফেলেছ, আর তিনি চলেও গেলেও তোমরা অনুসরণ করে তাঁর পেছনে পেছনে যেতে পার নি, কিন্তু সে সময় তোমরা মেঘের মাঝে নীত হতে পারবে এবং তোমরা প্রভুর সাথে আসমানে দেখা করতে পারবে।" যখন আমরা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ব, তখন আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা চিন্তা করে অবশ্যই দ্রুততর হওয়া উচিত এবং নিজেদেরকে জাগিয়ে তোলা উচিত; আর যখন আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবো এবং ভয়ে কম্পিত হব, তখন খ্রীষ্টের পুনরাগমনের কথা চিন্তা করলে আমরা সান্ত্বনা পাব এবং সাহস পাব।

প্রেরিত ১:১২-১৪ পদ

এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

ক. যখন খ্রীষ্ট জৈতুন পর্বত থেকে স্বর্গে আরোহণ করলেন (পদ ১২), যেখানে থেকে বৈথনিয়া শহরের আরম্ভ হয়েছে, লূক ২৪:৫০। সেখান থেকেই তাঁর যন্ত্রণা ভোগের সূচনা হয়েছিল (লূক ২২:৩৯), আর সেই কারণেই তিনি তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা মুছে ফেলে তাঁর মহা গৌরবময় স্বর্গারোহণে অবতীর্ণ হলেন, আর এভাবেই তিনি একই উপায়ে একই স্থানে তাঁর যন্ত্রণাভোগ এবং স্বর্গারোহণ প্রকাশ ঘটালেন। এভাবেই তিনি যিরূশালেমের চোখের সামনে তাঁর নিজ রাজ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর যিরূশালেমের যে সকল দায়িত্ব জ্ঞানহীন এবং অকৃতজ্ঞ নাগরিক তাঁকে সেখানে রাজত্ব করতে দিল না, তাদের কাছ থেকে

তিনি দূরে চলে গেলেন। তাঁর সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল (সখরিয় ১৪:৪): আর সেদিন তাঁর পা সেই জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা যিরূশালেমের সম্মুখে পূর্বদিকে অবস্থিত, যা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে; আর তা এখন পর্যন্ত দেখা যায়, তাতে জৈতুন পর্বতের মধ্যদেশ পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে বিদীর্ণ হয়ে অতি বৃহৎ উপত্যকা হয়ে যাবে, পর্বতের অর্ধেক উত্তরদিকে ও অর্ধেক দক্ষিণদিকে সরে যাবে। জৈতুন পর্বতের চূড়া থেকে তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, যিনি উত্তম জলপাই বৃক্ষ, সখরিয় ৪:১২; রোমীয় ১১:২৪। এখানে বলা হয়েছে পর্বতটি যিরূশালেমের কাছে অবস্থিত ছিল, এখান থেকে যিরূশালেমের দূরত্ব ছিল এক বিশ্রামবার, যার অর্থ হচ্ছে সামান্য দূরত্ব; সামান্য কয়েক জন ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্রামবারের সন্ধ্যায় হেঁটে বেড়াতেন যেন তারা ধ্যান করার জন্য একটি স্থান খুঁজে পেতে পারেন, বিশেষ করে যখন সমস্ত মণ্ডলীর প্রার্থনা ও উপাসনা শেষ হয়ে যেত। অনেকে এই স্থানের দূরত্ব মনে করেন এক হাজার কদম, আবারও অনেকে মনে করেন দুই হাজার হাত; আবারও অনেকে মনে করেন সাত ফার্লং, অন্যরা মনে করেন আট ফার্লং। বৈথনিয়া অবশ্যই যিরূশালেম থেকে পনের ফার্লং দূরবর্তী ছিল (যোহন ১১:১৮), কিন্তু যিরূশালেমের যে অংশের খুব কাছে জৈতুন পর্বতটি অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে খ্রীষ্ট বিজয় উল্লাস সহকারে যিরূশালেমে প্রবেশ করেছিলেন, সেই স্থানটির দূরত্ব ছিল সাত কি আট ফার্লং। পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা বি-শ্রামবার এবং পবিত্র দিনগুলো পালন করি, যাতে করে আমরা দুই হাজার হাতের বেশি দূরে না যাই, যা তারা স্থাপন করেছিল যিহোশূয় ৩:৪ পদের উপর ভিত্তি করে, যখন তারা জর্ডানের ভেতর দিয়ে যাত্রা করছিল এবং সে সময় তাদের কাছ থেকে নিয়ম সিন্দুকের দূরত্ব ছিল দুই হাজার হাত। ঈশ্বর নিজে তাদেরকে এভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, বরং তারাই নিজেরা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল এবং এভাবেই তারা আমাদের প্রতিক এই নিয়ম চালু করে রেখে গেছে, যাতে আমরা কেউই বিশ্রামবারে বিশ্রাম পালনের জন্য দুই হাজার হাতের বেশি দূরে না হাঁটি; এবং আমাদের প্রয়োজন অনুসারে যেন আমরা তা সীমাবদ্ধ করে রাখি এবং একে আমরা বিধি নিষেধ হিসেবে না দেখে যেন পবিত্র আদেশ হিসেবে সন্তুষ্টির সাথে পালন করি, ২ রাজাবলি ৪:২৩।

খ. শিষ্যরা ফিরে কোথায় গেলেন: তাঁরা ফিরে আবারও যিরূশালেমে আসলেন, যেভাবে তাঁদের প্রভু নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, যদিও সেখানে তাঁরা শত্রুদের মাঝে অবস্থান করছিলেন; তথাপি যদিও এতে করে মনে হতে পারে যে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর থেকেই তাঁদের প্রতি নজর রাখা হচ্ছিল এবং তাঁরা যিহূদীদের কারণে ভয়ের মধ্যে ছিলেন, তথাপি যখন থেকে সকলে জানতে পারলো যে, তাঁরা গালীলে ফিরে গেছেন, তখন থেকে আর কেউই তাঁদেরকে আর যিরূশালেমে খোঁজ করলো না, তাঁদেরকে আর খুঁজে বেড়াল না। ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে তাদের শত্রুদের মাঝখান থেকে খুঁজে বের করতে পারেন, আর তাই এমনই অনুপ্রেরণা পেয়ে রাজা শৌলকে আর দায়ূদের কোন খোঁজ করেন নি। যিরূশালেমে তাঁরা উপরের একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে তাঁরা বাস করতে লাগলেন; এমন নয় যে, সেখানেই তাঁরা সকলে রাতে ঘুমোতেন এবং আহার করতেন, বরং তাঁর সেখানে প্রতি দিনই একত্রিত হতেন এবং দিনের বেশির ভাগ সময় তাঁরা সেখানে

ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন, কারণ তাঁরা এই আশা করতেন যে, তাঁদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটবে। এই উপরের কুঠরী সম্পর্কে নানা জনের নানান ধরনের মত আছে। অনেকে মনে করেন এই উপরের কুঠরী অবস্থিত ছিল মন্দিরে; কিন্তু এটা একেবারেই অকল্পনীয় যে, মহাপুরোহিতেরা খ্রীষ্টেরই শিষ্যদেরকে এই ধরনের কোন স্থানে বাস করার জন্য অনুমতি দেবেন। অবশ্যই এই একই ঐতিহাসিক এই কথা বলেছেন যে, শিষ্যরা নিরন্তর মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকলেন (লূক ২৪:৫৩), কিন্তু আসলে তাঁরা মন্দিরের নিয়মিত জমায়েতে উপস্থিত হতেন এবং তাঁরা প্রার্থনায় সমবেত হতেন, কারণ তাঁরা নিজেদেরকে উপাসনা মাহফিল থেকে অনুপস্থিত হতে দিতে পারতেন না। তাই খুব সম্ভব এই উপরের কুঠরী কারও ব্যক্তিগত গৃহে অবস্থিত ছিল। অক্সফোর্ডের মি. গ্রেগরি এই একই মত পোষণ করেন এবং তিনি এই স্থানের উপরে একজন সিরীয় পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, এটি সেই একই কুঠরী ছিল, যেখানে বসে তাঁরা সকলে খ্রীষ্টের সাথে শেষ নিস্তার পর্বের ভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন; এবং তথাপি এই স্থানকে বলা হয়েছে ***anogeon*** এবং ***anogeon***, যার দু'টো নামই একই অর্থ নির্দেশ করে। তিনি বলেছেন, "হতে পারে এই সেই গৃহ যেখানে সুসমাচার প্রচারক যোহন বাস করতেন, যেমনটি যোসেফাস বলেছেন; কিংবা এটি হচ্ছে যোহন মার্কের মা মরিয়মের বাসগৃহ, যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ অন্যান্যরা পেয়েছেন, তবে কোনটিই নিশ্চিত নয়।" প্রেরিত ১৩ অধ্যায় দেখুন।

গ. যারা যারা সে সময় পর্যন্ত খ্রীষ্টের শিষ্য ছিলেন, তাঁরা একত্রে সেখানে ছিলেন। এখানে এগারো জন প্রেরিতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৩), একইভাবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের নামও উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৪) এবং পবিত্র শাস্ত্রে এই শেষবার তাঁর নাম উল্লেখ করা হল। এরপর আর কোথাও কখনোই তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় নি। সেখানে আরও অনেকে ছিলেন, যাদেরকে আমাদের প্রভুর ভাইয়েরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, রক্তসূত্রে প্রাপ্ত ভাই; আর যেহেতু এখানে বলা হয়েছে যে, অন্তত একশো বিশ জন সেখানে ছিলেন (পদ ১৫), তাই আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে, নিশ্চয়ই সেই সত্তর জন শিষ্যের সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে প্রেরিতদের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং একই সাথে তাঁরা সুসমাচার প্রচারক হিসেবেও নিয়োগ পেয়েছিলেন।

ঘ. কীভাবে তাঁরা তাঁদের সময় ব্যয় করলেন: তাঁরা সকলে একত্রিত হয়ে এক চিত্তে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রইলেন। লক্ষ্য করুন:

১. তাঁরা সকলে এক চিত্ত হলেন এবং প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরের সকল লোকই প্রার্থনার লোক এবং তাঁর সবসময় প্রার্থনায় নিবদ্ধ থাকেন। এই সময়টি ছিল সমস্যা বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ, যা ছিল খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তাঁরা সে সময় নেকড়েদের ভেতরে ভেড়ার পালের মত করে অবস্থান করছিলেন; এবং কেউ যদি পীড়িত হয়, তবে সে প্রার্থনা করুক; এতে করে তাঁরা তাঁদের যত্ন নিজেরাই নিতে পারবেন এবং তাঁদের ভীতি প্রশমিত করতে পারবেন। তাঁদের সামনে এখন নতুন কাজ রয়েছে, মহান এক দায়িত্ব

রয়েছে, তাই এই দায়িত্বের মাঝে তাঁদের প্রবেশ করার আগে নিশ্চয়ই তাঁদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে প্রার্থনা করে যেতে হবে ঈশ্বরের কাছে, যেন তিনি সবসময় এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে সাথে থাকেন। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে সর্ব প্রথম কাজের পাঠানোর আগে তাঁদেরকে নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন আর এখন তাঁরা নিজেরাই প্রার্থনায় সময় কাটাচ্ছেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আর তাই তাঁর এভাবে নিজেদেরকে প্রার্থনায় ঘিরে রেখেছিলেন। আমাদের প্রভু যখন প্রার্থনা করছিলেন তখন তাঁর উপরে পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয়েছিল, লূক ৩:২১। যারা আত্মিক আশীর্বাদ লাভ করে, তারা সবসময় প্রার্থনার কাঠামোতে আবদ্ধ থাকেন। খ্রীষ্ট সম্প্রতি তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন; কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার কারণে প্রার্থনা করা বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয় নি, বরং এর দ্বারা প্রার্থনাকে আরও তরান্বিত করার কথা বলা হয়েছে এবং আরও বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাত অনুগ্রহের জন্য বারবার চাওয়া হয় এবং এই চাওয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হচ্ছে প্রার্থনা করা এবং মন ও প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা করা।

২. তাঁরা সার্বক্ষণিকভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তাঁরা তাঁদের বেশিরভাগ সময় প্রার্থনাতেই ব্যয় করতে লাগলেন, সাধারণভাবে প্রার্থনা করার বদলে তাঁরা আরও বেশি সময় নিয়ে এবং আরও এক চিত্ত নিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং তাঁরা অনেক দীর্ঘ প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁরা কখনো প্রার্থনার একটি ঘণ্টাও অপব্যয় করতেন না বা অন্য কোন কাজে ব্যয় করতেন না। তাঁরা সবসময় নিজেদেরকে পবিত্র আত্মার আগমনের জন্য অপেক্ষায় রেখেছিলেন এবং তাঁর এ জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ করে যাচ্ছিলেন, জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর। এর আগে বলা হয়েছে যে (লূক ২৪:৫৩), তাঁরা নিরন্তর ঈশ্বরের প্রশংসা এবং গৌরব করতে থাকলেন। আর এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা এক চিত্তে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রইলেন; কারণ প্রভুর প্রশংসা করা হচ্ছে প্রতিজ্ঞা অনুসারে অনুগ্রহ আদায় করার জন্য অনুযোগ করার একটি অন্যতম মাধ্যম। তাই যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু চাইব, তখন আমাদেরকে অবশ্যই আমাদেরকে এর আগে যে সমস্ত দয়া ও অনুগ্রহ দান করা হয়েছে সে সবের কারণে প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপন করতে হবে এবং সে সবের কথা উল্লেখ পূর্বক নতুন করে দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করতে হবে, কারণ এই প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য।

৩. তাঁরা এক চিত্তে এই প্রার্থনা করছিলেন। এর অর্থ হল এই যে, তাঁরা সকলে পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন ধরনের ঝগড়া বিবাদ কিংবা মনোমালিন্য ছিল না; এবং যারা এভাবে আত্মার ঐক্য বহন করেন এবং শান্তিতে একতাবদ্ধ থাকেন, তারা পবিত্র আত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত থাকেন। এতে করে এই বিষয়টিও পরিষ্কার হয় যে, তাঁদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, যদিও বলা হয়েছে যে, যদি দুই জন ব্যক্তি এক মন নিয়ে প্রার্থনা করে তাহলে তা শ্রবণ করা হবে, কিন্তু সেখানে তাঁরা সকলে মিলে প্রার্থনা করেছিলেন এবং এতে করে নিশ্চয়ই তাঁদের প্রার্থনার পক্ষে গ্রহণযোগ্যতা আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেখুন

মথি ১৮:১৯ পদ।

প্রেরিত ১:১৫-২৬ পদ

যিহূদার পাপের কারণে শুধু যে সে অবনমিত হয়েছিল এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, বরং প্রেরিতদের একটি পদ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের বারো জনকে একসাথে অভিষেক করা হয়েছিল, যা ইস্রায়েলের বারো বংশের দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয়েছিল, যা বারো জন বংশ পিতার থেকে উদ্ভূত হয়েছে; এরাই হচ্ছেন সেই বারো তারকা, যা মণ্ডলীর মুকুটে খচিত হবে এবং শোভা পাবে (প্রকাশিত বাক্য ১২:১) এবং তাঁদের জন্য বারোটি সিংহাসন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, মথি ১৯:২৮। এখন বারো জন হিসেবে তাঁরা যখন শিক্ষার্থী ছিলেন, এখন তাঁরা এগারো জন রয়েছে, যখন কি না তাঁরা সকলেই শিক্ষক, তাই তাঁদের অবশ্যই বারো জন প্রেরিতকেই প্রয়োজন, যেন তাঁরা তাঁদের সেই কলঙ্কময় অতীত মুছে ফেলতে পারেন এবং সেই স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে পারেন। আর সেই কারণে তাঁরা বিশেষভাবে এ ব্যাপারে যত্ন নিলেন, যেন তাঁরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে আবারও তাঁদের ভ্রাতৃ সমাজকে পরিপূর্ণ করতে পারেন, বিশেষ করে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন তা যেন তাঁরা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন, সে কারণে অবশ্যই তাঁদের প্রেরিত পর্বে মোট বারো জন থাকা প্রয়োজন ছিল, আর তাই অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গীয় রাজ্যের স্থাপিত্ব এবং অক্ষুন্নতার কথা সবচেয়ে বেশি বলেছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. এই বিষয়ে যারা যারা জড়িত ছিলেন।

১. সেই গৃহে প্রায় একশো বিশ জন উপস্থিত ছিলেন। এই সংখ্যাটি অনেকে শুধু মাত্র যাদের নাম জানা গিয়েছিল তাঁদের বলে মনে করেন, এর অর্থ হচ্ছে সেই ব্যক্তিরা; অনেকে মনে করেন এখানে শুধুমাত্র পুরুষদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, নারীদেরকে এই সংখ্যার আওতায় আনা হয় নি। ড. লাইটফুট মনে করেন, সেই এগারো জন প্রেরিত, সত্তর জন শিষ্য এবং আরও প্রায় ঊনচল্লিশ জন ব্যক্তি সকলেই খ্রীষ্টের অত্যন্ত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর হয়তো বা সকলেই খ্রীষ্টের নিজ গ্রামের বা জেলার এবং এর আশেপাশের অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, আর তাদের সকলের সংখ্যা ছিল একশো বিশ জন, আর তারা সকলে ছিলেন তাদের মণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বা পরিচর্যাকারী, তারা ছিলেন পালক স্থানীয় ব্যক্তি (প্রেরিত ৪:২৩), যাদের সাথে অন্য কেউ নিজে থেকে যুক্ত হওয়ার আশা প্রকাশ করেন নি (প্রেরিত ৫:১৩) এবং তাঁরা সকলে একত্র ছিলেন, যদিও স্তিফানের মৃত্যুর পর প্রধান প্রেরিতগণ ব্যতীত সকলে বিক্ষিপ্ত স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ৮:১); কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এ ছাড়াও যিরূশালেমে সে সময় হাজার না হলেও শত শত জন মানুষ ছিলেন যারা বিশ্বাস করেছিলেন। আর সেই কারণে আমরা নিশ্চয়ই পাঠ করেছি কিভাবে অনেক ব্যক্তি সেখানে খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু তারা কেউই খ্রীষ্টকে প্রভু বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করার মত সাহস দেখান নি। আর সেই কারণে আমি এটা মনে করতে পারি না যে, তিনি যা করেছিলেন সেভাবে, সেখানে বেশি কিছু বিভক্ত

মণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছিল, এর কারণ হচ্ছে বাক্য প্রচার এবং উপাসনার অন্যান্য পদ্ধতি; কিংবা এমনও নয় যে, সেখানে পবিত্র আত্মা অবতরণের আগ পর্যন্ত কিছুই ঘটে নি এবং নিম্নলিখিত অধ্যায় সমূহে এ বিষয়ক আলোচনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সূত্রপাত হয়েছিল: এই একশো বিশ জন ছিলেন সেই সরিষার দানা, যারা এক একটি মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এরা ছিলেন সেই খামি, যা পুরো ময়দার তালকেই ফাঁপিয়ে তুলেছিল।

২. এই বক্তা ছিলেন পিতর, যিনি তখন পর্যন্ত এবং সবসময় সবচেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তি ছিলেন; আর এই বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়েছিল, তাঁর অগ্রগামিতা এবং উৎসাহের বিষয়টি খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করা হয়েছল, যাতে করে এটা দেখানো যায় যে, তিনি তাঁর প্রভুকে অস্বীকার করার মাধ্যমে যে যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিলেন তা আবারও পুনরুদ্ধার করে ফেলেছিলেন। আর পিতর তক্‌ছেদর প্রেরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কারণ সে সময় পর্যন্ত যিহূদীদের মধ্যে এই পবিত্র আইন চালু ছিল, তাই তিনি তা তখন পর্যন্ত বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যখন তিনি অযিহূদীদের সাথে কথা বলেছিলেন, যা পৌলের ঘটনাতে আমরা উল্লেখ পাই।

খ. পিতর আরেক জন প্রেরিতের ব্যাপারে যে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি শিষ্যদের মাঝখানে উঠে দাঁড়ালেন, পদ ১৫। তিনি বসে থাকেন নি, সাধারণত বিচারকরা বা সভাপতিরা যা করে থাকেন, কিংবা তিনি নিজেকে অন্যান্যদের চেয়ে প্রধান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন নি, বরং তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, যেভাবে সাধারণত কোন কাজের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যেখানে তিনি তাঁর ভাইদের সাথে একটি পার্থক্য দেখিয়েছেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সম্বোধন করে কথা বলেছেন। আর এখন এখানে তিনি যে কথা বলেছেন সে দিকে আমরা নজর দিতে পারি:

১. তিনি যিহূদার মৃত্যুতে একটি পদ শূন্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যেন খ্রীষ্ট নিজে তাঁকে এই সমস্ত কথা বলে গিয়েছেন, তাই তিনি সম্পূর্ণভাবে পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ করে এই কথাগুলো বললেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:

(১) যিহূদাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল (পদ ১৭): তাকে আমাদের সাথে গণনা করা হয়েছিল এবং সে আমাদের পরিচর্যা কাজের অংশী হয়েছিল, যে কাজের দায়িত্ব আমরা সকলে পেয়েছি। লক্ষ্য করুন, অনেককেই এই জগতে সাধুগণের সাথে গণনা করা হয়, যাদেরকে শেষ বিচারের দিনে উত্তমদের মধ্যে পাওয়া যাবে না, বরং মন্দদের ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যাবে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা শুধু সংখ্যায় বেড়ে কী লাভ হবে, যদি তাদের ভেতরে প্রকৃত খ্রীষ্টান স্বভাব না থাকে? যিহূদা পরিচর্যা কাজের এই দায়িত্ব লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সে তবুও তার পাপ এবং ধ্বংসের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল, এ যেন তারা, যারা খ্রীষ্টের নামে ভবিষ্যদ্বাণী করে ঠিকই, কিন্তু এর পাশাপাশি তারা মন্দ কাজও করে থাকে।

(২) যিহূদার পাপ, যা তার সমস্ত সম্মান এবং মর্যাদাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। সে ছিল তাদের পথ নির্দেশক যারা খ্রীষ্টের খোঁজ করেছিল। সে শুধু যে খ্রীষ্টের নির্যাতনকারীদেরকে খ্রীষ্টের অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়, বরং সেই সাথে সে সেই আটক কারী দলের সাথে এসে খ্রীষ্টকে বন্দী করার পুরো ঘটনাটিতে সাথে সাথে ছিল। এতে করে তারা যিহূদাকে চোখের সামনে রেখেছিল বা রাখতে পেরেছিল, যেন সে চোখের আড়াল থেকে পালিয়ে না যায়। সে তাদের আগে আগে গিয়ে সেই স্থানে হাজির হয়েছিল এবং সে যেন তার কজের কারণে গর্বিত ও উদ্ধত হয়ে তাদেরকে আদেশ করেছিলঃ এই সেই ব্যক্তি, তাকে আগে বন্দী কর। লক্ষ্য করুন, পাপকারী দলের যে নেতারা থাকে, তারা সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপী হয়ে থাকে, বিশেষ করে তাদের আসল দায়িত্ব খ্রীষ্টের বন্ধুদেরকে পথ নির্দেশ দেওয়ার কথা থাকলেও তারা যদি খ্রীষ্টের শত্রুদেরকে পথ নির্দেশনা দেয়।

(৩) এই পাপের ফলে যিহূদার ধ্বংস। মহাপুরোহিত যখন খ্রীষ্টের জীবন নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল, তখন যিহূদা তার নিজ জীবন রক্ষার জন্য তাদের সাথে যাওয়াটা কেই ভাল বলে মনে করলো এবং শুধু তাই নয়, সে ভেবেছিল সে যদি ভালভাবে কাজ করে তাহলে তাকে তার এই কাজের মজুরি সম্পূর্ণভাবেই দেওয়া হবে।

[১] সে খুব লজ্জাষ্করভাবে তার সমস্ত টাকা পয়সা ব্যয় করেছিল (পদ ১৮): সে সেই ত্রিশ টুকরো রূপার মুদ্রা দিয়ে একটি জমি ক্রয় করেছিল, যা সে তার পাপের পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল। সে সেই জমি ক্রয় করে নি, বরং তার পাপের মজুরি সেই জমি ক্রয় করেছিল, আর এখানে তা খুবই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সাথে এখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সে এই দর কষাকষির মধ্য দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত লাভবান হিসেবে পরিণত করেছিল। সে নিজের জন্য এক খণ্ড জমি কেনার চিন্তা করেছিল, যেমনটি চিন্তা করেছিল গেহসি, যা সে নামানের কাছ থেকে নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছিল (দেখুন ২ রাজাবলি ৫:২৬); কিন্তু এতে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সেই জমিতে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কবর রচিত হবে; এবং এতে করে তার বা অন্য কারও কী মঙ্গল হয়েছিল? এটি ছিল তার কাছে এক অন্যায্য কাজ, যা নিজেই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তার এই মন্দতার কারণে সে অত্যন্ত চড়া মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছিল।

[২] সে আরও অনেক বেশি লজ্জা মাথায় নিয়ে তার জীবন হারিয়ে ছিল। আমাদেরকে বলা হয়েছে (মথি ২৭:৫) যে, সে দুঃখার্ত হয়ে দূরে চলে গিয়েছিল এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল (এখানে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে এ কথাই বোঝানো হয়েছে); এর অর্থ হচ্ছে, সে ফাঁসি দিয়েছিল নিজেকে, কিংবা সে নিজে নিজেকে দম বন্ধ করে হত্যা করেছিল, সম্ভবত দুঃখ অথবা আতঙ্কের কারণে। সে মাথা নিচু করে জমিতে মুখ দিয়ে পড়েছিল (এমনটিই মতব্যক্ত করেছেন ড. হ্যামন্ড) এবং হয়তো তার নিজ বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কারণ সে সম্ভবত খুব জোরে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল, এতে করে তার পেট ফেটে গিয়েছিল এবং সমস্ত নাড়ি ভুড়ি বের হয়ে গিয়েছিল। যদি শয়তান কোন মানুষকে আক্রমণ করে, সে তাকে মুচড়ে ধরে, তাকে ধরে ছুড়ে মারে এবং তাকে টেনে ছিড়ে ফেলে এবং তাকে মৃত প্রায় করে ফেলে (যা আমরা দেখি মার্ক ৯:২৬; লূক ৯:৪২ পদে), এতে কোন অবাক হওয়ার

মত বিষয় থাকতো না, যদি শয়তান যিহূদার উপরে পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে তাকে মাথা বরাবর ছুড়ে মারতো এবং তার মাথা ফাটিয়ে ফেলতো। মথি লিখিত সুসমাচারের যিহূদার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে যে কথা বলা হয়েছিল, এতে করে হয়তো বা তার পেট ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মারা যেত, যা পিতর উল্লেখ করেছেন। সে বিরাট শব্দ করে ফেটে গিয়েছিল (এমনটাই মনে করেন ড. এডওয়ার্ডস), যা তার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল এবং সে কারণে এটাও ধারণা করা যায় যে, (পদ ৯): তার নাড়ি ভুড়ি বের হয়ে গিয়েছিল; লূক এই বিষয়টি লিখেছিলেন একজন চিকিৎসক হিসেবে, কারণ তিনি পেটের উপরস্থ এবং নিম্নস্থ সমস্ত অংশের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতেন। নাড়ি ভুড়ি বের করে ফেলা হচ্ছে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার একটি পন্থা। সেই সমস্ত মানুষের নাড়িভুড়ি খুব ন্যায্যভাবেই বের হয়ে যাওয়া উচিত, যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সম্ভবত যিহূদার ভাগ্যের প্রতি খ্রীষ্টের দৃষ্টি ছিল, যখন তিনি এ কথা তার দুষ্ট দাসের প্রতি বলেছিলেন যে, তিনি তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ভণ্ডদের মধ্যে তার অংশ নির্ধারণ করবেন (মথি ২৪:৫১)

(৪) এই বিষয়টিতে জনগণ যেভাবে লক্ষ্য করেছিল: এই কথা যিরূশালেমের সকল বাসিন্দা জানতো। যেন এই ঘটনাটি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল এবং তা শহরের সবচেয়ে আলোচিত সংবাদের পরিণত হয়েছিল, কারণ তা ছিল ঈশ্বর কর্তৃক সেই বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার শাস্তি, পদ ১৯। এই কথা শুধু যে খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে আলোচিত হয়েছিল তা নয়, বরং তা সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এটি সকলে জানতো, এর অর্থ হচ্ছে, এটাকে সকলে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল, বা বিশ্বাস করেছিল। এখন যারা খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য দায়ী হিসেবে সেই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল, তারা নিশ্চয়ই এই প্রথম বিশ্বাস ঘাতকতাকারীর ঘটনা দেখে সতর্ক হয়ে যাওয়া এবং চরম অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাদের হৃদয় ছিল কঠিন, আর তাই তাদের এই কঠিন হৃদয়কে নরম করতে গেলে প্রয়োজন হবে পবিত্র বাক্যের এবং এর সাথে পবিত্র আত্মাকেও কাজ করতে হবে। এখানে তাদের দুষ্টতার ও মন্দতার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে, যে জমিটি যিহূদা তার পাপের টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিল, সেই জমির নাম তারা দিয়েছিল আকেলদামা– অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র, কারণ এই জমি কেনা হয়েছিল রক্তের মূল্যের টাকা দিয়ে, যা তাকে ধ্বংস করে দিয়ে এটাই প্রমাণ করেছে যে, যাকে সে হত্যা করতে সহযোগিতা করেছে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন, সেই সাথে যারা এই জমি তার কাছে বিক্রয় করেছে, তারাও দোষী ছিল। দেখুন, তারা কি করে এর উত্তর দেবে, যখন ঈশ্বর তাদেরকে এই রক্তের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্ত করবেন এবং জেরা করবেন।

(৫) এর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ হল, যেখানে এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, তা অবশ্যই পরিপূর্ণ হবে, পদ ১৬। কেউ যেন এতে অবাক না হয় কিংবা বিঘ্ন না পায় যে, এর মধ্য দিয়ে বরো জন শিষ্যের এক জনকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, কারণ দায়ূদকে যে শুধু তার পাপ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাই নয় (যা খ্রীষ্ট উল্লেখ

করেছেন গীতসংহিতা ৪১:৯ পদ থেকে, যোহন ১৩:১৮ পদে), যে আমার সাথে রুটি খেয়েছে, সেই আমার বিরুদ্ধে পদমূল উঠাবে। সেই সাথে তিনি এ বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

[১] তার শাস্তি সম্পর্কে (গীতসংহিতা ৬৯:২৫): তার বাসস্থান ছিন্ন ভিন্ন করা হবে। এই গীতটি খ্রীষ্টকে উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে। দুই বা তিন পদ আগে তাদের তাঁকে রুটি এবং সিরকা দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, আর এখন এখানে এই পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, দায়ূদের শত্রুদের যে ধ্বংস ঘটেছিল সেই ধ্বংস অবশ্যই খ্রীষ্টের শত্রুদের ক্ষেত্রেও ঘটবে এবং বিশেষ করে যিহূদার ক্ষেত্রে। সম্ভবত যিরূশালেমে তার নিজস্ব কোন বাস্থান ছিল, যার কারণে সে এখানে বসবাস করছিল, কিন্তু অন্য সকলে এখানে বাস করতে ভয় পেয়েছিল, তাই সে সবার থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীটির সাথে বিলদদের সেই দুষ্ট ব্যক্তির প্রতি করা ভবিষ্যদ্বাণীর মিল রয়েছে যে, তার আত্মবিশ্বাস তার বেদীর সাথে সাথে উল্টে যাবে এবং তাকে আতঙ্কের রাজার কাছে হাজির করবে। সে তার তাঁবুতে বাস করবে, কারণ এখন সেটা আর কারও নয়; গন্ধক তার আবাস স্থল ধ্বংস করে দেবে, ইয়োব ১৮:১৪, ১৫।

[২] তার স্থলে আরকেজনকে প্রতিস্থাপন করা। তার প্রৈরিতিক পদ, কিংবা তার আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদা (কারণ এই শব্দটিই সাধারণভবে চিহ্নিত করা হয়) আরেক জন নিয়ে নেবে, যা উল্লেখ করা হয়েছে গীতসংহিতা ১০৯:৮। এই উক্তি দিয়ে পিতর অত্যন্ত আগ্রহের সাথে প্রস্তাবনাটি সামনে উপস্থাপন করেছেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর নিজে স্থাপন করেছেন এমন কোন দায়িত্ব সম্পন্ন পদ সম্পর্কে আমাদের কোন মন্দ কিছু ভাবা উচিত হবে না, (হোক তা শাসনকারী পদ বা পরিচর্যাকারী পদ), যদি সেই পর্বে আসীন কেউ মন্দ কাজ করে থাকে, তাহলে সেই পদ কখনোই কলুষিত হবে না, তাই তার মন্দতার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু সেই পদ বিলুপ্ত করা বা সেই পদের বিপক্ষে কথা বলার অধিকার আমাদের নেই। ঈশ্বরের কোন ইচ্ছাই কখনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না এবং মানুষের ভুলের কারণে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে কখনো কলুষিত হতে দেবেন না। মানুষের অবিশ্বাসের কারণে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় কোন পরিবর্তন আসবে না। যিহূদা ফাঁসিতে ঝুলেছিল, কিন্তু সেই কারণে তার সেই প্রৈরিতিক পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখানে তার আবাস স্থলের কথা বলা হয়েছে যে, সেখানে কোন মানুষ বাস করবে না, তার কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না; কিন্তু এমনটা বলা হয় নি যে, তার পর্বে আর অন্য কেউ অধিষ্ঠিত হবে না বা তার কোন উত্তর সূরীর প্রয়োজন নেই। মণ্ডলীর কার্যকারী এবং পরিচালকদের পাশাপাশি সদস্যদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম বর্তায় যে, যদি কোন একটি শাখা ভেঙ্গে যায়, তাহলে আরেকটি শাখা সেখানে প্রতিস্থাপন করা হবে, রোমীয় ১১:১৭। খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ও শিক্ষা কখনো সাক্ষীর অভাবে হারিয়ে যাবে না।

২. তিনি আরেক জন প্রেরিতকে নির্বাচন করার জন্য যে পদক্ষেপ নিলেন, পদ ২১, ২২। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) কী করে এই শূন্য পদ পূরণ করার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা সম্ভব হবে। নিশ্চয়ই এই লোকদের মধ্য থেকে একজন, এই সত্তর জন শিষ্য, যারা আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছেন, যারা সবসময় আমাদের সাথে সাথে ছিলেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেখানে যেখানে গিয়েছেন তারা আমাদের সাথে সাথে ছিলেন, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম কাজ থেকে শুরু করে এই সাড়ে তিন বছর আমাদের সাথে সাথে থেকে খ্রীষ্টের শিক্ষা দান এবং আশ্চর্য কাজে সাক্ষী হয়েছেন, যাদের দ্বারা খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে, সেই দিন থেকে, যেদিন খ্রীষ্ট আমাদের কাছ থেকে উর্ধ্বে নীত হলেন। যারা তাদের এই ক্ষুদ্র পদমর্যাদার তুলনায় অনেক বেশি যোগ্য, বিশ্বস্ত এবং কর্তব্যপরায়ণ, যারা আরও বেশি উঁচু পদের জন্য যোগ্য; যাদেরকে আমরা আরও বড় পদের জন্য বিশ্বাস করতে পারি। আরও কারোরই খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী, তাঁর সুসমাচার প্রচারক এবং মণ্ডলীর শাসক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করা উচিত নয়, শুধুমাত্র তাঁরা ছাড়া, যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং কাজের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এর সাক্ষী ছিলেন। আর কেউই প্রেরিত হতে পারেন না, শুধুমাত্র তাঁদের মধ্যে এক জনই পারেন, যারা সবসময় প্রেরিতদের সাথে সঙ্গ দিয়েছেন এবং তাঁদের সমস্ত কাজের অংশী হয়েছেন, যারা এখন পর্যন্ত নিয়মিত প্রেরিতদের সাথে ওঠা বসার মধ্য দিয়ে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

(২) যিনি এই পদ পূরণ করবেন তাঁকে অবশ্যই কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে: তাঁকে অবশ্যই আমাদের সাথে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্ট যখন এগারো জন শিষ্যকে দেখা দিয়েছিলেন তখন সত্তর জন বা অন্যান্য শিষ্যরা ও তাদের সাথে সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন এবং তাঁরাও যথাযথভাবে সেই ঘটনা সম্পর্কে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। পৃথিবীর কাছে যে মহান ঘটনাটির সত্যতা প্রেরিতদেরকে জানাতে হবে তা হচ্ছে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, কারণ এটি ছিল খ্রীষ্টের সত্তার এক অপূর্ব প্রমাণ এবং তাঁর ভেতরে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি। দেখুন, কোন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরিতেরা অভিষিক্ত ছিলেন, তাঁরা যেন পার্থিব পদ মর্যাদা এবং সম্মান লাভের জন্য লালায়িত না হন, বরং তাঁরা যেন খ্রীষ্টকে প্রচার করার জন্য আরও বেশি করে আগ্রহী হন এবং তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি ও ক্ষমতা সকলের কাছে ব্যক্ত করেন।

গ. যিহূদার প্রৈরিতিক পর্বে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে অধিষ্ঠিত করার জন্য দুই জন্য শিষ্যের মনোনয়ন।

১. দুই জন শিষ্য, যারা এগারো জন শিষ্যের বাইরে খ্রীষ্টের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং যাদের ভেতরে পবিত্র আত্মার দান অতুলনীয় পরিমাণে বিরাজমান ছিল, তাদেরকে এই পদের জন্য প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হল (পদ ২৩): তাঁরা দুই জনকে মনোনয়ন দিলেন: এগারো জন নয়, তাঁরা ঠিক করেন নি যে, কাকে তাঁরা বরোতম প্রেরিতের পর্বে বসাবেন, কিন্তু একশো বিশ জন মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কাকে তাঁরা মনোনয়ন দেবেন। তাঁদেরই পক্ষে পিতর কথা বলেছেন, এগারো জনের পক্ষে নয়। যে দুই জনকে তাঁরা মনোনয়ন দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছে যোষেফ এবং মত্তথিয়, এই দুই জনের কথা আমরা পবিত্র শাস্ত্রের আর কোথাও খুঁজে পাই না, যদি না যোষেফ এবং যুষ্ট নামে আখ্যাত

যিহোশূয় একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন, যার কথা পৌল বলেছিলেন (কলসীয় ৪:১১) এবং যিনি ছিলেন তক্‌ছেদ করানো, স্থানীয় যিহূদী, এই ব্যক্তির মত এবং যিনি পৌলের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্মী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ ছিলেন; সেক্ষেত্রে এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, যদিও তিনি বারো জনের একজন হতে পারেন নি, তথাপি তিনি পরিচর্যা কাজ থেকে ইস্তফা দেন নি, বরং তিনি নিম্নতর পদেও আর বেশি কার্যকরী ছিলেন, কারণ সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী অনেকে মনে করেন যে, এই যোষেফকেই সম্বোধন করা হতো যোষি নামে (মার্ক ৬:৩), ছোট যাকোবের ভাই বলে (মার্ক ১৫:৪০) এবং সেই সাথে তাঁকে ধার্মিক যোষি নামেও ডাকা হতো, যেভাবে যাকোবকে ডাকা হতো ধার্মিক যাকোব নামে। অনেকে মনে করেন যে, ইনি হচ্ছেন সেই যোষেফ, যার কথা প্রেরিত ৪:৩৬ পদে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন কুপ্র (সাইপ্রাস) দ্বীপের যোষেফ, আর ইনি হচ্ছেন গালীলের যোষেফ, আর তাদেরকে আলাদা করে দেখাতেই সম্ভবত তাকে ডাকা হতো বার্ণবা নামে, যার অর্থ হচ্ছে উৎসাহের সন্তান, আর এখানে এই যোষেফের উপাধি ছিল বার্শব্বা, যার অর্থ প্রতিজ্ঞার সন্তান। এই দুই জন সত্যিকার অর্থে খুবই মূল্যবান মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা দুই জনেই তাঁদের এই পদের জন্য অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন, তাই এটা বলা সম্ভব ছিল না যে, তাঁদের মধ্যে কে বেশি যোগ্য ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত হয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে একজনকেই নির্বাচন করতে হবে। তাঁরা নিজেরা নিজেদেরকে নির্বাচন করেন নি কিংবা এই পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন নি, বরং তাঁরা নম্রভাবে চুপচাপ ছিলেন এবং এই পদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

২. তাঁরা ঈশ্বরের নির্দেশনা জানার জন্য প্রার্থনায় রত হলেন, তবে সত্তর জনের থেকে নয়, কারণ তাদের মধ্যে অন্য আর কেউ প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানোর মত এতটা যোগ্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কে নির্বাচিত হবেন? পদ ২৪, ২৫।

(১) তাঁর ঈশ্বরের কাছে হৃদয়ে অনুসন্ধানকারী হিসেবে আবেদন জানালেন: "হে প্রভু, তুমি সকলের অন্তঃকরণ জান, যা আমরা জানি না এবং তাদের প্রত্যেকের অন্তর তুমি তাদের চেয়েও ভালভাবে জানো।" লক্ষ্য করুন, যখন কোন প্রেরিতকে বেছে নেওয়া হবে, তাকে অবশ্যই অন্তর দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে এবং সেই সাথে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য মাথায় রাখতে হবে। তথাপি খ্রীষ্ট, যিনি সমস্ত মানুষের অন্তঃকরণ জানতেন, তিনি এক প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যিহূদাকে তাঁর শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এবং বারো জনের একজন করেছিলেন। এটি আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক যে, যখন মণ্ডলী এবং তার পরিচর্যাকারীদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন যে ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, যিনি সকল মানুষের হৃদয় সম্পর্কে জানেন এবং তিনি যে সেগুলোকে শুধু তাঁর চোখের সামনে রাখেন তা নয়, বরং সেই সথে তিনি তা তাঁর হাতে রাখেন এবং তিনি যে দিকে চান সে দিকে তা পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন, যাতে করে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়, যদি তিনি তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না বলে মনে করেন, তখন তিনি তাঁর লক্ষ্য বস্তু পরিবর্তন করেন।

(২) তাঁরা জানতে ইচ্ছা করেছিলেন যে, কাকে ঈশ্বর নির্বাচন করেছেন: প্রভু, আমাদেরকে

তা দেখাও, যাতে করে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি। এটি অবশ্যই ন্যায্য যে, ঈশ্বর নিজেই তাঁর পরিচর্যাকারীকে বেছে নেবেন; আর সেই কারণে তিনি যে কোন উপায়ে তাঁর প্রত্যাদেশ কিংবা আত্মার দান প্রেরণ করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তিনি কাকে নির্বাচন করেছেন, কিংবা তিনি কী নির্বাচন করেছেন; কারণ তারা নিজেরা নিজেদের জন্য ততটা মর্যাদা দেখাবেন না যে, আরেকজনের জন্য তাঁদের মধ্যে একজন জায়গা ছেড়ে দেবেন, বরং তাঁদের দুই জনেরই ইচ্ছা ছিল বারো জনের একজন হয়ে প্রেরিত হয়ে দায়িত্ব পালন করা এবং সম্মানের পাত্র হওয়া, যেখান থেকে যিহূদা নিজের স্থানে যাবার জন্য এই যে পরিচর্যা ও প্রেরিত-পদ ছেড়ে গেছে, নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তার প্রভুকে একা ফেলে চলে গেছে, তাই সে সেই স্থানের যোগ্য ছিল না। সে ছিল বিশ্বাসঘাতক, তার স্থান অন্য কোথাও, তার স্থান দোজখে, যা তার নিজ ঠিকানা। লক্ষ্য করুন, যার খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারা যখন তাঁর সাথে সুসম্পর্ক রাখতে এবং নিজেদের সম্মান ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা সকল ধরনের দুদর্শায় পতিত হয়। বিলিয়মের ক্ষেত্রে এই কথা বলা হয়েছিল (গণনা ২৪:২৫) যে, তিনি তার নিজ স্থানে ফিরে গেলেন, যার অর্থ একজন রব্বি যিহূদী ধর্মগুরু ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, সে দোজখে গেল। ড. হুইটবাই ইগনেশিয়াসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে ***idios topos***– একটি যোগ্য স্থান, যা একই সাথে প্রত্যেক মানুষের কাজ অনুসারে তাদের ভাগ্যে বর্তায়। আর আমাদের পরিত্রাণকর্তা বলেছেন যে, যিহূদার নিজ স্থান হবে এমনই এক স্থান যে, তার কখনো না জন্মানোই ভাল ছিল (মথি ২৬:২৪)– অর্থাৎ তার দুঃখ দুদর্শা যে কারও চেয়ে অনেক বেশি হবে। যিহূদা ছিল একজন ভণ্ড, তাই নরকই তার জন্য সর্বোত্তম স্থান ছিল; সেই সাথে অন্যান্য পাপীরা, যারা ভণ্ড, তারাও তাদের অংশ একইভাবে বুঝে পাবে, মথি ২৪:৫১।

(৩) গুলিবাঁট করার মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করা হল (পদ ২৬), যা করা হয়েছিল ঈশ্বরের কাছে আবেদন করার পর এবং তা শুধুমাত্র ধর্মীয় পবিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উদ্দেশ্য জানার জন্য করার বিধান ছিল, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয় এবং তা করতে হলে যথাযথ ধর্মীয় নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে এবং বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করে তবেই করা যেত; কারণ লোকে গুলিবাঁট করে, কিন্তু তার সমস্ত নিষ্পত্তি সদাপ্রভু থেকে হয়, হিতোপদেশ ১৬:৩৩। মত্তথিয়কে মণ্ডলীর সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন করা হয় নি, যেমনটা বর্তমান সময়ে মণ্ডলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, বরং তাঁকে ভাগ্য পরীক্ষা বা গুলিবাঁটের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত করা হয়েছিল, যা ঈশ্বর নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন; আর সেই কারণে তিনি যেমনভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন, এখন তাঁকে সেইভাবে অভিষেক গ্রহণ করতে হবে পবিত্র আত্মার দ্বারা, যেভাবে তাঁরা সকলেই মাত্র কিছুদিন পরেই অভিষিক্ত হয়েছেন। এভাবেই প্রেরিতগণের সংখ্যা অক্ষুণ্ন রাখা হল এবং পরবর্তীতে যখন যাকোব, বারো জনের আরেক জন সাক্ষ্যমর হলেন, পৌলকে একজন প্রেরিত হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ২

খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞা (এমন কি শেষ সময় পর্যন্ত করা সমস্ত প্রতিজ্ঞাও) এবং তাঁর আগমনের মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য ছিল প্রচুর। কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর আগমনের মধ্যবর্তী সময়কাল ছিল মাত্র কয়েক দিন; আর সেই সময়ের মধ্যে প্রেরিতেরা যদিও প্রতিটি প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আদেশ পেয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে এই প্রচার কাজ যিরূশালেম থেকে শুরু করতে বলা হয়েছিল, তথাপি তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন, নিজেদেরকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেন এবং তাঁরা তখন পর্যন্ত কারও কাছে প্রচার করলেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো উত্তরের বাতাস এবং দক্ষিণের বাতাস জেগে উঠেছে, আর তখন তাঁরাও জেগে উঠলেন। আর আমরা তাঁদেরকে পুলপিটে বাণী প্রচার করতে দেখতে পাই। এখানে আমরা দেখবো:

ক. প্রেরিতগণের উপরে এবং যারা তাঁদের সাথে ছিলেন তাদের উপরে পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ, পদ ১-৪।

খ. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রেরিতগণের প্রচার কার্যের প্রারম্ভ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে যিরূশালেমে আসা মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার কার্যের সূচনা, পদ ৫-১৩।

গ. এই সময় পিতর লোকদের কাছে যে বক্তৃতা প্রচার করলেন, যার মাধ্যমে তিনি দেখালেন যে, পবিত্র আত্মার অবতরণ হচ্ছে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা (পদ ১৪-২১), এটি হচ্ছে প্রভু যীশুর খ্রীষ্ট হওয়ার প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা, যা ইতোমধ্যে তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে (পদ ২২-৩২) এবং এটি হচ্ছে তাঁর স্বর্গে আরোহণের ফলাফল এবং প্রমাণ, পদ ৩৩-৩৬।

ঘ. এই বক্তৃতার যে সুফল দেখা গিয়েছিল তার ফলে প্রচুর মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং মণ্ডলীর সদস্যভুক্ত হয়েছিল, পদ ৩৭-৪১।

ঙ. সেই সমস্ত আদিম মণ্ডলীর সদস্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অভূতপূর্ব দয়া এবং সেবামূলক কাজ এবং তাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতির এবং তাদের উপরে ঈশ্বরের ক্ষমতা বিস্তারের প্রকাশ্য প্রমাণ, পদ ৪২-৪৭।

প্রেরিত ২:১-৪ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি ঘটতে দেখি। লক্ষ্য করুন:

ক. কখন এবং কোথায় এই ঘটনাটি ঘটেছিল তা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন

এই বিষয়ের নিশ্চয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

১. এটি সেই দিন ঘটেছিল, যেদিন পঞ্চাশত্তমী দিবসটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তা পালন করা হচ্ছিল। এখানে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে করে মনে হচ্ছে কোন ধরনের ভোজে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করা হচ্ছিল, যেখানে এটি বলা হয়েছে (লেবীয় ২৩:১৫): আর সেই বিশ্রামবারের পরদিন থেকে, দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ আঁটি আনবার দিন থেকে, তোমরা পূর্ণ সাত বিশ্রামবার গণনা করবে, প্রথম ফসল উৎসর্গ করার দিন থেকে, যা ছিল নিস্তার পর্বের এক দিন পর, আবিব মাসের ষোল তারিখ, যেদিন খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এই দিনটি যখন পূর্ণতা পেল, তখন এক রাত এবং এক দিবস পার হয়ে গেছে।

(১) পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন ঠিক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ভোজের সময়, কারণ যিরূশালেমে দেশের সবস্থান থেকে লোকেরা আসতে লাগল এবং অন্যান্য দেশ থেকে মূর্তিপূজক এবং অযিহূদীরাও আসতে লাগল, যা একে আরও বেশি প্রকাশ্য করে তুলেছিল এবং জন সমাগমের স্থানে পরিণত করেছিল। এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এতে করে খুব সহজে সকল দেশে সুসমাচারের বাণী প্রবেশ করতে সক্ষম হল। এভাবেই নিস্তার পর্বের সময় যিহূদীদের ভোজ অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সুসমাচারের সেবা এবং সুফলের বাণী শোনাতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

(২) এই পঞ্চাশত্তমী দিবসের ভোজটি পালন করা হতো সীনয় পর্বতে মোশির কাছে ঈশ্বর কর্তৃক দশ আজ্ঞা প্রদান করার স্মরণার্থে। এই প্রসঙ্গে যিহূদী মণ্ডলীর বিভিন্ন সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিচার করলে দেখা যায়, এই ঘটনাটি ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় দুই হাজার ছয়শো বছর আগে। নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মা এই ভোজের সময় প্রদান করাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ছিল, কারণ তখন পবিত্র আত্মা আগুন এবং জিহ্বার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছিল, যাতে করে সুসমাচারের বাণী সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ তা শুধুমাত্র এক জাতির কাছে নয়, বরং সমস্ত প্রাণীকুলের কাছে এই সুসমাচার অবতীর্ণ হয়েছে।

(৩) এই পঞ্চাশত্তমী ঈদ পালিত হতো সপ্তাহের প্রথম দিনে, যা ছিল এই দিনের জন্য এক বাড়তি সম্মানের বিষয়, এটিকে খ্রীষ্টান বিশ্রামবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নিশ্চয়তা, যেদিন প্রভু নিজে তৈরি করেছেন, যাতে করে তা মণ্ডলীতে দু'টি মহান অনুগ্রহের বিষয়ের কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে– খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং পবিত্র আত্মার অবতরণ, যার দু'টিই সপ্তাহের এই একই বারে ঘটেছিল। এতে করে শুধু যে প্রভুর দিনের নাম এবং বৈশিষ্ট্য যথাযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা-ই নয়, বরং সেই সাথে তা আমাদেরকে পরিচালিত করে এই দিনটিকে উৎসর্গ করার জন্য এবং ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত করার জন্য, যেন আমরা ঈশ্বরের এই বিশেষ অনুগ্রহ দু'টির জন্য তাঁর প্রশংসা গৌরব করি। আমি মনে করি, প্রত্যেক বছরে প্রভুর দিনগুলোতে আমাদের প্রার্থনা এবং প্রশংসা গৌরবের জন্য উৎসর্গ করা উচিত, যেভাবে বিভিন্ন মণ্ডলীতে পুনরুত্থান দিবস এবং ভস্ম বুধবার দিবস বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। ওহ! আমরা কত না ভক্তিপূর্ণভাবে সেই সমস্ত দিন পালন করি।

২. এটি সেই সময় ঘটেছিল, যখন সকলে এক চিত্ত হয়ে একই স্থানে বসবাস করছিলেন। সেই জায়গাটির অবস্থান সম্পর্কে আমাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলা হয় নি। মন্দিরে কি না, যেখানে উপাসনা করার জন্য জনসমাগম হতো এবং তাঁরা নিজেরাও প্রার্থনা করার জন্য মিলিত হতেন (লূক ২৪:৫৩), না কি তাঁদের সেই উর্ধ্বস্থিত কুঠরীতে, তা এখনও অজানা, কারণ এই স্থানটি ঈশ্বর নিজে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁর নাম সেখানে স্বাক্ষর করতে পারেন এবং বিভিন্ন জাতির কাছে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে প্রভু যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা যেন পরিপূর্ণতা লাভ করে (যিশাইয় ২:৩)। সে সময় এটি ছিল সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের সাধারণ সামাজিক মিলন স্থল; এখানে ঈশ্বর তাদের সাথে দেখা করবেন এবং তাদেরকে অনুগ্রহ দান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; আর তিনি ঠিকই এখানে অনুগ্রহের মধ্যে সর্বোত্তম অনুগ্রহ সহকারে দেখা করেছিলেন। যদিও যিরূশালেম খ্রীষ্টের প্রতি কল্পনীয় ও অকল্পনীয় সব ধরনের অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে, তথাপি তিনি এই যিরূশালেম শহরকে সম্মানিত করেছিলেন, যাতে তিনি সকল স্থানে তাঁর অবশিষ্টাংশদেরকে শিক্ষাদান করতে পারেন; এই কাজটি করা সম্ভব ছিল যিরূশালেম নগরেই। এখানে সকল শিষ্য এক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁরা এখনও সংখ্যায় এত বেশি পরিমাণে হন নি যে, তাঁদের সকলের জায়গা হবে না এবং সেই স্থানটি বেশি বড়সড়ও ছিল না যে, তাঁদের সকলকে স্থান দিতে পারবে। আর এখানেই তাঁরা একচিত্র হয়ে অবস্থান করছিলেন। আমরা এ কথা ভাবতে পারি যে, তাঁদের প্রভু যখন তাঁদের সাথে ছিলেন, সে সময় তাঁরা প্রায়শই ঝগড়া বিবাদ করতেন এবং তাঁদের মধ্যে এই নিয়ে বিরোধিতার সৃষ্টি হতো যে, তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড়। কিন্তু এখন সমস্ত বিরোধ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তার আর কোন চিহ্ন আমরা দেখতে পাই না, আমরা এ সম্পর্কে আর কখনোই কিছু শুনতে পাই নি। পবিত্র আত্মা অবতরণের আগেই যখন খ্রীষ্ট তাঁদের উপরে তাঁর নিজ শ্বাস নিশ্বসিত করেছিলেন, সে সময় সম্ভবত তাঁদের মধ্য থেকে এই ছেলেমানুষী জাতীয় অভ্যাসগুলো চিরতরে মুছে গিয়েছিল এবং তাঁরা পবিত্র ভালবাসায় পূর্ণ হয়েছিলেন। অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে এই সময়ে তাঁরা সকলে মিলে আরও বেশি করে ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করতেন (প্রেরিত ১:১৪) এবং এতে করে তাঁরা একে অন্যকে আরও অধিক রূপে এবং আন্তরিকতার সাথে ভালবাসতে পেরেছিলেন। এভাবেই তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা তিনি তাঁদের পবিত্র আত্মার উপহার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন; কারণ যেখানে গোলমাল এবং বাক-বিতণ্ডা ও অশান্তি দেখা যায়, সেখানে পায়রা অবতরণ করতে পারে না, কিন্তু তা কেবলমাত্র শান্ত ও স্থির জলের উপরে অবস্থান করতে পারে, নোংরা এবং অস্থির জলের উপরে নয়। আমরা যেন সকলে এক চিত্ত হই। আমাদের উপরে কি স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটবে? এই ঘটনা ঘটাতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই এক চিত্ত হতে হবে এবং সকল প্রকার মত, আবেগ, অনুভূতি এবং আগ্রহের বিষয় ফেলে রেখে কোন সন্দেহ না রেখে এই শিষ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। আমাদেরকে ভালবাসায় একে অপরের সাথে একমত হতে হবে, কারণ যেখানে ভাইয়েরা একতাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সহাবস্থান করে, সেখানে প্রভুর আদেশ পালিত হয় এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

খ. কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে এলেন। আমরা অনেক

সময় পুরাতন নিয়মে এ বিষয়ে পড়ে জেনেছি যে, ঈশ্বর মেঘের ভেতরে করে নেমে আসতেন; এভাবেই তিনি প্রথমে আবাস-তাঁবুর কর্তা হিসেবে নিজেকে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলেন এবং এর পরে তিনি নিজেকে এই একই প্রক্রিয়ায় মন্দিরের কর্তা বলে চিহ্নিত করেছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে, তিনি আঁধার দূর করে দিয়েছিলেন। আর খ্রীষ্ট নিজেও মেঘের ভেতরে করে স্বর্গে গমন করেছিলেন, এটি দেখানোর জন্য যে, উর্ধ্বস্থিত জগত সম্পর্কে আমরা কতটা অন্ধকারে থাকি। কিন্তু পবিত্র আত্মা মেঘের ভেতরে করে অবতরণ করেন নি; কারণ তিনি সেই মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবেন এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে অদৃশ্য করে দেবেন, যা মানুষের মনের মাঝে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং তিনি এই জগতে আলো আনবেন।

১. তাঁরা যে মহান কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই ঘোর থেকে তাঁদের জাগিয়ে তোলার জন্য একটি শ্রবণ যোগ্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল, পদ ২। এখানে বলা হয়েছে যে:

(১) এই শব্দ হঠাৎ করে হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে উদ্ভুত হয় নি, যেভাবে বাতাসের শব্দ হয়ে থাকে, বরং তা এক মুহূর্তে ঘটেছিল। তাঁরা যেভাবে আশা করছিলেন তার চেয়ে আগেই তা শোনা গিয়েছিল এবং তাঁরা সকলে চমকে উঠেছিলেন, যারা সকলে এখন একত্রে অপেক্ষা করছিলেন এবং কোন ধরনের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত ছিলেন।

(২) এই শব্দটি যেন স্বর্গ থেকে এসেছিল, ঠিক যেন বজ্রপাতের শব্দের মত, প্রকাশিত বাক্য ৬:১। বলা হয়েছে, প্রভু ঈশ্বর বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সম্পদ বয়ে আনবেন (গীতসংহিতা ১৩৫:৭) এবং তা তাঁর দু' হাতে জড়ো করবেন, হিতোপদেশ ৩০:৪। তাঁর কাছ থেকেই সেই শব্দ শোনা গিয়েছিল, ঠিক যেন কেউ প্রলম্বিত স্বরে কাঁদছে এমন কণ্ঠস্বর: প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।

(৩) এটি ছিল বাতাসের শব্দের মত, কারণ পবিত্র আত্মা অনেক সময় বাতাসের মত কাজ করে থাকেন (যোহন ৩:৩), তোমরা এই শব্দটি শুনে থাক, কিন্তু তা কোথা থেকে আসে আর কোথায় চলে যায় তা জানো না। যখন জীবনের আত্মা শুকনো হাড়ের ভেতরে প্রবেশ করে, তখন ভাববাদীকে বাতসের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার কথা বলা হয়েছে: হে আত্মন, চার বায়ু থেকে এসো এবং এই নিহত লোকদের উপরে প্রবাহিত হও, যেন তারা জীবিত হয়, নহিমিয় ৩৭:৯। আর যদিও এটা সেই বাতাস ছিল না যার মধ্য দিয়ে প্রভু ভাববাদী এলিয়ের কাছে এসেছিলেন, তথাপি এটি তাঁকে তাঁর আবিষ্কারকে এক ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরের মধ্যে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল, ১ রাজাবলি ১৯:১১, ১২। ঈশ্বরের পথ ঘূর্ণিবায়ু এবং ঝড়ের মধ্যে অবস্থিত (নহিমিয় ১:৩) এবং এই ঘূর্ণিবায়ুর ভেতর দিয়ে তিনি ইয়োবের সাথে কথা বলেছিলেন।

(৪) এটি ছিল এক প্রচণ্ড বেগ সম্পন্ন ছুটে যাওয়া বায়ু; এটি ছিল শক্তিশালী এবং ভয়ঙ্কর এবং তা শুধুমাত্র যে ভীষণ শব্দ করে এসেছিল তা-ই নয়, বরং সেই সাথে তা প্রচণ্ড বেগে এসেছিল, যেন এর কারণে তাঁদের সকলকে নিচু হয়ে যেতে হয়েছিল। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষের মনে ঈশ্বরের আত্মার কাজ ও প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী রূপে

প্রতিফলিত হয়, আর তা এই পৃথিবীর ক্ষেত্রেও ঘটে যে, তাঁদেরকে অবশ্যই মহা শক্তিমান ঈশ্বরের সামনে আসতে এবং তাঁদের সকল কল্পনা দূর করে দিতে হবে।

(৫) এটি শুধু যে কামরাটিকে পূর্ণ করে ফেলেছিল তা-ই নয়, বরং সেই সাথে তা সেই পুরো বাড়িটিতে পূর্ণ করে ফেলেছিল যে বাড়িতে তাঁরা অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত পুরো শহর এই বাতাস লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু এটি যে অতিপ্রাকৃতিক ছিল তা বোঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই বিশেষ গৃহটির সর্বত্র এই বাতাস ব্যপ্ত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, এটি ছিল সেই বাতাস, যা যোনা যে জাহাজে ছিলেন সেই জাহাজকে আক্রান্ত করেছিল (যোনা ১:৪) এবং ঠিক যেভাবে পণ্ডিতদের তারা সেই গৃহের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল, যে গৃহে নবজাতক খ্রীষ্ট অবস্থান করছিলেন। যারা এই ঘটনা দেখেছিল তারা এর অর্থ জান-ার জন্য খোঁজ করেছিল। গৃহটি সেই বাতাসে পূর্ণ হওয়ার কারণে শিষ্যদের মধ্যে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হল এবং তাঁরা নিজেদেরকে আরও ধীর স্থির ও প্রস্তুত করে নিলেন সেই পবিত্র আত্মাকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করার জন্য। এভাবেই পবিত্র আত্মার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ফলে তা খুব সহজেই তাঁদের অন্তরে জায়গা করে নিল; এবং সেই মহিমান্বিত ও অনুগ্রহপূর্ণ বাতাসের কর্কশ ঝাপটা তাঁদের কাছে অত্যন্ত কোমল এবং মৃদু বলে মনে হল।

২. এখানে আমরা সেই দানের দৃশ্যমান রূপ দেখতে পাই, যা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এমন সময়ে তাঁরা দেখতে পেলেন অগ্নির জিহ্বার মত অনেক জিহ্বা অংশ অংশ হয়ে পড়ছে এবং সেই জিহ্বাগুলো এসে তাঁদের প্রত্যেক জনের উপরে বসলো (পদ ৩), এখানে প্রকৃতপক্ষে বলা হয়েছে তিনি বসলেন– ***Ekathise***, তারা বসেছিল নয়, সেই আগুনের জিহ্বাগুলো নয়, কিন্তু তিনি অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মা (এভাবে তাঁর তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে) তাঁদের প্রত্যেকের উপরে বসলেন, যেভাবে তিনি পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। কিংবা যেভাবে ড. হ্যামন্ড এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "একটি জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত কোন কিছু এসে তাঁদের প্রত্যেকের উপরে বসেছিল, যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং সেই কারণে তা আগুনের জিহ্বার আকৃতি নিয়েছিল, সেই জিহ্বার প্রত্যেকটি তাঁদের মাথার উপরে গিয়ে স্থান করে নিয়েছিল।" মোমবাতির শিখা দেখতে অনেকটা আগুনের জিহ্বার মত। আর এটিই হচ্ছে সেই ধূমকেতুর মত বস্তু, যাকে প্রকৃতিবিদরা বলে থাকেন *ignis lambens*– এক মৃদু শিখা, প্রজ্বলিত অগ্নি নয়; এমনই ছিল সেই আগুনের শিখা। লক্ষ্য করে দেখুন:

(১) এখানে একটি দৃশ্যণীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, যার দ্বারা শিষ্যদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল এবং অন্যান্যরাও তা বিশ্বাস করেছিল। এভাবেই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা বিভিন্ন সময়ে তাদের অভিযানের ক্ষেত্রে চিহ্ন দেখে নিশ্চিত হয়েছেন যে, সকল ইস্রায়েলীয় নিশ্চয়ই তাঁদেরকে ভাববাদী হিসেবে চিহ্নিত করবে।

(২) এই যে চিহ্নটি আগুন দ্বারা প্রদান করা হল, তা খ্রীষ্ট সম্পর্কে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রমাণ করেছিল যে, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা এবং আগুনের দ্বারা বাপ্তিস্ম দান করবেন; পবিত্র আত্মার পাশাপাশি আগুন দিয়েও। তাঁরা এখন পঞ্চাশত্তমীর

দিনের ভোজ পালন করছিলেন, সীনয় পর্বতে ইস্রায়েলদের কাছে দশ আজ্ঞা প্রদানের ঘটন-াটি উদযাপন করছিলেন; আর যেভাবে তা আগুনের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে করে এই আইনকে বলা হয়েছে অগ্নি আইন, যা হচ্ছে সুসমাচার নিজেই। আগুনে জ্বলন্ত কয়লার মধ্য দিয়ে ভাববাদী ইহিস্কেলের অভিযাত্রার সাফল্য নিশ্চিত করা হয়েছিল (নহিমিয় ১:১৩) এবং যিশাইয় ভাববাদীকে তাঁর ঠোঁটে জ্বলন্ত কয়লা স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে তার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছিল, যিশাইয় ৬:৭। পবিত্র আত্মা আগুনের মত অন্তরকে গলিয়ে ফেলে, সকল প্রকার দ্বিধা ও অবিশ্বাসকে আলাদা করে ফেলে পুড়িয়ে ফেলে এবং আত্মার মাঝে ধার্মিকতা ও পবিত্রতার চেতনাকে জাগ্রত করে, যেভাবে বেদিতে আত্মিক উৎসর্গ করা হয়। এটি হচ্ছে সেই আগুন, যা খ্রীষ্ট এই জগতে জ্বালাতে এসেছিলেন, লূক ১২:৪৯।

(৩) এই আগুন দেখা গিয়েছিল আগুনের জিহ্বার আকারে। এই আত্মার বিভিন্ন কার্যক্রম ছিল; যার মাধ্যমে শিষ্যরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এটিকেই তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মার সর্বপ্রথম দান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় আর এই চিহ্নের ব্যাপারে আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল:

[১] ভাষা দেখা গিয়েছিল: পবিত্র আত্মার কাছ থেকেই আমরা ঈশ্বরের বাক্য পেয়েছি এবং তাঁর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তিনি শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মা প্রদান করেছিলেন, শুধুমাত্র তাঁদেরকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ করার জন্য নয়, বরং সেই সাথে তাঁদেরকে এই পৃথিবীতে ক্ষমতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং এটি ঘোষণা করার জন্য যে, তাঁর এ সম্পর্কে কী কী জানেন। কারণ কোন প্রকার লাভের আশা না করেই প্রতিটি মানুষকে পবিত্র আত্মা প্রদান করা হবে।

[২] এই ভাষাগুলো বিভিন্ন ধরনের ছিল, এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বর তাঁর জ্ঞান সমস্ত জাতির মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, সকল জাতির মাঝে তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেবেন, যেভাবে তিনি তাঁর স্বর্গীয় সত্তাকে প্রত্যাদেশের আলোতে প্রকাশ করেছেন, দ্বি. বি. ৪:১৯। এই জিহ্বাগুলো বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তথাপি তাঁরা তখনো একচিত্ত ছিলেন; কারণ আন্তরিক ভালবাসা ও প্রেমপূর্ণ একতা যেখানে থাকে, সেখানে বিচ্ছেদ ঘটার আশংকা পুরোদমে থাকে। ড. লাইটফুট দেখেছেন যে, বাবিলের ভাষাভেদের মধ্য দিয়ে অযিহূদীদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কারণ যখন তারা সেই ভাষা ভুলে গেল, শুধুমাত্র যেটি ঈশ্বর প্রচলন ঘটিয়েছিলেন এবং কথা বলতেন, তারা তখন পুরোপুরিভাবে ঈশ্বর এবং ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান ভুলে গেল এবং তারা মূর্তিপূজায় আসক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এখন, এই দুই হাজারের বেশি সময় পর ঈশ্বর আরেকবার ভাষা ভেদ করার মধ্য দিয়ে জাতিগণের কাছে তাঁর সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটালেন।

(৪) এই আগুন তাঁদের উপরে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেছিল, যার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, পবিত্র আত্মা তাঁদের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে বসবাস করতেন। পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদেরকে যে দান বা উপহার দেওয়া হতো, তা মাঝে মাঝে কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা হতো। কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যরা পবিত্র আত্মার দান সব সময়কার জন্য তাঁদের

সাথে পেয়েছিলেন, যদিও এই চিহ্ন খুব দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এই আগুনের শিখা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের উপরে গিয়ে বসেছিল না কি একসাথে সকলের উপরে এই শিখা গিয়ে বসেছিল তা নিশ্চিত নয়। কিন্তু সেটা অবশ্যই খুব জোরদার এবং উজ্জ্বল আলো ছিল, যা দিনের আলোতেও দৃশ্যমান হয়েছিল, যা এক্ষেত্রে ঘটেছে, কারণ সেই দিন পূর্ণ হয়েছে।

গ. এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কী ছিল? ১. তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মার দ্বারা পূর্ণ হয়েছিলেন, আগের চেয়ে আরও বেশি প্রাচুর্যের সাথে এবং আরও বেশি শক্তিশালী রূপে। তাঁরা আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মার পবিত্র প্রভাবের কারণে তারা তাঁর আরও বেশি করে অধীনস্থ হয়েছিলেন। তাঁরা এখন পবিত্র হয়েছেন এবং স্বর্গীয় সত্তা বিশিষ্ট হয়েছেন এবং আত্মিক হয়েছেন, এই পৃথিবীর স্বভাব থেকে পৃথক হয়েছেন এবং আরও বেশি করে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁরা এখন পবিত্র আত্মার সান্ত্বনায় আগের চেয়ে আরও বেশি করে পূর্ণ হয়েছেন এবং বলিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁরা খ্রীষ্টের ভালবাসা এবং স্বর্গের আশায় আগের চেয়ে আরও বেশি করে উজ্জীবিত হয়েছেন এবং আনন্দিত হয়েছেন এবং এতে করে তাঁদের সকল দুঃখ এবং ভীতি কেটে গেছে। তাঁরা একই সাথে এই বিষয়ের প্রমাণ করার জন্য পবিত্র আত্মার দানে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন, যা বিশেষ করে এখানে তুলে ধরা হয়েছেঃ তাঁরা সুসমাচারের মহা শক্তির দ্বারা অলৌকিকভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। আমরা কাছে এটা সুস্পষ্ট বলে মনে হয় যে, শুধুমাত্র বারো জন শিষ্য নন, বরং সেই সাথে একশো বিশ জন শিষ্যের একই সাথে একই সময়ে পবিত্র আত্মা কর্তৃক পূর্ণ হয়েছিলেন, এদের মধ্যে সেই সত্তর জন শিষ্যের ছিলেন, যারা ছিলেন প্রেরিত এবং তাঁদেরকেও একই কাজের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আর বাকি সকলকে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল; কারণ এই বিষয়টি এখানে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে (ইফিষীয় ৪:৮, ১১), যখন খ্রীষ্ট উর্ধ্বে নীত হলেন (যা আমরা এখানে দেখতে পারি, পদ ৩৩), তিনি মানুষের মাঝে উপহার ও দান প্রদান করলেন, শুধুমাত্র কিছু প্রেরিতের কাছে নয়, এমনই ছিলেন সেই বারো জন শিষ্য, বরং বেশি কয়েক জন ভাববাদী এবং সুসমাচার প্রচারকের কাছে (এরা ছিলেন সেই সত্তর জন শিষ্য, যারা ছিলেন সর্বপ্রথম প্রেরিত) এবং কিছু পালক এবং শিক্ষক বিশেষ কিছু মণ্ডলীতে সেবা দানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন, যা আমরা ধরে নিতে পারি যে, অনেকেই এর পরবর্তীতে বিভিন্ন মণ্ডলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে 'সকলে' বলতে বুঝানো হয়েছে, যারা সেখান উপস্থিত ছিলেন সেই সকলে, পদ ১; প্রেরিত ১:১৪, ১৫।

২. তাঁরা পরভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন তাঁদের নিজস্ব বা মাতৃভাষার পাশাপাশি, যদিও তাঁরা এর আগে এই সমস্ত পরভাষার একটিও শেখেন নি। তাঁরা সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন না, বরং ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের কথাই বলছিলেন এবং তাঁর নামের প্রশংসা করছিলেন, যেভাবে পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কিংবা তিনি তাঁদেরকে বলতে বলেছিলেন ***apophthengesthai***– জ্ঞান পূর্ণ ও প্রজ্ঞা পূর্ণ কথা, গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী কথা, যা মনে রাখা অতি আবশ্যক। সম্ভবত এমন হয়েছিল যে, একজন

প্রেরিত শুধু যে একটি ভাষায় কথা বলতে পেরেছিলেন তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, যেভাবে বাবিল থেকে ভাষা ভেদের কারণে বিভিন্ন পরিবারে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা সকলে একাধিক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার জন্য সমর্থ হয়েছিলেন, যেভাবে তিনি তাঁদের প্রত্যেককে তা ব্যবহার করার সুযোগ দান করেছিলেন। আর আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, তাঁরা যে শুধু নিজেরা যা বলছেন তা বুঝতে পেরেছেন তা নয়, বরং সেই সাথে তাঁরা প্রত্যেকে যা বলছেন তার সবই বুঝতে পারছিলেন, যা সেই বাবিলের দুর্গ নির্মাতারা পারে নি, আদিপুস্তক ১১:৭। তাঁরা এখানে সেখানে পরভাষায় কথা বলেছেন তা নয়, কিংবা তাঁরা যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা করে বাক্য উচ্চারণ করছিলেন তাও নয়, বরং তাঁরা পরিষ্কারভাবে প্রতিটি শব্দ পুরোপুরি উচ্চরণ করছিলেন। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে, সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে এমনভাবে ভাষাগুলোতে কথা বলছিলেন, যেন সেই সমস্ত ভাষা তাঁদের মাতৃভাষা ছিল; কারণ যা কিছু আশ্চর্য কাজের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল তা ছিল সবচেয়ে ভাল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ও গুণগত মান সম্পন্ন। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী কোন চিন্তা কিংবা ধ্যান থেকে কথা বলেন নি, বরং তাঁদেরকে পবিত্র আত্মা যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন ও বলতে বলেছিলেন তা থেকেই তাঁরা সেই সব ভাষায় কথা বলেছেন; তিনি তাঁদেরকে সেই ভাষার সাথে সাথে কিছু বিষয়ের প্রতিও একই সাথে সম্যক ধারণা দান করেছেন। এখন দেখুন, এটি ছিল:-

(১) এক মহান আশ্চর্য কাজ; এটি ছিল মনের ও অন্তরের উপরে একটি আশ্চর্য কাজ (এবং প্রকৃত অর্থে একে বলা যায় সুসমাচারের আশ্চর্য কাজ), কারণ তাঁদের অন্তরে সেই কথাগুলো গেঁথে গিয়েছিল। তাঁরা যে শুধুমাত্র এই ভাষাগুলো শেখেন নি তাই নয়, তাঁরা এর আগে কখনোই কোন বিদেশী বা পরজাতীয় ভাষা শেখেন নি যে, আমরা বলতে পারব তাঁরা এর মধ্য দিয়ে সুবিধা লাভ করেছেন। এছাড়া স্বভাবগত দিক থেকেও তাঁরা কখনোই ভ্রমণকারী ছিলেন না, বা শিক্ষার্থীও ছিলেন না। তাঁরা কখনোই এ ধরনের ভাষা আগে শোনেন নি বা এ সম্পর্কে ধারণাও তাঁদের কখনোই ছিল না। কোন বইপুস্তক পড়ে কিংবা কারও আলোচনা শুনেও এ ধরনের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ তাঁদের কখনো ঘটে নি। পিতর তাঁর নিজ ভাষায় অনেক কথা বলতেন বটে এবং তিনি তাঁর মাতৃভাষায় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি প্রাঞ্জলতা প্রকাশ করতেন, কিন্তু বাকি যারা ছিলেন এরা কখনোই খুব বেশি কথা বলতেন না, কিংবা তাঁরা কোন বিষয় খুব দ্রুত বুঝতেও পারতেন না। তথাপি এখন যে তাঁদের হৃদয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে তাই নয়, বরং সেই সাথে যাদের জিহ্বা ভারী, তারা এখন প্রচুর কথা বলার জন্য সক্ষম হয়েছে, যিশাইয় ৩২:৪। যখন মোশি অভিযোগ করেছিলেন, আমি কথা বলায় অনেক ধীর, তখন ঈশ্বর জবাব দিয়েছিলেন, আমি সেখানে তোমার মুখস্বরূপ থাকবো এবং হারোণ তোমার পক্ষে বক্তা হয়ে কথা বলবে। কিন্তু তাঁর দূতদের ক্ষেত্রে আরও বেশি কিছু করলেন: তিনি তাঁর লোকদের মুখ নতুন করে তৈরি করলেন।

(২) এক উপযুক্ত, প্রয়োজনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ আশ্চর্য কাজ। শিষ্যরা যে ভাষায় কথা বলছিলেন তা ছিল সিরিয়াক (Syriac) ভাষা, যা হিব্রু ভাষারই একটি উপভাষা; তাই

তাঁদের অবশ্যই এই পরভাষায় কথা বলার উপহারটি গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল, যাতে করে তাঁরা পুরাতন নিয়ম যে আসল হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছে তা বুঝতে পারেন এবং সেই সাথে নতুন নিয়মের প্রকৃত গ্রীক ভাষাও বুঝতে পারেন, যে ভাষায় নতুন নিয়ম লেখা হবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাঁরা সকলেই প্রত্যেক প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য দায়িত্ব পেয়েছিলেন, সকল জাতিকে শিষ্য করার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে এই সকল কিছুর বিষয়ে একটি অপরিহার্য সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা কী করে সকল জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য এতগুলো ভাষায় দক্ষতা অর্জন করবেন? এতগুলো ভাষা শেখা একজন মানুষের জন্য সারা জীবনের সাধনার ফল। আর তাই সেই কারণেই খ্রীষ্ট যে তাঁদেরকে এই সমস্ত জাতির কাছে প্রচার করার দায়িত্ব আসলেই দিয়েছেন এটা প্রকাশ করার জন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁদের নিজ নিজ ভাষা ব্যতিরেকেও অন্যান্য ভাষায় কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করেছেন। আর এটি ছিল শিষ্যদের প্রতি খ্রীষ্টের করা সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা, যেখানে খ্রীষ্ট বলেছিলেন (যোহন ১৪:১২): তোমরা এর চেয়েও মহান মহান কাজ করবে। কারণ এই সব বিষয় আরও বেশি করে প্রশংসিত হবে এবং তা আরও ভালভাবে বিবেচনা করা হবে, বিশেষ করে খ্রীষ্ট যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছেন তার থেকেও এই কাজগুলো আরও বেশি মহৎ বলে বিবেচনা করা হবে। খ্রীষ্ট নিজে ভিন্ন কোন ভাষায় কথা বলেন নি, কিংবা তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের সাথে ছিলেন সে সময়ও তিনি তাঁদেরকে ভিন্ন কোন ভাষায় কথা বলার মত দক্ষতা দান করেন নি। কিন্তু তাঁদের উপরে পবিত্র আত্মা সেচন করার এটিই ছিল প্রথম প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া। আর আর্চবিশপ টিল্লোটসন মনে করেন যে, সবচেয়ে ভাল হবে যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করার বিষয়টি এখন আন্তরিকভাবে এবং যথাযথ পবিত্রতার সাথে করা হতো, সৎ মনের মানুষদের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর তাহলে নিশ্চয়ই অত্যাশ্চর্য রূপে এই ধরনের সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে সফলতা আনয়ন করতেন, যেভাবে তিনি তাঁর সুসমাচারের প্রথম প্রকাশনার ক্ষেত্রে করেছিলেন।

প্রেরিত ২:৫-১৩ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই, জনগণ শিষ্যদের মধ্যকার অভূতপূর্ব দান ও ক্ষমতার বিষয়টি লক্ষ্য করেছে, যা তাঁরা হঠাৎ করেই লাভ করেছেন। লক্ষ্য করুন:

ক. যে বিশাল জনতা এখন যিরূশালেমে অবস্থান করছে, তাদের সংখ্যা পঞ্চাশত্তমীর অন্যান্য পর্বের তুলনায় অনেক বেশি। যিরূশালেমে বসবাসকারী কিংবা এর আশেপাশে বসবাসকারী অনেক যিহূদী সেখানে ছিলেন, যারা অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু ছিলেন এবং তাদের চোখে ঈশ্বরের প্রতি ভয় ছিল (এভাবেই প্রকৃতপক্ষে শব্দটির অর্থ প্রকাশ করা যায়), এদের মধ্যে অনেকে ছিল ভিন্ন ধর্মী, কিন্তু প্রকৃত ধার্মিক, এরা ছিল তক্‌ছেদ করা লোক এবং এরা নিয়মিত যিহূদীদের মণ্ডলীতে যোগ দিত, অন্যান্যরা প্রকৃত অর্থে যিহূদী মতাবলম্বী ছিল না, এরা মূর্তি পূজা করতো এবং সত্যিকার ঈশ্বরের উপাসনা করা থেকে বিরত থাকত, তবে তারা ঠিকই আনুষ্ঠানিক আইন পালন করতো; তাদের মধ্যে

অনেকেই এখন যিরূশালেমে অবস্থান করছিলেন, প্রত্যেক অযিহূদী জাতি থেকে সেখানে উপস্থিত ছিল, হতে পারে যিহূদীরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল কিংবা সেখানে অযিহূদীরা এখানে এসে ভিড় করেছিল। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, যে সমস্ত লোককে সেখানে দেখা গিয়েছিল, সেখানে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ভিন্ন জাতির বা দেশের লোক; আর যিরূশালেম ছিল সেই সময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত শহরগুলোর একটি, যেমন ছিল সে সময় সোর এবং এখনকার লন্ডন, বিভিন্ন স্থান থেকে বাণিজ্য করতে লোকেরা এখানে আসতো, যিরূশালেম সে সময়কার সবচেয়ে ব্যবসা সফল একটি স্থান ছিল। এখন,

১. আমরা এখানে দেখতে পাই যে, সেই সব দেশের নাম কি কি ছিল, যেখান থেকে লোকেরা এসেছিল (পদ ৯-১১), কিছু কিছু লোক এসছিল পূর্ব দিকের দেশ থেকে, পার্থীয়, মাদীয়, ইলামীয় এবং মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী, শেমের অধিবাসীরা; এছাড়া যিহূদিয়া থেকেও অনেকে এসেছিল যা আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত, কারণ যদিও যিহূদীয়ার ভাষা আর খ্রীষ্টের শিষ্যদের ভাষা মূলত এক ছিল, কিন্তু তথাপি তদের ভাষার মধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের ভাষা হওয়ার কারণে কিছুটা প্রভেদ ছিল এবং ভিন্ন কিছু উচ্চারণ ভঙ্গি পরিলক্ষিত হতো (তুমি একজন গালীলীয়, তোমার ভাষা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে), কিন্তু এখন তারা ঠিক সেভাবেই ভাষা উচ্চারণ করতে পারছেন, ঠিক যেভাবে যিহূদীয়ার লোকেরা উচ্চারণ করে থাকে। এরপর আমরা দেখি কাপ্পাদকিয়া, পন্তীয় এবং অন্য দেশ যাকে বলা হয় প্রপোন্টিস, যাকে বিশেষভাবে এশিয়া বলা হয় এবং আরও কিছু দেশ ছিল যেখান থেকে লোকেরা এসে উপস্থিত হয়েছিল, যাদের কাছে পিতর পত্র রচনা করে পাঠিয়েছিলেন, ১ পিতর ১:১। এরপর এসেছিল ফরুগিয়া এবং পাম্‌ফুলিয়ার লোকেরা, যার অবস্থান ছিল পশ্চিম দিকে, যাফেতের উপত্যকায়, তারা রোমের নাগরিক হিসেবেও পরিচিতি ছিল; এছাড়া আরও অনেকে এসেছিল যারা মিসরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে এসেছিল, এরা বাস করতো সিরিনের পাশে লিবিয়াতে। ক্রীট দ্বীপ থেকেও অনেকে এসেছিল এবং আরবের মরুভূমি থেকে অনেকে এসেছিল; তবে এরা প্রকৃত অর্থে সকলেই যিহূদী ছিল, তারা আসলে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিংবা তারা যিহূদী ধর্ম পালনকারী ভিন্ন জাতির ব্যক্তি ছিল এবং এরা অন্য দেশের নাগারিক ছিল। ড. হুইটবাই দেখেছেন যে, এই সময়কার যিহূদী লেখকেরা, যেমন ফিলো এবং যোসেফাস, যিহূদীদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, এরা সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন স্থানে বাস করতো; এবং সেই সময় পৃথিবীতে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে কোন যিহূদী বাস করতো না।

২. আমরা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখতে পাই যে, কি কারণে সে সময় এই যিহূদীরা এবং ভিন্ন জাতির লোকেরা যিরূশালেমে একত্রিত হয়েছিল; তারা পঞ্চাশত্তমীর পর্বে যিরূশালেমে তীর্থ যাত্রায় এসেছিলেন, কারণ তাদেরকে সেখানেই বাস করতে বলা হয়েছে। তারা এখানে সে সময় অবস্থান করে কারণ সে সময় এখানে খ্রীষ্টের আগমন সংক্রান্ত সাধারণ আশা উদ্দীপনার কথা শোনানো হতো; কারণ দানিয়েলের সপ্তাহ মাত্র অতীত হয়েছে, রাজদণ্ড এখন যিহূদা থেকে চলে গেছে এবং এখন ঈশ্বরের রাজ্য খুব শ্রীঘ্র আবির্ভূত হবে লূক ১৯:১১। এতে করে তারা যিরূশালেমে এসে হাজির হতো, যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর

প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী এবং ধর্মপ্রাণ, আর তাই তারা খ্রীষ্টের রাজ্য এবং এই রাজ্যের অনুগ্রহের অংশীদার রূপে গণ্য হবে।

খ. এই আগন্তুকেরা যখন তাদের নিজেদের ভাষায় খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে কথা বলতে শুনলো, তখন তারা অত্যন্ত বিস্মিত ও বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন শিষ্যরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছিলেন, কারণ প্রত্যেক জাতির লোক তাদের নিজ নিজ ভাষায় তাঁদের কথা শুনতে পাচ্ছিল; কারণ এমনটা বলা হয়েছে (পদ ৬): আর অনেক লোক তাঁদের সেই ধ্বনি শুনে সমাগত হল এবং তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কারণ প্রত্যেক জন তাদের নিজ নিজ ভাষায় তাঁদেরকে কথা বলতে শুনছিল। বিশেষ করে যারা অন্যান্য দেশের অধিবাসী ছিল, যিরূশালেমের বাসিন্দাদের চেয়ে আরও বেশি আশ্চর্য কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল।

১. তারা লক্ষ্য করলো যে, যারা যারা বক্তা রয়েছে তাদের সকলেই গালীলীয়, যারা তাঁদের মাতৃভাষা ব্যতীত আর অন্য কোন ভাষা জানতেন না (পদ ৭); তাঁরা ছিলেন নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, যাদের কাছ থেকে শিক্ষিত মানুষের মত ব্যবহার বা নম্র ব্যবহার কোন কিছুই আশা করা যায় না। ঈশ্বর এই পৃথিবী থেকে এই দুর্বল এবং মূর্খ লোকগুলোকে বাছাই করেছেন যেন তাদের মধ্য দিয়ে তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং নম্রতা প্রকাশ করতে পারেন। খ্রীষ্টকে গালীলীয় মনে করা হয়েছিল এবং তাঁর শিষ্যরা আসলেই তা-ই ছিলেন, অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ মানুষ।

২. তারা সকলে এ কথা স্বীকার করলো যে, তাঁরা বুদ্ধিমানের মত তাদের নিজ ভাষায় কথা বলছিলেন (যা তারা সবচেয়ে ভালভাবে বিচার করেছিলেন), তাই সঠিকভাবে এবং এতটা দ্রুত তাদের নিজেদের দেশের লোকেরাও এর চেয়ে এত শুদ্ধভাবে কথা বলতে পারবে না: তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ ভাষায় কথা শুনছি? (পদ ৮), এর অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে একজন বা কয়েক জনকে আমাদের নিজেদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে শুনছি। পার্থীয়রা তাদের নিজেদের ভাষায় কথা শুনছে, তাদের মধ্যে আরেকজনের কণ্ঠে মাদীয়রা তাদের নিজেদের ভাষা শুনছে; অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও তাই, পদ ১১: আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ওদেরকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা বলতে শুনছি। তাদের এই ভাষাগুলো যিরূশালেমে শুধু যে অপরিচিত ছিল তাই নয়, বরং সম্ভবত এই ভাষাগুলো অবহেলিত এবং অবমূল্যায়িত ছিল, আর তাই সেই কারণেই তাদের কাছে এই বিষয়টি শুধু যে বিস্ময়কর ছিল তাই নয়, বরং সেই সাথে তা ছিল প্রচণ্ড আনন্দের বিষয়, কারণ তারা তাদের নিজেদের ভাষায় সেই কথা শুনতে পাচ্ছিল, যা তারা সাধারণত কোন পরজাতীয়দের দেশে এসে শোনার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না।

(১) তারা প্রেরিতদের মুখে যে কথা শুনছিল তা হচ্ছে ঈশ্বরের বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ, ***meg-aleia tou Theou*** - - *Magnalia Dei* – ঈশ্বরের মহান মহান কাজ। এটি খুব সম্ভব যে, প্রেরিতরা খ্রীষ্ট সম্পর্কেও কথা বলছিলেন এবং তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করার বিষয়ে কথা বলছিলেন এবং সেই সাথে সুসমাচারের অনুগ্রহের কথাও বলছিলেন। আর এগুলো অবশ্যই ঈশ্বরের মহান মহান কাজের অংশ, যা চিরকাল আমাদের চোখে বিস্ময়কর ও

চমৎকার মনে হবে।

(২) তারা তাঁদের সকলকে একই সাথে ঈশ্বরের এই মহান কাজগুলোর জন্য এবং লোকদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রশংসা করতে শুনেছিল, তবে তা তাদের নিজ নিজ ভাষায়, যেভাবে তারা বিভিন্ন জনের কাছ থেকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় বক্তৃতা শুনছিল, কিংবা তাদের নিজ নিজ ভাষায় শোনার জন্য খোঁজ করছিল। এখন, যদিও সম্ভবত তারা কিছু সময়ের জন্য যিরূশালেমে বাস করবে, তারা নিশ্চয়ই যিরূশালেমে প্রচলিত ভাষা এই পরিমাণ শিখে নিয়েছিল যার কারণে তারা প্রেরিতদের কথা কিছুটা হলেও বুঝতে পারত, কিন্তু তথাপি–

[১] এটি ছিল আরও বিস্ময়কর এবং তা তাদেরকে বিচার করতে সাহায্য করেছিল যে, প্রেরিতেরা যা বলছিলেন তা ছিল ঈশ্বরের শিক্ষা; কারণ যারা বিশ্বাস করে না তাদের কাছে জিহ্বা সাক্ষী হবে, ১ করিন্থীয় ১৪:২২।

[২] এতে করে তারা আকর্ষণ ধরে রাখার জন্য আরও সচেষ্ট হতে পেরেছিল, বিশেষ করে এই কারণে যে, তা ছিল অযিহূদীদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহের একটি স্পষ্ট নির্দেশনা, যা তিনি ইচ্ছা করেছিলেন। আর সেই সাথে ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং তাঁর উপাসনা করার অধিকার শুধু যিহূদীদের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সেই বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা; এবং এটি আমাদেরকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় যে, আমাদের ঈশ্বরের চিন্তা এবং ইচ্ছা কী এবং সেই সাথে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজের অভূতপূর্ব ইতিহাস বিভিন্ন জাতির লোকদের মুখে মুখে বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকবে, যা পবিত্র শাস্ত্র হিসেবে পাঠ করা হবে এবং জনসমাগমে উপাসনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, অন্য সকল জাতির সকল ভাষায়।

৩. তারা এতে অবাক হল এবং একে বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে করলো (পদ ১২): তারা সকলে বিস্মিত হল, তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল, এমনটাই বলা হয়েছে। আর তারা সকলে সন্দেহ করছিল বা চিন্তা করছিল যে, এর অর্থ কী হতে পারে এবং এর দ্বারা তাদের কাছে খ্রীষ্টের রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে কি না, যা তারা খুব আগ্রহ নিয়ে আশা করছিল, তারা সে কারণেই একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, ***ti an theloi touto einai***; - - *Quid hoc sibi vult?* এর অর্থ কী? নিশ্চয়ই এর দ্বারা এই কথাই বোঝানো হয়েছে এবং বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই লোকেরা স্বর্গ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছেন, আর তাই এঁরা স্বর্গের দূত বা বার্তাবাহক; আর সেই কারণে, মোশি যেমন ঝোপের কাছে গিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন, তেমনিভাবে তারা ঘুরে তাকিয়ে দেখল, যেন তারা এই মহান দৃশ্য দেখতে পারে।

গ. এই ঘটনার ফলে বেশ কিছু মানুষ বিরক্ত হল, যারা ছিল যিহূদিয়া এবং যিরূশালেমের অধিবাসী, সম্ভবত এরা ছিল ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা এবং মহাপুরোহিতেরা, যারা সবসময় পবিত্র আত্মার বিরোধিতা করে এসেছে; তারা বলল, ওরা মিষ্ট আঙ্গুর-রসে মত্ত

হয়েছে; তারা এই পর্বে অনেক বেশি মদ খেয়ে ফেলেছে, পদ ১৩। এমন নয় যে, তারা ভাবছিল কোন মানুষ এত বেশি মদ পান করলে অন্য ভাষায় কথা বলতে পারে, বরং তারা ভাবছিল তাঁরা নিশ্চয়ই কোন উল্টোপাল্টা বকছেন। কিন্তু যে সমস্ত ভাষায় তাঁরা কথা বলছিলেন, সেই সমস্ত ভাষাভাষী লোকেরা ঠিকই বুঝতে পারছিল যে, তাঁরা তাদের ভাষাতেই কথা বলছেন এবং অন্যান্য সকল জাতির ভাষাতেই কথা বলছেন। কিন্তু যিরূশালেমে অধিবাসীরা তা বুঝতে পারে নি, আর তাই তারা এই বিষয়টিকে বোকামি এবং মূর্খতা বলে বিবেচনা করলো এবং তারা মনে করলো যে, এই প্রেরিতেরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছেন, অনেক সময় তারা কথার মাঝখানে বলে থাকত, ইস্রায়েলের মূর্খেরা। বিশেষ করে যখন তারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের মধ্যে পবিত্র আত্মার স্পর্শ সম্পর্কে বিশ্বাস করতে চাইত না, তখন তারা এর অর্থ পরিবর্তন করে বলে উঠত, "সে শয়তানের সাথে হাত মিলিয়ে ভূত তাড়াচ্ছে।" তাই যখন তারা প্রেরিতদের শিক্ষা ও প্রচারের মধ্যে পবিত্র আত্মার স্পর্শ আছে বলে বিশ্বাস করতে চাইল না, তখন তারা একে উড়িয়ে দিল এভাবে, এই লোকেরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে। এবং যদি তারা তাদের গৃহকর্তাকে মদখোর বলে গালি দিতে পারে, তাতে করে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই যে, যদি তারা তাঁর ঘরের বাসিন্দাদেরকেও এই একই নামে অপবাদ দেয়।

প্রেরিত ২:১৪-৩৬ পদ

আমরা এখানে দেখতে পাই কীভাবে পিতরের প্রচারে তাৎক্ষণিকভাবে পবিত্র আত্মার প্রথম ফসল পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তাদেরকে পরিচালনা দিয়েছিলেন, তবে তিনি অন্যান্য জাতির কাছে কোন অপরিচিত ভাষায় কথা বলেন নি, (এখানে আমরা দেখতে পাই না যে, যারা অবাক হয়ে গিয়েছিল এবং জিজ্ঞেস করেছিল, এর অর্থ কী, তাদেরকে তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন), কিন্তু সেই সাথে তিনি যিহূদীদের কাছে তাদের ভাষাতেই কথা বলেছিলেন, এমন কি যারা তাদেরকে হাসি ঠাট্টা করেছিল; কারণ তিনি এই কথা বলার মধ্য দিয়ে শুরু করেছিলেন (পদ ১৫) এবং তিনি এভাবেই তাঁর আলোচনায় সম্বোধন করছিলেন (পদ ১৪): হে যিহূদী লোকেরা, হে যিরূশালেম নিবাসী সকলে; কিন্তু আমাদের সকলের এ কথা চিন্তা করার কারণ রয়েছে যে, অন্যান্য প্রেরিতেরা নিশ্চয়ই তাদের সাথে কথা বলছিলেন, যারা তাদের কথা বুঝতে পারছিল (এবং তারা সকলে তাঁদের কাছে এসে জড়ো হয়েছিল), তারা সকলে তাদের নিজ নিজ ভাষায় বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছিল, তারা ঈশ্বরের মহান মহান কাজ সম্পর্কে শুনছিল। আর শুধুমাত্র পিতরের ভাষণের কারণে নয়, বরং সেখানে যত জন প্রেরিত ছিলেন, তাঁদের একশো বিশ জনের সম্মিলিত কার্যক্রমের কারণেই সেই দিন তিন হাজার আত্মা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তারা সকলে মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; কিন্তু শুধুমাত্র পিতরের প্রচারটিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা এই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি তাঁর পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পুরোপুরিভাবে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সেই স্বর্গীয় অনুগ্রহ আবারও ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি যিনি এক সময় চোরের মত খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি এখন খ্রীষ্টকে প্রকাশ্যে সাহসের সাথে স্বীকার করছেন। লক্ষ্য করুন:

[১] আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এবং প্রাচুর্য সহকারে ও ব্যাপকতা নিয়ে স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মার অসীম অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন এবং ইস্রায়েলের লোকদেরকে বলা হয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদেরকে তার উত্তম আত্মা দ্বারা তাদেরকে শিক্ষা দেবেন, নহিমিয় ৯:২০। কিন্তু এখন পবিত্র আত্মা সেচন করা হবে, শুধুমাত্র যিহূদীদের উপর নয়, বরং সকল মানুষের উপর, যিহূদীদের পাশাপাশি অযিহূদীদের উপরেও, যদিও পিতর নিজেও প্রথমে তা বুঝতে পারেন নি, যা আমরা দেখতে পাই প্রেরিত ১১:১৭ পদে। কিংবা সকল মানুষের উপরে, যার অর্থ হচ্ছে সকল ধরনের পদ মর্যাদার এবং সকল ধরনের সম্মানের অধিকারী মানুষের উপরে এবং যারা ইস্রায়েলের অবশিষ্ট উত্তরাধিকারী ছিল তাদের সকলের উপরে; কিন্তু ঈশ্বর নিজেকে তাদের এই ধরনের কোন নিয়মের বেড়াজালে বাঁধবেন না।

[২] যে আত্মা তাদের মাঝে প্রবেশ করবে তা হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা; এই আত্মার দ্বারা তারা আগে থেকে ঘটতে পারে এবং বিষয় সম্পর্কে বলতে পারবে এবং প্রত্যেক মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারবে। এই ক্ষমতা প্রদান করা হবে কোন প্রকার লিঙ্গ নির্বিশেষে– এখন শুধু তোমাদের ছেলেরা নয়, বরং তোমাদের মেয়েরাও ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারবে; কোন প্রকার বয়স সীমা নির্বিশেষে– এখন যুবকেরা এবং বৃদ্ধেরাও দর্শন দেখবে এবং স্বপ্ন দেখবে এবং তাদের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পাওয়া যাবে, যা মণ্ডলীতে কার্যকরী করা হবে; এবং বাহ্যিক অবস্থা বিচার না করে– এমন কি দাসেরা এবং দাসীরাও এই পবিত্র আত্মা লাভ করবে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করবে (পদ ১৮); কিংবা সাধারণভাবে, নারী এবং পুরুষ, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর দাস এবং দাসী হিসেবে আহ্বান করেছেন। পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণীর যুগ শুরু হওয়ার সময় ভাববাদীদের জন্য শিক্ষালয় ছিল এবং তারও আগে, ভাববাণীর আত্মা ইস্রায়েলের প্রাচীনগণের উপরে এসে অবতরণ করেছিল, যাদেরকে সে সময় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য ভার দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এখন পবিত্র আত্মা এমন লোকদের উপরে সেচন করা হবে, যারা অপেক্ষাকৃত নিম্ন পদস্থ বলে বিবেচিত এবং যারা প্রকৃতপক্ষে কখনোই ভাববাদীদের শিক্ষালয়ে গমন করেন নি, কারণ খ্রীষ্টের রাজ্য পুরোপুরিভাবেই আত্মিক। এখানে কন্যাগণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৭) এবং দাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৮) যার মাধ্যমে আমরা মনে করতে পারি যে, মূলত নারীদের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ১:১৪), যারা পবিত্র আত্মার বিশেষ দান উপহার হিসেবে গ্রহণ করবে, পুরুষদের পাশাপাশি। সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের চারটি মেয়ে ছিল, যারা ভবিষ্যদ্বাণী বলত (প্রেরিত ২১:৯) এবং পৌল করিন্থ মণ্ডলীতে জিহ্বা এবং ভাববাণীর প্রাচুর্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখেছিলেন যে, সেখানে প্রকাশ্যে নারীদের এ ধরনের দানকে বাধাগ্রস্থ করা প্রয়োজন, ১ করিন্থীয় ১৪:২৬, ৩৪।

[৩] যে মহান বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী করা উচিত তা হচ্ছে যিহূদী জাতির উপরে যে মহাবিচার নেমে আসছে, কারণ এই বিষয়টিই ছিল প্রধান বিষয়, যা খ্রীষ্ট নিজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (মথি ২৪ অধ্যায়) যখন তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করেছিলেন

ক. তাঁরা সূচনা বা ভূমিকা, যেখানে তিনি শ্রোতা মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিংবা তা দাবী করেছেন: পিতর উঠে দাঁড়ালেন (পদ ১৪), তিনি এটি দেখাতে চাইলেন যে, তিনি মাতাল ছিলেন না, তিনি এই কথা বললেন সেই এগারো জনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে, যারা তাঁর এই কথার সাথে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন; তারা যিহূদীদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলার মত কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং সাহসী ছিলেন এবং তাঁরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বাধা প্রদান করতে এবং তাদেরকে ধর্ম দ্রোহিতার মত অন্যায়ের দায়ে অভিযুক্ত করার সাহস রাখতেন। কিন্তু তারা বাকি সত্তর জন শিষ্যের উপরে বিভিন্ন জাতি থেকে আসা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে কথা বলার জন্য দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন, যারা তাদের নিজেদের ভাষাতেই অভ্যস্ত ছিল। এভাবেই খ্রীষ্টের শিষ্যদের ভেতরে বিভিন্ন মহান দান দেখা গিয়েছিল, যার কারণে তারা অন্যদেরকে শিক্ষা দান করতে পারতেন, যারা তাদেরকে বাধা প্রদান করতে আসতো এবং তারা তাদের বিরুদ্ধে তাদের আত্মায় তলোয়ার এবং ঢাল নিয়ে প্রস্তুত থাকতেন। অন্যান্য যারা ছিলেন, অর্থাৎ যারা একটু নিম্ন পদস্থ বা দান সম্পন্ন, তাদেরকে এমন সকলের জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল, যারা শুধুমাত্র আত্মায় দুর্বল এবং একটুখানি সবল করলেই তারা আত্মায় আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়ে উঠবে। পিতর তার কণ্ঠ উচ্চকিত করলেন, যেভাবে কেউ একজন কোন বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এবং যথাযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েই কেবলমাত্র কথা বলে এবং তার মধ্যে কোন ধরনের ভয় ভীতি কিংবা লজ্জা কাজ করছিল না। তিনি নিজেকে যিহূদীয়ার মানুষদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন, ***andres Ioudaioi***– যে লোকেরা ছিল যিহূদী; তাই এমনটা পাঠ করা উচিত; "আর বিশেষ করে তোমরা যারা যিরূশালেমে বাস কর, যারা যীশুর মৃত্যুর ঘটনাটি জান, তাদের এ কথাও জানা উচিত, যা তোমরা আগে জানতে না এবং যা তোমরা কেবলমাত্র এখন জানলে, আর আমার কথায় শ্রবণ কর, যে তোমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাবে এবং ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের কথায় কান দিও না, যারা তোমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আমার প্রভু প্রস্থান করেছেন, যাঁর কথা তোমরা মাঝে মধ্যে শুনে থাকলেও তা তোমাদের হৃদয়ে কোন ফল দিতে পারে নি এবং এখন তোমরা আর এ ধরনের কোন কথা শুনবে না, কিন্তু তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছেন; এখন তোমরা আমাদের কথা শোন।"

খ. তাদের ধর্মদ্রোহিতা সুলভ উক্তির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য (পদ ১৫): "এই লোকগুলো মাতাল নয়, যা তোমরা মনে করছ। খ্রীষ্টের এই শিষ্যরা , যারা এখন অন্যান্য ভাষায় কথা বলছে, তারা খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং সুস্থ মস্তিষ্কেই কথা বলছে আর তারা কী বলছে তা তারা জানে, আর যারা তাদের কথা শুনছে তারাও খুব স্বাভাবিক ভাবে তাদের কথা শুনছে। তারা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করছে। তোমরা এ কথা বলতে পার না বা চিন্তা করতে পার না যে, তারা মাতাল, কারণ এখন মাত্র দিনের তৃতীয় প্রহর।" সে সময় সকাল নয়টা বাজছিল এবং এই সময়ের আগে বিশ্রামবার এবং বিভিন্ন ভাব গাম্ভীর্য পূর্ণ ভোজ উৎসবে যিহূদীরা কোন কিছু খেতও না, এমন কি পানও করতো না; শুধু তাই নয়, সাধারণত যারা মদ খেয়ে মত্ত হতো তারা রাতে এই কাজটি করতো, সকালে নয়; তারাও নিশ্চয়ই মাতাল হলেও স্বাভাবিক থাকে,

যখন তারা জাগ্রত থাকে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে আবার তার অন্বেষণ করে, হিতোপদেশ ২৩:৩৫।

গ. পবিত্র আত্মার আশ্চর্য কার্যক্রমের বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা, যার উদ্দেশ্য ছিল তাদের সকলকে খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাগ্রত করা এবং তাদেরকে তাঁর মণ্ডলীর সদস্য হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা। তিনি এখানে দুটি বিষয়ের অবতারণা ঘটিয়েছেন:- এতে করে পবিত্র শাস্ত্রের বাণীর পরিপূর্ণতা ঘটেছে এবং খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের এবং স্বর্গারোহণের ফল প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এর দুটিরই যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

১. এটি ছিল পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা, যা খ্রীষ্টের রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং সেই কারণে এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, সেই রাজ্যের আগমন ঘটছে এবং অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীরও পরিপূর্ণতা ঘটতে চলেছে। তিনি একটিকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেছেন, যা ছিল ভাববাদী যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী, যোয়েল ২:২৮। এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, যদিও পিতর পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিলেন এবং পবিত্র আত্মা তাকে যে ভাষায় কথা বলতে বলেছিলেন সেই ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন, তথাপি তিনি পবিত্র শাস্ত্রকে দূরে ঠেলে দেন নি, কিংবা তিনি এমনও মনে করেন নি যে, তিনি এসবের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে: শুধু তাই নয়, তাঁর কথা ও আলোচনা বেশিরভাগই ছিল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি সহকারে, যা তিনি তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছিলেন এবং তিনি তা তাঁর কথায় প্রমাণ করেছেন। খ্রীষ্টের বিষয়ে যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা কখনোই বাইবেলের চেয়ে বেশি বোঝার চেষ্টা করেন না; এবং পবিত্র আত্মাকে এই কারণে প্রদান করা হয় নি যে, তা পবিত্র শাস্ত্রের গুরুত্বকে ছাড়িয়ে যাবে, বরং তা আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রের বাণীগুলোকে আরও নিগূঢ়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করার জন্যই প্রদান করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

(১) পিতর নিজে পবিত্র শাস্ত্র থেকে যে অংশটি উদ্ধৃত করেছিলেন, পদ ১৭-২১। এখানে শেষ দিনের কথা বলা হয়েছে, সুসমাচারের সময়, যাকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের রাজ্য মানুষের মাঝে ভাগ করে দেওয়ার আগেকার শেষ দিনগুলো, যখন সুসমাচার স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সময় স্বর্গীয় অনুগ্রহ শেষ বারের মত প্রকাশিত হবে এবং আমরা আর এই সময়ের পরে শেষ সময় ছাড়া আরও কোন সময়ের জন্য অপেক্ষা করব না। কিংবা সেই শেষ দিনে, এর অর্থ হচ্ছে পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীতে করা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে। কিংবা, যিহূদী মণ্ডলী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঠিক পর পরই, সেই লোকদের শেষ দিনগুলোতে, মহান এবং উল্লেখযোগ্য দিনগুলোর ঠিক আগে আগে, যখন প্রভু কথা বলবেন, পদ ২০। "এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, আর সেই কারণে তোমাদের অবশ্যই এর জন্য আকাঙ্ক্ষা করা উচিত এবং এর আগমনে অবাক হওয়া মোটেও উচিত নয়; তোমরা এর জন্য আশা প্রকাশ কর এবং একে স্বাগত জানাও এবং এ নিয়ে আর কোন তর্ক কোরো না, কারণ তা অবশ্যই নজরে আসবে।" প্রেরিত এই পুরো অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, কারণ পবিত্র শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া উত্তম, এখন এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে:

(লূক ১৯:৪১); এবং যখন তিনি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছিলেন (লূক ২৩:২৯); এবং এই বিচার নেমে আসবে তাদের উপরে, যারা সুসমাচারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রকাশ করেছিল তাদের শাস্তি হিসেবে এবং তাদের বিরোধিতার প্রতিফল হিসেবে, যদিও এভাবেই এর যথার্থতা প্রমাণিত হবে। যারা ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে না, তাদেরকে পবিত্র আত্মার অতুলনীয় প্রতিপত্তির মধ্য দিয়ে তাঁর চরম ক্রোধের নিচে পতিত হতে হবে। তারা এমন একটি বিষয়কে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করবে যা কখনো বেঁকেও যাবে না।

প্রথমত, যিরূশালেমের ধ্বংস সাধন ঘটবে, যা খ্রীষ্টের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে ঘটবে, তা এখানে বলা হয়েছে প্রভুর মহান এবং উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে, কারণ এতে করে মোশির ব্যবস্থার আইনের পরিসমাপ্তি ঘটবে; লেবীয় পৌরহিত্যের এবং আনুষ্ঠানিকতার আইনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং পরিসমাপ্তি ঘটবে। সেই ধ্বংস এমন হবে যা কখনো কোন জাতির ক্ষেত্রে ঘটে নি, বা স্থানের ক্ষেত্রে ঘটে নি, আর আগেও এমন হয় নি এবং পরেও হবে না। এই দিনটি হবে প্রভুর দিন, কারণ এই দিন প্রভু ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করার দায়ে দণ্ডিত করে মানুষের উপরে প্রতিশোধ নেবেন এবং পরিচর্যাকারীদের উপরে নির্যাতন করার শোধও তিনি তুলবেন। সেই সময়টি হবে প্রতিশোধের বছর; হ্যাঁ এবং সকল ভাববাদীগণ এবং সাক্ষ্যমরগণের রক্তের শোধ তখন নেওয়া হবে, সেই ধার্মিক হেবলের সময় থেকে শুরু করে, মথি ২৩:৩৫। সেই দিনটি হবে বিচারের এক ক্ষুদ্র দিন; দিনটি হবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য; যোয়েল ভাববাদীর ভাষায় দিনটিকে বলা হয়েছে ভয়ঙ্কর দিন, কারণ সেই দিনে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের তেমনই অনুভূতি হবে। কিন্তু এখানে দিনটিকে বলা হয়েছে এপিফানি ***epiphane*** (যেমনটি সেপ্টুয়াজিন্টে আছে), এক মহান, গৌরবময় এবং বৈচিত্র্যময় দিন, কারণ এ সময় খ্রীষ্ট স্বর্গে থাকবেন। এই দিনটিই হচ্ছে এপিফানি, তাঁর আগমনের সময়, তিনি নিজে এই দিনটি সম্পর্কে এমন কথাই বলেছেন, মথি ২৪:৩০। যিহূদীদের ধ্বংস হচ্ছে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণস্বরূপ, যারা তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করেছে এবং তাদেরকে ঘৃণা করেছে; আর তাই সেই সময়ে সেই দিন সম্পর্কে ভাববাদীরা যে সমস্ত কথা বলে গেছেন, যাতে করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা নির্যাতিত হওয়ার সময় সাহস না হারান যে, ঈশ্বর তাদের কাছেই আছেন এবং খ্রীষ্টের আগমন অত্যন্ত সন্নিকট, বিচারক দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, যাকোব পদ ৮, ৯।

দ্বিতীয়ত, যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসের কথা এখানে বলা হয়েছে তার ধরন ও প্রকৃতি: আমি উপরে আসমানে নানা অদ্ভুত লক্ষণ এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন রক্ত, অগ্নি ও ধূম-বাষ্প দেখাবো। প্রভুর সেই মহৎ ও প্রসিদ্ধ দিনের আগমনের পূর্বে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র রক্ত হয়ে যাবে। জোসেফাস যিহূদী জাতির যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস লেখার সময় এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে এই চিহ্ন এবং পূর্ব লক্ষণগুলোর কথা বলেছেন, ভয়ঙ্কর বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমক এবং ভূমিকম্পের কথা লিখেছেন; সেই শহরের উপরে এক বছরের জন্য একটি অগ্নিময় ধূমকেতু অবস্থান করবে এবং সেই শহরের দিকে একটি জ্বলন্ত তলোয়ার তাক করা থাকবে; একটি আলো রাতের বেলা মন্দির এবং বেদীর উপরে আলোকিত করে রাখবে, যেন তা

মাঝ দুপুর মনে হয়। ড. লাইটফুট আরেক ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন এই লক্ষণগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে: ঈশ্বরের পুত্রের রক্ত, পবিত্র আত্মার আগুন এখন দৃশ্যমান হবে, যে ধোঁয়া এবং বাষ্পের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, সূর্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল এবং চাঁদ রক্তিম হয়ে গিয়েছিল, যে সময় খ্রীষ্ট দুঃখ ভোগ করছিলেন, তা ছিল অবিশ্বাসী লোকদের জন্য এক কড়া সতর্ক বার্তা, যার মধ্য দিয়ে তাদেরকে তাদের উপরে যে বিচার নেমে আসছে তার জন্য সতর্ক করে দিতে বলা হয়েছিল। কিংবা তা হয়তো অত্যন্ত যথার্থভাবে তাদের উপরে আনীত পূর্ববর্তী বিচারগুলোর দ্বারা প্রভাবিত করা যায়, যার মাধ্যমে এর আগেও তাদের উপরে ধ্বংস নেমে এসেছিল। যিহূদীদের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে যিহূদীদের রক্ত সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যারা ঝরাবে তারা হচ্ছে শমরীয়, সিরীয় এবং গ্রীকরা, যেখানে প্রচুর রক্তপাত হবে, যা তাদের গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল এবং সোডটীয় *seditious* (এই নামেই তারা নিজেদেরকে ডেকে থাকে), যা ছিল অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ; তার কাছে না এলে কেউ শান্তি পেতে পারে না, কিংবা শান্তির পথ খুঁজে পায় না। এখানে যে আগুন এবং ধেসোর কথা বলা হয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থে তাদের শহর, নগর এবং সমাজ-ঘর এবং উপাসনালয়কে ধ্বংস করে ফেলবে। আর এই যে সূর্যের অন্ধকার হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে তাদের শাসন ব্যবস্থার পতনের কথা, তা একাধারে পার্থিব রাজনৈতিক সরকার ব্যবস্থা এবং মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা। এছাড়া তাদের সব ধরনের আলো নিভে যাবে। তৃতীয়ত, এখানে বিশেষ চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা হবে যে, প্রভুর লোকদেরকে রক্ষা হবে, যে বিষয়ে তাদেরকে এর আগেই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (পদ ২১): আর এরূপ হবে, যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, (যা একজন সত্যিকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য, ১ করিন্থীয় ১:২) সেই পরিত্রাণ পাবে, সে তার অনন্তকালীন পরিত্রাণ লাভ করার কারণে এই মহা বিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কলদীয়দের দ্বারা যিরূশালেম আক্রান্ত হওয়ার পর সেখানে একটি সীল করা অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, যা প্রভুর দিনে তা ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে উল্লেখ করা ছিল; এবং রোমীয়দের ধ্বংস যজ্ঞের সময় সেখানে একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীও মৃত্যুবরণ করেন নি। যারা নিজেদেরকে ক্ষুদ্র কোন বিষয়ের জন্য ছাড় দিতে চায় না, তারা বড় কোন বিষয় হারাবে। আর লক্ষ্য করুন, পরিত্রাণ প্রাপ্ত অবশিষ্টাংশদেরকে বলা হয়ে থাকে এভাবে, তারা হচ্ছে প্রার্থনাকারী মানুষ: তারা প্রভুর নামে আহ্বান করতে পারে, যা এ কথাই প্রকাশ করে যে, তারা কোন ধরনের যোগ্যতা বা তাদের নিজেদের ধার্মিকতার কারণে এই পরিত্রাণ পায় নি, বরং তা পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয়, যা অবশ্যই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে চেয়ে নিতে হয়। প্রভুর নামই হচ্ছে সেই শক্তিশালী দুর্গ, যার উপরে ভর করে তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

(২) বর্তমান সময়ের ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ (পদ ১৬): এই বিষয়টির কথাই ভাববাদী যোয়েল বলেছিলেন; এটি হচ্ছে এর পূর্ণতা, এর পরিপূর্ণতার প্রকাশ। এটি হচ্ছে পবিত্র আত্মার বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি, যা সকল মাংসিক দেহের উপরে অবতরণ করবে এবং আমরা আর অন্য কারও জন্য অপেক্ষা করবো না বা অন্য কারও উপরে নির্ভর করব না, অর্থাৎ আমরা আর দ্বিতীয় কোন খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করব না; কারণ আমাদের খ্রীষ্ট চিরকালের জন্য স্বর্গে বাস করছেন, সেখানে তিনি রাজত্ব করছেন এবং পৃথিবীতে তাঁর

মণ্ডলীর জন্য মধ্যস্থতা করছেন। এ কারণেই এই অনুগ্রহের আত্মা, এই পরামর্শদাতা, এই সান্ত্বনাদাতাকে আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে যেন সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, যা এই পৃথিবীতে মণ্ডলীগুলোকে দেওয়া হয়েছিল শেষ দিন পর্যন্ত বহাল থাকার জন্য এবং পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর জন্যই সমস্ত কাজ করবেন এবং তিনি এর সদস্যও হবেন। এটি পবিত্র শাস্ত্র এবং পরিচর্যা কাজের দিক থেকে যথাক্রমে সাধারণ এবং অসাধারণ।

২. এটি ছিল খ্রীষ্টের দান উপহার এবং তাঁর পুনরুত্থানের ফল এবং প্রমাণ। পবিত্র আত্মার এই দান থেকে তিনি যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাদের কাছে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছেন; এবং তাঁর প্রচারের এই অংশের মধ্য দিয়ে তিনি আরেকটি ভাব গাম্ভীর্য্য পূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেছেন (পদ ২২): "হে ইস্রায়েলরা, এসব কথা শোন। তোমাদের উপরে দয়া করা হয়েছে বলেই তোমরা এই সব কথা শুনতে পাচ্ছ এবং তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সমস্ত কথায় কর্ণপাত করা।" খ্রীষ্ট সম্পর্কিত কথায় অবশ্যই ইস্রায়েলের লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য কথা বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এখানে আমরা দেখি:

(১) খ্রীষ্টের জীবনের ইতিহাসের একটি বিমূর্ত দিক, পদ ২২। তিনি যীশুকে নাসরতীয় যীশু বলে সম্বোধন করলেন, কারণ এই নামের দ্বারা তিনি সাধারণভাবে পরিচিতি ছিলেন, কিন্তু (যা এই বক্তৃতাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল) তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যাকে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর গণিত করছেন, যাকে তোমরা মানুষেরা দোষী সাব্যস্ত করেছ এবং নির্যাতন করেছ, অবশ্যই যদিও তা ঈশ্বরের অনুমোদন সাপেক্ষে: ঈশ্বর তাঁর শিক্ষা ও মতবাদকে তাঁর ক্ষমতা দ্বারা তাঁকে আশ্চর্য কাজ করার শক্তি দিয়েছেন: ঈশ্বর কর্তৃক চিহ্নিত একজন মানুষ, ড. হ্যামন্ড এমন নামেই তাঁকে অভিহিত করেছেন; "তোমাদের সকলের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য বলে চিহ্নিত, যাকে এখন তোমরা শুনতে পাচ্ছ। তাঁকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, যেন তিনি তোমাদের এই দেশে এক মহা গৌরবময় আলো স্থাপন করতে পারেন; তোমরা নিজেরাই সাক্ষী যে, কিভাবে তিনি তাঁর আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন কাজের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির উপরে তাঁর ক্ষমতার কাজের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, যা স্বাভাবিক থেকে ভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত, যা ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে করেছেন; এর অর্থ হচ্ছে, তিনি যে স্বর্গীয় শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা আবৃত ছিলেন এবং যা দিয়ে সজ্জিত করে ঈশ্বর তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, তার দ্বারাই তিনি আসলে এই সকল আশ্চর্য কাজ করেছিলেন; কারণ কোন মানুষই এ ধরনের কাজ করতে পারে না, যদি না ঈশ্বর তার সাথে থাকেন।" দেখুন, পিতর খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজগুলোর উপরে কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

[১] প্রকৃত সত্যটিকে কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়: "এই সব কিছু তোমাদের সামনেই ঘটেছে, তোমাদেরই দেশে, তোমাদের শহরে, তোমাদের পবিত্র উপাসনালয়য়, আর তোমরা নিজেরাও তা জানো। তোমরা নিজেরাই এই সকল আশ্চর্য কাজের সাক্ষী; আমি তোমাদের কাছে এই আহ্বান জানাচ্ছি, তোমাদের কাছে যদি এই সকল আশ্চর্য কাজের বিপক্ষে মিথ্যে প্রমাণিত করার জন্য কোন ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে, তাহলে তা এখানে সকলের সামনে উপস্থাপন কর।"

[২] তাদের কাছ থেকে কোন ধরনের বিতর্কের আভাস পাওয়া গেল না, কারণ পিতর যে প্রমাণ রেখেছিলেন তা ছিল অকাট্য; যদি তিনি এই আশ্চর্য কাজগুলো করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাঁকে অনুমোদন দিয়েছিলেন বলেই তিনি তা করেছিলেন, তিনি তা করেছেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি তাঁকে নিজেই ঈশ্বরের পুত্র এবং এই পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন; কারণ সত্যের ঈশ্বর কখনো তাঁর চিহ্নকে মিথ্যে প্রমাণ করবেন না।

(২) তাঁর মৃত্যু এবং যন্ত্রণার একটি বিবরণ, যা তাঁরা মাত্র এক সপ্তাহ আগেই প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন; আর এটি ছিল সকল আশ্চর্য কাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর যদি কাউকে নির্বাচিত করে থাকেন, তাহলে তিনি তাকে কখনো ত্যাগ করে যান না; আর একজন মানুষকে কখনো যদি মানুষ নির্বাচন করে থাকে, তাহলে মানুষই তাকে নির্বাচিত করে থাকে। কিন্তু উভয় প্রকার রহস্যই এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (পদ ২৩) এবং তাঁর মৃত্যুর কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১] ঈশ্বরের কার্যক্রম হিসেবে; এবং তাঁর মধ্য দিয়ে এটি ছিল এক চমৎকার অনুগ্রহ এবং প্রজ্ঞার কাজ। তিনি তাঁকে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিয়েছিলেন; তিনি যে তাঁকে শুধু মৃত্যুর জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন তা-ই নয়, সেই সাথে তিনি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন: তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (রোমীয় ৮:৩২): তিনি আমাদের সকলের জন্য তাঁকে দান করলেন। আর তথাপি তিনি ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুমোদন না দেওয়ার মত কিছুই ছিল না; কারণ যা কিছু ঘটেছিল তার সবই ঈশ্বরের নির্ধারণকারী পরিষদ এবং পূর্বনির্ধারণের প্রজ্ঞা অনুসারেই ঘটেছিল, তা ছিল অসীম প্রজ্ঞার বিষয় এবং তা ঘটেছিল পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যা খ্রীষ্ট নিজে ঘটিয়েছিলেন এবং তিনি এই পুরো ঘটনাকে প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বা পথ দেখিয়েছিলেন। এভাবেই স্বর্গীয় ন্যায়বিচারকে তুষ্ট করা হয়, পাপীরা রক্ষা পায়, ঈশ্বর এবং মানুষ আবারও একত্রিত হলেন এবং খ্রীষ্ট নিজে গৌরবান্বিত হলেন। এটি যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে ঘটেছে তা নয়, বরং সেই সাথে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই ঘটনা সম্পাদিত হয়েছে এবং সেখানে এটি স্থির হয়েছিল যে, তিনি যন্ত্রণা ভোগ করবেন এবং মৃত্যুবরণ করবেন, আর এটি ঘটবে অনন্তকালীন পরামর্শ অনুসারে এবং এটি কখনো পরিবর্তিত হবে না। এই ঘটনার কারণেই তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছেন: পিতা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; এবং পিতা, তোমার নাম গৌরবান্বিত হোক; তোমার ইচ্ছা সাধিত হোক এবং এর মহান উদ্দেশ্য অর্জিত হোক।

[২] মানুষের কাজ হিসেবে: এর মধ্য দিয়ে ভয়ানক পাপ এবং মূর্খতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে; তারা ঈশ্বরের সাথে লড়াই করছিল যেন তারা এমন একজনকে নির্যাতন করতে পারে, যাকে ঈশ্বর স্বর্গের প্রিয় পাত্র করেছেন; এবং সেই সাথে তারা তাদের নিজেদের প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহ ও দয়ার সাথে লড়াই করছিল, যিনি এই পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ। ঈশ্বর তা অনন্তকালের জন্য স্থির করেন নি এবং তিন তা অনন্তকালীনতা থেকে সরিয়ে নিয়েও আসতে চান নি, যার কারণে তারা এই পাপের অজুহাত খুঁজে পাবে; কারণ

তারা স্বেচ্ছায় এই কাজ করেছে এবং তারা যা কিছু করেছে তা তারা মৌলিক ও আদিম মন্দতার ও শয়তানীর বশবর্তী হয়েই করেছে, আর তাই সেই কারণে “তারা ছিল দুষ্ট ও মন্দ হাতের অধিকারী, যার দ্বারা তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছে এবং তাঁকে হত্যা করেছে।” এটি খুব সম্ভব যে, সেখানে এমন কয়েক জন ছিল যারা চিৎকার করে এ কথা বলছিল, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও, কিংবা তারা অন্য কোন ভাবে এই হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করেছিল কিংবা তা তরান্বিত করেছিল; আর পিতর তা জানতেন। তবে যত যাই হোক না কেন, এটাকে সমগ্র জাতিগত একটি কাজ হিসেবেই দেখা হবে, কারণ তাদের পরিষদের ভোট নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং এক বিরাট জনতা তাদের কণ্ঠ দিয়ে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। এটি হচ্ছে আইন, *Refertur ad universos quod publice fit per majorem paretm*– যে কাজ প্রকাশ্যে সাধন করা হয় এক বিরাট জনতার অংশগ্রহণে, তাতে সকলের দায় থাকে। তিনি এই কাজের জন্য দায়ভার বিশেষভাবে তাদের উপরে জাতিগতভাবে ফেলতে চেয়েছেন, যেভাবে তা দেখা উচিত, যাতে সবচেয়ে কার্যকারীভাবে তাদের ভেতরে অনুশোচনা তৈরি করা যায় এবং তাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগ্রত হয়, কারণ একমাত্র এই উপায়েই তাদেরকে তাদের সমস্ত দোষ ও পাপ থেকে আলাদা করা সম্ভব হয় এবং তাদেরকে তাদের অপরাধের দায় থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়।

(৩) তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ, যা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে তাঁর মৃত্যুর কলঙ্ক মুছে দিয়েছিল (পদ ২৪): যাঁকে ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছিলেন; যিনি তাঁকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন সেই তিনিই আবার তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুললেন এবং সে কারণে এখানে আমরা তাঁকে এক উচ্চতর সম্মান প্রদানের সুযোগ পাই, কারণ তিনি অন্য যে কোন চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজের চেয়ে এই আশ্চর্য কাজটি সবচেয়ে চমৎকার রূপে প্রকাশ করেছেন, যা তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঘটিয়েছেন, কিংবা তিনি সমস্ত কিছু একসাথে করেছেন। এই বিষ-য়টি অবশ্যই তাঁর উপরে অনেক বেশি জোর দেয়।

[১] তিনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের বর্ণনা দিয়েছেন: ঈশ্বর মৃত্যুর ব্যথা সকল মুক্ত করেছেন, কারণ তাঁর পক্ষে তা ধারণ করা সম্ভব ছিল না; ***odinas***– মৃত্যুর যন্ত্রণা; এই শব্দটি সাধারণত বেদনা বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং অনেকে মনে করেন যে, এর দ্বারা তাঁর আত্মার ব্যথা এবং বেদনা বোঝানো হয়ে থাকে, যা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক, এমন কি মৃত্যুর আগ পর্যন্তও; আর তাই এই মৃত্যুর বেদনা থেকে এবং আত্মার যাতনা থেকে, পিতা তাঁকে সেই ব্যথা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যেখানে তাঁর মৃত্যুতে তিনি বলেছেন, সমাপ্ত হল। এভাবে ড. গডউইন এটির ব্যাখ্যা করেছেন: “সেই ভীতি, যে ভীতির কারণে হামনের আত্মা মারা গিয়েছিল (গীতসংহিতা ৮৮:৫, ১৫) যেভাবে খ্রীষ্টে মৃত্যুর ব্যথা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি তাদের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং তিনি তাদেরকে ভেঙ্গে বের হয়ে গিয়েছিলেন; এটি ছিল তাঁর আত্মার পুনরুত্থান (এবং আত্মাকে আত্মিক যন্ত্রণার ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসাটা খুবই মহান একটি কাজ); এতে করে তাঁর আত্মা নরকের জন্য পড়ে থাকে নি; আর তাই এর পরে বলা হয়েছে, তিনি

আর কোন কালিমা দেখবেন না, এর অর্থ, তাঁর দেহের পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে; এবং এই উভয়ে মিলে এক মহান পুনরুত্থানের সূচনা ঘটায়।" ড. লাউটফুট এর আরেক ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকল ব্যথা বেদনা নির্বাপিত হওয়ার পর, যখন তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছে এমন সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করা হল, তখন ঈশ্বর খ্রীষ্টকে উঠালেন এবং তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুর সকল শক্তিকে ধ্বংস করলেন, তিনি তাঁর নিজ লোকদের উপর থেকে এর হুল ধ্বংস করে দিলেন। তিনি মৃত্যুকে বিনাশ করেছেন, তিনি এর কর্তৃত্ব পাল্টে দিয়েছেন এবং যেহেতু এটি সম্ভব নয় যে, তিনি চিরকাল মৃত থাকবেন, তাই এটি একদমই সম্ভব নয় যে, মৃত্যু চিরকাল তার রাজত্ব চালিয়ে যাবে।" কিন্তু এই কথাটি খ্রীষ্টের পুনরুত্থিত দেহের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মৃত্যু (মি ব্যাক্সটার বলেছেন) হচ্ছে এক ধরনের শাস্তির অবস্থা, যদিও তা অপরাধীকে ইতিবাচক শাস্তি দেওয়ার মত কোন আরামদায়ক স্থান নয়। কিন্তু ড. হ্যামন্ড সেপ্টুয়াজিন্ট এবং সেখান থেকে এই প্রেরিতদের সময় পর্যন্ত রজ্জু এবং ফাঁদ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন ব্যবহার করা হয়েছে গীতসংহিতা ১৮:৪ পদে), যার দ্বারা পাপের এবং মৃত্যুর চিরকালীন বন্দীত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। খ্রীষ্ট আমাদের দায় শোধ করার জন্য বন্দী ছিলেন, তাঁকে মৃত্যুর ফাঁদে পতিত হতে হয়েছিল; কিন্তু স্বর্গীয় ন্যায়বিচার সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাই তাঁর সেখানে চিরকাল অবস্থান করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না, সেটা অধিকারের মাধ্যমে কিংবা শক্তি বা ক্ষমতার মাধ্যমে যেভাবেই হোক না কেন; কারণ তাঁর ভেতরেই জীবন রয়েছে এবং তাঁর নিজ ক্ষমতায় তিনি জীবন দেন এবং তিনি মৃত্যুর রাজাকে পরাজিত করেছেন।

[২] তিনি তাঁর মৃত্যুর সত্যকে সত্যায়িত করেছেন (পদ ৩২): ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, যাতে করে আমরা সকলে তার সাক্ষী হতে পারি– আমরা প্রেরিতেরা এবং আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা, যারা খ্রীষ্টের মৃত্যুর আগে তাঁর সাথে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত, তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের পরে আবারও তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলেন, আর খ্রীষ্ট তাঁদের সাথে ভোজন এবং পান করলেন। তাঁরা ক্ষমতা লাভ করলেন, তাঁদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে, যাতে করে তাঁরা আরও বেশি দক্ষ হন, বিশ্বস্ত হন এবং এই সব কিছুর সাহসী সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারেন, শুধু তাই নয়, তাঁরা যেন তাঁর শত্রুদের দ্বারা তাঁর লাশ চুরি করে নিয়ে যাওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হন।

[৩] তিনি তা এই পবিত্র শাস্ত্রের পূর্ণতা হিসেবে দেখিয়েছেন এবং যেহেতু পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর দেহ ক্ষয় হওয়ার আগেই তিনি আবার উঠবেন, তাই তাঁর পক্ষে মৃত্যু এবং কবরের ফাঁদে আটকে থাকা কোন মতেই সম্ভব ছিল না; কারণ দায়ূদ তাঁর সত্তার পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন, তাই এখানে এটি এসেছে, পদ ২৫। পবিত্র শাস্ত্রে এর দ্বারা দায়ূদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হয়েছে (গীতসংহিতা ১৬:৮-১১), যা যদিও অংশত দায়ূদের জন্য উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু তা প্রধানত খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে, দায়ূদ নিজে যার প্রতিরূপ ছিলেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:

প্রথমত, বেশ বড় একটি অংশ গীতসংহিতা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে (পদ ২৫-২৮),

কারণ এর সবই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং আমাদেরকে তা দেখিয়েছে যে,

১. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কী ধরনের সার্বক্ষণিক শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁর মধ্যস্থতার কাজ করার সময় লাভ করে এসেছেন: আমি আমার কাজ শুরু করার আগে থেকেই প্রভুকে আমার সামনে দেখে আসছি। তিনি তাঁর পিতার সামনে তাঁর লক্ষ্য হিসেবে তাঁর সম্মানকে স্থাপন করেছেন। আর তিনি তাঁর নিজ আনন্দের জন্য বা সম্মানের জন্য এই মধ্যস্থতার কাজ করেন নি, বরং তিনি তাঁর পিতা ঈশ্বরের সম্মান ও গৌরব প্রকাশের জন্যই তা করেছেন, আর এই কারণেই তিনি কুমারী নারীর গর্ভে জন্ম নিলেন এবং মানুষ হিসেবে বড় হয়ে উঠলেন, যোহন ১৩:৩১, ৩২; ১৭:৪, ৫।

২. তাঁর সাথে তাঁর পিতার উপস্থিতি এবং তাঁর ক্ষমতার নিশ্চয়তা ছিল: “তিনি আমার ডান পাশে বসে আছেন, তাঁর কাজের হাত হিসেবে, শক্তিমত্তা, পরিচালনা এবং ধরে রাখার জন্য, যাতে করে আমি ভেঙ্গে না পড়ি, কিংবা যে দায়িত্ব ভার আমি গ্রহণ করেছি তা থেকে বিচ্যুত না হই, আর তাই আমাকে অবশ্যই এই পরিশ্রমের কাজ করে যেতে হবে।” এটি ছিল পরিত্রাণের চুক্তির একটি পূর্ব শর্ত (গীতসংহিতা ৮৯:২১), তাঁর মধ্য দিয়ে আমার হাত প্রতিষ্ঠিত হবে, আমার বাহু তাঁর মধ্য দিয়ে শক্তি লাভ করে; আর সেই কারণে তিনি এ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী যে, এই কাজ অবশ্যই তাঁর হাতে ব্যর্থ হবে না। যদি ঈশ্বর আমাদের ডান হাত হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা কোন কাজেই ব্যর্থ হব না।

৩. এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের প্রভু যীশু যে ধরনের আনন্দ চিত্ত নিয়ে কাজে নেমেছিলেন, যদিও তাঁকে অনেক দুঃখময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে: “আমি ব্যর্থ হব না, এই বিষয় সম্পর্কে জেনে এবং সন্তুষ্ট হয়ে এবং সেই সাথে ঈশ্বরের আমার সাথে আছেন এই বিষয়ে জেনে আমার হৃদয় আনন্দিত হয়েছে এবং আমার জিহ্বা খুশি হয়েছে এবং আমাদের ভেতরে আর কোন দুঃখবোধ নেই।” লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য এটি একটি চলমান আনন্দের বিষয় ছিল যে, তিনি তাঁর কাজ শেষ পর্যন্ত করতেন এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি এর দ্বারা মহিমান্বিত হবেন; তাই তিনি নিশ্চয়ই এই কাজ করতে গিয়ে অত্যন্ত আনন্দ চিত্ত এবং উৎফুল্ল ছিলেন, যেহেতু তিনি জানতেন যে, তাঁর সকল প্রার্থনার উত্তর দান করা হবে। তিনি আত্মায় আনন্দ করলেন, লূক ১০:২১। আমার জিহ্বা আনন্দিত হয়েছে। গীতসংহিতায় এমনই বলা হয়েছে, আমার মহিমা আনন্দ করছে; যা এই কথা প্রকাশ করে যে, আমাদের জিহ্বা হচ্ছে আমাদের জন্য মহিমা এবং গৌরবস্বরূপ, আমাদের কথা বলার এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ, যা আমাদের জন্য সম্মানস্বরূপ এবং আমাদের জিহ্বা প্রভু ঈশ্বরের গৌরবার্থে নিয়োজিত হওয়ার চাইতে আর কোন উত্তম কিছু নেই। খ্রীষ্টের জিহ্বা আনন্দিত হয়েছিল, কারণ তখন তিনি মাত্র তাঁর দুঃখ ভোগের অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছেন, তাঁর শেষ নিস্তার পর্বের ভোজের শেষ পর্যায়ে, তাই তাঁর ভোজের শেষ পর্যায়ে তিনি একটি গীত-গান গেয়েছিলেন।

৪. তাঁর মৃত্যু এবং দুঃখ ভোগ সম্পর্কে তাঁর যে ধরনের আনন্দদায়ক উদ্দেশ্য ছিল, তার

জন্য তিনি উৎফুল্ল এবং আনন্দিত ছিলেন; এই চেতনাই তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, এর মধ্য দিয়েই তিনি সাহসের সাথে এবং আনন্দের সাথে তাঁর জীবনকে মৃত্যুর কাছে উৎসর্গ করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমার দেহ এখন বিশ্রাম ভোগ করবে, আমার দেহ এখন কবরে শায়িত হবে। সেখানে তা লাঞ্ছনার শয্যায় শুয়ে থাকলেও আমি আশায় শায়িত আছি, ***hoti***– কিন্তু আমি জানি যে, তুমি আমার আত্মা নরক থেকে উদ্ধার করবে; যা প্রকাশ করে যে, তাঁর ভেতরে সেই আশা ছিল, কিংবা এটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

(১) আত্মা কখনোই দেহ থেকে আলাদা হয়ে থাকার অবস্থানে চিরকাল থাকবে না; "তুমি আমার আত্মাকে দোজখে ছেড়ে যাবে না" (হেডেসে, সেই অদৃশ্য অবস্থানে, এভাবেই হেডেসকে চিহ্নিত করা হয়); "কিন্তু যদিও তুমি তা মুছে ফেলার জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করেছ এবং সেখানে আছ, তথাপি তুমি তা থেকে উঠে আসবে, তোমাকে সেখানে পড়ে থাকতে হবে না এবং অন্য কোন মানুষের আত্মাও সেখানে পড়ে থাকবে না।"

(২) তাঁর দেহ মাত্র কিছু সময়ের জন্য কবরে শায়িত থাকবে: তুমি নিশ্চয়ই তোমার পবিত্র জনকে কবরে পঁচতে দেখবে না; সেই দেহটি এতক্ষণ ধরে মৃত থাকবে না যে, তা পঁচতে শুরু করবে বা তাতে বিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে; আর সেই কারণে নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরেই তাঁর জীবন ফিরিয়ে আনা হবে। খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের পবিত্র জন, যিনি পবিত্রীকৃত এবং যাকে তাঁর পরিত্রাণ দানের কাজের জন্য পৃথক করে নির্বাচিত এবং যোগ্য করে তোলা হয়েছিল। তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হতো, আর তাঁকে অবশ্যই নিজ রক্ত সেচন করতে হতো; তিনি কোন মন্দতা দেখতে পারেন না। আর তাই তাঁর এই মৃত্যু ঈশ্বরের কাছে বিবেচিত হবে এক মহান পরিত্রাণকর্তার মৃত্যু হিসেবে। এই বিষয়টি আইনে উল্লেখিত উৎসর্গের নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখা হয়েছে, কারণ উৎসর্গের মাংস তিন দিনের আগেই খেয়ে শেষ করতে হতো, কারণ ধরে নেওয়া হতো যে, নিশ্চয়ই সেই মাংসে এর মধ্যে পচন ও বিক্রিয়া দেখা দেবে, লেবীয় ৭:১৫-১৮।

(৩) তাঁর মৃত্যু এবং যন্ত্রণা ভোগ, যা সকলের কাছে, শুধু তাঁর কাছে নয়, এক চিরকালীন অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের বিষয় হয়ে থাকবে: "তুমিই আমাকে জীবনে পথ সম্পর্কে শিখিয়েছ এবং তুমি আমার মধ্য দিয়ে তা পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করেছ এবং তা প্রদান করেছ।" যখন পিতা পুত্রের হাতে জীবন তুলে দিলেন, তখন তিনি তাকে জীবন দান করার এবং তা আবারও তুলে নেওয়ার ক্ষমতাও দান করলেন, তখন তিনি তাকে জীবনের পথ সম্পর্কে জানালেন, তাতে প্রবেশ করার এবং তা থেকে বের আসার বিষয়ে; সেই দরজা তাঁর কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং মৃত্যুর ছায়ার দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল (ইয়োব ৩৮:১৭), যাতে করে তিনি তাদের ভেতর দিয়ে আসা যাওয়া করতে পারেন এবং তিনি মানুষের পরিত্রাণ প্রদানের জন্য তাঁর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন।

(৪) তাঁর সকল কষ্ট এবং যন্ত্রণা যথার্থ এবং পরম্পরাগত কার্যের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে: তুমি আমাকে এই সব বিষয়ের জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ করবে। তাঁর সামনে যে পুরস্কার অপেক্ষা করছিল তা ছিল আনন্দ, পরিপূর্ণ আনন্দ এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনন্দ, তিনি এই

আনন্দের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর মধ্যস্থতার কাজ সম্পন্ন করবেন এবং অন্য সকল কাজ সমাধা করবেন, আর এই কারণে তাদের অবশ্যই তাঁর উপরে বিশ্বাস করা উচিত। যে হাসির মধ্য দিয়ে পিতা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, তিনি তাঁকে সেই মহান দিনে উপস্থিত করেছিলেন, তাঁকে তিনি অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ করেছিলেন এবং এটি ছিল আমাদের প্রভুর আনন্দ, যাতে যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা সেখানে চিরসুখী হয়।

দ্বিতীয়ত, এই অংশের উপরে ভিত্তি করে যে মন্তব্য করা হয়েছিল, বিশেষ করে যা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সাথে সম্পর্কিত। তিনি নিজেকে তাদের কাছে একটি সম্মানজনক উপাধি সহকারে সম্বোধন করেছিলেন, হে ইস্রায়েলীয়রা এবং ভ্রাতৃগণ, পদ ২৯। "তোমরা সকলে পুরুষ, আর তাই তোমরা নিশ্চয়ই যুক্তি দিয়ে সব কিছুর বিচার করবে; তোমরা সকলে ভাই, আর সেই কারণে তোমাদেরকে নিশ্চয়ই এ কথা দয়া ও বিবেচনা সহকারে ভাবতে হবে যে, এমন একজন তোমাদের জন্য কথা বলছেন, যিনি তোমাদের প্রতিবেশী, যিনি তোমাদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন এবং যিনি তোমাদের ভালো চান। এখন, তোমরা আমাকে তোমাদের পূর্বপুরুষ দায়ূদ সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য সুযোগ দাও এবং এতে করে তোমরা অবাক হোয়ো না বা বিঘ্ন পেও না, যদি এ কথা বলি যে, দায়ূদ এখানে প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের কথা বলেন নি, বরং সেই খ্রীষ্টের কথা লিখেছেন, যার আগমন ঘটার কথা রয়েছে।" দায়ূদকে গোষ্ঠীপিতা বলা হয়েছে, কারণ তিনি এই রাজকীয় বংশের পিতা এবং তাঁর সময়কার এক মহান, জ্ঞানী এবং বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তাঁর নাম ও স্মৃতি এখন পর্যন্ত অত্যন্ত ভক্তি সহকারে স্মরণ করা হয়। এখন আমরা যখন তাঁর রচিত গীতসংহিতা পাঠ করি তখন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে,

১. তিনি নিশ্চয়ই নিজের সম্পর্কে এই কথা বলতে পারেন না, কারণ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর তাঁর সেই কবর আজ পর্যন্ত যিরূশালেমে রয়েছে, যখন পিতর এই কথা বলছিলেন, আর তাঁর হাঁড় ও ধূলি সকল সেই কবরের মধ্যেই রয়েছে। এমন কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, আর সেই কারণে তিনি নিজের সম্পর্কে এ কথা বলতে পারেন না যে, তিনি কোন ধরনের পঁচন দেখবেন না; কারণ এটি একদমই পরিষ্কার যে, তাঁর দেহ অবশ্যই পঁচে গিয়েছিল। পৌল এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, প্রেরিত ৮:৩৫-৩৭। যদিও তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, তথাপি তিনি এই পৃথিবীর পথে হেঁটেছিলেন, যেমনটা তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন (১ রাজাবলি ২:২), তাই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কবর প্রাপ্ত হয়েছেন।

২. আর এই কারণে নিশ্চয়ই তিনি একজন ভাববাদী হিসেবে এই কথা উচ্চারণ করেছেন, তিনি খ্রীষ্টের প্রতি চোখ রেখে এই কথা বলেছেন, যার যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্ট এর আগেও ভাববাদীরা সত্যায়ন করেছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁদের মত করে দায়ূদও সেই একই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন; ঠিক এই কাজটিই দায়ূদ গীতসংহিতায় করেছেন, যা পিতর এখানে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন।

(১) দায়ূদ জানতেন যে, খ্রীষ্ট অবশ্যই স্বর্গে তাঁর সিংহাসন থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন (পদ ৩০), ঈশ্বর নিজে তাঁকে প্রেরণ করবেন, যিনি তাঁর একজাত পুত্র, তাঁকে তিনি মাংসিক দেহ দান করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, আর তিনি আবারও তাঁকে খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁর সিংহাসনে বসার জন্য পুনরুত্থিত করবেন। তিনি দায়ূদকে একটি পুত্র সন্তান দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যার সিংহাসন ও রাজত্ব কখনো শেষ হবে না, ২ শমূয়েল ৭:১২। আর এমনটা বলা হয়েছে যে (গীতসংহিতা ১৩২:১১), ঈশ্বর দায়ূদের মধ্য দিয়ে তা সত্য প্রমাণিত করলেন। যখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করলেন, তখন এটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, প্রভু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন প্রদান করবেন, লূক ১:৩২। আর সকল ইস্রায়েলীয় এ কথা জানে যে, খ্রীষ্ট অবশ্যই দায়ূদের বংশধর হবেন, এর অর্থ হচ্ছে, মাংসিক দিক থেকে তিনি মানুষের স্বভাব বিশিষ্ট হবেন; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি আত্মা অনুযায়ী কাজ করবেন এবং তাঁর স্বর্গীয় স্বভাব অনুসারে চলবেন, তিনি হবেন দায়ূদের প্রভু, তাঁর পুত্র নন। ঈশ্বর নিজে দায়ূদের কাছে এ কথা বলেছেন যে, খ্রীষ্ট, যাঁর বিষয়ে পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তিনি হবেন তাঁর সন্তান বা বংশধর এবং তিনি হবেন তাঁরই উত্তরাধিকারী, তাঁর রাজবংশের ফসল এবং তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তিনি তাঁর গীতসংহিতা রচনা করার সময় এই বিষয়টি মাথায় রেখেছিলেন।

(২) খ্রীষ্ট হবেন তাঁর রাজবংশের ফল এবং পর্যায়ক্রমে তিনি তাঁর নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন (যেমন লেবি ছিলেন অব্রাহামের উত্তরাধিকারী বা বংশধর, যা মল্কীষেদককে দশমাংশ দেওয়ার প্রাক্কালে বলা হয়েছিল), যদি তাই বলা হয়ে থাকে, তাহলে তাঁকে নিশ্চয়ই তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না (কারণ বিষয়টি এতটা সরল নয়), আমাদেরকে অবশ্যই এ কথা মাথায় রাখতে হবে যে, এখানে তাঁর সন্তানের কথা বলা হয়েছে, যিনি দায়ূদের পরপরই তাঁর রাজবংশের প্রধান হয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবার এবং রাজ্য পরিপূর্ণ এবং যথার্থ হয়েছিল; আর সেই কারণেই যখন তিনি বলেন যে, তাঁর আত্মা দেহ থেকে আলাদা থাকবে না, কিংবা তাঁর মাংসেও পঁচন ধরবে না, তখন আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি যে, তিনি এখানে বুঝে শুনেই খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে কথা বলছেন, পদ ৩১। যেহেতু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেহেতু তিনি নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবেন, যা পবিত্র শাস্ত্রে লেখা রয়েছে; আর তিনি যা বলে গিয়েছেন আমরা তার সাক্ষী।

(৩) এখানে তিনি তাঁর স্বর্গারোহণের ব্যাপারেও কিছুটা দৃষ্টিপাত করেছেন। যেহেতু দায়ূদ নিজে মৃত্যু থেকে জীবিত হন নি, তাই তিনি নিশ্চয় স্বর্গের আরোহন করেন নি, শারীরিকভাবে, খ্রীষ্টের মত করে, পদ ৩৪। আর তাছাড়া, তিনি যখন পুনরুত্থানের কথা বলেছেন তখন যে তিনি খ্রীষ্টের কথাই বলেছেন এ কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি এ দিকে লক্ষ্য রেখেছেন যে, আরেকটি গীত-গানে তিনি তাঁর উচ্চীকৃত এবং মহিমান্বিত হওয়ার বিষয়ে বলেছেন, যেখানে স্পষ্ট ভাবেই বোঝা গেছে যে, তিনি এখানে আরেক জন ব্যক্তির কথা বলেছেন এবং সেই আরেক জন ছিলেন তাঁর প্রভু (গীতসংহিতা ১১০:১): "প্রভু

আমার প্রভুকে বললেন, যখন তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন, তুমি আমার ডান দিকে বস, সবচেয়ে সম্মানিত এবং মহিমাপূর্ণ স্থানে; তোমাকে এই রাজ্যের কর্তৃত্ব এবং মহিমার বিষয়ে সমস্ত দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হবে; এখানে একজন রাজার মত করে বস, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার শত্রুদেরকে তোমার পদতলে না আনি," পদ ৩৫। খ্রীষ্ট কবর থেকে উঠেছিলেন আরও উঁচু স্থানে যাওয়ার জন্য, আর সেই কারণে নিশ্চয়ই এটি তাঁর পুনরুত্থানের কথা, যা দায়ূদ বলেছিলেন, তাঁর নিজের নয়, যা গীতসংহিতা ১৬ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ তাঁর নিজের পক্ষে কবর থেকে বের হয়ে স্বর্গে আরোহণ করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

(৪) খ্রীষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণ সম্পর্কিত আলোচনার প্রয়োগ।

[১] এই বিষয়গুলো পবিত্র আত্মার বর্তমান চমৎকার কার্যকারিতার বিষয়টিকে প্রকাশ করে, যে সমস্ত মহান দান তিনি দিয়েছেন সেগুলোকে প্রকাশ করে। অনেক মানুষ এ কথা জিজ্ঞেস করে (পদ ১২), এর অর্থ কী? আমি তোমাদেরকে বলছি এর অর্থ কী, পিতর বলছেন, এর অর্থ হচ্ছে যীশু নিজে উত্থিত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে গিয়ে অধিষ্ঠিত হবেন, এমনটাই আমরা পাঠ করে থাকি, তাঁর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব– সবকিছু তাঁর কাছে আসবে; আর তিনি তা তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করবেন, যাঁর কাছে তিনি আরোহণ করবেন, তিনিই পবিত্র আত্মার দানের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি তা দান করেছেন আর আমরা তা গ্রহণ করেছি (গীতসংহিতা ৬৮:১৮), আর তোমরা এখন যা দেখছ এবং শুনছ তাই তিনি ঘটাবেন; কারণ পবিত্র আত্মাকে প্রদান করা হয়েছিল যেন খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হন এবং তিনি গৌরবান্বিত হলেই কেবলমাত্র পবিত্র আত্মা আসবেন, এর আগে নয়, যোহন ৭:৩৯। তোমরা আমাদেরকে সেই সমস্ত ভাষায় কথা বলতে শুনছ এবং দেখছ যে ভাষা আমরা কখনোই শিখি নি; সম্ভবত তাদের চারপাশে জনতার ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন; সেই সাথে তাঁরা তাঁদের গলার স্বর এবং ভাষা পরিবর্তন শুনেছিল; আর এই দান তাঁরা পেয়েছিলেন পবিত্র আত্মার কাছ থেকে, যাঁর আগমন এই প্রমাণ বহন করে যে, খ্রীষ্ট উচ্চীকৃত হয়েছেন এবং তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে এই দান গ্রহণ করেছেন, যাতে করে তিনি তা মণ্ডলীর উপরে সেচন করতে পারেন, যা পরিষ্কারভাবে এই কথাই প্রকাশ করে যে, তিনিই মধ্যস্থতাকারী, কিংবা তিনি ঈশ্বর এবং মণ্ডলীর মধ্যকার মধ্যবর্তী ব্যক্তি। পবিত্র আত্মার দানগুলো ছিল, প্রথমত, সেই সমস্ত স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা, যা ইতোমধ্যে পূরণ করা শুরু হয়েছে; এখানে একে বলা হয়েছে পবিত্র আত্মার দান হিসেবে, যা আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে; আমাদের কাছে স্বর্গীয় ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নানা ধরনের মহান এবং মূল্যবান ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এটি হচ্ছে প্রতিজ্ঞা, যা খ্রীষ্ট নিজে তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির বলে এবং তাঁর গুণাগুণের প্রেক্ষিতে আমাদের কাছে প্রদান করেছেন, আর এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে অন্য সকল প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা নিহিত আছে; এই কারণেই ঈশ্বর সেই সমস্ত মানুষকে পবিত্র আত্মা দান করে থাকেন, যারা তাঁর কাছে তা চেয়ে থাকে (লূক ১১:১৩), তিনি তাদেরকে সমস্ত মঙ্গল বিষয় প্রদান করে থাকেন (মথি ৭:১১)। খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা লাভ করেছিলেন; এর

অর্থ হচ্ছে, পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞাত দান এবং তা এখন আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে; কারণ সকল প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্য দিয়ে হ্যাঁ এবং আমিন বলে গৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত, এটি হচ্ছে আমাদের প্রতি বর্তাবে এমন সকল স্বর্গীয় দানের সংকলন; যা কিছু আমরা এখানে দেখব এবং শুনব তা অত্যন্ত মহান বলে বিবেচিত হতে হবে।

[২] এটি প্রমাণ করে যে, তোমরা সকলে কী কী বিশ্বাস করতে বাধ্য, আর তা হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন সত্যিকারের খ্রীষ্ট এবং এই পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা; তিনি এই কথাটি বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছেন, যা পুরো বিষয়টিকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করায়, the *quod erat demonstrandum*– যা সত্যকে প্রকাশ করে (পদ ৩৬): সেই কারণে ইস্রায়েলের সকল গৃহের এ কথা জানা উচিত যে, এই সত্য এখন তার পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করেছে এবং আমরা সকলে তা প্রকাশ করার জন্য পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি, তোমরা যে যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিলে সেই একই যীশুকে ঈশ্বর প্রভু এবং খ্রীষ্ট হিসেবে আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন। তাদের সকলকে এ কথা বলার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত কাউকে এ কথা না বলেন যে, খ্রীষ্টই সেই খ্রীষ্ট (মথি ১৬:২০; ১৭:৯); কিন্তু এখন তা অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে এবং তা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করার মত করে উচ্চরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে; যার শোনার কান আছে সে শুনুক, তাকে শুনতে দেওয়া হোক। এই বিষয়টিকে সম্ভাব্য বা অনিশ্চিত বলে সাব্যস্ত করা হয় নি, বরং তা সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত বলেই প্রমাণ করা হয়েছে: তাদেরকে তা নিশ্চিতভাবে শুনতে দেওয়া হোক এবং তাদেরকে এ বিষয়ে জানতে দেওয়া হোক যে, এ বিষয়ে বিশ্বস্ত রূপে শোনা এবং তা সকলের কাছে প্রকাশ করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। প্রথমত, যাঁকে তারা ক্রুশে দিয়েছিল তাঁকে ঈশ্বর গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করেছেন। এতে করে তাদের মন্দতা ও দুষ্টতা আরও প্রকট রূপে প্রকাশ পেয়েছে, কারণ তারা এমন একজন ব্যক্তিকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছে যাঁকে ঈশ্বর মহিমান্বিত করেছেন এবং তারা এমন একজন ব্যক্তিকে ভণ্ড ও অপরাধী হিসেবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, যিনি তাঁর স্বর্গীয় মিশনের ফলপ্রসূ প্রমাণ সহকারে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন; এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রজ্ঞা এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে, কারণ তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করলেও এবং যদিও তারা মনে করেছিল যে, তারা তাঁকে তাঁর অপরাধের যোগ্য শাস্তি প্রদান করেছে, তথাপি ঈশ্বর তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং তারা যে তাঁকে হত্যা করে আসলেই গর্হিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে তা তিনি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে মহিমান্বিত করেছেন যে, তিনি তাঁকে প্রভু এবং খ্রীষ্ট বলে সাব্যস্ত করেছেন: এই দুটি উপাধি একই বিশেষণকে নির্দেশ করছে, তিনি সকলের প্রভু এবং তিনি কোন উড়ে এসে জুড়ে বসা লোক নন, তিনি অভিষিক্ত, খ্রীষ্ট, এই নামেই তাঁকে অভিষেক দান করা হয়েছে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাকে অযিহূদীদের একক প্রভু হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, যার আগে অনেক প্রভু ছিল; এবং যিহূদীদের কাছে তিনি খ্রীষ্ট, যে উপাধির মধ্যে তাঁর সকল দায়িত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তিনিই খ্রীষ্ট, রাজা, যেভাবে কলদীয় লিপিতে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিংবা যেভাবে দানিয়েলের কাছে

স্বর্গদূত বলেছিলেন, খ্রীষ্ট হচ্ছেন রাজা, দানিয়েল ৯:২৫। এটিই হচ্ছে সুসমাচারের মহান সত্য, যা আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, এই একই যীশু যিরূশালেমে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর কাছে আমরা আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে বাধ্য এবং যাঁর কাছ থেকে আমরা সমস্ত প্রতিরক্ষা আকাঙ্ক্ষা করব, কারণ তিনি আমাদের প্রভু এবং খ্রীষ্ট।

প্রেরিত ২:৩৭-৪১ পদ

আমরা পবিত্র আত্মা সেচনের চমৎকার কার্যকারিতা লক্ষ্য করেছি, যা সুসমাচারের মহান প্রচারকদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতর তাঁর সারা জীবনে এত কথা বলেন নি, যা তিনি এখন বলছেন, এতটা পরিপূর্ণভাবে, সংলগ্নভাবে এবং শক্তি নিয়ে। আমরা এখন পবিত্র আত্মার অবতরণের আরেকটি অনুগ্রহ প্রাপ্ত ফল দেখবো, যা সুসমাচারের শ্রবণ-কারীদের উপরে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই স্বর্গীয় বাণী প্রদানের প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, এর সাথে একটি স্বর্গীয় ক্ষমতার উপস্থিতি রয়েছে এবং তা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, যাতে করে তা আশ্চর্য কাজ করতে পারে: হাজার হাজার মানুষ নিমিষেই বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য হল; এটি ছিল ঈশ্বরের ক্ষমতার যষ্ঠি, যা সমগ্র সিয়োনে প্রেরণ করা হবে, গীতসংহিতা ১১০:২, ৩। এখানে আমরা সেই ব্যাপক পরিমাণ আত্মার ফসলের প্রথম ফল দেখতে পাই, যারা যীশু খ্রীষ্টের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। আসুন এবং দেখুন, এই পদগুলোতে কীভাবে উচ্চীকৃত পরিত্রাণকর্তা সামনে এগিয়ে গেছেন, তাঁর পরিত্রাণের রথে চড়ে, জয় করতে করতে এবং সামনে আরও জয় করার উদ্দেশ্যে, প্রকাশিত বাক্য ৬:২।

এই পদগুলোতে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে দেখব বহু মানুষের হৃদয়ে এক উত্তম কাজের সূচনা এবং তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে, আর তা হচ্ছে প্রভুর আত্মাকে কাজ করতে দেওয়া। আসুন আমরা দেখি কোন প্রক্রিয়ায় তা সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক. তারা চমৎকৃত হল, প্রভাবিত হল এবং আন্তরিকভাবে খোঁজ করতে শুরু করলো, পদ ৩৭। যখন তারা শুনলো বা শুনতে পেল, পিতরের কথা মনযোগ দিয়ে শুনলো এবং সাধারণত তারা খ্রীষ্টের কথার বাধা সৃষ্টি করলেও পিতরের কথায় তারা একদমই বাধা দিল না (এখানে খুব ভাল একটি বিষয় আমরা দেখতে পাই যে, তারা সুসমাচারের বাণীতে মনযোগ নিবদ্ধ করেছে), তাদের হৃদয় আকর্ষিত হয়েছিল বা তারা নিজেদের হৃদয়কে আকর্ষিত করেছিল এবং অত্যন্ত গভীর চিন্তা এবং জটিলতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে এই প্রচারকদের কাছে নিয়ে এসেছিল এবং তারা তাঁদেরকে এই প্রশ্ন করেছিল, আমরা কী করব? সকল হৃদয় থেকে এই একই প্রশ্ন উৎসারিত হওয়াটা খুবই আশ্চর্যজনক একটি বিষয়। তারা ছিল যিহূদী, তারা তাদের ঐতিহ্যগত ধর্ম এবং কৃষ্টি অনুসারে যে শিক্ষা পেত তাকেই তাদের জীবনের মূল দর্শন বলে স্বীকার করে নিত এবং এছাড়া আর অন্য কোন মত তারা গ্রহণ করতে চাইত না বা স্বীকার করতো না। তাছাড়া তারা কয়েক দিন আগেই যীশু খ্রীষ্টকে অত্যন্ত শক্তিহীনতার মাঝে এবং অপমানিত করে ক্রুশে বিদ্ধ করেছে এবং

তাদের শাসকেরা তাদেরকে এ কথা বলেছিল যে, তিনি একজন ভণ্ড এবং প্রতারক। কিন্তু পিতর তাদেরকে এ কথা বললেন যে, এ জন্য তারাই দায়ী, তারাই এই হত্যা কাণ্ডের জন্য দায়বদ্ধ, তাদের হাত মন্দ হাত, যার কারণে তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের হাত উঠিয়েছিল; তথাপি যখন তারা এই সহজ এবং সরল পবিত্র শাস্ত্রের বাণী প্রচার শুনছিল, তখন তারা এর দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

১. এতে করে তারা ব্যথিত হয়েছিল: তাদের হৃদয় বিদ্ধ হচ্ছিল। আমরা তাদের কথা পড়তে পারি, যারা এই প্রচারকদের কথা শুনে হৃদয়ে ব্যথিত হয়েছিল (প্রেরিত ৭:৫৪), কিন্তু এরা নিজেরাই খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল এবং এখন এরা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করছে। পিতর তাদের প্রতি এই বিষয়টির জন্য দায়ী করে তাদের বিবেক ও চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং তাদেরকে দ্রুত স্পর্শ করে ছিলেন এবং তিনি এখন তাদের ভেতরে যে প্রতিফলন ফেলছেন তা যেন তাদের ভেতরে ছুরির মত তীক্ষ্ণ হয়ে হাড়ে বিঁধে গেছে। এই কথাগুলো তাদেরকে ঠিক সেইভাবে বিদ্ধ করেছে যেভাবে তারা খ্রীষ্টকে বিদ্ধ করেছিল। লক্ষ্য করুন, পাপীরা যখন তাদের চোখ খোলে, সে সময় তাদর হৃদয় পাপের কারণে বিদ্ধ না হয়ে পারে না, কিন্তু তারা তাদের ভেতরের অস্বস্তির জন্য তা প্রকাশ করতে পারে না। এই কারণে বলা হয় তাদের হৃদয় ছিন্ন হয় (যোয়েল ২:১৩) এবং তাদের হৃদয় ভেঙ্গে যায় (গীতসংহিতা ৫১:১৭)। তারা সত্যিই তাদের পাপের জন্য দুঃখিত হয় এবং তাদের পাপের জন্য লজ্জিত হয়, তাদের হৃদয় তাদেরকে দংশন করে। হৃদয়কে যে ব্যথা দংশন করে তা চিরকাল স্থায়ী থাকে এবং সেই ব্যথার কারণেই (পৌল বলেছেন) আমি মরেছিলাম, রোমীয় ৭:৯। "আমার নিজের ব্যাপারে সকল ভাল চিন্তা এবং আত্মবিশ্বাস সবই আমার নিজের ভেতরে ব্যর্থ হয়েছিল।"

২. এতে করে তারা জিজ্ঞেস করেছিল। আমাদের হৃদয় দংশিত হচ্ছে বলে আমরা কথা বলছি এবং জানতে চাইছি। লক্ষ্য করুন:

(১) কার কাছে তারা এভাবে নিজেদেরকে এভাবে উপস্থাপন করলো: পিতর এবং বাকি সব প্রেরিতদের কাছে, কেউ একজনের কাছে এবং কেউ অন্য জনের কাছে; তাঁদের কাছে তারা তাদের বিষয় খুলে বলল; তাঁদের মাধ্যমে তারা বিশ্বাস করলো এবং সেই কারণে তারা তাঁদের কাছ থেকেই সান্ত্বনা এবং পরামর্শ পেতে চাইল। তারা নিজেদের জন্য ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকদের কাছে সান্ত্বনা চাইতে গেল না, কিন্তু তাঁদের কাছে আসলো, যাঁরা তাদেরকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল এবং এই বিষয়ে তাদের কাছে প্রথমে বলেছিল। তাঁরা তাদেরকে ভাই এবং লোকেরা বলে সম্বোধন করেছিলেন, কারণ তাঁরা ভ্রাতৃ প্রেম নিয়ে তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পিতর তাদেরকে এই নামে ডাকেন (পদ ২৯): সম্মানজনক উপাধির চাইতে বরং এটি হচ্ছে বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার ধরন: "তোমরা মানুষ, আমাদের দিকে তোমরা মানবতার দৃষ্টিতে তাকাও; তোমরা আমাদের ভাই, আমাদের দিকে তোমরা ভ্রাতৃ প্রেম নিয়ে তাকাও।" লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীরা হলেন আত্মিক চিকিৎসক; তাদেরকে অবশ্যই সেই সমস্ত লোকের কাছে পরার্মশ দিতে হয় এবং সান্ত্বনা দান করতে হয়, যাদের বিবেক ও চেতনা আহত হয়েছে; এবং লোকদের জন্য এটি ভাল যে, তারা এই

পরিচর্যাকারীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন এবং তাদের কাছে এই পরিচর্যাকারীরা পরিচিত, কারণ তারা মানুষ এবং তাদের ভাই, যারা তাদের নিজেরদের মত করে এই লোকদের আত্মার মঙ্গলের জন্য কাজ করে থাকেন।

(২) তাদের প্রশ্ন কী ছিল: আমরা কী করবো?

[১] তারা দ্বিধাগ্রস্থ মানুষের মত করে প্রশ্ন করেছিল, তারা জানতো না তাদেরকে কী করতে হবে; যা ছিল তাদের জন্য সত্যিকার বিস্ময়: "যে যীশুকে আমরা ক্রুশে বিদ্ধ করেছি, তিনিই কি আমাদের প্রভু এবং খ্রীষ্ট? তাহলে আমাদের কী হবে, আমরা যারা খ্রীষ্টকে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেছি? আমরা সকলে শেষ হয়ে যাব!" লক্ষ্য করুন, আমরা যখন আমাদের নিজেদেরকে দুর্দশায় পতিত হতে দেখি, তখন আমরা কোন মতেই আর আনন্দ করতে পারি না। যখন আমরা নিজেদেরকে বিপদের পড়তে দেখি কিংবা চিরকালের মত হারিয়ে যেতে দেখি, তখন আমাদের মনের ভেতরে একটি আশা তৈরি হয়, এর আগে নয়।

[২] তারা একটি সময়ে এসে মানুষের মত করেই কথা বলছিল, যেন তারা খুব দ্রুত কোন কিছুর সমাধান করে ফেলতে চাইছে; তারা বিবেচনা করার জন্য সময় চাইছে না, কিংবা তারা আরও কোন গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছে না, বরং তারা এ কথা ভাবছে যে, কী করে তারা এই দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, তাদের কৃতকর্মের জন্য যা তাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। তারা এখন এই মহা দায় থেকে মুক্ত হতে চাইছে। লক্ষ্য করুন, যারা পাপের জন্য স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তারা খুব সহজেই শান্তি এবং ক্ষমার পথ খুঁজে পায়, প্রেরিত ৯:৬; ৪৬:৩০।

খ. পিতর এবং অন্যান্য শিষ্যরা তাদেরকে সেই বিষয়ে পথ দেখালেন যা তাদেরকে অবশ্যই করতে হবে এবং এই কাজ করতে গিয়ে যা তাদেরকে অবশ্যই আশা করতে হবে, পদ ৩৮, ৩৯। যে পাপীরা স্বীকারোক্তি দান করবে এবং অনুশোচনা করে বিশ্বাস করার চেষ্টা করবে, তাদেরকে অবশ্যই সাহস ও উৎসাহ দেওয়া হবে; এবং যা কিছু ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে তা অবশ্যই আবার গড়া হবে (নহিমিয় ৩৪:১৬); তাদেরকে অবশ্যই এ কথা বলা হবে যে, যদিও তাদের বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক, কিন্তু এ একেবারে সমাধানের অযোগ্য নয়, তাদের জন্য অবশ্যই আশা রয়েছে।

১. তিনি এখানে তাদের জন্য সেই পথ দেখাচ্ছেন যা তাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

(১) অনুশোচনা: এটি হচ্ছে জাহাজ ডুবির পর খুঁজে পাওয়া এক ফালি ভেসে থাকা কাঠ। "তোমরা খ্রীষ্টকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে যে ভয়ানক দোষে নিজেদেরকে দোষী করেছ, তার কারণে তোমাদের উপরে এক বিরাট অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, এ ব্যাপারে তোমাদেরকে সচেতন হতে হবে (যেভাবে একটি বড় দায়ের কারণে একজন হতভাগ্য দেউলিয়ার ছোট খাট সমস্ত দায় সকলের নজরে আসে) এবং সেই সাথে তোমাদেরকে এই অপরাধের জন্য শোক ও অনুশোচনা করতে হবে।" এটিই ছিল সেই একই দায়িত্ব, যে

ব্যাপারে বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং খ্রীষ্ট প্রচার করেছিলেন, আর এখন সেই পবিত্র আত্মা সেচন করা হয়েছে এবং তা এখনো মানুষের মাঝে এ কথা বলে যাচ্ছে: "অনুতাপ কর, অনুতাপ কর; তোমাদের মন পরিবর্তন কর, তোমাদের পথ পরিবর্তন কর, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কর।"

(২) "তোমরা সকলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও, দৃঢ়ভাবে তাঁর শিক্ষায় বিশ্বাস কর এবং নিজেকে তাঁর অনুগ্রহের ও পরিচালনার কাছে সঁপে দাও; আর সেই সাথে এ ব্যাপারে মুক্ত মনে চিন্তা কর এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং এর রীতি-নীতি পালন করার মধ্য দিয়ে এর শর্তে নিজেকে আবদ্ধ কর। তোমরা নিজেদেরকে খ্রীষ্ট এবং তাঁর পবিত্র ধর্মের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোল এবং তোমাদের নিজেদের অযোগ্যতাকে মুছে ফেল।" তাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই ভাববাদীদের কথা অনুসারে পিতা এবং পবিত্র আত্মার উপরে বিশ্বাস করতে হবে; কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করতে হবে এবং এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, খ্রীষ্টই খ্রীষ্ট, পিতার প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট। "যীশুকে তোমাদের রাজা কর এবং বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তোমরা তাঁর অধীনতা মেনে নাও; তোমরা তাঁকে ভাববাদী হিসেবে মেনে নাও এবং তাঁর কথা মান্য কর; তাঁকে তোমাদের পুরোহিত হিসেবে গ্রহণ করে নাও এবং তাঁর অভিষেক তোমাদের জন্য গ্রহণ কর।" এর দ্বারা বিশেষভাবে তাদের মঙ্গল-চিন্তা এখানে বোঝানো হয়েছে; কারণ তাদেরকে অবশ্যই তাদের পাপ মোচনের জন্য এবং ধার্মিকতা অর্জনের জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে।

(৩) এই বিষয়টি প্রতিটি স্বতন্ত্র মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে: তোমাদের প্রত্যেকের তা করতে হবে। এমন কি, তোমরা যারা সবচেয়ে মহা পাপী তারা যদি অনুশোচনা কর এবং বিশ্বাস আন, তাহলে তোমাদেরকে বাপ্তিস্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হবে; এবং যারা এ কথা মনে কর যে, তোমাদের মধ্যে যারা মহা সাধু ব্যক্তি, তাদেরও অনুশোচনা করা, বিশ্বাস করা এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য খ্রীষ্টের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে অনুগ্রহ সঞ্চিত আছে, তা তোমরা সংখ্যায় যতই হও না কেন এবং অনুগ্রহ এই ক্ষেত্রে সকলকেই প্রদান করা হবে। প্রাচীন ইস্রায়েল মোশির কাছে প্রান্তরের শিবিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, সেখানে তখন সমগ্র ইস্রায়েল জাতি একত্রে ছিল, যখন তারা মেঘ এবং সমুদ্রের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল (১ করিন্থীয় ১০:১, ২), কারণ এই বিশেষ চুক্তির আওতা ছিল জাতিগত; কিন্তু এখন তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে আলাদা করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম দান করা হবে এবং তাঁর মহান চুক্তির আওতায় তোমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।" দেখুন কলসীয় ১:২৮।

২. তিনি তাদেরকে এই উৎসাহ দিচ্ছেন যেন তারা এই পথ অবলম্বন করে:- (১) এটি করা হবে পাপের মোচনের জন্য। তোমাদের পাপের জন্য অনুতাপ কর এবং এতে করে তোমরা ধ্বংস হবে না। খ্রীষ্টের উপর তোমাদের বিশ্বাস করতে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদেরকে সত্যে নিজেদেরকে বিচার করতে হবে, যা তোমরা কখনই মোশির আইন

অনুসারে করতে পারতে না। এর প্রতি লক্ষ্য নির্ধারণ কর এবং এর জন্য খ্রীষ্টের উপর নির্ভর কর এবং তোমরা তা লাভ করবে। নতুন নিয়মে খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা লাভের জন্য যেমন প্রভুর ভোজের কাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাপ্তিস্মের জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করতে হবে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে। ধৌত হও এবং তোমাদেরকে ধৌত করা হবে।"

(২) "তোমরা একই সাথে পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করতে পারবে; কারণ এটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন তোমরা এই সাধারণ অনুগ্রহ লাভ করতে পার: তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই বাহ্যিক দান ও উপহার গ্রহণ করবে এবং তোমাদের প্রত্যেকে যদি আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস কর এবং তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর অনন্তকালীন অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনা প্রদান করা হবে এবং তোমাদেরকে পবিত্র আত্মার দান দেওয়া হবে।" লক্ষ্য করুন, যারা পাপের ক্ষমা লাভ করে, তারা সকলেই পবিত্র আত্মার দান উপহার হিসেবে গ্রহণ করবে। যারা যারা বিচারীকৃত হয়েছে তারা সকলে পবিত্রীকৃত হবে।

(৩) "তোমাদের সন্তানেরা এখনও পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা ও চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে পারবে এবং তোমরা এই অনন্তকালীন চুক্তিতে একটি আগ্রহ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। তোমরা খ্রীষ্টের কাছে এসো, যেন তোমরা সেই অপরিমেয় দান ও সুফল গ্রহণ করতে পার; কারণ তিনি পাপ মোচনের প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং পবিত্র আত্মার দান দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন, যা তোমাদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে দেওয়া যাবে," পদ ৩৯। এটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রকাশিত (যিশাইয় ৪৫:৩): আমি আমার আত্মা তোমাদের সন্তানদের উপরে ঢেলে দেব। এবং (যিশাইয় ৫৯:২১) আমার আত্মা ও আমার বাক্য কখনোই তোমাদের সন্তানদের উপর থেকে সরে যাবে না এবং তোমাদের সন্তানদের সন্তানদের উপর থেকেও সরে যাবে না। যখন ঈশ্বর অব্রাহামকে চুক্তির আওতায় আনলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি তোমার ঈশ্বর হব এবং তোমার সন্তানদেরও ঈশ্বর হব (আদিপুস্তক ১৭:৭) এবং সেই একইভাবে এখন পর্যন্ত প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় তাদের ছেলেদের আট দিন বয়সে তক্‌ছেদ করায়। তাই এটি একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়ের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য, যখন তারা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে এই নতুন চুক্তির আওতায় আসে এবং জিজ্ঞেস করে, "আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে কী হবে? তাদেরকে কি ফেলে রেখে যাওয়া হবে, না কি তারা আমাদের সাথে যেতে পারবে?" "তাদেরকেও গ্রহণ করা হবে," এমনটাই পিতর বলছেন, "তাদেরকে সকল দিক থেকেই গ্রহণ করা হবে; কারণ সেই প্রতিজ্ঞা তাদের সাথেও করা হয়েছে, সেই মহান প্রতিজ্ঞা, যা ঈশ্বর করেছিলেন তোমাদের ঈশ্বর হওয়ার জন্য, তা তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের উপরে চিরকালের জন্য বর্তাবে।"

(৪) যদিও এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের সন্তানদের প্রতি এখন পর্যন্ত বর্তাবে, কিন্তু এটি শুধুমাত্র তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সুফল তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যারা যারা বিশ্বাস করবে তাদের সকলের জন্য

নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কথা চিন্তা করলে আমরা আরও বলতে পারি তাদের সমস্ত বংশধরেরা এই চুক্তির অধীনে আসবে, কারণ অব্রাহামের সাথে যে চুক্তি করা হয়েছিল তা অযিহূদীদের উপরেও বর্তেছিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, গালাতীয় ৩:১৪। এই প্রতিজ্ঞা বহু দিন পর্যন্ত শুধু মাত্র যিহূদীদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল (রোমীয় ৯:৪); কিন্তু এখন তা তাদের জন্য প্রদান করা হবে, যারা বহু দূরের অযিহূদী জাতি এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে তা প্রেরণ করা হবে, যারা দূর দূরান্তে আছে তাদের সকলের কাছে এই মহান প্রতিজ্ঞার বাণী প্রেরণ করা হবে। এই লক্ষ্যে সাধারণভাবে এই লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যিরূশালেম নিবাসী সকল অযিহূদীর কাছে প্রথমত সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে সকল স্থানের সমস্ত অযিহূদীদের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেওয়া হবে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে এই বাণী পৌঁছে দেওয়া হবে, তারা ক্রমান্বয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অভূতপূর্ব সহভাগিতায় মিলিত হতে পারে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর তাঁর আহ্বান জানাতে পারেন অন্যদের জন্য, যারা দূর দূরান্তে অবস্থান করছে, কিন্তু তিনি তারপরও তাদেরকে আহ্বান করেন এবং তারা তা শুনতে পায় ও সাড়া দেয়।

গ. এই পরিচালনা সাবধানতা সহকারে প্রদান করার জন্য সর্তক করে দেওয়া হয়েছে (পদ ৪০): এই লক্ষ্যে আরও অন্যান্য অনেক কথার সাথে তিনি সুসমাচারকে সত্যায়িত করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে সুসমাচারের মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য আদেশ দিয়েছেন; এখন সেই বাক্যের কাজ শুরু হয়েছে; তিনি এ বিষয়ে অল্প কথায় জানিয়েছেন (পদ ৩৮, ৩৯) এবং অনেকে মনে করেন যে, এখানে সকল প্রকার আদেশের ও নির্দেশনার সম্মিলন ঘটেছে এবং তথাপি তাঁর আরও কিছু বলার ছিল। যখন আমরা এই ধরনের কথা শুনি যা আমাদের আত্মার জন্য উত্তম, তখন আমরা তা আরও শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ না করে পারি না, আমরা এ ধরনের কথা আরও বেশি করে শুনতে চাই। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বলেছিলেন (এবং তা আলাদা করে উল্লেখ করা উচিত), নিজেদেরকে এই দিকভ্রষ্ট জাতি থেকে দূর রাখ। তোমরা তাদের কাছ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখ। এই অবিশ্বস্ত এবং অবিশ্বাসী যিহূদীরা এক ভ্রষ্ট জাতি, তারা বিকৃত মনা এবং একগুঁয়ে; তারা ঈশ্বর এবং মানুষের পথের বাইরে চলে (১ থিষলনীকীয় ২:১৫), তারা পাপের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে এবং তারা ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে। এখন তাদের কাছে বলা হচ্ছে,

১. "তাদের ধ্বংসের আওতায় যেন তোমরাও না পড় সেজন্য সতর্ক হও, যাতে করে তোমরা এতে জড়িয়ে না পড় এবং তোমরা সেই সমস্ত বিষয় থেকে পালিয়ে আসতে পার" (যেভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা করেছেন): "অনুতাপ কর এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর; এবং তখন তোমরা আর তাদের সাথে মিলে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না, যাদের সাথে মিলে তোমরা পাপের কাজ করেছিলে।" হে ঈশ্বর, আমার আত্মাকে পাপীদের আত্মার সাথে একত্রিত কোরো না।

২. "এই কারণে আর তাদের সাথে মিলে পাপ কোরো না, তাদের সাথে মিলে কোন প্রকার অনৈতিক কাজে লিপ্ত হোয়ো না। নিজেদেরকে রক্ষা কোরো, এর অর্থ হল নিজেদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেল, নিজেদেরকে পৃথক কর, এই ভ্রষ্ট জাতির কাছ

থেকে আলাদা কর। এই বিদ্রোহী জাতির মত করে বিদ্রোহী হয়ে উঠো না; তাদের সাথে একত্রে মিলে পাপ কোরো না, যাতে করে তোমরা তাদের সাথে মহামারীতে মারা না পড়।” লক্ষ্য করুন, একমাত্র দুষ্ট লোকদের কাছ থেকে আমাদের নিজেদেরকে আলাদা করার মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করতে পারি; যদিও আমরা এখানে আমাদের মাঝে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ প্রকাশ করেছি, তারপরও আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমরা নিজেদেরকে তাদের কাছ থেকে রক্ষা করতে পারব; কারণ যদি আমরা এটা বিবেচনা করি যে, তারা সকলেই মন্দ কাজ করছে, তাহলে আমরা সকলে তা দেখতে পাব যে, বিপদ কাঁধে নিয়ে স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটার চাইতে মুক্তভাবে স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটা অনেক ভাল। যারা তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে এবং নিজেদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করে, তারা অবশ্যই আন্তরিকভাবে নিজেদেরকে এই সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করার ব্যাপারে সচেষ্ট দেখায়, তারা নিজেদেরকে দুষ্টদের সমাজের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ‘আমার কাছ থেকে দূরে সর শয়তান’, এটিই হওয়া উচিত তাদের সকলের মুখের একমাত্র ভাষা, যারা তাদের প্রভু ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে চায়, গীতসংহিতা ১১৯:১১৫। আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই তার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, যা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, তাদের যে ভয় দেখায় এবং আতঙ্কগ্রস্থ করে তার হাত থেকে অবশ্যই তাদেরকে পালিয়ে আসতে হবে, যেভাবে আমরা আমাদেরকে সেই শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে চলি, যারা আমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, কিংবা যেভাবে আমরা মহামারীতে পূর্ণ একটি গৃহ থেকে পালিয়ে যাই।

ঘ. এখানে আমরা এই কাজের উদ্দেশ্য এবং সুখকর সাফল্য দেখতে পাই, পদ ৪১। এই বাক্যের সাথে পবিত্র আত্মা সঞ্চারিত হয়েছিল এবং নানা আশ্চর্য কাজ সংঘটিত হয়েছিল। যে লোকেরা খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী ছিল, তারাই এই আশ্চর্য কাজগুলোর সাক্ষী হল এবং তারা প্রহসনের নাটকে উপস্থিত ছিল এবং যারা সেই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল বা ছিল না, তারা সকলেই প্রেরিতদের প্রচার এবং আশ্চর্য কাজের সাক্ষী হয়েছিল, কারণ এটিই হচ্ছে ঈশ্বরের পরিত্রাণ দানের কাজের ক্ষমতা।

১. তারা বাক্য গ্রহণ করেছিল; এবং এরপর সেই বাক্য আমাদের জন্য মঙ্গল বলে প্রমাণিত হল, যখন আমরা তা গ্রহণ করলাম, তা জড়িয়ে ধরলাম এবং তাকে স্বাগত জানালাম। তারা এর সুস্পষ্টতা এবং নিশ্চয়তা সম্পর্কে জানতে পারল এবং এর মহামূল্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

২. তারা আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করেছিল। হেরোদ আনন্দের সাথে এই বাক্য কেবলমাত্র শুনেছিলেন, কিন্তু এরা এই বাক্য আনন্দের সাথে গ্রহণও করেছিল। তারা শুধু শুনেই খুশি হয় নি, তারা সেই বাক্য তাদের অন্তরে গ্রহণও করেছে। তারা শুধুমাত্র যে তা গ্রহণ করতে পেরে খুশি হয়েছে তাই নয়, সেই সাথে তারা এ জন্য খুশিও হয়েছে যে, ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে তারা তা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে, যদিও তা তাদের কাছে কিছুটা ভিন্ন ধর্মী বাক্য ছিল এবং এখানে তাদেরকে তাদের নিজ জাতির লোকদের কাছ থেকে বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

৩. তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল; তারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছিল, তারা মুখ দিয়ে স্বীকার করেছিল এবং নিজেদেরকে খ্রীষ্টের সেই শিষ্যদের সাথে যুক্ত করেছিল, তারা খ্রীষ্টের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র রীতি-নীতি এবং আইন-কানুন দ্বারা এই ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। আর যদিও পিতর এই কথা বলেছিলেন, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও" (কারণ খ্রীষ্টের শিক্ষাই ছিল বর্তমান সত্য), তথাপি আমাদের এমনটা চিন্তা করার অবশ্যই কারণ আছে যে, তাদেরকে বাপ্তিস্ম প্রদান করার সময় খ্রীষ্ট যে প্রক্রিয়া দেখিয়ে গিয়েছিলেন সেই একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের চুক্তি গ্রহণ করে, তারা খ্রীষ্টান বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে।

৪. এখানে বলা হয়েছে যে, শিষ্যদের দলে সেই দিন প্রায় তিন হাজার মানুষ যোগ দান করেছিল। যারা সকলে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিল, তাদের সকলেরই প্রচার করার জন্য জিহ্বা ছিল এবং বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য হাত ছিল; কারণ সে সময় তাঁরা অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, যখন এত পরিমাণ ফসল তাঁরা এক সাথে ঘরে তুলেছিলেন। এই তিন হাজার লোককে শুধুমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে ধর্মান্তরিত করা এবং বাপ্তিস্ম প্রদান করা পাঁচ বা চার হাজার লোককে খাওয়ানোর চাইতেও আরও বেশি মহান ও ব্যাপক কাজ। এখন ইস্রায়েল যোষেফের মৃত্যুর পর থেকে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা সেখানে তিন হাজার আত্মা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন (সাধারণত পুরুষদের সাথে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের একত্রে গণনা করার ক্ষেত্রে বলা হতো, যেমন দেখা যায় আদিপুস্তক ১৪:২১ পদে, সমস্ত মানুষ আমাকে দিন এবং আদিপুস্তক ৪৬:২৭ পদে, তারা সর্বমোট সত্তর জন), এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যারা যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল এদের মধ্যে শুধু যে পুরুষরাই ছিল তাই নয়, বরং তাদের মধ্যে অনেক পরিবারের গৃহকর্তা সহ তাদের পরিবারের সমস্ত নারী, পুরুষ এবং শিশুরাও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, আর তাদের সকলের একত্রিত সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এরা সকলে শিষ্যদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের দলভুক্ত হবে, তারা সকলে খ্রীষ্টের শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের সাথে যোগ দান করবে। যখন আমরা আমাদের ঈশ্বরকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে স্বীকার করি, তখন আমাদেরকে অবশ্যই তার লোকদেরকে নিজেদের জাতি বলে গ্রহণ করতে হবে।

প্রেরিত ২:৪২-৪৭ পদ

আমরা অনেক সময় আদি মণ্ডলীর কথা বলে থাকি এবং এর অপরিহার্যতা ও এর ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি; এই পদগুলোতে আমরা প্রকৃত আদি মণ্ডলীর ইতিহাস সম্পর্কে জানব, এই মণ্ডলীর সূচনার পরবর্তী প্রথম দিনগুলোর কথা শুনবো, এর শৈশবকালীন অবস্থার কথা জানবো, কিন্তু এর সাথে সাথে সেই সময়কার মণ্ডলীর নিষ্কলুষতার কথাও জানবো।

ক. তারা অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে পবিত্র আইন-কানুন পালন করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধার্মিকতা, উপাসনায় নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। তারা খ্রীষ্টান ধর্মমতের অনুসারী হয়ে এর ক্ষমতা ও শক্তি উপলব্ধি করছিলেন এবং সেই অনুসারে চলছিলেন। তারা তাদের

আত্মা দ্বারা সকল উপায়ে ঈশ্বরের সাথে সংযোগ রক্ষা করছিলেন, যেভাবে তাদের সাথে তিনি দেখা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

১. তারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচারে অত্যন্ত একাগ্র এবং নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তারা প্রেরিতদের মতবাদ ও শিক্ষা অনুসরণ করতেন এবং তারা কখনোই তা অস্বীকার করেন নি বা তা থেকে সরে আসেন নি; কিংবা আমরা এমনটা পাঠ করি যে, তারা সবসময় প্রেরিতদের শিক্ষা এবং নির্দেশনা অনুসারে পথ চলতেন; বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তারা শিষ্য হয়েছিলেন এবং তার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং শিক্ষা দিতে শিখেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের কাছে তাদের নাম উৎসর্গ করেছেন, তারা অবশ্যই তাঁর নাম শোনার ক্ষেত্রে নিজেদের অন্তরকে সচেতন রাখেন; সেই কারণে আমরা যখন তাঁকে সম্মান প্রদান করবো, তখন আমাদের অবশ্যই উচিত আমাদের নিজেদেরকে তাঁর উপর মহান বিশ্বাস সহকারে নিবদ্ধ রাখা।

২. তারা ঈশ্বরভক্তগণের সাথে সহভাগিতা বজায় রেখেছিলেন। তারা সহভাগিতায় একত্রিত ছিলেন (পদ ৪২) এবং তারা প্রতিদিন মন্দিরে একচিত্ত হয়ে প্রার্থনা করতেন, পদ ৪৬। তাদের পরস্পরের প্রতি যে একটি পারস্পরিক স্নেহ এবং ভালোবাসা ছিল তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপচারিতাও করতেন। তারা সবসময় একসাথে থেকে কাজ করতেন। যখন তারা সেই ভ্রষ্ট জাতি থেকে মন ফিরাল, তখন তারা সকলে যে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন তা নয়, বরং তারা একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ হলেন এবং তারা একত্রিত হওয়ার এবং সহভাগিতা প্রকাশ করার সব ধরনের সুযোগ কাজে লাগালেন; যখনই আপনি কোন একজন শিষ্যকে দেখবেন, বুঝে নিতে হবে যে, বাকি সকলে আশেপাশেই রয়েছেন। দেখুন, কীভাবে এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা একে অপরকে ভালবাসতেন। তারা একে অপরের বিষয়ে চিন্তা করতেন, একে অপরের দুঃখে দুঃখিত হতেন এবং একে অপরের চিন্তার বিষয়ে আন্তরিকভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করতেন। তারা একে অপরের সাথে ধর্মীয় উপাসনায় মিলিত হতেন। তারা মন্দিরে মিলিত হতেন, তারা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, কারণ ঈশ্বরের মাধ্যমে উপাসনায় একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আমরা সবচেয়ে ভালভাবে একে অন্যের সাথে সহভাগিতা প্রকাশ করতে পারি, ১ যোহন ১:৩। লক্ষ্য করুন:

(১) তারা প্রতিদিন মন্দিরে যেতেন, শুধুমাত্র বিশ্রামবারে বা পর্বের দিনগুলোতে নয়, বরং অন্যান্য দিনে, প্রতিদিনই তারা সেখানে যেতেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা নিবেদন করতে। ঈশ্বরের উপাসনা করা আমাদের দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব হওয়া উচিত এবং যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে তখনই আমাদের উচিত প্রকাশ্যে উপাসনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। ঈশ্বর সিয়োনের দ্বার ভালবাসেন এবং আমরাও তাই ভালবাসি।

(২) তারা সকলে একচিত্ত ছিলেন; তারা মোটেও বিশৃঙ্খল বা ভিন্নমনা ছিলেন না, বরং তারা সকলে একে অপরকে প্রচুর পরিমাণে ভালবাসতেন; এবং তারা আনন্দের সাথে ও আন্তরিকভাবে সাধারণ উপাসনায় উপস্থিত হতেন। যদিও তারা মন্দিরের প্রাঙ্গনে যিহূদীদের

সাথে দেখা করতেন, তথাপি এই খ্রীষ্টান সবসময় একত্রিত থাকতেন এবং তারা নিজেদের পৃথক উপাসনায় অসংখ্যবার সময় দিতেন।

৩. তারা সবসময় প্রভুর ভোজের পবিত্র নিয়ম পালণ করতেন। তারা তাদের প্রভুর মৃত্যু স্মরণে রুটি ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে এই প্রভুর ভোজ পালন করতেন, কারণ তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর ক্রুশারোপণের ঘটনায় লজ্জিত ছিলেন না এবং তারা তাঁর সাথে তাদের সম্পর্কের জন্যও লজ্জিত ছিলেন না। তারা কখনোই যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনাটিকে ভুলে যান নি, বরং তারা সবসময় তা স্মরণে রাখতেন এবং সবসময় তা স্মরণ করার জন্য চর্চা করতেন, কারণ এই প্রথা খ্রীষ্ট নিজে চালু করে গিয়েছিলেন, যাতে করে এই প্রথা পরবর্তী সমস্ত যুগের এবং সমস্ত প্রজন্মের মণ্ডলীতে পালন করা হয়। তারা বাড়িতে বসে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে– ***kat oikon***– ঘর থেকে ঘরে; তারা এমনটা মনে করেন নি যে, তারা শুধুমাত্র মন্দিরে এই পবিত্র রীতি পালন করবেন, কারণ সত্যিকার অর্থে খ্রীষ্টান সংগঠন ছিল না বা প্রকৃত অর্থে এই রীতি শুধুমাত্র খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং সেই কারণে তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তিগত গৃহে এই উপাসনা পরিচালনা করতেন, বিশেষ করে তাঁরা এমন সব গৃহ বেছে নিতেন, যেখানে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সংখ্যা বেশি ছিল, যেখানে তাঁদের প্রতিবেশীরা বাস করতেন; এবং তাঁরা এই সমস্ত ছোট ছোট উপাসনালয়ের একটি থেকে আরেকটিতে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতেন এবং উপাসনা পরিচালনা করতেন, তাঁরা সেই সমস্ত গৃহে বিশেষ করে যেতেন, যেখানে নিয়মিত উপাসনালয় হিসেবে উপাসনা পরিচালনা করা হতো, আর সেখানে সাধারণত তারাই প্রভুর ভোজ গ্রহণ করতেন, সেখানে তাঁরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতেন এবং উপাসনা করতেন।

৪. তাঁরা প্রার্থনা ও উপাসনা করতেন। পবিত্র আত্মার অবতরণ হওয়ার পরে আগের মতই তাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তাঁরা সার্বক্ষণিকভাবে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন; কারণ তত দিন পর্যন্ত প্রার্থনার আবেদন শেষ হবে না, যত দিন পর্যন্ত না চিরকালীন প্রশংসার যুগ শুরু হয়। কাজ এবং প্রার্থনার মধ্যে রুটি ভাঙ্গার কাজের স্থান বিদ্যমান, কারণ এখানে দু'টি বিষয়েরই উল্লেখ রয়েছে এবং এটি উভয় বিষয়কেই সাহায্য করে। প্রভুর ভোজ আমাদের চোখের জন্য শিক্ষা এবং আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাপারে নিশ্চয়তা; এবং এটি আমাদের প্রার্থনার জন্য উৎসাহের বিষয় এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের আত্মার একটি নিবেদিত বহিঃপ্রকাশ।

৫. তাঁরা প্রচুর রূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তাঁরা সবসময় ঈশ্বরের প্রশংসা স্তব করতেন, পদ ৪৭। প্রত্যেকে প্রার্থনাতেই এ ধরনের একটি অংশ থাকা উচিত এবং তা কোন মতেই গুরুত্বের দিক থেকে অন্য কিছু থেকে পিছিয়ে রাখা উচিত নয়। যারা পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে অবশ্যই সবসময় নিজেদেরকে প্রার্থনায় রত রাখতে হবে।

খ. তারা একে অন্যকে ভালবাসতেন এবং তারা একে অন্যের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। তাদের দয়া এবং মহানুভবতা তাদের ভালবাসা এবং তাদের মমত্ববোধের মতই প্রসিদ্ধ ছিল

এবং তারা সবসময় একত্রে পবিত্র রীতি অনুসারে তাদের হৃদয়ে একে অপরের সাথে আবদ্ধ হতেন এবং তারা একে অপরের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

১. তারা সবসময় একে অপরের সাথে খ্রীষ্টান শিক্ষা এবং বিশ্বাস নিয়ে কথা বলতেন (পদ ৪৪): যারা বিশ্বাসী ছিলেন তারা সকলে একত্রে বসবাস করতেন; সেই হাজার হাজার বিশ্বাসী একসাথে বাস করতেন তা নয় (তা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল), কিন্তু ড. লাইটফুট যেভাবে মনে করেন সেভাবে বলা যায়, তারা একত্রে বেশ কয়েক জন মিলে একত্রে বাস করতেন বা একেকটি মণ্ডলী বা সমাবেশ গড়ে তুলেছিলেন, তাদের ভাষা, জাতি এবং অন্যান্য মিলের ভিত্তিতে। তারা এই সকল শ্রেণী বা মিলের ভিত্তিতে একত্রে বিভিন্ন দলে একত্র হয়ে বাস করতেন। আর এভাবেই তারা একত্রে সহভাগিতা মিলিত হতেন এবং একত্রে বসবাস করতেন, কারণ যারা বিশ্বাস করতো না তাদের থেকে তারা আলাদা হয়ে বসবাস করতেন এবং তারা তাদের খ্রীষ্টান ধর্মমতের বিশ্বাস এবং রীতি-নীতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করতেন, আর যেহেতু তারা এসব দিক থেকে এক ছিলেন, তাই তাদেরকে একত্রিত ছিলেন বলে অভিহিত করা হত, ***epi to auto***। তারা একত্রে কাজ করতেন এবং একে অপরকে সহযোগিতা করতেন এবং সেই কারণে এর মধ্য দিয়ে তাদের পারস্পরিক ভালবাসা প্রকাশ পেত এবং বৃদ্ধি পেত।

২. তাদের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ে মিল ছিল: সম্ভবত তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ সংগঠন ছিল (যেমন প্রাচীনকালের স্পার্টার অধিবাসীদের মধ্যে ছিল), তারা তাদের জনপরিচিতি, সুব্যবহার এবং স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা একত্রে খাদ্য গ্রহণ করতেন, এতে করে যাদের অনেক বেশি রয়েছে তারা পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতেন এবং যাদের একবারেই ছিল না তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতেন। এতে করে সকলে প্রাচুর্য্য এবং অভাব ও দারিদ্রের প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে পারতেন। কিংবা তারা এমনভাবে একে অন্যের জন্য চিন্তা করতেন যে, তারা বলতেন, তাদের মধ্যে সবকিছুর সকলের জন্য, বিশেষ করে তা তারা বলতেন তাদের বন্ধুত্বের নীতি অনুসারে; একজনের যা রয়েছে তা অন্য জন চাইত না; কারণ তার নিশ্চয়ই তা প্রয়োজন রয়েছে।

৩. তারা সবসময় আনন্দিত থাকতেন এবং তাদের যা কিছু ছিল তা ব্যবহারে তারা অত্যন্ত পরিমিতি বোধের পরিচয় দিতেন এবং তারা তা ব্যবহারে এবং বণ্টনে অত্যন্ত দানশীলতার পরিচয় দিতেন। ধর্মীয় পর্বের পাশাপাশি পবিত্র ভোজগুলোতেও এর প্রমাণ পাওয়া যেত (তারা সেখানে বিভিন্ন ঘরে ঘরে ঘুরে রুটি ভাঙ্গতেন) এবং তাদের দৈনন্দিন খাবারে ক্ষেত্রেও তারা তাই করতেন; তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে এবং হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন। তারা তাদের নিজেদের খাবারের মধ্যে ঈশ্বরের টেবিলের আনন্দ অনুভব করতেন, যা তাদের উপরে দু'টি বিশেষ প্রভাব ফেলত:-

(১) এতে করে তারা অত্যন্ত আনন্দিত থাকতেন এবং তাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর থাকতো। তারা হৃষ্টচিত্তে তাদের খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হৃদয়ে আঙ্গুর রস পান করতেন, কারণ তারা জানতেন যে, ঈশ্বর তাদের এই কাজ গ্রহণ করবেন। উত্তম খ্রীষ্ট-

বিশ্বাসী ব্যতীত আর কারও এমন বিষয়ে আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নেই; এটি একটি দয়ার বিষয় যে, তাদের মধ্যে সবসময় এ ধরনের আন্তরিকতা বজায় থাকতো।

(২) এটি তাদেরকে তাদের দরিদ্র ভাইদের প্রতি সদয় আচরণ করতে শিক্ষা দিত এবং উৎসাহ দান করতো, যাতে তাদের হৃদয় দয়ার ব্যবহার দ্বারা আরও ব্যাপ্ত হয়। তাঁরা নিঃশঙ্ক চিত্তে খাবার গ্রহণ করতেন, ***en apheloteti kardias***– অন্তরের মুক্ত চেতনা নিয়ে। অনেকে মনে করেন, তারা শুধুমাত্র নিজেরাই তাদের খাবার খেতেন তা নয়, বরং সেই সাথে তারা অনেক দরিদ্রকেও তাদের খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানাতেন, তবে স্বার্থ চিন্তা করে নয়, বরং নিঃস্বার্থ মানসিকতা নিয়েই তারা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই মুক্ত মনা হতে হবে এবং অত্যন্ত আন্তরিক হতে হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রতিটি কাজেই ফলবান হতে হবে, যেভাবে ঈশ্বর যাদের সাথে থাকেন তারা প্রচুর পরিমাণে উত্তম বীজ বপন করেন এবং সেভাবে প্রচুর পরিমাণে ফলবান হন।

৪. তারা একটি দান তহবিল তৈরি করলেন (পদ ৪৫): তারা তাদের সমস্ত বিষয়-আশয় এবং সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন; কেউ তাদের জমি এবং বাড়ি বিক্রি করে দিলেন, কেউ তাদের গবাদি পশু এবং ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করে দিলেন এবং সেই টাকা তাদের খ্রীষ্টান ভাইদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন, কারণ প্রত্যেক মানুষেরই অভাব রয়েছে। এর দ্বারা সম্পদ ধ্বংস বা বিনষ্ট করা হয় নি (যেমনটা মি. বেক্সটার বলেছেন), বরং তারা এভাবে বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন তাদের স্বার্থপরতার মনোভাব। এখানে সম্ভবত তারা সেই শিক্ষা অনুসারে কাজ করেছিলেন, যা খ্রীষ্ট সেই ধনী ব্যক্তিটিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান করে দাও। এমন নয় যে, এই বিষয়টিকে সব সময়কার জন্য একটি বাঁধাধরা নিয়ম হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য খ্রীষ্ট এ কথা বলেছিলেন, সুতরাং সকল স্থানের সকল যুগের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কখনোই তাদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে সেই অর্থ গরিবদের দান করে দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এর পরবর্তীতে পৌল অনেকবারই ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে কথা বলেছেন এবং খ্রীষ্ট এ কথা বলেছেন যে, গরিবরা আমাদের সাথে সবসময়ই আছে, এবং থাকবে। ধনীদের সবসময় উচিত হবে তাদেরকে তাদের নিজেদের সম্পত্তি থেকে বাসস্থান, খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে দান করা, আর তাই তারা যদি তা বিক্রি করে দেয় তাহলে তো মাত্র একবার তা তারা ব্যবহার করার সুযোগ পাবে, সারা জীবন ধরে সেই দান ও সেবার কাজ করে যেতে পারবে না। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি আমরা দেখি তা ছিল একেবারেই আলাদা।

(১) তারা এক পবিত্র স্বর্গীয় নির্দেশনায় এই কাজ করেছিলেন, যা আমরা দেখতে পাই পিতর কর্তৃক অননীয়কে বলা কথার মধ্য দিয়ে (প্রেরিত ৫:৪): সেই ভূমি বিক্রয়ের পূর্বে কি তা তোমারই ছিল না? তবে এই ঘটনাটি আমাদের সামনে দরিদ্রদের জন্য তহবিল তৈরি

করার ব্যাপারে এক মহতী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এখানে প্রকাশ পেয়েছে তাদের পরবর্তী অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা, তাদের আগ্রহ, তাদের ভাইদের প্রতি ভালবাসা, দরিদ্রদের প্রতি তাদের সহানুভূতি, খ্রীষ্টান মতবাদ প্রসারের লক্ষ্যে এক মহা উৎসাহ উদ্দীপনা এবং শিশু মণ্ডলীকে বৃদ্ধি দান করার জন্য মহতী আকাঙ্ক্ষা। প্রেরিতেরা সবকিছু ফেলে রেখে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করছিলেন এবং তারা শুধুমাত্র প্রার্থনা এবং বাক্যের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতেন এবং সেই কারণে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু কিছু করা প্রয়োজন ছিল; এই কারণে সেই প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের আবাস-তাঁবু নির্মাণের সময় যা করা হয়েছিল সেভাবে তারা সকলে তাদের সম্পত্তি দান করে দিলেন, যা তাদের প্রয়োজন ছিল, যাত্রাপুস্তক ৩৬:৫,৬। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যেমন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ পেয়েছি তেমনিভাবে আমরা যেন দান করি, তবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা আরও বেশি অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, যারা তাদের সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু করেন, ২ করিন্থীয় ৮:৩। (২) যারা এই কাজ করেছিলেন তারা ছিলেন যিহূদী এবং যারা এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, যিহূদী জাতি খুব শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর অধীনে যা কিছু আছে, যত সম্পদ এবং সম্পত্তি আছে তার সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, আর এ কথা বিশ্বাস করে তারা তাদের মণ্ডলী এবং তাদের প্রভুর মণ্ডলীর সেবা করণার্থে তাদের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

গ. ঈশ্বর তাদেরকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি যে তাদের সাথে অবস্থান করছেন এর চিহ্ন প্রকাশ করেছিলেন (পদ ৪৩): বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রেরিতেরা অনেক আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন কাজ দেখালেন, যা তাদের শিক্ষাকে আরও সুদৃঢ় করেছিল এবং এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, তারা যে শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে এই সকল আশ্চর্য কাজ করছেন তা ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। যারা এমন আশ্চর্য কাজ করতে পারেন, তারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের এবং তাদের মধ্যে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন তাদের অভাব মেটাতে পারতেন, যেভাবে খ্রীষ্ট আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে সামান্য খাবার দ্বারা হাজার হাজার মানুষকে খাইয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব যাতে আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সে কারণে একটি অনুগ্রহের আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তাদের অবশ্যই নিজেদের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যেন তা প্রকৃতিগত একটি আশ্চর্য কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়।

কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক তাদেরকে যে আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেটাই সব নয়; তিনি তাদের মণ্ডলীর আকৃতি প্রতিদিনই বৃদ্ধি করতেন। তাদের মুখের কথা আশ্চর্য কাজ করতে লাগল এবং ঈশ্বর তাদের মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে আরও অনুগ্রহ দান করলেন। লক্ষ্য করুন, মণ্ডলীতে আরও আত্মা যুক্ত করা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাজ; এবং এটি পরিচর্যাকারীদের এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি দৃশ্য।

ঘ. লোকেরা এতে প্রভাবিত হয়েছিল; যারা তাদের সাথে যুক্ত হয় নি, তারাও কিন্তু তাদেরকে লক্ষ্য করতো।

১. তারা সকলে ভীত হল এবং তাদেরকে সকলে সমীহ করতে শুরু করলো (পদ ৪৩): তখন সকলের ভয় উপস্থিত হল, এর অর্থ হচ্ছে, অনেকের মধ্যেই যারা প্রেরিতদেরকে আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন কাজ করতে দেখেছিল, তারা ভীত হয়েছিল এবং তারা এই কারণে ভয় পাচ্ছিল যে, এতে করে না আবার তাদের জাতির উপরে কোন ধরনের ধ্বংস নেমে আসে। সাধারণ মানুষ তাদের সামনে দাঁড়াতে ভয় পেত, যেভাবে হেরোদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে ভয় পেয়েছিলেন। যদিও তারা এমন কোন বাহ্যিক জাঁকজমকতা প্রকাশ করেন নি কিংবা কোন ধরনের বাহ্যিক সম্মান লাভের প্রত্যাশাও করেন নি, যেভাবে ফরীশীরা এবং ধর্ম-শিক্ষকরা বাজারে এবং রাস্তায় লম্বা কোর্তা পরে বের হত সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে, তথাপি প্রেরিতদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আত্মিক দান ছিল, যার কারণে তারা সত্যিকার অর্থে সম্মানিত ছিলেন, যার কারণে লোকেরা তাদেরকে দেখে অত্যন্ত সম্মান করতো এবং তারা তাদেরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। তখন সকলের ভয় উপস্থিত হল; মানুষের আত্মা তখন আশ্চর্যভাবে তাদের এই চমৎকার প্রচার ও শিক্ষা শুনে অত্যন্ত আকর্ষিত এবং প্রভাবিত হয়েছিল।

২. তারা তাদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করতো। যদিও আমাদের এমনটা চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সেখানে এমন অনেকে ছিল যারা তাদেরকে পছন্দ করতো না এবং তাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতো (আমরা নিশ্চিত যে, অন্তত ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকরা এ ধরনের আচরণ করতো), তথাপি সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বিরাটা অংশ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতো। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হলেন। খ্রীষ্টকে এক ভয়ঙ্কর জনতা দলিত মথিত করেছিল এবং তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, যারা চিৎকার করে বলেছিল, ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও, এতে করে যে কোন ব্যক্তি মনে করতে পারেন যে, এতে করে এই সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রতি খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং তাঁর অনুসারীদের নিশ্চয়ই আর কোন আকর্ষণ থাকা উচিত ছিল না। এবং তথাপি আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণ মানুষ প্রেরিতদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করতো, যার কারণে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, সে সময় তারা খ্রীষ্টের উপরে নির্যাতন করেছিল পুরোহিতদের প্ররোচণায় কিংবা চাপে পড়ে। কিন্তু এখন তাদের বিবেক তারা আবার ফিরে পেয়েছে এবং তাদের চেতনা ফিরে পেয়েছে। লক্ষ্য করুন, প্রকৃত দয়া এবং সেবার কাজ অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য এবং ধর্মীয় রীতি অনুসারে ঈশ্বরের সেবা করতে গিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে তা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের চোখে প্রশংসনীয় হয়। অনেকে এই অংশটি এভাবে পাঠ করেন, সকল মানুষ তাদেরকে দয়া করতো– ***charin echontes pros holon ton laon***; তারা শুধুমাত্র নিজেদের গোত্রের ভেতরে এই সেবা ও দয়ার কাজ সীমাবদ্ধ রাখতেন না, এই কারণে তারা আরও অনেক বেশি প্রশংসিত হতেন।

৩. আর যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিন দিন তাদেরকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করতেন। প্রতিদিনই নতুন অনেক বিশ্বাসী তাদের মণ্ডলীতে যুক্ত হত, যদিও প্রথম দিনে যত জন একসাথে মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছিল তত জন নয়, কিন্তু তথাপি যারা আসতো তারা সকলে ছিল বিশ্বাসী এবং তারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যাদের জন্য ঈশ্বর

অনন্তকালীন পরিত্রাণ দানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছেন, তারা কোন না কোন সময়ে অবশ্যই কার্যকরভাবেই খ্রীষ্টের কাছে আসবে; এবং যারা খ্রীষ্টের কাছে আসে, তারা অবশ্যই এক পবিত্র বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের মণ্ডলীভুক্ত হবে এবং পবিত্র বিধানের মধ্য দিয়ে এক পবিত্র সহভাগিতায় মিলিত হবে।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো একটি আশ্চর্য কাজ এবং একটি প্রচার: আশ্চর্য কাজটি করা হয়েছিল প্রচার করার পথ প্রস্তুত করার জন্য, যাতে করে যে শিক্ষা দান করা হবে তার সত্যতা নিশ্চিত করা যায় এবং মানুষের মনে তা স্থান করে নিতে পারে; এবং এর পরে প্রচারের মধ্য দিয়ে এই আশ্চর্য কাজের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং আশ্চর্য কাজটির দ্বারা যে জমি চাষ করা হয়েছে সেখানে বীজ বপন করা হয়েছে।

ক. এই আশ্চর্য কাজটি ছিল একজন মানুষকে সুস্থ করা, যে জন্ম থেকেই খঞ্জ ছিল, তাকে একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করে সুস্থ করা হয়েছিল (পদ ১-৮) এবং লোকদের উপরে এই কাজের কারণে যে প্রভাব পড়েছিল, পদ ৯-১১।

খ. এই প্রচারের উদ্দেশ্য ও আওতা, যা প্রচার করা হয়েছিল যেন লোকদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনা সম্ভব হয়, তারা যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে পাপ করেছে সে কারণে যেন অনুতাপ করে (পদ ১২-১৯), তারা যেন এ কথা বিশ্বাস করে যে, তিনি এখন উর্ধ্বে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত হয়েছেন এবং তারা যেন তাঁকে গৌরব ও মহিমা প্রদান করার মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা সফল করে, পদ ২০-২৬। এই প্রচারের প্রথম অংশে ক্ষত উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তী অংশে তার প্রতিকার সাধন করা হয়েছে।

প্রেরিত ৩:১-১১ পদ

এখানে আমাদেরকে সাধারণভাবে বলা হয়েছে (প্রেরিত ২:৪৩) যে, প্রেরিতগণ কর্তৃক নানা ধরনের চিহ্ন কাজ এবং আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছিল, যা এই পুস্তকে লেখা হয় নি; কিন্তু এখানে আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা যখন আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন, সে সময় তাঁরা প্রত্যেকের কাছে কাছে গিয়ে আশ্চর্য কাজ সাধন করেন নি, বরং পবিত্র আত্মা তাঁদের যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেভাবে তাঁরা কাজ করেছিলেন, তাদের দায়িত্বের শেষেও আমরা তেমনই দেখতে পাই। সেই কারণে সমস্ত আশ্চর্য কাজের বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয় নি, বরং পবিত্র আত্মা যেগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন সেগুলোকেই তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজেই সমস্ত আশ্চর্য কাজের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হয় নি, বরং যেগুলোকে পবিত্র আত্মা নিজে নির্বাচিত করেছেন শুধু মাত্র সেগুলোকেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে করে এই পবিত্র ও মহান ইতিহাসের পরিশেষে এর যথাযথ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়।

ক. যে সমস্ত ব্যক্তির পরিচর্যার মাধ্যমে এই আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন পিতর এবং যোহন, প্রেরিতগণের মধ্যে বলতে গেলে সবচেয়ে প্রধান দুই ব্যক্তি। তাঁরা খ্রীষ্টের জীবদ্দশাতেও এমন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁদের

দলের সবচেয়ে ভাল বক্তা এবং অন্য জন ছিলেন তাঁদের প্রভুর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি; এবং খ্রীষ্টের অন্তর্ধানের পরেও তাঁরা সেই একই অবস্থান এবং যোগ্যতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সম্ভবত তিন হাজার মানুষকে একত্রে ধর্মান্তরিত করার পর থেকেই মণ্ডলী বিভিন্ন সমাজের উপর ভিত্তি করে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পিতর ও যোহন যে মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন, লূকও সেই মণ্ডলীরই সদস্য ছিলেন। আর সেই কারণেই তাঁরা যা বলেছেন এবং করেছেন তা লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি এতটা সূক্ষতা অবলম্বন করতে পেরেছেন, যেমনটা পরবর্তীতে পৌলের ক্ষেত্রে তিনি করতে পেরেছিলেন, যখন তিনি পৌলের সাথে সাথে থেকে তাঁর সমস্ত কার্য প্রণালী লক্ষ্য করেছেন। এই দুই ধরনের বর্ণনাই সেই সময়কার প্রেরিতদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

পিতর এবং যোহন দু'জনেরই বারো জন শিষ্যের মধ্যে একজন করে ভাই ছিল, যাঁদের সাথে তাঁরা এর আগে জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন স্থানে প্রচার করতে গেছেন। তথাপি এখন তাঁরা কাজ করার ক্ষেত্রে ভাইদের সাথে জোট না বেঁধে তাঁদের সঙ্গী পরিবর্তন করে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, কারণ রক্তের সম্পর্কের চেয়ে আত্মার সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক অনেক সময় অনেক বেশি বড় ও আপন হয়ে ওঠে। বন্ধু অনেক সময় ভাইয়ের চেয়ে আপন হয়ে যায়। পিতর এবং যোহনের মধ্যে এমন এক ঘনিষ্টতা ছিল যা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর থেকে আগের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল, যোহন ২০:২। এর কারণ (যদি আমি স্বাধীনভাবে মত দেওয়ার অধিকার রাখি সেক্ষেত্রে!) সম্ভবত এটা যে, যোহন এমন একজন শিষ্য ছিলেন যার ভেতরে ছিল প্রচুর পরিমাণে ভালবাসা, আর তিনি পিতরের পতনের এবং অনুশোচনার পর তাঁর প্রতি সকলের চেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং পিতর তাঁর পাপের কারণে যে তিক্ত ক্রন্দনে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, সে সময় যোহনই তাঁকে অন্য যে কোন শিষ্যের চেয়ে সবচেয়ে বেশি সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। যোহন তাঁর নম্রতার আত্মা দ্বারা পিতরকে উজ্জীবিত করেছিলেন এবং এই কারণেই পিতরের কাছে যোহন অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এটি ছিল ঈশ্বরের কাছে পিতরের গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম একটি নিদর্শন, কারণ তিনি অনুশোচনা করেছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ও সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। রাজা দায়ূদ তাঁর পতনের পর এই প্রার্থনা করেছিলেন, যারা আমার বিপক্ষে দাঁড়ায় তারা যেন তোমাকে ভয় করে, গীতসংহিতা ১১৯:৭৯।

খ. এখানে সেই সময় এবং স্থান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. স্থানটি ছিল মন্দির, সেখানে পিতর এবং যোহন একত্রে গিয়েছিলেন, কারণ সেই স্থানটি ছিল ধর্মীয় আলোচনা এবং শিক্ষা দান ও গ্রহণের স্থান, সেখানে সুসমাচারের জাল ফেললে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে এই পঞ্চশত্তমীর সময়ে, কারণ এই সময়ে পবিত্র আত্মার অসম্ভব রকম সুফল পাওয়া সম্ভব হয়। লক্ষ্য করুন, মন্দিরে যাওয়া অবশ্যই আমাদের জন্য উত্তম, আমরা যেন সকলের সাথে সমবেত উপাসনায় অংশ গ্রহণ করি। এবং আমাদের জন্য মণ্ডলীতে যাওয়া এক পবিত্র দায়িত্ব: আমি আনন্দিত হই, যখন তারা আমাকে বলে, চল আমরা যাই। সর্বোৎকৃষ্ট মানব সমাজ হচ্ছে ঈশ্বরের

উপাসনাকারী সমাজ।

২. সময়টি ছিল প্রার্থনা করার সময়, সাধারণভাবে যিহূদীরা দিনের যে সময়টিতে প্রার্থনা এবং উপাসনায় রত হতো সেই রকম একটি সময়। প্রতিটি ঘটনা এবং কাজের ক্ষেত্রে সময় এবং স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিবেচ্য বিষয়, যার মাধ্যমে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ করা হয়, বিশেষ করে যা আমাদের সাক্ষ্যকে জোরদার করার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। সাধারণ উপাসনার উল্লেখ করার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছেঃ নবম প্রহর, অর্থাৎ আমাদের ঘড়িতে দুপুর তিনটা, এটি ছিল যিহূদীদের প্রার্থনা করা অন্যতম একটি সময়; আরও দু'টি সময় হচ্ছে সকাল নয়টা এবং বেলা বারোটা। দেখুন গীতসংহিতা ৫৫:১৭; দানিয়েল ৬:১০। এই সময় অনুসারে খ্রীষ্টানরাও উপাসনা ও প্রার্থনা করতে শুরু করেন এবং এখনও বিভিন্ন মণ্ডলীতে এই সময়সূচি অনুসরণ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে, যদিও তাদের এই সময়সূচি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই, তথাপি এর দ্বারা তারা সহজে মনে রাখতে পারেঃ সবকিছুই তার নির্দিষ্ট সময়ে উত্তম।

গ. যে অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি এই আশ্চর্য কাজ সাধন করা হয়েছিল তার বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, পদ ২। সে ছিল মন্দিরের দরজায় পড়ে থাকা একজন হতভাগ্য খঞ্জ ভিক্ষুক।

১. সে ছিল খঞ্জ বা পঙ্গ, তবে দুর্ঘটনা ক্রমে তার এই পরিণতি ঘটে নি, বরং সে তার মায়ের গর্ভ থেকেই পঙ্গু হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিল এবং আপাতদৃষ্টিতে আমরা এটা মনে করতে পারি যে, তার কোন ধরনের পক্ষাঘাত জনিত উপসর্গ দেখা দিয়েছিল এবং জন্মের সময়ই তার হেঁটে বেড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অত্যন্ত শীর্ণ এবং দুর্বল ছিল; কারণ তার সুস্থতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এ ধরনের আভাস দেওয়া হয়েছে (পদ ৭), তার পা এবং গোঁড়ালি আবার শক্তি ফিরে পেল। এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা এখন এখানে সেখানে দেখা যায়, যাদের দিকে আমরা করুণা নিয়ে তাকাই এবং সহানুভূতিতে পূর্ণ হই এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটে যেন আমরা এটি প্রকাশ করতে পারি যে, আমরা সকলে প্রকৃতিগত ভাবেই আত্মিক দিক থেকে পঙ্গু থাকি: আমরা জন্মের পরপরই আত্মিকভাবে শক্তিহীন থাকি, আমরা জন্ম থেকেই পঙ্গু থাকি, আমরা ঈশ্বরের সেবা করতে বা তাঁর নির্দেশিত পথে হাঁটতে অপারগ থাকি।

২. সে ছিল একজন ভিক্ষুক। তার নিজ জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করতে অপারগ থাকায় তাকে মানুষের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হতো; ঈশ্বরের দরিদ্রেরা এমনই হতভাগা। তার বন্ধুরা তাকে প্রতিদিন মন্দিরের একটি দরজায় এনে রেখে যেত। তার সেই দৃশ্য ছিল অত্যন্ত করুণ এবং মর্মান্তিক। সে মানুষের দিকে তাকিয়ে থেকে সাহায্য চাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারতো না, যারা মন্দিরে প্রবেশ করতো এবং সেখান থেকে বের হয়ে যেত, তাদের সকলের কাছে সে ভিক্ষা চাইতো। সেখানে এক দল মানুষ ছিলেন, যারা ছিলেন ধার্মিক এবং বিবেকবান, যাদের কাছ থেকে দান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং নির্দিষ্ট একটি সময় ছিল যখন তাদের অনেককে একসাথে সেখানে পাওয়া

যেত; আর তাই সেই সময় তাকে সেখানে শুইয়ে রাখা হতো। যাদের অভাব রয়েছে কিন্তু কাজ করতে পারে না, তাদের ভিক্ষা করতে লজ্জা করার প্রয়োজন নেই। যদি তার দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর প্রয়োজন না থাকতো, তাহলে তার কখনোই সেখানে শুয়ে থাকার এবং প্রতিদিন সেখানে অবস্থান করে ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। লক্ষ্য করুন, আমাদের একই সাথে প্রার্থনা করতে হবে এবং দান দিতে হবে; যা কর্ণেলীয় করেছিলেন, প্রেরিত ১০:৪। আমাদের কাছে দয়া এবং দানের কাজ বিশেষভাবে মর্যাদা পায় যখন আমরা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যাই। এটা ঠিক যে, সকল ভিক্ষুকের সবসময় দানের প্রয়োজন হয় না, তাই বলে আমাদেরকে দান করার কাজ একেবারে বন্ধ করে দিলে চলবে না। এমন অনেক ভিক্ষুক রয়েছে যারা কোন মতেই তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারবে না, তাই তাদেরকে ভিক্ষা এবং দানের উপরেই বেঁচে থাকতে হবে। একটি মৌমাছিকে না খাইয়ে রাখার চেয়ে তার সাথে সাথে কয়েকটি ভীমরুল এবং বোলতাকে খাওয়ালে এমন কোন ক্ষতি নেই। মন্দিরের যে দরজায় তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেই দরজার নাম ছিল সুন্দর দরজা, এর কারণ ছিল দরজাটির অপরূপ নির্মাণ শৈলী এবং সৌন্দর্য। ড. লাইটফুট এটি লক্ষ্য করেছেন যে, এই দরজাটি দিয়ে যিহূদীদের প্রাঙ্গন থেকে অযিহূদীদের প্রাঙ্গনে যাওয়া যেত এবং তিনি ধারণা করছেন যে, এই পঙ্গু লোকটি কেবলমাত্র যিহূদীদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারতো, কারণ অযিহূদীদের কাছে কোন কিছু চাইতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু ড. হুইটবাই একে মন্দিরে প্রবেশ করার প্রথম দরজা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেই সাথে এই দরজার অপরূপ সৌন্দর্যের কারণে তা মন্দিরের প্রধান দরজা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল, যেখানে স্বর্গীয় সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছিল। আর তাই এতে কোন তর্কের অবকাশ থাকতে পারে না যে, কেন সুন্দর নামক দরজায় একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইবে।

৩. সে পিতর এবং যোহনের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল (পদ ৩), সে কিছু দান চেয়েছিল; শুধুমাত্র এতটুকুই সে তাঁদের কাছ থেকে চেয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে আশা করেছিল, কারণ তাঁদের দানশীল মানুষ হিসেবে সুখ্যাতি আছে এবং তাঁদের অনেক বেশি না থাকলেও যা আছে তাই দিয়ে তাঁরা মানুষের সেবা করা চেষ্টা করেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই একজন অন্ধ ব্যক্তি এবং একজন খঞ্জ ব্যক্তি মন্দিরে খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল এবং তিনি তাদেরকে সেখানে সুস্থ করেছিলেন, মথি ২১:১৪। আর কেন তাহলে সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইবে না, যেখানে সে জানেই যে, পিতর এবং যোহন খ্রীষ্টের দূত ছিলেন এবং তাঁরা এখন খ্রীষ্টের নামে প্রচার করছেন এবং আশ্চর্য কাজ করছেন? কিন্তু সে তাই পেয়েছিল যা সে চায় নি; সে ভিক্ষা চেয়েছিল, কিন্তু সে সুস্থতা লাভ করেছিল।

ঘ. আমরা তাকে সুস্থ করার ঘটনাটি দেখতে পাই:

১. তার আকঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পিতর তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন না, যা অনেকেই করে থাকে, বরং তিনি তার দিকে চোখ ফেরালেন, শুধু তাই নয়, তিনি তার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, কারণ তাঁর দৃষ্টি নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয়কে তার জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ করেছিল, পদ ৪। যোহনের তাই করেছিলেন, কারণ তাঁরা দুই জনই একই পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলছিলেন এবং তাঁদেরকে এই সুস্থতা দানের কাজের

জন্য ডাকা হয়েছিল; তাঁরা বললেন, আমাদের দিকে তাকাও। আমাদের চোখ সবসময় আমাদের প্রভুর দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে (আমাদের মনের চোখ) এবং এর নিদর্শন হিসেবে আমাদের দৈহিক চোখকে অবশ্যই তাদের দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে, যারা এই পৃথিবীতে প্রভুর পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত আছেন এবং তাঁর মহান অনুগ্রহ দানের জন্য কাজ করছেন। এই লোকটিকে প্রেরিতদের দিতে দুইবার তাকাতে বলার প্রয়োজন ছিল না; কারণ সে ন্যায্যভাবেই এ কথা ভেবেছিল যে, এরা এখন তার কাছে এসেছেন তার অর্থ হচ্ছে সে এখন কিছু একটা তাঁদের কাছ থেকে পেতে যাচ্ছে, আর তাই সে তাঁদের দিকে মনযোগ দিল, পদ ৫। লক্ষ্য করুন, আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে তাঁর বাক্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং একই সাথে নিজেদেরকে তাঁর প্রতি প্রার্থনায় নিবদ্ধ করতে হবে, আমাদেরকে অবশ্যই হৃদয় এবং মন উজাড় করে দিতে হবে এবং আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বর্গের দিকে তাকতে হবে এবং এর সুফল লাভের জন্য চিন্তা করতে হবে, যার কথা ঈশ্বর আমাদেরকে বলেছেন এবং যে প্রার্থনা তাঁর কাছে করা হবে সেই প্রার্থনার উত্তর লাভের জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবে অপেক্ষা করতে হবে। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং তোমার পানে চেয়ে থাকি।

২. সে ভিক্ষা পাওয়ার যে আশা করেছিল তা হতাশায় পরিণত হল। পিতর বললেন, "স্বর্ণ কি রৌপ্য আমার কাছে নেই, তাই আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারব না;" তথাপি তিনি এ কথা বুঝিয়েছিলেন যে, যদি তাঁর কাছে স্বর্ণ, রৌপ্য বা পিতল কোন কিছু থাকত তাহলে তিনি তাকে তা দান করতেন। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্টের অনুসারী ও শিষ্যদের অধিকাংশেরই কখনোই তেমন কোন বিত্ত বা সম্পদ ছিল না। তারা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের শুধুমাত্র নিজেদের জীবন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল, এর বেশি কিছু নয়। পিতর এবং যোহনের কাছে প্রচুর পরিমাণে অর্থ জমা হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল মণ্ডলীর সকল দরিদ্র সদস্যদের সেবা করণার্থে গঠিত তহবিলের অর্থ, আর তাই তা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সঙ্গত ছিল না, তাঁরা তা করতে পারতেন না। কিংবা তাঁদের পক্ষে দাতাদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত যত্র তত্র দান করা এখতিয়ারও হয়তো ছিল না। জনগণের বিশ্বাস অর্জন করা সে সময় তাঁদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় ছিল।

(২) অনেকেই আছে যারা সেবা ও দান কার্য করতে চায়, কিন্তু তাদের সেই ধরনের কাজ করার সামর্থ্য নেই, অন্যদিকে এমন অনেকে আছে যাদের সে পরিমাণ অর্থ কড়ি এবং সামর্থ্য থাকলেও দান করার মত মন মানসিকতা নেই।

৩. তার আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত পূরণ করা হল। পিতরের কাছে তাকে দেওয়ার মত কোন টাকা পয়সা ছিল না; কিন্তু, (১) তাঁর কাছে এমন কিছু ছিল যা আরও বেশি ভাল, যা হচ্ছে স্বর্গীয় শক্তি, যার দ্বারা তিনি তার পঙ্গুত্ব সুস্থ করে দিতে সক্ষম ছিলেন। লক্ষ্য করুন, এমন অনেক দরিদ্র মানুষ এই পৃথিবীতে রয়েছেন, যারা আত্মিক দান, অনুগ্রহ এবং সান্ত্বনার দিক থেকে ধনী; নিশ্চয়ই তাদের কাছে সেই বস্তু রয়েছে যা নিঃসন্দেহে রৌপ্য কিংবা স্বর্ণের

চেয়ে দামী এবং মূল্যবান; এর সুফল এবং লাভ আরও বেশি, ইয়োব ২৮:১২; হিতোপদেশ ৩:১৪। (২) তিনি তাকে সেটাই দান করলেন যা তার জন্য আরও বেশি ভাল হবে– তার রোগ থেকে মুক্তি, যা তিনি তাকে রৌপ্য এবং স্বর্ণের চাইতেও আরও অবারিতভাবে দান করতে পারবেন এবং খুশি হয়েই তা দান করবেন এবং তার এই সুস্থতা দানের কার্যকারিতা হবে নিশ্চিতভাবে। এতে করে সে তার জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করতে পারবে, যাতে করে তাকে আর কখনো ভিক্ষে করে খেতে না হয়; শুধু তাই নয়, যাদের দানে প্রয়োজন রয়েছে সে নিজেই তাদেরকে দান দিতে পারবে এবং পাওয়ার চেয়ে দেওয়াতে আরও বেশি অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ রয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য সুস্থতা দান নিশ্চয়ই একটি চমৎকার নিদর্শন হবে এবং এতে করে সে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত হবে, যা হাজারো স্বর্ণ এবং রৌপ্যের চেয়েও বেশি হবে। লক্ষ্য করুন, যখন পিতরের কাছে কোন স্বর্ণ এবং রৌপ্য দেওয়ার মত ছিল না, তখনও (তিনি বলছেন) আমার কাছে এমন কিছু আছে যা আমি তোমাকে দিতে পারি। লক্ষ্য করুন, তারা নিশ্চয়ই দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন, যারা কখনো দান করার ক্ষেত্রে নারাজ হন না; যাদের কাছে স্বর্ণ কি রৌপ্য দান করার জন্য নেই, তাদের প্রত্যেকেরই হাত পা এবং চিন্তা করা মত মন আছে, এবং এর দ্বারা নিশ্চয়ই তারা কোন না কোন সময় একজন অন্ধ, পঙ্গু এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারেন, আর তারা যদি এই ধরনের কাজও না করেন, তাহলে বুঝতে হবে তারা যদি কখনো স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের অধিকারী হন, তখনও তারা দরিদ্রদেরকে দান করবেন না। যেহেতু তারা দান গ্রহণ করেছে, সেহেতু সকলে তার যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ করুক। আসুন এখন আমরা দেখি, কি করে এই আশ্চর্য কাজটি সংঘটিত হল। [১] খ্রীষ্ট তাঁর বাক্য প্রেরণ করেছিলেন এবং তাকে সুস্থ করেছিলেন (গীতসংহিতা ১০৭:২০); কারণ খ্রীষ্টের বাক্যের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র সুস্থতা লাভ করা যায়; খ্রীষ্টের কাছ থেকে যে সুস্থতা দানের অনুগ্রহ পাওয়া যায়, তার কাছে পৌঁছুতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই বাক্যের বাহনে চড়তে হবে। খ্রীষ্ট তাঁর নিজের কথা বলে সুস্থতা দান করেছেন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা ও তাঁরই নাম ব্যবহার করে সুস্থতা দান করেছেন। পিতর একজন পঙ্গু মানুষকে বললেন, উঠে দাঁড়াও এবং হেঁটে বেড়াও, যা তাঁকে দোষী করে তুলবে যদি তিনি তাঁর এই আদেশে নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ না করেন: "আমি তাঁর কাছ থেকে আদেশ পেয়ে এই কথা বলছি এবং তাঁর শক্তি ও ক্ষমতায় এই সুস্থতা দানের কাজ সাধিত হবে এবং এর সকল মহিমা ও গৌরব তাঁকেই আখ্যায়িত করবে।" তিনি যীশু খ্রীষ্টকে নাসরতীয় বলে সম্বোধন করেছেন, যা ছিল ব্যঙ্গ সূচক একটি নাম, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে তাঁকে যত অপমান এবং অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ করা হয়েছে তার সবই এখন তাঁকে স্বর্গে গৌরব ও মহিমা হিসেবে ফেরত দেওয়া হচ্ছে। "তাঁকে তুমি যে কোন নামে ডাকতে পার। চাইলে তুমি তাঁকে ব্যঙ্গ করে নাসরতীয় যীশু নামেও ডাকতে পার, তুমি দেখবে সেই নামেও আশ্চর্য কাজ সাধিত হচ্ছে; কারণ যেহেতু তিনি নিজেকে নত নম্র করেছেন, সে কারণে তিনি অতি উচ্চে উন্নীত হয়েছেন।" তিনি এই পঙ্গু লোকটিকে উঠে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে আদেশ দিলেন, যা এটা প্রমাণ করে না যে, তার নিজের সেই ক্ষমতা ছিল উঠে দাঁড়ানোর এবং হাঁটার জন্য। কিন্তু সে যদি উঠে দাঁড়াতে

চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে যেহেতু সে তা করতে অক্ষম, তাই সে একটি স্বর্গীয় ক্ষমতার উপরে নির্ভর করবে, যা তাকে উঠে দাঁড়াতে শক্তি যোগাবে। সে উঠে দাঁড়াবে এবং হাঁটবে, যার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হবে যে, তাকে সেই কাজ করার জন্য শক্তি প্রদান করা হয়েছে আর এই কারণে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব মহিমা প্রকাশ করতে হবে। এভাবেই আমাদের আত্মায় সুস্থতার কাজ করা হয়, যা আত্মিকভাবে হয়ে থাকে। [২] পিতর তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন (পদ ৭): তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাকে ধরলেন এবং যে নাম উচ্চারণ করে তিনি তাকে উঠে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে বলেছিলেন, সেই একই নামের শক্তিতে তিনি তাকে ধরে টেনে তুললেন। এমন নয় যে, এতে করে তার সুস্থতা দানের কাজে কিছুটা সাহায্য হয়েছিল, বরং এটি ছিল একটি চিহ্ন, এর দ্বারা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছিল যে, সে যে সাহায্য গ্রহণ করবে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে, যদি সে মনে করে যে, তাকে সত্যিই ডাকা হয়েছে। যখন ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে উঠে দাঁড়াতে আদেশ দেন এবং তাঁর আদেশ অনুসারে পথ চলতে আদেশ দেন, তখন আমাদের উচিত হবে সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র তাঁর পথ অনুসারে চলা। যদি আমরা এই বাক্যে বিশ্বাস করি এবং এর শক্তির অধীনে আমাদের আত্মা সমর্পণ করি, তাহলে তিনি তাঁর আত্মা প্রেরণ করবেন আমাদের হাত ধরতে এবং টেনে তুলতে। যদি তিনি আমাদেরকে আমরা যা পারি তা করতে নির্দেশ দেন, সেক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে তা করতে সক্ষম করে তুলবেন যা করতে আমরা সক্ষম নই; আর এই প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন স্বভাব বিশিষ্ট হতে পারব, আর এই অনুগ্রহ বৃথা যাবে না; এটি এখানে ছিল না: তার পা এবং গোঁড়ালি উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ফিরে পেল, যা করা সম্ভব ছিল না যদি সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা না করতো। সে তার অংশ পালন করেছিল এবং পিতর তাঁর অংশ পালন করেছিলেন এবং তথাপি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু হয়েছে। তিনি যা কিছু করেছেন তা হল, তিনি তার ভেতরে উঠে দাঁড়ানোর মত শক্তি যুগিয়েছেন। যেভাবে রুটি ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে তা প্রচুর রুটিতে ভাগ করা হয়েছিল এবং জলকে আঙ্গুর রসে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, সেভাবেই তাঁর শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই খঞ্জ লোকটির পায়ে শক্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এবং তা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল।

ঙ. এখানে আমরা দেখতে পাই এই সুস্থতা দানের ফলে খঞ্জ লোকটির প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, তা আমরা সবচেয়ে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারব যদি আমরা তার আত্মার স্থানে নিজেদের আত্মাকে স্থাপন করে চিন্তা করি।

১. সে লাফ দিয়ে উঠলো, নিজের পা এবং গোঁড়ালিতে এতটা শক্তি ফিরে পেল যে, সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো না, ভয়ে এবং কম্পমান হয়ে, যেভাবে দুর্বল মানুষেরা শক্তি ফিরে পেলে ধীরে ধীরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়; বরং সে এমনভাবে শুরু করলো, যেন সে মাত্র ঘুম থেকে উঠে সতেজ ও সজীব হয়ে উঠেছে এবং সে তার সমস্ত অক্ষমতা ও অবসাদ কাটিয়ে উঠেছে এবং সে তার নিজের শক্তির উপরে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ না করেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। এই শক্তি তার দেহের অভ্যন্তরে সহসা প্রবেশ করেছিল এবং

সঙ্গে সঙ্গেই সে তা প্রদর্শন করেছিল। সে এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো, যেন সে তার এই বিছানা কিংবা খড়ের আসন ত্যাগ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি, যেখানে সে তার পুরো জীবনটা শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে এসেছে।

২. সে দাঁড়ালো এবং হাঁটলো। সে দাঁড়ানোর পরে হেলে পড়ে নি কিংবা কাঁপতে থাকে নি, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সে কোন লাঠির সাহায্য ছাড়াই হেঁটে চলে বেড়ালো। সে শক্তি সহকারে পা ফেললো এবং ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে বেড়াতে লাগল; আর এতে করে সে যে সুস্থ হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল এবং এটা যে আসলেই সুস্থতা দানের কাজ ছিল তা প্রমাণিত হল। লক্ষ্য করুন, যাদের উপরে স্বর্গীয় শক্তি কাজ করার প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়, তারা অবশ্যই যা কিছু ঘটছে তার সাক্ষ্য প্রমাণ দেখাতে পারবে। ঈশ্বর কি আমাদের ভেতরে শক্তি প্রবাহিত করেন নি? আমরা যেন তাঁর সামনে দাঁড়াই এবং তাঁর উপাসনায় রত হই; আমরা যেন সকল প্রকার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে গিয়ে হেঁটে চলে ফিরে তাঁর মহিমা প্রকাশ করি। আমরা সকলে যেন তাঁর প্রতি সম্মানের কারণে উঠে দাঁড়াই এবং তাঁর সাথে আনন্দে হাঁটি এবং আমরা যেন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া এবং অর্জন করা সমস্ত শক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

৩. সে পিতর এবং যোহনকে ধরে ছিল, পদ ১১। আমাদের এ কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই যে, কেন সে তাঁদেরকে ধরে ছিল। আমি বিশ্বাস করি যে, সে নিজেও তখন জানতো না কেন সে তাঁদেরকে ধরে ছিল, তবে সম্ভবত এটি ছিল আনন্দের একটি বহিঃপ্রকাশ, যার মাধ্যমে যে তার এক বড় উপকার করলো তাকে সে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল এবং এতে করে তার আচরণের মধ্যে কিছুটা অভদ্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। সে তাঁদেরকে সামনে যেতে দিল না বরং সে তাঁদেরকে তার সাথে থাকার জন্য বাধ্য করতে লাগল, যখন সে সকলের কাছে এ কথা বলছিল যে, ঈশ্বর তার জন্য তার জীবনে কী করেছেন। এভাবেই সে তাঁদের প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ করল। সে তাঁদেরকে ধরে ছিল এবং তাঁদেরকে যেতে দিচ্ছিল না। অনেকে মনে করেন, সম্ভবত সে এই ভয়ে তাঁদেরকে যেতে দিচ্ছিল না যে, পাছে সে তাঁদেরকে হারিয়ে ফেলে এবং তার পঙ্গুত্ব আবার ফিরে আসে। যাদেরকে প্রভু সুস্থ করেছেন, তারা তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে ভালবাসে, যাদের মধ্য দিয়ে তারা সুস্থ হয়েছে এবং তারা তাদের কাছ থেকে আরও কোন সাহায্য পেতে আগ্রহী হয়।

৪. সে তাঁদের সাথে করে মন্দিরে প্রবেশ করল। তাঁদের প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ ও ভালবাসা তাঁদেরকে সেখান থেকে চলে যাওয়া থেকে বিরত রাখল; কিন্তু এতে করে তাঁরা মন্দিরের বাইরে যেতে পারলেন না, যেখানে গিয়ে তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। আমাদের কখনোই এই ভেবে কষ্ট পাওয়ার প্রয়োজন নেই, যখন আমাদের কোন বন্ধু আমাদের প্রতি ভালবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শনের কারণে আমাদের দায়িত্ব পালনের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি তাঁরা তার সাথে অবস্থান না করতেন, তাহলে সে নিশ্চয়ই তাঁদের সাথে যেত এবং যেহেতু তাঁরা আসলে উপাসনালয়ের ভেতরেই যাচ্ছিলেন, অন্য দিকে যেহেতু এই লোকটি মন্দিরের তার জীবনের এতগুলো বছর কাটিয়েছে, তাই এখানে

খ্রীষ্টের হাতে সুস্থ হওয়া সেই পঙ্গু লোকটির মত অবস্থা হয়েছিল, যে মন্দিরে গিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল এবং তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল, তবে এই লোকটি মূলত এই দুই জন প্রেরিতকে ধরে রেখেছিল, কারণ সে সেই যীশু খ্রীষ্টের নাম আরও বেশি করে শুনতে চাচ্ছিল, যাঁর নামে সে সুস্থ হয়েছিল। যারা যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা অনুভব করে তারা তাঁর সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে এবং তাঁকে চিনতে আগ্রহী হয়।

৫. সে সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছিল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর আমাদেরকে মানসিক এবং শারীরিক উভয়ভাবে যে শক্তি দিয়েছেন, আমাদের উচিত হবে তা দিয়ে যথাযথভাবে তাঁর গৌরব প্রশংসা করা। যারা তাঁর নামে সুস্থ হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই তাঁর নাম এবং শক্তির মহিমা করতে করতে চলতে হবে এবং উপরে ও নিচে আসা যাওয়া করতে হবে, সখরিয় ১০:১২। এই লোকটি যখন থেকে লাফ দিতে পারল তখন থেকেই সে ঈশ্বরের প্রতি আনন্দে লাফ দিতে লাগল এবং তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। এখানে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা দেখতে পাই (যিশাইয় ৩৫:৬): তখন খঞ্জ লোকেরা হরিণের মত লাফ দেবে। এখন এই লোকটি মাত্র সুস্থ হয়ে তার অন্তরের আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। সকল সত্যিকার পরিবর্তিত মানুষ চলতে চলতে ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করে; কিন্তু সম্ভবত যুবকদের মধ্যে যাদের পরিবর্তন হয় তারা তাদের প্রশংসার সময় আরও বেশি করে লাফ ঝাঁপ করে।

ঘ. এই আশ্চর্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যে সমস্ত লোক ছিল তারা এই ঘটনার ফলে কীভাবে প্রভাবিত ও চমৎকৃত হল সে বিষয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছে।

১. তারা এই আশ্চর্য কাজের সত্যতায় সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হল এবং তারা কোন ভাবেই এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলল না। তারা তাকে চিনতে পারলো যে, এই সেই ব্যক্তি, যে মন্দিরের সুন্দর দ্বারে বসে ভিক্ষা করতো, পদ ১০। সে সেখানে এত দিন যাবৎ বসে রয়েছে যে, সকলেই তাকে চেনে; আর এই কারণেই তাকে দয়া প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখন তারা আর এ নিয়ে কোন সন্দেহ করলো না যে, সে আসলে সেই একই মানুষ কি না, যেমনটা ফরীশীরা করেছিল, যখন খ্রীষ্ট সেই অন্ধ লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন, যোহন ৯:৯, ১৮। তারা এখন তাকে হেঁটে চলে বেড়াতে দেখছে এবং ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে দেখছে (পদ ৯) এবং সম্ভবত তারা তার মনের পরিবর্তনও লক্ষ্য করেছিল। কারণ সে এখন উচ্চস্বরে ঈশ্বরের প্রশংসা করছে, যেখানে সে আগে উচ্চস্বরে ভিক্ষা চাইত। সে যে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়েছে এর প্রমাণ হচ্ছে, সে মন প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করছে। দয়ার কাছ তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন তা পবিত্রতা অর্জন করে।

২. তারা এই ঘটনায় বিস্মিত হল: তার প্রতি যা ঘটেছিল, তাতে লোকেরা অতিশয় চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হল (পদ ১০); তারা অতিশয় চমৎকৃত হল, পদ ১১। তারা খুবই আনন্দিত হয়েছিল। সম্ভবত পঙ্গু লোকটিকে সুস্থ করার কারণে সেখানে উপস্থিত লোকদের মধ্যেও পবিত্র আত্মা কাজ করছিল, এই কারণে অন্ততপক্ষে যিরূশালেমের সেই লোকেরা এই একই

ধরনের আশ্চর্য কাজ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত ও চমৎকৃত হয়েছিল, যা খ্রীষ্ট এর আগে করেছিলেন; আর এর দ্বারা আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল।

৩. তারা সকলে যোহন এবং পিতরের কাছে জড়ো হল: আর সে পিতরকে ও যোহনকে ধরে থাকাতে লোক সকল অতিশয় চমৎকৃত হয়ে তাঁদের কাছে শলোমনের নামে যে বারাণ্ডা ছিল, সেখানে দৌড়ে আসল। অনেকে শুধুমাত্র সেই সব মানুষকে দেখে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে এসেছিল, যারা এই পঙ্গু লোকটিকে সুস্থ করেছেন; অন্যেরা তাঁদের কাছ থেকে কোন প্রচার শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিল, তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, তাঁদের শিক্ষা নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে আগত হবে, নইলে তাঁরা এমন স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারতেন না। তারা তাঁদেরকে শলোমনের বারান্দায় নিয়ে গেল, এটি অযিহূদীদের প্রাঙ্গনের একটি অংশ, যেখানে শলোমন মন্দিরের বহির্ভাগ নির্মাণ করেছিলেন; কিংবা এটি কোন ধরনের চত্বর বা প্রাঙ্গন যা হেরোদ কোন ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছিলেন যা শলোমন এর আগে শুধুমাত্র বারান্দা হিসেবে তৈরি করে রেখেছিলেন। হেরোদ তাঁর নিজের নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্য, দ্বিতীয় শলোমন হওয়ার জন্য হয়তো পূর্ববর্তী নির্মাণ শৈলীর উপরে এই আরেকটি স্থপত্য নির্মাণ করেছিলেন। লোকেরা এখানে এসে এই মহান স্থাপত্য শৈলী দেখে মুগ্ধ হতো।

প্রেরিত ৩:১২-২৬ পদ

আমরা এখানে সেই প্রচার সম্পর্কে জানতে পারি, যা পিতর খঞ্জ লোকটিকে সুস্থ করার পর লোকদের কাছে দান করেছিলেন, যখন তিনি লোকদের ভিড় দেখলেন।

১. যখন তিনি লোকদেরকে একত্রিত হতে দেখলেন তখন তিনি তাদের মাঝে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করার একটি সুবর্ণ সুযোগ পেলেন, কারণ বিশেষ করে মন্দিরের এই অংশটি আলাপ আলোচনার জন্য খুবই ভাল ছিল, আর সেখানেই ছিল সেই শলোমনের বারান্দা। তারা আসুক এবং শলোমনের চেয়েও জ্ঞানপূর্ণ প্রচার শুনুক, কারণ দেখ, শলোমনের চেয়ে মহান একজন এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন।

২. যখন তিনি মানুষকে এই আশ্চর্য কাজের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখলেন এবং যখন তিনি তাদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি সুসমাচারের বীজ সেই ভূমিতে বপন করলেন এবং তা তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হল।

৩. যখন তিনি দেখলেন যে লোকেরা তাঁকে এবং যোহনকে সম্মান প্রদান করছে এবং প্রশংসা করছে, তখন তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন তাৎক্ষণিকভাবে এবং তাদের কাছ থেকে সম্মান আদায়ের জন্য যা করা প্রয়োজন তা করলেন, যাতে করে সেই সম্মান শুধুমাত্র খ্রীষ্টের প্রতি নির্দেশিত হয়; এই কারণে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যেমনটা লূস্ত্রায় পৌল এবং বার্ণবা করেছিলেন। দেখুন প্রেরিত ১৪:১৪, ১৫। এই প্রচার শিক্ষায় আমরা দেখি:

ক. তিনি নম্রতার সাথে এ কথা স্বীকার করলেন যে, এই আশ্চর্য কাজ তাঁদের ক্ষমতায় ঘটে নি, যারা কি না শুধুমাত্র খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী, কিংবা তাঁদের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট নিজে এই আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁরা যে মতবাদ ও শিক্ষা প্রচার করেছেন তা তাঁদের নিজেদের উদ্ভাবন নয়, কিংবা এর কৃতিত্বের দাবীদারও তাঁরা নন, বরং এই শিক্ষা ও মতবাদের মলিক যিনি, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব প্রাপ্য। তিনি লোকদেরকে এই নামে সম্বোধন করলেন, হে ইস্রায়েল লোকেরা। তারা হচ্ছে সেই জাতি, যাদেরকে শুধুমাত্র আইন এবং ওয়াদাই প্রদান করা হয় নি, বরং সেই সাথে সুসমাচার এবং এর প্রয়োগও দেওয়া হয়েছে এবং তারা এর আত্মপ্রকাশের খুব কাছাকাছি সময়ে অবস্থান করছে। দু'টি বিষয়ে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন:-

১. কেন তারা এই আশ্চর্য কাজের এতটা অবাক হল: এই ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য জ্ঞান করছো? এই আশ্চর্য কাজ সত্যিই বিস্ময়কর ছিল এবং তারা যে এতে বিস্মিত হয়েছিল এতে অবাক হওয়ার আসলে তেমন কিছু নেই, কিন্তু খ্রীষ্ট বহুবার যে ধরনের আশ্চর্য কাজ করেছেন তার চাইতে এই কাজটি খুব যে বিস্ময়কর ছিল তা নয়, অথচ তারা এর আগে খ্রীষ্টের এই ধরনের আশ্চর্য কাজের কারণে প্রভাবিত হয় নি এমন কি বিস্মিতও হয় নি। লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার মাত্র কয়েক দিন পরেই খ্রীষ্ট সেই অন্ধ লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন; এবং কেন তাহলে তাদের কাছে এটি অবাক হওয়ার মত বিষয় বলে মনে হল? লক্ষ্য করুন, বোকা লোকেরা এখন যে বিষয়টি বিস্ময়কর বলে মনে করছে, সেটি নিশ্চয়ই তাদের কাছে পরিচিত বলেই মনে হতো এবং তারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ভুলের কারণে এই বিষয়টি আগে গ্রহণ করতে পারে নি। খ্রীষ্ট মাত্র কিছু দিন আগেই নিজেকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন; কেন তারা তখন এই ঘটনায় বিস্মিত ও চমৎকৃত হয় নি? কেন তারা তখন এই ঘটনায় বিস্মত হয় নি ও প্রভাবিত হয় নি?

২. কেন তারা তাঁদেরকে দেখে এতটা বিস্মিত ও আশ্চর্য হল, কেন তারা তাঁদেরকে এই কাজের জন্য এতটা প্রশংসা করলো, যেখানে তাঁরা শুধুমাত্রই এই আশ্চর্য কাজের মাধ্যম স্বরূপ: আমরাই যে নিজের শক্তি বা ভক্তিগুণে একে চলবার শক্তি দিয়েছি, এই কথা মনে করে কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ?

(১) এটি একেবারেই সুনিশ্চিত যে, তাঁরা এই লোকটির হেঁটে চলে বেড়াবার শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে এটি বোঝা গিয়েছিল যে, প্রেরিতদেরকে শুধু যে ঈশ্বরের নিকট হতে প্রেরণ করা হয়েছে তাই নয়, বরং সেই সাথে তাঁদেরকে এই পৃথিবীর জন্য আশীর্বাদ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, মানুষের প্রতি সফলতা দানকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁদেরকে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হয়েছে যেন তাঁরা অসুস্থকে সুস্থ করেন এবং ভগ্ন আত্মাকে আরোগ্য দান করেন, যারা আত্মিকভাবে পঙ্গু এবং অক্ষম, যাতে করে তাঁরা ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতে পারেন এবং আনন্দ করতে পারেন।

(২) তথাপি তাঁরা এর কোন কিছুই তাঁদের নিজেদের ক্ষমতায় বা পবিত্রতার শক্তিতে করেন নি। এটি তাঁদের নিজেদের কোন শক্তি দ্বারা সাধিত হয় নি। চিকিৎসা শাস্ত্রে বা

শল্যচিকিৎসায় তাঁদের কোন দক্ষতা নেই, অথবা এই পৃথিবীর কোন গুণ তাঁরা অর্জন করতে পারেন নি, কিন্তু যে ক্ষমতায় তাঁরা এই সকল অবিশ্বাস্য কাজ করেছেন তার সবই তাঁরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে পেয়েছেন। এই সকল কাজ মোটেও তাঁদের নিজেদের মেধা ও দক্ষতায় করা হয় নি। খ্রীষ্ট তাঁদের এই সকল কাজ করার জন্য যে ক্ষমতা দান করেছিলেন তা করার জন্য তাঁরা কোন আকাঙ্ক্ষা করেন নি, এটি তাঁদের পবিত্রতার কারণে প্রদান করা হয় নি; কারণ যেহেতু তাঁরা দুর্বল মানুষ ছিলেন, তাই নিশ্চয়ই তাঁদের কাজও হবে দুর্বল ও মূর্খের মত। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এই সকল শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে, আর তিনি তাঁদেরকে এই কারণেই তাঁর শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। পিতর ছিলেন একজন পাপী মানুষ, আর যিহূদার ভেতরে কী ধরনের পবিত্রতা ছিল? তথাপি সে খ্রীষ্টের নামে নানা আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিল। তাঁদের মধ্যে যে পবিত্রতা দেখা গিয়েছিল তা তাঁদের ভেতরে রোপণ করা হয়েছিল এবং তাঁরা তা তাঁদের নিজেদের যোগ্যতায় অর্জন করেন নি।

(৩) এটি ছিল লোকদের ভুল যে, তারা অন্যায্যভাবে তাঁদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের ক্ষমতা ও গৌরবের প্রশংসা করছিল। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে মাধ্যম, তাদেরকে যদিও আমাদের অবশ্যই সম্মান করা উচিত, কিন্তু তাকেই আমাদের আরাধনা করা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে যে তাঁরা শুধুমাত্র একেকটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করছেন, যাদের নির্মাতা ঈশ্বর স্বয়ং।

(৪) এটি ছিল যোহন এবং পিতরের প্রশংসার বিষয় যে, তাঁরা এই আশ্চর্য কাজের সম্মান নিজেরা নিতে চান নি, বরং তাঁরা সতর্কতার সাথে এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টকে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের প্রতি যে সমস্ত ব্যক্তি উপকারী, তাঁদেরকে সাধারণত খুবই নম্র দেখা যায়। আমাদের উপরে নয়, হে প্রভু, আমাদের প্রতি নয়, বরং তোমার নামের গৌরব মহিমা হোক। প্রতিটি মুকুট অবশ্যই খ্রীষ্টের পায়ের কাছে অর্পণ করতে হবে; আমি নই, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার সাথে আছে।

খ. তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্টের ব্যাপারে প্রচার করলেন; এটাই ছিল তাঁর কাজ, যাতে করে তিনি লোকদেরকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতায় আনতে পারেন।

১. তিনি খ্রীষ্টের কথা প্রচার করলেন, যিনি পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা প্রকৃত খ্রীষ্ট (পদ ১৩); কারণ:-

(১) তিনি হচ্ছেন যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; যদিও তারা এর আগে খ্রীষ্টকে ধর্মদ্রোহী বলে রায় দিয়েছিল, কারণ তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছিলেন, তথাপি পিতর তা নিজে ঘোষণা করলেন: তিনিই ঈশ্বরের পুত্র, যীশু; তিনিই তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র, যীশু, পরিত্রাণকর্তা।

(২) ঈশ্বর তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন, তিনি তাঁকে একজন রাজা হিসেবে উন্নীত করেছেন। সেই সাথে তিনি তাঁকে তাঁর মণ্ডলীর একজন পুরোহিত এবং একজন ভাববাদী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি তাঁকে তাঁর জীবন এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন,

সেই সাথে তিনি তাঁর পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়েও গৌরবান্বিত হয়েছেন।

(৩) তিনি তাঁকে আমাদের সকল পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর হিসেবে মহিমান্বিত করেছেন, যাঁকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন (কারণ তাঁরা ছিলেন সমগ্র ইস্রায়েলের মধ্যে মহান এবং ধার্মিক ব্যক্তি), অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাক ও যাকোবের ঈশ্বর। ঈশ্বর তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে করে তিনি সেই সকল পূর্বপুরুষদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে পারেন এবং সেই প্রতিজ্ঞাসমূহ পূর্ণ করতে পারেন যে, তাঁদের বংশধরের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর জাতিসমূহ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে এবং তিনি তাঁদের সাথে এই চুক্তি স্থাপন করলেন যে, ঈশ্বর তাঁদের কাছে একজন ঈশ্বর হবেন এবং তাঁদের বংশধর হবেন। প্রেরিতেরা পূর্বপুরুষদেরকে তাঁদের পিতা বলে সম্বোধন করতেন এবং সেই পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতেন, যাদের কাছ থেকে যিহূদী জাতির উৎপত্তি হয়েছে। তারা এটি প্রকাশ করতে চাইতেন যে, যিহূদী জাতির প্রতি তাদের কোন ধরনের মন্দ ইচ্ছা নেই (তাদের অবশ্যই তাদের প্রতি ঈর্ষার চোখে তাকানো উচিত ছিল), কিন্তু তাঁর এই বিষয়টির প্রতি চিন্তা ছিল এবং তিনি এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, আর তাই তিনি তাদের প্রতি মঙ্গল ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাঁরা যে সুসমাচার প্রচার করতেন তা ছিল তাঁদের অন্তরের প্রকাশ এবং অব্রাহামের ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেখুন প্রেরিত ২৬:৭, ২২; লূক ১:৭২, ৭৩।

২. তিনি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে এবং সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য দায়ী করলেন, যেমনটা তিনি এর আগেও করেছেন।

(১) "তোমরা তাঁকে তোমাদের মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনদের হাতে তুলে দিয়েছ, যারা এই জাতির প্রতিনিধি; এবং তোমরা সাধারণ মানুষেরা তাদের প্ররোচণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছ তাঁর বিরুদ্ধে আক্রোশ দেখানোর জন্য, যেন তিনি মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।"

(২) "তোমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছ এবং তোমরা তাঁকে অস্বীকার করেছ। তোমরা তাঁকে তোমাদের রাজা বলে স্বীকার কর নি, তোমরা তাঁকে খ্রীষ্ট বলে গ্রহণ কর নি, কারণ তিনি বাহ্যিক জাঁকজমক সহকারে আবির্ভূত হন নি; তোমরা তাঁকে পীলাতের সামনে অস্বীকার করেছ, তোমরা তোমাদের মণ্ডলীর সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছ, কারণ তোমরা রোমীয় সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে, যারা তোমাদের এই পরিণতি দেখে হাসছে; পিলাতের সাক্ষাতে তোমরা তাঁকে অস্বীকার করেছিলে" (এমনটাই বলেছেন ড. হ্যামন্ড), "কারণ তোমরা তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করেছ" (পীলাত যীশুকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লোকেরাই তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁর উপরে তাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার জন্য চাপ দিয়ে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছিল)। "তোমরা ছিলে পীলাতের চেয়েও খারাপ, কারণ তিনি খ্রীষ্টকে ছেড়ে দিতেই চেয়েছিলেন, যদিও তোমরা তাঁর বিচার মেনে নিতে। তোমরা সেই পবিত্র ও ধর্মময় ব্যক্তিকে অস্বীকার করেছিলে, যিনি নিজেকে তেমন একজন মানুষ হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এবং নির্যাতনকারীদের শত ভ্রূকুটি এবং

ক্রোধও তাকে মিথ্যে প্রমাণ করতে পারে নি।” প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্রতা এবং ন্যায় বিচার, যা তাঁর নিষ্কলুষতার চাইতে আরও বেশি কিছু, যার কারণে তাদের পাপ আরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল, যারা তাঁকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

(৩) “তোমরা একজন খুনীর মুক্তি চেয়েছিলে এবং খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে চেয়েছিলে; বারাব্বাস যদি তোমাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের চাইতেও বেশি আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এটাই তাঁর উপরে সবচেয়ে বড় অপমান এবং কলঙ্কের বোঝা যা তোমরা লেপন করেছ।”

(৪) “তোমরা জীবনের রাজাকে হত্যা করেছ।” এই উক্তির ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন: “তোমরা একজন খুনীকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে, যে কি না জীবন ধ্বংস করে; অথচ তোমরা পরিত্রাণকর্তাকে হত্যা করলে, যিনি জীবনের রচয়িতা। তোমরা তাঁকেই হত্যা করলে যাকে তোমাদের কাছে তোমাদের জীবনের রাজা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, আর তোমরা সেই রাজাকে শুধু দূরেই ঠেলে দেও নি, সেই সাথে তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি আগত দয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ। তোমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের মত কাজ করেছ, কারণ তোমরা এমন একজনের জীবন নিয়ে নিয়েছ, যিনি তোমাদেরকে জীবন দিতে এসেছিলেন। তোমরা মূর্খের মত একটি কাজ করে চিন্তা করছো যে, তোমরা জীবনের রাজাকে জয় করেছ, যিনি নিজেই জীবন এবং তিনি শীঘ্রই যে জীবন ত্যাগ করেছেন তা আবার স্বমূর্তিতে ধারণ করবেন।

৩. তিনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সত্যতা নিশ্চিত করলেন, যা তিনি এর আগেও করেছেন, প্রেরিত ১১:৩২। “তোমরা ভেবেছ জীবনের রাজার কাছ থেকে তাঁর জীবন তোমরা কেড়ে নিয়েছ, যেভাবে অন্য আর যে কোন রাজাকে তাঁর সম্মান এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়, কিন্তু তোমরা মস্ত ভুল করেছ, কারণ ঈশ্বর নিজে তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন; তাই তাঁকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ এবং পরাজিত হয়েছ। ঈশ্বর নিজে তাঁকে মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত করেছেন, আর তাই তিনি এখন তাঁর চাহিদা পুনর্মূল্যায়ন করছেন এবং তিনি তাঁর শিক্ষাকে নিশ্চিত প্রমাণ করছেন এবং তাঁর সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার লজ্জা ধুঁয়ে মুছে ফেলছেন এবং আমরা সকলে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী।”

৪. তিনি এই পঙ্গু লোকটির সুস্থতার উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে খ্রীষ্টের ক্ষমতার কথা ঘোষণা করলেন (পদ ১৬): তাঁর নাম, তাঁর নামে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে, যে পথ তিনি নিজেই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, এই লোকটি সুস্থ হয়েছে এবং তার সমস্ত শক্তি ফিরে পেয়েছে। তিনি আবারও এর পুনরাবৃত্তি করলেন, “তাঁর নামে বিশ্বাস করার ফলে এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখছো ও জান, তাঁরই নাম একে বলবান করেছে; তাঁরই দত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে একে সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়েছে।” এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) তিনি তাদের নিজেদের কাছে এই আশ্চর্য কাজের সত্যতা সম্পর্কে আবেদন রাখলেন;

যে লোকটিকে সুস্থ করা হয়েছে তাকে তোমরা সকলে দেখেছ এবং তাকে তোমরা সকলেই চেনো এবং জানো।” সে পিতর এবং যোহনের পূর্ব পরিচিত ছিল না, তাই এখানে এই ঘটনা নিয়ে সন্দেহ করার মত কিছুই ছিল না। “তোমরা তাকে শৈশব থেকে পঙ্গু অবস্থায় দেখে আসছো। এই আশ্চর্য কাজটি প্রকাশ্যে করা হল, তোমাদের সকলের সাক্ষাতে; কোন কোণায় গিয়ে নয়, বরং মন্দিরে দরজার সামনে। তোমরা দেখেছ কোন্ প্রক্রিয়ায় এই আশ্চর্য কাজটি সাধন করা হয়েছে, সে কারণে এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তোমাদের অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘটনা তদন্ত করার স্বাধীনতা ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। সুস্থতা প্রদানের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে; তা যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়েছে; তোমরা লোকটিকে হাঁটতে এবং লাফ দিতে দেখেছ, যেমনটা কোন মানুষের ভেতরে দুর্বলতা বা বেদনার চিহ্ন না থাকলে করা সম্ভব।”

(২) তিনি তাদেরকে সেই ক্ষমতার কথা জানালেন যার দ্বারা এই আশ্চর্য কাজটি সাধিত হয়েছিল। [১] এই কাজটি সাধিত হয়েছিল খ্রীষ্টের নামে, তা কোন জাদু মন্ত্র বা ডাকিনী তন্ত্রের মত করে উচ্চারণ করা হয় নি, বরং শিক্ষক এবং অধ্যাপকেরা যেভাবে উচ্চারণ করেন সেভাবেই তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে যথাযথ নির্দেশনা এবং আদেশ পেয়ে তবেই এই নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। তিনি আমাদের যে নির্দেশনা এবং ক্ষমতা দেন, তা পেয়ে তবেই আমরা এই নামের ক্ষমতার সুফল লাভ করতে পারি। এই নামের অবস্থান সকল নামের উপরে। তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিয়ে এই নামের কৃতিত্ব সাধিত হয়। রাজার নামে আদেশ জারি হলেও একজন অধঃস্তন কর্মচারী তা কার্যকারী করে। [২] খ্রীষ্টের ক্ষমতা অর্জিত হয় তাঁর নামে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে, তাঁর উপরে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে, তাঁর উপরে নির্ভর করার মধ্য দিয়ে, তাঁর উপরে বিশ্বাস করার প্রমাণ দেখানোর মধ্য দিয়ে এবং তাঁর কাছ থেকে কোন কিছুর বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করার মধ্য দিয়ে, এমন কি যে বিশ্বাস ***di autou***– তাঁর কাছ থেকে আসে, যা তাঁর কাজ, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই; এটি আমাদের নয়, এটি খ্রীষ্টের দান; আর তাঁরই জন্য এই দান, যেন তিনি এতে গৌরবান্বিত হন; কারণ তিনিই আমাদের বিশ্বাসের রচয়িতা এবং পূর্ণতা দানকারী। ড. লাইটফুট বলেছেন যে, বিশ্বাসকে এই পদে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ প্রেরিতগণ এই আশ্চর্য কাজটি করতে গিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন এবং পঙ্গু লোকটি তা গ্রহণ করতে গিয়ে বিশ্বাস করেছিল; কিন্তু আমি মনে করি এই বিশ্বাস দ্বারা মূলত প্রথম বিশ্বাসের কথাই প্রধানত উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বিশ্বাস দ্বারা এই আশ্চর্য কাজটি সাধন করেছিলেন, তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে সেই কাজ করার জন্য ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, আর সেই কারণে সকল মহিমা ও গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। এই আশ্চর্য কাজের সত্য এবং ন্যায় সঙ্গত বিবরণের দ্বারা পিতর একই সাথে সুসমাচারের এই মহান দু’টি সত্য নিশ্চিত করেছেন, যা তাঁদের সকল স্থানে প্রচার ও ঘোষণা করার কথা, আর তা হচ্ছে– যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন সকল ক্ষমতা এবং গৌরবের ঝর্ণাধারা এবং একমাত্র মহান সুস্থতা দানকারী এবং মহান পরিত্রাণকর্তা– এবং তিনি এ কথা আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন যেন আমরা সুসমাচার গ্রহণ করে এর মহান বিশ্বাসের দায়িত্ব পালন করি এবং সুফল লাভ করি। এটি হচ্ছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহান পরিত্রাণের সুসমাচারের রহস্য। তাঁর নামে আমরা

পবিত্র হই, তাঁর নামে আমরা ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন হই, এমনই মহান তাঁর নাম, আমাদের ধার্মিকতার প্রভু। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে তাঁর নামে ধার্মিক বলে গণ্য হই, যখন আমরা তাঁর উপরে বিশ্বাস করি এবং আমাদের জীবনে এই বিশ্বাসের প্রয়োগ ঘটাই। এভাবেই পিতর যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন বরের বিশ্বস্ত সহচরের মত করে, যাঁর সেবা এবং সম্মানই তাঁর একমাত্র কাম্য ও আগ্রহের বিষয়।

গ. তিনি তাদেরকে এই আশা করতে উৎসাহ প্রদান করলেন যে, যদিও তাদেরকে খ্রীষ্টকে মৃত্যু মুখে পতিত করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তথাপি তারা নিশ্চয়ই করুণা ও দয়া লাভ করতে পারে। তিনি তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানোর এবং বিশ্বাস করানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য হবে তারা যেন হতাশায় পর্যবসিত না হয়। তাদের অপরাধ ছিল অত্যন্ত গুরুতর, কিন্তু:-

১. তিনি তাদের এই অপরাধকে তাদের অজ্ঞতার ফল হিসেবে উল্লেখ করে তা প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত তিনি তাঁরা শ্রোতাদেরকে দেখে অবাক হয়েছিলেন, যারা মহা আতঙ্কে স্থবির হয়ে গিয়েছিল যখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তারা তাদের মহান রাজাকে হত্যা করেছে এবং তারা ভয়ে আতঙ্কে জলে ডুবে যাওয়ার বা আকাশে উড়ে যাওয়ার মত পাগলামির ভাব প্রকাশ করছিল। সে সময় তিনি তাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করে তাদের এই ভীতিকে প্রশমিত করার কথা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে সেই নামে ডাকতেই পারেন, যেহেতু তিনি তাদের সমগোত্রীয় এবং একই জাতির মানুষ। তিনিও এক সময় এই ধরনের অজ্ঞানতা এবং পাপের অন্ধকারে ডুবে ছিলেন। তবে এখন তিনি পুরোপুরিভাবে পবিত্র ও ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। তিনি সেই পবিত্র জনকে এবং ন্যায়বানকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তিনি দিব্যি কেটে এ কথা বলেছিলেন যে, তিনি তাঁকে চেনেন না; তিনি মহা বিস্ময়ের সাথে এই কাজ করেছিলেন, "এবং তোমাদের অংশের কথা জিজ্ঞেস করলে বলব, আমি জানি তোমরা তোমাদের অজ্ঞতার কারণে এই কাজ করেছ, তোমাদের শাসকেরা তোমাদের যা বলেছে তোমরা তাই করেছ," পদ ১৭। এটাই ছিল পিতরের দয়ার্দ্র ভাষা এবং তিনি আমাদেরকে তাদের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করার বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন, যাদের প্রতি আমরা ভাল কিছু করতে চাই। পিতর এই ক্ষতের একদম গভীর পর্যন্ত খোঁজ করেছেন এবং এখন তিনি তা সুস্থ করে তোলার জন্য কাজ শুরু করেছেন, যার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে তাদের চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা, এর চেয়ে বেশি কার্যকর পন্থা আর কী হতে পারে? এর মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন, তিনি তাঁর প্রভুর ক্রুশবিদ্ধকারীদের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তাদের পক্ষে আবেদন করলেন, কারণ তারা কী করেছে তা তারা জানে না। আর শাসকদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে যে, তারা যদি জানতো তাহলে তারা কখনোই মহান গৌরবের ও মহিমার প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করতো না। দেখুন ১ করিন্থীয় ২:৮। সম্ভবত শাসকদের মধ্যে কয়েক জন এবং কিছু সংখ্যক মানুষ এই মহান আলো এবং তাদের নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এই কাজ করেছিল; কিন্তু সাধারণ জনগণ এই কাজ করেছিল গড্ডালিকা

প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং তাদের অজ্ঞতার কারণে; যেভাবে পৌল আগে মণ্ডলীর প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করতেন, অজ্ঞানতা এবং বিশ্বাস হীনতার কারণে, ১ তীমথিয় ১:১৩। ২. তিনি এই অপরাধের প্রভাবকে প্রশমিত করলেন: জীবনের রাজার মৃত্যু– এই কথাটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শোনায়, কিন্তু এই কথাটিই পবিত্র শাস্ত্রে লেখা রয়েছে (পদ ১৮), যার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাদের পাপের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয় নি বটে, বরং তাঁর দুঃখ ও যন্ত্রণা তুলে ধরা হয়েছে; তাই তিনি নিজে এই কথা বলেছেন: এমনটাই লেখা আছে এবং এই কারণেই খ্রীষ্ট এমন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তোমরা অজ্ঞানতা বশত এই কাজ করেছ– এই কথাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: "তোমরা পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই তা জানো না; ঈশ্বর তোমাদের হাত দ্বারা সেই কথা পূর্ণ করেছেন, ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়ে যেসব কথা সমস্ত ভাববাদীর মুখ দ্বারা পূর্বে জ্ঞাত করেছিলেন; এটিই ছিল তোমাদের কাছে তাঁকে উপস্থাপন করার জন্য তাঁর পরিক-ল্পনা। কিন্তু তোমাদের নিজস্ব দর্শন ও মত ছিল এবং তোমরা সকলে মিলে এই পরিক-ল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেছ। তোমরা যা মুখেও বল নি এবং তোমাদের অন্তরও তা চিন্তা করে নি। ঈশ্বর সেই সময় তাঁর পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তোমাদের বিকৃত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করছিলে।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টকে যে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে, এই বিষয়টি শুধু যে ঈশ্বরের স্বর্গীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হয়েছিল তা-ই নয়, সেই সাথে তা বহু যুগ আগে ভাববাদীদের মুখে এবং কলমে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ঘোষিত হয়ে আসছে, যাতে করে তাঁর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের অবসান হয়। আর তিনি ছিলেন ঈশ্বর নিজেই, যিনি তাদেরকে এটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারা দেখতে পাবে যে, ঈশ্বর যে বাক্য রচনা করেছেন তা অতি উত্তম। তিনি যা দেখিয়েছেন তা তিনি পরিপূর্ণ করেছেন, তিনি যা দেখিয়েছেন তেমনটা করেই তিনি পরিপূর্ণ করেছেন, সঠিক সময়ে এবং সঠিক প্রক্রিয়ায়, এর কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। এখন, যদিও শুধুমাত্র তাদেরকে তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টকে তারা ঘৃণা ও নির্যাতন করেছে তা নয়, যদিও তা অত্যন্ত পাপপূর্ণ কাজ ছিল, তথাপি এটি ছিল তাদেরকে অনুশোচনা করার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং তাদের এই আশা দান করা যে, তারা যদি অনুতাপ করে মন পরিবর্তন করে তাহলে তারা ক্ষমা লাভ করবে; শুধুমাত্র যে সাধারণভাবে এর দ্বারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে এর মাধ্যমে বিশেষ করে এই শিক্ষা ও মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন সকলের পাপের ভার মোচন করার জন্য এবং মানুষের জন্য এক বিশেষ দয়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেন তারা আশা ধারণ করার জন্য সাহস ও উৎসাহ পায়। এভাবেই সেই ঘটনার সাথে এই বিষয়টিকে মেলানো যায়, যেখানে যোষেফ তাঁর ভাইদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন, যখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে এমন অপরাধ করেছিলেন যা ছিল ক্ষমার অযোগ্য: ভয় কোরো না, তিনি বললেন, তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন, আদিপুস্তক ৫০:১৫, ২০।

ঘ. তিনি তাদের সকলকে খ্রীষ্টের কাছে ফেরার জন্য আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিলেন যে, এই কাজের জন্য তাদের সুফল হবে অভাবনীয়; তা তাদের জন্য

চিরস্থায়ী সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। এটিই হচ্ছে তার প্রচার শিক্ষার মূল কথা।

১. তিনি তাদেরকে বলছেন কোন্ বিষয়টি তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে।

(১) তাদেরকে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টই হচ্ছেন সেই প্রতিজ্ঞাত বংশধর, যে বংশধরের কথা ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, পদ ২৫। এর মধ্য দিয়ে অব্রাহামের কাছে করা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (আদিপুস্তক ১২:৩), যে প্রতিজ্ঞা অনেক আগে করা হয়েছিল তা এখন পরিপূর্ণ করা হচ্ছে, এখন তা অবশেষে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যিনি অব্রাহামের বংশধর, মাংসিক সম্পর্ক অনুসারে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সকল বংশ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে এবং গৌরবান্বিত হবে; আর শুধুমাত্র ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ নয়, বরং সেই সাথে পৃথিবীর সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী ও বংশ তাঁর মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ লাভ করবে এবং সুফল লাভ করবে।

(২) তাদেরকে অবশ্যই এই কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন একজন ভাববাদী, তিনি এমন এক ভাববাদী, যার বিষয়ে মোশির মত তাঁর ভাইদের কাছে উপস্থাপন করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, পদ ২২। এখানে সেই প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বি. বি. ১৮:৮। খ্রীষ্ট হলেন একজন ভাববাদী, কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলছেন; তাঁরই মধ্য দিয়ে সকল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ কেন্দ্রীভূত হয় এবং তাঁর হাত ধরেই তা আমাদের কাছে এসে উপস্থাপিত হবে; তিনি ভাববাদী হিসেবে মোশির সমকক্ষ বা তাঁর চাইতেও মহান, তিনি স্বর্গের সবচেয়ে প্রিয় পাত্র; তিনি স্বর্গীয় পরিষদের সাথে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ এবং পরিচিত এবং তিনি এর সাথে সবচেয়ে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে এসেছেন এ যাবৎ কালে অন্য যে কোন ভাববাদীর চেয়ে । তিনি তাঁর লোকদেরকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন এবং তাদেরকে প্রান্তরে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গেছেন, মোশির মত। তিনি ছিলেন একজন রাজা এবং একজন আইন প্রণেতা, মোশির মত; তিনি ছিলেন প্রকৃত আবাস-তাঁবুর নির্মাতা, যেভাবে মোশি ছিলেন একজন প্রতীকী আবাস-তাঁবু নির্মাতা। মোশি একজন বিশ্বস্ত দাস ছিলেন, যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন একজন বিশ্বস্ত পুত্র। মোশি ইস্রায়েল জাতির জন্য বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, ফরৌণের কাছে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তথাপি ঈশ্বর তাঁকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে উচ্চপদে আসীন করেছেন। মোশি ছিলেন নম্রতা এবং ধৈর্য্যের এক প্রতিমূর্তি, আর খ্রীষ্টও ছিলেন তাই। মোশি ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, খ্রীষ্টও তাই। মোশির মত ভাববাদী আর কেউ ছিলেন না (গণনা ১২:৬, ৭; দ্বি. বি. ৩৪:১০), কিন্তু মোশির চেয়ে মহান একজন আছেন আর তিনি হচ্ছেন খ্রীষ্ট। তিনি এমন একজন ভাববাদী যাঁকে ঈশ্বর সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন, কারণ তিনি নিজ যোগ্যতায় এই সম্মান লাভ করেন নি, বরং ঈশ্বর নিজে এই সম্মান তাকে দান করেছেন। তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে প্রথম স্থানে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি তাদের সকলের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে এই মহান দায়িত্বে আসীন হয়েছিলেন। তারা এই স্বর্গীয় অনুগ্রহ গ্রহণ করার প্রথম আহ্বান লাভ করেছিল আর সেই কারণে তাদের মধ্য থেকে তাঁকে উত্থিত করা হয়েছিল এবং এই মহা সম্মান প্রদান করা

হয়েছিল। আর এভাবেই যীশু খ্রীষ্টের আগমন ঘটেছিল, তিনি রক্ত মাংসে আবির্ভূত হয়ে তাদের মধ্যে এসেছিলেন এবং এ কারণে তাদেরকে মহা সম্মান প্রদান করা হয়েছিল। এতে করে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যেন তারা তাঁকে গ্রহণ করে। যে কেউ এ কথা মনে করতে পারে যে, যদি তিনি নিজের মত করে আসতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাকে গ্রহণ করতো। পুরাতন নিয়মের মণ্ডলী বহু ভাববাদী দ্বারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ভাববাদীদের শিক্ষালয় ছিল এবং তাঁদের মধ্যে বহু যুগের ভাববাদীদের রাজত্বকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল (যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাববাদী শমূয়েল এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে যারা ভাববাদী ছিলেন, পদ ২৪, কারণ শমূয়েলের সময় থেকেই মূলত ভাববাদীদের শাসনামলের সময়সীমা শুরু হয়। কিন্তু ঈশ্বরের এই দাসদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করা হয়। সবশেষে ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ জন।

(৩) তাদেরকে অবশ্যই এই কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয় (পদ ১৯) এবং ঈশ্বর অনেক দিন পূর্বে নিজের পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দ্বারা যে কালের বিষয়ে বলেছেন, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের সেই কাল উপস্থিত হয়, তত দিন পর্যন্ত নিশ্চয়ই তাঁকে স্বর্গে থাকতে হবে, পদ ২১। একটি ভবিষ্যৎ পর্যায় রয়েছে, এই জীবনের পর আরেকটি জীবন রয়েছে; সেই সময় এমন মুহূর্ত উপস্থিত হবে যখন আমরা প্রভুর উপস্থিতির সামনে এসে দাঁড়াব, সেই সময় আমরা তাঁর মহান উপস্থিতি দেখতে পাব, সে সময় তিনি আসবেন এবং কালের শেষ সময় উপস্থিত হবে। প্রভুর অনুপস্থিতির ফলে পাপীরা নিরাপদ বোধ করবে এবং সাধুগণের দুর্দশা বেড়ে যাবে। কিন্তু যখন তাঁর উপস্থিতি বিরাজ করবে, সে সময় তাদের মধ্যে এক মহা নীরবতা বিরাজ করবে। দেখ, বিচারক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রভুর উপস্থিতির ফলে আমরা যে সমস্ত বিষয়ের সাথে পরিচিত হব তা হচ্ছে:

[১] সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপন (পদ ২১): নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবী, যা হবে সমস্ত বিষয়ের পুনর্বিন্যাসের ফল (প্রকাশিত বাক্য ২১:১), সমস্ত সৃষ্টি জগতের পুনর্জাগরণ, যার দ্বারা মানুষের সমস্ত পাপের কালিমা ঢেকে ফেলা হবে এবং জগতকে নিষ্কলুষিত করা হবে। অনেকে মনে করে থাকেন যে, এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে শেষ কালের কথা বা সময়ের একটি নির্দিষ্ট পক্ষের কথা; কিন্তু এটি হচ্ছে মূলত সমস্ত কিছুর বিনাশ বা সমাপ্তি, যার কথ ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের মুখ দিয়ে সেই সৃষ্টির পর থেকেই বলে আসছেন। কারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী শুরু হয়েছিল হনোকের সময় থেকে, যিনি আদমের পর ১৭তম পুরুষ, তিনি এই বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (বিচারকর্তৃকগণ ১৪ অধ্যায়) এবং তিনি স্বর্গীয় বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বলেছিলেন, যার সম্পর্কে অন্যান্য ভাববাদীরাও প্রতীকী দৃষ্টান্ত দিয়ে নানা কথা বলেছেন এবং একে তাঁরা অভিহিত করেছেন অনন্তকালীন বিচার নামে। এই বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে এবং সরলভাবে প্রকাশ করা হয়েছে নতুন নিয়মে যা এর আগে কখনোই এতটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয় নি এবং যারা যারা এই সুসমাচার গ্রহণ করবে, তাদের সকলেরই এর থেকে আশা ও আকাঙ্ক্ষা করার রয়েছে।

[২] এর সাথে আসবে সেই পাপ মুছে ফেলার সময় (পদ ১৯), যার মধ্য দিয়ে প্রভুর

লোকদের জন্য সান্ত্বনা প্রদান করা হবে, তা তাদের জন্য কাজ করবে যেন এক শীতল ছায়া হিসেবে, যারা দিনের সকল বোঝা এবং উত্তাপে অতিষ্ট হয়ে উঠবে। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই বিশ্রামের প্রয়োজন হবে, যারা ঈশ্বরের অবশিষ্ট জাতি হিসেবে পরিগণিত হবে এই বর্তমান অবস্থার সমস্ত দুঃখ কষ্ট পাড়ি দেওয়ার পর এবং এই দিকে দৃষ্টি রেখে যারা বর্তমান দুঃখ কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখবে, তারাই তাদের পাপের মোচন ঘটাতে পারবে। সেই সময় তারা প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াতে পারবে এবং প্রভু নিজে তাদের সমস্ত পাপ মোচন করে দেবেন চিরকালের জন্য।

২. তিনি তাদেরকে এই কথা বলছেন, তাদের কোন কাজটি অবশ্যই করতে হবে।

(১) তাদেরকে অবশ্যই অনুশোচনা করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের কথা চিন্তা করতে হবে যে, তারা কী ধরনের অপরাধ সংঘটিত করেছে, আর এ কারণে তাদেরকে অবশ্যই অনুশোচনা করতে হবে এবং তাদেরকে এখনই তা শুরু করতে হবে। পিতর, যিনি নিজে যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং তিনি জানেন কী করে তারাও পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

(২) তাদেরকে অবশ্যই পরিবর্তিত হতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং এত দিন তারা যে মন্দ পথে হাঁটছিল সেখান থেকে ফিরে এসে আলোর পানে হাঁটতে হবে; তাদেরকে অবশ্যই সেই প্রভুর কাছে ফিরে আসতে হবে, যাঁর কাছ থেকে তারা এক সময় বিদ্রোহ করে দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করাই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে তাদেরকে অবশ্যই সেখান থেকে পরিবর্তিত হয়ে ফিরে আসতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই সেই কাজ আবারও না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। তাদেরকে শুধু যে যিহূদী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্মে পরিবর্তিত হতে হবে তাই নয়, বরং সেই সাথে তাদেরকে অবশ্যই পার্থিব, মাংসিক এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ মন পরিবর্তন করে এর অধীনতা এবং এর ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়ে আসতে হবে, কারণ তাদের গ্রহণ করতে হবে পবিত্র, স্বর্গীয় এবং ঈশ্বরীয় নীতি এবং আদর্শ।

(৩) তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের বাণী শুনতে হবে, যিনি তাদের মহান ভাববাদী: "তিনি তোমাদেরকে যা কিছু বলবেন তা তোমাদেরকে শুনতে হবে। তাঁর সকল আদেশ শুনতে হবে, তাঁর মতবাদ তোমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে, তাঁর শিক্ষা আত্মস্থ করতে হবে, তাঁর শাসনের অধীনে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে। তোমরা অবশ্যই স্বর্গীয় বিশ্বাস নিয়ে তাঁর কথা শুনবে, যেখানে মানুষ ভাববাদীদের কথা শোনে, যারা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পেয়ে তোমাদের কাছে কথা বলেন। তাঁরই কথা তোমরা শুনবে এবং তাঁরই কাছে তোমরা তোমাদের বিশ্বাস এবং অধীনতার জন্য দায়বদ্ধ হবে। যেহেতু তোমাদেরকে বলার জন্য তাঁর মুখ রয়েছে, সেহেতু সেই কথা শোনার জন্য অবশ্যই তোমাদের কান সজাগ রাখতে হবে। তিনি তোমাদেরকে যা কিছুই বলুন না কেন, তা যদি তোমাদের রক্ত মাংসের জন্য অপ্রীতিকর হয়, তবুও তোমাদেরকে তা অবশ্যই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে এবং তাঁর আদেশকে স্বাগত জানাতে হবে।" "বলুন, প্রভু, আপনার দাস শুনছে।" এখানে একটি

দারুণ যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, কেন আমাদের সকলের অবশ্যই খ্রীষ্টের বাণীর প্রতি বাধ্যগত এবং মনযোগী থাকা উচিত; কারণ আমাদের জন্য এটি ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসবে যদি আমরা আমাদের কান তাঁর আহ্বানের বিপরীতে বদ্ধ করে রাখি এবং তাঁর জোয়ালির বিপরীতে আমাদের ঘাড় শক্ত করে রাখি (পদ ২৩): যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনবে এবং তিনি যা বলবেন সে অনুসারে না চলবে, সে প্রজা লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে। তাদের শহর এবং জাতির ধ্বংস ঘটেছিল যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে, তারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মুখে এ সম্পর্কে সাবধানবাণী শুনেছিল; কিন্তু আত্মার বিনাশ, আত্মিক এবং অনন্তকালীন বিনাশ, তা শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে আমাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান ভাববাদীর। যারা এই মহান ভবিষ্যদ্বক্তার বাণী কানে তোলে নি, তারা বিনাশকারীর হাতে ধ্বংস হওয়ার ছাড়া আর কি-ই-বা আশা করতে পারে!

৩. তিনি তাদেরকে এ কথা বললেন যে, তাদের প্রকৃতপক্ষে কী আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

(১) তাদের অবশ্যই নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। এই কথাটি সবসময় সুসমাচার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (পদ ১৯): তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা হয়। এখানে এই কথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে:

[১] পাপের মোচন বলতে তা মুছে ফেলা বোঝানো হয়েছে, যেভাবে সূর্য রশ্মির আলোতে মেঘ কেটে যায় (যিশাইয় ৪৫:২২) যেভাবে দেনা শোধ করার মধ্যে একজন ব্যক্তির দেনাদার অপবাদটি ঘুঁচে যায়। এর দ্বারা আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, যখন ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন তখন তিনি আর পাপীর বিপক্ষে সেই পাপের কথা মনে রাখেন না। সেই পাপের কথা ভুলে যাওয়া হয়, যেভাবে কোন স্মৃতি মুছে ফেলা হয়। একজন পাপীর বিপক্ষে যত তিক্ত কথা লেখা হবে (ইয়োব ১৩:২৬) তার সবই যেন এক টুকরো স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেলা হবে। এর দ্বারা পাপের বাধা ছিন্ন করা হয় এবং বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

[২] আমরা এ কথা আশা করতে পারি না যে, আমরা অনুতাপ না করলেও বা ঈশ্বরের দিকে আমাদের মন না ফেরালেও আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিও ঈশ্বর আমাদের পাপের মোচন করার মূল্য হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তথাপি যেহেতু এই ক্রয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপ মোচন করে দেওয়া হবে, সেহেতু আমাদেরকে অবশ্যই অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে হবে। যদি মন পরিবর্তন না হয়, তাহলে পাপ কোন মতেই মোচন করা হবে না।

[৩] অনুশোচনা করলে যে পাপের ক্ষমা পাওয়ার আশা জাগে, এই আশাই আমাদের অনুশোচনা করানোর অন্যতম একটি শক্তিশালী ধ্রুবক। মন ফিরাও, যেন তোমাদের পাপ মুছে ফেলা যায়। এই অনুশোচনা সুসমাচারের মতবাদের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ, যা খ্রীষ্টের প্রতি

ঈশ্বরের দয়ার প্রকাশ এবং ক্ষমা পাওয়ার আশা থেকে আসে। এটিই সর্ব প্রথম এবং সর্ব প্রধান আবেদন, মন ফিরাও, কারণ স্বর্গীয় রাজ্য হাতের কাছেই এসে গেছে।

[৪] আমাদের পাপের ক্ষমার সবচেয়ে সান্ত্বনাদায়ক ফল আসে যখন আমাদের আমাদের সকল পাপ মুছে দেওয়া হয়। যদি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাহলে আর আমাদের এর চেয়ে বড় আনন্দের বিষয় আর কী আছে? তবে আমাদের সান্ত্বনা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন আমাদের এই পাপের ক্ষমা প্রকাশ্য বিচারালয়ে ঘোষণা করা হবে। এবং স্বর্গদূত ও মানুষের কাছে আমাদের ক্ষমার ন্যায্যতা ঘোষণা করা হবে– আর যাদেরকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করলেন, তাদেরকে মহিমান্বিতও করলেন, রোমীয় ৮:৩০। যেহেতু আমরা এখন সকলে ঈশ্বরের সন্তান (১ যোহন ৩:২), সে কারণে আমাদের সকল পাপ মুছে ফেলা হয়েছে; তবে এর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ফলাফল সেই সময়ের আগ পর্যন্ত প্রকাশ পাবে না, যে সময় পর্যন্ত না তা মুছে ফেলার সময় হয়। এই কষ্টকর এবং যন্ত্রণাময় সময়ে (যখন আমাদের মধ্যে সন্দেহ এবং ভীতি কাজ করবে, সমস্যা এবং বিপদের আশঙ্কা থাকবে) আমরা আমাদের পাপের ক্ষমার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব না এবং সেখানে আমরা সেই সময়ের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হব, যে সময়টিতে আমাদের সমস্ত পাপ মোচন করে ফেলা হবে, যা আমাদের সমস্ত অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে যাবে।

(২) তাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের আগমনের কারণে সান্ত্বনা গ্রহণ করা উচিত (পদ ২০, ২১): "তিনি যীশু খ্রীষ্টকে প্রেরণ করবেন, সেই একই যীশু খ্রীষ্টকে, যিনি নিজে এর আগে তোমাদের মধ্যে প্রচার করেছেন; কারণ তোমাদের কোন মতেই আরেকটি প্রত্যাদেশের এবং আরেকটি সুসমাচার আকাঙ্ক্ষা করার প্রয়োজন নেই, বরং এই সুসমাচারেরই ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে এবং এর পূর্ণতা ঘটবে। তোমাদের নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের মত আরেক জন ভাববাদীর জন্য অপেক্ষা করা উচিত হবে না, যেভাবে মোশি তাঁর নিজের মত আরেক জন ভাববাদীর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন; কারণ যদিও যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের সেই কাল উপস্থিত হয়, তত দিন পর্যন্ত নিশ্চয়ই তাঁকে স্বর্গে থাকতে হবে, তথাপি যদি তোমরা অনুতাপ কর এবং মন পরিবর্তন কর, তাহলে তোমরা আর তাঁর অভাব অনুভব করবে না, কারণ তখন তোমরা তোমাদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি কোন না কোনভাবে অনুভব করবে।"

[১] আমাদের অবশ্যই এই জগতে আমাদের মাঝে খ্রীষ্টের শারীরিক উপস্থিতি কামনা করা উচিত নয়; কারণ সেই স্বর্গ, যা তাঁকে তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে উর্ধ্বে নীত করেছে, সেখানেই তাঁকে শেষ কাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। সেই মহিমান্বিত এবং অনুগ্রহ প্রাপ্ত আসনে তিনি শারীরিক উপস্থিতি সহকারে অবস্থান করবেন এবং তিনি সেখানে শেষ সময় পর্যন্ত অবস্থান করবেন। ড. হ্যামন্ড এর মতে এর অর্থ হচ্ছে, তিনি উর্ধ্বস্থিত স্বর্গে তাঁর সমস্ত গৌরব, মহিমা, প্রশংসা ও পরাক্রম গ্রহণ করবেন; তিনি সেই সময় পর্যন্ত শাসন করবেন যে সময় পর্যন্ত না সকল কিছু তাঁর অধীনস্থ হয়, ১ করিন্থীয় ১৫:২৫; গীতসংহিতা ৭৫:২।

[২] তথাপি এই কথা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, যারা যারা অনুশোচনা করবে এবং মন পরিবর্তন করবে তাদের প্রত্যেকের কাছে প্রেরণ করা হবে (পদ ২০): "তিনি যীশু খ্রীষ্টকে প্রেরণ করবেন, যাঁর কথা তাঁর শিষ্যরা প্রচার করেছিলেন, তাঁর পুনরুত্থানের আগে এবং পরে উভয় সময়ে এবং তারা তাঁর কথা প্রচার করেছেন এবং করবেন এবং তিনিই তদের কাছে সর্বেসর্বা হবেন।" প্রথমত, "তোমাদের মাঝে তাঁর আত্মিক উপস্থিতি থাকবে। যাকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে তাকে অবশ্যই তোমাদেরই কাছে প্রেরণ করা হবে; তোমরা তাঁর প্রেরিত আত্মার কারণে সান্ত্বনা লাভ করবে। তাঁকে তাঁর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হবে, যা হবে তাঁর আবাস-তাঁবু, তাঁর যুদ্ধের রথ।" দ্বিতীয়ত, "তিনি যীশু খ্রীষ্টকে প্রেরণ করবেন যিরূশালেম ধ্বংস করার জন্য এবং অবিশ্বাসী যিহূদী জাতিকে বিনাশ করার জন্য, যারা খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের শত্রু, আর তিনি তাঁর পরিচর্যাকারী, অনুসারী এবং নিজ লোকদেরকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাদেরকে সুসমাচারের কার্যে নিযুক্ত করবেন আর সেই সময়টি হবে তাদের জন্য এক অফুরন্ত আনন্দের এবং বিশ্রামের সময়, যা সকলের জন্যই সমান হবে।" সে সময় মণ্ডলীর বিশ্রামের সময়, এমনটাই বলেছেন ড. হ্যামন্ড। তৃতীয়ত, "খ্রীষ্টকে প্রেরণ করা হবে এই পৃথিবীর বিচার করার জন্য, যা করা হবে শেষ কালে এবং তা তোমাদের জন্য আ-শীর্বাদস্বরূপ হবে। তোমাদেরকে সে সময় আনন্দের সাথে মাথা তুলতে বলা হবে, কারণ তোমরা জানো যে, পরিত্রাণ খুব কাছেই অবস্থান করছে।" সম্ভবত এখানে যে কথা বলা হচ্ছে তা হচ্ছে, সেই সময়ের কথা, যখন স্বর্গে তাকে গ্রহণ করা হবে, পদ ২১। ঈশ্বরের উপস্থিতি অনন্তকালীন, তেমনি তাঁর পূর্বনির্ধারণও সময়ের শুরু থেকেই চলে আসছে, যা শেষ দিনের জন্য একটি হিসাব প্রস্তুত করে রেখেছে, যখন ঈশ্বরের সকল রহস্য প্রকাশ করা হবে এবং তা পূর্ণতা পাবে, কারণ তিনি তা তাঁর দাস এবং ভাববাদীদের কাছে প্রকাশিত করবেন, প্রকাশিত বাক্য ১০:৭। মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুর প্রতিষ্ঠার উপরেই শেষ দিনের সমস্ত ঘটনার ফলাফল ও এর প্রতিক্রিয়া নির্ভর করছে।

৪. তিনি তাদেরকে এ কথা বললেন যে, কীসের উপর ভিত্তি করে তারা এই সমস্ত বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা করবে, যদি তারা খ্রীষ্টের জন্য পরিবর্তিত হয়। যদিও তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তথাপি তাদের এই আশা রয়েছে যে, তিনি তাদের জন্য অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, যেহেতু তারা সকলে ইস্রায়েলীয়। কারণ:

(১) ইস্রায়েলীয় হিসেবে তারা পুরাতন নিয়মে একচেটিয়াভাবে অনুগ্রহ লাভ করেছে; তারা অন্য যে কারও চেয়ে ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় জাতি এবং ঈশ্বর তাদেরকে যতটা অনুগ্রহ দান করেছিলেন যার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে: তোমরা ভাববাদীদের এবং প্রতিজ্ঞার সন্তান। এটি একটি দ্বৈত সুযোগ:

[১] তারা ছিল ভাববাদীদের সন্তান, অর্থাৎ অনুসারী, যেমনটা হয়ে থাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা ভাববাদীদের পুত্র ছিল না, যা আমরা পুরাতন নিয়ম পাঠ করতে গিয়ে অর্থ করে থাকি, শমূয়েল থেকে তাঁর পরবর্তী ভাববাদীদের নাম করতে গিয়ে, যাঁদেরকে ভাববাণীর আত্মা দ্বারা উজ্জীবিত করা হয়েছিল এবং বিশেষভাবে শিক্ষা দান করা হয়েছিল;

কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকেই ভাববাদীদের উত্থান ঘটেছে এবং তোমাদের কাছেই ভাববাদীদের প্রেরণ করা হয়েছে। ইস্রায়েল সম্পর্কে এমন অনুগ্রহ পূর্ণ উক্তি করা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাদের সন্তানদেরকে ভাববাদী হিসেবে বৃদ্ধি দান করবেন, আমোস ২:১১। পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ের লেখকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে পবিত্র শাস্ত্র রচনা করেছিলেন এবং তারা সকলে ছিলেন অব্রাহামের সন্তান; আর এটি ছিল তাদের সুযোগ যে, তারা ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজ দেখার সুযোগ লাভ করেছিল, রোমীয় ৩:২। তাদের সরকার ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে; এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের সকল কার্য প্রণালী বহু বছরের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। দেখুন হোশেয় ১২:১৩। একজন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং একজন ভাববাদীর মধ্য দিয়েই তা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। মণ্ডলীর পরবর্তী যুগে যখন ভাববাদীর মধ্য দিয়ে বাণী আসার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে সময় যারা মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তাদেরকে নিশ্চয়ই ভাববাদীদের সন্তান বলা যায়, কারণ শুনেছেন, কিন্তু তারা ভাববাদীদের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে জানতেন না, তা তারা তাদের মন্দিরে প্রতিদিনই শুনেছেন, প্রেরিত ১৩:২৭। এখন এই বিষয়টি নিশ্চয়ই তাদেরকে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য তরান্বিত করবে এবং তাঁকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য আশায় উদ্দীপিত হবে; কারণ তাদের নিজেদের ভাববাদীরাই এ কথা বলে গেছেন যে, যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে তাদের কাছে এই মহান অনুগ্রহ এসে উপস্থিত হবে (১ পিতর ১:১৩), আর সেই কারণে তাদের অবশ্যই ভাববাদীদেরকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং দূরে সরিয়ে দেওয়াও উচিত নয়। যারা ভাববাদী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা আশীর্বাদ লাভ করেছে (কারণ তাদের সকলের কাছেই পবিত্র শাস্ত্র রয়েছে) তারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে যে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ গ্রহণ করেছে তা যেন কোন মতেই বিফলে না যায়। আমরা এই বিষয়টি বিশেষ করে পরিচর্যাকারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি, যদি তারা তাদের অভিভাকত্বের দাবী নিয়ে কার্যকরীভাবে এই শিক্ষায় তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে এবং তাদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত করে গড়ে তুলতে পারে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই স্বস্তির সাথে ঈশ্বরের গৌরব মহিমা করতে পারবে এবং তারা এটা আশা করতে পারে যে, তাদের সন্তানেরাও ঈশ্বর সেবক হিসেবে কাজ করে যাবে।

[২] এরা হচ্ছে সেই সন্তান, উত্তরসূরী, যাদের ব্যাপারে ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের চুক্তি স্থাপন হয়েছিল, যখন তিনি তার পরিবারে সন্তান এবং উত্তরাধিকারীর বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ঈশ্বরের চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল অব্রাহাম এবং তার সন্তানদের সাথে এবং তারা ছিল সেই সন্তান যাদের সাথে এই চুক্তির নবায়ন করা হয়েছিল এবং এই চুক্তির অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ তাদের উপরে বংশানুক্রমে বিদ্যমান ছিল।" তোমাদের কাছে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা হয়েছিল এবং সেই কারণে যদি তোমরা নিজেদের দয়ার কথা চিন্তা না কর এবং গোঁড়ামি বা একগুঁয়েমির কারণে তোমাদের দরজায় খিল লাগিয়ে না রাখ, তাহলে তোমরা অবশ্যই আশা করতে পার যে, তোমাদের প্রতি মঙ্গল সাধন করা হবে।" এখানে যে প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই চুক্তির প্রধান শর্ত, তোমার বংশের মধ্য

দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি গৌরবান্বিত হবে, যদিও এখানে মূলত খ্রীষ্টের কথা বোঝানো হয়েছে (গালাতীয় ৩:১৬), তথাপি এখানে মণ্ডলীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা হচ্ছে খ্রীষ্টের দেহ, সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, এরাই অব্রাহামের আত্মিক বংশধর। পৃথিবীর সকল জাতি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ লাভ করবে, কারণ মণ্ডলীর মাঝে খ্রীষ্ট রয়েছেন এবং যারা মাংসিক দিক থেকে অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর তারা এই সুযোগ সবচেয়ে ভালভাবে পাবে। যদি পৃথিবীর সকল জাতি খ্রীষ্টের কারণে আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ লাভ করে, তাহলে তার আরও বেশি আপন জন যারা রয়েছে তারা কত না বেশি অনুগ্রহ লাভ করবে!

(২) ইস্রায়েলীয় হিসেবে তাদেরকেই সর্ব প্রথমে নতুন নিয়মের অনুগ্রহ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু তারা ছিল ভাববাদী এবং চুক্তির সন্তান, সেহেতু তাদের কাছেই পরিত্রাণকর্তাকে সর্ব প্রথমে প্রেরণ করা হয়েছিল, যা ছিল তাদের প্রতি এই উৎসাহ প্রদান যে, তারা যেন এই আশা করে যে, তারা অনুশোচনা করলে এবং মন পরিবর্তন করলে তিনি তাঁর সান্ত্বনা তাদের কাছে প্রেরণ করবেন (পদ ২০): তিনি যীশু খ্রীষ্টকে প্রেরণ করবেন, কারণ প্রথমে তোমাদের কাছেই তিনি তাঁকে প্রেরণ করবেন, পদ ২৬। প্রথমে তোমাদের কাছে, যিহূদীদের কাছে, যদিও শুধু তোমাদের কাছে নয়, ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের উত্থান ঘটাবেন, যিনি তাঁকে একজন রাজা এবং একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে স্থাপন করবেন, আর এর নিশ্চয়তা হিসেবে তিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন, তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন যেন তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি তোমাদেরকে আশীর্বাদ করতে পারেন, বিশেষ করে যেন তোমাদের প্রত্যেককে তাঁর ধার্মিকতার দিকে তিনি ফেরাতে পারেন। আর সেই কারণে তোমাদেরকে নিশ্চিত হবে যে, তোমরা তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করছো কি না এবং তাঁর ধার্মিকতার দিকে ফিরছ কি না, আর তোমাদেরকে অবশ্যই তা লাভ করার জন্য আশা করতে হবে।

[১] এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে কখন খ্রীষ্ট তাঁর এই অভিযান শুরু করেছেন: ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে উঠলেন এবং তাঁকে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বর তাঁকে উঠালেন যখন তিনি তাঁকে একজন ভাববাদী হিসেবে স্থাপন করলেন, তিনি নিজে যখন তাঁকে স্বর্গ থেকে কথা বলে স্বীকার করে নিলেন এবং তিনি তাঁকে অপরিমেয়ভাবে তাঁর আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ করলেন এবং এরপরই কেবল তিনি তাঁকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন; কারণ এই লক্ষ্যে তিনি তাঁকে উঠিয়েছিলেন যেন তিনি শান্তির চুক্তি স্থাপনকারী হতে পারেন। তিনি তাঁকে সত্যের সাক্ষী হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তাঁকে হারিয়ে যাওয়া আত্মাদেরকে খুঁজতে এবং তাদের রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তাঁকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন যেন তিনি তাদেরকে জয় করতে পারেন। অনেকে এখানে উঠানো বলতে তাঁর পুনরুত্থানকে মনে করে থাকেন, যা ছিল তাঁর উচ্চীকৃত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এটি ছিল তাঁর দায়িত্বের নতুনীকরণ; এবং যদিও তাঁকে পুনরুত্থিত করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে আমাদের কাছ থেকে আপাত দৃষ্টিতে নিয়ে গেলেন, কিন্ত তথাপি তিনি তাঁকে সুসমাচার এবং পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে আরও উত্তমভাবে প্রেরণ করেছেন।

[২] কাদের কাছে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল: "প্রথমে তোমাদের কাছে। তোমরা

অব্রাহামের বংশধর, তোমরা ভাববাদীদের সন্তান এবং চুক্তির সন্তান, তোমাদের কাছেই সুসমাচারের অনুগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে।" খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত পরিচর্যা কাজ যিহূদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেমনটা ছিল ভাববাদীদের ক্ষেত্রেও। এর পরে তিনি ইস্রায়েলের হারিয়ে যাওয়া মেষ ছাড়া আর কারও কাছে প্রেরিত হন নি এবং তিনি তাঁর শিষ্যদেরও এর চেয়ে বেশি দূর না যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাঁর পুনরুত্থানের পর তিনি নিশ্চয়ই সকল জাতির কাছেই প্রচার করেছিলেন, তবে তাঁদেরকে অবশ্যই যিরূশালেম থেকেই শুরু করতে হতো, লূক ২৪:৪৭। এবং যখন তাঁরা অন্য জাতিগণের কাছে গেলেন, তখন তাঁরা প্রথমে সেখানে যে সমস্ত যিহূদীদের পেয়েছিলেন তাদের কাছে প্রচার করলেন। তারা ছিল প্রথম জাত এবং সেই কারণে তাদের কাছেই প্রথমে সুসমাচার গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখা হল। কিন্তু তারা এই প্রস্তাব তো গ্রহণ করলোই না, উপরন্তু তারা খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে হত্যা করল। আর তাই যখন তিনি পুনরুত্থিত হলেন, তখন তারা প্রথমে তাঁর মৃত্যুর কারণে সুফল লাভের চেষ্টা করেছিল।

[৩] কী উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল: "তাঁকে প্রথমে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে আশীর্বাদ করতে পারেন। এটি ছিল তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তোমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা নয়, যা তোমাদের আসলে প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে আবার এসেছেন, যদি তোমরা সেই ধার্মিকতাকে গ্রহণ করে নাও, যা তোমাদের সামনে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে; কিন্তু যিনি তাঁকে সর্ব প্রথম তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ যদি তোমরা অবজ্ঞা কর এবং প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে তিনি তাঁর মধ্য দিয়ে তোমাদের উপরে অভিশাপ বর্ষণ করবেন," মালাখি ৪:৬। লক্ষ্য করুন, পথমত, এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করা, যাতে তাঁর মধ্য দিয়ে তোমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও, কারণ ধার্মিকতার সূর্য উত্থিত হবেন তাঁর পাখায় সুস্থতা নিয়ে; এবং যখন তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন, সে সময় তিনি তাঁর পেছনে সেই আশীর্বাদ রেখে গিয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের সকলকে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন, কারণ তিনি সে সময় তাঁর সকল শিষ্যকে রেখে প্রস্থান করেছিলেন, আর তাই তিনি তাঁদেরকে অপরিমেয় আশীর্বাদ করেছিলেন, লূক ২৪:৫১। তিনি তাঁর আত্মাকে প্রেরণ করেছিলেন যেন তা মহান অনুগ্রহ হিসেবে আবির্ভূত হয়, আত্মাই সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অনুগ্রহ হিসেবে পরিগণিত হয়, যিশাইয় ৪৪:৩। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে আশীর্বাদ প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরই মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র আমরা তা গ্রহণ করার আশা করতে পারি। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্ট আমাদেরকে যে মহান আশীর্বাদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল আমরা যেন সকল প্রকার অধার্মিকতা থেকে ফিরে আসি, যাতে করে আমরা অন্যান্য সকল অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন হই। সাধারণত আমরা সকলেই পাপের স্বভাব বিশিষ্ট, আর স্বর্গীয় অনুগ্রহের উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে তা থেকে বিচ্যুত করা এবং শুধু তাই নয়, আমরা যেন নিজেরাই এর বিপক্ষে দাঁড়াই, যাতে করে আমরা যেন তা শুধু ভুলে না যাই, বরং সেই সাথে যেন আমরা তা ঘৃণা করি। সুসমাচারে এর ব্যাপারে সরাসরি একটি আবেদন রাখা হয়েছে, তা আমাদেরকে শুধু যে

পরিপূর্ণ করতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেককে অধার্মিকতার দিক থেকে ফিরতে হবে তাই নয়, বরং সেই সাথে আমাদেরকে এই প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে যে, আমরা তা করতে সক্ষম হব। "সেই কারণে তোমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে; অনুতাপ কর এবং মন পরিবর্তন কর, কারণ খ্রীষ্ট তাঁর দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত। তাই তোমরা তোমাদের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে মন ফিরাও এবং তোমাদের নিজ নিজ অনুগ্রহ গ্রহণ কর।"

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ৪

আগের দু'টি অধ্যায়ে আমরা দেখেছি প্রেরিতেরা কত না আশ্চর্য ও মহান কাজ করেছেন। আমি এই ভেবে অবাক হচ্ছি যে, ধর্ম-শিক্ষক, ফরীশী এবং প্রধান পুরোহিরা এই সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, যেহেতু তারা এই সকল ঘটনার বিপক্ষে তেমন কোন কিছুই বলে নি, যেভাবে তারা খ্রীষ্টের প্রতি বিরোধিতা প্রদর্শন করেছিল এবং তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করেছিল। নিশ্চয়ই তারা পবিত্র আত্মার এই কাজ ও পরাক্রম দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু আমি দেখেছি যে, তারা এই সকল পরাক্রমী কাজের ভিড়ে হারিয়ে যায় নি, তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং এখানে আমরা তাদের ও প্রেরিতদের মধ্যকার সংঘাত দেখতে পাই; কারণ সুসমাচারের আত্মপ্রকাশের শুরু থেকেই তা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে আসছে। এখানে দেখুন:

ক. পিতর এবং যোহনকে গ্রেফতার করা হল এবং তাঁদেরকে মহাপুরোহিতের কাছে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করার পর জেলে পুরে দেওয়া হল, পদ ১-৪।

খ. তাঁদেরকে মহান সেনহেড্রিনের একটি কমিটির সামনে বিচারের জন্য আনা হল, পদ ৫-৭।

গ. তাঁর নির্ভীকতার সাথে স্বীকার করলেন যে, তাঁরা কী কী করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রতি নির্যাতনকারীদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করলেন, পদ ৮-১২।

ঘ. তাঁদের বন্দীকারীরা তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় তারা চুপ করে রইল এবং তাঁরা যেন আর যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার না করেন এ কথা বলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ছেড়ে দিলেন, পদ ১৩-২২।

ঙ. তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আবেদন জানালেন যেন তাঁরা ইতোমধ্যে যে অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা ইতোমধ্যে লাভ করেছেন, সেই অনুগ্রহ লাভ করে তাঁরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, পদ ২৩-৩০।

চ. ঈশ্বর তাঁদের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন, বাহ্যিকভাবে এবং আত্মিক দিক থেকে, যা তিনি তাঁদের সাথে তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন, পদ ৩১-৩৩। ছ. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাঁদের হৃদয় একে অপরের সাথে সত্যিকার ও অকৃত্রিম ভালবাসায় গেঁথে তুললেন, দরিদ্রদের প্রতি সেবায় আরও মনযোগী হলেন এবং খ্রীষ্টের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করার জন্য মণ্ডলী ক্রমাগতভাবে বেড়ে উঠতে লাগল এবং বিকশিত হল, পদ ৩৩-৩৭।

প্রেরিত ৪:১-৪ পদ

এখানে আমরা স্বর্গীয় রাজ্যের আগ্রহ সাফল্যের সাথে বহন করতে দেখি এবং তা থামিয়ে দেওয়ার জন্য অন্ধকারের শক্তিকে জোরদার হতে দেখি। খ্রীষ্টের দাসেরা সবসময় যেন সতর্ক থাকেন, কারণ শয়তানের প্রতিনিধি সব সময়ই ভয়ঙ্কর রূপ ধরে এসে হাজির হয়; আর সেই কারণেই যেহেতু শয়তান এবং তার দূতেরা ভয়ঙ্কর, তাই খ্রীষ্টের অনুসারী ও দাসদেরকে হতে হবে নির্ভীক এবং দৃঢ়চেতা।

ক. এই দুই প্রেরিত, পিতর এবং যোহন তাঁদের কাজ চালিয়ে গেলেন এবং তাঁদের পরিশ্রম বৃথা গেল না। পবিত্র আত্মা সুসমাচারের পরিচর্যাকারীদেরকে তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য সমর্থ করেছিল এবং লোকেরাও তাতে সাড়া দিচ্ছিল।

১. প্রচারকেরা সততার সাথে খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রচার করছিলেন: তাঁরা লোকদের কাছে কথা বললেন, যারা শুনতে পায় তাদের সকলের কাছে, পদ ১। তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন তা তাদের সকলকে সচেতন করেছিল এবং তারা প্রকাশ্যে এবং মুক্তভাবে এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। তাঁরা লোকদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, তাদের কাছে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতে লাগলেন, যারা বিশ্বাস করে নি তাদের কাছে শিক্ষা দিতে লাগলেন, যাতে করে তারা সান্ত্বনা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন। খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মতবাদটি:

(১) যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল। এর প্রমাণ তাঁরা প্রদর্শন করেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তিনিই ছিলেন প্রধান সেই ব্যক্তি, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, প্রেরিত ২৬:২৩। তাঁরা সেই সমস্ত কাজের সাক্ষ্য হিসেবে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মতবাদ প্রচার করছিলেন, যে সমস্ত প্রচার এবং প্রচারের কাজ তাঁরা চালাচ্ছিলেন। কিংবা–

(২) তাঁর মধ্য দিয়ে সকল বিশ্বাসীদের কাছে এই বিষয়টির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল। মৃতদের পুনরুত্থানের মধ্যে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আর তা হচ্ছে, সকলের ভবিষ্যৎ সুখ এবং আনন্দের অবস্থান। এই বিষয়টি তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রচার করেছিলেন, যা তাঁর মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায় (ফিলিপীয় ৩:১০,১১) এবং কেবলই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব। তাঁরা রাষ্ট্র বা সরকার নিয়ে কোন ধরনের আলোচনা করেন নি এবং শিক্ষা দেন নি, কিন্তু তারা তাঁদের কাজের উদ্দেশ্য বজায় রেখেছেন। তাঁরা লোকদের কাছে স্বর্গকে তাদের গন্তব্য এবং খ্রীষ্টকে তাদের পথ হিসেবে প্রকাশ করে প্রচার করেছেন। দেখুন প্রেরিত ১৭:১৮।

২. শ্রোতারা আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করলো (পদ ৪): যারা এ কথা শুনছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করলো; সকলে নয়– সম্ভবত বেশির ভাগ মানুষই নয়, তথাপি অনেকে,

যাদের সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ হাজার, আমরা আগে যে তিন হাজার মানুষের কথা শুনেছি তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ। দেখুন, কীভাবে সুসমাচারে ভিত্তি স্থাপিত হতে লাগল এবং এটি ছিল পবিত্র আত্মার অবতরণের প্রভাব। যদিও প্রচারকেরা নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তথাপি ক্রমেই সারা পৃথিবী জুড়ে তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল; কারণ কোন কোন সময় মণ্ডলীর কষ্ট ভোগের সময় হচ্ছে তার বেড়ে ওঠার ও বৃদ্ধি পাওয়ার সময়: মণ্ডলীর শৈশবের অবস্থাও তেমনি ছিল।

গ. প্রধান পুরোহিরা এবং তাদের দল তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো এবং তাঁদেরকে থামানোর জন্য যা কিছু করা যায় তা তারা করল; তারা তাঁদের হাত কিছু সময়ের জন্য থামিয়ে রেখেছিল, কিন্তু তাদের মন এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কারা প্রেরিতদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তারা ছিল পুরোহিত; আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, প্রথমত তারা সব সময়ই খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের শত্রু ছিল। তারা তাদের নিজেদের পুরোহিতত্বের জন্য প্রচণ্ড গর্ব করতো, যেমনটা করতেন সম্রাট তার রাজত্বের জন্য এবং সে কারণে এখন তারা তাদের এই বিপক্ষকে সরিয়ে দেওয়ার চিন্তা করলো, কারণ খ্রীষ্ট একজন পুরোহিতের মত করে প্রচার করেছিলেন, যেমন তিনি একজন ভাববাদী হিসেবেও প্রচার করেছেন। তাদর সাথে যোগ দিয়েছিল মন্দিরের পরিচালক, যে ছিল সম্ভ বত একজন রোমীয় কর্মকর্তা, এন্টোনিয়া শহরে যে সৈন্য শিবির ছিল তার শাসক, আর তাই সে ছিল মন্দিরের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা। আর তাই এখনও এখানে যিহূদী ও অযিহূদীদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টের বিপক্ষে ছিল। সদ্দূকীরাও খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপরে রাগান্বিত ও ঈর্ষান্বিত ছিল, যারা আত্মার সত্তা এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা অস্বীকার করতো। "যে কেউ এ কথা ভেবে অবাক হবেন যে," (মি. বাক্সটার বলেছেন) "কী কারণে সদ্দূকীরা এত বেশি পরিমাণে নির্দয় ও বর্বর হয়ে গিয়েছিল যার জন্য তারা এ ধরনের দমনকারী এবং নির্যাতনকারী হয়ে গিয়েছিল। যদি কোন জীবন সামনে না-ই থাকে, তাহলে অন্য মানুষদের আশা তাদের কী এমন ক্ষতি করবে? কিন্তু অতৃপ্ত আত্মা সব কিছুতেই বিরোধিতার দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। এই সময়ের একজন অন্ধ মানুষের রয়েছে কঠিন হৃদয় এবং নির্দয় হাত।"

২. কীভাবে তারা প্রেরিতদের প্রচারের সময় এসে দাঁড়িয়েছিল: তারা অতিশয় বিরক্ত হয়েছিল, কারণ তাঁরা লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন এবং যীশুর মধ্য দিয়ে মৃতদের আব-ার পুনরুত্থিত হয়ে উঠবার বিষয় প্রচার করছিলেন। তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল, কারণ সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছিল (তা প্রকাশ্যে এবং জোরদারভাবে প্রচার করা হচ্ছিল) এবং মানুষ তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা চিন্তা করেছিল, তারা যেহেতু খ্রীষ্টকে এমন নির্মমভাবে এবং অবমাননার সাথে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে, সেহেতু খ্রীষ্টের শিষ্য ও অনুসারীরা নিশ্চয়ই আর কখনোই খ্রীষ্টকে স্বীকার করবে না এবং তাঁরা তাঁর কারণে লজ্জিত হবে, আর লোকেরাও নিশ্চয়ই তার সুসমাচার ও শিক্ষা আর ভালভাবে গ্রহণ করবে না; কিন্তু এখন তারা ক্রোধান্বিত হল, যখন তারা দেখতে পেল যে, তাদেরকে হতাশ হতে হয়েছে, কারণ সুসমাচার তার ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছে, যেখানে তাদের তা হারিয়ে ফেলার কথা ছিল। দুষ্টেরা তা দেখবে এবং রাগান্বিত হবে, গীতসংহিতা ১১২:১০। তারা

সেই বিষয়ের জন্য অসন্তুষ্ট হয়েছিল যাতে তাদের আনন্দ করা উচিত ছিল। তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, যাদের কাছে খ্রীষ্টের রাজ্যের মহিমা দুঃখের বিষয়; কারণ খ্রীষ্টের রাজ্যের মহিমা যখন চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে, তাদের দুঃখও তখন চিরস্থায়ী হবে। তারা এই কারণে বিরক্ত হয়েছিল যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান নিয়ে প্রচার করছিলেন। সদ্দূকীরা এই জন্য অসন্তুষ্ট হয়েছিল কারণ মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের কথা প্রচার করা হচ্ছিল; কারণ তারা এই শিক্ষার বিরোধিতা করতো এবং তারা ভবিষ্যদ্বাণী বা ভবিষ্যতের কথা শুনতে পারতো না, অথচ সেখানে এই সমস্ত কথার স্বপক্ষে প্রমাণও দাখিল করা হচ্ছিল। প্রধান পুরোহিরা এই কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের শিক্ষা প্রচার করা হচ্ছিল, এই কাজের জন্য তো তাদের গৌরব ও সম্মান প্রাপ্য রয়েছে; এবং যদিও তারা সদ্দূকীদের বিরুদ্ধে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মতবাদটি শিক্ষা দিতেন, তথাপি তারা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে এই মতবাদ ও শিক্ষা প্রচারিত হোক তা চাইছিলেন না।

৩. তারা প্রেরিতদের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নিল (পদ ৩): তারা তাঁদেরকে ধরল, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের দাসেরা এবং কর্মচারীরা এই আদেশ পালন করেছিল। তারা তাঁদেরকে যথাযথ কর্মকর্তার অধীনে আটকে রাখল, তারা পর দিন পর্যন্ত তাঁদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখল। তারা এখন তাদের বিচার করতে পারবে না, কারণ সেই সময় দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর তাই তাদেরকে পর দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। দেখুন, কীভাবে ঈশ্বরের তাঁর লোকদের ক্রমাগতভাবে কষ্ট ভোগ করার জন্য সামর্থ্য দান করে থাকেন এবং ছোট ছোট পরীক্ষা থেকে তাঁদেরকে বড় পরীক্ষার সামনে উপস্থিত করেন; এখন তাঁরা শুধুমাত্র সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে আছেন, কিন্তু কয়েক দিন পর তাঁরা রক্তের দ্বারা মূল্য দেবেন।

প্রেরিত ৪:৫-১৪ পদ

আমরা এখানে মন্ত্রণা সভার বিচারকদের সামনে পিতর এবং যোহনের বিচার সম্পন্ন হতে দেখব। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই, তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করছিলেন এবং তাঁর নামে আশ্চর্য কাজ করছিলেন। এই বিষয়টিকে তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে তাঁদেরকে বিচারে আনা হয়েছে, যেখানে তাঁরা ঈশ্বর এবং মানুষের জন্য সর্বোত্তম যে সেবার কাজ করা যায় সেটাই করছিলেন।

ক. একটি আদালত স্থাপন করা হল। সেটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী আদলত, যা আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে শুধুমাত্র এই বিচারটির জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

১. কোন সময়ে আদালতটি বসেছিল (পদ ৫): পর দিবসে; রাতে নয়, দিনে; যেভাবে খ্রীষ্টকে তাদের সামনে বিচারে হাজির করা হয়েছিল এর আগে সেভাবে নয়। তাই এতে আমাদের মনে হতে পারে যে, তারা শিষ্যদের এই বিচার নিয়ে ততটা উত্তেজিত হয় নি, যতটা উত্তেজিত তারা হয়েছিল খ্রীষ্টের বিচারের ক্ষেত্রে। এটা খুবই ভাল যদি তাদের মন

কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হতে শুরু করে থাকে। কিন্তু পরবর্তী সকালের জন্য এই বিচার কাজ স্থগিত করে রাখল, এর বেশি নয়; কারণ তারা তাঁদের দমন করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল আর তাই তারা এর চেয়ে বেশি সময় নষ্ট করতে চাইছিল না।

২. কোন স্থানে এই বিচার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল: যিরূশালেম নগরে (পদ ৬)। এটাই সেই স্থান যেখানে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হবে বলে জানিয়েছিলেন, যেভাবে তিনি নিজে এখানে নির্যাতান ভোগ করেছেন। এখানে আমাদের মনে হতে পারে যে, যিরূশালেম নগরের পাপ ও অনাচার আরও অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে গেল, যেখানে তারা এই শহরকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন, অবশ্য যখন তারা প্রথম এখানে এসেছিলেন, তখন আরও অনেক কম মানুষ তাঁদের কথায় কান দিয়েছিল। কীভাবেই না একটি বিশ্বস্ত শহর বেশ্যা হয়ে উঠল! দেখুন, মথি ২৩:৩৭। খ্রীষ্ট যিরূশালেমের বাইরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার ভবিষ্যৎ দুর্দশা দেখতে পেয়েছিলেন এবং এ কারণে তিনি কেঁদেছিলেন।

৩. আদালতের বিচারকেরা: (১) তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য: তারা ছিলেন শাসক, প্রাচীনবর্গ এবং ধর্ম-শিক্ষকগণ, পদ ৫। ধর্ম-শিক্ষকরা ছিল জ্ঞানী মানুষ, যারা প্রেরিতদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার জন্য এসেছিল এবং তারা আশা করছিল যে, তারা খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে তর্কে হারিয়ে দেবে। শাসক এবং প্রাচীনবর্গ ছিলেন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। যদি শিষ্যরা তাঁদের প্রতি করা প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে না পারেন, তাহলে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন, কারণ তারা তখন তাঁদেরকে দমন করার জন্য কোন না কোন পন্থা খুঁজে পাবেন। যদি খ্রীষ্টের সুসমাচার ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতো, তাহলে তা কখনোই তার পথ খুঁজে পেত না, কারণ এর মধ্যে রয়েছে এই পৃথিবীর সম্পর্কে জ্ঞান এবং এর বিপক্ষে শক্তি, ধর্ম-শিক্ষকদের দল এবং প্রাচীনবর্গ এই উভয়েরই সমস্ত ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করার শক্তি এর আছে।

(২) তাদের কয়েক জনের নাম, যারা বেশ পরিচিত ছিলেন। এখানে আমরা হানন এবং কায়াফার নাম পাই, যারা ছিলেন এই বিচারের হোতা; হানন ছিলেন সেনহেড্রিনের সভাপতি এবং কায়াফা ছিলেন মহাপুরোহিত (যদিও এখানে হাননকে মহাপুরোহিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে) আর তিনিই ছিলেন এই বিচারালয়ের সভাপতি। আমরা এটা মনে করতে পারি যে, হানন এবং কায়াফা পর্যায় ক্রমিকভাবে মহাপুরোহিতের পর্বে দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। এই দুই জন ব্যক্তি খ্রীষ্টের বিপক্ষে সবচেয়ে প্রধান এবং কার্যকারী হিসেবে কাজ করেছেন; সে সময় কায়াফা মহাপুরোহিত ছিলেন আর এখন হানন মহাপুরোহিত হয়েছেন; তবে যত যাই হোক তারা দু'জেনই সমানভাবে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের বিপক্ষে ছিলেন। সম্ভবত যোহন ছিলেন হাননের ছেলে, আর আলেকজান্ডার ছিলেন সে সময়কার একজন বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যার কথা যোসেফাস উল্লেখ করেছেন। সেখানে আরও বেশ অনেকে ছিল, যারা সম্ভবত মহাপুরোহিতের আত্মীয় বা খুব কাছের কেউ ছিল, যারা তার উপরে নির্ভর করে কাজ করতো এবং তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতো, তাই তারা নিশ্চয়ই মহাপুরোহিত যা সিদ্ধান্ত দিতেন তার প্রতিই হ্যাঁ

ভোট দিতেন। গভীর কিন্তু মন্দ সম্পর্ক বহু মানুষের জন্য দুঃখজনক পরিণতি বয়ে নিয়ে আসে।

খ. বন্দীদেরকে বিচারের মধ্যস্থানে দাঁড় করানো হল, পদ ৭।

১. তাঁদেরকে আদালতে নিয়ে আসা হল; তারা তাঁদেরকে বিচারের মধ্যস্থানে দাঁড় করিয়ে দিল, কারণ সেনহেড্রিন গোলাকৃতি হয়ে বসত এবং যাদের আদালতে কোন কিছু করার ছিল, তারা আদালতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করতো (লূক ২:৪৬), এমনটাই মত প্রকাশ করেছেন ড. লাইটফুট। এভাবেই পবিত্র শাস্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, কেননা কুকুরেরা আমাকে ঘিরে ধরেছে, দুরাচারদের মণ্ডলী আমাকে বেষ্টন করেছে (গীতসংহিতা ২২:১৬)। মধুমক্ষিকার মত তারা আমাকে ঘিরে রেখেছে, গীতসংহিতা ১১৮:১২। তারা প্রত্যেক পাশে বসে ছিল।

২. তারা তাঁদেরকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল তা হচ্ছে, "কি ক্ষমতায় অথবা কি নামে তোমরা এই কর্ম করেছ? কোন অধিকারে তোমরা এই সকল কাজ করছ?" এই একই প্রশ্ন তারা তাঁদের প্রভুকেও করেছিল, মথি ২১:২৩: "কে তোমাকে এমন শিক্ষা দেওয়ার আদেশ দিয়েছে এবং এমন ক্ষমতা নিয়ে আশ্চর্য কাজ করার অধিকার দিয়েছে? আমাদের কাছ থেকে তো তুমি কোন অনুমতি নাও নি, আর তাই এখন তোমাকে তুমি যা করেছ তার জন্য অভিযুক্ত করা হবে। অনেকে মনে করেন এই অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, যা খ্রীষ্টের নামের সাথে সম্পর্কিত, কারণ শিষ্যরা তাঁর নাম উচ্চারণ করে আশ্চর্য কাজ করতেন, যা আমরা দেখি প্রেরিত ১৯:১৩ পদে। যিহূদী জাদুকর ও ওঝারা খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করতো আশ্চর্য কাজ করার সময়। তারা এখন আসলে জানতে পারবে যে, ঠিক কোন নামটি তারা সকলে আশ্চর্য কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে এবং ঠিক কোন নামটি নিয়ে তাঁরা সবসময় প্রচার করে থাকেন। তারা খুব ভাল করেই জানতো যে, তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করে থাকেন এবং তাঁরা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে প্রচার করে থাকেন, তারা অসুস্থকে সুস্থ করে থাকেন, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে (পদ ২), তথাপি এখন তারা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, এটা শুধুমাত্র তাঁদেরকে তিরস্কার করার জন্য এবং এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে আসামী বা অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যায় এমন কোন কিছু বের করে নেওয়ার জন্যই এ কাজ তারা করছিলেন।

গ. তাঁরা যে স্বীকারোক্তি রেখেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা তাঁদের প্রভুর নামের মর্যাদা এবং তাঁর গৌরব বৃদ্ধি করার জন্যই এই কাজ করছেন, যিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন যে, তাঁদের কাজের জন্য তাঁদের রাজা এবং শাসকদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচার করার সুযোগ হবে, যাদের কাছে এ ছাড়া আর কোন ভাবেই আসা যেত না এবং এই বিষয়টি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছিল এবং তাঁদের পক্ষে সুরক্ষামূলক ঢাল হিসেবে কাজ করেছিল, মার্ক ১৩:১৯। লক্ষ্য করুন:

১. কার মধ্য দিয়ে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়েছিল: এই কথাগুলোর বলার জন্য পরিচালনা দান করেছিলেন পবিত্র আত্মা নিজে, যিনি পিতরকে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে এখন কথা বলার জন্য সবচেয়ে ভালভাবে উপযুক্ত করেছিলেন। প্রেরিতেরা তাঁদের গহীনে অবস্থান করা পবিত্র সহায়ের সাহায্য নিয়ে নিজেদেরকে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে নিয়েছিলেন, যেন তাঁরা এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে কথা বলার জন্য সমর্থ হতে পারেন। আর তাহলেই খ্রীষ্ট তাঁদের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করবেন যে, পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে তৎক্ষণাৎ যে কথা বলতে হবে তা মুখে যুগিয়ে দেবেন। খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সহায় কখনো নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করেন না, মার্ক ১৩:১১।

২. কার কাছে এই দান দেওয়া হয়েছিল: পিতর, যিনি এখনও প্রধান বক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তিনিই নিজে এই আদালতকে সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি এভাবে আদালতকে সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন, হে লোকদের নেতৃ বর্গ ও প্রাচীন নেতৃবর্গরা; কারণ যারা সে সময় ক্ষমতায় ছিল তাদের দুষ্টতা ও মন্দতা তাদেরকে সেই পদের জন্য অযোগ্য সাব্যস্ত করেছিল, কিন্তু তাদের বর্তমান ক্ষমতার কথা চিন্তা করে তিনি তাদেরকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করলেন। “আপনারা হচ্ছেন শাসক এবং প্রাচীনবর্গ এবং আপনাদের অবশ্যই অন্যদের চেয়ে আরও ভালভাবে সময়ের চিহ্ন সম্পর্কে জানা উচিত, আর নিশ্চয়ই আপনাদের এর বিরোধিতা করা উচিত নয়, যে দায়িত্বের বন্ধনে আপনারা আবদ্ধ রয়েছেন এবং যা আপনাদেরকে পালন করতেই হবে, আর তা হচ্ছে খ্রীষ্টের রাজ্যের উন্নতি; আপনারা ইস্রায়েলের শাসক এবং প্রাচীনবর্গ, ঈশ্বরের লোকদের শাসক ও তত্ত্বাবধানকারী, আর আপনারা যদি তাদেরকে ভুল পরিচালনা দান করেন এবং তাদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেন, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে।

৩. তাঁর স্বীকারোক্তি কী ছিল: এটি ছিল এক নির্ভীক ঘোষণা–

(১) তাঁরা যা কিছু করছেন তা যীশু খ্রীষ্টের নামে করছেন, যা ছিল আদালত কর্তৃক তাদেরকে করা প্রশ্নের এক যথাযথ এবং সরাসরি উত্তর (পদ ৯, ১০): “যদি অদ্য আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আমাদের বিচার করা হয়, আমাদেরকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হয়, যেখানে আমরা কি না ভাল কাজ করেছি (যা অনেকেই মনে করে থাকেন) ঐ পঙ্গু লোকটির জন্য,–এটাই যদি আমাদের জন্য করা প্রতিজ্ঞা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার এর জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকবেন, যদি আমাদেরকে এসব প্রশ্ন করা হয় যে, কী দিয়ে বা কার মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত কাজ করেছি, তাহলে তিনি নিজেই তার জবাব দেবেন, আমাদের কাছে এর উত্তর তৈরি আছে এবং আমরা লোকদের এই উত্তরই দিয়েছি (প্রেরিত ৩:১৬), আমরা আপনাদের জন্য তা পুনরুক্তি করছি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আপনাদের সকলের এ কথা জানা উচিত, যারা আপনারা এই বিষয়ের ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার ভান করছেন এবং শুধুমাত্র আপনাদের কাছে নয়, বরং সেই সাথে ইস্রায়েলের সকল মানুষের কাছে, কারণ তারা সকলে এই বিষয়ে জানার জন্য আগ্রহী যে, খ্রীষ্টের আশ্চর্য নামের শক্তিতে ও ক্ষমতায়, তাঁর অমূল্য, ক্ষমতাশালী ও উচ্চীকৃত

নামের শক্তিতে, যে নাম সকল নামের উর্ধ্বে গণিত, এমন কি যখন আপনারা ঈর্ষা বশত অবজ্ঞা করে তাঁকে নাসরতীয় যীশু বলে সম্বোধন করেন, যাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন আপন-রা, শাসক এবং জনতা উভয়ে মিলে এবং যাকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে তুলে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, এমন কি তাঁই কারণে এই লোকটি, এই আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য তুলে ধরছি, আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] পঙ্গু লোকটিকে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী কী প্রকাশ করছেন তা তিনি এখন সাক্ষ্য তুলে ধরলেন। এটি ছিল একটি ভাল কাজ; এটি ছিল সেই লোকটির প্রতি প্রদর্শিত দয়ার নিদর্শন, যে ভিক্ষা করছিল এবং যে নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করতে পারত না; এটি ছিল মন্দিরের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং যারা সেখানে উপাসনা করতে আসত তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, যারা এখন এই পরিচিত ভিক্ষুকটির সার্বক্ষণিক আবেদন এবং চিৎকার চেঁচামেচির হাত থেকে রেহাই পেল। "এখন, যদি আমরা এই ভাল কাজের কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকি, তাতে লজ্জার কিছু নেই, ১ পিতর ২:২০; প্রেরিত ৪:১৪, ১৬। তারাই বরং লজ্জিত হোক যারা আমাদেরকে এই কাজের জন্য অভিযুক্ত করে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করছে।" লক্ষ্য করুন, ভাল মানুষদের জন্য এটা কোন নতুন বিষয় নয় যে, তাদেরকে তাদের ভাল কাজগুলোর জন্য কষ্ট ভোগ করতে হয়। *Bene agere et male pati vere Christianum est*– ভাল কাজ করা এবং কষ্ট ভোগ করা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নিয়তিতে লেখা আছে।

[২] তিনি তাঁদের এই ভাল কাজের জন্য প্রাপ্ত সকল প্রশংসা এবং মহিমা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দিয়ে দিলেন। "একমাত্র তিনিই এই কাজ করেছেন, আমাদের কোন ক্ষমতায় নয়, তাঁরই ক্ষমতায় এই লোকটি সুস্থ হয়েছে।" প্রেরিতেরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে আসে এমন কোন কাজ করেন না, কিংবা তাঁরা এই আশ্চর্য কাজের জন্য আদালতে নিজেদের পক্ষে কোন ধরনের সুবিধা আদায় করেন না; কিন্তু, "একমাত্র প্রভুই উচ্চীকৃত হোন, প্রশংসিত হোন, আমাদের কী হবে সেটা কোন বিষয় নয়।"

[৩] তিনি এখন বিচারকদের উপরেই এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করার ভার ছেড়ে দিলেন, কারণ তারাই যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল: "তিনিই সেই ব্যক্তি, যাকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, কী করে আপনারা এর জবাব দেবেন তাই চিন্তা করুন;" এই কথা বলা হয়েছিল যেন তারা যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, কারণ তিনি এ ধরনেরই লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এটি ছিল সেই পাপ, যা অনেকেই মনে করবে যে, এটি ছিল তাদের বিবেকের কাছে একটি চমকে ওঠার মত বিষয়– তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছে। তারা এই বিষয়টি যেভাবে নিতে চায় নিক, কিন্তু পিতর তাদেরকে এই বিষয়ে কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

[৪] তিনি খ্রীষ্টের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনাটি সবচেয়ে

জোরদার সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করলেন: "তারা তাকে ক্রুশে দিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য হতে জীবিত করে তুললেন। তারা তাঁর জীবন কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর আবার তাঁকে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর তাঁর ইচ্ছার প্রতি আপনাদের আর কোন বিরোধিতা সহ্য করা হবে না।" তিনি তাদেরকে এ কথা বললেন যে ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন এবং তারা লজ্জার কারণে এখন এই অভিযোগের জবাব দিতে পারছেন না, যা তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জনগণকে উসকে দিয়ে করেছেন এবং তারা সকলকে এমন কথা বুঝিয়েছিলেন যে, যীশুর শিষ্যরা এক রাতের বেলায় তাঁর দেহ চুরি করে নিয়ে গেছেন।

[৫] তিনি এই কথা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বললেন, যেন তারাও আবার এই কথা তাদের প্রতিবেশীদের কাছে বলে এবং তিনি উঁচু স্তর থেকে শুরু করে নিচু স্তরের সকল মানুষের কাছে তাদের আসন্ন ধ্বংসের বিষয়ে জানালেন: "এখানে যারা রয়েছে তারা সকলে এ কথা জানুক এবং ইস্রায়েলের সকল লোক এ কথা জানুক, তারা যেখানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকুক না কেন, আর এই ঘোষণাকে দমন করার এবং থামিয়ে দেওয়ার জন্য যত অপচেষ্টাই করা হোক না কেন: সকল দেবতার উর্ধ্বে আমাদের প্রভু ঈশ্বর যেমন জানেন তেমনি ইস্রায়েল জানুক, সমগ্র ইস্রায়েল জানুক যে, এ সকল আশ্চর্য এবং আশ্চর্য কাজ যীশু খ্রীষ্টের নামে সাধন করা হয়েছে, তা কোন ধরনের জাদু মন্ত্রের মাধ্যমে করা হয় নি, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করতে হবে মানুষের প্রতি মঙ্গল ইচ্ছা এবং অনুগ্রহের এক স্বর্গীয় প্রকাশের নিদর্শন হিসেবে।"

(২) এই নাম হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের, যাঁর নামের ক্ষমতায় ও কর্তৃত্বে এই সকল আশ্চর্য কাজ সাধন করা হয়েছে, আর একমাত্র এই নামেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। তিনি এই বিষ-য়টি নিয়ে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে এটি বুঝিয়ে বললেন যে, এটি কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, যা ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে এবং আশ্চর্য কাজ করা হচ্ছে, যেখানে লোকেরা এসে তাদের স্বার্থ আদায় করতে পারবে, যা যিহূদীদের মধ্যকার দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে; কিন্তু এটি একটি পবিত্র এবং স্বর্গীয় বিধান, যা এখানে প্রমাণিত করা হল এবং এর নিশ্চয়তা দান করা হল, আর এই বিষয়টির জন্যই সকল মানুষ নিজেদেরকে নিবেদিত করতে এবং এর অধীনে আসতে চিন্তা করে। এটি কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, বরং তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়, যাতে করে লোকেরা এই নামে বিশ্বাস করে এবং এই নামে প্রার্থনা করে।

[১] আমরা ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে আমাদের বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত (পদ ১১): "এই সেই পাথর, যা আপনারা রাজমিস্ত্রিদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, আপনারাই তা করেছিলেন, আপনারা যারা লোকদের শাসনকর্তা এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ, যাদের মণ্ডলীর নির্মাতা হওয়া উচিত ছিল, আর লোকেরা আপনাদেরকে তা মনেও করে থাকে, কারণ লোকেরা মণ্ডলী বলতে উপাসনালয়কেই বুঝে থাকে। এখানে আপনাদেরকে একটি পাথর দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যাতে তা এই দালানের প্রধান স্থানে স্থাপন করা হয়, যেন তা প্রধান স্তম্ভে মার্বেল

পাথরে খোদাই করে বসানো হয়, কিন্তু আপনারা তো অস্বীকার করেছেন এবং আপনারাই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনারা তা কোন কাজে লাগান নি এবং তা অকাজের মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আপনারা ঐ পাথরটিকে পা দিয়ে মাড়ানোর জন্য সিঁড়ির পাথর হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাকে কোণের ভিত্তি প্রস্তরের পাথর করা প্রয়োজন ছিল এবং প্রধান পাথর, যা ঐক্যের কেন্দ্র এবং ক্ষমতার উৎসধারা।" সম্ভবত প্রেরিত পিতর এখানে এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন কারণ, খ্রীষ্ট নিজেও এই উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন, আর পিতর এখানে খ্রীষ্টের ক্ষমতা এবং শক্তির স্বরূপ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, কারণ মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গ জানতে চেয়েছিলেন যে, পিতর কোথা থেকে এই সকল কাজ করার ক্ষমতা এবং অধিকার পেয়েছিলেন, আর এই ঘটনা যে অনেক আগে ছিল তাও নয়, মথি ২১:৪২)। আমাদের আত্মিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে পবিত্র শাস্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করে, তাই আমাদের উচিত তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকা।

[২] আমরা আমাদের নিজেদের আগ্রহের জন্য এর প্রতি নিবদ্ধ হতে বাধ্য। আমরা ব্যর্থ হব যদি আমরা তাঁর নামের অধীনে আশ্রয় না নেই এবং যদি আমরা তাঁকে আমাদের আশ্রয় এবং দুর্গ হিসেবে স্থির না করি; কারণ আমরা যীশু খ্রীষ্টকে ছাড়া পরিত্রাণ পেতে পারি না, আর যদি আমরা অনন্তকালের জন্য পরিত্রাণ না পাই, তাহলে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাব (পদ ১২): আর কারও ভেতরে পরিত্রাণ নেই। আর এমন নাম নেই যে নামে অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়, তাই এমন কোন ব্যক্তি নেই যে তাঁর নাম উচ্চারণ না করে পাপ থেকে মুক্ত হবে। "তাঁর মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই, তাঁর শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এবং আত্মস্থ করার মাধ্যমে, পরিত্রাণ তাদের কাছে অবশ্যই আসবে, যারা তা আশা করবে। কারণ পৃথিবীতে এমন আর কোন ধর্ম নেই, এমন কি মোশি যে ধর্ম লোকদেরকে দিয়েছিলেন তাও নয়, যার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং এই কারণেই যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদের কাছে সকলকে আসতেই হবে এবং তাঁকে সকলের গ্রহণ করতেই হবে।" এমনটাই ড. হ্যামন্ড মনে করেন। এখানে লক্ষ্য করুন: প্রথমত, আমাদের পরিত্রাণই আমাদের প্রথম চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত, আর এটিই আমাদের সবচেয়ে নিকটতম বিষয় হওয়া উচিত– ঈশ্বরের ক্রোধ এবং অভিশাপ থেকে আমাদের উদ্ধার এবং আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ আবারও ফিরে পাওয়া। দ্বিতীয়ত, আমাদের পরিত্রাণ আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আসবে না, কিংবা তা আমাদের নিজেদের কোন ভাল কাজ বা শক্তি বা ক্ষমতার মধ্য দিয়েও আসবে না; আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলতে পারি, কিন্তু আমরা নিজেরা আমাদের নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি না। তৃতীয়ত, মানুষের মধ্যে এমন অনেক নাম আছে যা জীবন রক্ষাকারী নাম বলে মনে হয়, কিন্তু সেগুলো আসলে তা নয়; ধর্মীয় অনেক প্রতিষ্ঠান ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে থাকে, কিন্তু তারা তা করতে পারে না। চতুর্থত, একমাত্র খ্রীষ্ট এবং তাঁর নামের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই সকল অনুগ্রহ লাভের আশা করা যায়, যা আমাদের নাজাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এমন কি আমাদের সেবা কাজ এবং প্রশংসাও পরিত্রাণকে কিনতে পারে না। শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের নামেই তা অর্জন করা সম্ভব। এই হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের নামের সম্মান, আর তা হচ্ছে, একমাত্র

এই নামেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি, একমাত্র এই নামেই আমাদের জন্য স্বর্গের ঠিকানা ক্রয় করা সম্ভব। এই নাম আমাদের দত্ত হয়েছে। ঈশ্বর নিজে তা দিয়েছেন, আর আমাদের উপরে এর অপরিমেয় সুফল বর্ষিত হবে। এটি স্বর্গের অধীনে দান করা হয়েছে; কারণ এই নিম্নস্থ এবং উর্ধ্বস্থ পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তাঁকে দান করা হয়েছে। মানুষের মাঝে তা দান করা হয়েছে, যাদের সেই পরিত্রাণের প্রয়োজন রয়েছে, যারা ইতোমধ্যে ধ্বংস হওয়ার পথে রয়েছে। আমরা তাঁর নামে উদ্ধার পেতে পারি, বাঁচতে পারি, আমাদের ধার্মিকতার প্রভুর নামে; আর আমরা অন্য কারও দ্বারা পরিত্রাণ পাই না। হয়তো অনেকের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, কিন্তু হয়তো বা তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট সম্পর্কিত জ্ঞান থাকে না কিংবা তাদের মধ্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাসও থাকে না, তথাপি তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়, কারণ তারা তাতেই সুখী থাকে। কিন্তু আমরা এ কথা জানি যে, এ ধরনের অনুগ্রহ একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের নিকট হতে আসে এবং তাঁর জন্যই আসে। তাই অন্য আর কারও নামে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে না জানলেও তোমাকে উপাধি দিয়েছি, যিশাইয় ৪৫:৪।

ঘ. পিতরের এই স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, পদ ১৩,১৪। এই সময়ে খ্রীষ্ট যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পরিপূর্ণ হল, আর তা হচ্ছে, তিনি তাঁদেরকে জ্ঞান এবং উপযুক্ত কথা বলার মত মুখ দেবেন, যাতে তাঁদের সামনে যত বিরোধিতাই উপস্থিত হোক না কেন, তা কোন মতেই সুবিধা করে উঠতে পারবে না।

১. তারা এ কথা অস্বীকার করতে পারল না যে, পঙ্গু লোকটিকে সুস্থতা দান অত্যন্ত উত্তম একটি কাজ এবং তা একটি আশ্চর্য কাজ। সেই পঙ্গু লোকটি সেখানে পিতর ও যোহনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এবং সে তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, কারণ সে বুঝতে পারছিল যে, এই সমস্ত লোকেরা খ্রীষ্টের নামের বিপক্ষে কত বড় শত্রু ছিল, তাই খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করে তাদের সামনে এসে দাঁড়ানোটা অনেক বড় দুঃসাহসের কাজ ছিল সে সময়। আর তাছাড়া সে অনুভব করতে পেরেছিল যে, এর আগে খ্রীষ্টের যে সমস্ত শিষ্যরা অত্যন্ত ভীতু এবং কাপুরুষের মত আচরণ করেছিলেন, বিশেষ করে পিতর, যিনি সাধারণ এক দাসীর কথায় খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে বসেছিলেন; তথাপি এখন তারা সকলে পিতর এবং যোহনের সাহস দেখতে পাচ্ছে, পদ ১৩। সম্ভবত সেখানে তাদের চেহারায় বা বাহ্যিক রূপে কোন ধরনের অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর কিছু দেখা যাচ্ছিল; তাদেরকে দেখে শাসকদের দ্বারা ভীত এবং দমিত বলে মনে হচ্ছিল না মোটেও, বরং মনে হচ্ছিল তাঁদেরকে দেখেই শাসকেরা ভয় পাচ্ছে এবং তারা নত হচ্ছে; তাদের দেহে হয়তো স্বর্গীয় কর্তৃত্বপূর্ণ কোন সত্তার ছায়া দেখা যাচ্ছিল, কিংবা তাঁদের চোখে হয়তো কোন আলোর ছটা দেখা যাচ্ছিল এবং আদেশকারী কোন একটি বিশেষ আত্মা সেখানে তাঁদের মধ্যে কাজ করছিল। তাঁদের কণ্ঠস্বরে ভয়ের কোন ছাপ ছিল না কিংবা কোন দ্বিধা বা সংকোচ ছিল না। তাঁরা ভাববাদীদের মত করে বিচারকদের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন, যিশাইয় ৫০:৭; নহিমিয় ৩:৯। খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সাক্ষীদের সাহস অনেক সময় নিষ্ঠুরতম শাসক ও নির্যাতনকারীদেরও দ্বিধার মুখে ফেলে দেয়। এখন লক্ষ্য করুন:

(১) এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কী কারণে এই বিস্ময়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেল: তারা মনে করেছিলেন যে, এই প্রেরিতেরা অশিক্ষিত এবং মূর্খ মানুষ। তারা নিশ্চয়ই এই প্রেরিতদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছিলেন এবং জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা বেশ নিচু বংশ থেকে এসেছেন, তাঁরা গালীলে জন্মগ্রহণ করেছেন, আর তাঁরা ছিলেন পেশাগত দিক থেকে জেলে, তাঁদের কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তাঁরা কখনো বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন নি, কিংবা কোন রব্বি বা ধর্ম-শিক্ষকের পায়ের কাছে বসেও কখনো শিক্ষা নেন নি, তাঁরা কখনো কোন আদালত, বিচারালয়, কোন জন সমাগম কিংবা কোন বিদ্যালয়ে কখনো কোন বক্তৃতা দেন নি; শুধু তাই নয়, আপনি যদি তাঁদের সাথে সাধারণ দর্শন শাস্ত্র, কিংবা গণিত বা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে যান, তাহলে আপনি দেখবেন যে, তাঁরা আসলে এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না; কিন্তু তথাপি তাঁরা বিচারকদের সাথে খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্য নিয়ে কথা বলছেন এবং তাঁরা কথা বলছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টতা, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং নিশ্চয়তা নিয়ে, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং নির্ভীকভাবে, অত্যন্ত সাবলীলভাবে, আর তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে পুরাতন নিয়ম থেকে বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন, যার উত্তর তাঁদের সামনে বিচারকের আসনে বসে থাকা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিতে পারছিলেন না, কিংবা তারা তাঁদের সাথে তাল রেখে তর্কও করতে পারছিলেন না। তাঁরা ছিলেন অজ্ঞ মানুষ– ***idi-otai,*** মূর্খ মানুষ, যাদের তেমন কোন স্বীকৃতি পরিচয় নেই কিংবা কোন সম্মানজনক পেশাতেও তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন নি; আর সেই কারণে তারা তাঁদের এই অসাধারণ যোগ্যতা দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন। তাঁরা ছিলেন মুর্খ (এখানে এমনটাই বোঝানো হয়েছে): তারা তাঁদের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যেন তাঁরা কীট সমতুল্য এবং তাদের কাছ থেকে যেন কোন ধরনের জ্ঞানপূর্ণ কথা আশা করা যায় না। যার কারণে তারা আরও বিস্মিত হয়েছিলেন যখন তারা তাঁদেরকে তাদের চেয়েও অনেক জ্ঞানপূর্ণ ও বিজ্ঞচিত কথা বলতে শুনলেন।

(২) এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কী করে তাদের এই বিস্ময় কাটলো: তারা এ কথা জানতে পারলেন যে, এই প্রেরিতেরা যীশু খ্রীষ্টের সাথে সাথে থাকতেন; তাঁরাই ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য, এর কারণ হতে পারে যে, সম্ভবত তারা তাঁদেরকে খ্রীষ্টের সাথে মন্দিরে দেখেছিলেন এবং এখন তারা তাঁদের কথা স্মরণ করতে পারছেন; কিংবা হয়তো তাদের কোন দাস কিংবা অন্য কোন কর্মচারী তাদেরকে এ কথা জানিয়েছিল, কারণ তারা নিজেরা হয়তো এমন অগুরুত্বপূর্ণ সাধারণ লোকদের কথা নিজেরা মনে রাখবেন না বা তাদেরকে লক্ষ্য করে কারও চেহারা স্মরণে রাখবেন না। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে ছিলেন, সে সময় তিনি তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, তিনি তাঁদেরকে বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন, যার কারণে তাঁরা এখন এই কাজের জন্য যোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছেন। তিনি তাঁদেরকে শিখিয়েছিলেন কী করে তাঁর যোগ্য সহকারী এবং উত্তরসূরী হতে হবে এবং কী করে সাহসের সাথে সকলের সামনে তাঁর কথা প্রচার করতে হবে, তিনি তাঁদেরকে সেই সাহস এবং ধৈর্য্য দান করেছিলেন, যার কারণে তাঁদের শিক্ষা না থাকলেও তাঁরা বিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা যীশু খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে ছিল, যারা তাঁর

সাথে কথা বলেছে এবং সহভাগিতা রক্ষা করেছে, তারা তাঁর মুখের ভাষা শুনতে পেয়েছে এবং তাঁর নামে প্রার্থনা করতে শিখেছে আর তারা সবসময় খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকে, তাদের উচিত পরস্পরের সাথে সংযোগ রক্ষা করা এবং সবসময় একে অপরকে সাহস দেওয়া ও উৎসাহ দেওয়া, যেন যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে যে দান দিয়েছেন তা তারা ধরে রাখতে পারেন। তাদের কথার মধ্য দিয়ে যেন প্রকাশ পায় যে, তারা যীশু খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে ছিলেন, তাদের মধ্য যেন সেই পবিত্রতা প্রকাশ পায়, আর এই বিষয়টি তাদেরকে করে তুলেছিল পবিত্র, স্বর্গীয় আত্মা সম্পন্ন এবং আত্মিক ও আনন্দময়। তিনি তাঁদেরকে এই পৃথিবীর বুক থেকে তুলে নিয়েছেন এবং নিজ আত্মা দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, যেন তাঁরা একে অপরের সহায় হন। যে কেউ তাঁদের উজ্জ্বল চেহারা দেখে এ কথা ধারণা করে নিতে পারেন যে, তাঁরা পবিত্র পর্বতে আরোহণ করেছিলেন।

প্রেরিত ৪:১৫-২২ পদ

আমরা এখানে দেখতে পাই বিচারকদের সামনে পিতর এবং যোহনের বিচারের শেষ পর্যায়টুকু। তাঁরা বিচারকদের সামনে অকুতোভয় ছিলেন, কারণ তাঁদেরকে ক্রমে ক্রমে আরও বেশি কষ্ট ভোগ করতে শিখতে হবে এবং তাঁদেরকে আরও বড় কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাঁরা এখন পদাতিকদের সঙ্গে দৌড়াচ্ছেন, এর পরে তাঁদেরকে ঘোড়সয়ারদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে, যিরমিয় ১২:৫।

ক. এখানে আমরা এই বিষয়ে আদালতের পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত দেখতে পাই এবং এর উপর ভিত্তি করে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

১. বন্দীদেরকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল (পদ ১৫): তারা তাঁদেরকে আদালত ছেড়ে চলে যেতে বললেন, কারণ তারা তাঁদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছিলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের চেতনায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কথা বলছিলেন। তাঁরা যে সমস্ত সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন তা এই বিচারকেরা আর শুনতে পারছিলেন না; কিন্তু যদিও তারা তা তাঁদের মুখ থেকে শুনতে চান নি, কিন্তু আমাদের জন্য তা এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। খ্রীষ্টের শত্রুদের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা অত্যন্ত পরিষ্কার, তারা গভীর গর্ত খুঁড়ে রাখতে চায়, যেন তারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় পরিষদের সামনে থেকে পালিয়ে আসতে পারে।

২. এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিতর্কের অবতারণা হল: তারা নিজেদের ভেতরে তর্ক করতে লাগল; এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপরে সকলেই ইচ্ছামত নিজ নিজ মতামত দিতে লাগল এবং পরামর্শ দিতে শুরু করল। এখানে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল, যেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর রাজারা দণ্ডায়মান হয়, শাসনকর্তারা একসঙ্গে মন্ত্রণা করে, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে, গীতসংহিতা ২:২। যে প্রশ্নটি সামনে রাখা হয়েছিল তা হচ্ছে, আমরা এই লোকদেরকে নিয়ে কী করব? পদ ১৬। যদি তারা এই লোকদের মধ্যকার সত্যের আদেশকারী শক্তিকে সমীহ করে থাকে এবং তাতে অভিভূত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই খুব সহজে বলা যায় তাদের কী করা উচিত। তাদের অবশ্যই

উচিত তাঁদেরকে পরিষদের সর্বোচ্চ স্থানে বসানো এবং তাঁদের শিক্ষা ও মতবাদ গ্রহণ করা এবং তাঁদের দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা, আর তাঁদের সাথে এক সহভাগিতায় মিলিত হওয়া। কিন্তু যখন মানুষ তাদের যা করা উচিত তা করে না, তখন এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তারা সেই সমস্ত কিছুর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষ যদি খ্রীষ্টের সত্য গ্রহণ করার ও ধারণ করার চিন্তা করে, তাহলে তাদের মধ্যে এর কারণে কোন ধরনের সমস্যা বা অস্বস্তির উদয় হবে না; কিন্তু যদি তারা তাদেরকে অধার্মিকতায় ধারণ করে বা বন্দী করে রাখে (রোমীয় ১:১৮), তাহলে তার দেখতে পাবে যে, এটি তাদের কাছে এক ভারী পাথরের মত মনে হবে, যা দিয়ে তাদেরকে কী করতে হবে তা তারা জানে না, সখরিয় ১২:৩।

৩. অবশেষে তারা একটি সমাধানে এল, দু'টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে:

(১) প্রেরিতেরা যা করেছেন তার জন্য তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়া নিরাপদ হবে না। তারা খুবই খুশি হতো যদি তারা তাঁদেরকে শাস্তি দিতে পারতো, কিন্তু তাদের সেই কাজ করার সাহস নেই, কারণ লোকেরা নিশ্চয়ই তাদেরকে এই কাজের জন্য অভিযোগ করবে এবং প্রতিবাদ জানাবে, যেহেতু লোকেরা ইতোমধ্যে প্রেরিতদেরকে গ্রহণ করেছে এবং তাঁদের আশ্চর্য কাজের জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। আর তারা আগে তাঁদের সম্পর্কে যে ধরনের ধারণা পোষণ করেছিল, এখন তারা তার চাইতে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছিল, কারণ এর আগে তারা লোকদের ভয়ে খ্রীষ্টের উপরে প্রকাশ্যে গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় নি। কিন্তু এখানে আমাদের মনে উদয় হতে পারে যে, আমাদের পরিত্রাণকর্তার বিপক্ষে জনতা যেভাবে চিৎকার করেছিল এবং তারা যেভাবে খ্রীষ্টের মৃত্যু কামনা করছিল, সেটা নিশ্চয়ই কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করে কিংবা অন্য কোন উপায়ে করা হয়েছিল, আর তাই স্রোত আবার তার নিজ গতি ফিরে পেল। এখন আর তারা খুঁজে পেলেন না যে, কী করে তারা পিতর এবং যোহনকে শাস্তি দেবেন, এক্ষেত্রে তারা কী অভিযোগ আনবেন, কারণ তারা লোকদের ভয় করছিলেন। তারা জানতেন যে, তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়াটা অত্যন্ত অন্যায্য কাজ হবে, আর সেই কারণে তাদের নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে ভয় করে এই কাজ থেকে দূরে সরে আসা উচিত ছিল, কিন্তু তারা তা না করে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করলেন, কারণ তারা লোকদের চোখের আড়ালে এই কাজটি করতে চাইছিলেন। কারণ:

[১] লোকেরা এই আশ্চর্য কাজের কারণে মোহিত হয়েছিল এবং এর উপরে বিশ্বাস করেছিল। এটি ছিল এক উল্লেখযোগ্য আশ্চর্য কাজ, ***gnoston semeion***– এক সর্বজন বিদিত আশ্চর্য কাজ। এ কথা সকলের জানা ছিল যে, তাঁরা এই কাজ খ্রীষ্টের নামে করতেন এবং খ্রীষ্ট নিজেও অনেক সময় এই কাজ করেছেন। এটি ছিল খ্রীষ্টের ক্ষমতার একটি পরিচিত নিদর্শন এবং তাঁর শিক্ষার নিশ্চয়তা। এটি ছিল একটি মহান আশ্চর্য কাজ এবং তা করা হয়েছিল তিনি যে মতবাদ ও শিক্ষা প্রচার করছেন তার যথার্থতা প্রমাণের জন্য (কারণ এটি ছিল একটি চিহ্ন) এবং তারা যিরূশালেমবাসী সকলের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। এটি এমন এক বিষয় ছিল তা সার্বজনীনভাবে সকলের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল এবং

সকলেই তা গ্রহণ করেছিল এবং এই আশ্চর্য কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল মন্দিরের প্রধান দরজায়, তাই সকলেরই তাতে নজর পড়েছিল; এবং তারা নিজেরাও কোন ধরনের ছল চাতুরি এবং কিংবা ষড়যন্ত্র করে তা ঢাকতে পারে নি এবং তারা নিজেরাও একে একটি সত্যিকার আশ্চর্য কাজ বলে অস্বীকার করতে পারে নি, প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই এর প্রতি ভ্রূকুটি করতো, যদি সত্যিই তা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে সাধিত হতো। তারা নিশ্চয়ই তাদের চেতনায় থেকে এই বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু পুরো পৃথিবী তা করবে না। সুসমাচারের প্রমাণ ছিল অকাট্য।

[২] তারা আরও এগিয়ে গেলেন এবং তারা শুধু যে এই আশ্চর্য কাজের সত্যতা প্রমাণ করলেন তা নয়, বরং সেই সাথে ঈশ্বর যে এই কাজ করেছেন সে কারণে সকল মানুষ তাঁর গৌরব করল। এমনকি যারা খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না, তারাও এই আশ্চর্য কাজটিতে অন্তত পক্ষে প্রভাবিত হয়েছিল, এটি ছিল একজন হতভাগ্য মানুষের প্রতি দয়ার কাজ এবং দেশের প্রতি এক সম্মানের কাজ, যার কারণে তারা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশ না করে পারল না; এমন কি প্রকৃতিগত ধর্মও তাদেরকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। আর এই পুরোহিরা যদি পিতর এবং যোহনকে শাস্তি দিতেন, যেহেতু সকল মানুষ ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করেছে, সেই কারণে নিশ্চয়ই তারা জনগণের সমস্ত সমর্থন হারাতেন এবং তারা সকলের ঈশ্বরের এবং মানুষের বিপক্ষে তাদেরকে শত্রু হিসেবে দাঁড় করাতো। এভাবেই তাদের ক্রোধ সকল ঈশ্বরের প্রশংসায় পরিণত হল এবং অবশিষ্ট যারা ছিল তারা সকলে প্রশমিত হল।

(২) ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে চুপ করানোর প্রয়োজন ছিল না, পদ ১৭, ১৮। তারা এ কথা প্রমাণ করতে পারল না যে, তাঁরা কোন ধরনের ভুল কথা বলেছেন কিংবা মন্দ কথা বলেছেন এবং তথাপি তাঁদেরকে অবশ্যই এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, তারা কী করেছেন। তাদের চিন্তা ছিল যেভাবেই হোক মানুষের মাঝে যেন যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার আর ছড়িয়ে না পড়ে; যেন এই সুস্থতা দানের কাজ একটি মহামারী, তার সংক্রমণ যেন এখনই দমন করতে হবে। দেখুন, দোজোখের ক্রোধ স্বর্গের মঙ্গলময়তার বিপক্ষে কেমনভাবে যুদ্ধ করে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সারা পৃথিবী জুড়ে খ্রীষ্টের নাম ছড়িয়ে দিতে চাইবেন, কিন্তু মহাপুরোহিতেরা তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে দিতে চান না, যা দেখে স্বর্গে আসীন ঈশ্বর হাসছেন। এখন, সুসমাচারের বিস্তৃতি থামিয়ে দেওয়ার জন্য:

[১] তারা প্রেরিতদেরকে এই আদেশ দিলেন যেন তাঁরা আর সুসমাচার প্রচার না করেন। এই বিষয়টি তারা তাদের ক্ষমতায় বলবৎ করতে চেয়েছিল (আমি মনে করি এই বিষয়টিতে সকল ইস্রায়েলীয় তার চেতনার বিবেকে আবদ্ধ) যাতে করে আর কোন মানুষ কখনো যীশু খ্রীষ্টের নাম নিয়ে কথা না বলে কিংবা শিক্ষা না দেয়, পদ ১৮। আমরা এমনটা দেখি না যে, তারা যীশু খ্রীষ্টের নামের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করার পেছনে কোন বিশেষ কারণ দেখিয়েছে; তারা এমনটা বলতে পারে নি যে, তা ভুল বা বিপজ্জনক, কিংবা এর কোন মন্দ উদ্দেশ্য আছে, আর এই কারণে তারা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে নিজেরাই লজ্জিত হল, কারণ তা এই কথা প্রকাশ করেছিল যে, তারা আসলেই অত্যন্ত ভণ্ড এবং মন্দ

উদ্দেশ্যের অধিকারী, আর এই বিষয়টি তাদের সকল নৈরাজ্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু *Stat pro ratione voluntas*– তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা ব্যতীত এর স্বপক্ষে আর কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে না। "আমরা কঠোরভাবে তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা শুধু যে লোকদের মাঝে প্রকাশ্যে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রচার করবে না তাই নয়, বরং সেই সাথে তোমরা এই ধরনের কথা কখনো কোন মানুষকে বলবে না, কিংবা কাউকে ব্যক্তিগতভাবেও বলবে না," পদ ১৭। শয়তানের রাজ্যে যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের মুখ থামিয়ে দেওয়ার চাইতে বড় অর্জন আর কিছুই হতে পারে না; তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে পৃথিবীর আলোরূপ এই মানুষদেরকে বাতি দান দিয়ে ঢেকে রাখা।

[২] তারা তাঁদেরকে এই বলে হুমকি দিল যে, এই সাবধান বাণীর পরও যদি তারা এ ধরনের কোন কাজ করে, তাহলে তাদেরকে মহা শাস্তি দেওয়া হবে। যদি তাঁরা কখনো এই ধরনের কাজ করেন, তাহলে এই আদালত তা নজরে আনবে এবং তাঁরা আবারও আদালতের অসন্তুষ্টির পাত্র হবেন। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে শুধু যে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার করতে বলেছেন তাই নয়, বরং সেই সাথে তিনি তাঁদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁদেরকে এই সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাওয়ার শক্তি দেবেন এবং এর জন্য পুরস্কার দেবেন। এখন, এই পুরোহিরা শুধু যে সুসমাচার প্রচার করা নিষিদ্ধ করলেন তাই নয়, সেই সাথে তারা এই কাজকে এক জঘন্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করলেন; কিন্তু তাঁরা জানতেন কী করে এই পৃথিবীর হুমকিকে মূল্যহীন বলে প্রমাণ করতে হয়, যদিও বা তা হতে পারে মৃত্যু হুমকি, যা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, প্রেরিত ৯:১।

খ. এখানে আমরা দেখি বন্দীদের নিজ নিজ কাজে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাহসিক পদক্ষেপ, কারণ তাঁরা আদালতের সিদ্ধান্ত বা আদেশ অনুসারে কিছুই করেন নি এবং তারা তাদের আদেশ মানেন নি, পদ ১৯, ২০। পিতর এবং যোহনের একে অপরের মনের কথা জানার জন্য আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁরা দুই জনেই একই পবিত্র আত্মার পরিচালনায় নির্দেশিত ছিলেন। তাই তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে একই আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে একসাথে এই উত্তর দিলেন: "ঈশ্বরের কথা অপেক্ষা আপনাদের কথা শোনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে বিহিত কি না, আপনারা বিচার করুন। ঈশ্বরের সাক্ষাতে কোনটা ঠিক, যার কাছে আমরা এবং আপনারা উভয়েই দায়বদ্ধ; আপনাদের কথা শুনতে গিয়ে ঈশ্বরের কথা না শোনা? আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারাই বিচার করুন, কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারি না, আমাদের ভেতরটা এই সমস্ত কথায় পূর্ণ হয়ে আছে এবং আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা তা প্রকাশ করি।" শয়তান তার জ্ঞান অনুসারে তাঁদেরকে চুপ করে থাকার আদেশ দিয়েছে এবং যদিও তারা উত্তম চেতনা দ্বারা এই কথা প্রতিজ্ঞা করতে পারেন না যে, সুসমসাচার আর কোন দিন প্রচার করা যাবে না, তথাপি তাদের সেই শাসকদেরকে এই কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, তারা তা করবেন না। কিন্তু সিংহের সাহস তাঁদেরকে কর্তৃত্ব এবং সাহস নিয়ে সেই শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শক্তি যুগিয়েছিল। তাঁরা এই কথা বলেছিলেন, যেন তাঁরা

নিজেদের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন এবং নিজেদেরকে দু'টি বিষয়ে ন্যায্য বলে গণ্য করতে পারেন:- ১. ঈশ্বরের আদেশ: "আপনারা আমাদেরকে সুসমাচার প্রচার না করার জন্য আদেশ দিয়েছেন; তিনি আমাদেরকে তা প্রচার করতে আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস করে এই দায়িত্ব দিয়েছেন, আর তাই তিনি চান যেন আমরা বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের উপরে অর্পিত এই দায়িত্ব পালন করে যাই; এখনকার কথা আমরা শুনবো, ঈশ্বরের না কি আপনাদের?" এখানে এমন একটি বিষয়ে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, যা হচ্ছে *communes notitiæ*– প্রকৃতির বিধানে এক নির্ধারিত এবং সর্বজনবিদিত আইন, আর তা হচ্ছে যদি মানুষের আদেশ এবং ঈশ্বরের আদেশের মধ্যে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে অবশ্যই ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে হবে। ইংল্যান্ডের সংবিধান অনুসারে এটি একটি সাধারণ আইন যে, যদি কোন বিষয় ঈশ্বরের বিধানের সাথে অসঙ্গতি পূর্ণ হয় কিংবা অন্যায্য হয়, তাহলে তা অবশ্যই বাদ দিতে হবে। দুর্বল এবং পতিত মানুষের কথা অনুসারে কাজ করার চাইতে বাজে কাজ আর কিছুই হতে পারে না, যারা সকলেই ঈশ্বরের অধীনস্থ মানুষ এবং একই জাতির মানুষ। তারা সকলেই বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের শাসনাধীনে থাকে, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং সার্বজনীন ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের বিচারক, যাদের কাছে আমরা সকলে দায়বদ্ধ। এই ঘটনাটি অত্যন্ত তিক্ত, অত্যন্ত অকাট্য এবং স্বপ্রমাণিত যে, এই বিষয়টি বিচার করার ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে, যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই অন্ধ এবং গোঁড়া। আমরা কি এটা চিন্তা করতে পারি যে, একজন মানুষের কথায় আমরা ঈশ্বরের দেওয়া আইন ভঙ্গ করবো এবং ঈশ্বরের আদেশের চাইতে মানুষের দেওয়ার আদেশকে বড় করে দেখবো? ঈশ্বরের সাক্ষাতে তা সঠিক এবং ন্যায্য; কারণ আমরা নিশ্চিত যে, এটি সত্য এবং সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সত্যে এবং এবং তাঁর আদেশ অনুসারে চলতে হবে, যাতে আমরা আমাদের নিজেদেরকে পরিচালনা না করি।

২. তাঁদের এই চেতনার স্বীকারোক্তি। এমন কি যদি তারা স্বর্গ থেকে খ্রীষ্টের শিক্ষা প্রচার করার জন্য তেমন কোন আদেশ নাও পান, তাহলেও তাঁদের অবশ্যই এর কথা বলতে হবে এবং প্রকাশ্যে মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে। তাঁদেরকে সেই সমস্ত কথা বলতে হবে যা তারা দেখেছেন এবং শুনেছেন। ইলীহূর মত করে, তাঁরা এই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ ছিলেন এবং পবিত্র আত্মা সব সময়কার জন্য তাঁদের সাথে অবস্থান করছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে শক্তি দিয়েছিলেন যেন তাঁরা এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন এবং তারা যেন সঞ্জীবিত হন, ইয়োব ৩২:১৮, ২০।

(১) তারা নিজেদের ভেতরে এর সম্পর্কিত প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁদের ভেতরে কী ধরনের অনুগ্রহপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এতে করে তাঁরা যেন এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করেছেন এবং সেই কারণে তাঁরা আর এর কথ না বলে থাকতে পারছেন না; এবং যারা খ্রীষ্টের সুসমাচার এবং তাঁর শিক্ষা সবচেয়ে ভালভাবে শিক্ষা দেবে, তারা এই শক্তি অনুভব করতে পারবেন এবং এর মিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন এবং তাঁরা নিজেদেরকে এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারবেন যেন এই বিষয়টি আগুন হয়ে তাঁদের

হাড়মজ্জাকে প্রজ্জ্বলিত করবে, যিরমিয় ২০:৯।

(২) অন্যদের কাছে এর গুরুত্ব কতটুকু তা তাঁরা জানতেন। তাঁরা অন্যান্য ধ্বংসপ্রায় আত্মার দিকে যত্ন সহকারে তাকাতেন এবং তাঁরা জানতেন যে, তারা যীশু খ্রীষ্টকে ছাড়া এই অনন্তকালীন ধ্বংস থেকে রেহাই পেতে পারেন না, আর সেই কারণে তাঁরা নিশ্চয়ই তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য আরও বেশি করে আন্তরিক হবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন। এমন কিছু বিষয় আছে যা আমরা দেখেছি এবং শুনেছি, আর সেই কারণে আমরা তা অন্যদেরকে সতর্কতা হিসেবে জানানোর জন্য অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকবো, আমরা নিশ্চয়ই তাদের কাছে সেই সমস্ত কথা ব্যক্ত করব। আমরা যদি তা না জানাই তাহলে কে জানাবে? কে পারবে? আমরা যেহেতু এই অনুগ্রহের কথা জানি, সেই কারণে আমাদের অবশ্যই মানুষকে সতর্ক করে তুলতে হবে; কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসা এবং আত্মার ভালবাসা আমাদেরকে ধরে রাখবে, ২ করিন্থীয় ৫:১১, ১৪।

গ. এখানে আমরা দেখি বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে (পদ ২১): তারা পরবর্তীতে তাঁদেরকে হুমকি দিল এবং তার চিন্তা করলো যে, তারা তাদেরকে ভয় দেখাতে পেরেছে এবং তাদেরকে ছেড়ে দিল। সেখানে এমন আরও অনেকে ছিল যাদেরকে তারা ভয় দেখিয়ে তাদের বাধ্যতা অনুসারে কাজ করাতে পেরেছে এবং অন্যায্য আদেশ তাদেরকে দিয়ে পালন করাতে পেরেছে; তারা জানতো যে, কিভাবে একজন মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ অনুসারে কাজ আদায় করে নিতে হয় (যোহন ৯:২২) এবং তারা এ কথাও চিন্তা করেছিল যে, তারা নিশ্চয়ই এই একই প্রভাব প্রেরিতদের উপরেই খাটাতে পারবে যা তারা অন্যান্য লোকদের উপরে খাটিয়েছে; কিন্তু তারা ভুল ভেবেছিল, কারণ এই প্রেরিতেরা সবসময় যীশু খ্রীষ্টের সাথেই ছিলেন। তারা তাঁদেরকে হুমকি দিয়েছিল এবং এখন শেষ পর্যন্ত তারা এই কাজই করল: তাদের কথা শেষ হয়ে গেলে পর তারা তাঁদেরকে ছেড়ে দিল। এর কারণ হচ্ছে:

১. তারা লোকদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে চাইল না, যারা ঈশ্বরের কৃত সমস্ত কাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতো। এছাড়া তারা সেই বিচারকদেরকে তাদের আসন থেকে টেনে নামানোর জন্য প্রস্তুত ছিল, অন্তত পক্ষে এই বিচারকেরা তেমনই মনে করতো, যদি তারা এই কাজের জন্য প্রেরিতদেরকে কোন ধরনের শাস্তি দিত। ঈশ্বরের বিধান অনুসারে শাসকদেরকে তৈরি করা হয়েছে যেন তাদেরকে দেখে মন্দ মানুষেরা ভীত হয় এবং তাদের কাজ থেকে বিরত থাকে।

২. তারা এই আশ্চর্য কাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারলেন না: কারণ (পদ ২২) সেই আরোগ্য-দানরূপ চিহ্ন-কার্য যে ব্যক্তিতে সাধিত হয়েছিল, তার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হয়েছিল। আর সেই কারণে: (১) এই আশ্চর্য কাজটি ছিল এক অতীব মহান আশ্চর্য কাজ, সেই লোকটি তার মায়ের গর্ভ থেকেই এভাবে পঙ্গু ছিল, প্রেরিত ৩:২। সে যত বড় হচ্ছিল ততই তার রোগটি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল এবং তা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও চলে গিয়েছিল। যা বছরের পর বছর ধরে তৈরি হয় এবং যা বহু দিন ধরে শয়তানের কবলে

পড়ে থাকে, তা তাদেরকে মঙ্গলের প্রতি আত্মিক অক্ষমতা তৈরি করে। আর সেই কারণেই এই কাজের মধ্য দিয়ে শয়তানের উপরে স্বর্গীয় অনুগ্রহের বিজয় পরিলক্ষিত হয়। (২) এর সত্যতা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সত্যায়িত করা হয়েছে; কারণ এই লোকটির বয়স চল্লিশের উপরে ছিল, সে ছিল কথা বলতে সক্ষম, যেমনটা খ্রীষ্ট যে অন্ধ লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন, সে যেভাবে উত্তর দিয়েছিল, যখন তাকে তার এই অবস্থার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল, যোহন ৯:২১।

প্রেরিত ৪:২৩-৩১ পদ

আমরা এখন আর প্রধান পুরোহিতদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না, বিশেষ করে তারা কি করেছিলেন যখন তারা পিতর এবং যোহনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা শুধুমাত্র এই দুই প্রেরিতের সাক্ষ্য শোনা ছাড়া তাদের উপরে আর কিছুই করতে পারেন নি। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি:

ক. তাঁরা তাঁদের ভাইদের কাছে ফিরে আসলেন, যারা ছিলেন প্রেরিত এবং পরিচর্যাকারী এবং সম্ভবত তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীও ছিলেন (পদ ২৩): তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে পর তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন এবং প্রধান পুরোহিরা ও প্রাচীন নেতৃবর্গরা তাঁদেরকে যা যা বলেছিলেন সে সবই জানালেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেমনটা আমরা দেখি প্রেরিত ১২:১২ পদে। তারা মুক্ত হয়েই তাদের পুরানো বন্ধুদের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাদের মণ্ডলীর সহভাগিতায় মিলিত হলেন।

১. যদিও ঈশ্বর তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছিলেন, তাদেরকে তাঁর সুসমাচারের সাক্ষ্য বহন করার জন্য আহ্বান করেছিলেন এবং তাদেরকে এর জ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট প্রকারে জ্ঞাত করেছিলেন, তথাপি তারা এর কারণে মোটেও গর্বিত হন নি, কিংবা এর কারণে তাঁরা তাদের ভাইদের চেয়ে নিজেদেরকে উঁচু বলে মনে করেন নি, বরং তারা আবার তাঁদের সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন। কোন প্রকার বিশেষ গুণ বা কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, সাধু ব্যক্তিদের যে পদ মর্যাদা বা গুণ রয়েছে তার চাইতে আমরা অনেক উঁচুতে উঠে গেছি।

২. যদিও তাদের শত্রুরা তাদেরকে কঠিনভাবে হুমকি দিয়েছে এবং তাদের মধ্যকার বন্ধন ছিন্ন করে দিতে চেয়েছে, তথাপি তাঁরা আবারও তাঁদের সঙ্গীদের কাছেই ফিরে গেলেন এবং তাঁরা শাসকদের চোখ রাঙ্গানিতে কোন প্রকার ভয় করলেন না। তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের বন্ধুদের মাঝে গিয়ে স্বস্তি বোধ করেছেন এবং তাঁরা নিজেদের আবাস স্থলে গিয়ে কিছু সময় নিশ্চয়ই প্রার্থনায় কাটিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু তারা মূলত জনগণের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে মনোনীত হয়েছিলেন, আর তাই তাঁদের বক্তিগত স্বস্তি লাভের জন্য তেমন অবকাশ ছিল না। খ্রীষ্টের শিষ্যরা সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করে থাকেন, আর সবচেয়ে ভাল হয় যদি তারা তাঁদের নিজেদের সঙ্গী হন।

খ. যা কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে তাঁরা তাদের সকলকে জানালেন: প্রধান পুরোহিত এবং প্রাচীনবর্গ তাঁদেরকে যা যা বলেছেন সে সম্পর্কে তাঁরা তাদেরকে বললেন, তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে কী বলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কীভাবে তাঁদের বিচার কার্য সম্পন্ন হল সে বিষয়ে তাঁরা তাদের সকলকে বিস্তারিতভাবে জানালেন। তাঁরা এ বিষয়ে জানালেন যে:-

১. তাঁর ভাল করেই জানতেন যে, তাঁদের কাজের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে মানুষের কাছ থেকে কী আশা করা যায় এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে কী আশা করা যায়। মানুষের কাছ থেকে নিশ্চয়ই তাঁদের এমন কিছুই আশা করা উচিত যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁরা সেটাই আশা করবেন যেটা আরও সাহস ও উদ্দীপনা যোগায়; মানুষ তাঁদেরকে সর্ব শক্তি দিয়ে দমন করার চেষ্টা করবে, কিন্তু ঈশ্বরের তাঁদেরকে আরও বেশি করে যত্ন করবেন যেন তাঁরা এই পথ সহজে পাড়ি দিতে পারেন। এভাবেই প্রভুতে ভ্রাতৃগণ একে অপরের সাথে বিশ্বাসে এবং অধ্যবসায়ের সাথে বন্ধনে একত্রিত থাকেন, সেই সাথে তাদের মধ্যে কাজ করে তাঁদের অভিজ্ঞতা, ফিলিপীয় ১:১৪।

২. তাঁরা নিশ্চয়ই এই কথা মণ্ডলীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করবেন, যাতে করে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের দিক নির্দেশনা খুঁজে পায়, বিশেষ করে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য। কোন কোন সময় বিরোধিতাকারীর নীরবতা একটি বিপক্ষের জন্য সাক্ষ্য এবং সান্ত্বনা হিসেবে কাজ করে। এই প্রেরিতেরা প্রধান পুরোহিতদেরকে তাদের মুখের উপরে বলেছিলেন যে, ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে তুলেছেন, যদিও সেই পুরোহিরা এক জোট হয়েছিল এবং তারা কোন মতেই এ কথা বিশ্বাস করে নি, কিন্তু তাদের মধ্যে এই কথা অস্বীকার করার মত সাহস ছিল না, কিন্তু সবচেয়ে প্রচলিত এবং বোকামি সূচক ভাষায় তারা প্রেরিতদেরকে এই কথা কাউকে না জানানোর জন্য বলেছিল।

৩. এখন তাঁরা অবশ্যই তাদের সকলের সাথে প্রার্থনা এবং প্রশংসায় যোগ দেবেন; এবং এই ধরনের ঐকতানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আরও বেশি করে গৌরবান্বিত হন এবং মণ্ডলী আরও বেশি করে উচ্চীকৃত হয়। আমাদেরকে অবশ্যই এই কারণে আমাদের ভাইদের সাথে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ নিয়ে সহভাগিতা পালন করতে হবে এবং তাঁর উপস্থিতির যে অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে তার কথাও আলোচনা করতে হবে, যাতে করে তারা আমাদেরকে ঈশ্বরের সম্পর্কে আরও কোন বিষয় নিয়ে সহভাগিতা রক্ষা করতে পারেন এবং আমরা আরও বেশি তাঁকে জানতে পারি।

গ. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মুনজাত করলেন: যখন তাঁরা পুরোহিতদের নিষ্ফল ক্রোধ এবং পরিচর্যাকারীদের দৃঢ় সাহসের কথা শুনলেন, তখন তাঁরা তাঁদের সকল সঙ্গীকে ডাকলেন এবং সকলে প্রার্থনায় রত হলেন: তাঁরা সকলে এক চিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চঃস্বরে বলতে লাগলেন, পদ ২৪। এমন নয় যে, তাঁরা সকলে একই সময়ে একই কথা উচ্চারণ করছিলেন, যদিও তা খুবই সম্ভব ছিল, যেহেতু তারা সকলে একই পবিত্র আত্মার দ্বারা উজ্জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা এক নামের অধীনে তাঁদের

সকলের কণ্ঠ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উচ্চে তুলেছিলেন এবং তাদের সাথে তাল মেলাতে তাঁরা সকলে তাদের হৃদয় এক সাথে তুলে ধরেছিলেন, যা ছিল কার্যকরীভাবে তাঁদের কণ্ঠ ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরার সামিল; কারণ চিন্তা ঈশ্বরের কাছে কথার তুল্য। মোশি ঈশ্বরের প্রতি কেঁদে কেঁদে ও চিৎকার করে প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আমরা শুনতে পাই না যে, তিনি কোন শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন। এখন ঈশ্বরের নিকট এই আন্তরিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই:

১. এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরকে তাঁদের সম্মান প্রদান (পদ ২৪): এক চিত্ত হয়ে এবং কার্যকরীভাবে এক মুখ স্বরূপ হয়ে তাঁরা সকলে ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করলেন, রোমীয় ১৫:৬। তারা বললেন, "হে প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, একমাত্র ঈশ্বর; ***Despota***, তুমিই আমাদের স্বামীন্ এবং আমাদের সার্বজনীন শাসনকর্তা" (এমনটিই এই শব্দ প্রকাশ করে), "তুমিই প্রভু, ঈশ্বর, তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই এবং কোন মানুষ নয়, কেবল তুমিই, তুমিই এই পৃথিবীর এবং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তুমি কোন মতেই মানুষের মনের কল্পনা নও। তুমি সেই ঈশ্বর, যে স্বর্গ এবং পৃথিবী এবং সমুদ্র সৃষ্টি করেছ, উচ্চতর এবং নিম্নতর পৃথিবী সৃষ্টি করেছ এবং এর মধ্যস্থিত সকল প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছ।" এভাবেই আমরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা আমাদের নিজেদেরকে ন-খ্রীষ্টানদের থেকে আলাদা করে থাকি, কারণ তারা সেই সকল দেবতার পূজা করে থাকে, যাদেরকে তারা তৈরি করে, কিন্তু আমরা এমন এক ঈশ্বরের উপাসনা করি, যিনি এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। আর তাই আমাদের জন্য এভাবে উপাসনা করা অত্যন্ত উপযোগী, সেই সাথে তা আমাদের জন্য প্রয়োজন, যাতে করে আমরা এই কথা স্বীকার করে নিয়ে প্রার্থনা করি যে, ঈশ্বর হলেন মহা পরাক্রমশালী পিতা, যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। যদিও প্রেরিতেরা এই সময় এই জগতের উদ্ধার এবং পরিত্রাণ নিয়ে পুরোপুরিভাবে রহস্যের মধ্যে আবৃত ছিলেন, তথাপি তারা এই পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস ভুলে যান নি; কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে এটা নিশ্চিত করা এবং একে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল যে, তাদের মধ্যে যেন কোন ধরনের দ্বিধা বা সন্দেহ বা প্রশ্নের জন্ম না নেয়। এটি ছিল ঈশ্বরের লোকদের জন্য এক অনুপম উৎসাহের বিষয়, যা তাদেরকে কাজের ক্ষেত্রে এবং কষ্ট ভোগের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে সাহস যুগিয়েছিল, যার কারণে তারা সেই ঈশ্বরের সেবা করতে পেরেছিলেন, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর তাই তারা সকলে কালের পরিক্রমা এবং এ সম্পর্কিত সকল ঘটনার বিষয়ে জানতে উৎসুক হয়েছেন এবং তারা এসব কিছু পাড়ি দিতে গিয়ে যে ধরনের দুঃখ কষ্ট এবং জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তার জন্য সক্ষম হয়েছেন। আর আমরা যদি তাকে এর জন্য মহিমা ও গৌরব দান করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এর মহা অনুগ্রহ এবং সুফল ভোগ করতে পারব।

২. তাঁরা পুরাতন নিয়মের সেই সমস্ত অংশ নিজেদের ভেতরে পাঠ করার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে এই বর্তমান স্বর্গীয় প্রকাশের বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করলেন, যেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, খ্রীষ্টের রাজ্য প্রথমবারের মত এই পৃথিবীতে স্থাপন করতে গেলে তাঁদেরকে এ ধরনের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, পদ ২৫, ২৬। ঈশ্বর, যিনি

স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয়ই কোন [কার্যকরী বা প্রকৃত] বাধা তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে বিপত্তি সৃষ্টি করবে তা হতে পারে না, যেহেতু কেউই সাহস করবে না [অন্ততপক্ষে আমরা ধরে নিতে পারি] তাঁর সাথে তর্ক করার কিংবা প্রতিযোগিতা করার। হ্যাঁ, এভাবেই তা লেখা হয়েছে, এভাবেই তিনি তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলেছেন, এভাবেই তিনি কলম দিয়ে লিখেছেন, তাঁর দাস দায়ূদের কলমের মধ্য দিয়ে লিখেছেন, যাকে এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় গীতের রচয়িতা হিসেবে মনে করা যেতে পারে, আর সেই কারণে খুব সম্ভব যে, প্রথম গীতসংহিতা এবং অন্যান্য গীতগুলোও তাঁরই অবদান, যদিও সেগুলোর শিরোনামে তাঁর নামের উল্লেখ নেই। এই বিষয়টি তাদের কাছে বিস্ময়কর মনে না হোক, কিংবা এই শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের কাছে লজ্জাষ্কর মনে না হোক, কারণ পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তা আগে থেকেই বলে রাখা হয়েছে, গীতসংহিতা ২:১,২।

(১) ন-খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্যের বিপক্ষে দাঁড়াবে এবং তারা তা স্থাপন করার ক্ষেত্রে রাগান্বিত থাকবে, কারণ এতে করে তাদের ন-খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের দেব-দেবতাদেরকে টেনে নামানো হবে এবং তাদের মন্দতা ও দুষ্টতার দিকে নজর দেওয়া হবে এবং এর হিসাব নেওয়া হবে।

(২) এর বিরুদ্ধে যা কিছু আসতে পারে তা লোকেরা ধারণা করবে, যেমন এর শিক্ষকদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়া, এর বিষয়সমূহকে অসংলগ্ন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা এবং এর উপর থেকে লোকদের সমস্ত আগ্রহ মুছে দেবার চেষ্টা করা। যদি তারা এই বিষয়টিতে মিথ্যে বা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে যারা এ বিষয়গুলো চিন্তা করেছিল তাদেরকে এর কৃতিত্ব দেওয়া হবে।

(৩) এই পৃথিবীর রাজারা, বিশেষ করে যারা খ্রীষ্টের রাজ্যের বিপক্ষে দাঁড়াবে, তাদের ভেতরে থাকবে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ (যদিও তাদের এমনটা হওয়ার কোন কারণ নেই), কারণ তারা নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হুমকির মুখে পড়েছে বলে মনে করবে। এই পৃথিবীর যে সমস্ত রাজাকে স্বর্গীয় কর্তৃত্ব অনুসারে সম্মান ও গৌরব প্রদান করা হয়েছে এবং যাদের ঈশ্বরের জন্য তাদের সর্বস্ব নিয়োজিত করা উচিত, তারাই স্বর্গীয় অনুগ্রহের কাছে অপরিচিত ব্যক্তি এবং শত্রুতে রূপান্তরিত হবে এবং তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

(৪) শাসকগণ ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একত্রে এসে দাঁড়াবে; শুধুমাত্র রাজবংশ নয়, যাদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির সর্বময় শাসন ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে, বরং যেখানে সব ধরনের শাসক, পরিষদবর্গ এবং সভাসদদের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে, তারা সকলে একত্রিত হবে, যেন তারা ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টের বিপক্ষে একত্রিত হতে পারে– প্রকৃতি এবং প্রকাশিত ধর্ম এই উভয়ের বিপক্ষে যেন তারা দাঁড়াতে পারে। যা কিছু খ্রীষ্টের বিপক্ষে করা হবে তা ঈশ্বর তাঁর নিজের বিরুদ্ধে করা হয়েছে বলে ধরে নেবেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস যে শুধুমাত্র রাজা এবং শাসকদের সাহায্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত ছিল তাই নয়, (খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম তাদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতার প্রভাব বা অর্থ কোন সাহায্যই পায় নি) বরং সেই সাথে তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল এবং যুদ্ধ ঘোষণা

করেছিল এবং তারা একত্রে মিলে এই ধর্মকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চিন্তায় ছিল এবং তথাপি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস তার পথে এগিয়ে গেছে।

৩. খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে শাসকদের শত্রুতা এবং আক্রোশের বিষয়ে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা এখন পূর্ণতা লাভ করছে। যা কিছু বলা হয়েছিল সে অনুসারেই সমস্ত কিছু ঘটছে, পদ ২৭, ২৮। এটি একটি সত্য– সুস্পষ্ট সত্য, এটি অস্বীকার করা খুবই কঠিন এবং এখানে প্রকাশ পায় হেরোদ এবং পীলাত সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেই কথা, যারা ছিলেন দুই জন রোমীয় সরকারের অধীনস্থ শাসক, যারা অযিহূদীদের সাথে (তাদের অধীনে ছিল রোমীয় সৈন্যরা) এবং ইস্রায়েলের লোকদের সাথে মিলে (যিহূদীদের শাসক এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে জনতার দল একত্রিত হয়েছিল তাদের মন্ত্রণাদাতা), তারা একত্রিত হয়েছিল সেই পবিত্র সন্তান যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য, যাকে ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত করা হয়েছে। অনেক অনুলিপিতে আরও একটি কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, ***en te polei sou taute***– এই পবিত্র শহরে, যার মর্যাদা অন্য যে কোন স্থানের চেয়ে উপরে, তাঁকে নিশ্চয়ই এখানে স্বাগত জানানো উচিত ছিল। কিন্তু এখানে তারা ঠিক সেই কাজই করবে যা স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারে আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। এখানে দেখুন: (১) খ্রীষ্ট সম্পর্কে ঈশ্বর যে জ্ঞানপূর্ণ এবং পবিত্র পরিকল্পনা সাধন করেছেন। তাঁকে এখানে বলা হয়েছে শিশু যীশু, যেমনটা তাঁকে বলা হয়েছে (লূক ২:২৭, ৪৩) তাঁর শৈশবে, এর কারণে এই বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যে, তিনি তাঁর উচ্চীকৃত অবস্থাতেও আমাদের জন্য অবনমিত হতে লজ্জা বোধ করেন নি এবং তিনি তাঁর হৃদয়ে নম্র ছিলেন এবং নিজেকে তিনি অত্যন্ত নিচু করেছিলেন। তিনি তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদায় ছিলেন ঈশ্বরের মেষ শাবক এবং শিশু যীশু হিসাবে। কিন্তু তিনি পবিত্র শিশু যীশু (এমন নামেই তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে, লূক ১:৩৫, সেই পবিত্র জন) এবং তাঁর পবিত্র পুত্র; এই শব্দটি এই অর্থ বহন করে যে, তিনি একই সাথে একজন পুত্র এবং একজন দাস, ***paida sou***। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র; এবং এখন পর্যন্ত পরিত্রাণের কাজের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতার দাস হিসেবে কাজ করছেন (যিশাইয় ৪২:১), আমার দাস যাকে আমি উচ্চীকৃত করেছি। তিনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর অভিষেক প্রদান করছেন, তিনি তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হওয়ার জন্য এবং একই সাথে এই নামে ডাকার জন্য যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন, আর এই কারণেই আমরা তাঁকে প্রভু খ্রীষ্ট বলে সম্বোধন করি, আর ২৬। আর এই বিষয়টির জন্য যুক্তি উত্থাপন করা যায় যে, কেন তারা নিজেদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে এতটা ক্রোধ এবং আক্রোশ সহকারে স্থাপন করেছিল, কারণ ঈশ্বর তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং তারা তথাপি তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। দায়ূদকে রাজা শৌলকে ঈর্ষা করতেন, কারণ তিনি ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছিলেন। আর পলেষ্টীয়রা দায়ূদের কাছে এসে তাঁর খোঁজ করেছিল, যখন তারা শুনেছিল যে, তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন, ২ শমূয়েল ৫:১৭। এখন ঈশ্বর যেহেতু খ্রীষ্টকে অভিষিক্ত করেছেন তাই তাঁর ভাগ্যে কী ঘটবে সেটাও নির্ধারিত হয়ে গেছে, যা কোন মতেই পরিবর্তিত হবে না। তাঁকে একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে অভিষেক প্রদান করা হয়েছিল, আর সেই কারণে এটি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি

পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজের প্রাণ উৎসর্গ করবেন। তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে– তাই লোকেরা তাঁকে হত্যা করবে। তাঁর নিজ হাতে নয়– সেই কারণে ঈশ্বর নিজেই পরিকল্পনা করে রেখেছেন আগে থেকে যে, কীভাবে এই সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। নিশ্চয়ই এই ঘটনা তাদের হাতে ঘটবে, যারা তাঁকে একজন অপরাধী এবং দুষ্কৃতিকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল, আর সেই কারণে এই ঘটনা কোন স্বর্গদূত কিংবা ভাল মানুষের হাতে ঘটতে পারে না; তাঁকে অবশ্যই পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, যেভাবে ইয়োবের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল, ইয়োব ১৬:১১। যেহেতু দায়ূদকে শিমিয়ির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে সে অভিশাপ দিতে পারে (২ শমূয়েল ১৬:১১): প্রভু আমাদের আদেশ করেছেন। ঈশ্বরের হাত এবং তাঁর পরিষদ তা নির্ধারণ করেছেন– তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর প্রজ্ঞা। ঈশ্বরের হাত, যা সঠিকভাবে প্রকাশ করে মহা স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কথা এবং কার্যকরী ক্ষমতার কথা, এখানে তাঁর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা বোঝানোর উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ তাঁর কাছে বলা এবং করা আলাদা বিষয় নয়, কারণ তিনি যা বলেন তাই করেন। তাঁর হাত এবং তাঁর পরিষদ সবসময় একই মত পোষণ করে; কারণ ঈশ্বর যাই করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি তা করে থাকেন। ড. হ্যামন্ড এই যে কথাটি, ঈশ্বরের হাত এই বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছে– এই শব্দগুচ্ছটিকে মনে করে থাকেন মহাপুরোহিতের সেই আশীর্বাদ হিসেবে, যা প্রায়শ্চিত্তের দিনে দুইটি ছাগলকে সামনে রেখে বলা হয় (লেবীয় ১৬:৮), যখন তিনি একটি ছাগলের উপরে হাত নামান না, যাকে ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের অধীনে রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর একটির উপরে তিনি হস্তার্পণ করেন এবং সেটাকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উৎসর্গ করেন। কিংবা আমি এইভাবে ধারণা করতে পারি, যখন ঈশ্বরের হাত দ্বারা এখানে পরিকল্পনা বা নির্ধারণ করার কথা বোঝানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি মনে করতে পারি যে, এখানে ঈশ্বরের কার্যকারী হাতের কথা বোঝানো হয় নি, বরং তাঁর আদেশ স্বাক্ষরকারী হাতের কথা বলা হয়েছে, যা আমরা দেখি ইয়োব ১৩:২৬ পদে, তুমি আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তিক্ত কথা লিখেছ; এবং পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের যে সমস্ত আদেশ নির্দেশের কথা লেখা হয়েছে তা একান্তই সত্যি (দানিয়েল ১০:২১) এবং খ্রীষ্ট এর পূর্ণতা সাধন করেছেন, গীতসংহিতা ৪০:৭। এই কথা লিখেছিল ঈশ্বরের হাত, যে হাতের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পরিষদ কাজ করে থাকে। তাঁর হাতেই সকল আদেশ নির্দেশ দান করা হয়ে থাকে।

(২) এই পরিকল্পনা সাধন করতে গিয়ে অনেক মন্দ এবং অপবিত্র বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছিল, যদিও তারা তা চান নি এবং তাদের হৃদয়েও সেই চিন্তা ছিল না। হেরোদ এবং পীলাত, অযিহূদী এবং যিহূদীরা, যাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল ব্যাপক এবং যাদের কখনোই এক হওয়া সম্ভব ছিল না, তারাই যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুদণ্ড প্রদানকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়েছিল এবং তারা উভয় খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এক হয়েছিল। তারা যা করেছিল তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিজ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল এবং এই কারণে নিশ্চয়ই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম, তাদের ক্রোধ, আক্রোশ এবং জিঘাংসা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যাবে না। নিশ্চয়ই ঈশ্বর নিষ্পাপ খ্রীষ্টের রক্তপাতের কারণে তাদের সকলকে দোষী সাব্যস্ত করবেন এবং তাদেরকে নির্মম শাস্তি প্রদান করবেন। পাপের মধ্য দিয়ে যদি ঈশ্বরের কোন মঙ্গল পরিকল্পনা সাধিত

হয়ও, তথাপি এর জন্য সেই পাপীকে সামান্য পরিমাণ ছাড় দেওয়া হবে না। তবে এই সমস্ত কাজের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হবেন এবং দেখা যাবে যে, ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনা সাধিত হচ্ছে অবশেষে।

৪. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের আবেদন। শত্রুরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এক হয়েছিল এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা তাঁর পরিচর্যাকারীদের বিরুদ্ধেও সেভাবে এক হয়েছিল। শিষ্যরা কখনোই তাদের প্রভুর চাইতে বড় নন, কিংবা তাদের কখনো এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আশা করা উচিত নয়, তবে এভাবে অপমানিত হওয়ার পর তাঁরা প্রার্থনা করলেন:-

(১) যেন ঈশ্বর এই শত্রুদের ক্রোধের বিষয়ে জ্ঞাত হন: আর এখন, হে প্রভু, ওদের ভয় প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, পদ ২৯। তাদেরকে দেখ, যেভাবে তুমি এর আগে গীতসংহিতায় বলেছিলে (গীতসংহিতা ২:৩, ৪), যখন তারা বলেছিল, "এসো, আমরা ওদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলি, নিজের কাছ থেকে ওদের রজ্জু খুলে ফেলি।" যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করবেন; সদাপ্রভু তাদের বিদ্রূপ করবেন। আর তখন কুমারী সিয়োন কন্যা আশেরিয়া দেশের রাজাদের সকল নিষ্ফল ক্রোধের দিকে ভ্রুকুটি করে তাকাবে, যিশাইয় ৩৭:২২। আর এখন, হে প্রভু; ***ta nyn***, এখানে *এখন* শব্দটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে করে এটি প্রকাশ করা যায় যে, এখন ঈশ্বরের লোকদের কাছে তাঁর আগমনের সময় হয়েছে, যখন তাদের শত্রুদের হুমকি এবং বাধা সবচেয়ে প্রবল এবং অসহনীয় আকার ধারণ করবে। তারা ঈশ্বরকে বলে দেন নি যে, তাঁকে কী কী করতে হবে, কিন্তু তারা সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানিয়েছেন, যেমনটা করেছিলেন হিষ্কিয় (যিশাইয় ৩৭:১৭): "হে সদাপ্রভু, কর্ণপাত কর, হে সদাপ্রভু চোখ উন্মীলন করে দেখ; দেখ, তারা কী কী বলছে শোন, জীবন্ত ঈশ্বরকে টিটকারি দেবার জন্য তারা যেসব কথা বলে পাঠিয়েছে তা শোন। তুমি দেখেছ, কেননা তুমি অত্যাচার ও দুর্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত করছো, যেন তার প্রতিকার নিজের হস্তে কর (গীতসংহিতা ১০:১৪)। সে কারণে তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, তুমি তাদের এই সকল হুমকি ও বিরোধিতা দেখ এবং হয় তুমি তাদের হাত বেঁধে রাখ নতুবা তুমি তাদের হৃদয় পরিবর্তন কর; তাদের ক্রোধ যেন দূর হয়ে যায় তুমি তেমন আঘাত তাদেরকে কর, যাতে করে আমরা তোমার প্রশংসা করতে পারি এবং তুমি যে কখনো আমাদেরকে ভুলে যাও না তা যেন আমরা মনে করতে পারি, গীতসংহিতা ৭৬:১০। আমাদের জন্য এটি একটি সান্ত্বনার বিষয় যে, যদি আমরা অন্যায্যভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হই এবং আমাদেরকে হুমকি দেওয়া হয় এবং যদি ধৈর্য্যের সাথে তা সহ্য করা হয়, তাহলে আমরা নিজেদেরকে সহজে প্রভুর কাছে এই বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারি এবং তিনি এর দেখভাল করবেন।

(২) ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে যেন তাদের আত্মাকে উজ্জীবিত করেন এবং তাদেরকে আনন্দের সাথে তাদের নিজেদের কাজ করার জন্য সঞ্চালিত করেন: তোমার এই দাসদেরকে সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গে তোমার বাক্য বলবার ক্ষমতা দাও, যদিও পুরোহিত এবং শাসকেরা চায় যেন তারা নীরব হয়ে থাকেন। লক্ষ্য করুন, যখন আমাদের হুমকি দেওয়া

হয়, সে সময় আমাদেরকে বাধা বিপত্তি এড়ানোর জন্য খুব বেশি চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই, বরং আমাদের তখন উচিত হবে আনন্দের সাথে এবং উৎফুল্ল চিত্তে আমাদের কাজ এবং দায়িত্বে ফিরে যাওয়া, সেখানে আমাদেরকে যে সমস্যার সম্মুখীনই হতে হোক না কেন। তাদের প্রার্থনা এমন ছিল না, "প্রভু, তাদের ভয় প্রদর্শনের দিকে, হুমকির দিকে দৃষ্টি দাও এবং তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও, আর তাদের মুখ বন্ধ করে দাও, তাদের চেহারা লজ্জা দিয়ে পরিপূর্ণ কর;" কিন্তু তিনি বলেছেন, "তাদের ভয় প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং আমাদেরকে সঞ্জীবিত কর, আমাদের মুখ খুলে দাও এবং হৃদয়কে সাহসে পরিপূর্ণ কর। তারা এই প্রার্থনা করেন নি যে, "আমাদেরকে আমাদের কাজ থেকে অবসর নেওয়ার মত একটি সুন্দর সুযোগ দান কর, কারণ এখন আমাদের এই কাজ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, "বরং তারা প্রার্থনা করেছেন এভাবে, "প্রভু, আমাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান কর যেন আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারি এবং আমরা যেন মানুষের সামনে ভয় পাই।" এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] যাদেরকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সাধনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তাদেরকে সাহসের সাথে এই বার্তা সকলের কাছে প্রদান করতে বলা হচ্ছে, যেন তারা কোন বাধার মুখে কথা না বলেন, বরং তারা যেন ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাঁর নাম সগৌরবে প্রচার করে থাকেন।

[২] ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর নাম অত্যন্ত সাহসের সাথে এবং শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করে থাকি। আমরা যেন ঈশ্বরের সাথে তাঁরই শক্তি সাথে নিয়ে এগিয়ে যাই। আমাদেরকে আরও উদ্দীপনা সহকারে কাজে মনোনিবেশ করতে হবে। তারা কি খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না? আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় হব, যদি আমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে না তুলি।

(৩) ঈশ্বর এখন পর্যন্ত তাদেরকে আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যেন তাঁরা যে মতবাদ ও শিক্ষা প্রচার করছেন তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারেন। তাঁরা সেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন পঙ্গু লোকটিকে সুস্থ করার মধ্য দিয়ে: প্রভু আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর, আমাদেরকে সেই শক্তি দাও যেন তোমার নামে আমরা এই লোকটির পা সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারি। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের উপস্থিতি ব্যতীত আর কিছুই প্রভুর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদেরকে তাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তাঁরা যে ক্ষমতায় এই রোগীকে সুস্থ করেছেন তার সবটুকুই ছিল খ্রীষ্টের দেওয়া দান এবং উপহার, আর সেই কারণে তাঁদের অবশ্যই তাঁর কাছ থেকেই সবসময় এই আশীর্বাদ চাইতে হবে যেন ঈশ্বর তাঁদেরকে আশীর্বাদ করেন এবং তাঁরা এই অনুগ্রহ ও দান পেয়ে তাঁদের কাজে আরও বেগবান হতে পারেন। তাঁদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হবে প্রভু যীশুর নাম সমগ্র জগতে তুলে ধরা, প্রকাশ করা, যিনি পবিত্র প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁরই নামে সকলকে জয়ধ্বনি করতে হবে।

ঘ. ঈশ্বর এই সম্বোধনের প্রেক্ষিতে যে মহান অনুগ্রহ প্রদান করলেন, তবে তা কথার মধ্য দিয়ে নয়, বরং শক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

১. ঈশ্বর তাদেরকে তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করার একটি চিহ্ন প্রদান করলেন (পদ ৩১): যখন তারা প্রার্থনা করছিলেন (সম্ভবত তাদের মধ্যে অনেকেই একের পর এক প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন), একজন একজন করে, নিয়ম অনুসারে (১ করিন্থীয় ১৪:৩১) এবং যখন তারা সেই দিনের কাজ করা শেষ করলেন, সেই সময় সেই স্থানটি কেঁপে উঠল, যেখানে তারা সকলে এক সাথে অবস্থান করছিলেন; সেখানে একটি শক্তিশালী বাতাস বয়ে গেল, যেভাবে তাদের উপর দিয়ে পবিত্র আত্মা অবতরণ করেছিল (প্রেরিত ২:১, ২), যা পুরো ঘরটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যে ঘরে বসে তারা সকলে প্রার্থনা করছিলেন। এই কম্পনের কাজটি করা হয়েছিল তাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য, যেন তারা সকলে মনযোগী হন, তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেন বৃদ্ধি পায় এবং তারা যেন এই সত্যের চিহ্ন দেখতে পায় যে, ঈশ্বর তাদের সাথে রয়েছেন। আর সম্ভবত এর উদ্দেশ্য আরও ছিল এই যে, তারা যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে করতে পারেন (হগয় ২:৭): আমি সমস্ত জাতিকে কম্পিত করব এবং এই গৃহকে মহিমায় পরিপূর্ণ করব। এটি করা হয়েছিল এই বিষয়টি দেখানোর জন্য যে, কী কারণে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে আরও বেশি ভয় করা উচিত এবং মানুষকে আরও কম ভয় করা উচিত। যিনি এই স্থানটিকে কম্পিত করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই সেই সমস্ত মানুষের হৃদয়কেও কম্পিত করতে পারবেন, যারা তাঁর দাসদেরকে এবং সেবকদেরকে হুমকি দেখিয়ে ভীত ও কম্পিত করে, কারণ তিনি রাজাদের আত্মা কেড়ে নেন এবং পৃথিবীর রাজাদের জন্য তিনি আতঙ্কস্বরূপ। এই স্থানটি কম্পিত হয়েছিল, কারণ তাদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন ছিল এবং তা যেন কখনো কম্পিত না হয় তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল।

২. ঈশ্বর তাঁদেরকে আরও বেশি করে তাঁর আত্মা প্রদান করেছিলেন, যার জন্য তাঁরা প্রার্থনা করছিলেন। তাই তাঁদের প্রার্থনা নিঃসন্দেহে গৃহীত হয়েছিল, কারণ এর উত্তর দেওয়া হয়েছিল: তারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি পরিমাণে; যার মাধ্যমে তাঁরা শুধু যে উৎসাহই পেলেন তা নয়, বরং সেই সাথে তাঁরা সাহসের সাথে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করতে সমর্থ হলেন এবং তাঁরা মানুষের উদ্ধত এবং গর্বিত দৃষ্টির সামনে আর ভয় পেলেন না। পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে শেখালেন কী বলতে হবে তাই শুধু নয়, বরং কীভাবে বলতে হবে সেটাও। যারা ক্রমাগতভাবে পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলীয়ান হন, তারা সবসময় পবিত্র আত্মার সজীবকারক দান পেয়ে থাকেন এবং তা তাঁদের জীবনে প্রয়োগ করে থাকেন। তাঁরা বিচারালয়ের মাঝখানে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। আর এখন তাঁরা পুলপিটে দাঁড়িয়ে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, যা আমাদেরকে এ কথা শেখায় যে, আমরা যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর সত্যিকার নির্ভরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যা আমাদের প্রতিদিনকার দায়িত্ব হিসেবে পালন করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে সজীব তেল দিয়ে নিজেদেরকে অভিষিক্ত করতে হবে। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব এবং সেই সাথে তাঁর অনুগ্রহের ক্ষেত্রেও আমরা সাধারণ ভাবে শুধু যে জীবন ধারণ করি তা নয়, বরং সেই সাথে আমরা আমাদের সত্তাকেও লাভ করে থাকি, কিন্তু আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করি, প্রেরিত ১৭:২৮। আমরা এখানে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের কাজের কয়েকটি ধাপ দেখতে পাই যে, ঈশ্বর তাদেরকে পবিত্র আত্মা দান

করবেন, যারা তাঁর কাছে তা চাইবে (লূক ৬:১৩), কারণ তাঁদের প্রার্থনার উত্তর হিসেবে তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন; আর আমাদের কাছে এই দানের উত্তরণ ঘটানোরা একটি উদাহরণও রয়েছে, যেখানে তাঁদের সকলের প্রয়োজন রয়েছে, যারা তা গ্রহণ করবে এবং তা ব্যবহার করবে, তাঁরা যদি তা আরও বেশি ব্যবহার করে ও প্রয়োগ করে তবে তাদেরকে আরও বেশি করে তা দেওয়া যাবে। যখন তারা পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ হয়েছিল, তারা এই সকল কথা সাহসিকতার সাথে উচ্চারণ করেছিল; কারণ পবিত্র আত্মার পরিচর্যা সকল মানুষের জন্য প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে আমরা সকলে এর মধ্য দিয়ে সুফল লাভ করতে পারি। আমাদের তালন্ত সকল কাজে লাগাতে হবে, সেগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে চলবে না। যখন আমরা প্রভু ঈশ্বরকে দেখি যে তিনি তাঁদেরকে তাঁর নিজ আত্মা দ্বারা সাহায্য করছেন, তখন তাঁদের অবশ্যই এ কথা জানা উচিত যে, তাঁরা আর একা নন, যিশাইয় ৫০:৭।

প্রেরিত ৪:৩২-৩৭ পদ

আমরা এখানে এই পদগুলোতে সাধারণ কিছু ধারনা নেব। এই পদগুলো অত্যন্ত চমৎকার এবং এখানে সত্যিকার আদি মণ্ডলীর চালচিত্র ফুটে উঠেছে; এটি হচ্ছে *conspectus sæculi*– শৈশব এবং নির্দোষিতার সেই যুগের একটি দৃশ্য।

ক. শিষ্যরা একে অন্যকে অত্যন্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। দেখুন, যারা সকলে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন সেই অসংখ্য মানুষকে এক মন এবং এক আত্মা হয়ে পরস্পরকে ভালবাসতে দেখাটা কত না আনন্দের বিষয় (পদ ৩২) এবং সেখানে এমন কোন বিভেদ বা অসামঞ্জস্য ছিল না যে, তাদের মধ্যে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা বা বিভেদ দেখা দেবে। এভাবে লক্ষ্য করুন:

১. সেখানে এমন অসংখ্য লোক ছিলেন যারা বিশ্বাস করেছিলেন; এমন কি যিরূশালেমেও, যেখানে প্রধান পুরোহিতদের তীব্র আক্রোশ এবং ক্রোধ তখন অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে অবস্থান করছিল, সেখানে তিন হাজার মানুষ এক দিনে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং আরেক দিনে পাঁচ হাজার মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং এর পাশাপাশি তারা প্রতিদিনই মণ্ডলীতে যোগ দান করতো; এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা সকলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল এবং তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল; কারণ সেই একই আত্মা তাদেরকে সেই বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেছিল এবং খ্রীষ্টের কথা সাহসিকতার সাথে সকলের সামনে প্রচার করতে সাহস যুগিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, মণ্ডলী যখন তার মহিমা ও গৌরবে বৃদ্ধি পেল এবং যে সমস্ত মানুষ বিশ্বাস করতো তাদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, সে সময় তারা মানের চেয়ে পরিমাণের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখছিলেন। এখন মণ্ডলী তার উজ্জ্বলতা লাভ করেছে এবং তার আলো আবার জ্বলে উঠেছে, যখন এভাবে তাদের আত্মা মেঘের মত করে তার কাছে উড়ে যায় এবং কবুতরেরা নিজ নিজ খোপে এসে বসে, যিশাইয় ৬০:১, ৮।

২. তারা সকলে অভিন্ন হৃদয়ের ছিলেন এবং এক আত্মার ছিলেন। যদিও তারা সংখ্যায় অনেকে ছিলেন, অনেক ধরনের ছিলেন, না না বয়সের ছিলেন, তাদের মধ্যে নানা ধরনের মেজাজ, স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্য, তথাপি এই পৃথিবীতে তারা বিশ্বাস করার আগ পর্যন্ত একে অপরের কাছে অপরিচিত ছিলেন। আর তথাপি এখন তারা যেহেতু খ্রীষ্টেতে একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছেন, তাই তারা এমনভাবে তাদের পরস্পরের সাথে কথা বলতে লাগলেন যেন তারা কত না বছর ধরে একে অপরকে চেনেন। সম্ভবত তারা যিহূদীদের বেশ কয়েকটি আলাদা গোত্র থেকে এসেছিলেন, তাদের পরিবর্তনের আগে, কিংবা তারা হয়তো বিভিন্ন গোত্র থেকে এসেছিলেন এবং নানা ধরনের পেশা থেকে এসেছেন, কিন্তু এখন তারা সব কিছু ভুলে গেছেন এবং তাদের সকল অতীতকে পেছনে ফেলে রেখে এসেছেন, আর তারা এখন খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার কারণে ভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন এবং যেহেতু তারা সকলে খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়েছেন, সেই কারণে তারা একে অপরের সাথে পবিত্র ভালবাসায় এক হয়েছেন। এটিই ছিল খ্রীষ্টের শিষ্যদের জন্য তাঁর মৃত্যুর মূল অনুগ্রহপূর্ণ কারণ, যাতে করে তারা সকলে এক হতে পারেন। আমরা অবশ্যই এ কথা চিন্তা করতে পারি যে, তারা নিশ্চয়ই নিজেদেরকে বেশ কয়েকটি শাখা মণ্ডলীতে কিংবা উপাসনার দলে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন, যেখানে যেখানে তারা বসবাস করতেন সেইস্থান ভেদে, তাদের নেতৃত্বে নিশ্চয়ই একজন পরিচর্যাকারী ছিলেন। কিন্তু তথাপি তারা কখনোই একে অন্যকে ঈর্ষা করেন নি কিংবা তাদের মধ্যে কখনোই কোন শীতলতা দেখা যায় নি; কারণ তারা সকলে এক হৃদয়ের ছিলেন এবং এক আত্মার অধিকারী ছিলেন, শুধু তাই নয়, তারা অন্যান্য শাখা মণ্ডলী বা উপাসনা দলের সদস্যদেরকেও নিজেদের মত করেই ভালবাসতেন, যেন তারা তাদের নিজেদের দলের সদস্য। আর এই বিষয়গুলো আমাদের জীবনে তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা তা লাভ করব, পবিত্র আত্মাকে অবশ্যই স্বর্গ থেকে আমাদের উপরে বর্ষিত হতে হবে।

খ. পরিচর্যাকারীরা মহা উৎসাহের সাথে এবং সাফল্যের সাথে তাদের কাজে এগিয়ে চলছিলেন (পদ ৩৩): আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন। তারা যে শিক্ষা দান করতেন তা ছিল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের শিক্ষা: বস্তুত এর দ্বারা শুধু যে খ্রীষ্টের পবিত্র ধর্মের নিশ্চয়তা দান করা হতো তাই নয়, বরং সেই সাথে তা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সঠিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সকল দায়িত্ব, কর্তব্য, সুযোগ এবং আশ্বাসের কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই তা আমাদেরকে ধর্মের মহান রহস্য উন্মোচন করতে সাহায্য করবে। এখানে প্রেরিতগণ পবিত্র আত্মায় অসীম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন ও আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা জেনেছি:

১. সেই মহা ক্ষমতা, শক্তি এবং সাহস, যার মাধ্যমে তারা এই শিক্ষা সকলের মাঝে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন; তাঁরা অত্যন্ত নম্রতার সাথে এবং আন্তরিকভাবে তা করেছেন,

তাঁদের মধ্যে ছিল এক জীবন্ত চেতনা এবং দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁদের মধ্যে অন্যদের মাঝে এই চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার তীব্র বাসনা ছিল এবং অন্যদেরকে এই সত্যে আরও উজ্জীবিত করার জন্য তাঁরা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

২. তাঁরা এই শিক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে গিয়ে যে আশ্চর্য কাজগুলো সম্পন্ন করেছিলেন: এই মহাশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁরা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর নিজে তাঁদের মধ্যে অবস্থান করে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

গ. তাঁদের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁদের সকল কার্যক্রম: তাঁদের উপরে মহা অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল, শুধুমাত্র প্রেরিতদের উপরে নয়, বরং সকল বিশ্বাসীদের উপরেই, ***charis megale***– যে অনুগ্রহ অতি মহান (অত্যন্ত চমৎকার এবং আধারণ) তা তাঁদের সকলের উপরে বর্ষিত হয়েছিল।

১. খ্রীষ্ট তাঁদের উপরে প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ দান করেছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে প্রচুর ক্ষমতা ও শক্তি দিয়েছিলেন। এই শক্তি ও ক্ষমতা এসেছিল স্বর্গ থেকে।

২. এই অনুগ্রহের ফলের চিহ্ন দেখা যায় তাঁদের সকল কথা এবং কাজের মধ্য দিয়ে, কারণ তাঁদের উপরে যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান আরোপ করা হয়েছিল, তাঁদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ঈশ্বরের সম্মুখে মূল্যবান বলে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

৩. অনেকে মনে করেন যে, এখানে লোকদের প্রতি তাঁরা যেমন অনুগ্রহস্বরূপ হয়ে এসেছিলেন সেই কথা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ তাঁদের মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পেয়েছিল এবং তারা সকলে তাঁদেরকে সম্মান করতো।

ঘ. তাঁরা দরিদ্রদের কাছে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন এবং এই পৃথিবীর কাছে মৃত ছিলেন। এই বিষয়টি তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকার প্রমাণ বহন করে অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি পরিমাণে এবং এর মধ্য দিয়ে মানুষকে সম্মান করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১. তাঁরা ধন সম্পদের উপরে গুরুত্ব দেন নি, যার প্রতি অনেক ক্ষেত্রে শিশুদেরও লোভ বা মোহ দেখা যায় এবং যার কারণে পার্থিব চেতনার অধিকারী মানুষেরা আনন্দ উল্লাস করে থাকে, যেমন করেছিল লাবন (আদিপুস্তক ৩১:৪): যা কিছু তুমি দেখছ তার সবই আমার; এবং নাবল (১ শমূয়েল ২৫:১১): আমার রুটি এবং আমার পানীয়। এই বিশ্বাসীরা তাঁদের মনের মাঝে এই আশা ধারণ করেছিলেন যে, অন্য এক পৃথিবীতে নিশ্চয়ই তাঁদের জন্য স্থান প্রস্তুত করা আছে, সেই কারণে তাঁরা এই পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যই আশা আকাঙ্ক্ষা করতেন না। তাঁদের এক জনও আপন সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলে দাবী করতো না, কিন্তু তাঁদের সকল বিষয় সাধারণে থাকতো, পদ ৩২। তাঁরা কোন সম্পদ নিয়ে নিতেন না, বরং তারা এর প্রতি একবারেই অনাগ্রহী ছিলেন। তাঁদের নিজেদের বলে কোন

কিছুই তাঁরা দাবী করতেন না, যার মধ্য দিয়ে গর্ব, ঔদ্ধত্য এবং পার্থিবতা প্রকাশ পায়, বরং তাঁরা সবসময় এ থেকে দূরে থাকতেন। তাঁরা এই সম্পদ নিজেদের বলে দাবী করতেন না, কারণ তাঁরা ইতোমধ্যে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে নেওয়ার লক্ষ্যে এই সম্পদের মায়া ত্যাগ করে চলে এসেছেন, তাই এখন আর তাঁরা সেই সম্পদের জন্য আকৃষ্ট হবেন না বা এর অভাব অনুভব করবেন না। তাঁরা কখনোই আর বলেন নি যে, সেই সম্পদ তাঁদের নিজেদের, কারণ আমাদের নিজেদের পাপ ব্যতীত আর কিছুই আমাদের নিজেদের নয়। এই জগতে আমাদের যা কিছু আছে তাঁর সবই আসলে ঈশ্বরের; আমরা তাঁরই কাছ থেকে তা পেয়েছি, আর আমাদের যা কিছু আছে তাঁর সব কিছুর জন্যই আমরা তাঁর কাছে দায়বদ্ধ। কোন মানুষই বলতে পারে না যে, তার যা কিছু আছে সেগুলো তাঁর নিজের, ***idion***− একান্তই তাঁর নিজের; কারণ সে তা নিজেই দান করে দিয়েছে, যেন তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর তাই আর কখনোই তা নিজের বলে দাবী করা উচিত হবে না। বরং তাঁর সম্পত্তির অংশ থেকে তাঁর পরিবার এবং প্রতিবেশীরা উপকৃত হচ্ছে বলে তার অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এতে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই যে, তাঁরা সকলে এক দেহ এবং এক মনের অধিকারী ছিলেন, যখন তাঁরা এই পৃথিবীর সকল সম্পদের সত্ত্ব ত্যাগ করে দিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের মধ্যে যখন আরও বেশি সম্পদ অর্জনের ইচ্ছা জাগে, তখনই তাঁদের মধ্যে দ্বন্দের সূচনা ঘটে।

২. তাঁরা অনেক দান ও সাহায্য পেতেন, যার কারণে তাঁদের কোন কিছুরই অভাব হতো না (পদ ৩৪), তাঁদের মধ্যে কোন জিনিসের ঘাটতি ছিল না, বরং প্রতি নিয়ত তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাঁদেরকে যোগান দেওয়া হতো। যারা যারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে নিজেরদকে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষকেই সম্ভবত সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তাই তাদেরকে সাহায্য করা অবশ্যই মণ্ডলীর কর্তব্য ছিল এবং তাদেরকে ভরণ পোষণ দেওয়া উচিত ছিল। দরিদ্ররা যেমন সুসমাচার গ্রহণ করেছে তেমনি ধনী ব্যক্তিরাও সুসমাচার গ্রহণ করেছে এবং তাদের ভেতরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ইচ্ছা শক্তি জাগিয়েছে। যারা বেশি বেশি করে জমিয়েছিল, তাদের কাছে অতিরিক্ত কিছুই ছিল না, কারণ তাদের কাছে যা অতিরিক্ত ছিল, তা সেই সব মানুষকে দেওয়া হয়েছিল যাদের কাছে অল্প রয়েছে বা কিছুই নেই, যাতে করে কারও কোন ঘাটতি না পড়ে, ২ করিন্থীয় ৮:১৪, ১৫। সুসমাচার সব কিছুই সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, তাই বলে এই নয় যে, দরিদ্ররা ধনীদের সম্পদ লুট করে নেবে, বরং যেন ধনীরাই দরিদ্রদেরকে প্রয়োজনীয় ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:

ক. অননিয় এবং সাফীরার পাপ এবং তাদের শাস্তি, যারা পবিত্র আত্মার সম্মুখে মিথ্যে কথা বলার কারণে প্রেরিত পিতরের মুখের কথায় তাৎক্ষণিকভাবে মারা গিয়েছিল, পদ ১-১১।

খ. মণ্ডলীর ক্রমাগত প্রসারমান অবস্থান, সুসমাচার প্রচারের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে চলা, পদ ১২-১৬।

গ. প্রেরিতদের বন্দীত্ব এবং বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের আশ্চর্য কাজ, যার মাধ্যমে তাঁরা সুসমাচারকে আরও উচ্চীকৃত করলেন এবং শাসকবর্গ তাঁদের উপরে চরম বিক্ষুদ্ধ হলেন, পদ ১৭-২৬।

ঘ. মহান সেনহেড্রিনের সামনে তাঁদের সমন এবং তাঁরা যা কিছু করেছেন তার স্বপক্ষে তাঁদের যুক্তি উত্থাপন, পদ ২৭-৩৩।

ঙ. তাঁদের সম্পর্কে গমলীয়েলের সভাসদদের বৈঠক, বিষয়বস্তু হল– তারা প্রেরিতদেরকে কোন ধরনের শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবেন এবং দেখবেন তাঁরা কত দূর যেতে পারেন; সভাসদেরা এই পরামর্শে সম্মত হয়ে প্রেরিতদের শুধুমাত্র প্রহার করে ছেড়ে দিলেন, পদ ৩৪-৪০।

চ. প্রেরিতেরা তাঁদের কাছে আনন্দের সাথে এগিয়ে চলছিলেন, কারণ এখন আর তাঁদের কাজের উপরে কোন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করা হচ্ছিল না, পদ ৪১, ৪২।

প্রেরিত ৫:১-১১ পদ

অধ্যায়টি শুরু হয়েছে এক দুঃখজনক ঘটনা দিয়ে, যা এর পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যে ধরনের সুখকর এবং সন্তোষজনক অগ্রগতির ঘটনা আমরা দেখেছি তার সাথে একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ, যা এর চলার পথে ছন্দ পতন ঘটিয়েছে; কারণ প্রতিটি মানুষের জীবনের মত প্রতিটি মণ্ডলী যেমন তার শ্রেষ্ঠ সময় অতিক্রম করে, তেমনি এর চরম ব্যতিক্রমও রয়েছে।

১. প্রেরিতেরা ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র এবং স্বর্গীয় চেতনা যুক্ত এবং তাঁদেরকে দেখেই মনে হতো তাঁরা সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ; তবে তাঁদের মধ্যেও কয়েক জন ভণ্ড ছিল, যাদের হৃদয় ঈশ্বরের দিকে সম্পূর্ণরূপে ফেরানো ছিল না। তাঁরা যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতো, তখন তারা পবিত্র হওয়ার ভান করতো, কিন্তু আসলে তারা পবিত্র ও স্বর্গীয় সত্তাবিশিষ্ট হতো না এবং

তারা পরিবর্তিত হতো না। সমাজের সর্বস্তরেই ভালোর মাঝে খারাপের মিশ্রণ আছে; ফসল কাটার সময় না আসা পর্যন্ত গমের সাথে শ্যামাঘাস বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে।

২. এটি শিষ্যদের জন্য প্রশংসার বিষয় যে, তারা সেই সমস্ত যথার্থতা ও পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিলেন, যা খ্রীষ্ট সেই ধনী ব্যক্তিটিকে বলেছিলেন– তারা তাদের যা কিছু ছিল তার সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে দরিদ্রদেরকে দান করে দিয়েছিলেন; কিন্তু এর মধ্য দিয়েও কারও কারও মাঝে ভণ্ডামির একটি আবরণ বা মুখোশ ধরা পড়ে গিয়েছিল, যা ছিল তাদের আন্তরিকতা আছে কি নেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

৩. প্রেরিতেরা যে ধরনের চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ করতেন তা ছিল দয়ায় পূর্ণ আশ্চর্য কাজ; কিন্তু এখন এসেছে বিচারের আশ্চর্য কাজ এবং এখানে আমরা উত্তমতার দৃষ্টান্তের পর পরই নিষ্ঠুরতার উদাহরণ দেখতে পাই, যার কারণে ঈশ্বরকে আমাদের একই সাথে ভালবাসা এবং ভয় পাওয়া উচিত। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. অননিয় এবং তার স্ত্রী সাফীরার পাপ। স্বামী এবং স্ত্রীর একত্রে কোন উত্তম কাজে যোগ দান করতে দেখাটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি মন্দ চিন্তা ঢোকে তবে সেটা হবে আদম এবং হাওয়ার মত, যখন তারা এই বিষয়ে একমত হয়েছিল যে, তারা সেই নিষিদ্ধ ফল খাবেন এবং তাঁরা দু'জনে মিলে একত্রে অবাধ্য হবেন। এখন আমরা দেখি তাদের পাপ কী ছিল:

১. তাদের মধ্যে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাদেরকে যেন সবচেয়ে মহান শিষ্য ও প্রেরিত হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তারা যেন প্রথম সারির শিষ্যদের পদ দখল করতে পারে, যেখানে তারা আদৌ সত্যিকারের শিষ্য ছিল না। তারা খ্রীষ্টের আঙ্গুর ক্ষেত্রের সবচেয়ে ফলবন্ত কিছু গাছের মধ্য দিয়ে হাঁটা চলা করেছে, কিন্তু তাদের মাঝে সত্যিকার অর্থে কোন শিকড় ছিল না। তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিল এবং সেই টাকা নিয়ে এসেছিল (যা বার্ণবা করেছিলেন) প্রেরিতদের চরণে, যাতে করে তাদেরকে সবচেয়ে মহান শিষ্যদের চেয়ে কম কিছু বলে মনে না হয়, বরং তাদেরকে দেখে সকলে যেন প্রশংসা করে এবং চিৎকার করে সম্ভাষণ জানায় এবং তাদেরকে যেন মণ্ডলীতে সবচেয়ে সম্মানিত স্থানটি প্রদান করা হয়, যা বিবেচনা করে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি যে, তারা প্রেরিতদের সমাজে এসে শুধু খুব কম সময়ের মধ্যে পার্থিব জাঁকজমক এবং সম্মান লাভ করতে চেয়েছিল। লক্ষ্য করুন, এটি খুব সম্ভব যে, ভণ্ডরা নিজেদেরকে কোন একটি বিষয়ে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু এরপর তারা নিজেদেরকে অন্য কোন একটি পার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ করায়। তারা যে কোন ক্ষেত্রে তাদের পার্থিব ও জাগতিক স্বার্থই শুধু মাত্র খুঁজে বেড়ায়, যাতে করে তারা আরও নতুন নতুন কোন বিষয় খুঁজে পেতে পারে। অননিয় এবং সাফীরা তাদের নতুন পেশা হিসেবে খ্রীষ্টান ধর্মকে বেছে নিয়েছিল এবং তারা এর সদস্য ভুক্ত হয়ে তা স্পষ্টভাবে সকলের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছিল, আর সেই কারণে তারা ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং অন্যদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিল, যখন তারা এ কথা জানতই যে, তারা খুব বেশি দিন এই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস ধরে রাখতে পারবে না। সেই ধনী

যুবকটির এই বিষয়টি খুবই ভাল এবং প্রশংসনীয় ছিল যে, সে যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার ভান করে নি, কারণ সে জানত যে, খ্রীষ্ট তাকে যে সমস্ত শর্ত দিয়েছেন তা সে কখনোই পূরণ করতে পারবে না, তাই সে দুঃখিত মনে চলে গেল। অননিয় এবং সাফীরা এমন ভান করেছিল যে, তারা এই সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে এবং তারা শিষ্যদের সাথে এক কাতারে গণিত হওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে, যেখানে সত্যিকারে তা কখনোই করে নি এবং সে কারণেই তাদের শিষ্য উপাধি অর্জন করার কোন যোগ্যতা ছিল না। লক্ষ্য করুন, মানুষ যখন কোন কাজ করতে গিয়ে সেই কাজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তখন তা অনেক সময় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে মোড় নেয়।

২. তারা এই পৃথিবীর ধন সম্পদ অর্জন করার জন্য লালায়িত ছিল এবং তারা ঈশ্বর ও তাঁর কর্তৃত্বের কাছে অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছিল: তারা তাদের জমি জমা বিক্রি করে দিয়েছিল এবং সম্ভবত এর পরে তারা নিশ্চয়ই এই সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থের পুরোটাই ধর্মীয় উন্নয়নের কাজে লাগানোর চিন্তা-ভাবনা করছিল এবং এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিংবা অন্ততপক্ষে এমনটা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা তাদের হাতে সেই টাকা পেল, তখন তাদের অন্তর তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং তারা সেই অর্থ থেকে বেশ কিছু অংশ সরিয়ে রাখল (পদ ২), কারণ তারা এই টাকা পয়সা ভালবেসেছিল এবং তারা ভেবেছিল এতগুলো টাকা এক সাথে প্রেরিতদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত হবে কি না, কারণ তারা প্রেরিতদের সততা নিয়ে সন্দেহ করছিল, তারা হয়তো বা এমন চিন্তাও করছিল যে, প্রেরিতরা এই পরিমাণ অর্থ পেয়ে নিশ্চয়ই নিজেরা রেখে দেবেন! তবে এখানে প্রশ্ন হল, তারা যদি সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা নিয়েই প্রেরিতদের সাথে যোগ দান করে, তাহলে কেন আবার তাদের মধ্যে এই সকল সম্পদ হারানোরা ভয় উপস্থিত হল? কেন তারা সেই অর্থ সংরক্ষণে রেখে পরবর্তীতে তা ব্যবহার করার চিন্তা করলো? তারা ঈশ্বরের এই কথায় বিশ্বাস করতে পারলো না যে, তাদের যা কিছু প্রয়োজন হবে তা যুগিয়ে দেওয়া হবে, বরং তারা এই চিন্তা করলো যে, সম্পূর্ণ অর্থ দান করে না দিয়ে বরং কিছু অর্থ রেখে দিলে দুঃসময়ে তা তাদের নিজেদের কাজে লাগবে। তারা একই সাথে ঈশ্বরের এবং ধন সম্পদের উভয়েরই সেবা করতে চেয়েছে– প্রেরিতদের চরণে তাদের সমস্ত সম্পত্তির বিক্রয় লব্ধ অর্থের অর্ধাংশ দান করার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের সেবা করতে চেয়েছে, অপর দিকে বাকি অংশটুকু নিজেদের কাছে রেখে তারা ধন সম্পদের পূজা করতে চেয়েছে; যেন ঈশ্বর তাদের যেমন প্রয়োজন তেমন চাহিদা অনুসারে পূরণ করতে পারবেন না, তাই তারা সাবধানতার জন্য নিজেদের কাছে কিছু পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখল। তাদের হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাদেরকে দোষী হিসেবে গণনা করা হল, হোশেয় ১০:২। তারা দুই ইচ্ছার মাঝখানে পতিত হয়েছিল; যদি তারা পুরোপুরিভাবে জাগতিকতায় মত্ত থাকার ইচ্ছা পোষণ করতো, তাহলে তাদের আর তাদের সম্পত্তি বিক্রি করার প্রয়োজন পড়ত না; আর যদি তারা পুরোপুরিভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার চিন্তা করতো, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের সম্পত্তি বিক্রয় লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ অংশ প্রেরিতদের তত্বাবধানে জমা রাখতে হতো।

৩. তারা প্রেরিতদেরকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল এবং তাদেরকে এ কথা বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে, তারা সম্পত্তি বিক্রয়ের পুরো অর্থই জমা রেখেছে, যখন তা আসলে কেবলমাত্র একটি অংশ ছিল। তারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল এবং তারা অন্য যে কারও মত দয়া এবং পবিত্র মন নিয়ে তাদের টাকা পয়সা প্রেরিতদের পায়ের কাছে রেখেছিল, যেন এখানেই সবটুকু টাকা রয়েছে। তারা ঈশ্বর এবং তাঁর আত্মার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর পরিচর্যাকারীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; আর এটাই ছিল তাদের পাপ।

খ. অননিয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, যার দ্বারা তার পাপের বিচার এবং শাস্তি ন্যায্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। যখন সে সেই অর্থ আনল এবং আশা করলো যে তাকে এর জন্য প্রশংসা করা হবে এবং উৎসাহ দান করা হবে, যা অন্যরা করেছে, তখন পিতর তাকে এ বিষয়ে জেরা করলেন, তিনি কোন প্রকার পূর্ব অনুসন্ধান বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই অননিয়কে তার অপরাধের জন্য দোষীকৃত করলেন এবং তাকে এর জন্য দোষারোপ পূর্বক অভিযোগ করলেন, তিনি চাইলেন যেন তিনি তার প্রকৃত অপরাধ তার মুখ দিয়ে স্বীকার করাতে পারেন, পদ ৩, ৪। পিতরের ভেতরে ঈশ্বরের যে আত্মা কাজ করছিল তা যে শুধু কোন প্রকার তথ্য ব্যতিরেকে এই বিষয়টি নির্ণয় করেছে তাই নয় (সম্ভবত সেখানে সে এবং তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউই এই অপকর্মের কথা জানতো না), কিন্তু সেই সাথে তিনি অননিয়ের হৃদয়ে ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চিন্তা ও তার দূষিত মনও দেখতে পেয়েছিল, যা জানা অন্য যে কারও পক্ষে অসম্ভব ছিল, আর সেই কারণে তিনি তাৎক্ষণিভাবেই তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলেন। এটি ছিল অপবিত্রতার একটি পাপ, যদিও এই পাপের কথা জানতে পেরে পিতর অননিয়কে এক পাশে ডেকে নিতে পারতেন এবং এরপর তাকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতেন এবং বাকি অর্থ নিয়ে আসতে বলতে পারতেন এবং তাদের সকলের সাথে এ ধরনের ধোঁকাবাজি করার জন্য অনুতাপ করতে ও ক্ষমা চাইতে বলতে পারতেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে, তার হৃদয় সে সময় এই মন্দ কাজ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং মন্দ চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তাই তিনি তাকে অনুতাপ করার কোন সুযোগ দিলেন না। তিনি এখানে তাকে দেখালেন:

১. তার পাপের উৎস: শয়তান তার হৃদয়কে পূর্ণ করেছিল; সে শুধু যে তাকে এই কাজ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল তাই নয় এবং এখানে তার মাথা গলিয়েছিল তাই নয়, বরং সে এই কাজ করার জন্য পরিপূর্ণভাবে তার মনযোগ দিয়েছিল। যা কিছু ভাল আত্মা থেকে আসে না তা মন্দ আত্মা থেকে আসে, আর যাদের হৃদয় শয়তান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, সেখানে পার্থিবতা রাজত্ব করে এবং সেখানে তাদের সকল প্রকার মূর্খতা কাজ করে থাকে। অনেকে মনে করে থাকেন যে, অননিয় ছিল সেই সমস্ত লোকদের একজন, যে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিল এবং সে পবিত্র আত্মার সমস্ত দানে পরিপূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু শয়তান তাকে প্ররোচিত করায় সে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, সে শয়তানের প্রলোভন উপেক্ষা করতে পারে নি এবং শয়তান পবিত্র আত্মার বদলে নিজে তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করেছিল; ঠিক সেভাবে,

যখন প্রভুর আত্মা তালুতের আত্মা ছেড়ে চলে গেলেন, সে সময় একটি মন্দ আত্মা এসে তালুতের আত্মাকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করল। শয়তান হচ্ছে এক মিথ্যেবাদী আত্মা; সে এভাবে কাজ করেছে আহাবের ভাববাদীদের মুখ দিয়ে এবং এখন সে কাজ করছে অননিয়ের মুখ দিয়ে এবং এর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে শয়তান তার আত্মা পূর্ণ করেছিল।

২. তার পাপ কী ছিল: সে পবিত্র আত্মার সামনে মিথ্যে কথা বলেছিল; এটি এমন একটি পাপ, যদি সে শয়তান দ্বারা তার আত্মায় পূর্ণ না হতো তাহলে কখনোই সে ভুলেও এমন অপরাধ করার সাহস পেত না।

(১) যে শব্দগুচ্ছ দিয়ে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে ***pseusasthai se to pneuma to hagion***, অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে পবিত্র আত্মাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করা, যার অর্থ দুইভাবে করা যায়:

[১] সে তার নিজের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মাকে মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন করেছিল; এমনটাই ড. লাইটফুট মনে করেছেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, অননিয় কোন সাধারণ বিশ্বাসী ছিল না, সে ছিল একজন পরিচর্যাকারী এবং যে একশো বিশ জন প্রথমবারের মত একত্রে পবিত্র আত্মা লাভ করেছিল তাদের মধ্যে একজন (কারণ বার্ণবার পর পরই তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে); তথাপি সে এই ধরনের কাজ করার সাহস করেছিল, সে এই পবিত্র আত্মার দানকে অসম্মান করার এবং একে লাঞ্ছিত করার পরিকল্পনা করেছিল। কিংবা এভাবে, যারা সম্পতি বিক্রি করতো এবং প্রেরিতদের চরণে সেই অর্থ জমা রাখত, তারা পবিত্র আত্মার বিশেষ উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়েই এই কাজ করতো, তারা পবিত্র আত্মার নামে এভাবেই অত্যন্ত মহৎ এবং দয়াপূর্ণ এই কাজ করতো; আর অননিয় এই ভান করেছিল যে, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে এই কাজ করেছে, যা অন্যরাও করেছে; কিন্তু পরবর্তীতে এটা স্পষ্ট রূপেই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, সে কোন ভাল আত্মার অধীনেই সে সময় ছিল না; কারণ সে যে কাজ করেছিল তা পবিত্র আত্মার কাজ ছিল না।

[২] সে প্রেরিতদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেছিল, যিনি তাদের সকলকে এই অর্থ জমা রাখতে বলেছেন; কিন্তু সে ভুলভাবে এই পবিত্র আত্মাকে ব্যাখ্যা করেছিল, হতে পারে তা সন্দেহ বশত যে, তার এই সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হবে কি না বা বন্টন করা হবে কি না (এটি ছিল তাদের মূল শর্ত যে, তারা যদি বিশ্বাস রাখে তাহলেই যেন তারা তাদের অর্থ জমা দেয়), কিংবা সে হয়তো এই আশা করেছিল যে, সে যদি কিছু অর্থ নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে নিশ্চয়ই তা প্রকাশ পাবে না। সে তখনই কেবল পবিত্র আত্মাকে বিশ্বাস করেছে, যখন সে পবিত্র আত্মার শক্তির নমুনা দেখেছে, কিন্তু তারা পবিত্র আত্মার শক্তিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে নি, আর তাই তার ভণ্ডামি ধরা পড়ে গেছে, যেভাবে গেহসিকে তার প্রভু বলেছিলেন, আমার মন কি তোমার সাথে যায় নি? ২ রাজাবলি ৫:২৬। ইস্রায়েল এবং যিহূদীয়ার উপরও এই অভিযোগ আনীত হয়েছিল, যখন তারা অননিয়ের মত করে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছিল এবং প্রভুকে মিথ্যে প্রতিপন্ন

করে বলেছিল, এ তিনি নন, যিরমিয় ৫:১১, ১২। এভাবেই অননিয় মনে করছিল যে, অন্য সকল প্রেরিত তার মতই, আর তাই সে পবিত্র আত্মার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহস পেয়েছিল। সে ভেবেছিল তার এই কাজ নিশ্চয়ই কারও চোখেই পড়বে না, কিন্তু সে পবিত্র আত্মার শক্তি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। দেখু ১ করিন্থীয় ১২:৮-১১। যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কাজ করার ভান করে থাকে, তারা মণ্ডলীকে দিয়ে তাদের কল্পনা অনুসারে কাজ করিয়ে নিতে চায়, হতে পারে তা মতামত প্রদানের মধ্য দিয়ে কিংবা কোন কাজ করার মাধ্যমে– তখন তারা পবিত্র আত্মা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যায় এবং তখন তারা কেবলই তাদের নিজেদের গর্ব, ঔদ্ধত্য, ভণ্ডামি এবং ক্ষমতার মোহ দ্বারা পরিচালিত হয়, আর এর সব কিছুর মধ্য দিয়েই তারা পবিত্র আত্মাকে মিথ্যে বলে প্রতীয়মান করে থাকে।

(২) তবে আমরা এখানে যা পড়ে থাকি তা হচ্ছে, পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলা, যার ব্যাখ্যা পরবর্তীতে আমাদেরকে দান করা হয়েছে, (পদ ৪): তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বললে, এমন নয়, ঈশ্বরেরই কাছে বললে।

[১] অননিয় একটি মিথ্যে কথা বলেছিল, আর তা ছিল অত্যন্ত গুরুতর মিথ্যে কথা, যা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। সে পিতরকে বলেছিল যে, সে তার একটি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে (বাড়ি অথবা জমি) আর এটি ছিল সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ। সম্ভবত সে মুখে বলে তার কথা প্রকাশ করেছিল এবং এর দুই ধরনের অর্থ হতে পারে, যার মাধ্যমে তার পাপের অপরাধ কিছুটা খর্ব হবে বলে সে মনে করেছিল কিংবা হয়তো সে ভেবেছিল যথাযথ যুক্তি উত্থাপন করতে পারলে সে এই অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কিংবা হয়তো বা সে কিছুই বলে নি; তবে উভয় ক্ষেত্রেই তার মনোভব এক ছিল। সে চেয়েছিল এই কাজের মধ্য দিয়ে অন্য শিষ্যদের মত দয়ালু এবং মহৎ বলে নিজেকে প্রমাণ করতে এবং সে এর মধ্য দিয়ে সুনাম কিনতে চেয়েছিল। সে এই কাজের মধ্য দিয়ে প্রশংসা পেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে সত্যিকার অর্থে পুরো টাকা দিয়ে দেওয়ার চিন্তা কখনোই করে নি, আর তাই সে টাকার অর্ধেক অংশ রেখে দিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, অনেকেই আছে যারা প্রচুর মিথ্যে কথা বলে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা গর্ব অনুভব করে এবং মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করতে চায়, বিশেষ করে দরিদ্রদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে। আর তাই সেই কারণেই আমাদেরকে অবশ্যই সবসময় গর্ব করা এবং মিথ্যে প্রশংসা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে (হিতোপদেশ ২৫:১৪), আমরা যেন কখনোই সত্যিকার পবিত্র আত্মার দান থেকে বঞ্চিত না হই, যা আমাদের পরিত্রাণকর্তা আমাদেরকে দান ও সাহায্যের কাজ করতে গেলে বলেছেন, তোমরা ডান হাত কী দিচ্ছে তোমার বাম হাত যেন তা জানতে না পারে। যারা তাদের ভাল কাজের জন্য গর্ব বোধ করে, তারা আসলে কখনোই ভাল কাজ করে না, কিংবা তারা যে সমস্ত ভাল কাজের জন্য প্রতিজ্ঞা করে তা তারা আসলে কখনোই করে না, কিংবা যে সমস্ত ভাল কাজ তারা কদাচিৎ করে থাকে তার উন্নতি করার কোন চেষ্টা তারা কখনো করে না, আর তখনই তাদেরকে অননিয়ের মত করে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, যা আমাদের সকলকে এ সম্পর্কে ভীতি সহকারে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।

[২] সে পবিত্র আত্মার কাছে এই মিথ্যে কথা বলেছিল। সে প্রেরিতদের কাছে যতটা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল পবিত্র আত্মার কাছে তার চাইতে হাজার গুণ বেশি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, কারণ পবিত্র আত্মার আদেশেই সকলে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ জমা রাখত, আর তাই এ কথা বলা হয়েছে, পদ ৪, তুমি যে মানুষের কাছে মিথ্যে কথা বলেছ তা নয় (শুধু যে মানুষের কাছে বলেছ তাই নয়, প্রধানত মানুষের কাছে নয়, যদিও প্রেরিতেরা কেবলই মানুষ ছিলেন), কিন্তু তোমরা ঈশ্বরের কাছে মিথ্যে কথা বলেছ। এই কারণে এখানে স্পষ্টভাবে এ কথা বলা সম্ভব যে, পবিত্র আত্মাই হচ্ছেন ঈশ্বর; কারণ যে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যে বলেছে সে ঈশ্বরের কাছেই মিথ্যে বলেছে। "যারা প্রেরিতদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে, তারা ঈশ্বরের আত্মায় প্রভাবিত হয়ে কাজ করতো, আর তারা ঈশ্বরের কাছেই মিথ্যে কথা বলেছে, কারণ প্রেরিতেরা ঈশ্বরের ক্ষমতায় এবং কর্তৃত্বে পরিচালিত হতেন, আর এখান থেকেই (যা ড. হুইটবাইও মনে করেছেন) এই ধারণার উৎপত্তি যে, পবিত্র আত্মার সকল ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অর্থই হচ্ছে ঈশ্বরের সকল ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব। আর তিনি এই বিষয়েও আলোকপাত করেছেন যে, অননিয় ঈশ্বরের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ সে প্রেরিতদের মধ্যে যে পবিত্র আত্মা অবস্থান করছিলেন সেই পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে, যাঁর দ্বারা প্রেরিতেরা মানুষের মনের সকল গোপন কথা জানতে পেরেছিলেন এবং তাদের সকল গোপন কাজের খবরও তাঁরা পেয়ে যেতেন, যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের একার ক্ষমতা ছিল, আর তাই প্রেরিতদের সামনে কথা পবিত্র আত্মার সামনে মিথ্যে বলার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের সামনে মিথ্যে কথা বলা, কারণ সে এমন একজন ব্যক্তির সামনে মিথ্যে কথা বলেছে, যাঁর কাছে ঈশ্বরের অবণ্টনযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং একইভাবে তাঁর কাছে রয়েছে স্বর্গীয় ক্ষমতার উৎস।

৩. এই পাপের সবচেয়ে খারাপ দিক (পদ ৪): সেই ভূমি বিক্রয়ের পূর্বে কি তা তোমারই ছিল না? এবং বিক্রি হলে পর কি সেটি তোমার নিজের অধিকারে ছিল না? এই বিষয়টিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:-

(১) "তুমি এমন কোন প্রলোভনের অধীনে ছিলে না যে, তোমাকে এই সম্পত্তি বিক্রয় লব্ধ অর্থের অর্ধেক অংশ রেখে দিতে হবে; বিক্রি করার আগে তা তোমারই ছিল এবং তা কখনোই বন্ধক রাখা ছিল না কিংবা জামিন ছিল না, বা এর বিপরীতে কোন ধার বা দেনা কিছুই ছিল না; আর যখন এই সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হল, তখন এই টাকা দিয়ে তুমি কী করবে না করবে তার পরিকল্পনা করার অধিকার তোমরাই একার হাতে ছিল, তুমি তোমরা খুশি মত এই টাকা দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারতে, তাই তুমি এমন কোন চাপের মধ্যে ছিলে না বা তোমাকে কেউ এমন পরামর্শও দেয় নি যে, তার চাপে পড়ে তোমাকে এই অর্থের অর্ধেক রেখে দিতে হবে। তুমি কোন কারণ ছাড়াই এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।" কিংবা;

(২) "তোমার এই সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিংবা এই সম্পত্তি বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রেরিতদের চরণে সমর্পণ করারও কোন প্রয়োজন ছিল না। তুমি নিজেই এই অর্থ রেখে দিতে পারতে, যদি তুমি তা চাইতে এবং এই জমিও তুমি বিক্রি না করে

রেখে দিতে পারতে, যদি সত্যিই তুমি এই সম্পত্তি নিজের দখলে রাখতে চাও।" প্রেরিতগণ লোকদেরকে দানের ব্যাপারে এই নিয়ম জারি করে দিয়েছিলেন যে, কাউকে কোন ভাবেই জোর করা যাবে না, কিংবা এর প্রয়োজনও নেই, কারণ ঈশ্বর স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে দানকারীকে ভালবাসেন (২ করিন্থীয় ৯:৭) এবং ফীলিমন নিশ্চয়ই একটি ভাল কাজ করেছেন, কারণ তিনি প্রয়োজনের খাতিরে তা করেন নি, বরং ইচ্ছাকৃত ভাবেই তা করেছেন, ফীলিমন ১৪ পদ। যদি দান করা কারও জন্য সঙ্গতি পূর্ণ না হয়, তাহলে তার দান করার প্রয়োজন নেই এবং এই নিয়ম পালন করারও প্রয়োজন নেই, তাই সবচেয়ে ভাল হবে যদি সে অর্ধেক কাজ করে ভাল করার ভান না করে বরং কোন কিছুই না করে। "যখন তা বিক্রি করা হয়েছিল, তখন তা তোমার হাতেই ছিল; কিন্তু এমন নয় যে, সেই অর্থ তোমাকে এখানে দিতেই হতো: কিন্তু যেহেতু একবার সদাপ্রভুর সামনে তোমার মুখ খুলেছ, সে কারণে এখন আর তুমি পিছিয়ে যেতে পারবে না।" এভাবেই আমাদের হৃদয় প্রভুকে দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের আর একে দ্বিধা বিভক্ত করার সুযোগ নেই। যে মায়ের সন্তান ছিল না সেই ময়ের মত করে শয়তান অর্ধেক অংশ নিয়ে নিতে চায়, কিন্তু ঈশ্বর পুরোটাই চান, নতুবা কিছুই নয়।

৪. এই সকল অপরাধের গুরুতর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আরোপ করা হল: তবে এমন বিষয় তোমার অন্তরে কেন ধারণ করলে? লক্ষ্য করুন, যদিও শয়তান তার হৃদয় পূর্ণ করে তাকে এ কাজ করিয়েছিল, তথাপি বলা হয়েছে যে, সে তার নিজ অন্তরে তা ধারণ করেছিল, যা আমাদেরকে দেখায় যে, আমরা শয়তানের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমাদের পাপের অপরাধ থেকে রেহাই পেতে পারি না। সে প্রলোভন দেখায় বটে, কিন্তু সে জোর করতে পারে না, আমাদেরই করণীয় রয়েছে আমাদের সকল কামনা-বাসনা ও মোহ দূরে ঠেলে দিয়ে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করার, কিন্তু আমরা তা করতে পারি না বলেই পাপে পতিত হই। শয়তান যা-ই বলুক না কেন বা যা ই করুক না কেন, পাপী নিজেই তার অন্তরে এই চিন্তা ধারণ করে এবং সে সেই অনুসারে কাজ করে; আর সেই কারণেই যদি তুমি পাপ কর, তাহলে তুমিই শুধু এর জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে। এই অভিযোগের শেষ অংশটুকু অত্যন্ত গুরুতর কিন্তু অত্যন্ত ন্যায্য: তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বললে, এমন নয়, ঈশ্বরেরই কাছে বললে। আহসের কাছে ভাববাদী যে কথা বলেছিলেন তা ছিল, তুমি শুধু আমাকে ক্লান্ত করছো না, আমার ঈশ্বরকেও ক্লান্ত করছ! যিশাইয় ৭:১৩। এবং মোশি ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা যে অভিযোগ করছো তা আমাদের বিরুদ্ধে নয়, সদাপ্রভুরই বিরুদ্ধে করা হচ্ছে! যাত্রাপুস্তক ১৬:৮। এখানেও তাই, তুমি হয়তো আমাদের উপরে এই সন্দেহ আরোপ করেছ, যারা তোমার মতই মানুষ; কিন্তু মনে রেখ, ঈশ্বরকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি মনে করি যে, আমরা ঈশ্বরকে ঠকাবো, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি প্রমাণ করতে পারব যে, আমরা আমাদের নিজেদের আত্মার সাথেই মস্ত বড় ধোঁকাবজি করেছি।

গ. অননিয়ের মৃত্যু এবং কবর, পদ ৫, ৬।

১. সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই মারা গেল: অননিয় এসব কথা শোনা মাত্র বাকরুদ্ধ হয়ে

গেল, কারণ সে এই কথা বুঝতে পেরেছিল যে, তাকে সেই লোকের মত করে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহ ভোজের পোশাক পরে আসে নি। তার বলার কিছুই ছিল না; তবে এখানেই শেষ নয়, সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেও সে নিজেই তার অপরাধের প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী রেখে গিয়েছিল, কারণ সে তৎক্ষণাৎ মারা গিয়েছিল। সে পড়ে গেল এবং ইন্তেকাল করল। এমনটা দেখা যায় না যে, অননিয় মারা যাবে এমন পরিকল্পনা পিতরের ছিল বা তিনি এমন আশা করেছিলেন। তবে পরবর্তীতে তার স্ত্রী সাফীরার ক্ষেত্রে আমরা তেমনটা দেখতে পাই, যার মৃত্যুর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেও মারা গিয়েছিল, পদ ৯। অনেকে মনে করেন যে, একজন স্বর্গদূত অননিয়কে আঘাত করেছিল, যার কারণে সে মারা গিয়েছিল, যেভাবে মারা গিয়েছিলেন হেরোদ, প্রেরিত ১২:২৩। কিংবা তার নিজের বিবেক তাকে তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়ে এতটা আতঙ্ক এবং বিস্ময়ে পূর্ণ করেছিল যে, সে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং মারা গিয়েছিল, কারণ সে এর ভার সহ্য করতে পারে নি। হয়তো বা তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় সে মারা গিয়েছিল। হয়তো বা সে যখন এ কথা বুঝতে পারল যে, সে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে, তখন সে মনে করতে সক্ষম হল যে, সে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ক্ষমার অযোগ্য পাপ করেছিল, যা তার হৃদয়কে ছুরির মত বিদ্ধ করেছিল। দেখুন, প্রেরিতদের মুখে ঈশ্বরের বাক্য কতটা শক্তিশালী ছিল। কারও কারও কাছে তা জীবনের কাছে জীবনস্বরূপ এবং কারও কারও কাছে তা মৃত্যুর কাছে মৃত্যুস্বরূপ। এমন অনেকে আছে যাদেরকে সুসমাচার ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করেছে, আবার এমন অনেকে আছে, যাদেরকে সুসমাচার দোষী বলে সাব্যস্ত করেছে। অননিয়ের শাস্তি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে তা অত্যন্ত ন্যায্য ছিল।

(১) এর উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র আত্মার সম্মান রক্ষা করা, যা সম্প্রতি প্রেরিতদের উপরে সেচন করা হয়েছে, যাতে করে তারা সুসমাচারের রাজ্য স্থাপন করতে পারেন। অননিয় পবিত্র আত্মার উপরে যে সন্দেহ পোষণ করেছিল তা ছিল এক মহা অপরাধ, আর এর মধ্য দিয়ে প্রেরিতদের সকল সাক্ষ্যকে মিথ্যে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে; কারণ তারা যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা এই ধোঁকাবাজি খুঁজে বের করতে না পারেন, তাহলে তারা কী করে পবিত্র আত্মার সাহায্যে ঈশ্বরের গভীরতম রহস্য অনুধাবন করতে পারবেন, যা মানব সন্তানদের কাছে প্রকাশিত হওয়ার জন্য রাখা হয়েছে? এই কারণে আমাদের প্রয়োজন হল, আমরা যেন প্রেরিতদের দান এবং ক্ষমতাকে সমর্থন করি, যদিও এর মূল্য অনেক।

(২) এর উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের মাঝে পবিত্র আত্মার শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, যা প্রথমবারের মত পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হল। শিমোন ম্যাগাসকে পরবর্তী সময়ে এভাবে শাস্তি প্রদান করা হয় নি, কিংবা ইলীমাকেও নয়; কিন্তু অননিয়কে একটি উদাহরণ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে এভাবে আঘাত করা হয়েছিল। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা কত না আনন্দের এবং শান্তির বিষয়, অপরদিকে পবিত্র আত্মাকে বাধাগ্রস্থ করা, তাঁকে প্রতিহত করা এবং তাঁকে অবজ্ঞা করা কত না মারাত্মক বিষয়! কত না মারাত্মকভাবে সোনার বাছুরের পূজা করার জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল

এবং বিশ্রামবারে লাকড়ি কুড়ানোর জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল, যখন সবে মাত্র দশ আজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে! এমনটাই ঘটেছিল নাদব এবং অবীহূর উৎসর্গ উৎসর্গের আশ্চর্য আগুনের ক্ষেত্রে এবং কোরহ এবং তার দলের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে, যখন মাত্র স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আসার প্রথা শুরু হয়েছে এবং মোশি ও হারোণের কর্তৃত্ব সবে মাত্র স্থাপিত হয়েছে। পিতর নিজে এই পরিচর্যা কাজ করতেন, যিনি নিজেও তার প্রভুর কাছে এর আগে মিথ্যে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এর দ্বারা তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চিন্তা করা হয় নি, বরং তাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করে দিয়ে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে, নতুবা এখন নিশ্চয়ই তিনি এই দোষী ব্যক্তিটিকে বাঁচিয়ে দেওয়ার চিন্তা করতেন। তিনি যদি নিজের মত অনুসারে কাজ করতেন, তাহলে তিনি হয়তো বা অননিয়কে অনুতাপ করে মন পরিবর্তন করতে বলতেন এবং তার এই পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে বলতেন; কিন্তু পিতরের ভেতরে তখন ঈশ্বরের আত্মা কাজ করছিল, যা তাঁকে দিয়ে সঠিক কাজটি করিয়েছিল এবং তাঁর মধ্য দিয়েই অননিয়ের প্রতি শাস্তি নেমে এসেছিল।

২. তাকে তখনি কবর দেওয়া হল, কারণ যিহূদীদের মধ্যে এমনই নিয়ম ছিল (পদ ৬): যুবকেরা, যাদেরকে সম্ভবত মণ্ডলীর মধ্যে মৃতদের কবর দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেমন রোমীয়দের মধ্যে ছিল *libitinarii* এবং *polinctores*; কিংবা যে সমস্ত যুবক প্রেরিতদের পরিচর্যা করতো এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকত, তারাই অননিয়ের মৃত দেহটিকে কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে বাইরে নিয়ে গেল। তারা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গেল এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে কবর দিল, যদিও সে পাপ করেছিল এবং স্বর্গীয় ক্রোধের কারণে তাৎক্ষণিক আঘাতে সে মারা গিয়েছিল।

ঘ. অননিয়ের স্ত্রী সাফীরার বিচার, যে সম্ভবত প্রথম এই ধরনের মন্দ চিন্তা তার মাথায় এনেছিল এবং তার স্বামীকে এই পাপের কামড় বসাতে উৎসাহিত করেছিল। প্রেরিতেরা যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে সে আসলো, সম্ভবত সেই স্থানটি ছিল শলোমনের বারান্দা, কারণ আমরা সেখানে তাদেরকে দেখতে পাই (পদ ১২)। এটি হচ্ছে মন্দিরের একটি অংশ, যেখানে খ্রীষ্ট হাঁটা চলা করতেন, যোহন ১০:২৩। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও উপস্থিত হল, হয়তো বা সে এই আশা করেছিল যে, সম্পত্তি বিক্রি করার যে অর্থ তারা প্রেরিতদের কাছে জমা দিয়েছে, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানানো হবে এবং প্রশংসা করা হবে, সেই সাথে সে যে শিষ্যদের দলে যোগ দিয়েছে তার জন্যও তাকে ধন্যবাদ জানানো হবে। এই কারণে সে খুশি মনে সেখানে আসলো, কারণ কী ঘটেছে তার কিছুই সে জানতো না। এটা খুবই অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, কেউই তাকে তার স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুর কথা বলে নি বা তাকে বলতে যায় নি, যাতে করে সে সেখানে না আসে; হয়তো বা কেউ তাকে এই সংবাদ দিতে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে বাড়িতে ছিল না; আর যখন সে প্রেরিতদের সামনে এসে উপস্থিত হল একজন দাতা এবং সেবক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে, তখন সে আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ লাভ করল।

১. পিতর তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাকে তার স্বামীর সাথে

একই দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হল (পদ ৮): আমাকে বল দেখি, তোমরা সেই ভূমি কি এত টাকাতে বিক্রি করেছিলে? অননিয় টাকা জমা দিয়ে যে পরিমাণ টাকার কথা বলেছিল সেই পরিমাণ টাকায় তারা সত্যিই তা বিক্রি করেছিল কি না পিতর তা সাফীরাকে জিজ্ঞেস করলেন। "এই জমি বিক্রি করে কি তোমরা কেবলমাত্র এই পরিমাণ টাকাই পেয়েছ? এর চেয়ে বেশি কিছু নয়?" "না," সাফীরা বলল, "আমরা এর বেশি পাই নি, তবে যা কিছু পেয়েছি তার সবটুকুই জমা দিয়েছি।" অননিয় এবং সাফীরা একই গল্প বানিয়ে তা বলবে বলে ঠিক করেছিল এবং তারা গোপনে এই শলা-পরামর্শ করে তা নিজেদের ভেতরে গোপন রেখেছিল, যাতে করে কেউই তাদেরকে মিথ্যে বলে সাব্যস্ত করতে না পারে এবং সেই কারণেই তারা নিরাপদে মিথ্যে কথা বলার অনুশীলন করেছিল এবং এর দ্বারা তারা সম্মান ও প্রশংসা কিনতে চেয়েছিল। এটি খুবই দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যখন আমরা দেখি যে, খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মানুষেরা যখন একে অপরকে ভাল কোন কাজে প্রেরণা দান করার বদলে মন্দ কাজে প্রেরণা দেয়।

২. সাফীরার উপরেও শাস্তি বর্তাল, যার কারণে সেও তার স্বামীর মত মারা গেল, পদ ৯।

(১) তার পাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল: কী করে তোমরা একত্রে সদাপ্রভুর সামনে মিথ্যে কথা বলার জন্য একমত হলে? তিনি তাকে শাস্তি দেওয়ার আগে তাকে তার পাপ সম্পর্কে জানতে দিলেন এবং তাকে কী কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা দেখালেন। লক্ষ্য করুন:

[১] যারা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করে; যেভাবে ইস্রায়েল জাতি সদাপ্রভুকে প্রান্তরে পরীক্ষা করেছিল, যখন তারা জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি কি আমাদের সাথে আছেন না কি নেই? যখন তারা এর আগে অনেক আশ্চর্য শক্তি সম্পন্ন আশ্চর্য কাজ দেখেছে তারপরও; এবং শুধু যে তার উপস্থিতি দেখেছে তাই নয়, তার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাও দেখেছে, তখনও তারা জিজ্ঞেস করলো, ঈশ্বর কী মরুভূমিতে টেবিল সাজিয়ে দিতে পারবেন? ঠিক একইভাবে এখানেও তারা জিজ্ঞেস করলো, "প্রেরিতদের মধ্যে যে পবিত্র আত্মা কাজ করছেন তিনি কি আমাদের ছল চাতুরি ধরতে পারবেন? তারা কি বুঝতে পারবেন যে, আমরা যে টাকা দিয়েছি তা কেবল সম্পত্তি বিক্রির টাকার একটি অংশ মাত্র? তিনি কি এই ঘন মেঘের মধ্যে বিচার করতে পারবেন? ইয়োব ১২:১৩। তারা দেখেছিল যে, প্রেরিতদেরকে পরভাষার বর দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা কি আত্মার বর পান নি? যারা পাপ করে তারা খুব সহজেই ঈশ্বরের আত্মাকে পরীক্ষা করতে সাহস পায়; তারা এমনভাবে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করে যেন তিনি তাদের মতই সমান কোন একজন।

[২] তারা একমত হয়েছিল এই কাজ করার জন্য, তারা একে অপরের সাথে তাদের সম্পর্ক আরও জোরদার করেছিল (যা ছিল এক পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন), কিন্তু তারা এই বন্ধনকে ও সম্পর্ককে কলুষিত করেছিল। জোয়ালির বন্ধনের সঙ্গী, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোন বিষয়টি সবচেয়ে খারাপ তা বলা মুশকিল– উত্তমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না কি মন্দতায় এক হওয়া। আমরা ধরে নিতে পারি যে, তারা দু'জনে মিলে একমত হয়ে তবেই পবিত্র আত্মাকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং তারা একে অপরের সাথে পরামর্শ করে এই

পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, এমন কি প্রভুর আত্মা নিজেও তাদের এই চাতুরি ধরতে পারবেন না বলে তারা ভেবেছিল। এভাবেই তারা প্রভুর কাছ থেকে তাদের পাপ লুকিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা বিফলে গিয়েছিল। "কী করে তোমরা এভাবে বিপথে গেলে? কী ধরনের বোকামিতে তোমরা আক্রান্ত হলে যে, তোমরা এ ধরনের একটা গর্হিত কাজ করার কথা চিন্তা করলে? তোমরা বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েও কীভাবে নিজেদেরকে বুঝলে না? এত বড় অমার্জনীয় ভুল করার স্পর্ধা তোমাদের কীভাবে হল?"

(২) সে যেভাবে মারা গেল: দেখ, যারা তোমার স্বামীকে করব দিয়েছে, তারা দ্বারে পদার্পণ করছে এবং তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবে। সম্ভবত পিতর তাদের আসার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন, কিংবা তিনি জানতেন যে, তারা এখনি এসে পড়বে। আদম এবং হাওয়া যেভাবে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য একমত হয়েছিলেন এবং আদন বাগান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই অননিয় এবং সাফীরা, যারা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য একমত হয়েছিল, তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে একসাথে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

৩. তার শাস্তি নিজে থেকেই কার্যকারী হল। তাদেরকে শাস্তি প্রদান করার জন্য কাউকে প্রয়োজন ছিল না, পিতরের কথার মধ্য দিয়ে হত্যাকারী একটি শক্তি নির্গত হল, যে কথা দিয়ে তিনি এর আগে মানুষকে সুস্থ করেছেন। কারণ ঈশ্বরের নামের মধ্য দিয়েই মানুষ মরে আবার তাঁর নামেই মানুষ বাঁচে; এবং তাঁর মুখ থেকেই (যা এখন পিতরের মুখ থেকে মাধ্যম হিসেবে বের হচ্ছিল) সকল আশীর্বাদ ও অভিশাপ নির্গত হয় (পদ ১০): সে তৎক্ষণাৎ তাঁর চরণে পড়ে ইন্তেকাল করলো। কোন কোন পাপীকে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন, অন্য দিকে অন্যদেরকে তিনি আরও বেশি সময়ের জন্য জীবিত রাখেন এবং পরে শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেন; কারণ নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল চিন্তা করেই তিনি এই পার্থক্য তৈরি করেন; কিন্তু তার কোন কাজের জন্য তিনি আমাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। সে এর আগ পর্যন্ত জানতো না যে, তার স্বামী মারা গেছে, আর তাই যখন সে সেই সংবাদ শুনলো, তখন সে তার পাপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হল, এতে করে পাপের শাস্তি প্রদানকারী শক্তি তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হল এবং তা তাকে আঘাত করলো, ফলে তার প্রাণ বায়ু বাতাসের ঘূর্ণির মত উড়ে চলে গেল। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পাপের শাস্তি হিসেবে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বিবরণ দেখতে পাই, যেমনটা এখানে দেখি। আমাদের অবশ্যই এ কথা চিন্তা করা উচিত হবে না যে, যারা হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করে এরা সকলের চেয়ে বেশি পাপী; কারণ হয়তো বা এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে তারা দ্রুত এই পাপময় জীবন থেকে সরে যেতে পারে; যাই হোক, এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সকলের প্রতি বিশেষ সতর্ক বাণী প্রদান করা হচ্ছে, যাতে করে আমরা সকলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকি। কিন্তু এখানে এটি আমাদের জন্য একেবারেই পরিষ্কার যে, এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিচার প্রকাশ পেয়েছে। অনেকে এ বিষয়ে এই প্রশ্ন করে থাকেন যে, অননিয় সাফীরার অনন্ত জীবনের অবস্থা কী হবে এবং তারা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, যেহেতু এখন তাদের মাংসিক দেহ ধ্বংস করে দেওয়া হল, সেই কারণে প্রভু

যীশুর দিনের জন্য তাদের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখা হল। আর আমি নিশ্চয়ই এই দয়াপূর্ণ মতের প্রতিই পক্ষাবলম্বন করব, যদি সেখানে অনুতাপের কোন সুযোগ থেকে থাকে, যে মত পোষণ করতো করিন্থীয়রা। কিন্তু আমাদেরকে গোপন বিষয় জানতে দেওয়া হয় নি। বলা হয়েছে, সে পিতরের পায়ের উপরে পড়ে গেল; সেখানেই, যেখানে তার পুরো অর্থ দান করা উচিত ছিল কিন্তু সে তা করে নি, সে নিজেই নিজেকে সমর্পণ করেছে, যাতে করে তার সকল দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যে যুবকেরা অননিয়কে বাইরে কবর দিতে নিয়ে গিয়েছিল, তারা এসে দেখল যে, সাফীরাও মরে পড়ে রয়েছে; আর এমন বলা হয় নি যে, তারা সাফীরাকে কাফনের কাপড়ে জড়িয়েছিল, যেমনটা তারা জড়িয়েছিল অননিয়কে, কিন্তু তারা সাফীরাকে বহন করে বাইরে নিয়ে গেল এবং তাকে তার স্বামীর পাশে কবর দিল; এবং সম্ভবত তাদের কবরের উপরে কোন খোদাই করা ফলক স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে, এরা দুজনেই স্বর্গীয় ক্রোধের কোপানলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে, কারণ তারা দুজনেই পবিত্র আত্মার বিপক্ষে মিথ্যে কথা বলেছিল। অনেকে এই প্রশ্ন করে থাকেন যে, তারা যে পরিমাণ অর্থ প্রেরিতদের কাছে জমা রেখেছিল, তা প্রেরিতেরা কী করেছিলেন এবং যে পরিমাণ অর্থ তারা লুকানোর চেষ্টায় মিথ্যে বলেছিল, সেই অর্থই বা তারা কী করেছিলেন? আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে এই কথাই বলা হয়েছিল যে, এই অর্থ আমাদের ভাণ্ডারে রাখা ঠিক হবে না; কারণ পবিত্র কাজের উদ্দেশ্যে সবসময় পবিত্র বস্তু ব্যয় করাই উত্তম। যাদের কাছ থেকে তারা এই টাকা এনেছিল, তারা এই টাকাকে অপবিত্র করে নি, কিন্তু তারা নিজেরাই এই টাকা লুকিয়ে রেখে তা অপবিত্র করেছিল।

৬. এই ঘটনার ফলে লোকদের উপরে যে ধরনের প্রভাব পড়ল। এই ঘটনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো (পদ ৫): আর যারা শুনলো, সকলেই ভীষণ ভয় পেল, কারণ তারা শুনেছিল যে, পিতর কী বলেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কী ঘটেছিল তা তারা সকলেই দেখেছেন; কিংবা অনেকেই এই ঘটনার পুরোটাই লোকমুখে শুনেছেন; কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে সময় এই ঘটনাটি শহরে সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং আবারও বলা হয়েছে (পদ ১১), তখন সমস্ত মণ্ডলী এবং যত লোক এই কথা শুনলো, সকলেই ভীষণ ভয় পেল।

১. সে সময় যারা যারা মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিল তারা সকলেই ঈশ্বর এবং তার বিচারের প্রতি ভয়ের কারণে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং তারা সকলে পবিত্র আত্মার অধীনে আরও বেশি করে অনুগত হল। এর মধ্য দিয়ে তাদের পবিত্র আনন্দকে ব্যহত করা হয় নি, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে কিছুটা আন্তরিকতা শেখানো হল এবং ভয়ের সাথে আনন্দ করতে শেখানো হল। যারা সকলে তাদের অর্থ প্রেরিতদের পায়ের কাছে জমা দিচ্ছিল, তারা এখন এর থেকে সামান্যতম অংশ লিখে দিতেও ভয় পাচ্ছিল।

২. তারা যা কিছু শুনেছিল এবং দেখেছিল তাতে করে তারা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল এবং তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর এবং তার প্রেরিতদের ভেতরে যে পবিত্র আত্মা রয়েছে তাঁদের বিপক্ষে কে দাঁড়াতে পারে? যা আমরা দেখতে পাই ১ শমূয়েল ৬:২০ পদে।

প্রেরিত ৫:১২-১৬ পদ

এখানে আমরা সুসমাচারে প্রসার ও প্রচার সম্পর্কে একটি বিবরণ দেখতে পাই, যা এই দুই ভন্ডের ভয়ঙ্কর বিচারের পর ঘটেছিল।

ক. এখানে আমরা দেখি সেই সমস্ত আশ্চর্য কাজের বিবরণ যা প্রেরিতেরা সাধন করেছিলেন (পদ ১২): আর প্রেরিতদের হস্ত দ্বারা লোকদের মধ্যে অনেক চিহ্ন-কার্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হতো, একটি বিধান অনুসারে সকলের জন্য আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ সাধিত হতো। এখন সুসমাচারের শক্তি তার সঠিক পথে আবার ফিরে এসেছে, যার মধ্যে প্রকাশ পায় দয়া এবং অনুগ্রহ। ঈশ্বর তাঁর শাস্তি প্রদানের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আর এখন তিনি তাঁর নিজ স্থানে, তাঁর দয়ার সিংহাসনে ফিরে যাচ্ছেন। তারা যে আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন তা তারা করেছিলেন তাদের স্বর্গীয় মিশনকে সফল করতে। তারা একটি দুটি আশ্চর্য কাজ করেন নি, বরং তারা প্রচুর আশ্চর্য কাজ করেছেন, বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্য কাজ তারা বার বার করেছেন, যার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় উপস্থিতি এবং শক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। তারা এক কোণে বসে এই কাজ শেষ করেন নি, কিন্তু তারা লোকদের মাঝখানে গিয়ে এই কাজ করেছেন, যাদের তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কাজ করার স্বাধীনতা ছিল এবং যদি তাদের মধ্যে কোন ভণ্ডামি বা চাতুরি থাকতো তবে তা ধরা পড়ে যেত।

খ. এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, প্রেরিতেরা যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তার প্রভাব কেমন ছিল।

১. পুরো মণ্ডলী একত্রে অবস্থান করতো এবং তারা সকলে প্রেরিতগণ এবং একে অপরের কাছে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করতেন: তাঁরা সকলে একচিত্তে শলোমনের বারান্দাতে এক সঙ্গে মিলিত হতেন।

(১) তারা সকলে মন্দিরে দেখা করতেন, তা ছিল এক উন্মুক্ত স্থান, যাকে বলা হতো শলোমনের বারান্দা। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, মন্দিরের শাসকেরা তাদেরকে সেখানে বসে সম্মিলন করা থেকে বাধা দিত না। বরং ঈশ্বর তাদের হৃদয়কে বাধা দিয়ে রেখেছিলেন যেন তারা তাদেরকে সেখানে সম্মিলন করতে বাধা না দেয়, যাতে করে সুসমাচার আরও বেশি করে বিস্তার লাভ করতে পারে, আর যারা ক্রেতা বিক্রেতাদেরকে মন্দিরে বসে ব্যবসা করতে বাধা দেয় নি, তারা হয়তো বা লজ্জায় পড়েই মণ্ডলীর সদস্য এবং প্রেরিতগণকে শলোমনের বারান্দায় জমায়েত হওয়া থেকে বাধা দেয় নি, যারা ঘৃণ্য ব্যবসায়ী ছিলেন না, যারা ছিলেন শিক্ষা দানকারী এবং সুস্থতাদানকারী। তারা সকলে লোকদের সাথে উপাসনায় যোগ দান করতেন; এভাবেই মণ্ডলীতে খুব দ্রুত ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়, যার কারণ ছিল যাতে করে লোকদের মধ্য থেকে এর চর্চা ব্যহত না হয়, কারণ তারা ধর্মকেই তাদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

(২) তারা সেখানে একচিত্ত হয়ে থাকতেন, হোক তাদের শিক্ষা, উপাসনার নিয়ম এবং

সামাজিক রীতি-নীতি আলাদা; এবং তাদের মধ্যে অননিয় এবং সাফীরার মৃত্যু নিয়ে কোন ধরনের অসন্তুষ্টি বা রাগের কথাও শোনা যায় নি, যেমনটা শোনা গিয়েছিল মোশি এবং হারোণের বিপক্ষে কারুন এবং তার সঙ্গীদের মৃত্যুর পর: তোমরা প্রভুর লোকদেরকে হত্যা করেছ, গণনা ১৬:৪১।

২. এর ফলে প্রেরিতগণ মহা সম্মান লাভ করলেন, যারা ছিলেন খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।

(১) অন্যান্য পরিচর্যাকারীরা তাদের দূরত্ব বজায় রাখলেন: কিন্তু অন্য লোকদের মধ্য থেকে আর কেউ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করলো না, কিংবা অন্যদের মধ্য থেকে কেউই তাদের সহযোগী বা সঙ্গী হওয়ার মত ইচ্ছা বা সাহস প্রকাশ করলো না। যদিও অন্যরা তাদের মত করেই পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে সক্ষম ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে কেউই সেই সময় প্রেরিতদের মত করে আশ্চর্য কাজ এবং এ ধরনের চিহ্ন কাজ দেখাতে পারত না; আর সেই কারণে সকলে তাদের সম্মাননা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং কেউই আর তাদের ঘাটাতে সাহস পায় নি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা তাদের সাথে সেই শ্রদ্ধার চিহ্ন প্রদর্শন করতো।

(২) সকল মানুষ তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করতো এবং তাদেরকে মহা সম্মান করতো, তাদের সাথে মর্যাদার সাথে কথা বলত এবং তাদেরকে স্বর্গের প্রিয় পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করতো এবং এই পৃথিবীতে অবর্ণনীয় আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ হিসেবে তাদেরকে উপস্থাপন করতো। যদিও প্রধান পুরোহিরা তাদেরকে ঈর্ষা এবং দ্বেষ করতো এবং তাদের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করতো, তথাপি এর কারণে লোকদের কাছ থেকে তাদের প্রকৃত মহিমা প্রকাশিত না হয়ে পারে নি, কারণ তারা প্রকৃত আলো দেখেছিল। লক্ষ্য করুন, প্রেরিতেরা নিজেরা কখনোই নিজেদেরকে মহান বা বড় করে দেখান নি; তারা যে মহিমা ও গৌরব খ্রীষ্টের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন সেটাই তারা আবার বিশ্বস্ততার সাথে এবং সাবধানতার সাথে প্রকাশ করেছেন, আর তথাপি লোকেরা তাদেরকে মহিমা ও গৌরব প্রদান করেছিল; কারণ যারা নিজেদেরকে নম্র করতে চায়, তাদেরকে আরও বেশি করে উচ্চীকৃত করা হবে এবং যারা শুধুমাত্র ঈশ্বরকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেন, তাদের ঈশ্বর নিজেই গৌরবান্বিত করবেন।

৩. মণ্ডলী সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল (পদ ১৪): প্রভুকে বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা নিজে থেকেই মণ্ডলীতে এসে যোগ দান করতে লাগল, যখন তারা দেখতে পেল যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর, তখন আর উত্তরোত্তর অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিশ্বাস করে প্রভুতে সংযুক্ত হতে লাগল। তারা অননিয় এবং সাফীরার ঘটনা দেখে আরও বেশি করে এ ধরনের একটি কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে নিজেদেরকে আবদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত হতে লাগল। লক্ষ্য করুন:

(১) প্রভু যীশুর সাথে বিশ্বাসীরা যুক্ত হতে লাগল, তাঁর সাথে যোগ দান করতে লাগল এবং

তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর সদস্য ভুক্ত হতে লাগল, যা থেকে এখন আর কোন কিছুই তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না কিংবা পৃথক করতে পারবে না। অনেককেই প্রভুর কাছে আনা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আরও অনেকের জায়গা রয়েছে তাঁর কাছে আসার জন্য এবং তাঁর সাথে একীভূত হওয়ার জন্য, যে সময় পর্যন্ত না ঈশ্বরের সেই মহান রহস্য প্রকাশ পায় এবং নির্দিষ্ট সেই সময় পূর্ণ না হয়।

(২) পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; সাধারণভাবে যিহূদী মণ্ডলীগুলোতে এ বিষয়টি যেভাবে উল্লেখ করা হতো, এখানে তার চাইতে আরও গুরুত্ব সহকারে নারীদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তাদের তক্‌ছেদ বা এ ধরনের কোন আনুষ্ঠানিকতা পালনের অবকাশ ছিল না বলে তাদেকে পুরুষদের সাথে গণনা করা হতো না, তবে যিহূদীদের মধ্যে নারীদের জন্য পৃথক প্রাঙ্গনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যারা খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে অনুসরণ করতো, তাদের মধ্যে যারা খ্রীষ্ট স্বর্গে চলে যাওয়ার পরও তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখেছিলেন তারা ঠিকই এই নারী বিশ্বাসীদের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

৪. প্রেরিতদের ধৈর্য্য ছিল অপরিসীম এবং তারা তাদের জন্য এবং একই সাথে অন্য সকলের জন্য খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদের দ্বারা সুস্থতা প্রদান করতেন, পদ ১৫, ১৬। প্রেরিতেরা নানা ধরনের আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন কাজ দেখিয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে সব ধরনের মানুষ এর মধ্য দিয়ে সুফল লাভ করতো, যারা শহরে এবং গ্রামে বাস করতো তাদের সকলেই এই সুবিধা লাভ করতে আসত এবং তারা তা গ্রহণ করতো।

(১) শহর এলাকাতে: তারা অসুস্থ লোকদের রাস্তায় রাস্তায় এনে রাখত; কারণ এটা সম্ভব হতে পারে যে, প্রধান পুরোহিরা অসুস্থ মানুষদেরকে এনে মন্দিরের বারান্দায় বা প্রাঙ্গনে রাখতে দিত না এবং প্রেরিতদেরও এত সময় ছিল না যে, তাঁরা লোকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে সুস্থ করবেন। আর তারা তাদের বিছানা কিংবা খাটিয়া এনে রাস্তার পাশে তাদের রোগীদেকে শুইয়ে দিত (কারণ সেই রোগীরা এতটাই দুর্বল ছিল যে, তারা বসতেও পারত না কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না), তাই তারা রোগীদেরকে এভাবে রাস্তায় শুইয়ে রাখত যেন অন্তত পক্ষে যেন পিতর আসার সময়ে তাঁর ছায়া কারো কারো উপরে পড়ে, যদিও এতে করে তাঁর ছায়া সবসময় সকলের উপরে পড়তো না; এবং আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি যে, এই কাজটি করতে তারা উৎসাহ পেয়েছিল সেই হতভাগিনী বি-ধবাটির কাছ থেকে, যে সুস্থ হওয়ার জন্য খ্রীষ্টের চাদরের এক প্রান্ত ছুঁয়েছিল, আর তাই এখন এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সেই বাণী সম্পূর্ণরূপে বাস্তব রূপ লাভ করেছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, এর চেয়েও মহান কর্ম তোমরা সাধন করবে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর চিন্তা এবং যত্নের ছাপ প্রকাশ করেছেন, আর তা তিনি করেছেন তাদের উপরে তাঁর হাত দ্বারা ছায়া দিয়ে এবং তিনি খ্রীষ্টের প্রভাব তাদের মধ্যে বিদ্যমান রেখেছেন তাঁর প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে। পিতর তাদের মধ্যে সেই ছায়া হয়ে এসেছিলেন, তিনি সূর্য এবং তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদেরকে ছায়া প্রদান করেছিলেন, আর এভাবেই তিনি তাদেরকে সুস্থ করেছিলেন, তিনি তাদের মধ্য থেকে সেই নির্ভরতা

আরও বেশি করে বৃদ্ধি করেছিলেন, যেন তারা প্রেরিতদের উপরে আরও বেশি করে নির্ভর করে। তাই তিনি প্রেরিতদের মধ্যে সেই পবিত্র আত্মার দান সম্পূর্ণভাবে দান করেছিলেন, যেন তারা প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে সকল প্রকার দান এবং অনুগ্রহ লাভের জন্য উৎসাহী হয়। আর তারা যেন এটা বিশ্বাস করে যে, পিতরের ছায়া দিয়েই আশ্চর্য কাজ ও সুস্থতা দানের কাজ হওয়া সম্ভব, ঠিক যেভাবে পৌলের ব্যবহৃত রুমাল দিয়ে লোকেরা সুস্থ হয়েছিল (প্রেরিত ১৯:১২), এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রেরিতেরা এভাবে ছাড়া সুস্থতা প্রদান করার জন্য আর কোন উপায়ও খুঁজে পাচ্ছিলেন না; তাই এটা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা আসলেই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সাধুদের বিভিন্ন স্মৃতি চিহ্নের মধ্য দিয়ে সুস্থতা লাভ করার যে প্রথা ছিল তা কোথাও নেই, আমরা খ্রীষ্টের ব্যবহার করা কোন বস্তুর দ্বারা কেউ সুস্থ হয়েছে বলে শুনি নি, যখন তিনি এই পৃথিবী থেকে স্বর্গে গমন করেছিলেন, নিশ্চয়ই আমরা তা জানতে পারতাম, যদি সত্যিই এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে থাকত।

(২) গ্রাম এলাকায়: যিরূশালেমে বিভিন্ন গ্রাম এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ আসত যারা অসুস্থ লোকদেরকে বয়ে নিয়ে আসত তাদেরকে সুস্থ করানোর জন্য, যারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে পীড়িত ছিল এবং বিভিন্ন মন্দ আত্মা দ্বারা আক্রান্ত ছিল, আর তারা তাদের প্রত্যেককে সুস্থ করলেন; তাদের পীড়িত এবং অসুস্থ দেহ এবং মন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেল। এভাবেই প্রেরিতদেরকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা লোকদেরকে সুস্থ করতে পারেন এবং একইভাবে তাদের উপরে শাসন করতে পারেন ও বিচার করতে পারেন। লোকদের অন্যায় অপরাধের প্রেক্ষিতে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার এখতিয়ারও যেমন তাদের ছিল তেমনি তাদের অসুস্থতা এবং পীড়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সুস্থতা দানের ক্ষমতাও তাদের দেওয়া হয়েছিল। এতে করে তাদের প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ক্রমাগতভাবে বহুগুণ বেড়ে যেতে লাগল, কারণ তারা সারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের শুভ ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছিলেন।

প্রেরিত ৫:১৭-২৫ পদ

বাধা বিপত্তি ছাড়া কোন ভাল কাজ কখনোই সাফল্যের মুখ দেখতে পারে না। যারা সবসময় মন্দ কাজে নিজেদেরকে লিপ্ত রাখে, তারা কাউকে ভাল কাজ করতে দেখলে তাদের পথে বাধা সৃষ্টি না করে পারে না। শয়তান, মানব জাতির ধ্বংসকারী, সবসময়ই তাদের বিপক্ষে ছিল এবং থাকবে, যারা মানব জাতির উপকারার্থে কাজ করে থাকে। তাই এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় হবে, যদি কোন প্রকার বিপক্ষতা ছাড়াই প্রেরিতগণ তাদের এই শিক্ষা দান এবং সুস্থতা দানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এই পদগুলোতে আমরা নরকের আক্রোশ এবং স্বর্গের অনুগ্রহের মধ্যকার লড়াই হতে দেখবো, যার মধ্যে একটি সমস্ত ভাল কাজ দূরে সরিয়ে দিতে চায় এবং অন্যটি সেই সমস্ত ভাল কাজের বাস্তবায়ন ঘটাতে চায়।

ক. পুরোহিরা প্রেরিতগণের বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত হল এবং তারা তাঁদেরকে কারাগারে বন্দী করলো, পদ ১৭, ১৮। লক্ষ্য করুন:

১. তাঁদের শত্রু এবং নির্যাতনকারী কারা ছিল: এই দলের হোতা ছিল মহাপুরোহিত, হানন এবং কায়াফা, যারা দেখতে পাচ্ছিল যে, তাদের সম্পদ এবং সম্মান, ক্ষমতা এবং শাসন ব্যবস্থা, এর সবই এক নিমিষে ভেঙ্গে পড়তে চলেছে যে কোন সময়ে, যদি লোকদের মাঝে ক্রমাগতভাবে খ্রীষ্টের এই সুসমাচারের স্বর্গীয় ও আত্মিক শিক্ষা এবং মতবাত আরও বেশি বিস্তার লাভ করতে থাকে। যারা মহাপুরোহিতদের সাথে এই সময় সবচেয়ে ভালভাবে যোগ দিয়েছিল তারা হচ্ছে সদ্দূকী, যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের চরম বিরোধী ছিল, কারণ এর মধ্য দিয়ে অদৃশ্য জগতের কথা প্রচার করা হতো, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কথা শিক্ষা দেওয়া হতো, তারা যে সমস্ত মতবাদের বিরোধী ছিল। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, অনেক লোক রয়েছে যাদের কোন ধর্মই নেই, তারপরও তারা সত্য এবং প্রকৃ ত ধর্মের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

২. কি করে তারা তাদের প্রতি মনযোগী হয়েছিল: তার প্রেরিতগণের বিপক্ষে প্রচণ্ড ঘৃণাসূচক মনোভাব পোষণ করেছিল এবং তা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। যখন তারা শুনল এবং দেখল যে, মেষ পালের মত করে লোকেরা প্রেরিতদের কাছে এসে আশ্রয় নিচ্ছে এবং তাঁরা কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, তখন তাদের ভেতরে ক্রোধ দানা বেঁধে উঠল, কারণ তারা আর এমন অবস্থা সহ্য করতে পারছিলেন না। তারা এই পরিস্থিতি পাল্টে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন, কারণ তারা দেখছিলেন কী করে প্রেরিতগণ খ্রীষ্টের সুসমাচারের বাণী দ্বারা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং অসুস্থদের সুস্থ করছেন। এতে করে তারা এবং তাদের লোকেরা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলেন এবং এর প্রতিকার চাইলেন, তাই তারা চিন্তা করলেন প্রথমেই এর মাথায় আঘাত করে তাদেরকে ফেলে দিতে হবে। এভাবেই খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

৩. কীভাবে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিল (পদ ১৮): তারা প্রেরিতদেরকে ধরলেন, হয়তো বা তারা নিজেরা গিয়েই তাঁদেরকে ধরলেন, কারণ তাদের ক্রোধ এতটাই অন্ধ করে দিয়েছিল তাদেরকে যে, তারা এমনটা করতেই পারেন। কিংবা হয়তো বা তাদের কর্মচারী এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদেরকে বন্দী করেছিলেন এবং তাঁদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য অপরাধীদের সাথে সবচেয়ে নিম্ন মানের কারাগারে রাখলেন। এখানে তাদের উদ্দেশ্য ছিল:

(১) প্রেরিতগণকে বাধা প্রদান করা: যদিও তারা তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ আনতে পারে নি যা মৃত্যু কিংবা বন্দীত্বের শাস্তি প্রদান করতে পারে, তথাপি তারা তাঁদেরকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন যেন তাঁরা তাঁদের কাজে ফিরে যেতে না পারেন, আর একে তাঁরা তাঁদের জন্য মঙ্গল হিসেবেই দেখেছিলেন। এভাবেই প্রথম প্রথম খ্রীষ্টের দূতগণ কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন।

(২) প্রেরিতদেরকে আতঙ্কিত করা এবং তাঁদেরকে তাঁদের কাজ থেকে বিতাড়িত করা: শেষ বার যখন তারা প্রেরিতদেরকে তাদের সামনে ডেকেছিল, সে সময় তারা তাঁদেরকে শুধুমাত্র হুমকি দিয়েছিল (প্রেরিত ৪:২১); কিন্তু এখন যখন তারা দেখলেন যে, এতে করে কোন

কাজ হয় নি, তখন তারা তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে করে তাঁরা এবারে সত্যিকার অর্থে আতঙ্কিত হন।

(৩) তাঁদেরকে অসম্মানিত করা: এই উদ্দেশ্যে তারা তাঁদেরকে একেবারে সাধারণ কারাগারে রাখল, যাতে করে লোকদের মাঝে তাঁদের সম্পর্কে কুখ্যাতি ছড়ায় এবং লোকেরা যেন তাঁদেরকে আর সম্মান শ্রদ্ধা প্রদান না করে। শয়তান সুসমাচারের বিরুদ্ধে তার পরিকল্পনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অংশ হিসেবে সুসমাচারের প্রচারক এবং শিক্ষা দানকারীদেরকে অপমান করাকে একটি সূক্ষ্ম চাল হিসেবে নিয়ে থাকে।

খ. ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূত প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে তাঁদেরকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে আসলেন এবং তাঁদেরকে সুসমাচার প্রচারের কাজে পুনরায় নিয়োগ দান করলেন। অন্ধকারের শক্তি তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল বটে, কিন্তু আলোর পিতা লড়াই করে সেই শক্তিকে প্রতিহত করেছেন এবং একজন আলোর দূত পাঠিয়ে তাঁদের প্রার্থনার উত্তর দান করেছেন। প্রভু কখনোই তাঁর সাক্ষীদের, তাঁর মধ্যস্থতাকারীদের ফেলে রেখে চলে যান না, বরং তিনি সবসময় তাদের সাথে সাথে থাকেন এবং তাদেরকে বহন করে নিয়ে চলেন।

১. প্রেরিতদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হল, আইনগতভাবে মুক্ত করে দেওয়া হল তাদের বন্দীদশা থেকে (পদ ১৯): রাত্রিকালে প্রভুর এক স্বর্গদূত সকল প্রকার তালা এবং বাধা ডিঙ্গিয়ে কারাগারের দ্বার সকল খুলে দিলেন এবং দরজার সামনে যে রক্ষীরা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের সকলের বাধা বিপত্তি প্রতিরোধ করে তাঁদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে আসলেন (পদ ২৩)। তিনি তাঁদেরকে কোন প্রকার অপরাধের বোঝা কাঁধে না নিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং তাদেরকে সকল বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন। এই ঘটনার সাথে পিতরের কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার ঘটনার খুব একটা সম্পর্ক নেই (প্রেরিত ১২:৭); কিন্তু দু'টো আশ্চর্য ঘটনাই প্রায় এক রকম। লক্ষ্য করুন, এমন কোন অন্ধকার কারাগার নেই, এমন কোন শক্তিশালী কারাগার নেই, যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে দেখা করতে পারেন না কিংবা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারেন না। একজন স্বর্গদূত কর্তৃক এই প্রেরিতদেরকে কারাগার থেকে মুক্ত করার ঘটনাটি হচ্ছে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং তাঁর কবর রূপী কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার ঘটনাটির প্রতিরূপ। আর এতে করে প্রেরিতদের এই ঘটনাগুলো প্রচার করতে ও এর নিশ্চয়তা প্রদান করতে আরও বেশি করে সাহায্য করবে।

২. তাঁদেরকে আইন সঙ্গতভাবে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা ও আদেশ প্রদান করা হল, যাতে করে পুরোহিরা তাঁদের উপরে কাজ বন্ধ করার জন্য যে আদেশ প্রদান করেছিল তা বাতিল করা যায় এবং সকল প্রকার বাধা নিষেধ তুলে নেওয়া যায়। স্বর্গদূত তাদেরকে বললেন, তোমরা যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে এই জীবন সম্পর্কে সমস্ত কথা বল, পদ ২০। যখন তাঁরা অলৌকিকভাবে স্বাধীনতা ফিরে পেলেন, তখন তাঁরা মোটেও এমনটা চিন্তা করলেন না যে, যেহেতু তারা কোন না কোনভাবে তাঁদের শত্রুদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন সেহেতু এখন তাঁদের উচিত হবে তাদের হাত থেকে পালিয়ে

বেড়ানো। না, তাঁরা কখনোই এমন মনোভাব পোষণ করেন নি, বরং তাঁরা যতটা সম্ভব তাঁদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার চিন্তা পোষণ করেছেন এবং তাঁরা আরও বেশি সাহসিকতার সাথে এই কাজ করার চিন্তা করছিলেন। অসুস্থতা থেকে মুক্তি, সমস্যা থেকে উদ্ধার আমাদের জীবনে ঘটে থাকে যখন আমরা তা চেয়ে থাকি, কিন্তু তা এজন্য নয় যে, আমাদের জীবনে আনন্দ ও সুখ ভোগের জন্য তা প্রয়োজন, বরং যেন এর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে এর কার্যকারিতা প্রকাশ পায় এবং ঈশ্বর গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হন সে কারণেই তা ঘটে থাকে। আমার প্রাণ জীবিত থাকুক, সে তোমার প্রশংসা করবে, গীতসংহিতা ১১৯:১৭৫। আমার আত্মাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত কর প্রভু, যেন আমি তোমার নামের প্রশংসা করতে পারি, গীতসংহিতা ১৪৩:৭; যিশাইয় ৩৮:২২। প্রেরিতদের বর্তমান অবস্থার সাথে এই পদের তুলনা করা যায়। এখন তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে, লক্ষ্য করুন:

(১) তাদেরকে অবশ্যই কোথায় প্রচার করতে হবে: তাদেরকে অবশ্যই মন্দিরে দাঁড়িয়ে প্রচার করতে হবে। যে কেউ এ কথা মনে করতে পারে যে, যদিও তাঁরা তাঁদের কাজ বন্ধ করবেন না, কিন্তু তাঁরা হয়তো বা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে আরও নিরাপদ এবং গোপন স্থান বেছে নেবেন, যাতে করে তাঁদের উপরে কোন ধরনের ঝুঁকি নেমে না আসে, যেখানে গেলে মন্দিরের পুরোহিতদের ক্রোধ থেকে দূরে সরে থাকা যাবে এবং নিজেদেরকে জনসমক্ষে কম প্রকাশ করতে হবে। না, "ঈশ্বরের গৃহে বসে কথা বল, কারণ এটাই আলোচনার এবং কথা বলার স্থান, এটাই তোমাদের পিতার গৃহ এবং এই স্থান ছেড়ে তোমাদের চলে যাওয়া চলবে না।" খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারকদের কাজ অবশ্যই কোণায় বসে থাকা নয়, বরং যতক্ষণ সুযোগ পাওয়া যায় তাদেরকে অবশ্যই জনসমক্ষে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে হবে।

(২) কাদের কাছে তাঁদের অবশ্যই প্রচার করতে হবে: "লোকদের কাছে গিয়ে কথা বল; শাসনকর্তা এবং রাজাদের কাছে নয়, কারণ তারা তোমাদের কথা শুনবে না; কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বল, যারা জানতে চায় এবং যারা তোমাদের মুখের কথা শুনতে চায় এবং যাদের আত্মা খ্রীষ্টের কাছে মূল্যবান, আর তোমাদের কাছেও তেমনটি হওয়া উচিত, যেমনটা মহান আত্মার অধিকারীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মানুষের সাথে কথা বল, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার কর, কারণ তারা সকলে এ বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক।"

(৩) কীভাবে তাঁদেরকে অবশ্যই প্রচার করতে হবে: যাও, গিয়ে দাঁড়াও এবং কথা বল; এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা যে শুধু জনসমক্ষে কথা বলবেন এবং দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলবেন তা-ই নয়, বরং সেই সাথে তাঁরা সাহসিকতার সাথে এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কথা বলবেন: দাঁড়াও এবং কথা বল; এর অর্থ হচ্ছে, "এমনভাবে কথা বল যেন তোমরা এর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছ, যেন এর উপরে তোমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে।

(৪) কী কথা তাঁদেরকে অবশ্যই বলতে হবে: এই সকল কথাই হচ্ছে জীবন। যে কথা তোমরা বলবে তা সকল মানুষের কাছে জীবন হয়ে উপস্থিত হবে, সম্ভবত এখানে সেই

সমস্ত কথার বিষয়ে বলা হয়েছে, যেখানে তাঁরা কারাগারে বসে একে অপরকে সান্ত্বনামূলক কথা এবং স্বর্গীয় আশার কথা শোনাচ্ছিলেন: "যাও এবং এই কথাই সারা পৃথিবীতে প্রচার কর, যাতে করে অন্যরা এতে সান্ত্বনা লাভ করতে পারে, যে সান্ত্বনা তোমরা নিজেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছ।" কিংবা "যে জীবন সদ্দূকীরা অবজ্ঞা করেছে এবং যে জীবনের কারণে তারা তোমাদেরকে নির্যাতন ও অত্যাচার করেছে; সেই জীবনের কথা প্রচার কর, যদিও তোমরা জানো যে, তোমাদের এই কাজের উপরেই তাদের যত রাগ।" কিংবা "এই জীবনের কথা প্রতীকীভাবে উপস্থাপন কর, যে জীবন স্বর্গীয়, যে জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, যে জীবনের সাথে তুলনা করলে তোমাদের বর্তমান পার্থিব জীবনকে অতি তুচ্ছ এবং নিকৃষ্ট বলে গণ্য করা যায়।" কিংবা, "এই জীবন বাক্য, যা তোমরা উচ্চারণ করলে, পবিত্র আত্মা তোমাদের মুখ দিয়ে যে কথা বের করলেন সেই জীবনের কথা তোমরা প্রচার কর।" লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের বাক্য হচ্ছে জীবনদায়ী বাক্য, যা আমাদের অনুগ্রহকে তরান্বিত করে। এই বাক্য হচ্ছে জীবন এবং আত্মা। একমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়েই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি– এখানে সেই কথাই প্রকাশ করা হয়েছে, প্রেরিত ১১:১৪। সুসমাচার হচ্ছে এই জীবনের বাক্য, কারণ এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত পথ এবং আমাদের আবাসস্থলের বিষয়েও প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এবং নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে এবং আমাদের সামনে যে অনন্ত জীবন রয়েছে সেই জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। আর তথাপি সুসমাচারে আত্মিক এবং অনন্ত জীবনের উপর এত বেশি আলোকপাত করা হয়েছে যে, তাকে জীবন বলে আখ্যায়িত করলে ভুল হবে না। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারে জীবন এবং মৃত্যুর বিষয়ে বলা হয়েছে এবং পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই এ সম্পর্কে প্রচার করতে হবে এবং লোকদেরকে অবশ্যই মনযোগ সহকারে এর কথা শুনতে হবে। তাঁদেরকে অবশ্যই এই জীবন সম্পর্কে সমস্ত কথা বলতে হবে এবং এর প্রতি ভীতি সৃষ্টি হয় এমন কোন কিছু লুকানো যাবে না, কিংবা শাসক গোষ্ঠীর কোপানলে পড়তে হবে ভেবে এর কথা চেপে যাওয়া চলবে না। খ্রীষ্টের সাক্ষীরা সবসময় সত্যকে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করে থাকেন।

গ. তাঁরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন (পদ ২১): যখন তাঁরা এই কথা শুনলেন, যখন তারা এটা শুনলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা হচ্ছে যেন তাঁরা মন্দিরে প্রচার করতে থাকেন, তখন তাঁরা আবার শলোমনের বারান্দায় ফিরে গেলেন, পদ ১২।

১. এই উজ্জীবিতকারী আদেশ পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। সম্ভবত তাঁরা নিজেদের মনে মনে এই প্রশ্ন করছিলেন যে, যদি সঙ্গত হয় তাহলে তাঁরা আবার মন্দিরে ফিরে গিয়ে প্রচার করা শুরু করবেন কি না, কারণ তাঁদেরকে বলা হয়েছে যে, যখন তাঁরা এক শহরে নির্যাতিত হবেন তখন তাঁদেরকে অন্য শহরে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু, এখন যেহেতু স্বর্গদূত নিজেই তাঁদেরকে মন্দিরে প্রচার করতে বলছেন এবং তাদের পথ পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং কোন সমস্যা ছাড়াই তাঁরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন, সে কারণে তাঁদের আর মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। লক্ষ্য করুন, যদি আমরা আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হই, তথাপি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সবসময় আমাদের লক্ষ্য

অনুসারে কাজ করা এবং আমাদের নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করা।

২. তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালন করলেন, কোন ধরনের দ্বিধা বা কাল ক্ষেপণ ছাড়াই। তাঁরা খুব সকাল সকাল মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলেন, যখন এর দরজা খোলা হল এবং লোকেরা ভেতরে আসতে শুরু করলো তখনই এবং তাঁরা লোকদেরকে সুসমাচারের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন: এবং লোকেরা তাদের কী করতে পারে সেটা চিন্তা করে তাঁরা মোটেও ভয় পেলেন না। এখানে যে ঘটনাটি আমরা দেখি তা অতি অসাধারণ: সুসমাচারের পুরো সম্পদ এখন তাঁদের হাতের নাগালে চলে এসেছে। তাঁরা যদি এখন চুপ করে থাকেন তাহলে প্রকৃত সত্যের ঝর্ণাধারা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত কার্যক্রম স্থবির হয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়বে, যা সাধারণ পরিচর্যাকারীদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হয়ে থাকে, যা এই উদাহরণের সাহায্যে নিজেদেরকে বিপদের মুখে ফেলার শিক্ষা নিতে পারেন না এবং তথাপি যখন ঈশ্বর তাঁদেরকে ভাল কাজ করার সুযোগ দান করেন, তখন তাঁদের অবশ্যই মানুষের বাধা বিপত্তি এবং শত সমস্যার মুখে অবস্থান করেও অবশ্যই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং এ ধরনের সুযোগ আরও সামনে থাকলে তা অর্জন করা উচিত।

ঘ. মহাপুরোহিত এবং তার দলবল প্রেরিতদের উপরে বিভিন্ন অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে গেলেন, পদ ২১। তারা ধরেই নিয়েছিলেন যে, প্রেরিতদের অনেক বাড় বেড়েছে, তাই তারা একত্রে মিলে একটি পরিষদে মিলিত হলেন, যা ছিল অতি বৃহৎ এবং অত্যন্ত অসাধারণ এবং পরিষদ, কারণ তারা ইস্রায়েলীয় সকল বংশের প্রধানদের ডেকেছিলেন। এখানে দেখুন :

১. কী করে তারা প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কতটা বড় ছিল, আর তা হচ্ছে খ্রীষ্টের সুসমাচার এবং এর প্রচারকদেরকে বিনষ্ট করা, কারণ তারা দেশজুড়ে পরিবর্তনের ঢেউ তুলেছিলেন। শেষ বার যখন তারা প্রেরিতদেরকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন, সে সময় তারা কেবলমাত্র একটি কমিটির সামনে এই প্রস্তাব রেখেছিলেন, যারা ছিল মহাপুরোহিতের প্রিয় পাত্র, যারা সাবধানতার সাথে কাজ করার জন্য বাধ্যগত ছিল; কিন্তু এখন, যেহেতু তারা আরও নিশ্চয়তা সহকারে কাজ করতে পারছে তাই তারা আরও মানুষকে ডাকল, ***pasan ten gerousian***– সকল বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রাচীন দলকে ডাকল, এর অর্থ হচ্ছে (ড. লাইটফুট মনে করেন), যিরূশালেমের বিচারকদের তিন বেঞ্চের বা তিনটি বিচারালয়ের সবগুলো, শুধুমাত্র সেনহেড্রিন নয়, যেখানে সত্তর জন প্রাচীন ছিলেন, কিন্তু আরও দুটি বিচার সভায় প্রাচীনদেরকেও আনা হয়েছিল, যাদেরকে মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গনে দাঁড় করানো হয়েছিল, আর অন্যদেরকে দাঁড় করানো হয়েছিল সুন্দর নামের দ্বারের কাছে যেখানে সর্বমোট তেইশ জন বিচারক ছিলেন। এভাবেই ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে শত্রুদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিতদের সাক্ষ্য আরও বেশি মানুষের কাছে প্রকাশিত হয় এবং যারা সেই সুসমাচারের বাক্য শুনবে, তারা নিশ্চয়ই বিচারালয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনভাবে এই বাক্য শুনতে পেত না। তবে যাই হোক না কেন, মহাপুরোহিত তেমনটা মনে করেন নি কিংবা তার হৃদয়ে সে ধরনের চিন্তাও ছিল না;

কিন্তু তার মনে ছিল শুধুই প্রেরিতদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার শক্তিকে একত্রিত করানোর জন্য এবং সার্বজনীন মতামতের সাপেক্ষে তাদেরকে প্রেরিতদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো।

২. কীভাবে তারা হতাশ হলেন এবং তাদের মুখ কীভাবে লজ্জায় ভরে গেল: যিনি স্বর্গের আসনে বসে থাকেন, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং আমরাও তাদের বোকামির কথা চিন্তা করে হাসতে পারি যে, কত না জাঁকজমক সহকারে এই আদালত সাজানো হয়েছিল; এবং আমরা এটাও ধরে রাখতে পারি যে, মহাপুরোহিত নিশ্চয়ই তাদের জন্য একটি বিশেষ বক্তব্য রেখেছিলেন, যার মাধ্যমে তারা কেন এখানে এসেছেন তা স্পষ্টভাবে বুঝাতে পেরেছিলেন, আর তা হচ্ছে– সমগ্র যিরূশালেম জুড়ে এক বিরাট বিপদ দানা বেঁধে উঠেছে, যা শুরু হয়েছে খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদ প্রচার করার মধ্য দিয়ে, যা মণ্ডলীকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল, যা এখনকার মত আর কখনোই এত ঝুঁকির মধ্যে ছিল না, তাই সুসমাচারের প্রয়োজন ছিল যেন তা মণ্ডলীর মাঝে গতিশীলতা আনতে পারে এবং কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনতে পারে, আর সেই কারণে এই দলের হোতাকে আটক করা প্রয়োজন ছিল যাতে করে তারা এভাবে সুসমাচার প্রচার করতে না পারে, আর তিনি এ কাজে সফল হয়েছেন, কারণ মূল অবস্থানে যারা রয়েছে তাদের সকলকে তিনি সাধারণ কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন। কয়েক জন পদাতিক সৈন্যকে দিয়ে সেই প্রেরিতদেরকে কারাগার থেকে আদালতে নিয়ে আসার জন্য পাঠানো হল। কিন্তু দেখুন, তারা কীভাবে পর্যদস্ত হল।

(১) সেই পদাতিকেরা আসল এবং এই সংবাদ দিল যে, তারা সেই কারাগারে কাউকে খুঁজে পায় নি, পদ ২২, ২৩। এর আগের বার তারা প্রেরিতদেকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল, প্রেরিত ৪:৭; কিন্তু এবারে তাঁরা একেবারে উধাও হয়ে গেলেন এবং কর্মচারীরা যে প্রতিবেদন পেশ করলো তাতে করে এটাই বোঝা যায় যে, কারাগার সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিল এবং দ্বারে দ্বারে রক্ষকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু দ্বার খুললে ভিতরে কাউকেও পাওয়া গেল না। সেই কারাগারের দরজা দুর্বল করে ফেলা হয়েছিল এমন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নি। প্রতিটি দরজার সামনে রক্ষীরা দাঁড়িয়ে দরজা পাহাড়া দিচ্ছিল এবং তারা এটাই জানতো যে, সকল বন্দী তাদের যথাস্থানেই আছে। কিন্তু সেখানে একজনকেও পাওয়া যায় নি, এর অর্থ হচ্ছে, যাদেরকে সেখানে নিয়ে আসতে পাঠানো হয়েছিল তারা সেখানে কাউকেই খুঁজে পায় নি।” তাই এটা সম্ভব হতে পারে যে,তারা সেখানে আসলে সাধারণ কয়েদীদের পেয়েছিল, কিন্তু কোন প্রেরিতকে তারা সেখানে খুঁজে পায় নি। কোন পথ দিয়ে স্বর্গদূত প্রেরিতদেরকে বের করে নিয়ে গেলেন এবং আবার কীভাবে সেই দরজা খোলা হল এবং আবার বন্ধ করা হল তা কেউই বুঝতে পারে নি, এমন কি সে সময় দ্বার রক্ষীরা ঘুমিয়ে ছিল কি না তাও আমাদেরকে বলা হয় নি। তবে এটা যেভাবেই ঘটে থাকুক না কেন, তারা সকলেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। প্রভু জানেন, যদিও আমরা জানি না, কি করে ঈশ্বরীয় চেতনার লোকদেরকে প্রলোভন ও পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হয় এবং কি করে তাদেরকে তাঁর নামের জন্য বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে হয়। এখন চিন্তা করুন সেই আদালতে উপবিষ্ট বিচারকদের চেহারার অবস্থাটা কেমন হয়েছিল,

যখন কর্মচারীরা এই সংবাদ নিয়ে ফিরে এল (পদ ২৪): যখন মহাপুরোহিত এবং মন্দিরের পরিচালক এবং প্রধান পুরোহিরা সেই সমস্ত কথা শুনল তখন তারা হতবাক হয়ে গেল এবং একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল, তারা যা শুনেছে তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, তারা একেবারেই বোকাদের মত আচরণ করছিল, তাদের মাথায় আর কিছুই খেলছিল না। তারা এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছিল যে, তারা আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতে শুরু করলো, বিশেষ করে তারা এই বিষয়ে নিজেদের ভেতরে আলোচনা করতে লাগল যে, আসলেই তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেছে কি না, কিংবা কিভাবে তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন, তারা কোন জাদুমন্ত্র জানতেন কি না; অন্যরা আবার বলতে লাগলেন যে, নিশ্চয়ই দ্বার রক্ষীরা তাদেরকে বোকা বানাচ্ছে, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রেরিতদের বন্ধু আছে, আর তাই তারা প্রেরিতদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে এবং তাদের পরিচিত সকল মানুষই তাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসত। অনেকে এই ভেবে ভয় পেতে লাগল যে, এই পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সাংঘাতিক বা ভয়ানক। তারা এই ভেবে ভয় পেতে লাগল যে, হয়তো বা তাদের বিশেষ কোন শক্তি আছে যার ফলে তারা পালিয়ে যেতে পেরেছেন এবং এই কারণে তারা অবশ্যই যিরূশালেম শহরের জন্য ঝুঁকির কারণ। তারা হয়তো বা প্রেরিতদেরকে দেশের অন্য কোন স্থানে আবার কথা বলতে দেখবেন, যেখানে তারা তাদের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাবেন এবং সে সময় তাদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এত করে তাদের প্রভাব চারদিকে মহামারীর মত করে ছড়িয়ে পড়বে। আর এখন তাই তারা এই ভেবে ভয় পেতে লাগলেন যে, তারা যে আরোগ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন তার চাইতে বরং এখন আরও বেশি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। লক্ষ্য করুন, তারা নিজেরাই অনেক সময় বিব্রত এবং লজ্জিত হয়, যারা খ্রীষ্টের লোকদেরকে বিব্রত এবং লজ্জিত করতে চায়।

(২) তাদের সন্দেহ প্রকৃতপক্ষে সঙ্কল্পে রূপ নিল, তথাপি তাদের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল এক দূতের সংবাদের কারণে, যে এই সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল যে, তাদের বন্দীরা এই মুহূর্তে মন্দিরে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন (পদ ২৫): "দেখুন, যে লোকদেরকে আপনারা কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন এবং আদালতে নিতে চেয়েছিলেন, তারা এখন মন্দিরে লোকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনাদের হাতের ঠিক নিচে থেকে লোকদেরকে শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।" বন্দীরা যখন কারাগার থেকে পালিয়ে যায়, তখন তারা আত্মগোপন করে থাকে, কারণ তাদের এই ভয় থাকে যে, তাদেরকে আবারও ধরে ফেলা হবে। কিন্তু এই বন্দীরা, যাঁরা পালিয়ে গেছে, তাঁরা সেই স্থানেই এই মুহূর্তে অবস্থান করছে, যেখানে তাঁদের উপর নির্যাতনকারীদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এখন এই বিষয়টি তাদেরকে অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে আরও বেশি হতবাক করে দিল। সাধারণ কয়েদীরা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার অনেক কৌশল জানে; কিন্তু এঁরা যাঁরা সাধারণ কয়েদীদের দলভুক্ত ছিলেন না, তাঁরা শুধু যে কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার দক্ষতা রাখেন তাই নয়, সেই সাথে তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার পর আবার তাদের নিজেদের কাজে লেগে গেছেন।

প্রেরিত ৫:২৬-৪২ পদ

আমাদেরকে বলা হয় নি যে, প্রেরিতেরা লোকদের কাছে কী প্রচার করছিলেন; তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বর্গদূত তাঁদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সে অনুসারেই তাঁরা প্রচার করছিলেন– এই জীবনের কথা; কিন্তু তাঁদের এবং পরিষদের মধ্যে কী কী কথা হয়েছিল বা ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ আমরা এখানে পাই; তাঁরা তাঁদের কষ্ট ভোগের সময় আরও অনেক বেশি স্বর্গীয় শক্তি এবং ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, যা দেখা যায় তাঁদের প্রচারে। এখন এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. দ্বিতীয়বার প্রেরিতদেরকে বন্দী করা হল। আমরা এ কথা চিন্তা করতে পারি যে, যদি ঈশ্বর এমনটাই পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে "কেন তাঁরা প্রথম বার তাঁদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হলেন?" কিন্তু এটা করা হয়েছিল তাঁদের প্রতি নির্যাতনকারীদের গর্বকে প্রশমিত করতে এবং তাঁদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য; আর এখন তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, তাঁদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বলে তারা যে বিচারের ভয় পাবেন তা নয়, বরং তাঁরা আবারও বন্দী হতে এবং তাঁদের সবচেয়ে বড় শত্রুর সামনে দাঁড়াতে একটুও ভয় পাবেন না।

১. তারা তাঁদেরকে কোন ধরনের বল প্রয়োগ না করেই ধরে আনলেন, তাদের মধ্যে যত পারা যায় সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পেয়েছিল, যারা তাঁদেরকে ধরে আনতে গিয়েছিল। তারা তাঁদেরকে পুলপিট থেকে টেনে নামায় নি, তাঁদের চোখ বাঁধে নি, কিংবা তাঁদেরকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় নি, বরং তারা তাঁদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছিল; এতে করে যে কেউ এ কথা মনে করতে পারে যে, নিশ্চয়ই তারা মন্দিরের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এই কাজ করেছিল, কিন্তু আসলে তা নয়, কারণ সেটি ছিল পবিত্র স্থান এবং তারা প্রেরিতদেরকেও ভয় পাচ্ছিল, কারণ না জানি আবার তাদের অবস্থাও অননিয়ের মত হয়, কিংবা যদি তারা এলিয়ের মত করে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু আসলে তারা যে কারণে প্রেরিতদের উপরে কোন ধরনের বল প্রয়োগ করে নি বা তাদের উপরে হস্তক্ষেপ করে নি তার কারণ হল, তারা লোকদেরকে ভয় পেয়েছিল, কারণ সেই সেনাপতি এবং পদাতিকেরা মনে করেছিল যদি তারা প্রেরিতদের উপরে কোন ধরনের অত্যাচার করে লোকদের সামনে, তাহলে লোকেরা তাদের উপরে ক্ষেপে যাবে এবং তাদের গায়ে পাথর মারবে।

২. এরপর তারা তাদেরকে সেই সমস্ত লোকদের কাছে নিয়ে আসল, যারা প্রেরিতদের প্রতি ঘৃণায় জ্বলে পুড়ে মরছিল এবং তাঁদের হত্যা করতে চাইছিল (পদ ২৭): তারা তাঁদেরকে ধরে এনে অপরাধীর মত মহাসভার মাঝখানে দাঁড় করাল। এভাবেই যে ক্ষমতাকে মন্দ কাজের এবং মন্দ কার্য সাধনকারীদের প্রতি এক আতঙ্কের বিষয় বলে গণ্য হওয়া উচিত ছিল, তা পরিণত হল উত্তমের প্রতি আতঙ্ক হিসেবে।

খ. তাঁদের পরীক্ষা। মহাসভার সামনে বিচার শুরু হওয়ার আগে মহাপুরোহিত তাঁদেরকে

মহাসভার মুখস্বরূপ হয়ে এ কথা বললেন যে, তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা কী, পদ ২৮।

১. তাঁরা কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করেছেন এবং তারা তাঁদের উপরে যে বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন তা তাঁরা মান্য করেন নি (পদ ২৮): "আমরা কি তোমাদেরকে আমাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বলে তোমাদেরকে দৃঢ়ভাবে সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করি নি, যা আমাদের অসন্তুষ্টি ঘটাচ্ছিল? আমরা কি তোমাদেরকে নিষেধ করে দিই নি যে, তোমরা এই নামে কোন শিক্ষা দেবে না? কিন্তু তোমরা আমাদের আদেশ অমান্য করেছ এবং তোমরা শুধু যে আমাদের অনুমতি ব্যতীত এই শিক্ষা দিয়েছ তাই নয়, তোমরা আমাদের আদেশের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছ।" এভাবেই যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে তারাই অনেক সময় তাদের নিজেদের আদেশ নির্দেশের জালে আটকে থাকে এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতার উপরে গুরুত্ব দেয়: "আমরা কি তোমাদেরকে আদেশ দিই নি?" হ্যাঁ, তারা দিয়েছিল বটে; কিন্তু পিতর কি সেই একই সময়ে বলেন নি যে, তাদের ক্ষমতার চেয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরও উর্ধ্বে এবং তাদের আদেশের বদলে বরং ঈশ্বরের আদেশই তাঁদেরকে শুনতে হবে? কিন্তু তারা এর সব ভুলে গিয়েছিল।

২. তাঁরা লোকদের মাঝে ভুল ও ভ্রান্ত শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছেন বা অন্ততপক্ষে এমন এক শিক্ষা তাঁরা দান করছেন যা যিহূদী মণ্ডলীতে বৈধ ছিল না, কিংবা মোশির কাছ থেকে যে আইন এসেছে সেই আইন অনুসারেও তা সঙ্গত ছিল না। "তোমরা সারা যিরূশালেমে তোমাদের শিক্ষা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছ এবং সেই কারণে তোমরা লোকদের মধ্যকার শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছ এবং লোকদেরকে তোমাদের নিজেদের মত অনুসারে চালিত করছ।" অনেকে এই কথাটিকে ব্যঙ্গাত্মক হিসেবে দেখেন: "তোদের এই ফালতু শিক্ষা, যার কোন মূল্যই আসলে নেই, তা দিয়ে তোমরা এই যিরূশালেমে মহা শোরগোল ফেলে দিয়েছ, এই মহান ও পবিত্র শহরে, এই শহর তোমাদের শিক্ষায় ও তোমাদের মতবাদে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং তা এখন শহরের প্রধান আলোচনায় পরিণত হয়েছে।" তারা এই লোকদের উপরে রাগান্বিত হলেন, যাঁদেরকে তারা অচ্ছুৎ বলে মনে করছিলেন, অথচ যাঁদেরকে অবশ্যই তাদের সম্মানের পাত্র হিসেবে দেখা প্রয়োজন ছিল।

৩. তাঁদের সরকারের বিপক্ষে এক মহা দুরভিসন্ধি এবং ষড়যন্ত্র ছিল এবং তারা লোকদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছেন, একে এক দুষ্ট এবং স্বৈরতান্ত্রিক সরকার হিসেবে উপস্থাপন করছেন এবং এর মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের বিচারের কথা উল্লেখ করে একে বৈধ বলে দাবী করার চেষ্টা করছেন। "তোমরা এর মাধ্যমে মানুষের রক্তপাত ঘটাতে চাইছ এবং এই ঘটনাটিকে ঈশ্বরের সামনে অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইছ, আর মানুষের উপরে, আমাদের উপরে এর দোষ চাপাতে চাইছ, এই রক্তপাতের দোষ।" এভাবেই তারা তাদেরকে বিচারালয়ের সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তারা লোকদের সামনে তাদেরকে মহা অপরাধী হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কারণ এই সমস্ত লোকদের কাছে যীশু খ্রীষ্টকে চরম নির্যাতন করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পরও তাদের নিজেদের কাছে সেই কাজটি কোন

পাপের কাজ বলে মনে হয় নি, বরং তারা নিজেদেরকে নিষ্পাপ বলে মনে করেছেন, আর এখন তারা সেই একই কাজ প্রেরিতদের ক্ষেত্রেও করতে চাচ্ছেন। এখানে দেখুন, যাদের অবশ্যই মন্দ কাজের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার কথা তারা নিজেরাই এখন এই মন্দ কাজে নিজেদেরকে লিপ্ত করছেন। যখন তারা তাদের অত্যাচারের মনভাবের চূড়ান্ত সীমায় ছিল, সে সময় তারা নিশ্চয়ই চিৎকার করে এ কথা বলতে পারত, "তার রক্ত আমার এবং আমার সন্তানদের উপরে পড়ুক, এর দায় আমরা নেব, আমাদেরকে এর জন্য চিরকালের তরে দায়বদ্ধ করা হোক।" কিন্তু এখন তারা আরও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে কাজ করছিল এবং কীভাবে এই রক্তপাতের দায় এড়ানো যায় সে চেষ্টাই তারা করছিল। এভাবে তারা নিজেদের চেতনা ও বিবেক দ্বারা এ কথা বিশ্বাস করেছিল এবং স্বীকার করেছিল এবং তারা এই দোষের নিচে পড়তে ভয় পাচ্ছিল, যাতে করে তাদের উপরে আর এই দোষ না পড়ে।

গ. তাঁদের উপরে এই দোষের বিপক্ষে তাঁরা জবাব দিলেন: পিতর এবং অন্যান্য প্রেরিতেরা একই ভিত্তি থেকে সকলে মিলে কথা বললেন; তারা আলাদা করে কথা বলেছেন কি সকলে মিলে কথা বলেছেন তা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয় বা তা এখানে বলাও হয় নি, কিন্তু তারা সকলে একাত্ম হয়ে কথা বলেছেন, একই কথা বলেছেন এবং একই আত্মা তাদের সকলকে পরিচালনা দান করেছেন, কারণ তারা এই প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করেছিলেন, যে প্রতিজ্ঞা তাদের প্রভু তাদের কাছে করেছিলেন যে, যখন তাদের বিচারের সামনে আনা হবে, সে সময়ই তাদের মুখে সেই সমস্ত কথা যুগিয়ে দেওয়া হবে এবং সেই কথা বলার জন্য তাদেরকে সাহস দেওয়া হবে।

১. তারা মহান সেনহেদ্রিনের প্রতি বাধ্যগত থেকে ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে নিজেদের পক্ষে কথা বলেছিলেন (পদ ২৯): আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের বদলে ঈশ্বরকে মান্য করতে হবে, তাঁরই বাধ্য হতে হবে। তাঁরা ক্ষমতাশালীদের ও কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদন করেন নি যে, তাদেরকে যেন আশ্চর্য কাজ করতে দেওয়া হয় (এই কথাটিই তাদের স্বপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছে এবং এই কারণে তারা নম্রতার সাথে নিজেরা এই বিষয়ে কথা বলতে সম্মত হন নি), কিন্তু তারা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি শিক্ষা অনুসারে তা প্রচার করার জন্য সম্মত হয়েছেন, যা সকলে প্রকৃতিগত স্বভাবের কারণেই গ্রহণ করবে এবং এই কারণেই তারা এই বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন। ঈশ্বর তাঁদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা খ্রীষ্টের নামে শিক্ষা দেন এবং সেই কারণেই তাঁরা তা করছেন, যদিও মহাপুরোহিত তাঁদেরকে সেই কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যে সমস্ত শাসক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে দাঁড় করায় এবং যাদের অবশ্যই এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তারা লোকদেরকে তাদের অবাধ্য হওয়ার জন্য শাস্তি প্রদান করে, যা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকার জন্য করা হয়েছিল।

২. তাঁরা পুরো যিরূশালেম জুড়ে যে শিক্ষাদান করেছেন তার স্বপক্ষে তাঁরা কথা বললেন, যদিও তাঁর বিষয়ে প্রচার করতে গিয়ে ও শিক্ষা দিতে গিয়ে তাঁরা সেই সমস্ত মানুষের কথা বলেছেন, যারা অতি নৃশংসভাবে খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল, আর সেই কারণে এই শাসকেরা তাদের নিজেদের কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিল। এটি তাঁদের উপরে অপরাধ হিসেবে চাপিয়ে

দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং মতবাদ প্রচার করছেন। “এখন,” তাঁরা বললেন, “আমরা আপনাদেরকে বলছি এই খ্রীষ্ট কে এবং তাঁর সুসমাচার কী, আর তখন আপনারাই বিচার করবেন আমরা তাঁর সুসমচার প্রচার করব কি করব না, শুধু তাই নয়, আমরা আপনাদের সামনে তাঁর সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ গ্রহণ করব, আপনারা তা শুনুন আর নাই শুনুন।”

(১) প্রধান পুরোহিতদের মুখের উপরে বলে দেওয়া হল যে, তারা যীশু খ্রীষ্টের সাথে কেমন বর্বরের মত আচরণ করেছেন: “আপনারা তাঁকে হত্যা করেছেন এবং ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করেছেন, আপনারা নিশ্চয়ই এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন না।” প্রেরিতেরা কোন প্রকার যুক্তি তর্কের ধার ধারেন নি, কিংবা নিজেদের জন্য কোন ধরনের ক্ষমা ভিক্ষা করেন নি, বরং তাঁরা এই লোকদেরকে খ্রীষ্টের রক্তপাতের জন্য দায়ী করে সরাসরি অভিযোগ এনেছেন এবং বার বার তা সকলের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছেন। তাঁরা এই কথায় দৃঢ় সঙ্কল্প বদ্ধ ছিলেন: “আপনারাই তাঁকে হত্যা করেছিলেন; এ কাজ এবং এর পরিকল্পনা ছিল আপনাদেরই।” লক্ষ্য করুন, লোকেরা যখন তাদের কোন ভুল ত্রটির কথা শুনতে চায় না, তখনই ধরে নিতে হবে যে, আসলেই তাদের কোন ক্রুটি রয়েছে এবং এ কারণেই তাদেরকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, আর তাই তারা তা সহ্য করতে পারছে না। পাপ এমন এক বিষয় যা এক সময় না এক সময় এর সাধনকারীর প্রতি অভিযোগ তুলে আনবেই। কিন্তু যাদের কাজ এই পাপের জন্য অভিযোগ করা, তাদের কখনোই কোন কিছুর ভয়ে থেমে থাকা উচিত নয়; সময় অবশ্যই সব কিছু বহন করে নেয় এবং এই ঘটনাটিও বহন করবে। চিৎকার করে বল, ভয় পেও না। চিৎকার করে বল, চুপ করে থেকো না।

(২) তাদেরকে এ কথাও বলা হল যে, ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের উপর কতটা সম্মান ও মর্যাদা আরোপ করেছেন এবং এরপর তাঁরা তাদেরকে এর বিচার করতে আহ্বান করলেন, যারা সে সময় তাদের সামনে বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, যারা ছিল খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের প্রচারকদের উপর নির্যাতনকারী। তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর– এই নামে, শুধুমাত্র আমাদের নয়, বরং আপনাদেরও বটে। তিনি এমনভাবে কথা বলেছিলেন এটি দেখানোর জন্য যে, খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে তাঁরা নতুন কোন দেবতার মতবাদ ও শিক্ষা প্রচার করতে চাচ্ছেন না, কিংবা তারা লোকদেরকে দেবতাদের পূজা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন না; কিংবা তারা মোশি এবং অন্যান্য ভাববাদীদের বিপরীত কোন শিক্ষা দিতে চান নি; এবং তারা যে খ্রীষ্টের নাম প্রচার করছিলেন তা হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ঈশ্বরের করা প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা এবং সেই সাথে তারা ঈশ্বরের সাথে যে চুক্তি দ্বারা নিয়মে আবদ্ধ হয়েছিল তা খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে এবং তার সকল শর্ত পালিত হয়েছে। অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর হচ্ছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর এবং পিতা; দেখুন, কেমন সম্মান তাঁকে দান করা হয়েছে।

[১] তিনি তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন; তিনি তাঁকে যোগ্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন এবং তিনি তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর মহান মধ্যস্থতামূলক কাজ সাধন করার জন্য। এতে করে

আমাদের মাঝে এটি মনে হতে পারে যে, এটি সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা যে প্রতিজ্ঞা মোশির কাছে ঈশ্বর করেছিলেন, আর তা হচ্ছে, তোমার প্রভু ঈশ্বর তোমার জাতির মধ্য থেকে একজন ভাববাদীকে উঠাবেন। ঈশ্বর তাঁকে উঠিয়েছেন এক নিদারুণ অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে এবং তাঁকে তিনি অত্যন্ত মহান করেছেন। কিংবা এর দ্বারা বোঝানো যেতে পারে যে, তিনি তাকে কবর থেকে উত্থিত করেছেন: "আপনারা তাঁকে মৃত্যু মুখে পতিত করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে পুনরায় জীবন দিয়েছেন, আর আপনারা এই যীশুকেই নিয়েই ঈশ্বরের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন; আমরা কোন্ পক্ষ নেব বলে আপনারা মনে করেন?"

[২] তিনি তাঁকে তাঁর ডান হাত দ্বারা উচ্চীকৃত করেছেন, ***hypsose***– তিনি তাঁকে উচ্চে তুলেছেন। "আপনারা তাঁকে অনেক অসম্মান করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে সম্মানের মুকুটে ভূষিত করেছেন; এবং তাহলে আমরাও কি তাঁকে সম্মান করব না, যাকে ঈশ্বর নিজে সম্মান প্রদান করেছেন?" ঈশ্বর তাঁকে উচ্চীকৃত করেছেন, ***te dexia autou***– তাঁর ডান হস্ত দ্বারা, যা তাঁর ক্ষমতায় কাজ করে থাকে; বলা হয়ে থাকে, যীশু খ্রীষ্ট জীবন্ত ঈশ্বরের ক্ষমতায় জীবন ধারণ করেন। কিংবা তিনি তাঁকে তাঁর ডান পাশে রেখেছেন, যেন তিনি সেখানে বসেন এবং সেখান থেকে শাসন করেন। "তিনি তাঁকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নামে শিক্ষা প্রদান করতে হবে, কারণ ঈশ্বর সকল নামের উর্ধ্বে একটি নাম প্রদান করেছেন।"

[৩] "তিনি তাঁকে একজন রাজা এবং একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, আর সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নাম প্রচার করতে হবে এবং তাঁর শাসনকার্যের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে, যেহেতু তিনি একজন রাজা এবং শাসনকর্তা এবং আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর দেওয়া অনুগ্রহের দান গ্রহণ করতে হবে, যেহেতু তিনি একজন পরিত্রাণকর্তা।" লক্ষ্য করুন, আমাদের কাছে খ্রীষ্ট ব্যতীত আর কাউকে দেওয়া হয় নি আমাদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে। তিনি আমাদের পরিত্রাণকর্তা হতে পারবেন না, যদি আমরা তাঁকে আমাদের রাজারূপে গ্রহণ না করি। আমরা তাঁর দ্বারা উদ্ধার পেতে এবং সুস্থ হতে আশা করতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদেরকে তাঁর শাসনের অধীনে সমর্পণ করি। প্রাচীনকালের বিচারকর্তৃকগণ বা বিচারকেরা ছিলেন উদ্ধারকারী, পরিত্রাণ দানকারী নন। কিন্তু খ্রীষ্ট সেই পরিত্রাণের আদেশ নিয়ে এসেছেন, তিনি চান যেন খ্রীষ্টের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় এবং তাহলেই কেবল তিনি আমাদেরকে সেই বহুল প্রত্যাশিত পরিত্রাণ দান করবেন। খ্রীষ্ট নিজে আমাদের কাছে এসেছিলেন, আমাদের পাপ মুছে ফেলতে নয়, বরং আমাদেরকে পাপ থেকে তুলে এনে পবিত্র করতে এবং পরিত্রাণ দিতে।

[৪] তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে একজন রাজা হিসেবে এবং একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে, যাতে করে তিনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনুশোচনার সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাদের পাপের অবলোপন ঘটাতে পারেন। সে কারণে তাঁদেরকে অবশ্যই তাঁর নামে ইস্রায়েলের লোকদের কাছে প্রচার করতে হবে, কারণ তাঁর অনুগ্রহ প্রথমত এবং প্রধানত তাদের জন্যই পরিকল্পনা করা হয়েছিল; এবং যে কেউ তার দেশকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসে না, সে এর বিরোধিতা

করতে পারে। কেন শাসকেরা এবং প্রাচীনেরা এমন একজনের বিপক্ষে দাঁড়াবেন, যিনি ইস্রায়েলে প্রতি পাপের দোষ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার অনুগ্রহ নিয়ে এসেছেন? তিনি যদি উত্থিত হতেন তাদেরকে রোমীয় শাসনের জোয়ালি থেকে মুক্ত করার জন্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়ে দেওয়ার জন্য, তাহলে নিশ্চয়ই প্রধান পুরোহিরা তাঁকে তাদের সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে স্বাগত জানাত। কিন্তু অনুতাপ এবং পাপের ক্ষমা এমন এক অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ, যা এই সমস্ত লোকদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয় নি এবং সেই কারণেই তারা তাঁর কথায় একদমই কান দেয় নি এবং তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে নি। এখানে লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, অনুতাপ এবং ক্ষমা এক সাথে কাজ করে থাকে; যখন অনুতাপ ঘটে থাকে, তখন ক্ষমাও অব্যর্থভাবে প্রদান করা হয় এবং অনুগ্রহ তাদেরকে প্রদান করা হয়ে থাকে, যরা এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। অপর দিকে, অনুতাপ ব্যতীত কোন ধরনের ক্ষমা প্রদান করা হয় না; কেউই পাপের দোষ এবং অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারে না, যদি না সে পাপের ক্ষমতা এবং শক্তি থেকে মুক্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, যীশু খ্রীষ্টই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি অনুতাপের চেতনা মানুষের মনে দেন এবং এর প্রেক্ষিতে ক্ষমা প্রদান করেন, এর ক্ষমতা এবং অধিকার একমাত্র তাঁরই। এর জন্য যে শর্ত প্রয়োজন তা সুসমাচারের চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা কি অনুতাপ করার জন্য প্রস্তুত আছি? খ্রীষ্ট পাপের ক্ষমা প্রদান করার জন্য প্রস্তুত আছেন তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে, যা বহন করে তাঁর বাক্য, যেন আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলা যায় এবং তিনি আমাদেরকে পাপের ক্ষমা লাভের জন্য উদ্যোগী করে তুলতে পারেন এবং আমাদের হৃদয়ে এবং জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুন হৃদয় হচ্ছে তাঁর কাজ এবং উৎসর্গীকৃত ভগ্নচূর্ণ হৃদয় হচ্ছে তাঁর দান; এবং যখন তিনি আমাদের মনে অনুতাপের চেতনা আনেন, সে সময় তিনি আমাদের পাপের সকল দোষ ক্ষমা করে দেন। দেখুন, আমাদের অনুতাপ করা এবং মন পরিবর্তন করাটা কত জরুরি এবং সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্য নিজেদেরকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের অভূতপূর্ব পাপের ক্ষমা দানের কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

[৫] এর সব কিছুই যথার্থভাবে সত্যায়িত করা হল:

প্রথমত, প্রেরিতগণ নিজে এর সত্যায়ন প্রদান করলেন: তাঁরা শপথ করে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যদি প্রয়োজন হয়, কারণ তারা তাঁকে তাঁর পুনরুত্থানের পর জীবিত দেখেছেন এবং তাঁকে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখেছেন; এছাড়া তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে তাঁর মহা অনুগ্রহ এবং আত্মিক দান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, কারণ তিনি তাঁদেরকে এমন উচ্চে উন্নীত করেছেন যা তাঁদের প্রকৃতিগত যোগ্যতায় সম্ভবপর ছিল না: "আমরাই তাঁর সাক্ষী, তিনি আমাদেরকে এই সকল কথা সারা পৃথিবীতে প্রকাশ করার জন্য নিযুক্ত করেছেন। আর আমরা যদি নিশ্চুপ থাকি, যা আপনারা আমাদেরকে করতে বলছেন, তাহলে আমরা তাঁর বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব,

কিন্তু আমরা তা হতে দিতে পারি না।” যখন কোন একটি ঘটনা ঘটে যায় এবং এর সাক্ষী উপস্থিত থাকে, তখন তাদের অবশ্যই সাক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন, তা না হলে সেই সত্য ঘটন-াটি মিথ্যের অন্তরালে চাপা পড়ে হারিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর আত্মা এর সাক্ষ্য প্রদান করলেন: “আমরা সাক্ষী, যথাযোগ্য সাক্ষী এবং আমরা এমন যাদের সাক্ষ্য মানুষের মধ্য থেকে যে কোন বিচারকের জন্য যথেষ্ট।” কিন্তু এখানেই শেষ নয়: পবিত্র আত্মা একজন বিশেষ সাক্ষী, স্বর্গ থেকে আগত একজন সাক্ষী; কারণ ঈশ্বর তাঁকে তাঁদের কাছে দান এবং অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন, যারা খ্রীষ্টকে মান্য করে। সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নামে প্রচার করতে হবে, কারণ এই লক্ষ্যেই পবিত্র আত্মাকে আমাদের কাছে প্রদান করা হয়েছে, যার কার্যক্রম আমরা রুদ্ধ করতে পারব না। লক্ষ্য করুন, বাধ্য বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মা প্রদানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাদেরকে বিশ্বাসের প্রতি বাধ্যগত করা নয়, বরং সেই সাথে তাদেরকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার্য করে তোলা, এটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের অন্যতম বিশেষ একটি সত্য এবং প্রমাণ। ঈশ্বর তাঁর পুত্র এবং তাঁর নামের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা প্রদান করেছেন (যোহন ১৪:২৬) এবং তাঁর প্রতি করা প্রার্থনার উত্তর হিসেবেও তিনি পবিত্র আত্মা প্রদান করে থাকেন (যোহন ১৪:১৬)। শুধু তাই নয়, খ্রীষ্টই সেই ব্যক্তি, যিনি পিতার কাছ থেকে পবিত্র আত্মাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন (যোহন ১৫:২৬; ১৬:৭); এবং এটি প্রমাণ করে যে, কী ধরনের মহিমা ও গৌরব দ্বারা পিতা তাঁকে উচ্চীকৃত করেছেন। পবিত্র আত্মার মহান কাজ শুধু যে খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করেছে তাই নয় (১ তীমথিয় ৩:১৬), বরং সেই সাথে এর দ্বারা তিনি গৌরবান্বিতও হয়েছেন এবং তাঁর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সরাসরি তাঁর নাম উচ্চীকৃত করে, এ কথা প্রমাণ করে যে, তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ স্বর্গীয় ও পবিত্র, নতুবা তা স্বর্গীয় শক্তির দ্বারা প্রবাহিত হতো না।

সবশেষে, যারা খ্রীষ্টকে মান্য করে তাদের কাছে পবিত্র আত্মাকে প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে এর সাক্ষ্য প্রদান করা হল: এর দ্বারা তাদের বাধ্যতার বর্তমান পুরস্কার আমরা দেখতে পাই, এটি ঈশ্বরের একটি পরিষ্কার ইচ্ছার কথা প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর চান যেন আমরা খ্রীষ্টকে মান্য করি। “আমাদেরকে অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর বাধ্য থাকতে হবে।”

ঘ. প্রেরিতগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করার ফলে আদালতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল: একজন মানুষের কাছ থেকে যুক্তি, তর্ক, শিক্ষা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে যতটুকু আশা করা যায় তাঁদের ভেতরে তার চাইতে অনেক বেশি দেখা গিয়েছিল। নিশ্চয়ই এ ধরনের পরিষ্কার যুক্তি দানের ফলে অপরাধীর দোষ সম্পূর্ণরূপেই শূন্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং এতে করে বিচারকদের মন পরিবর্তিত হওয়ার কথা। না, তাঁদের এই কথায় মোহিত হওয়ার বদলে তারা প্রচণ্ড রাগান্বিত হলেন এবং আরও বেশি ক্রোধে পূর্ণ হলেন।

১. প্রেরিতগণ যা কিছু বলেছিলেন সেই সমস্ত কথার জন্য তারা রাগান্বিত হয়েছিলেন: তাদের হৃদয়ে আঘাত লেগেছিল, তারা সকলের সামনে তাদের নিজেদের পাপ প্রকাশিত

হয়ে পড়ায় অত্যন্ত ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন; তার এটা আবিষ্কার করে অত্যন্ত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টের সুসমাচার তাঁর নিজের সম্পর্কেই প্রচুর সাক্ষ্য উপস্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে তা নিজের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে নিচ্ছে। যখন এই উদ্দেশ্যে লোকদের মাঝে প্রচার করা হতো, তাদের অন্তর বিদ্ধ হয়েছিল অনুশোচনায় এবং দুঃখে, প্রেরিত ২:৩৭। এখানে যারা ছিল তাদের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল ক্রোধ এবং আক্রোশ। এভাবেই সুসমাচারের শত্রুরা শুধু যে নিজেদেরকে এর সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত করেছে তা-ই নয়, সেই সাথে তারা নিজেদেরকে এর প্রতি আতঙ্কে পরিপূর্ণ করেছে এবং তাদের নিজেদের প্রতি যন্ত্রণা দানকারী হিসেবে নিজেরাই তারা উপনীত হয়েছে।

২. তারা প্রেরিতদের উপরে রাগান্বিত হয়েছিলেন: যেহেতু তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে, তারা তাদের শ্বাস রুদ্ধ না করলে আর কোনভাবেই তাদের মুখের কথা রুদ্ধ করতে পারছেন না, তখন তারা তাঁদেরকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করলেন, তারা এই আশা করলেন যে, এতে নিশ্চয়ই তাদের এই সকল কাজ বন্ধ হবে। যখন প্রেরিতগণ খ্রীষ্টের সেবা করণার্থে তাদের পথে এগিয়ে চলছিলেন, তাদের মনের মাঝে তখন ছিল এক পবিত্রতা, নিরাপত্তা এবং হৃদয়ের এক শান্ত ও সুনিবিড় অবস্থা, যা ছিল সুসামঞ্জস্য পূর্ণ এবং তারা তখন তাদের এই দায়িত্ব অত্যন্ত উপভোগ করছিলেন। ঠিক সেই সময় তাদের শত্রুরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম চালিয়েই যাচ্ছিল, যা তাদের মাঝে ক্রমান্বয়ে মানসিক জটিলতা এবং অস্থিরতা বাড়িয়ে দিচ্ছিল, কারণ তারা প্রেরিতদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

৩. গমলীয়েল নামে মহাসভার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সকলের প্রতি যে জ্ঞান পূর্ণ পরামর্শ দান করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত গোঁড়া এবং মৌলবাদী পুরোহিতদের ক্রোধ দমন করা এবং তাদের কাজ থেকে সমস্ত নৃশংসতা মুছে ফেলা। এখানে বলা হয়েছে গমলীয়েল তার পেশাগত দিক থেকে একজন ফরীশী ছিলেন এবং পদমর্যাদার দিক থেকে তিনি ছিলেন আইনের ব্যবস্থা বেত্তা, যার কাজ হচ্ছে পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা পাঠ করা এবং পবিত্র লেখকদের রচনা পাঠ করা এবং শিক্ষার্থীদেরকে এর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। পৌলকে তার চরণে বসে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল (প্রেরিত ১২:৩) এবং প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে জানা যায় যে, স্তিফান এবং বার্ণবাও তার কাছে বসে পবিত্র শাস্ত্রের উপর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অনেকে এ কথা বলেন যে, তিনি ছিলেন সেই শিমোনের পুত্র, যিনি যীশু খ্রীষ্টকে কোলে তুলে নিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, যখন তাঁকে মন্দিরের আনা হয়েছিল এবং সেই সাথে তিনি হিল্লেলের নাতি। এখনে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি তার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার জন্য সমস্ত লোকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন, এই অংশের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন এবং তিনি কোন প্রকার সহিংস ঘটনায় যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যারা বদ্‌মেজাজী নন বা সহিংসতা পছন্দ করেন না এবং যারা দানশীল, তাদের সুনাম সবসময়ই বিদ্যমান থাকে, যাতে করে তারা সারা পৃথিবীর কাছে নম্রতার উদাহরণ হিসেবে স্থাপিত হতে পারেন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তিনি মহা সভায় তাদের সামনে উত্থাপিত বিষয়টি নিয়ে যে প্রয়োজনীয় সাবধানতার কথা উচ্চারণ করলেন: তিনি প্রেরিতদেরকে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন, যাতে করে তারা আরও মুক্তভাবে কথা বলতে পারেন এবং আরও স্বস্তি নিয়ে উত্তর দিতে পারেন (এটা অবশ্যই বিবেচ্য যে, বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেওয়া যায় যখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটি সত্যতা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়); এবং তখন তারা পুরো মহাসভাকে এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝালেন, যা তারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না: হে ইস্রায়েল লোকেরা, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করতে উদ্যত হয়েছ, সেই বিষয়ে সাবধান হও, এ বিষয়ে চিন্তা কর এবং এ বিষয়ে তোমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও বেশি সাবধান হও, পদ ২৫। এটি কোন সাধারণ ঘটনা নয়, আর সেই কারণে এর ক্ষেত্রে অবশ্যই তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন ইস্রায়েলের লোকেরা নামে, যাতে করে তিনি তার যুক্তি দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করতে পারেন: "তোমরা সকলে পুরুষ মানুষ, যারা যুক্তি দ্বারা সবকিছু বিচার করে থাক, সেই সমস্ত ঘোড়া এবং গাধাদের মত তোমরা নও, যারা যুক্তি দিয়ে কোন কিছুই বিচার করে না এবং বোঝে না। তোমরা ইস্রায়েলের লোক, যাদের অবশ্যই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের উপরে নির্ভর করে চলা উচিত, যাতে করে তোমরা অযিহূদী এবং বিদেশীদের মত হয়ে না পড়, যারা ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যের উপরে কোন বিশ্বাস নেই। তোমরা একবার নিজেদের কথা চিন্তা কর, যারা এই লোকগুলোর উপরে রাগান্বিত হয়েছ, যাতে করে তোমরা নিজেদের অন্তরকে বিচার করতে পার।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের লোকদের উপরে নির্যাতনকারীদেরকে অবশ্যই নিজেদের দিকেও তাকাতে হবে, যেন তারা যে গর্ত খুঁড়েছে তাতে নিজেরাই পড়ে না যায়। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, যারা আমাদের কারণে কষ্ট পায়, যাতে করে আমরা ধার্মিকদের মনে দুঃখ না দিই।

২. তিনি এ সম্পর্কে যে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন: তিনি তাদেরকে এ সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তিনি ভণ্ড মতবাদ প্রচার কারীদের সম্পর্কে দু'টি দৃষ্টান্ত দান করেছিলেন (যা তারা এই প্রেরিতদের ক্ষেত্রেও মনে করছিলেন), যাদের প্রচেষ্টার ফলাফল ছিল শূন্য; এখানে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, যদি এই লোকেরা নিজেদেরকে যেমনটা উপস্থাপন করছে তেমন যদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ তারা যদি মিথ্যে মতবাদ প্রচার করে থাকে, তাহলে তার অবশ্যই নিজেদের এই সকল শিক্ষার ভারে নিজেরাই ডুবে যাবে এবং নিশ্চয়ই স্বর্গীয় কর্তৃত্ব তাদেরকে ভণ্ড বলে প্রমাণিত করবে এবং তাদেরকে ব্যর্থ করবে এবং সেক্ষেত্রে আর তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

(১) থুদা নামের একজন ব্যক্তি ছিল, যে কিছুদিন আগে বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছিল, কারণ সে নিজেকে মহাপুরুষ বলে দাবী করেছিল, মহান একজন ব্যক্তি হিসেবে দাবী করেছিল (এমনই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে), হতে পারে সে নিজেকে একজন মহান রাজা বা একজন মহান শিক্ষক হিসেবে প্রকাশ করেছিল, কোন স্বর্গীয় ক্ষমতার বলে মণ্ডলীতে বা রাষ্ট্রে কোন ধরনের বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করার কথা ঘোষণা করেছিল; এবং তিনি এখান থেকে তার সম্পর্কে লক্ষ্য করেছেন (পদ ৩৬):

[১] সে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল: কমবেশ চারশত লোক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, যারা নিজেরা জানতো না যে, তাদেরকে কী করতে হবে, কিংবা নিজেদের ভাল করার কোন আশা তাদের নিজেদের ছিল না; এবং তাদের দল বেশ ভারী হয়েছিল।"

[২] কত শীঘ্র তার সম্পর্কে সমস্ত জল্পনা কল্পনা ও রহস্যের অবসান ঘটল: "যখন সে নিহত হল," সম্ভবত যুদ্ধের কারণে), "তখন আর কোন কিছু করার প্রয়োজন পড়ল না, কারণ যারা যারা তাকে অনুসরণ করতো তারা সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল এবং সূর্যের সামনে যেমন বরফ গলে যায়, তেমনি করে এই বিশাল দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন এই ঘটনার সাথে ঐ ঘটনাটিকে তুলনা কর। তোমরা যীশুকে হত্যা করেছ, যে এই দলের প্রধান ছিল; তোমরা তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে চ্যুত করেছ। এখন যদি সে সত্যিই তোমরা যেমন বলছ তেমনি করে ভণ্ড এবং মন্দ মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যুর পর থুদার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল তেমনি করে তাঁর সমস্ত শিক্ষা এবং মতবাদেরও অবসান ঘটত এবং তাঁর অনুসারীরা নিঃশেষে ছড়িয়ে পড়ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।" এই ক্ষেত্রে আমরা যা ধারণা করতে পারি তা হচ্ছে, মেষ পালককে আঘাত করলে পর মেষ পাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর মেষপাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে এবং তাঁদের মধ্যে আর কোন যোগাযোগ থাকবে না। তাঁরা একবারে মাটির সাথে মিশে যাবে।

(২) এই ঘটনাটি এবং গালীলীয় যিহূদার ঘটনা একই রকম, পদ ৩৭। লক্ষ্য করুন:

[১] সে কী করার জন্য চেষ্টা করেছিল: এখানে বলা হয়েছে 'এর পরে', কিংবা অনেকে মনে করে থাকেন এর অর্থ হবে এর পাশাপাশি। তবে আমি মনে করি এখানে বোঝানো হয়েছে এর পরে– সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, যিহূদার ঘটনাটি থুদার ঘটনার অনেক আগে ঘটেছিল; কারণ এখানে যিহূদার ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে নাম লেখানোর সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল বস্তুত আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সময় (লূক ২:১) এবং যে থুদার কথা একটু আগে বলা হল, যার কথা যোসেফাসও উল্লেখ করেছেন, সে তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল কাস্পিয়াস ফেদাসের (*Cuspius Fadus*) সময়; কিন্তু এখন সময় চলছিল ক্লডিয়াস কৈসরের (Claudius Cæsar) সময়, যা গমলীয়েল এই সমস্ত কথা বলার কয়েক বছর পরের ঘটনা, আর তাই দুটি ঘটনা এক হতে পারে না। এই কথা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয় যে, এই দুটি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে কোন সময়ে ঘটেছিল, বিশেষ করে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সময় যে নাম লেখানোর কার্যক্রম চলছিল সেই সময়ের না কি আরও পরের কোন এক সময়ের। অনেকে মনে করেন এই গালীলীয় যিহূদাই হচ্ছে গলোনীয় যিহূদার কথা যোসেফাস উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যরা বলেন নি। এটি খুবই সম্ভব যে, এই দু'টি ঘটনাই খুব সম্প্রতি ঘটেছিল আর সেই কারণে গমলীয়েল সহজেই এই ঘটনাগুলোর কথা মনে করে বলতে পেরেছেন। এই যিহূদা অনেক লোককে তার পেছনে নিয়ে গিয়েছিল, যারা তার বিভিন্ন কাজের জন্য প্রশংসা করতো।

[২] এখানে আমরা তার পতনের কথা জানতে পারি: তার পতনে মহান সেনহেড্রিনের কোন হাত ছিল না, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আইনও জারি হয় নি (এর কোন

প্রয়োজন ছিল না); সেও বিনষ্ট হল এবং যারা যারা তাকে মান্য করতো, অথবা তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাকে অনুসরণ করতো, তারা সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। অনেকেই বোকার মত তাদের নিজেদের জীবন বিনষ্ট করেছে এবং অন্যদেরকেও তাদের জীবন বিনষ্ট করতে উৎসাহিত করেছে, আর তা তারা করেছে তাদের স্বাধীনতার প্রতি ঈর্ষা থেকে, যে সময় নাম লেখানো হচ্ছিল কর আদায়ের সুবিধার্থে, যারা বাবিলের রাজার সেবা করতেই আরও বেশি সন্তুষ্ট ছিল, কারণ স্বর্গীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে এমনটাই গৃহীত হয়েছিল।

৩. এই পুরো বিষয়টি উপরে তার মতামত।

(১) প্রেরিতদের উপরে তাদের অত্যাচার করা উচিত নয় (পদ ৩৮): এখন আমি তোমাদেরকে বলি, ***ta nyn***– এখনকার জন্য, বর্তমান সময়ের জন্য পরিস্থিতি যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে করে আমার পরামর্শ হচ্ছে: তোমরা এই লোকদের থেকে ক্ষান্ত হও; তারা যে কাজ করেছে তার জন্য তাদেরকে শাস্তি প্রদান কোরো না কিংবা ভবিষ্যতে তাদেরকে ধরার ব্যাপারেও আর চিন্তা কোরো না। তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে নিজেদের মত করে চলতে দাও; তাদের উপরে আর হস্তক্ষেপ কোরো না।" এটি একেবারেই অনিশ্চিত যে, তিনি কী কারণে এই পদ্ধতি অনুসারে চলার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, জনগণকে না রাগানোর জন্য নাকি রোমীয় সরকারকে খেপিয়ে না তোলার জন্য এবং আরও কোন ভুল না করার জন্য। প্রেরিতেরা বাহ্যিক কোন ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে কোন কিছুই করতেন না। তাদের যুদ্ধের অস্ত্র পার্থিব বা মাংসিক কোন কিছু ছিল না; আর সেই কারণে কেন তাদের উপরে বাহ্যিক আঘাত এবং বাধা নিষেধ হানা হবে? কিংবা হয়তো বা তিনি কোন ধরনের চাপের মুখে ছিলেন সে সময়, হয়তো বা কোন নম্র ও শান্ত আত্মার ভাষা ছিল এটি, যা তাকে বিচারকদের সামনে প্রেরিতদের পক্ষে কথা বলার জন্য প্ররোচিত করেছিল। কিংবা ঈশ্বর নিজেই হয়তো তার ইচ্ছার বিপরীতে এই কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, কারণ সেই সময়ে প্রেরিতদের মুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। আমরা নিশ্চিত যে, সে সময় স্বর্গীয় কর্তৃত্ব অনুসারে কাজ হয়েছিল এবং প্রেরিতদেরকে মুক্ত করে আনার জন্যই এই শক্তি কাজ করেছিল, যাতে করে খ্রীষ্টের দাসেরা শুধু যে মুক্ত হয়ে বের হয়ে আসতে পারেন তাই নয়, সেই সাথে তারা যেন সম্মানের সাথে বের হয়ে আসতে পারেন।

(২) তারা যেন এই বিষয়টি ঈশ্বরের স্বর্গীয় বিবেচনার উপরে ছেড়ে দেন: "এই ঘটনাটির শেষ দেখার জন্য অপেক্ষা কর এবং দেখ শেষ পর্যন্ত কী হয়। কেননা এই পরামর্শ কিংবা এই ব্যাপার যদি মানুষ থেকে হয়ে থাকে, তবে লোপ পাবে, নিজে থেকেই। কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়।" যা দৃশ্যনীয়ভাবে মন্দ এবং অনৈতিক এর বিপক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া বা শাস্তির বিধান করা বিচারকের জন্য ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু যে বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে উত্তম, তার বিরুদ্ধে যদি মন্দ কোন কিছুর অভিযোগ আনা হয় এবং যদি এই সন্দহ করা হয় যে, এই কাজ ঈশ্বর থেকে হচ্ছে না কি মানুষ থেকে হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে চলতে দেওয়া উচিত এবং দেখা উচিত যে, তা কতদূর পর্যন্ত গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি কী হয়, এর বিরুদ্ধে

তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত হবে না। খ্রীষ্ট সত্যের অস্ত্র দ্বারা শাসন করেন, তলোয়ার দ্বারা নয়। খ্রীষ্ট বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্পর্কে পশ্ন করেছিলেন, যোহনের বাপ্তিস্ম কি স্বর্গ থেকে এসেছে না কি মানুষ থেকে? এই প্রশ্নটি প্রেরিতদের শিক্ষা এবং মতবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য উপযোগী ছিল, যেখানে এখন যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, যেখানে আগে বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এখন তারা আগের কথা চিন্তা করলো, যখন তারা এই উত্তর দিতে পারে নি যে, আসলেই এই বিধান ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল না কি মানুষের কাছ থেকে এসেছিল, কারণ তারা এই বিষয়ে আসলেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিল। কিন্তু যেভাবেই আমরা চিন্তা করে দেখি না কেন, এই সন্দেহের কারণে তাদের উপরে অত্যাচার করা একেবারেই যুক্তি সঙ্গত নয়।

[১] "যদি এই দল, আর এই সকল কাজ, এই লোকদের সমাজ এবং এই যীশু খ্রীষ্টের নামে জীবন যাপন করা এর সবই যদি মানুষ থেকে আসে, তাহলে এর ফলাফল দাঁড়াবে শূন্য এবং এক সময় তা নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যদি তা কোন মূর্খ এবং বিকৃত মস্তিস্কের মানুষের চিন্তার ফসল এবং কাজ হয়ে থাকে, যারা জানে না যে, কী করতে হবে কিংবা তাদের কী করা উচিত, তা হলে তাদেরকে এমন অবস্থাতেই থাকতে দেওয়া হোক, তাদের নিজেদেরই এক সময় পথে দৌড়াতে দৌড়াতে দম ফুরিয়ে যাবে এবং তাদের বোকামি সমস্ত মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে আর তারা সকলের কাছে হাস্যস্পদ বলে প্রমাণিত হবে। যদি তা মানুষের পরিকল্পনা এবং কোন রাজনৈতিক চেতনা থেকে জাত কাজ এবং পরামর্শ হয়ে থাকে, যারা ধর্মের রং মেখে পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইছে, তাদেরকে একা একা কাজ করতে দাও এবং তারা ঠিকই এক সময় তাদের সমস্ত মুখোশ খুলে ফেলবে, আর তখন তাদের মিথ্যাচার সমস্ত মানুষের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা তখন নিজেদেরকে মিথ্যেবাদী বলে সাব্যস্ত করবে; স্বর্গীয় কর্তৃত্ব তাদের বিচার করবে এবং কখনোই তারা এই অপরাধ থেকে রেহাই পাবে না। এই ক্ষুদ্র সময়ের ভেতরে তা কখনোই তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না; আর যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের এই নির্যাতন এবং শাস্তি দান ও বাধা প্রদান একেবারেই নিরর্থক; তোমাদের নিজেদেরকে এত সমস্যায় ফেলার কোনই প্রয়োজন নেই এবং নিজেদেরকে দোষের ভাগী করে কোন লাভ নেই, কারণ যাকে তোমরা বিনষ্ট করতে চাইছ, তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের কারণে বিনষ্ট হয়ে যাবে। অযথা ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তা অপব্যবহার হিসেবে সাব্যস্ত হয়।" কিন্তু;

[২] "যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, এই কাজ এবং এই পরামর্শ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে (যা বুঝতে তোমাদের মত জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ভুল করেছ) এবং যদি এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সেই শিক্ষাদানকারী এবং প্রচারকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের নির্দেশনা এবং দায়িত্ব লাভ করেছে এবং তারা সত্যিকার অর্থেই তাঁর দূত, যেমনটা পৃথিবীর কাছে ছিলেন পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা, সেক্ষেত্রে তোমরা কী করবে বলে মনে কর, যদি তোমরা তাদেরকে নির্যাতন কর এবং তাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা কর? (পদ ৩৩) তোমাদের অবশ্যই আগে এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।"

প্রথমত, "তাদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল বাধাদানের প্রচেষ্টা: যদি তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তাহলে তোমরা তা বাতিল করে দিতে পার না; কারণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পরিকল্পনা বা কোন ধরনের পরামর্শই খাটবে না; যিনি স্বর্গে বসে থাকেন, তিনি তোমাদেরকে দেখে হাসবেন।" যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করে, তাদের সকলের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে, যারা তাঁর গৌরব এবং তাঁর মহিমার উপরে সদা দৃষ্টি রাখে। সে যেই হোক ঈশ্বর কখনোই তাকে ছুড়ে ফেলে দেন না, বরং তিনি সবসময় তাকে ধরে রাখেন।

দ্বিতীয়ত, "তোমাদের নিজেদের বিপক্ষে এক বিপজ্জনক প্রচেষ্টা: তোমরা নীরব থাক এবং প্রার্থনা কর, কারণ উল্টে না আবার দেখা যায় তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো; আর আমার নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বলার প্রয়োজন নেই যে, এই অসম যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে।" দুঃখ তার জন্য, যে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে ঝগড়া করে; কারণ তাকে শুধু যে এক ব্যর্থ শত্রু হিসেবেই গণ্য করা হবে তা নয়, বরং সেই সাথে মহান সত্য রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহ করার জন্য এবং তাঁকে অপদস্থ করার জন্য বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেওয়া হবে। যারা ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে অপমান ও অত্যাচার করে, যারা তার বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের মুখ চুপ করিয়ে দিতে চায়, তারা ঈশ্বরের বিপক্ষে যুদ্ধ করে, কারণ তাদের বিরুদ্ধে যা কিছু করা হয় তা তিনি তাঁর বিরুদ্ধে করা হয়েছে বলেই ধরে নেন। যে কেউ তাদের গায়ে হাত তোলে, তারা তাঁর চোখের মণিতে আঘাত হানে। বেশ, এই ছিল গমলীয়েলের উপদেশ ও পরামর্শ; আমরা আশা করি তারা নিশ্চয়ই এই পরামর্শ যাচাই করে দেখেছে, যারা বিবেকের দোহাই দিয়ে অত্যাচার নির্যাতন করে থাকতো, কারণ এটি ছিল উত্তম চিন্তা এবং অনেকটাই স্বাভাবিক চিন্তা, যদিও আমরা নিশ্চিত নই যে, তিনি কে ছিলেন। যিহূদী লেখকদের মতে এটুকুই কেবল জানা যায় যে, তিনি খ্রীষ্ট এবং তার সুসমাচারের প্রতি একজন বিরোধিতাকারী হিসেবেই জীবন ধারণ করেন এবং এভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন; এবং যদিও অন্তত পক্ষে এখন পর্যন্ত তিনি খ্রীষ্টের অনুসারীদেরকে নির্যাতন করছিলেন না, তথাপি তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি নির্যাতনকারীদের মদদ দিতেন।

চ. এই পুরো বিষয়টির উপর ভিত্তি করে মহাসভার সিদ্ধান্ত, পদ ৪০।

১. এভাবেই তারা গমলীয়েলের সাথে একমত হলেন যে, এই প্রেরিতদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক এবং এরা নিজেদের কর্মদোষে নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গমলীয়েল যা বলেছিলেন সেই কথায় লোকেরা ভাল যুক্তি খুঁজে পেল এবং এতে করে তারা তাদের বর্তমান দায়িত্বে পালন করতে গিয়ে যে ভীতির সম্মুখীন হচ্ছিল তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজে পেল।

২. তথাপি তারা তাদের কিছু রাগ প্রকাশ না করে পারল না, যা বিচার কাজের এবং বিবেক ও চেতনার বিরোধী; কারণ যদিও তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, যেন তারা প্রেরিতদেরকে ছেড়ে দেয়, তথাপি তারা তাঁদেরকে ধরে মারধর করলো, তাদেরকে দোষী ও

অপরাধী হিসেবে চাবুক মারল এবং লাঠি দিয়ে পেটাল, যা তারা সিনাগগে করে থাকত। এভাবেই তারা তাদের কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে অসম্মানিত ও অপমানিত করলো, কারণ তারা এমন কিছু মানুষকে অকারণে অত্যাচার করেছিল, যাদের প্রকৃতপক্ষে কোন প্রমাণিত অপরাধ ছিল না।

ছ. প্রেরিতদেরকে যে আঘাত করা হয়েছিল এভং তাঁরা যেভাবে আহত হয়েছিলেন, তারপরও তাঁরা অত্যন্ত সাহসের সাথে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাঁদের সমস্ত আশ্চর্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে পর তাঁরা মহাসভার আদালত ছেড়ে চলে গেলেন এবং আমরা এটি দেখতে পাই না যে, আদালতে তাঁদের সাথে যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল এর পেক্ষিতে অন্য আর কিছু ঘটেছিল কি না। তাঁদের কাজ ছিল তাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার অবস্থান ধরে রাখা এবং নিশ্চিত করা এবং তাঁদের পরিচর্যা কাজের গতি বজায় রাখা, এছাড়া আর কিছুই যেন তাঁদের মনের মাঝে এসে না দাঁড়ায় এবং তাঁদের পথে বাধা সৃষ্টি না করে; আর এই দু'টি বিষয়ই তাঁরা করেছিলেন অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে।

১. তাঁরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাঁদের সমস্ত নির্যাতনের সাক্ষ্য বহন করেছিলেন (পদ ৪১): যখন তাঁরা বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের বাহুতে এবং পিঠে সেই সমস্ত লাঠি এবং চাবুকের আঘাতের দাগ দেখা যাচ্ছিল, যে আঘাত তাদেরকে করেছিল প্রধান পুরোহিতদের দাসেরা এবং কর্মচারীরা। সেই দাগগুলো নিশ্চয়ই লোকেরা দেখতে পাচ্ছিল এবং তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিল যে, তারা পুরোহিতদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। অথচ প্রেরিতেরা খ্রীষ্টের জন্য নির্যাতন সহ্য করলেও খ্রীষ্টের জন্য লজ্জিত হন নি, বরং তাঁরা খ্রীষ্টের নাম প্রচার করার জন্য নির্যাতিত হওয়াটাকেই সম্মানের বিষয় বলে মনে করেছেন। তাঁরা ছিলেন সম্মানজনক মানুষ এবং তাঁরা জীবনেও এমন কোন অপরাধমূলক বা অন্যায় কাজ করেন নি যার কারণে তাঁদেরকে এ ধরনের শাস্তি পেতে হবে, তথাপি তাঁরা খ্রীষ্টের কারণে এ ধরনের অপমান গ্রহণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করলেন, কারণ খ্রীষ্ট তাঁদেরই জন্য কষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন, আর তাঁরা এই বিষয়টিই তাঁদের এই নির্যাতন ও অত্যাচারের চিহ্নের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আমাদেরও অবশ্যই আমাদের চলার পথে যে কোন বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, খ্রীষ্টের নামে তা পার হয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং সকল দুঃখ কষ্টের কথা আনন্দের সাথে সকলের কাছে প্রকাশ করতে হবে, যেন আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করেন।

২. তাঁরা চরম অধ্যবসায়ের সাথে তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে গেলেন (পদ ৪১): তাঁদেরকে প্রচার করার জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল এবং তাঁদেরকে আর কখনো প্রচার করার জন্য নিষেধ করা হয়েছিল, তথাপি তারা সেই নিষেধাজ্ঞা শোনেন নি এবং তাঁরা প্রচার এবং শিক্ষা দান চালিয়ে গেছেন; তাঁরা এর থেকে সরে আসার জন্য নিজেদেরকে কোন সুযোগ দেন নি, কিংবা তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এক বিন্দুও কমে নি। লক্ষ্য করুন:

(১) কখন তারা প্রচার করতেন– প্রতিদিন। শুধুমাত্র বিশ্রামবারেই নয়, কিংবা শুধুমাত্র প্রভুর

দিনেই নয়, বরং প্রতিদিনই, প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বেরিয়ে যেতেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য। একটি দিনও তাঁরা বাদ দিতেন না, যেমনটি করতেন তাঁদের প্রভু (মথি ২৬:৫৫; লূক ১৯:৪৭), তাঁরা এই ভয় পাচ্ছিলেন না যে, তাঁদেরকে আবার ধরে আটক করা হবে বা তাঁদেরকে হত্যা করা হবে, বরং তাঁরা নির্ভীকভাবে তাঁদের কাজ করে যাচ্ছিলেন।

(২) কোথায় তাঁরা প্রচার করতেন– জনগণের মাঝে প্রকাশ্যে এবং উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে উভয় স্থানে। সেই সাথে তাঁরা বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরেও প্রচার করতেন। যেখানে বিভিন্ন জনসমাবেশ হতো এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো, সেখানে তাঁরা গিয়ে প্রচারে অংশ নিতেন। তাঁরা এমনটা চিন্তা করতেন না যে, তাঁদের মধ্যে একজন কাজ করেছেন বলে আরেক জন তার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন, কারণ প্রতিটি যুগে যুগেই খ্রীষ্টের বাক্য প্রচার করতে হবে। যদিও মন্দিরে তাঁরা অনেক বেশি খোলা মেলা পরিবেশে এসে পড়তেন এবং তাঁদের শত্রুদের কাছে তাঁরা আরও বেশি প্রকাশিত হয়ে যেতেন, তথাপি তাদের সে কারণে কোন ভয় ছিল না বা তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরে আসেন নি। তারা নানান সমস্যায় পড়লেও বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে যেতেন এবং সেই সমস্ত পরিবারের সদস্যদের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতেন, এমন কি তাঁরা প্রেক্ষাপট বিচার করে শিশু এবং দাসদের কাছেও প্রচার করতেন।

(৩) তাঁদের প্রচারের মূল বিষয়বস্তু কী ছিল: তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতেন তবে এখানেই শেষ নয়, যাদের কাছে তাঁরা প্রচার করতেন, তাদের কাছে তাঁরা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাতেন, যেন তাঁরা যীশু খ্রীষ্টকে তাদের রাজা এবং পরিত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে। তাঁদের প্রচারের এই বিষয়টিই পুরোহিতদেরকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিঘ্ন সৃষ্টি করতো। কিন্তু খ্রীষ্ট বর যাত্রীদের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে সব সময়ই তাঁদের সাথে সাথে ছিলেন এবং তিনি সবসময় তাঁদেরকে তাঁদের সকল কাজে সফলতা দান করতেন; কিন্তু তারা কখনই তাঁদের উদ্দেশ্য থেকে মসরে আসতেন না। সুসমাচার প্রচারকদের সার্বক্ষণিক কাজ ছিল যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করা: যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর ক্রুশারোপণ; খ্রীষ্ট এবং তাঁর মহিমান্বিতকরণ এবং গৌরব ও সম্মান; এ ছাড়া আর কিছুই প্রেরিতদের মুখে উচ্চারিত হতো না।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ৬

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:

ক. দৈনিক পরিচর্যা নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে যে বচসার সূত্রপাত ঘটে, পদ ১।

খ. সাত জন ব্যক্তির মনোনয়ন এবং নির্বাচন, যারা এই বিষয়টির দেখভাল করবেন এবং প্রেরিতদেরকে এর ভার থেকে মুক্ত করবেন, পদ ২-৬।

গ. আরও অনেক মানুষের যোগদানের ফলে মণ্ডলীর বৃদ্ধি লাভ, পদ ৭।

ঘ. স্তিফানের একটি বিশেষ বিবরণ, যিনি সেই সাত জনের একজন ছিলেন।

১. খ্রীষ্টের জন্য তাঁর প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড, পদ ৮।

২. খ্রীষ্টের শত্রুদের কাছ থেকে তিনি যে ধরনের শত্রুতার সম্মুখীন হলেন এবং তাদের সাথে তাঁর যে তর্ক বিতর্ক হল, পদ ৯.১০।

৩. মহাসভার সামনে তাঁর তলব এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের, পদ ১১-১৪।

৪. তাঁর এই প্রহসনমূলক বিচারে তাঁকে ঈশ্বরের স্বীকৃতি প্রদান, পদ ১৫।

প্রেরিত ৬:১-৭ পদ

মণ্ডলীকে তার শত্রুদের সাথে লড়াই করতে এবং সেই লড়াইয়ে জয়ী হতে দেখার পর এখন আমরা দেখবো, এর অভ্যন্তরে কীভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। সে অনুসারে এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. মণ্ডলীর কয়েক জন সদস্যের মধ্যকার অসন্তোষজনক মতভেদ, যার ফলাফল ছিল প্রকৃতপক্ষে তিক্ত, কিন্তু তা সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করায় শান্ত হয়ে গিয়েছিল (পদ ১): যখন শিষ্যদের সংখ্যা (এই নামেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে প্রথমে সম্বোধন করা হতো, যারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতেন) বেড়ে যেতে লাগল এবং তা যিরূশালেমেই বেড়ে কয়েক হাজারের বেশি গিয়ে দাঁড়াল, তখন তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মৃদু অসন্তোষ শুরু হল।

১. আমাদের হৃদয় নিশ্চয়ই এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, শিষ্যদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে,

যার ফলে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি দেখতে পেয়ে পুরোহিত এবং সদ্দূকীরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিল। তারা সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে যে ধরনের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, যেখানে তাদের সমর্থন পাওয়ার কথা ছিল এবং পুরোহিতদের অবশ্যই এতে সাহায্য করা উচিত ছিল; অথচ এই শিশু মণ্ডলী মিসরে যিহূদী জাতির মত করে ক্রমাগত শোষণ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। প্রচারকেরা সবসময় মার খেয়েছেন, তাঁদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, আর তথাপি লোকেরা এই শিক্ষা ও মতবাদ গ্রহণ করেছে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শিষ্যদের ও প্রেরিতদের আশ্চর্য কাজ সকল এবং বিচারের সামনেও তাদের আনন্দ ও উল্লাস দেখে তারা সকলে উৎসাহী হয়েছিল এই মতবাদ গ্রহণ করার এবং এই মণ্ডলীর সদস্যভুক্ত হওয়ার জন্য এবং সেই সাথে তাদের বর্তমান আত্মার চাইতেও উত্তম এবং আত্মা গ্রহণ করার জন্য।

২. তথাপি আমাদের হৃদয় কিছুটা আর্দ্র হয়, যখন আমরা দেখতে পাই যে, শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এর আগ পর্যন্ত তাঁরা সকলে একচিত্ত ছিলেন। অনেক সময় তাদের সম্মানের বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে এই কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, আর তাই তাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। এই পৃথিবীতে সাধারণত এটাই হয়, যেখানে মানুষ বেশি থাকে, সেখানে মানুষ ধীরে ধীরে কলুষিত হয়ে যায়। তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু তাদের আনন্দ বৃদ্ধি পায় নি (যিশাইয় ৯:৩)। যখন অব্রাহাম এবং লোট তাদের পরিবারের আকার বৃদ্ধি করতে চাইলেন, তখন তাদের মেষপালকদের মধ্যে একটি সংঘাত দেখা দিল; এমনটাই এখানে ঘটেছে: বচসার সৃষ্টি হল, সেটা প্রকাশ্যে ঘটে নি, কিন্তু তাদের হৃদয়ের গহীনে গোপনে তারা এই অসন্তোষ পুষে রেখেছিল।

(১) এই অভিযোগকারীরা ছিল গ্রীক বা হেলেনীয়, যারা যিহূদীদের বিপক্ষে অভিযোগ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রীকরা ছিল সেই সমস্ত যিহূদী যারা গ্রীসে এবং অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল, যারা সাধারণত গ্রীক ভাষায় কথা বলতো এবং পুরাতন নিয়মের গ্রীক সংস্করণ পাঠ করতো, আসল হিব্রু সংস্করণ নয়। এদের অনেকেই যিরূশালেমে ঈদ পালন করতে এসে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং মণ্ডলীর সদস্যভুক্ত হয়েছিল, আর এভাবেই তারা তারা এখানে থেকে গিয়েছিল। এরা অভিযোগ করেছিল ইব্রীয়দের বিপক্ষে, স্থানীয় যিহূদীদের বিরুদ্ধে, যারা পুরাতন নিয়মের আদি হিব্রু সংস্করণ পাঠ করতো। এই দুই সংস্করণ থেকেই কিছু কিছু করে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তারা এক সাথে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করায় তাদের ভেতরে যে ঈর্ষা বা দ্বন্দ্ব কাজ করছিল তা জেগে উঠেছে, কিন্তু আসলে তারা সেই পুরনো খামি ত্যাগ করতে পারে নি। তারা এ কথা বুঝে উঠতে পারে নি কিংবা মনে করতে পারে নি যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে কোন গ্রীক বা যিহূদী নেই, ইব্রীয় এবং হেলেনীয়দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বরং তারা খ্রীষ্টতে সবাই সমান এবং সকলেই এক, আর তাদের উচিত হবে খ্রীষ্টে পরস্পরের প্রীতি ভাজন হওয়া।

(২) এই গ্রীকদের অভিযোগ ছিল এই যে, দৈনিক পরিচর্যায় তাদের বিধবারা অবহেলিত

হচ্ছিল। এই দৈনিক পরিচর্যা ছিল প্রতিদিনকার খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি এবং এতে যিহূদী বিধবারা তুলনামূলক বেশি পরিমাণে পেত। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রথম বিবাদ ছিল অর্থ সংক্রান্ত, কিন্তু ধিক তাদেরকে, যারা এই জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিবাদ করে, যাদেরকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, অপর জগতে তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে দান সঞ্চিত আছে। প্রচুর পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হয়েছিল দরিদ্রদেরকে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য, কিন্তু সাধারণত এ সমস্ত ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটে থাকে, প্রত্যেককে সমানভাবে দান করে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় নি। প্রেরিতগণ, যাদের পায়ের কাছে এই অর্থ দান করা হতো, তারা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যেন যথাযোগ্য জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে দাতাদেরকে তারা সন্তুষ্ট করতে পারেন। তারা কখনোই পক্ষপাতিত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে চিন্তাও করেন নি এবং তারা কখানো গ্রীকদের থেকে যিহূদীদেরকে বেশি সম্মান দেন নি। তথাপি তারা এখানে অভিযোগ করছে এবং খুবই গুরুতরভাবে তারা এই অভিযোগ করেছে যে, দৈনিক পরিচর্যায় তাদের বিধবারা উপেক্ষিত হচ্ছিল। যদিও তারাই পরিচর্যা ও দানের যথাযোগ্য প্রার্থী ছিল, তথাপি তাদেরকে যিহূদীদের মত যথেষ্ট পরিমণে দান করা হতো না এবং সঠিকভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া হক না, এটাই ছিল তাদের অভিযোগ। এখন লক্ষ্য করুন:

[১] সম্ভবত এই অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন এবং অন্যায্য এবং এর আসলে কোন কারণ ছিল না; কিন্তু যারা যে কোন কারণে অসুবিধার মধ্যে ছিল (যেমনটা হয়েছিল গ্রীক যিহূদীদের ক্ষেত্রে, যখন তারা নিজেদেরকে স্থানীয় যিহূদীদের সাথে তুলনা করতো) তারা সামান্যতম কারণে ঈর্ষা করতো, যেখানে আসলে ঈর্ষান্বিত হওয়ার মত কিছুই ঘটে নি। এটি দরিদ্রদের একটি সাধারণ ভ্রান্তি, আর তা হচ্ছে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট না থেকে আরও বেশি আশা করা। তারা এ নিয়ে সবসময় বিবাদ করে এবং চাপা অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং তারা সেই সমস্ত ভুল খুঁজে বের করে যা আসলে কোন ভুল নয়। আর দরিদ্রদের সবচেয়ে বড় যে ভুলটি হয়ে থাকে তা হচ্ছে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং কৃতজ্ঞ থাকার বদলে তারা কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে এবং বিবাদ করে এবং তারা এই অভিযোগ করতে থাকে যে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, কিংবা তাদের থেকে অন্যদেরকে বেশি দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় দরিদ্রদের পাশাপাশি ধনীদের মধ্যেও ঈর্ষা এবং শত্রুতার মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়, অথচ তাদের সবসময় যা তাদের নিজেদের আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং এর জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত।

[২] আমরা ধরে নেব যে, তাদের হয়তো বা এই অভিযোগের পেছনে কিছু কিছু সত্যতা ছিল।

প্রথমত, অনেকে এ কথা মনে করে থাকেন যে, অন্যান্য দরিদ্রদেরকে আরও বেশি সাহায্য প্রদান করা হচ্ছিল, কিন্তু তাদের বিধবাদেরকে কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল, কারণ এই সকল দান কার্যের পরিচর্যাকারীরা নিজেরা এক প্রাচীন যিহূদী প্রথা অনুসারে নিজেদেরকে পরিচালনা করতেন, আর তা হচ্ছে, একজন বিধবার দেখাশোনা করবে তার স্বামীর ঔরস-জাত সন্তান। দেখুন ১ তীমথিয় ৫:৪।

দ্বিতীয়ত, আমি এটা ধরে নিচ্ছি যে, এখানে বিধবাদেরকে অন্য সকল দরিদ্রদের সাথে গণনা করা হয়েছে, কারণ যাদের নাম মণ্ডলীর খাতায় লিখিত ছিল এবং যারা দান গ্রহণ করতো, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিধবা, যাদের স্বামী বেঁচে থাকতে তাদের স্বামীই তাদের ভরণ পোষণ দিত, কিন্তু এখন তাদেরকে দানের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়, যেহেতু তাদের স্বামী বেঁচে নেই। যারা উপরে বিচার কাজের ভার থাকে, তারা যেমন গরিব বিধবাদের প্রতি কিছুটা বাড়তি সহানুভূতি পোষণ করে থাকেন (যিশাইয় ১:১৭; লূক ১৮:৩), তেমনি করে যারা জনগণের সেবার্থে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাদেরকে অবশ্যই বিধবাদের প্রতি কিছুটা বেশি সহানুভূতি পোষণ করা উচিত। দেখুন, ১ তীমথিয় ৫:৩।

লক্ষ্য করুন, এখানে যে বিধবাদের কথা বলা হয়েছে এবং অন্যান্য দরিদ্রদের কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে দৈনিক ভিত্তিতে পরিচর্যা দান করা হতো, অর্থাৎ খাবার দেওয়া হতো; সম্ভবত তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও যেত না এবং কোন জীবিকা অর্জন করতে পারত না, সেই কারণে পরিচর্যাকারীরা তাদেরকে ভাণ্ডার থেকে খাদ্য দান করতেন এবং তাদের প্রতিদিনকার খাবার দিতেন; তাই বলা যায়, তারা দিন আনি দিন খাই জীবন যাপন করতেন। আর এতে আপাত দৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে যে, গ্রীকদেরকে তুলনামূলকভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। সম্ভবত যারা সেই ভাণ্ডারে টাকা পয়সা জমা দিত তারা মনে করতো যে, ধনী যিহূদীরা এই ভাণ্ডারে যে পরিমাণ অর্থ জমা করে, ধনী গ্রীকরা সেই পরিমাণ অর্থ জমা করে না, যাদের আসলে তেমন জমি জমা নেই, যা বিক্রি করে ধনী যিহূদীরা ভাণ্ডারে জমা রেখেছে, আর সেই কারণে দরিদ্র গ্রীকরা এই ভাণ্ডার থেকে কম পরিমাণে দান গ্রহণ করবে বলে তাদের ধারণা ছিল; যদিও এই চিন্তার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল না। লক্ষ্য করুন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুশৃঙ্ক্ষলাবদ্ধ মণ্ডলীতেও কোন না কোন সমস্যা থাকে, কোন না কোন প্রশাসনিক ত্রুটি দেখা যায় কিংবা অন্য কোন জটিলতা দেখা দেয়, সেখানে দেখা যায় কোন না কোন অসন্তোষ বা কোন না কোন অভিযোগ; তারাই সবচেয়ে ভাল যাদের সবচেয়ে সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে নগণ্য এবং মানের দিক থেকে নিম্নস্তরের।

খ. এই সমস্যার সহজ এবং সুন্দরতম সমাধান এবং এই অসন্তোষ মুছে ফেলার প্রচেষ্টা। প্রেরিতগণ প্রত্যক্ষভাবে এই বিষয়টির সমাধান করার জন্য মনযোগী হলেন। তাঁদের কাছে বিষয়টি পেশ করা হল এবং তাঁরা তা অনুধাবন করলেন। তাঁরা তাঁদের অধীনে কয়েক জন লোক নিয়োগ করে সমস্যাটির সমাধান করার জন্য উদ্যোগী হলেন, যারা এই বিষয়টি সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন, যারা কোন ধরনের পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে দোষী হবেন না। আর সেই কারণে কয়েক জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হল, যেন তারা এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিতদেরকে তাঁদের প্রকৃত দায়িত্ব পালনের জন্য আরও বেশি করে সময় দিতে পারেন এবং এতে করে প্রেরিতরা তাদের মূল কাজ সুসমাচার প্রচার আরও মন প্রাণ দিয়ে করতে পারবেন। এখন লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে এই বিষয়টি প্রেরিতগণ উপস্থাপন করলেন লোকদের সামনে: তখন সেই বারো

জন প্রেরিত সমস্ত শিষ্যদের কাছে ডাকলেন, যারা ছিলেন যিরূশালেমের সমস্ত খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলোর নেতা, নেতৃস্থানীয় প্রধান ব্যক্তিরা। বারো জন প্রেরিত এটা মনে করেছিলেন যে, তাদেরকে ছাড়া তাঁরা কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নেবেন না, কারণ অধিক সংখ্যক উপদেষ্টার মন্ত্রণা অবশ্যই সঠিক ও নিরাপদ হয়। তাছাড়া তাঁরা এখন এমন একটি বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, যেখানে তাঁদের অংশগ্রহণ করাটা আরও ভাল হবে, কারণ এই বিষয়টি দৈনন্দিন পার্থিব কার্যক্রমকে ঘিরে।

(১) প্রেরিতগণ এই আবেদন করলেন যে, তাঁরা একটি পরিবর্তন সাধন করতে যাচ্ছেন, যার ফলে তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে আরও বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে (পদ ২): আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করে ভোজনের পরিচর্যা করি, এটা উপযুক্ত নয়। ভোজনের পরিচর্যা করতে গেলে টেবিলে বসে টাকা পয়সার হিসাব করতে হয়, যার সাথে দৃশ্যগতভাবে মন্দিরে বসে টাকা পয়সা লেনদেনকারী ব্যবসায়ীদের তেমন কোন পার্থক্য নেই। প্রেরিতগণ যে দায়িত্ব পালন করতেন তার সাথে এই কাজের একেবারেই সংযোগ ছিল না। তাঁরা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যদিও এখন আমরা যেভাবে কোন বিষয়ে প্রচার করার আগে সে বিষয়ে গবেষণা করতে পারি তাঁদের সময়ে সে ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল না (কারণ যখন তাঁরা প্রচার করতেন ঠিক সেই সময়েই পবিত্র আত্মা তাঁদেরকে বলে দিতেন যে, তাঁদেরকে কী বলতে হবে), তথাপি তাঁরা খুব সুন্দরভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন এবং তাঁরা এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের সমস্ত চিন্তা, যত্ন এবং সময় নিয়োগ করতেন, যদিও তাঁদের একজন আমাদের দশ জনের চেয়েও বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন, যদি তারা ভোজনের পরিচর্যা করার জন্য যেতেন, তাহলে কোন না কোনভাবে তাঁদেরকে অবশ্যই প্রভুর বাক্যকে ত্যাগ করে যেতে হতো; তখন তাঁরা আর ততটা মনযোগ দিয়ে তাদের প্রচার কাজ পরিচালনা করতে পারতেন না। *Pectora nostra duas non admittentia curas*– আমাদের মন দুটি পৃথক বিষয়ে কখনো এক সাথে মনোনিবেশ করতে পারে না। যদিও এই ধরনের পরিচর্যা ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই করা হতো এবং ধনী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দান গ্রহণ করা ও দরিদ্র বিশ্বাসীদেরকে এর মাধ্যমে ভরণ পোষণ প্রদান করা হতো এবং এ দু'টোর মধ্য দিয়েই খ্রীষ্টের সেবা ও পরিচর্যা করা হতো, তথাপি প্রেরিতগণ এই কাজ করতে তাঁদের প্রকৃত কাজ, অর্থাৎ সুসমাচার প্রচার করার জন্য যথাযথ সময় পেতেন না। তাঁদেরকে আর কখনোই প্রচার করা বন্ধ করে চলে যেতে হবে না, যদি তাদের চরণে টাকা পয়সা জমা রাখার এই বিধানটি পরিবর্তন করে অন্য কাউকে এই পর্বে অধিষ্ঠিত করা যায়। যখন শিষ্যদের সংখ্যা কম ছিল, তখন প্রেরিতরা এই বিষয়টি সামলে নিতে পেরেছেন, কারণ তাঁদের মূল দায়িত্ব পালনে এই কাজটি তেমন বাধা সৃষ্টি করে নি; কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং আর নিজেরা তা করতে পারছেন না। এর কোন যুক্তি নেই, ***ouk areston estin***– এটি উপযুক্ত নয়, কিংবা মানানসই নয় যে, আমরা আমাদের আত্মার খাদ্য গ্রহণের কাজকে আমাদের দৈহিক খাদ্য গ্রহণের জন্য অবহেলা করব, কিংবা দরিদ্রদেরকে জাগতিক খাদ্য প্রদান করতে গিয়ে আত্মিক খাদ্য প্রদানের জন্য আমাদের দায়িত্ব অবহেলা করব। লক্ষ্য করুন, সুসমাচার প্রচার করা সবচেয়ে উত্তম কাজ এবং

একজন পরিচর্যাকারীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় কাজে যাতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন এবং এই কাজেই তিনি একমাত্র নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করতে পারেন (১ তীমথিয় ৪:১৫), যা তিনি এই জগতের কোন কাজে নিজেকে না জড়িয়েই করতে পারবেন (২ তীমথিয় ২:৪), না, প্রভুর গৃহের বাহ্যিক কার্যাবলীতে নয় (নহিমিয় ১১:১৬)।

(২) তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সাত জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে, যারা এই কাজের জন্য যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন, যাদের কাজ হবে ভোজনের টেবিলে পরিচর্যা করা, ***diakonein trapezais***– টেবিলের পরিচর্যাকারী হওয়া, পদ ২। এই কাজ অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, আগের চেয়ে অবশ্যই আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে এই কাজ করতে হবে এবং সেই কারণে প্রেরিতগণের আর এই কাজ করা উচিত হবে না; এই কাজে অন্য ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দান করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের চিন্তা দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে এবং সেই সাথে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই কাজের জন্য নতুন ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করতে হবে, কারণ যারা এই কাজে নতুন আসবে, তারা প্রেরিতদের মত এই কাজে এর আগে কখনোই নিজেদেরকে এতটা নিবেদিত করেন নি। তাদেরকে মণ্ডলীর ভাণ্ডারের দেখাশোনা করতে হবে, তাদেরকে সমস্ত টাকা পয়সার লেনেদেন এবং হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে– তাদেরকে অবশ্যই প্রতিদিনকার ভোজনের জন্য যে পরিমাণ খাবার দাবার প্রয়োজন তা ক্রয় করে নিয়ে আসতে হবে (যোহন ১৩:২৯) এবং সেই সমস্ত কাজে তাদের নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে, যা তাদের আত্মিক জীবন সমৃদ্ধ করার জন্য জরুরী– *ordine ad spiritualia*, যাতে করে সমস্ত কিছু সঠিকভাবে এবং শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এবং যাতে করে কোন মানুষই অবহেলিত না হয়। এখন:-

[১] এই ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। লোকেরা তাদেরকে নির্বাচিত করবে এবং প্রেরিতগণ তাদেরকে অভিষেক দান করবেন; কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তিকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করার জন্য লোকদেরও নির্বাচন করার অধিকার নেই, কিংবা প্রেরিতদেরও অভিষেক দেওয়ার অধিকার নেই: সাত জন ব্যক্তিকে মনোনীত কর, যাদেরকে এই কাজের জন্য উপযুক্ত বলে তোমরা মনে কর। তাদেরকে অবশ্যই হতে হবে:-

প্রথমত, সুখ্যাতি সম্পন্ন, যাদের কোন ধরনের দুর্নাম নেই, যাদেরকে তাদের প্রতিবেশী এবং চেনা পরিচিত সকলেই অত্যন্ত ভাল মানুষ বলে জানে, যাদেরকে সহজেই বিশ্বাস করা যায় এবং যাদের মনের ভেতরে কোন কুটিলতা নেই। অপরদিকে যাদেরকে সকলেই সুবক্তা বলে জানে এবং যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকলের কাছেই অনুকরণীয় ও প্রশংসনীয়; ***martyroumenous***– যে মানুষেরা তাদের ধর্মান্তরের জন্য উপযুক্ত যুক্তি উত্থাপন করতে পারবে। লক্ষ্য করুন, যারা মণ্ডলীতে কোন পর্বে অধিষ্ঠিত হন, তাদেরকে অবশ্যই সুচরিত্রের অধিকারী হতে হয়, তাদের কোন ধরনের অভিযোগ অভিযুক্ত হওয়া চলবে না। শুধু তাই নয়, তাদেরকে অবশ্যই সুখ্যাতি সম্পন্ন হতে হবে এবং সকলের কাছে জনপ্রিয় হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে হবে, তাদেরকে পবিত্র আত্মার সেই সমস্ত দয়া ও অনুগ্রহে পূর্ণ হতে হবে, যা এই বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয়। তাদেরকে শুধুমাত্র সৎ মানুষ হলেই চলবে না, বরং সেই সাথে তাদেরকে সাহসী এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্নও হতে হবে। তারা হবেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মত, যারা সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে শাসন ও বিচার কাজ পরিচালনা করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৮:২১), তারা হবেন সমর্থ, ঈশ্বরের প্রতি ভীতিযুক্ত; তারা হবেন সৎ এবং অন্যায় অপরাধের প্রতি বিদ্বেষী; আর এভাবেই তারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবেন।

তৃতীয়ত, তাদেরকে অবশ্যই জ্ঞানে পরিপূর্ণ হতে হবে। তাদেরকে শুধুমাত্র সৎ এবং ভাল মানুষ হলেই চলবে না, বরং তাদেরকে হতে হবে প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানবান, যেন তারা বিবেচনা সহকারে মানুষের উপরে শাসন পরিচালনা করতে পারেন। তাদেরকে পবিত্র আত্মায় এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ হতে হবে, এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের আত্মা হিসেবে পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, প্রজ্ঞার বাক্য প্রদান করে থাকেন পবিত্র আত্মা, যা জ্ঞানের বাক্য থেকে আলাদা, যা এই একই পবিত্র আত্মা প্রদান করে থাকেন, ১ করিন্থীয় ১২:৮। তাদেরকে অবশ্যই জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হতে হবে, যাদেরকে জনগণ অর্থ কড়ির দিক থেকে বিশ্বাস করবে, আর তাই তাদেরকে এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে হবে এবং নিজ নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দান করতে হবে।

[২] লোকেরাই এই ব্যক্তিদেরকে মনোনীত করবেঃ "তোমাদের মধ্য থেকে সাত জন ব্যক্তিকে নির্বাচন কর; তাদেরকে নির্বাচন করার সময় তোমরা এটা বিবেচনা কোরো যে, কাদেরকে তোমরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস কর বা কার উপরে সবচেয়ে বেশি ভরসা কর, যাতে করে এখানে স্বজনপ্রিয়তার চাইতে ন্যায্যতার পাল্লা ভারী হয় এবং তোমরা সকলে সন্তুষ্ট হতে পার।" তাদেরকে অবশ্যই এদের বিষয়ে ভাল করে জানতে হবে, কিংবা অন্তত পক্ষে তাদের ভেতরে এর সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। প্রেরিতগণ যে ধরনের চরিত্রের অধিকারী, তাদেরকেও সে ধরনের চরিত্রের ধারক হতে হবে।

[৩] প্রেরিতগণ তাদেরকে তাদের দায়িত্বে অভিষিক্ত করে নিযুক্ত করবেন, তাদেরকে নিজ দায়িত্ব প্রদান করবেন, যাতে করে তারা জানতে পারেন যে, তাদেরকে কী কী কাজ করতে হবে এবং তাদের অন্তর যেন সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। তারা তাদেরকে সেই কাজের জন্য অনুমতি এবং কর্তৃত্ব প্রদান করবেন, যাতে করে তারা জানতে পারেন যে, কাদের প্রতি তাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তারা যেন সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনঃ জনগণ, যাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমাদের মাঝে প্রচলিত অনেক ইংরেজী বাইবেলের সংস্করণে ভুলবশত উল্লেখ করা হয়েছে, 'যাকে তোমরা নির্বাচিত করবে', যেন এই ক্ষমতা লোকদের হাতে ছিল, কিন্তু আসলে এই ক্ষমতা ছিল প্রেরিতদের হাতেঃ যাদেরকে আমরা এই কাজে নিযুক্ত করেছি, যেন তারা তোমাদের প্রতি যত্ন নেয় এবং যথাযথ শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেতে পারে।

(৩) প্রেরিতগণ নিজেদেরকে পরিচর্যাকারী হিসেবে তাদের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্বে পূর্ণভাবে নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং তাঁরা চাচ্ছিলেন কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি না করে এই দায়িত্ব থেকে নিজেদেরকে অব্যাহতি দিয়ে সরিয়ে নিয়ে আসতে (পদ ৪): আমরা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে প্রার্থনায় এবং পবিত্র বাক্যের পরিচর্যায় নিযুক্ত করব। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] সুসমাচারের মূল দু'টি আদেশ কী– বাক্য এবং প্রার্থনা; এই দু'টি বিধান পালন করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে মানুষ সংযোগ রক্ষা করতে সমর্থ হয়; এই বাক্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের সাথে কথা বলেন এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তারা তাঁর সাথে কথা বলে; এবং এই দুটির মধ্যে একটি পারস্পরিক সংযোগ রয়েছে। এই দু'টি বিধানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের রাজ্য সামনে এগিয়ে যাবে এবং তা আরও বৃদ্ধি পাবে। আমাদেরকে অবশ্যই শুকনো হাড়ের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে এবং এরপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি সেই শুকনো হাড়ের ভেতরে জীবন বায়ু প্রবেশ করান। বাক্য এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে অন্যান্য বিধানকে পবিত্র ও গ্রহণ যোগ্য করে তোলা হয়েছে এবং সাক্রামেন্তকে তার পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে।

[২] সুসমাচার পরিচর্যাকারীদের সবচেয়ে মহান কাজ কোনটি– সবসময় নিজেদেরকে প্রার্থনায় নিয়োজিত রাখা এবং বাক্যের পরিচর্যা করা; তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে এই কাজের জন্য যোগ্য হিসেবে প্রমাণিত করতে হবে এবং যথাযোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হবে, তাদের নিজেদেরকে সেই কাজে নিযুক্ত করতে হবে হতে পারে প্রকাশ্যে কিংবা নিভৃতে; সেটা হতে পারে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা অহরহ যে কোন সময়ে। তাদেরকে অবশ্যই বাক্যের পরিচর্যা করতে গিয়ে লোকদের কাছে ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হতে হবে এবং ঈশ্বরের কাজে প্রার্থনা করার সময় তাঁর কাছে লোকদের মুখস্বরূপ হতে হবে। পাপীদের অনুতাপ এবং মন পরিবর্তনের সময় এবং সাধুগণের আত্মোন্নয়ন এবং সান্ত্বনা দানের সময় আমাদেরকে শুধুমাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা করলেই হবে না, বরং সেই সাথে আমাদেরকে তাদের কাছে বাক্য পৌঁছে দিতে হবে এবং তার দ্বারা পরিচর্যা দান করতে হবে। এর পরে অবশ্যই আমাদেরকে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে এবং সমস্ত মন ও প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা করতে হবে, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। কিংবা আমরা তাদের কাছে শুধুমাত্র বাক্যের পরিচর্যাকারী নই, বরং আমাদেরকে তাদের জন্য প্রার্থনাকারীও হতে হবে, যাতে করে তা পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়; কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের প্রচার কাজ ছাড়াও সব কিছুই করতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের প্রচার কাজে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। প্রেরিতদেরকে পবিত্র আত্মার অসাধারণ উপহার দান করার মধ্য দিয়ে প্রেরিতদেরকে অভিষিক্ত ও পরিপূর্ণ করা হয়েছিল, তা ছিল জিহ্বা এবং আশ্চর্য কাজের দান এবং তথাপি তারা নিজেদেরকে যে কাজের সব সময়ের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন তা ছিল প্রচার করা এবং প্রার্থনা করা, যার মাধ্যমে তারা মণ্ডলীকে আরও উন্নত করবেন। আর সেই সমস্ত পরিচর্যাকারী নিঃসন্দেহে প্রেরিতদের উত্তরসূরী ছিলেন (তাদের মাঝে প্রৈরিতিক কাজ সাধন করার জন্য প্রচুর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তা নয়,– কারণ তা দাবী করা হবে অন্যতম দুঃসাহসের কাজ, বরং তারা প্রৈরিতিক দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্বশীল ছিলেন),

যারা নিজেদেরকে সার্বক্ষণিক প্রার্থনায় নিয়োজিত করেছিলেন এবং বাক্যের পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন; এবং খ্রীষ্ট সবসময় এমন মানুষের সাথেই অবস্থান করবেন, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত।

২. কীভাবে এই প্রস্তাবনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছিল এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল শিষ্যদের দ্বারা। কোন সর্বময় ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের দ্বারা তাদের উপরে এই বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়া হয় নি, যদিও তারা খ্রীষ্টের প্রতি সাহস রেখে নির্ভর করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (ফিলীমন ৮ পদ), কিন্তু প্রথমে প্রেরিতগণের কাছ থেকে এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তাবনা রাখা হয়েছিল এবং এরপর তাদের কথা সমস্ত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল, পদ ৫। তারা এটি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিল যে, প্রেরিতগণ নিজেদেরকে জনগণের মধ্যস্থতাকারীস্বরূপ জাগতিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে চাইছেন এবং এই দায়িত্বে অন্যদেরকে নিযুক্ত করতে চাইছেন। তারা এই কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল যে, প্রেরিতগণ নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে বাক্য পরিচর্যা এবং প্রার্থনায় নিবদ্ধ করতে চান; আর সেই কারণে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আর কোন তর্ক করলো না কিংবা এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করার ক্ষেত্রেও কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি করলো না।

(১) তারা কয়েক জন ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য বাছাই করল। এটি সম্ভব নয় যে, তাদের সকলের চোখ একই ব্যক্তি দিকে পড়েছিল। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বন্ধু ছিল, যাদের কথা তারা সবচেয়ে বেশি করে চিন্তা করেছিল। তবে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ভোট পড়েছিল সেই সমস্ত ব্যক্তির নামে, যাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং অন্য আর সকল প্রার্থী এবং নির্বাচকদের কথা এখানে আর উল্লেখ করা হয় নি এবং তাদেরকে নিয়ে আর কোন জটিলতাও সৃষ্টি হয় নি, যা আমরা সমাজের অংশ হিসেবে প্রায়শই আমাদের মাঝে দেখে থাকি। একজন প্রেরিত হচ্ছেন একজন অসাধারণ মানুষ এবং দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যাকে তার পূর্ব নিয়তির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে এবং ঈশ্বর নিজে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সাধন করেছেন; কিন্তু দরিদ্রদের প্রতি নজর রাখার জন্য যাদেরকে নিয়োগ দান করা হয়েছে, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যাদেরকে নিয়োগ দান করা হয়েছে, তাদেরকে জনগণের মনোনয়ন অনুসারে নির্বাচিত করতে হবে, যেখানে অবশ্যই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে, যার হাতে সকল মানুষের হৃদয় এবং জিহ্বা রয়েছে। আমাদের কাছে নির্বাচিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা রয়েছে। অনেকে মনে করেন এরা ছিলেন সেই সত্তর জন শিষ্যের মত, কিন্তু আসলে তা নয়, কারণ খ্রীষ্ট নিজে সেই সত্তর জনকে অভিষেক দান করেছিলেন, যেন তারা সুসমাচার প্রচার করেন; আর সেই কারণে এখানে এটি মনে করার কোনই যুক্তি নেই যে, তারা প্রেরিতদের মত ঈশ্বরের সুসমাচারের প্রচার করা বাদ দিয়ে লোকদের খাবারের জন্য তদারকি করবেন। তাই এটি আরও বেশি সম্ভাবনাময় যে, এরা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাদের উপরে পবিত্র আত্মার বর্ষণ হওয়ার ফলে তারা মন পরিবর্তন করেছিলেন; এবং সেই দানের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণভাবে পূর্ণতা লাভ করে এই সেবা কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ে ধারণা করতে পারি এই সাত জনের কথা চিন্তা করে:

[১] এরা ছিলেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাত জন, যারা তাদের সমস্ত জায়গা জমি এবং সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে এসেছিলেন এবং সেই সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাধারণ ভাণ্ডারে জমা রেখেছিলেন; তারা তা করেছিলেন *cæteris paribus*– সমস্ত কিছুর সমতা বা সম বণ্টনের জন্য। তারাই এ ধরনের কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, যারা এমন মহৎ হৃদয়ের অধিকারী।

[২] এই সাত জনের সকলেই ছিলেন গ্রীক ধারার (Grecian) বা হেলেনীয় যিহূদী (Hellenist Jews), কারণ তাদের সকলের নাম ছিল গ্রীক এবং এতে করে স্পষ্ট হয় যে, গ্রীকদের মধ্যে তৈরি হওয়ার অসন্তুষ্টি বলতে কী বোঝানো হয়েছে (যার কারণে এই বিধান চালু করা হয়)। এর মাধ্যমে এটি বোঝানো হল যে, তারা বিদেশী হলেও তাদেরকে বিশ্বাস করা হয়েছে এবং যিহূদীদের মত করেই তাদেরকে বিবেচনা করা হবে, তাদেরকে আর কখনোই অবহেলা করা হবে না। এটি একবারেই স্পষ্ট যে, নিকোলাস তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন এন্টিয়কের একজন ধর্ম পরিবর্তনকারী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী; এবং অনেকে মনে করেন যে, এই প্রকাশ ভঙ্গির দ্বারা বোঝানো হয়েছে অন্য সকলেই যিরূশালেমে ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একমাত্র এন্টিয়কবাসী। প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে স্তিফানের নাম, এই সাত জনের মধ্যে বিশ্বাসে এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি; খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন; তিনি পূর্ণ ছিলেন পবিত্রতায়, তিনি পূর্ণ ছিলেন সাহসিকতায় (এমনটাই অনেকে মনে করেন), কারণ তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন, পবিত্র আত্মার দান এবং বৈশিষ্ট্যে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ এবং তিনি সমস্ত উত্তম আত্মস্থ করেছিলেন; তার নামের অর্থ হচ্ছে মুকুট। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে ফিলিপের নাম, কারণ যেহেতু তিনি এর আগে প্রাচীনের বা পরিচর্যাকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন, তাই এখন তাদের পদমর্যাদার দিক থেকে এগিয়ে রাখা হল এবং পরবর্তীতে তিনি একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে অভিষেক লাভ করেছিলেন, তিনি প্রেরিতগণের সঙ্গী এবং সহকারী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কারণ এই পরিচয়েই তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেছেন, প্রেরিত ২১:৮। এর সাথে তুলনা করুন ইফিষীয় ৪:১১। এবং তার প্রচার ও বাপ্তিস্ম (যা আমরা দেখতে পাই প্রেরিত ৮:১২ পদে) নিশ্চয়ই প্রাচীন বা পরিচর্যাকারী হিসেবে তিনি প্রদান করেন নি (কারণ এটি পরিষ্কার ছিল যে, সেই দায়িত্ব ছিল খাবার-দাবার সরবরাহ ও বণ্টন করা, যা বাক্যের পরিচর্যা কাজের সম্পূর্ণ বিপরীত), কিন্তু একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবেই তিনি পরবর্তীতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং যখন তাকে সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য বেছে নেওয়া হল, তখন আমাদের অবশ্যই এ কথা ভাববার অবকাশ রয়েছে যে, তিনি এই দায়িত্ব থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। স্তিফানের ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছুই খুঁজে পাই নি যার মধ্য দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, তিনি পরবর্তীতে সুসমাচারের প্রচারক হয়েছিলেন; শুধুমাত্র তিনি একবার কোন কোন কুরীণীয় ও আলেক্‌জান্দ্রিয়ার লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার কিছু কিছু মানুষের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং তাদেরকে পরাস্ত করেছিলেন, পদ ৯ এবং প্রেরিত ৭:২। শেষ নামটি হচ্ছে নিকোলাস, যিনি পরবর্তীতে একটি ভিন্ন মতের প্রবর্তন

করেন (যাকে এই সাত জনের ভেতরে যিহূদা বলে অভিহিত করা হয়) এবং তিনি ছিলেন নীকলায়তীয় মতবাদ ও দলের প্রবর্তক, যাদের কথা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই (প্রকাশিত বাক্য ২:৬, ১৫০ এবং খ্রীষ্ট যাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তাদের কাজকে ঘৃণা করেন। কিন্তু কিছু কিছু প্রাচীন সাধু ব্যক্তি তাকে তার অপরাধ থেকে মুক্ত বলে মত দিয়েছেন এবং আমাদেরকে এ কথা বলেছেন যে, যদিও সেই নিকলায়তীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপ অত্যন্ত মন্দ ছিল, তথাপি নিকলায় প্রকৃতপক্ষে সেই মন্দতার উৎস ছিলেন না। তিনি কেবলমাত্র এই ধারণার উপরে জোর দিয়েছিলেন যে, যাদের স্ত্রী গত হয়েছে তাদের এমন জীবন ধারণ করতে হবে যেন তাদের আসলে কখনোই স্ত্রী ছিল না। আর তার অনুসারীরা তাদের বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার জন্য এই মতের সম্পূরক ধারণা প্রচলন করে যে, যাদের ইতোমধ্যে স্ত্রী রয়েছে তাদের স্ত্রীদের সাথে নিজেদের স্ত্রীর মত আচরণ করতে হবে, যা টার্টুলিয়ান তার বক্তব্যে সার্বজনীন সম্পত্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেনঃ *Omnia indiscreta apud nos, præter uxores*– আমাদের সকলের সব কিছুই সবার জন্য, শুধু স্ত্রী ব্যতিত– Apol. cap, 39।

(২) প্রেরিতগণ নিজেদেরকে বর্তমান সময়ের জন্য খাবার সরবরাহ ও বণ্টন করার কাজে নিয়োজিত করলেন, পদ ৬। লোকেরা নিজেদেরকে প্রেরিতদের কাছে উপস্থাপন করলো, যারা তাদের নির্বাচনকে অনুমোদন দান করেছিলেন এবং তাদেরকে অভিষেক দান করেছিলেন।

[১] তাঁরা তাদের সাথে প্রার্থনা করলেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যাতে করে ঈশ্বর তাদের উপরে আরও বেশি করে পবিত্র আত্মা প্রদান করেন এবং প্রজ্ঞা দান করেন– যেন তিনি তাদেরকে সেই সেবা কাজের জন্য এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য করে তোলেন, যে কাজের জন্য তারা আহ্বান পেয়েছেন। তারা যেন এই কাজে নিজেদেরকে একাত্ম করে তুলতে পারেন এবং মণ্ডলীর প্রতি ও বিশেষ করে মণ্ডলীর সকল সাধারণ সদস্যের প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ হতে পারেন। যারা যারা মণ্ডলীর প্রতি দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন তাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর জন্য স্বর্গীয় অনুগ্রহ যাচঞা করতে হবে।

[২] তাঁরা তাদের উপরে হস্তার্পণ করলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাদের প্রভুর নামে আ-শীর্বাদ করলেন, কারণ হস্তার্পণের অর্থ হচ্ছে আশীর্বাদ করা, হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে কাউকে আশীর্বাদ করা হতো; এভাবেই যাকোব যোষেফের দুই সন্তানকে আশীর্বাদ করেছিলেন; এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে সবচেয়ে নিচু, তাকেই সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদ করা হয়ে থাকে (ইব্রীয় ৭:৭); প্রেরিতগণ পরিচর্যাকারীদেও জন্য আশীর্বাদ করেছিলেন এবং দরিদ্রদের প্রতি দেখাশোনাকারীদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন মণ্ডলীর পালকগণ। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের উপরে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল, তারা হস্ত অর্পণের মধ্য দিয়ে এটি নিশ্চিত করেছিলেন যে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নিশ্চিতভাবে তাদের উপরে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং লোকদেরকে এর সাক্ষী হিসেবে সেখানে উপস্থিত করানো হয়েছিল।

গ. এখানে আমরা দেখতে পাই মণ্ডলীর অগ্রগতি। এভাবেই যখন মণ্ডলীতে সুশৃঙ্খলা ফিরে আসলো (দুঃখকে মুছে দেওয়া হল এবং অসন্তোষকে সন্তুষ্টি দান করা হল) তখন ধর্ম তার ভিত্তি খুঁজে পেল, পদ ৭।

১. ঈশ্বরের বাক্য প্রসার লাভ করতে লাগল। এখন প্রেরিতগণ অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে আরও বেশি করে তাদের প্রচার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারছেন, সে কারণে সুসমাচার দ্রুত বিস্তার লাভ করতে শুরু করলো এবং তা তদেরকে আরও ক্ষমতা সম্পন্ন করতে শুরু করলো। সুসমাচারের পরিচারকেরা পার্থিব কর্মকাণ্ডে আর জড়িত রাখলেন না এবং তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাদের কাজে নিয়োজিত করলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তারা সুসমাচারের সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে লাগলেন। ঈশ্বরের বাক্যের প্রসার বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো যেহেতু বপনকৃত বীজের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, আর তাই এর ফলন বেড়ে ত্রিশ গুণ, ষাট গুণ এবং একশো গুণ হয়েছিল।

২. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল: যিরূশালেমে বিশ্বাসীদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পেতে লাগল। যখন খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তাঁর পরিচর্যা কাজ যিরূশালেমেই সবচেয়ে কম পরিমাণে সাফল্যের মুখ দেখেছিল; তথাপি এখন এই শহরেই সবচয়ে বেশি মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে। সবেচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানেও ঈশ্বরের লোকেরা অবস্থান করে থাকে।

৩. পুরোহিতদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েছিলেন। সে সময় ঈশ্বরের বাক্য এবং অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণে মহিমান্বিত হল, যখন তা পুরোহিতদেরকে বশীভূত করতে লাগল, যারা এর আগে এমন কি এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করেছে, কিংবা যারা সুসমাচারের বিরোধিতা করতো তাদের সাথে মিশে দল ভারী করেছে। যে ঈমামেরা মোশির ব্যবস্থার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতো, তারা এখন যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের অনুসারী হওয়ার জন্য আগ্রহী; এবং আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, তারা সকলে এক মণ্ডলীতে সহভাগিতায় মিলিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসে একত্রিত হয়েছিলেন, কারণ তারা একে অন্যকে সাহস দান করেছিলেন যেন তারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সাথে যুক্ত হতে পারেন এবং খ্রীষ্টের নামে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারেন। ***polis ochlos***– অনেক সংখ্যক পুরোহিত তাদের সাথে যোগদান করেছিলেন, কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদেরকে বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করতে দিয়েছিল এবং তারা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েছিলেন, তাই তাদের ধর্মান্তরের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) তারা সুসমাচারের শিক্ষা গহণ করেছিলেন; তাদের উপলব্ধিতে তারা খ্রীষ্টের সত্যিকার ক্ষমতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারা এর আগে প্রত্যেকেই খ্রীষ্টের শিক্ষা ও সুসমাচারের বিরোধিতা করতেন, কিন্তু এখন তারা আর সুসমাচারের প্রতি বিরোধিতা করছেন না, বরং তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতায় নিযুক্ত করেছেন, ২ করিন্থীয় ১০:৪, ৫। বিশ্বাসের বাধ্যতার জন্য সুসমাচারকে পরিচিতি করে তোলা হয়েছে, রোমীয় ১৬:২৬। বিশ্বাস হচ্ছে বাধ্যতার একটি কাজ, কারণ এটি ঈশ্বরের আদেশ যেন

আমরা বিশ্বাস করি, ১ যোহন ৩:২৩।

(২) তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি বাধ্য থাকার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, কারণ তারা সুসমাচারের সকল নিয়ম-কানুন এবং রীতি-নীতি সঠিকভাবে মেনে চলতেন। সুসমাচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের হৃদয়কে এবং আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা এবং পুনরুজ্জীবিত করে তোলা; বিশ্বাস আমাদের কাছে আইন উপস্থাপন করে এবং আমরা এর প্রতি বাধ্য হই।

প্রেরিত ৬:৮-১৫ পদ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্তিফান মণ্ডলীতে পরিচর্যাকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সৎ এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং তিনি নিজেকে আরও ভাল কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, যার কারণে তিনি নিজেও সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন; এবং যদিও এখানে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর মধ্যে অসাধারণ কিছু দান দেখা গিয়েছিল এবং তিনি আরও উচ্চ পদের যোগ্য ছিলেন, তথাপি যেহেতু তাকে এই পর্বে আহ্বান করা হয়েছিল, তাই তিনি কখনোই মনে করেন নি যে, তার যোগ্যতার তুলনায় এই পদ অত্যন্ত নিচু মানের। এবং তিনি ক্ষুদ্র একটি দায়িত্বে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন; এবং যদিও আমরা দেখতে পাই না যে, তিনি সুসমাচার প্রচার এবং বাপ্তিস্ম দান করাকে তার মূল দায়িত্ব হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তথাপি আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষামূলক কথা বলার কারণে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে এবং তাঁকে প্রশংসিত করা হয়েছে।

ক. তিনি সুসমাচারের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন, খ্রীষ্টের নামে আশ্চর্য কাজ করার মধ্য দিয়ে, পদ ৮।

১. তিনি বিশ্বাসে এবং ক্ষমতায় পরিপূর্ণ ছিলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর মাঝে শক্তিশালী বিশ্বাস ছিল, যার মধ্য দিয়ে তিনি মহান মহান কাজ করতে পারতেন। যারা বিশ্বাসে পূর্ণ থাকেন তারা আত্মিক ক্ষমতায় পূর্ণ থাকেন, কারণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শক্তি আমাদেরকে দত্ত হয়ে থাকে। তাঁর বিশ্বাস তাঁকে এমনভাবে পূর্ণ করেছিল যে, সেখানে অবিশ্বাসের কোন স্থান ছিল না এবং স্বর্গীয় অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য তিনি পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন। সেই কারণে তিনি কথা বলেছিলেন ভাববাদীদের মত করে, যেমন বলা হয়েছে, তিনি প্রভুর আত্মার পরিপূর্ণ হয়ে শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, মীখা ৩:৮। বিশ্বাসের দ্বারা আমরা নিজেদের ভেতর থেকে আমিত্ব দূর করে দিই এবং সেখানে আমাদের ভেতরে খ্রীষ্ট দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং ঈশ্বরের শক্তি।

২. সেই আত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হয়ে তিনি মহা আশ্চর্য কাজ করেছিলেন এবং লোকদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি এই সমস্ত কাজ করেছিলেন প্রকাশ্যে এবং সকল মানুষের সামনে; কারণ খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ সবচেয়ে কঠিন ভ্রুকুটির সামনেও ভীত হয় না। এটা স্তিফানের কাছে অবাক হওয়ার মত কিছু ছিল না, যদিও তিনি তার দায়িত্বের দিক

থেকে প্রচারক ছিলেন না, তথাপি তিনি এই সকল আশ্চর্য ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, এগুলো ছিল পবিত্র আত্মার নির্দিষ্ট দান ও উপহার এবং তা বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, কারণ এটি ভাগে আশ্চর্য কাজ সাধন করা হচ্ছিল এবং অন্য আরেকটি ভাগে ভাববাদী হিসাবে কাজ করা হচ্ছিল, ১ করিন্থীয় ১২:১০, ১১। এবং এই আশ্চর্য শুধু যে যারা প্রচার করেন তারা করতে পারেন তাই নয়, বরং সেই সাথে যারা বিশ্বাস করে তারাও করতে পারেন, মার্ক ১৬:১৭।

খ. তিনি খ্রীষ্টান মতবাদের সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তাদের কাছে, যারা এর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি তাদের কাছে এর সত্যতা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন (পদ ৯, ১০); তিনি একজন বিতর্কিক হয়ে সেখানে ধর্মের বিষয়ে আগ্রহ তুলে ধরেছেন, তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়ে, হাটে মাঠে বাজারে গিয়ে শিক্ষাদান করেছেন, যেখানে লোকেরা চাষী বা বণিক হিসেবে জীবিকার তাগিদে ব্যস্ত ছিল।

১. এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তার বিপক্ষে কারা দাঁড়িয়েছিল, পদ ৯। তারা ছিল যিহূদী, কিন্তু হেলেনীয় যিহূদী, ছড়িয়ে পড়া যিহূদী, যারা আপাত দৃষ্টিতে স্থানীয় যিহূদীদের চাইতেও ধর্ম নিয়ে আরও বেশি আন্তরিক এবং চিন্তিত ছিল। তাদের পক্ষে তারা যে দেশে বাস করতো সেখানে এই ধর্ম পালন করা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব ছিল বা অত্যন্ত কঠিন ছিল, যেখানে তারা বাস করতো ঘর ছাড়া পাখির মত এবং তারা সেখান থেকে অনেক ব্যয় করে এবং অনেক পরিশ্রম সহ্য করে যিরূশালেম আসত শুধুমাত্র ধর্মীয় পর্ব পালন করার জন্য এবং এর মধ্য দিয়ে তার যিহূদী ধর্মের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়েছিল অন্য যে কোন গোষ্ঠীর চাইতে, যাদের পেশায় ধর্ম ছিল অত্যন্ত সস্তা এবং সহজ। তারা বাস করতো সিনাগগে বা সমাজ-ঘরে, যাকে বলা হতো মুক্ত কর সমাজ-ঘর; রোমীয়রা এদেরকে বলত মুক্ত করা, *Liberti* কিংবা *Libertini*, যারা সাধারণত ছিল বিদেশী এবং তারা পরবর্তীতে স্বদেশে ফিরে বাস করা শুরু করে, কিংবা তারা প্রথমত ছিল জন্মগতভাবে দাস, কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে দাসীর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই মুক্ত করা লোকেরা ছিল সেই সমস্ত যিহূদীদের মত স্বাধীন, যারা রোমীয়দের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছিল, যেমন ছিলেন পৌল (প্রেরিত ২২:২৭, ২৮); এবং এটি খুব সম্ভব যে, তিনি এই মুক্ত করা লোকদের সমাজ-ঘরের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য ছিলেন, যিনি স্তিফানের সাথে তর্ক করেছিলেন এবং অন্যদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতেন, কারণ আমরা দেখতে পাই যে, তিনি স্তিফানকে পাথর মারায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন। সেখানে আরও অনেকে ছিল যারা কুরিণীয় এবং আলেকসান্দরের সমাজ-ঘরের সদস্য ছিল, যে সমাজ-ঘরের কথা যিহূদীরা উল্লেখ করেছে; এবং অন্যান্যরা ছিল সেই সমস্ত সমাজ-ঘরের, যার অবস্থান ছিল সিলিসিয়া এবং এশিয়ায়; আর পৌল ছিলেন মূলত রোমের একজন স্বাধীন নাগরিক, তিনি মুক্ত করা লোকদের মধ্যে কেউ ছিলেন না, তিনি এসেছিলেন সিলিসিয়ার একটি শহর টরাস থেকে; তবে এটি সম্ভব হতে পারে যে তিনি এই দুই সমাজ-ঘরেরই সদস্য ছিলেন। যে সমস্ত যিহূদীরা অন্যান্য দেশে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছে, তারা মাঝে মাঝে যিরূশালেমে

আসত, তবে শুধুমাত্র বেড়ানোর জন্য নয়, বরং এখানে বাস করার জন্যই তারা আসত। প্রতিটি জাতির পৃথক সমাজ-ঘর ছিল, যেমন বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং এ্যাংলিক্যান চার্চ রয়েছে। সেই সমাজ-ঘরগুলো ছিল বিদ্যালয়ের মত, যেখানে সেই সমস্ত জাতির যিহূদীরা তাদের সন্তানদেরকে পাঠাতো শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এবং যিহূদী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য। এখন, সেই সমস্ত সমাজ-ঘরে যারা শিক্ষক এব্ং অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, তারা এই সুসমাচারের প্রসার ও বৃদ্ধি দেখে এবং দেশের শাসকেরা এর বৃদ্ধি দেখেও তাকে উপেক্ষা করছে দেখে তারা আরও বেশি ভয় পেতে লাগলেন যে, ভবিষ্যতে যিহূদী ধর্মের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, যার প্রতি তাদের সমস্ত আগ্রহ বিদ্যমান। আর তাই তারা তাদের এই চিন্তার বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয় নি, বরং তারা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিস্তার রোধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছে। এ বিষয়ে তারা অত্যন্ত সহজ এবং আইন সঙ্গত উপায় বেছে নিল এবং তারা নিজেদের ধর্ম দিয়েই এই বাধা পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সদাপ্রভু বলেন, তোমরা তোমাদের অভিযোগ উপস্থিত কর; যাকোবের রাজা বলেন, তোমরা নিজেদের দৃঢ় যুক্তি সকল কাছে আন, যিশাইয় ৪১:২১। কিন্তু কেন তারা স্তিফানের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়লো? কেন স্বয়ং প্রেরিতদের সাথে তারা এ বিষয়ে নিয়ে বিতর্ক করলো না?

(১) অনেকে মনে করেন এর কারণ হচ্ছে যে, তারা সেই প্রেরিতদেরকে অশিক্ষিত এবং মূর্খ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, তাই তাদের সাথে কথা বলতে যাওয়াটাকে তারা সম্মানের বিষয় হিসেবে মনে করেন নি; কিন্তু স্তিফান ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি এবং তারা তাঁর সাথে কথা বলতে যাওয়াটাকে সম্মানের বিষয় হিসেবে দেখেছিল।

(২) অন্যান্যরা মনে করেন যে, এর কারণ হচ্ছে, তারা প্রেরিতদেরকে ভয় পেত এবং তারা স্তিফানের সাথে কথা বলতে গিয়ে যতটা স্বস্তির সাথে বা সহজভাবে কথা বলতে পেরেছে, প্রেরিতদের সাথে কথা বলতে গেলে সেভাবে পারত না, সে কারণে তারা স্তিফানের মত একজন নিম্ন পদস্থ ব্যক্তির সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছে।

(৩) সম্ভবত প্রেরিতদেরকে প্রকাশ্যে বিতর্কে আহ্বান করায় তাঁরাই স্তিফানকে তাঁদের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করার জন্য নির্বাচন এবং নিযুক্ত করেছিলেন; কারণ বিতর্ক করতে গিয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা এবং এর পরিচর্যা থেকে দূরে সরে যাওয়া তাদের জন্য মোটেও উপযুক্ত হবে না। স্তিফান ছিলেন শুধুমাত্র মণ্ডলীর একজন পরিচর্যাকারী এবং একজন বুদ্ধিমান যুবক, তাঁর মেধা ছিল অসাধারণ এবং তিনি বিতর্ক করার জন্য যে কোন প্রেরিতের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন, তাই প্রেরিতগণ নিজেরাই তাঁকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে, স্তিফান গমলীয়েলের পায়ের কাছে বসে শিক্ষা নিয়ে বড় হয়েছিলেন এবং শৌল ও অন্যান্য তার্কিকেরা স্তিফানকে দলত্যাগী হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে আরও বেশি রোষানলে ফেলেছিলেন এবং তাঁর উপরে তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল।

(৪) এটিও সম্ভব যে, তারা স্তিফানের সাথে তর্ক করেছিলেন যেহেতু তিনি তাদের সাথে এ বিষয় নিয়ে তর্ক করতে উৎসাহী ছিলেন এবং এই সময় ঈশ্বর তাঁকে এই কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

২. এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কিভাবে তিনি যুক্তি তর্ক দিয়ে তার কথার ভিত্তি দাঁড় করালেন (পদ ১০): তিনি যে জ্ঞান এবং যে আত্মা দ্বারা কথা বলছিলেন তাঁকে তারা দমিয়ে রাখতে পারে নি। তারা এমন কি তাঁর কথার বিপরীতে জবাব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তিও উত্থাপন করতে পারে নি। তিনি এক অপ্রতিরোধ্য যুক্তি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট এবং তিনি নিজেকে এতটা স্পষ্টভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন যে, তাঁকে প্রকৃত অর্থে বিরোধিতা করার মত শক্তি ও সাহস কারোরই হচ্ছিল না। এখানে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভ করলো, কেননা আমি তোমাদেরকে এমন মুখ ও বিজ্ঞতা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউ প্রতিরোধ করতে বা উত্তর দিতে পারবে না, লূক ২১:১৫। তারা ভেবেছিল যে, তারা কেবলমাত্র স্তিফানের সাথে বিতর্ক করছে এবং তারা যথাসাধ্য তাঁর সাথে বিতর্ক করার চেষ্টা করতে লাগল, যার সাথে তুলনা করলে তারা আসলে মোটেও সমকক্ষ নয়।

গ. অবশেষে তিনি তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা এই বিতর্কের মীমাংসা ঘটালেন; এমনটাই আমরা ঘটতে দেখি পরবর্তী অধ্যায়ে; এখানে আমরা দেখি তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতাকারীরা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে। যখন তারা যুক্তি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জবাব দিতে পারছিল না এবং তর্ক চালাতে পারছিল না, তখন তারা তাঁকে একজন দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়ার চিন্তা করলো এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় করলো, যাতে করে তাঁর বিপক্ষে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি আনা যায়। "এভাবেই (মি. ব্যাক্সটার বলছেন), আমরা বিদ্বেষপরায়ণদের বিপক্ষে লড়ি। এটি অবশ্যই ঈশ্বরের কৃত আশ্চর্য কাজের সমকক্ষ যে, বিচার এবং শাস্তি দানের মধ্য দিয়ে ধার্মিক ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরিমাণ উল্লেখ করার মত নয়, যেখানে হাজার হাজার মানুষ তাদের মিথ্যে ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে প্রতিনিয়ত ঘৃণা করে থাকে।" তারা লোকদেরকে ভুলালো, এর অর্থ হচ্ছে, তারা লোকদেরকে শিখিয়ে দিল যে, কী বলতে হবে, তারা লোকদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসল এবং এরপর তারা তাদেরকে শিখিয়ে দিল যে, কী বলতে হবে। তারা স্তিফানের উপরে ভীষণ খেপে ছিল, কারণ তিনি তাদের ভেতরে যে ভ্রান্ত আছে তা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ এর জন্য তারা তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে এবং নিজেদের পথ সংশোধন না করে উল্টো তার উপরে রেগে গিয়েছিল। তিনি তাদেরকে সত্যি বলেছিলেন এবং তাদের সামনে তা প্রমাণ করেছিলেন বলেই কি তিনি তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন? এখন আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি:

১. সম্ভাব্য সব ধরনের ছল চাতুরি এবং কষ্ট স্বীকার করে তারা শাসক গোষ্ঠী এবং জনতাকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে সক্ষম হল, কারণ যদি এদের মধ্যে এক পক্ষ তার বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, তাহলে যেন অন্ততপক্ষে অন্য পক্ষ ঠিকই তাঁর বিপক্ষে অবস্থান নেয় (পদ ১২): তারা লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলল, এর অর্থ হচ্ছে, যেন সেনহেড্রিন তাঁকে

আর কোন সুযোগ দিতে না পারে, যেমনটা এর আগে করেছিলেন গমলীয়েল। তাই তারা দ্রুত জনতাকে খেপিয়ে তুলল, যেন উন্মত্ত জনতাই তাঁকে হত্যা করে। তাই তারা চির পরিচিত বিক্ষুব্ধ জনতাকে আবারও বিভিন্ন কথা বলে বলে খেপিয়ে তুলতে লাগল। সেই সাথে তারা প্রাচীনবর্গ এবং ধর্ম-শিক্ষকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার জন্য একটি পথ খুঁজে পেল, কারণ যদি জনতা উল্টো স্তিফানকে রক্ষা করতে চায় কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে নাও চায়, তথাপি মহাসভা যেন স্তিফানকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে এবং তাঁকে হত্যা করতে আদেশ দেয়। এভাবেই তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে কোন ধরনের ফাঁক রাখল না।

২. কিভাবে তারা তাঁকে বিচারালয়ে নিয়ে আসল: তারা তাঁর কাছে আসল, যখন তিনি এর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না এবং তারা তাঁকে ধরে নিয়ে মহাসভার সামনে নিয়ে আসল। তারা একত্রিত হয়ে এসেছিল এবং তারা এমনভাবে সেখানে তাঁর কাছে এসেছিল যেন কোন সিংহ তার শিকারের সন্ধানে হানা দিচ্ছে; এভাবেই তাদের প্রতিচ্ছবি এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তারা তার প্রতি নির্দয় এবং অমানবিক আচরণ করতে লাগল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা জনগণের কাছে এবং একই সাথে সরকারের কাছে তাঁকে একজন বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করল। তারা এমন ভাব করতে লাগল যেন সুযোগ পেলেই তিনি পালিয়ে যেতে পারেন, তাই তাঁকে এতটা সাবধানতার সাথে বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিংবা যদি তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া না হয় বা তাঁর প্রতি বল প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি জোরাজুড়ি করে বা মারামারি করে নিজেকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে ফেলতে পারেন। তারা তাঁকে ধরে বিজয় উল্লাস করতে করতে মহাসভার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলো এবং আপাত দৃষ্টিতে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁর সাথে তাঁর কোন বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল না। তারা এটি বুঝতে পারল যে, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদেরকে শক্তি ও সাহস দিয়ে এই একটি মাত্র মানুষকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে এবং এর জন্যই এত মহা আয়োজন।

৩. কিভাবে তারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রমাণ তৈরি করে প্রস্তুত হয়েছিল। তারা এ কথা ভাল করেই জানত যে, তারা যে অভিযোগ করবে তার সপক্ষে তাদের কোন ভিত্তি নেই, আর এই কারণে যখন তারা আমাদের পরিত্রাণকর্তাকে বিচারে দাঁড় করিয়েছিল তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধেও মিথ্যে সাক্ষীর খোঁজ করছিল। আর এখন তারা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে গেছে, যাদেরকে তারা মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছে তাদেরকে তারা আগে থেকেই শিখিয়ে রেখেছে যে, কি বলতে হবে, আর তা হচ্ছে, তারা তাঁকে মোশির বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা সূচক কথা বলতে শুনেছে (পদ ১১), তারা তাঁকে এই পবিত্র স্থান এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুনেছে (পদ ১৩); কারণ তারা শুনতে পেয়েছিল যে, যীশু খ্রীষ্ট তাদের এই স্থান এবং তাদের নিয়ম কানুনের প্রতি কি করবেন, পদ ১৪। এটি খুব সম্ভব যে, তিনি এই দিকটি বিবেচনা করে কোন কথা বলেছিলেন এবং তথাপি এই কথা ধরে তাঁকে দোষারোপ করবে তারা অবশ্যই মিথ্যে সাক্ষী, কারণ যদিও তাদের সাক্ষ্যে কিঞ্চিৎ হলেও সত্য রয়েছে, তথাপি তারা তাঁর কথাকে বিকৃত করে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল

করার জন্য তা ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানত কোন অভিযোগটি আনা হয়েছিল: তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি ছিল, তিনি ঈশ্বরনিন্দা করেছেন; আর এই অভিযোগটিকে আরও জোরালো করতে তারা বলেছিল, "সে কোন মতেই ঈশ্বরনিন্দা করা থেকে ক্ষান্ত হয় না; তার মুখে এ ধরনের কথা লেগেই থাকে, সে এবং তার সকল সঙ্গী এ ধরনের কথা বলে; সে যেখানেই যায়, সেখানেই সে এই সমস্ত কথা বলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সবার মাঝে ছড়িয়ে যায়।" আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, কতটা আক্রোশ নিয়ে তারা স্তিফানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। "তাকে এর জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তবুও সে এভাবে কথা বলা থামায় নি।" ঈশ্বরনিন্দা বা ধর্মদ্রোহিতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব এবং ক্ষমার অযোগ্য একটি পাপ হিসেবে দেখা হতো (যার অর্থ হচ্ছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করে এবং তাঁকে তুচ্ছ করে কথা বলা), আর সেই কারণে স্তিফানের বিচারকেরা নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন যে, এই ব্যক্তিকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে, কারণ সে ক্ষমার অযোগ্য। ঈশ্বরের নামের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই তারা তাঁকে শাস্তি প্রদান না করে পারবেন না। পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষ্যমরদের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছে, তেমনি করে এখানে এই নতুন নিয়মের আমরা দেখতে পাই– তাদের ভাইয়েরাই তাদেরকে ঘৃণা করছে এবং হত্যা করতে চাইছে। তারা তাদেরকে নিজেদের মধ্যে থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে এবং বলছে, ঈশ্বর গৌরবান্বিত হোন এবং তারা এই নৃশংসতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করার ভান করছে। তিনি মোশি এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল। কিন্তু স্তিফান কি মোশির বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করেছিলেন? যে কোন প্রকারেই তিনি সে ধরনের কাজ থেকে শতভাগ দূরে ছিলেন। খ্রীষ্ট নিজে এবং তাঁর সুসমাচারের প্রচার কারীরা কখনই মোশির বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা হয় এমন কোন ধরনের কথা বলেন নি। তাঁরা সব সময়ই তার লেখনীর কোন একটি অংশ অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে উদ্ধৃত করেছেন এবং যিহূদীদের কাছে উপস্থাপন করেছেন এবং এছাড়া তারা আর কোন কিছুই বলেন নি বা বিকৃত করেও কোন কিছু বলেন নি। তাই স্তিফানের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আনা অত্যন্ত অন্যায্য ছিল।

(২) আসুন আমরা দেখি, কিভাবে এই অভিযোগটিকে সত্য বলে প্রমাণের চেষ্টা করা হল: যখন এই সমস্ত মিথ্যে কথা সত্যি বলে প্রমাণ করা হল, তখন সকলে মিলে তাঁকে এই পবিত্র স্থান এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করার দায়ে অভিযুক্ত করল; এবং বিষয়টিকেও তারা মোশি ও ঈশ্বরের বিপক্ষে ঈশ্বরনিন্দা হিসেবে ধরে নিল। এভাবেই তারা তাদের মিথ্যে সাক্ষ্যের দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল।

[১] তাঁকে পবিত্র স্থানের বিপক্ষে ঈশ্বরনিন্দা করার দায়ে অভিযুক্ত করা হল। অনেকে মনে করেন এই পবিত্র স্থান বলতে যিরূশালেম শহরকে বোঝানো হয়েছে, যা পবিত্র শহর এবং এই শহরের প্রতি তাদের অনেক ভালবাসা ছিল। কিন্তু অন্যান্যরা মনে করেন এখানে মন্দিরের কথা বোঝানো হয়েছে, যা পবিত্র গৃহ, যার প্রতি তাদের প্রচণ্ড শ্রদ্ধাবোধ ছিল, কিন্তু তারা নিজেরাই তাদের অপবিত্র কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সেই পবিত্র গৃহকে অপবিত্র ও

কলুষিত করেছিল।

[২] তাকে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যে ব্যবস্থা বা আইন-কানুন ছিল তাদের অহংকারস্বরূপ এবং এর উপরে তাদের প্রচণ্ড আস্থা ছিল, যদিও তারা নিজেরাই ঈশ্বরকে অসম্মান করার মধ্য দিয়ে এই আইন ভঙ্গ করেছিল, রোমীয় ২:২৩। কিন্তু কিভাবে তারা এই অভিযোগ প্রমাণ করবে? এখানেও তারা মিথ্যে সাক্ষ্য তুলে ধরল এবং তারা বলল যে, তারা স্তিফানকে এই সমস্ত ঈশ্বরনিন্দা বলতে শুনেছে যে, সেই বহুল আলোচিত নাসরতীয় যীশু এই স্থান ধ্বংস করে ফেলবে এবং মোশি তাদের কাছে যেসব নিয়ম-প্রণালী সমর্পণ করেছেন, সেসব পরিবর্তন করবে। কিন্তু কোনভাবেই স্তিফানকে মন্দিরের বিরুদ্ধে বা ব্যবস্থার আইন-কানুনের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করার দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। পুরোহিরা নিজেরাই মন্দিরকে অপবিত্র করেছিল, কারণ তারা এটিকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হিসেবে রূপান্তরিত করেছিল, তারা একে দস্যুগণের গহ্বরে রূপান্তরিত করেছিল; তথাপি তারা এর সম্মান রক্ষার জন্য কত না অভিনয় করে যাচ্ছিল! তারা কখনও মুখে এর বিপক্ষে কোন কথা বলে নি ঠিকই, কিন্তু তারা একে প্রার্থনার গৃহ হিসেবে ব্যবহার না করে এর অপব্যবহার করেছিল, তারা এর মূল উদ্দেশ্য লঙ্ঘন করেছিল। তারা অন্য যে কারও চেয়ে বেশি পরিমাণে আইন লঙ্ঘন করেছিল।

প্রথমত, স্তিফান বলেছিলেন, নাসরতীয় যীশু এই স্থান ধ্বংস করে দেবেন, এই মন্দির ভেঙ্গে ফেলবেন, এই যিরূশালেম শহর বিনাশ করবেন। এটি খুবই সম্ভব যে, তিনি এমনটা বলতেই পারেন; আর সেক্ষেত্রে এখানে ঈশ্বরনিন্দা করার কি আছে, যদি বলা হয়ে থাকে যে, শীলোহের চেয়ে এই পার্থিব প্রার্থনার স্থানের স্থায়িত্ব কখনোই বেশি হবে না, কিংবা পবিত্র এবং ন্যায়বান ঈশ্বর তাঁর উপাসনালয়কে আর এই সমস্ত লোকদের হাতে অপব্যবহৃত হতে দেবেন না? ভাববাদীরা কি এই যিহূদীদের পূর্বপুরুষদের কাছে কলদীয়দের দ্বারা এই পবিত্র স্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি? শুধু তাই নয়, যখন এই মন্দির সর্বপ্রথম নির্মিত হয়, সে সময়ই ঈশ্বর নিজে এই কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন: এই গৃহ উচ্চ হলেও যে কেউ এর কাছ দিয়ে গমন করবে, সে চমকে উঠবে ও জিজ্ঞাসা করবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি সদাপ্রভু এমন কেন করেছেন? ২ বংশাবলি ৭:২১। আর তিনি যদি ঈশ্বরনিন্দাকারী হয়েই থাকেন এবং তাঁরা তাঁর প্রতি বিরোধিতা করতে থাকে, তাহলে কে তাঁদেরকে বলল যে, নাসরতীয় যীশু তাদের এই স্থান এবং তাদের জাতির উপরে এক ন্যায্য বিচার নিয়ে আসবেন, যেন তারা নিজেদের বিষয়ে ভাবতে পারে? তারা অন্যায্যভাবে তাদের ধর্মীয় পেশার অপব্যবহার এবং অবমাননা করেছে, যারা ধর্মের পোশাক গায়ে জড়িয়ে তাদের পার্থিব ভোগ সুখে মেতে থাকে এবং যে কেউ তাদের পার্থিব স্বার্থে আঘাত হানে তাকেই তারা ঈশ্বরনিন্দাকারী বলে দোষী সাব্যস্ত করে।

দ্বিতীয়ত, স্তিফান বলেছিলেন, এই যীশু সেই সমস্ত নিয়ম কানুন পরিবর্তন করে ফেলবেন, যা মোশি আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আর এটি আশা করা হয়েছিল যে, খ্রীষ্টের দিনে সেই সমস্ত আইন পরিবর্তন করা হবে এবং যখন এর অন্যান্য বিষয়সমূহ আমাদের সামনে চলে

আসবে ও প্রকাশিত হবে, তখন সমস্ত ছায়ার মেঘ কেটে যাবে এবং সব কিছুই আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে; তথাপি এগুলো আইন কানুনের কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ছিল না, বরং এর দ্বারা পূর্ববর্তী আইন কেই আরও বেশি পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। খ্রীষ্ট এসেছিলেন ধ্বংস করতে নয়, বরং পরিপূর্ণ করতে, আইনের পূর্ণতা সাধন করতে; এবং যদি তিনি মোশির কোন প্রথা বা বিশেষ রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করেই থাকেন, তা করা হবে আরও ভাল কোন প্রথা বা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে।

ঘ. এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কিভাবে ঈশ্বর স্তিফানকে স্বীকৃতি জানালেন, যখন তাকে মহাসভার সামনে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে এটি স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হল যে, ঈশ্বরের সে সময় তাঁর পাশেই ছিলেন (পদ ১৫): তখন যারা সভায় বসেছিল, সেই ইমামেরা, ধর্ম-শিক্ষকরা এবং প্রাচীনেরা, তারা সকলে তাঁর প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, তাঁর মুখ স্বর্গদূতের মুখের তুল্য। এতে করে তারা সকলে বিস্মিত হল, কারণ তারা এর আগে কখনো এমন মুখ কারও দেখে নি। বন্দীদের দিকে এভাবে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকানো অবশ্যই বিচারকদের জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক বিষয়, কারণ বিচারকদের দৃষ্টি দেখেই অনেক সময় নির্ধারণ করা যায় আসামীর নির্দোষিতা বা অপরাধ। এখন স্তিফানকে বিচারকদের সভার সামনে দেখাচ্ছিল স্বর্গদূতের মত।

১. সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি কতটা আনন্দের সাথে এবং উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তার মধ্যে কোন ধরনের শাস্তির বা বিচারকদের ক্রোধের প্রেক্ষিতে ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি এমনভাবে সকলের সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন যেন তিনি এভাবে সকলের সামনে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার তুলে ধরার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্টি এবং আনন্দবোধ করছেন এবং এটিই যেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত, কারণ তিনি নিজের মাথায় এবং সাক্ষ্যমরের মুকুট পরতে চলেছেন। তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল অসাধারণ শান্ত সমাহিত মনোভাব এবং এক অদ্যম সাহস, যার কারণে তাঁর মধ্যে ছিল না কোন বিচলিত ভাব বা কোন ধরনের উদ্বিগ্নতা, সে কারণে তাঁর চেহারায় এই আনন্দের উদ্ভাস লক্ষ্য করে সকলেই মনে করেছিলেন যেন তাঁকে স্বর্গদূতদের মত দেখাচ্ছে, যেন একজন স্বর্গদূত মানুষের রূপ ধরে এসে হাজির হয়েছেন।

২. হতে পারে এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি তাঁর নিজ পবিত্রতার গুণে অলৌকিকভাবে কোন ধরনের উজ্জ্বলতা এবং আলোকময় রূপ ধারণ করেছিলেন, যেমনটা ধারণ করেছিলেন আমাদের পরিত্রাণকর্তা তাঁর রূপান্তরের সময়, কিংবা অন্তত পক্ষে মোশি সীনয় পর্বত থেকে নেমে আসার পর তাঁর চেহারা দেখতে যেমন হয়েছিল তেমন। এর কারণ হয়তো বা ঈশ্বর তাঁর পবিত্র সাক্ষী এবং অনুসারীকে এই পার্থিব বিচারক এবং শাসকদের সামনে অত্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানের পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, যাঁর পাপ আসলে একেবারেই নেই এবং তিনি তাদের বিরোধিতার বিপক্ষে আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন, যার কারণে তাদের আর বলার কিছুই নেই এবং তারা একেবারেই মুখ বন্ধ করে ফেলেছে। স্তিফান নিজে তাঁর এই চেহারার উজ্জ্বলতার কথা বুঝতে পেরেছেন কি না তা আমাদের জানানো হয় নি; কিন্তু সেই সভায় যারা বসে ছিলেন, তারা সম্ভবত সকলেই তা

দেখতে পাচ্ছিলেন। তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্তিফানের এই পবিত্র ও আলোকোজ্জ্বল চেহারার রহস্য হচ্ছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ এবং মর্যাদার অনুমোদন, তথাপি তারা তাঁকে আসামীর আসন থেকে ডেকে আনে নি এবং তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে সম্মানের আসনে বসায় নি। জ্ঞান এবং পবিত্রতার কারণে একজন মানুষের চেহারা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল এবং তথাপি এতে করে মানুষ তার পার্থিব ক্ষয় ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তেমনি এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, স্তিফানের এই উজ্জ্বল চেহারা তাঁকে সুরক্ষা দান করতে পারে নি; যদিও এটি প্রমাণ করা খুবই সহজ যে, যদি স্তিফান সত্যিই মোশিকে অপমান করে বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতেন, তাহলে অবশ্যই ঈশ্বরের মোশিকে যে সম্মান দান করেছেন স্তিফানকেও সেই একই সম্মান দান করতেন না।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ৭

যখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর জন্য সেবা কাজে এবং কষ্ট ভোগ করতে নিয়োজিত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তথাপি যে সবার শেষে এসেছে সে প্রথম হবে এবং যে সবার প্রথমে এসেছে সে শেষে থাকবে, যা স্তিফানের ক্ষেত্রে এবং পৌলের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, যারা দুজনেই প্রেরিতদের সাথে তুলনা করলে অনেক পরে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং তথাপি তাদের মধ্য দিয়েই সেবা কাজ এবং কষ্ট ভোগের পালা শুরু হয়েছিল। ঈশ্বর সম্মান এবং অনুগ্রহ দান করার ক্ষেত্রে অনেক সময় হাত পরিবর্তন করেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে স্তিফান সাক্ষ্যমর হন, যিনি হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমর বা সাক্ষ্যমর, যিনি এই পবিত্র পথের সূচনা করেন। আর সেই কারণেই তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটিকে অন্য যে কারও মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে এবং ব্যাপকভাবে এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন তার মত আর যাদেরকে এভাবে রক্তের মূল্য দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে তারা যেন সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজে পান। এখানে আমরা দেখবোঃ

ক. মহাসভার সামনে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন, তাঁকে যে সমস্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল সে সবের বিপরীতে তিনি উত্তর দান করলেন, এর মাধ্যমে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, তিনি কোনভাবেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বা অন্য কারও বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করেন নি, কিংবা তিনি তাঁর কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহান নামের গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করারও চেষ্টা করেন নি, যেখানে তিনি বলেছিলেন এই মন্দির ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর সমস্ত প্রথা এবং আনুষ্ঠানিক আইন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১. তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পুরাতন নিয়মের সমস্ত ইতিহাস জুড়েই এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা তিনি বলেছেন এবং ঈশ্বর কখনোই কোন স্থানের প্রতি তার ভালবাসা বা অনুগ্রহ সঞ্চিত করে রাখেন না; এবং তাদের এমনটা চিন্তা করারও কোন প্রয়োজন নেই যে, তিনি এমনটি করবেন, কারণ যিহূদী জাতি সবসময় ছিল জেদী ও একগুঁয়ে জাতি এবং তারা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি দত্ত সুযোগের অপব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, এই পবিত্র স্থান এবং এই ব্যবস্থার আইন ছিল তাদের প্রতি মঙ্গল সাধনের একেকটি মাধ্যম মাত্র, পদ ১-৫০।

২. এরপর তিনি তাদের সামনে এই বিষয়টি তুলে ধরলেন, যারা তাঁকে নির্যাতন করছিল এবং তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল, তিনি তাদেরকে তাদের সমস্ত পাপ এবং অপরাধের কারণে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করেন, যে অপরাধ ও পাপের জন্য তারা

তাদের নিজেদের এবং এই স্থান ও এই জাতির উপরে ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছে, আর তাই তারা তা শুনতে পারছিল না, পদ ৫১-৫৩।

খ. স্তিফানকে পাথর মেরে হত্যা করা হয় এবং তিনি চরম ধৈর্যের সাথে এবং আনন্দ ও পবিত্রতা নিয়ে এই মৃত্যুকে গ্রহণ করেন, পদ ৫৪-৬০।

প্রেরিত ৭:১-১৬ পদ

স্তিফানকে এখন বিচারালয়ে জাতির মহাসভার সামনে দাঁড় করানো হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। আগের অধ্যায়ে আমরা কয়েক জন মিথ্যে সাক্ষীর মুখে এ কথা শুনতে পেয়েছি যে, তিনি না কি মোশি এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা বলেছেন এবং তিনি এই পবিত্র স্থান এবং আইনের বিপক্ষে কথা বলেছেন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. মহাপুরোহিত স্তিফানকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিলেন, পদ ১। তিনি ছিলেন এই আদালতের প্রধান এবং মুখস্বরূপ, আর সেই কারণে তিনিই তাঁকে বললেন, "তুমি, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আসামী, তোমার বিরুদ্ধে যা বলা হল তা তো তুমি শুনলে; তোমার কি কিছু বলার আছে? এই বিষয়ে তুমি কী বল? তুমি কি আসলেই কখনো এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলেছ? যদি তুমি বলে থাক, তাহলে এর শাস্তি তুমি পাবে, না কি তুমি এর বিরোধিতা করবে? তুমি কি দোষী না কি নির্দোষ?" এখানে আমরা মনে করতে পারি মহাপুরোহিত ন্যায্যতার পরিচয় দিচ্ছেন এবং তবুও আমরা দেখতে পাই যে, তার কথায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে; এবং এভাবেই তিনি এই বিষয়টিকে বিচার করেছেন; অর্থাৎ যদি সত্যিই স্তিফান এই কথাগুলো বলে থাকেন, তাহলে তাঁকে একজন ধর্মদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে, আর যদি তিনি তা অস্বীকার করেন তবুও তাঁকে সেই দোষে যে ভাবেই হোক দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করা হবে।

খ. তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন এবং তাঁর এই বক্তৃতা বেশ দীর্ঘ ছিল; কিন্তু তিনি যেহেতু হঠাৎ করেই তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে করে আমরা মনে করতে পারি যে, ঠিক যখনই তিনি তাঁর বক্তৃতার মূল অংশে এসেছিলেন (পদ ৫০), তখন তাঁর কথা তাঁর শত্রুরা থামিয়ে দিয়েছিল এবং তারা আর তাঁকে কোন কথা বলতে দেয় নি, এর কারণ হচ্ছে তারা আর এ ধরনের কোন কথা সহ্য করতে পারছিল না। সাধারণভাবে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে:-

১. এই কথোপকথনে আমরা তাঁকে দেখতে পাই পবিত্র শাস্ত্রের জ্ঞানে পরিপূর্ণ একজন বিশিষ্ট পবিত্র এবং শক্তিধর মানুষ হিসেবে এবং সেই সাথে তিনি প্রচুর ভাল কাজ এবং ভাল কথার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পবিত্র শাস্ত্রের ঘটনাবলী থেকে গল্প বলতে পারতেন, ধারা বর্ণনা করতে পারতেন এবং তিনি তাঁর উদ্দেশ্য অত্যন্ত নিঁপুণভাবে তা ব্যক্ত করতে পারতেন, সেজন্য তাঁকে বাইবেলের দিকে বা পবিত্র শাস্ত্রের দিকে তাকানোরও প্রয়োজন

পড়ত না। তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, তাই তাঁকে নতুন করে কোন কিছু শিখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিংবা তাঁর কাছে যিহূদী জাতির জন্য ঈশ্বরের বিশেষ পরিকল্পনা এবং কর্ম প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন ছিল না। তিনি এসব কিছু দিয়ে তাঁর বিরোধিতাকারীদেরকে বশে নিয়ে আসবেন এমন নয়, বরং তিনি পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অংশ তুলে ধরে তাদেরকে এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, তাদের কেমন হওয়া উচিত ছিল আর তারা কেমন হয়েছে। যারা পবিত্র আত্মায় পুরোপুরিভাবে পূর্ণ হয়, তারা পবিত্র শাস্ত্রে পূর্ণতা পায়, যেমন পেয়েছিলেন স্তিফান।

২. তিনি সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদ অনুসারে পবিত্র শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে এটি বোঝা যায় যে, তিনি হেলেনীয় যিহূদীদের একজন, যারা মন্দিরে এই সংস্করণটি ব্যবহার করতো। এই কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর কথায় কিছুটা পরিবর্তন সকলে লক্ষ্য করতে পারছিলেন নিশ্চয়ই, তবে কেউই তা ধরিয়ে দেন নি, কারণ তারা সকলেই স্তিফানের কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলেন। এভাবেই তিনি মহাসভার সামনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁর বক্তব্যের সূচনা: হে ভাইয়েরা ও পিতারা, শুনুন। তিনি তাদের সকলকে সম্মানসূচক এবং ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে ভূষিত করেছিলেন, যদিও সেখানে বাড়াবাড়ি বা তোষামোদী বিন্দুমাত্র ছিল না, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি তাদের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার এবং সুবিচার আশা করছিলেন। তাদের কাছ থেকে তিনি মানবতাবোধের পরিচয় আশা করছিলেন এবং তিনি চাইছিলেন যে, ভাই এবং পিতা বলে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে তাদের সাথে আরও বেশি করে আন্তরিক হওয়া যাবে। তারা সকলে তাঁর দিকে যিহূদী মণ্ডলীর কাঁটা হিসেবে দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তারা সকলে তাঁকে মণ্ডলীর একজন শত্রু হিসেবে দেখছিল। কিন্তু তাদের এই ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য তিনি নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করলেন নিচু করে এবং তাদেরকে সম্বোধন করলেন ভাই এবং পিতা বলে, কারণ তিনি নিজেকে তাদেরই অংশ হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন, যদিও তারা তাঁর দিকে সেভাবে তাকায় নি। তিনি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন: শুনুন। যদিও তারা যা জানে তাই তিনি এখন আবারও তাদেরকে বলতে যাচ্ছেন, তথাপি তিনি তাদেরকে তা শোনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, কারণ যদিও তারা সকলেই তা জানে, তথাপি তারা মন দিয়ে তা শোনে নি এবং তাদের অন্তরে তা গ্রহণ করে নি, সেই সাথে এর আগের চাইতে আরও ভালভাবে এখন তাদের কাছে এই কথাগুলো বলা হবে।

(২) তাঁর মূল বক্তব্যে প্রবেশ, যা (তাদের কাছে বিশেষ করে মনে হবে, যারা অসতর্কভাবে এই অংশটি পাঠ করবে) মনে হবে যেন শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার জন্য বলা হয়েছে এবং তাদেরকে কোন একটি পুরানো গল্প বলার মধ্য দিয়ে শুধু শুধুই সময় নষ্ট করা হচ্ছে। না, এর অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে এবং তা *ad rem*– পরিকল্পনা অনুসারেই বলা হচ্ছে, যাতে করে তাদেরকে এটি দেখানো যায় যে, এই পবিত্র স্থান এবং এই আইন কানুনের উপরে কখনোই ঈশ্বরের হৃদয় নিবদ্ধ ছিল না; কিন্তু এই পৃথিবীতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই তাঁর একটি মণ্ডলী ছিল, আর তার অবস্থান ছিল এই পবিত্র স্থানের ভিত্তি স্থাপন

এবং আনুষ্ঠানিক আইন প্রদানের অনেক আগে থেকেই, তাই নিশ্চয়ই তিনি চিরকাল এর স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে রাখেন নি এবং এক সময় ঠিকই তার সময়কাল পূর্ণ হবে।

[১] তিনি এই মণ্ডলী শুরু করেছিলেন অব্রাহামকে কলদীয় ঊর শহর থেকে বের করে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে, যার মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞার বিশ্বস্ত রক্ষাকারী হিসেবে গণিত হয়েছিলেন এবং পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর জনক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। আমরা এর বর্ণনা এর আগে দেখেছি (আদিপুস্তক ১২:১ এবং অন্যান্য পদে) এবং এর কথা আবারও উল্লেখ করা হয়েছে নহিমিয় ৯:৭, ৮ পদে। তাঁর নিজের দেশের লোকেরা ছিল মূর্তিপূজক, সেটি ছিল মেসোপটেমিয়া (পদ ২), কলদীয়দের দেশ (পদ ৪); এই কারণে ঈশ্বর তাঁকে দুটি বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তবে খুব কম সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন হয় নি, তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে তা করেছেন; প্রথমে তিনি অব্রাহামকে কলদীয়দের দেশ থেকে চারণ দেশে, কিংবা হারণ দেশে নিয়ে এসেছিলেন, যা তাঁর নিজ দেশ এবং কেনান দেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল (আদিপুস্তক ১১:৩১) এবং এর পাঁচ বছর পর, যখন তাঁর পিতা মারা গেলেন, তখন ঈশ্বর তাকে কেনান দেশে নিয়ে গেলেন, যেখানে তিনি সে সময় থেকে বাস করবেন। আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে, প্রথমবার যখন ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কথা বলেছিলেন, সে সময় তিনি তাঁর সামনে কোন স্বর্গীয় পবিত্র রূপ ধারণ করে এসে হাজির হয়েছিলেন, যেমনটা ঈশ্বরের প্রকৃত মহিমা (পদ ২), যাতে করে তিনি তাঁর সাথে ভালভাবে কথা বলতে পারেন। এবং এরপর তিনি সবসময় তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং তিনি মাঝে মাঝেই সামনা সামনি তাঁকে দর্শন দিয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশ করতেন।

প্রথমত, অব্রাহামের এই আহ্বান থেকে আমরা দেখতে পাই:

১. আমাদের সমস্ত চলার পথে এবং কাজকর্মে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কথা মাথায় রাখতে হবে এবং তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে নিজেদেরকে চালিত করতে হবে, যেমন মোশির সময়ে ইস্রায়েল জাতিকে চালিত করেছিল মেঘ এবং আগুনের স্তম্ভ। এখানে বলা হয় নি যে, অব্রাহাম নিজে চলে আসলেন, বরং ঈশ্বর তাঁকে এই দেশে সরিয়ে নিয়ে আসলেন, যেখানে এখন আপনারা বাস করছেন এবং তিনি কেবলমাত্র তার নেতাকে অনুসরণ করেছিলেন।

২. তারা তাদের তক্‌ছেদ করানো নিয়ে অনেক বেশি গর্বিত ছিল; আর সেই কারণে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, অব্রাহামকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনে নেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন, আর এসব কিছুই ঘটেছিল অব্রাহামের তক্‌ছেদ করানোর আগেই, কারণ তখনও তাঁর তক্‌ছেদ করানো হয় নি, পদ ৮। এই বিতর্কের দ্বারা পৌল প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, অব্রাহামকে বিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র করা হয়েছিল, কারণ তিনি তক্‌ছেদ করানো না হওয়ার পরেও পবিত্র হয়েছিলেন; আর এখানেও আমরা তেমনই দেখতে পাই।

৩. তাদের এই পবিত্র স্থানের প্রতি অত্যন্ত স্বার্থবোধ এবং ঈর্ষা ছিল, যার দ্বারা বোঝানো

হয়েছে পবিত্র কেনান দেশের কথা; কারণ একে পবিত্র দেশ বলা হতো, ইম্মানূয়েলের দেশ; এবং এই পবিত্র গৃহের ধ্বংস বোঝাতে পবিত্র দেশের ধ্বংস বোঝানো হয়েছে। “এখন,” স্তিফান বলেছেন, “আপনাদের আর এর জন্য গর্বিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ,”

(১) “আপনারা আসলে এসেছেন কলদীয় ঊর দেশ থেকে, যেখানে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা ভিন্ন দেবতাদের উপাসনা করতেন (যিহোশূয় ২৪:২) এবং আপনারাই এই দেশের প্রথম অধিবাসী নন। যে পাথরের উপরে আপনারা ভিত্তি স্থাপন করেছেন সেখানে তাকান এবং যে পবিত্র গৃহের পাথর আপনারা খুঁড়েছেন সেখানে লক্ষ্য করুন;” এখানে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, “তোমাদের পিতা অব্রাহামের দিকে তাকাও, কারণ আমি তাকে একাকী ডেকে নিয়ে এসেছিলাম (যিশাইয় ৫১:১, ২)– আপনাদের সূচনা লগ্নের কথা চিন্তা করুন, সে সময় আপনারা কতই না তুচ্ছ ছিলেন এবং কীভাবে আপনারা সম্পূর্ণভাবে স্বর্গীয় অনুগ্রহের অধীন হলেন এবং এখন আপনারা এর জন্য গর্ব করছেন। কিন্তু ঈশ্বরই ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে পূর্ব দিক থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন এবং তাঁর চরণে আসার জন্য আহ্বান করেন, যিশাইয় ৪১:২। কিন্তু যদি তাঁর বীজ সঠিক ফল উৎপাদন না করে, তাহলে তারা এটি জেনে রাখুক যে, ঈশ্বর এই পবিত্র স্থান ধ্বংস করে ফেলতে পারেন এবং তাঁর জন্য আরেকটি নতুন জাতি উঠতে পারেন, কারণ তিনি কারও কাছে ঋণী নন।”

(২) “ঈশ্বর মেসোপটেমিয়া থেকে অনেক দূরে অব্রাহামের কাছে তাঁর মহিমা সহকারে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি কেনান দেশে আসার আগেই, শুধু তাই নয়, তিনি চারণ দেশের বাস করতে শুরু করার আগেই; তাই আপনাদের মোটেও এই ধারণা করা উচিত হবে না যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র এই দেশেই তাঁর দর্শন সীমাবদ্ধ রাখবেন; না, তিনি তাঁর মণ্ডলীর বীজ যতদূর সম্ভব বহন করে নিয়ে যাবেন এবং ছড়িয়ে দেবেন, তিনি চাইলে দূরতম কোন দেশে তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করতে পারেন।”

(৩) “ঈশ্বর তাঁকে তাঁর দেশে নিয়ে আসার ব্যাপারে কোন ধরনের তাড়াহুড়ো করেন নি, কিন্তু তিনি বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করেছেন তাঁকে তাঁর দেশে নিয়ে আসতে, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, আপনারা এই দেশকে যতটা ভালবাসেন ঈশ্বর নিজে এই দেশকে সেভাবে দেখেন না, কিংবা তাঁর নিজ সম্মান বা তাঁর জাতির সুখ শান্তি এই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই কারণে এই স্থান ধ্বংস হয়ে যাবে, এই কথা বলার মধ্যে কোন ঈশ্বরনিন্দা বা অন্য কোন দোষের কিছু নেই।”

[২] অব্রাহামকে কলদীয় দেশের ঊর শহর থেকে ডেকে বের করে নিয়ে আসার পর বেশ অনেক দিন যাবৎ অব্রাহাম এবং তাঁর পরিবার ও সন্তান সন্ততিদেরকে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা পালন করবেন এবং এরপর তাঁর বংশধরদের উপরে সেই প্রতিজ্ঞার যে ফল বর্ষণ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন তা অবশ্যই পালন করবেন, পদ ৫। কিন্তু;

প্রথমত, এখন পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নি, কিংবা অন্ততপক্ষে সারার নিজ

গর্ভে কোন সন্তান জন্ম নেয় নি।

দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে সেই দেশে একজন বিদেশী বা আগন্তুক ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে সেই দেশের উত্তরাধিকার দান করেছিলেন, যখন তিনি এমন কি সেখানে পাও দেন নি, তার আগেই তিনি অব্রাহামকে সেই দেশের অধিকার দান করেছিলেন। তাই তিনি সবসময় চলার পথে ছিলেন এবং তিনি যেখানে বাস করেছেন কখনই সেই দেশকে নিজের দেশ বলে ভাবতে পারেন নি।

তৃতীয়ত, তিনি বহু দিন ধরে তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌছুতে পারেন নি: চারশো বছর ধরে তারা আমার উপাসনা করবে এবং এরপর আমি তাদেরকে সেই দেশ দান করব, পদ ৭।

চতুর্থত, শুধু তাই নয়, তাদেরকে অবশ্যই মহা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে সেই দেশে প্রবেশ করার আগে এবং সেই দেশের অধিকার আদায় করে নেওয়ার আগে। তাদেরকে বন্দীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এবং তাদেরকে সেই পরদেশে অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে হবে; এবং এটি তাদেরকে কোন দোষের বা পাপের শাস্তি হিসেবে প্রদান করা হবে না, যা তাদেরকে মরুভূমির প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে দান করা হয়েছিল, কারণ আমরা কখনই মিসরে তাদের এ ধরনের কোন বন্দীত্বের ব্যাপারে পূর্বাভাস পাই না; কিন্তু ঈশ্বর নিজেই এমনটি পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন এবং তা অবশ্যই সম্পন্ন হতে হতো। এই চার শত বছর শেষ হওয়ার পরে ইসহাকের জন্মের ঘটনা স্মরণ করে বলা যাবে যে, এই হচ্ছে সেই জাতি যাদেরকে আমি বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করব, ঈশ্বর এই কথা বলবেন। এখন এই বিষয়টি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে,

১. ঈশ্বর আগে থেকেই জানেন যে, তিনি কী কী কাজ করবেন এবং কী কী ঘটনা ঘটবে। যখন অব্রাহামের নিজের কোন বংশধর ছিল না, তখনও তাঁকে এ কথা বলা হয়েছিল যে, তিনি একটি সন্তানের জন্ম দেবেন এবং সেই হবে তাঁর বংশধর বা উত্তরাধিকারী, আর তাঁকে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ দান করা হবে এবং সেই সন্তানও ছিল প্রতিজ্ঞাত; আর সেই কারণে তিনি এই দু'টোই পেয়েছিলেন এবং বিশ্বাসের দ্বারা তা গ্রহণ করেছিলেন।

২. ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনেক সময় দেরিতে পূর্ণতা পেলেও তা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করবে, যদিও আমরা যতটা দ্রুত তা আশা করে থাকি ততটা দ্রুত তা আমাদের কাছে নাও আসতে পারে।

৩. ঈশ্বরের লোকেরা কোন কোন সময় মহা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে পারে এবং তাদের জীবনে নেমে আসতে পারে মহা গোলযোগ, অশান্তি এবং অত্যাচার, তথাপি অবশ্যই ঈশ্বর এক সময় তাদেরকে উদ্ধার করবেন এবং যারা তাদেরকে অত্যাচার করেছে তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দান করে তার লোকদেরকে মহা পুরস্কার দান করবেন এবং তাদের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা তাদের জীবনে পরিপূর্ণ করা হবে, নিশ্চয়ই ঈশ্বর এই পৃথিবীতেই তাদের পুরস্কার দান করবেন।

আসুন আমরা দেখি, স্তিফানের উদ্দেশ্য কীভাবে এখানে সাধিত হল:

১. যিহূদী জাতি তাদের যে সম্মান বা মর্যাদার জন্য গর্ববোধ করতো তা হচ্ছে, তাদেরকে প্রথম থেকেই প্রচুর মনযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে; কারণ তাদের সকলের পূর্বপুরুষ অব্রাহামকে কলদীয় ঊর দেশ থেকে ডেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল যেন তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর একটি জাতি উৎপন্ন করতে পারেন। সে কারণেই তাদেরকে সমগ্র গোষ্ঠীকে মিসরে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল, যখন তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছিল, দ্বি. বি. ৭:৭। এবং সেক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের জন্য এত ভাবিত হওয়ার কী আছে, যেহেতু তারা নিজেরাই এখন বিভিন্ন পাপের মধ্য দিয়ে তাদের ধ্বংস নিজেরা ডেকে নিয়ে এসেছে? তারা যেহেতু ঈশ্বরের নিজ নির্বাচিত জাতি, সেক্ষেত্রে কি তাদের ধ্বংসের সাথে সাথে এই পৃথিবী এবং ঈশ্বরের নিজের সমস্ত আগ্রহেরও নাশ হবে? না; যিনি তাদেরকে একবার মিসরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে আবারও সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারেন, যেমনটা তিনি তাদেরকে হুমকি দিয়েছেন (দ্বি. বি. ২৮:৬৮) এবং তারপরও তাঁর কথার খেলাপ হবে না, কারণ তিনি পাথর থেকে অব্রাহামের কাছে বংশের জন্ম দিতে পারতেন।

২. যে ধীর স্থিরতার মধ্য দিয়ে অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছিল এবং এখানে কিছুটা পরস্পর বিরোধী বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, যার মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে, এর একটি বিশেষ আত্মিক অর্থ রয়েছে এবং এই দেশের কথা সব সময়ই এভাবে প্রকাশ করা হয়ে আসা হয়েছে যে, এটি সবচেয়ে উত্তম দেশ, অর্থাৎ এই দেশ স্বর্গীয়; যেমন প্রেরিতগণ তাদের আলোচনা থেকে দেখিয়েছেন যে, পূর্বপুরুষেরা এই প্রতিজ্ঞাত দেশ পাওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন এবং তারা উত্তরাধিকার সূত্রে এই দেশের অধিকার লাভ করেছিলেন। তারা এই দেশে আসার জন্য অন্য সকল স্থানকে পরবাস হিসেবে গণ্য করেছেন, তারা বিশেষ করে এমন একটি দেশের খোঁজ করছিলেন, এমন একটি শহরের খোঁজ করছিলেন যার ভিত্তি ছিল, ইব্রীয় ১১:৯, ১০। তাই এক্ষেত্রে এই কথা বলার মধ্যে ঈশ্বরনিন্দা করার কিছুই নেই যে যীশু খ্রীষ্ট এই স্থান ধ্বংস করে ফেলবেন, যখন সেই একই সময়ে আমরা বলে থাকি, "তিনি আমাদেরকে সেই স্বর্গীয় কেনান দেশে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন এবং আমাদেরকে আমাদের অধিকার কৃত স্থান সেখানে দেবেন, যার একটি পার্থিব প্রতিকৃতি বা প্রতীক ছিল পৃথিবীতে অবস্থিত এই কেনান দেশ।"

[৩] অব্রাহামের পরিবার গঠন, যা সম্ভব হয়েছিল স্বর্গীয় অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং এ বিষয়ে স্বর্গীয় পরিকল্পনা সাধিত হওয়ার কারণে, যার সম্পূর্ণ বিবরণ এবং এর ফলশ্রুতিতে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ আমরা আদিপুস্তক পুস্তকে পাই।

প্রথমত, ঈশ্বর সবসময়ের জন্য নিজেকে অব্রাহাম এবং তাঁর বংশের ঈশ্বর হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; এবং এর চিহ্ন হিসেবে তিনি এই চিহ্নের প্রবর্তন করেছিলেন যে,

অব্রাহাম এবং তার বংশের সমস্ত পুরুষকে তক্‌ছেদ করাতে হবে, আদিপুস্তক ১৭:৯, ১০। তিনি অব্রাহামকে তক্‌ছেদ করানোর নিয়ম দিলেন, যার অর্থ হচ্ছে, এটি এটি একটি চুক্তি, যা সীলমোহর ছিল তক্‌ছেদ; এবং সে অনুসারে যখন অব্রাহামের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল, তখন তিনি তার জন্মের পর অষ্টম দিনে তক্‌ছেদ করালেন (পদ ৮), এর মধ্য দিয়ে তিনি একাধারে স্বর্গীয় আইন দ্বারা বাধিত হয়েছিলেন এবং এর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন; কারণ তক্‌ছেদর একটি দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে, দু'টি অংশের ক্ষেত্রেই একটি চুক্তির সীলমোহর রয়েছে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে– আমি তোমার কাছে একজন সর্বময় ক্ষমতাবান ঈশ্বর হব এবং মানুষের ক্ষেত্রে– আমার সম্মুখে চল এবং তুমি উপযুক্ত হবে। এবং যখন অব্রাহামের বংশকে গড়ে তোলার জন্য এভাবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল, যেন তা ঈশ্বরের সেবাকারী বংশ হয়, তখন তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে শুরু করল: ইসহাক যাকোবের জন্ম দিলেন এবং যাকোব বারো বংশ পিতার জন্ম দিলেন, যারা ছিলেন বারোটি গোষ্ঠীর গোড়া পত্তনকারী।

দ্বিতীয়ত, যোষেফ, যিনি তার পিতার গৃহের সবচেয়ে প্রিয় এবং আশীর্বাদপ্রাপ্ত সন্তান ছিলেন, তাঁর সাথে তাঁর নিজের ভাইয়েরা প্রচণ্ড খারাপ আচরণ করেছিল; তারা তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করেছিল কারণ তিনি কিছু স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত এর জন্য তাঁকে মিসরীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। এভাবেই ইস্রায়েলের সন্তানেরা প্রথম প্রথম নিজেদের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছিল এবং তারা একে অপরের চেয়ে সেরা হওয়ার চেষ্টা করতো, যেখান থেকে তারা খ্রীষ্টের প্রতি শত্রুতার বীজ পেয়েছিল, যিনি যোষেফের মতই তাদের একজন নাসরতীয় ভাই ছিলেন, যা এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং উদাহরণ।

তৃতীয়ত, ঈশ্বর যোষেফকে তাঁর বিভিন্ন সমস্যার সময় উদ্ধার করেছিলেন এবং তিনি সবসময় তাঁর সাথে ছিলেন (আদিপুস্তক ৩৯:২, ২১), তাঁর আত্মার প্রভাবের দ্বারা, যা যোষেফের মন এবং যারা যোষেফের সংস্পর্শে এসেছিল তাদের সকলের মনকে প্রভাবিত করার মধ্য দিয়ে যোষেফকে সান্ত্বনা দান করেছিল এবং তাদের সকলের চোখে তাঁকে প্রিয় করেছিলেন। আর এভাবেই তিনি অবশেষে তাঁর সমস্ত পীড়ন ও অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং ফরৌণ তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিতে পরিণত করেছিলেন, গীতসংহিতা ১০৫:২০-২২। এবং এভাবে তিনি যে শুধুমাত্র মিসরীয়দের মধ্যে এক মহা সম্মানজনক স্থান অধিকার করেছিলেন তাই নয়, বরং সেই সাথে তিনি ইস্রায়েলের পালক এবং ভিত্তি হিসেবেও পরিগণিত হয়েছিলেন, আদিপুস্তক ৪৯:২৪।

চতুর্থত, যাকোব মিসরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ কেনান দেশে আঘাত হেনেছিল, তা ছিল এক মহা খরা (যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং কষ্টকর), আর তা এতটাই তীব্র ছিল যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেনানে আর কোন খাবার খুঁজে পাচ্ছিলেন না, পদ ১১। সেই সুফলা-সুজলা দেশ পরিণত হয়েছিল অনুর্বর এবং মরুপ্রায় এক দেশে। কিন্তু যখন তারা শুনতে পেলেন যে, মিসরে শস্য পাওয়া যাচ্ছে (যা তাঁরই নিজ পুত্রের

প্রজ্ঞার কারণে সঞ্চয় করে মজুদ করে রাখা হয়েছিল), তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সেই শস্য কিনে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন, পদ ১২। এবং দ্বিতীয়বার যখন তারা গেলেন, তখন যোষেফ নিজের পরিচয় প্রদান করলেন তাদের কাছে, কারণ প্রথমবার তিনি তাদের কাছে নিজেকে লুকিয়েছিলেন, আর তখন ফরৌণ জানতে পারলেন যে, তারা সকলে যোষেফের পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়-পরিজন এবং তারা সকলের এখন যোষেফের উপরে নির্ভর করছেন (পদ ১৩), সেই কারণে ফরৌণের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যোষেফ তাঁর পিতা যাকোবকে মিসরে নিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন এবং সেই সাথে তাদের সমস্ত আত্মীয় ও পরিবার পরিজন সকলেই মিসরে পাড়ি জমালেন, যাদের সংখ্যা সব সুদ্ধ ছিল ৭৫ জন, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পদ ১৩। আদিপুস্তক পুস্তকে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন, আদিপুস্তক ৪৬:২৭। কিন্তু সেপ্টুয়াজিন্ট পুস্তকে বলা হয়েছে ৭৫ জনের কথা এবং স্তিফান বা লূক নিজেও এই সংস্করণটি ব্যবহার করতেন, যা আমরা বুঝতে পারি লূক ৩:৩৬ পদ থেকে, যেখানে কৈনন নামটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যে নামটি হিব্রু সংস্করণে নেই, আছে সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণে। অনেকে মনে করেন, যোষেফ এবং তাঁর সন্তানদেরকে বাদ দিয়ে গণনা করা উচিত, যারা সে সময় মিসরেই অবস্থান করছিলেন (যার ফলে তাদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৬৪ জনে) এবং যোষেফের এগারো জন ভাইয়ের সন্তান সন্ততিদের সংখ্যা গণনা করলে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৭৫ জনে।

পঞ্চমত, যাকোব এবং তাঁর সন্তানেরা মিসরে মৃত্যুবরণ করেন (পদ ১৫), কিন্তু তাদের মৃতদেহ কেনান দেশে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয়, পদ ১৬। এখানে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি সমস্যার বিষয় আমরা দেখতে পাই: কারণ বলা হয়েছে, তাদেরকে শিখিমে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু যাকোব তো শিখিমে সমাহিত হন নি, বরং হয়েছে হেবরনের কাছে মকপেলার গুহাতে, যেখানে অব্রাহাম এবং ইসহাককে কবর দেওয়া হয়েছিল, আদিপুস্তক ৫০:১৩। যোষেফের অস্থি তুলে নিয়ে নিশ্চিতভাবে শিখিমে কবর দেওয়া হয়েছিল (যিহোশূয় ২৪:৩২) এবং এর দ্বারা আমাদের মনে হতে পারে (যদিও গল্পে তা উল্লেখ করা হয় নি) যে, অন্যান্য সকল পূর্বপুরুষের অস্থিও বহন করে শিখিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি তার নিজের প্রতি যে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, বাদ বাকি সকল পূর্বপুরুষের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই সেই একই আদেশ পালন করা হয়েছিল এবং এখান থেকে বুঝতে হবে যে, যাকোব নিজের জন্য এই কবর কেনেন নি। কিন্তু সে সময় শিখিমের কবরটি কিনেছিলেন যাকোব নিজে (আদিপুস্তক ৩৩:১৯) এবং এর দ্বারা বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়, যিহোশূয় ২৪:৩২। তাহলে কীভাবে এখানে বলা হল যে, অব্রাহাম শিখিমের কবর কিনেছিলেন? ড. হুইটবাই এ সম্পর্কে যে সমাধান দিয়েছেন তা বেশ যথার্থ। তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: যাকোব মিসরে পাড়ি জমান এবং মৃত্যুবরণ করেন, তিনি এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই সেখানে মৃত্যুবরণ করেন; এবং তাদেরকে (আমাদের পূর্বপুরুষেরা) বহন করে শিখিমে নিয়ে আসা হয়; এবং তিনি অর্থাৎ যাকোবকে সেই কবরে সমাহিত করা হয়, যে কবর অব্রাহাম অর্থ দ্বারা ক্রয় করেছিলেন, আদিপুস্তক ২৩:১৬। (কিংবা তাদেরকে সেখানে সমাহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবকে)। এবং তারা,

অর্থাৎ আমাদের বারো গোষ্ঠী পিতারা সমাহিত হয়েছিলেন সেই কবরে, যা ক্রয় করা হয়েছিল শিখিমের পিতা হমোরের সন্তানদের কাছ থেকে।

এখন দেখা যাক, এই কথাগুলো বলার পেছনে স্তিফানের উদ্দেশ্য কী ছিল:

১. তিনি তাদেরকে যিহূদী জাতির সূচনা লগ্নের নিম্ন স্তরের জীবন আচরণের কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছেন, যাতে করে তারা নিজেদেরকে এক গৌরবময় জাতি হিসেবে গর্ব বোধ করা থেকে বিরত থাকে। আসলে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি পরিবার থেকে এই বৃহৎ জাতিতে পরিণত হয়েছে একমাত্র ঈশ্বরের অসীম করুণা ও ভালবাসার জন্য। কিন্তু যদি তারা এই বৃদ্ধি এবং জাতি হিসেবে তাদের এই সমৃদ্ধির মূল রহস্য কী তা অস্বীকার করে, তাহলে তারা তাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারে না। ভাববাদীগণ সবসময়ই এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসার ঘটনাটি স্মরণে রাখতে হবে, কারণ তারা ঈশ্বরের আইনের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, আর এখানে তারা খ্রীষ্টের দেওয়া সুসমাচারের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে।

২. তিনি তাদেরকে সেই দুষ্টতা ও মন্দতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান, যা করতো তাদের গোষ্ঠীপিতারা, কারণ তারা তাদের ভাই যোষেফের প্রতি ঈর্ষা করেছিল এবং তারা তাকে মিসরে বিক্রি করে দিয়েছিল; এবং খ্রীষ্ট ও তার পরিচর্যাকারীদের প্রতি সেই একই বিদ্বেষ পূর্ণ আত্মা নিয়ে এখন তারা কাজ করছে।

৩. তাদের পবিত্র ভূমি, যাকে তারা এত ভালবাসে, তাদের পূর্বপুরুষেরা বহু দিন পর্যন্ত তা অধিকারে আনতে পারে নি এবং তারা এর জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছে; আর তাই তাদের এতে মোটেও অবাক হওয়ার কিছু নেই, যদি তারা পাপে পতিত হয়; এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের উপরে ধ্বংস নেমে আসে।

৪. কেনান দেশে তাদের পূর্বপুরুষদের কবর প্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা স্পষ্টভাবেই এটি দেখায় যে, তারা সকলে তাদের স্বর্গীয় দেশের দিকে দৃষ্টি দান করেছিলেন, যেখানে যীশু খ্রীষ্ট তাদের সকলতে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেতে চান।

প্রেরিত ৭:১৭-২৯ পদ

স্তিফান এ সম্পর্কিত আরও কথা বলে যাচ্ছিলেন:-

ক. মিসরে ইস্রায়েলদের চমৎকারভাবে বৃদ্ধি ও প্রসার লাভের কথা। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর অপার অনুগ্রহ থাকার কারণেই ইস্রায়েল জাতি এত অল্প সময়ের ভেতরে এত বেশি বৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং এতটা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল।

১. এটি ছিল সেই সময়, যখন প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় ঘনিয়ে এসেছিল– যে সময়ে তারা একটি একক জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছিল। অব্রাহামের কাছে প্রথমবারের মত এই প্রতিজ্ঞা করার পর দুই শত পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছিল এবং সে সময়ে তাঁর প্রতিজ্ঞাত

গোষ্ঠীর সন্তানদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। কিন্তু পরবর্তী আরও দুই শত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ছয় শত সমর্থ পুরুষের, যারা সকলে যুদ্ধ করতে জানত। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য সাধন অনেক সময়ই খুব দ্রুত ঘটে থাকে, যখন তা এই পরিক্রমা পথের মাঝখানে এসে পৌঁছায়। আমাদের কখনোই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূরণ হওয়ার ক্ষেত্রে ধীর গতি দেখলে বা কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার আভাষ দেখলে হতাশ হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর জানেন যে, কখন কাকে উদ্ধার করতে হবে এবং তিনি সেই সময় নির্ধারণ করে থাকেন।

২. স্থানটি ছিল মিসর, যেখানে তাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছিল এবং এক অত্যাচারী শাসক তাদের সকলকে শাসন করছিল। সেখানে বসবাস করার সময় তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল তিক্ত এবং অসন্তোষজনক, সে সময় তারা এই চিন্তা করতো যে, যাদের সন্তান নেই তারাই সবচেয়ে ভাল আছে, কিন্তু তবুও তারা বিয়ে করতো এবং সন্তানের জন্ম দিত, কারণ তারা মনে করতো যে, নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর তাদের এই দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাবেন এবং নিশ্চয়ই সে সময় ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, এজন্য এভাবেই তারা ঈশ্বরকে সমম্মান জ্ঞাপন করতো এবং বলতো, বিশ্বাসে স্থির থাক এবং বহু বংশ হও। কষ্ট ভোগের সময়ও মণ্ডলী বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

খ. সেই মহা দুঃখ কষ্ট যার ভেতর দিয়ে তারা দিন অতিবাহিত করেছে, পদ ১৮, ১৯। যখন মিসরীয়রা লক্ষ্য করলো যে তাদের চেয়ে যিহূদীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, সে সময় তারা যিহূদীদের উপরে অতিরিক্ত চাপ দিতে শুরু করলো, যেখানে স্তিফান তিনটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন:-

১. তাদের অন্ধত্ব ও গোঁড়ামি: তারা অন্য একজন রাজার হাতে নির্যাতিত হয়েছিল, যিনি যোষেফের বিষয়ে জানতেন না, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি সেই উত্তম সেবা কাজের কথা চিন্তা করেন নি, যা সেই জাতির জন্য যোষেফ করেছিলেন; কারণ যদি তিনি তা জানতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই যোষেফের জ্ঞাতি ও গোষ্ঠীর প্রতি এতটা কঠিন মনোভাব প্রদর্শন করতেন না। যারা ভাল মানুষকে শুধু শুধু কষ্ট দেয়, তারা সর্বদাই অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে, কারণ তারা যে স্থানে থাকে এবং যে সময়ে বাস করে, তারা হচ্ছে সেই সময় এবং স্থানের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ।

২. তাদের দুষ্ট ও মন্দ পরিকল্পনা ও পন্থা: তারা আমাদের জাতির সাথে অত্যন্ত অন্যায্য আচরণ করেছে। তারা বলেছে, এসো, আমরা বুদ্ধিপূর্বক কাজ করি, যেন আমরা তাদের হাত থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারি, কিন্তু তারা আসলে বোকার মত কাজ করেছিল, কারণ এর মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের ধ্বংসই ডেকে নিয়ে এসেছিল। তারা মারাত্মক ভুল করে থাকে, যারা এ কথা চিন্তা করে যে, তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা তাদের ভাইদের সাথে নির্দয় এবং অন্যায্য আচরণ করবে।

৩. তাদের বর্বর এবং অমানবিক নিষ্ঠুরতা। যার ফলে তারা অত্যন্ত কার্যকরভাবে তাদেরকে

নিপীড়ন করছিল, তারা তাদের শিশু সন্তানদেরকে ধরে ধরে হত্যা করতো, যেন তাদের সংখ্যা আর বৃদ্ধি না পায়। যিহূদীদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করার ঘটনাটি অনেকাংশেই একটি শিশু জাতিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়ার বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলে। এখন স্তিফান তাদের মধ্যে এই মনোভাব লক্ষ্য করছিলেন, কারণ এখন তারা খ্রীষ্টান মতবাদকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না এবং একে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে চাইছে। স্তিফান এই বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়ে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাদের প্রারম্ভ কতটা নিচু স্তরের ছিল, কিন্তু তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে এ অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তাদের নিজেদের যোগ্যতায় নয়। তারা অত্যন্ত অসহায় এবং সম্বলহীন অবস্থায় ছিল, তাদেরকে একঘরে করে দেওয়া হয়েছিল (নহিমিয় ১৬:৪) এবং এই কারণে তারা ঈশ্বরের কাছে কত না ঋণী, যেহেতু তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে এ অবস্থানে আজ এনে বসিয়েছেন এবং তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে এ কথাও স্মরণ করতে হবে যে, তারা মিসরীয়দের মত করে সেই একই কাজ এখন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে করছে, যা একান্তই অপবিত্র এবং অন্যায্য একটি কাজ এবং তাদের এই পদক্ষেপের ফলাফল হবে শূন্য এবং নিষ্ফল, যেমনটি হয়েছিল যিহূদীদের বিপক্ষে মিসরীয়দের ক্ষেত্রে, যখন তারা যিহূদীদের শিশু জাতির বিস্তার রোধ করে দিতে চেয়েছিল। "আপনারা মনে করছেন যে, আপনারা আমাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করে ভাল কাজটিই করছেন এবং নব্য ধর্মান্তরিতদেরকে নির্যাতন করে আপনারা ভাবছেন এতে করে সবচেয়ে ন্যায্য কাজটিই আপনারা করছেন, কিন্তু আপনারা দেখবেন শেষ পর্যন্ত আপনাদের লক্ষ্যে আপনারা পৌঁছুতে পারবেন না, কারণ আপনাদের সকল ধরনের ক্রোধ ও বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলবে।"

গ. যিহূদী জাতির উদ্ধারকর্তা হিসেবে মোশির বেড়ে ওঠা। স্তিফানকে মোশির বিপক্ষে ঈশ্বরনিন্দা বলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যে অভিযোগের বিপক্ষে কথা বলার জন্য তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের সাথে কথা বলেছিলেন।

১. মোশি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন যিহূদীদের প্রতি মিসরীয়দের অত্যাচার তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল, বিশেষ করে সে সময় সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, সে সময় যিহূদীদের প্রত্যেক নবজাতক শিশুকে হত্যা করা হতো, এমনই সময়ে মোশি জন্ম লাভ করেন (পদ ২০) এবং তিনি নিজেই পৃথিবীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে পড়েন, যেভাবে আমাদের প্রিয় পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন তাঁর জন্মের পর পরই। ঈশ্বর তাঁর লোকদের উদ্ধারের পথ তখনই প্রস্তুত করেছেন, যখন তা সবচেয়ে ঘন অন্ধকারে ঢাকা ছিল এবং তাদের দুর্দশা সবচেয়ে তীব্র হয়েছিল।

২. তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন; জন্মের পর পরই তাঁর চেহারা আলো ছড়াতে শুরু করলো, যেন তার উপরে ঈশ্বরের আনন্দময় শ্রদ্ধা ও সম্মান আরোপ করার জন্য সে সময়ই পরিক-ল্পনা করে রাখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন ***asteios to Theo***– ঈশ্বরের কাছে উত্তম; তিনি তাঁর মায়ের গর্ভ থেকেই পবিত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই কারণে তিনি ঈশ্বরের

চোখে সুন্দর ছিলেন; কারণ ঈশ্বরের চোখে আত্মিক সৌন্দর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. তাঁকে তাঁর শৈশবে আশ্চর্যভাবে রক্ষা করা হয়েছিল, তাঁর পিতা মাতার আন্তরিক ভালবাসার ফলে, যারা তাঁকে জন্মের পর তিন মাস যতটুকু সময় তারা পেরেছেন নিজেদের ঘরে লালন পালন করেছেন, আর এর পরে একটি অনুকূল পরিকল্পনার অধীনে তাঁকে তুলে দেওয়া হল ফরৌণের কন্যার কোলে, যিনি তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন এবং নিজের ছেলের মত করে লালন পালন করেছিলেন (পদ ২১); কারণ যাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ পরিক-ল্পনা রেখেছেন, তাদেরকে বিশেষ যত্নে বড় হতে হয়। আর এভাবেই কি তিনি শিশু মোশিকে রক্ষা করেছিলেন? তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পবিত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আরও সুরক্ষিত পন্থা অবলম্বন করবেন (যা তিনি বলেছেন প্রেরিত ৪:২৭ পদে), সেই সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, যারা তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।

৪. তিনি একজন তুখোড় মেধাবী শিক্ষার্থী হয়ে উঠেছিলেন (পদ ২২): তিনি মিসরীয়দের সমস্ত রকমের বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন, যারা সে সময় সব ধরনের সাহিত্য, বিশেষ করে দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং (যা তাদেরকে প্রতিমা পূজা করতে সাহায্য করতো) হায়ারোগ্লিফিক্স এর ক্ষেত্রে তারা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল। মোশি রাজ প্রাসাদে বিদ্যা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁর নিজেকে সবচেয়ে ভাল বই, শিক্ষক এবং উত্তম কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নিজেকে শিল্প ও বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। আমাদের অবশ্যই এ কথা চিন্তা করার কারণ আছে যে, তিনি নিজেকে মিসরীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করলেও এবং মিসরীয়দের জাদু বিদ্যা এবং অন্যান্য অন্যায় বিষয়ে নিজেকে পারদর্শী করে তুললেও কোন মতেই তাঁর পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরকে ভুলে যান নি এবং তিনি তাঁর মূল লক্ষ্যেই এগিয়ে চলছিলেন।

৫. তিনি মিসরের একটি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এতে করে আমরা মনে করতে পারি যে, তিনি তাঁর কথায় এবং কাজে ক্ষমতাশালী ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর নিজেকে সঠিক অবস্থানে প্রকাশ করার জন্য তখনও প্রস্তুত হন নি, তথাপি তিনি তখন থেকেই সুচিন্তিতভাবে কথা ও কাজে নিজেকে সংযুক্ত করতেন এবং তিনি যা কিছুই বলতেন তা আদেশে রূপান্তরিত হতো এবং তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতো। তিনি অত্যন্ত সাহসের সাতে কাজ করতেন এবং তাঁর কাজে সব সময়ই সফলতা আসত। এভাবেই তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন, মানুষের সাহায্য নিয়ে, কারণ তাঁকে সামনে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে, যার জন্য অবশ্যই আগে তাকে পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এর পরে স্বর্গীয় ও আত্মিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এখন, এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে স্তিফান তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের সমস্ত ক্রোধ ও বিদ্বেষের বিপরীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মোশির প্রতি তাঁর অবিমিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

ঘ. মোশি যে পদ্ধতি অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন তার প্রতি ইস্রায়েলীয়রা অনাস্থা প্রকাশ করেছিল। এর উপরেই স্তিফান বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কারণ এটিই ছিল তাঁর গল্পের মূল বক্তব্য (যাত্রাপুস্তক ২ :১১-১৫), যেভাবে

অন্যান্য প্রেরিতগণ গল্প বলতে গেলে শুরু করেছেন, ইব্রীয় ১১:২৪-২৬। এখানে এটিকে দেখানো হয়েছে এক পবিত্র আত্মত্যাগ হিসেবে, কারণ সাধারণ মানুষের মঙ্গল সাধন করার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন (পদ ২৩): যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হল, তখন মিসরের রাজ দরবারে তাঁর উপস্থিত হওয়ার প্রকৃত সময় উপস্থিত হল, সে সময় তাঁর অন্তরে সেই সময়ের জন্য পূর্ণতা এল (কারণ ঈশ্বর সে সময় তাঁকে তা দান করলেন) যেন তিনি মিসরে গিয়ে তাঁর ভাইদের সাথে, ইস্রায়েলের সন্তানদের সাথে দেখা করেন এবং তিনি যেন তাদের জন্য সেবা কাজ করতে পারেন এবং তিনি নিজেকে তাদের মতই তাদের একজন ভাই হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

১. তিনি নিজেকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন ইস্রায়েলের উদ্ধারকর্তা হিসেবে। এর জন্য তিনি অত্যাচারিত ইস্রায়েলদের পক্ষে কথা বলেছিলেন এবং তাদের মুখস্বরূপ প্রতিনিধি হয়ে তিনি কথা বলতেন। তিনি নিজে এর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, কারণ তিনি এমন একজন মিসরীয়কে দেখেছিলেন যে একজন ইস্রায়েলীয়ের উপরে অত্যাচার করছিল, আর তিনি তাকে হত্যা করেন (পদ ২৪)। একজন ভাইকে অন্যায়ভাবে কষ্ট পেতে দেখে তিনি চুপ করে থাকতে পারেন নি, আর তিনি সেই অন্যায়কারীকে একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করে ঈশ্বরের বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এমন একটি কাজ করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ভাইদের মধ্যে এই আশা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন যে, নিশ্চয়ই এই অত্যাচারী মিসরীয়দের হাত থেকে তারা মুক্ত হবেন এবং তারা মাথা তুলে আবারও উঠে দাঁড়াবেন। তবে সে সময় তিনি কিছুই করতেন পারেন নি। এরপর তাঁর যখন সময় উপস্থিত হল, সে সময় তিনি উপযুক্ত অবস্থান নিয়ে তাঁর ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং ইস্রায়েলদের প্রকৃত উদ্ধারকর্তা হিসেবে তিনি আবির্ভূত হলেন। তবে ইস্রায়েলীয়রা পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা অনুধাবন করতে না পারলেও মোশিকে তাদের জাতির মহান উদ্ধারকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

২. তিনি উপস্থাপিত হয়েছিলেন ইস্রায়েলদের শাসনকর্তা হিসেবে। এর দৃষ্টান্ত বা উদাহরণও তিনি স্থাপন করেছিলেন, বিশেষ করে যেদিন তিনি সেই মিসরীয়কে হত্যা করলেন, তার পরদিনই তিনি দুই জন ইব্রীয়র মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে তিনি নিজেকে মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন (পদ ২৬): তিনি নিজেকে এমন একজন হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, যেন তিনি তাদের বিচারক বা শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্যই এসেছেন এবং তাঁর সেই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে। তিনি এসেছেন তাদেরকে আবারও একত্র করতে, তাদের সমস্ত বিবাদ দূর করে দিতে এবং তাদের রাজা হিসেবে তাদের মধ্যকার সমস্ত মনোমালিন্য মুছে দিতে। তিনি তাদেরকে বলতে এসেছিলেন, মহাশয়, আপনারা জন্মগতভাবে এবং ধর্মীয় দিক থেকেও পরস্পরের ভাই; কেন আপনারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করছেন? এর কারণে তিনি দেখেছিলেন যে, (যা বেশিরভাগ বিবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়) দুই পক্ষেরই কিছু না কিছু ভুল আছে, তাই তাদের মধ্যে অবশ্যই পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসা করতে হবে এবং তাদের মধ্যে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

যখন মোশি মিসরে ইস্রায়েলদের উদ্ধারকর্তা হওয়ার কথা ছিল, সে সময় তিনি মিসরীয়দের এক জনকে হত্যা করেছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি মিসরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলদের মুক্তির পথ সূচনা করেছিলেন; কিন্তু যখন তিনি ইস্রায়েলের শাসনকর্তা এবং বিচারক হিসেবে উপনীত হলেন, তখন তিনি স্বর্ণালী রাজদণ্ড দিয়ে তাদেরকে শাসন করবেন, লোহার দণ্ড দিয়ে নয়; তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন না বা তাদের প্রাণ বিনষ্ট করবেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে উত্তম আইন এবং নীতিমালা দান করবেন। আর তিনি তাদের অভিযোগ ও অন্যান্য সমস্ত আবেদন অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন, যাত্রাপুস্তক ১৮:১৬। কিন্তু সেই মূর্খ ইস্রায়েলীয়রা তাঁকে ভুল বুঝে বার বার দূরে ঠেলে দিয়েছিল (পদ ২৭), তারা কোন মতেই তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্র একজন মানুষ, তথাপি তারা তাঁর মুখের উপরে তাকে বলে বসেছিল, কে তোমাকে আমাদের উপরে শাসন করার অধিকার দিয়ে পাঠিয়েছে? উদ্ধত এবং দুর্বিনীত আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সঠিক আচরণ করানো খুবই কঠিন। এর চেয়ে বরং এই মূর্খ ইস্রায়েলীয়রা চেয়েছিল যেন তাদের অত্যাচারী শাসকেরা তাদেরকে শাসন করে, অত্যাচার করে এবং তারা সারা জীবন দাসত্ব করে যাবে, যেখানে তাদের মুক্তির আদেশ নিয়ে তাদের উদ্ধারকর্তা নিজে এসে হাজির হয়েছেন। সেই অন্যায়কারীরা মোশিকে প্রচণ্ড অপমান করেছিল এবং তারা তাঁকে যত সম্ভব দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই মিসরীয়কে হত্যা করার মধ্য দিয়েই মোশির জীবনে মিসরীয়দের বিপক্ষে লড়াই করার আত্মা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। আর এই বিষয়টি মাথায় রেখেই সেই দুই ইস্রায়েল মোশিকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি এখন আমাকেও হত্যা করবে, যেভাবে কালকে ঐ মিসরীয়কে হত্যা করেছ? পদ ২৮। এর মাধ্যমে সেই ইস্রায়েল মোশির উপরে হত্যার অভিযোগ নিয়ে এসেছিল এবং তাঁকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, যার ফলে তিনি সহজেই মিসরীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নিশান উড়াতে পেরেছিলেন এবং ইস্রায়েলদের জন্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন ভালবাসা এবং মুক্তির নিশান। এই সময় মোশি পালিয়ে মাদিয়ানীয়দের দেশে চলে যান এবং এর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি কোনভাবেই আর ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন নি; তিনি একজন বিদেশী মানুষ হিসেবেই মিদিয়নে জীবন যাপন করতে থাকেন। সেখানে তিনি যিথ্রো নামক এক ব্যক্তির কন্যাকে বিয়ে করেন এবং দুই সন্তানের জনক হন, পদ ২৯।

এখন আসুন আমরা দেখি এই পদগুলো বলার পেছনে স্তিফানের উদ্দেশ্য কী ছিল।

১. তারা তাঁকে মোশির প্রতি ঈশ্বরনিন্দা করার দায়ে অভিযুক্ত করেছিল, যার উত্তরে তিনি সেই সমস্ত ঘটনার কথা বললেন, যেখানে এই যিহূদীদের পূর্বপুরুষেরা মোশির প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল, যার জন্য তাদের অবশ্যই লজ্জিত হওয়া উচিত এবং মোশির সম্মান রক্ষা করণার্থে স্তিফানের সাথে বিবাদ না করে এর জন্য নিজেদেরকে নম্র করা উচিত, যার প্রতি তাদের এত শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তা তাদের এভাবেই প্রকাশ করা উচিত।

২. তারা স্তিফানের প্রতি অত্যাচার করেছিল কারণ তিনি যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারকে সকল স্থানে প্রচার করছিলেন, যার বিপরীতে তারা মোশির আইন এবং বিধান প্রতিষ্ঠা

করতে চাইছিল: "কিন্তু," তিনি বললেন, "আপনাদের আগে অবশ্যই এই কথা শোনা উচিত,"

(১) "পাছে আপনারা যেন আপনাদের পূর্বপুরুষদের মত একই কাজ করে না বসেন, এমন একজনকে প্রত্যাখ্যান না করেন এবং দূরে ঠেলে না দেন, যাঁকে ঈশ্বর নিজে আপনাদের রাজা ও পরিত্রাণকর্তা হিসেবে মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন; আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, যদি আপনারা ইচ্ছাকৃতভাবে আপনাদের চোখ সেই আলোর দিকে বন্ধ করে না রাখেন, যে আলো আপনাদেরকে বলে দিচ্ছে যে এই যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর আপনাদেরকে মিসরের চেয়েও বড় ও খারাপ গোলামি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন। আমার কথা মন দিয়ে শুনুন, তাঁকে দূর করে দেবেন না, বরং তাঁকে একজন শাসক এবং আপনাদের উপরে একজন বিচারক হিসেবে গ্রহণ করুন।"

(২) "পাছে আপনারা ঠিক আপনাদের পূর্বপুরুষদের মত করে শাস্তি ভোগ না করেন, কারণ তারা তাদের দাসত্ব ভোগ করতে করতেই ন্যায্যভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল, কারণ তাদের উদ্ধার এর চল্লিশ বছরের আগে আসে নি। এটাই হবে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আপনারা সুসমাচারকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন এবং এই কারণে তা অযিহূদীদের কাছে দেওয়া হবে; আপনারা খ্রীষ্টকে পাবেন না এবং আপনারা কখনোই তাঁর কাছে যেতে পারবেন না, আর এভাবেই আপনাদের ধ্বংস নেমে আসবে।" মথি ২৩:৩৮, ৩৯।

প্রেরিত ৭:৩০-৪১ পদ

স্তিফান এখানে মোশির গল্প বলা চালিয়ে গেলেন এবং যে কেউ এ কথা বিচার করে নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে, এই সমস্ত কথায় তিনি মোশির বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করেছেন কি করেন নি; কারণ এর চেয়ে সম্মান দিয়ে আর কেউ মোশির সম্পর্কে আর কোন কথা বলতে পারবে না। এখানে আমরা দেখি:

ক. মোশি জ্বলন্ত ঝোপের মাঝে মহান ঈশ্বরের যে মহিমা এবং গৌরব দেখতে পেলেন (পদ ৩০): যখন চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল (যে সময়টা পুরোপুরিভাবে মোশি মিদিয়ন দেশে কাটিয়েছেন এবং তিনি তখনও তেমন বৃদ্ধ হন নি), সে সময় মোশি স্বর্গীয় আদেশ অনুসারে আত্মায় পূর্ণ হয়ে কাজ করার জন্য উপযোগী হলেন (যেমন করে আমরা এটা দেখতে পাই যে, ইস্‌হাক ছিলেন তাঁর পিতা মাতার কষ্টকর বছরগুলোর সান্ত্বনার ফসল বা পুরস্কার)। এখন এই আশি বছর বয়সে তিনি তাঁর সম্মান জনক পর্বে উপনীত হলেন, যে দায়িত্ব পালন করার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, আর তিনি এই চল্লিশ বছর নিজেকে আত্মত্যাগের মাঝে রেখেছিলেন এবং নিজেকে নিভৃতে রেখে দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. কোথায় ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিলেন: সি সীনয় নাই পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত প্রান্তরে, পদ ৩০। এবং যখন তিনি সেখানে মোশির সামনে উপস্থিত হলেন, সে সময় তা ছিল পবিত্র ভূমি (পদ ৩৩), যার কথা স্তিফান উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে তাদেরকে স্মরণ

করিয়ে দেওয়ার জন্য, যারা নিজেদেরকে মন্দিরের সদস্য হিসেবে গর্ববোধ করতো, কারণ তারা একে পবিত্র স্থান বলে মনে করতো, যেন তারা সেখানে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো। কিন্তু যেখানে ঈশ্বর মোশির সাথে দেখা করেছিলেন এবং তার সাথে কথা বলেছিলেন, মোশির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, সেই স্থানটি ছিল সীনয় মরু প্রান্তরের এক দূরতম অনির্দিষ্ট স্থান। তিনি তাঁর লোকদেরকে প্রান্তরে নিয়ে আসতে পারেন এবং সেখানে তাদের সাথে নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারেন।

২. কীভাবে তিনি মোশির সামনে আবির্ভূত হলেন: আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে (কারণ আমাদের ঈশ্বর এক সদা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি) এবং তথাপি তিনি একটি ঝোপের মধ্যে ছিলেন, যে ঝোপে আগুন জ্বলছিল, সেই ঝোপটি আগুনে পুড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তা পুড়ে যাচ্ছিল না। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মিসরে ইস্রায়েলীয়রা কি অবস্থায় রয়েছে তা এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (সেখানে বোঝা যায় যে, যদিও তারা জ্বলে পুড়ে কষ্ট পাচ্ছিল, তবুও তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল না), তাই হয়তো বা এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের একটি প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তাঁর সেই স্বভাব, অর্থাৎ মাংসে মূর্তিমান হওয়ার বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাঁর স্বর্গীয় ও মানবীয় স্বভাবের মধ্যকার সম্পর্ককে প্রকাশ করা হয়েছে: ঈশ্বর মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন, যেভাবে তিনি ঝোপের মাঝে আগুনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন।

৩. কীভাবে মোশি এই আগুনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন:

(১) তিনি এই দৃশ্য দেখে অবাক হলেন, পদ ৩১। এই দৃশ্য এতটাই হতবুদ্ধিকর ছিল যে, তিনি তাঁর মিসরীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে এর কোন সমাধান বের করতে পারছিলেন না। তিনি কৌতূহলের বশে এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন: আমি এখন আরেকটু কাছে যাব এবং এই দারুণ দৃশ্যটি ভাল করে দেখব; কিন্তু তিনি যতই কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি ততই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলেন।

(২) তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন এবং তিনি সেদিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিলেন, তিনি ঐ আগুনের দিকে সোজাসুজি তাকাতে ভয় পাচ্ছিলেন; কারণ তিনি খুব দ্রুত বুঝতে পারলেন যে, সেই আগুনটি কোন জ্বলন্ত ধুমকেতু বা কোন উল্কা পিণ্ড নয়, বরং এটি ছিল ঈশ্বরের স্বর্গদূত; এবং তিনি আর কেউ নন, ঈশ্বরের মহান চুক্তির স্বর্গদূত, মনুষ্যপুত্র নিজে। এর কারণে তিনি ভয়ে কম্পিত হলেন। স্তিফানকে মোশি এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল (প্রেরিত ৬:১১), যেন মোশি ছোটাখাট কোন একজন দেবতা ছিলেন; কিন্তু এই ঘটনা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, আমাদের আর সবার মতই তিনিও ঈশ্বরের অধীনস্থ একজন মানুষ ছিলেন এবং বিশেষভাবে তিনিও আর সবার মত করে ঈশ্বরকে ভয় পেতেন এবং ঈশ্বরের যে কোন স্বর্গীয় মহিমা ও গৌরবের দৃশ্য দেখে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হতেন।

খ. তিনি ঈশ্বরের চুক্তি সম্পর্কে যে ঘোষণা শুনেছিলেন (পদ ৩২): ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর তার

কাছে আসলো; কারণ শ্রবণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস আসে; আর এখানে ঠিক তাই ঘটেছিল: আমিই ইস্‌হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর; আর সেই কারণে:

১. "আমি যে আছি সেই আছি।" এ হচ্ছে সেই চুক্তি যা ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কয়েক যুগ আগে করেছিলেন, আমি তোমার ঈশ্বর হব, একজন সর্বময় ঈশ্বর। "এখন," ঈশ্বর বলছেন, "সেই চুক্তি এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে; তা বাতিলও করা হয় নি বা ভুলেও যাওয়া হয় নি, কিন্তু আমি যে আছি, সেই আছি, আমি অব্রাহামের ঈশ্বর এবং এখন আমি তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করব;" কারণ ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বর যত অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তাঁর উপরে যে সম্মান ও মর্যাদা আরোপ করার বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল অব্রাহামের সাথে কৃত ঈশ্বরের চুক্তির উপর নির্ভর করে এবং সেখান থেকেই এই চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে।

২. "আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকব।" কারণ যদি অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের মৃত্যু এই চুক্তি ভঙ্গ করতে না পারে, তাহলে আর কিছুই এই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারবে না এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার যে যোগসূত্র রচিত হয়েছে সেই যোগসূত্র ছিন্ন করতে পারবে না, (কারণ আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি যে, তা কখনোই সম্ভব নয়), আর তিনি চিরকাল যেমন ছিলেন তেমনই এক ঈশ্বর হয়ে থাকবেন:

(১) তাদের আত্মার কাছে, যা তাদের দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আমাদের পরিত্রাণকর্তা এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা প্রমাণ করেছেন, মথি ২২:৩১, ৩২। অব্রাহাম মারা গেছেন এবং তথাপি এখনও ঈশ্বর তাঁর ঈশ্বর হয়ে আছেন, তাই বলা যায়, ঈশ্বরের কাছে অব্রাহাম এখনও জীবিত আছেন। ঈশ্বর কখনোই এই পৃথিবীতে এমন কোন কিছু তাঁর জন্য করেন নি যার মধ্য দিয়ে তিনি এই প্রতিজ্ঞার সত্যিকার উদ্দেশ্য এবং পূর্ণ বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন, আর তা হচ্ছে তিনি অব্রাহামের ঈশ্বর; আর সেই কারণে নিশ্চয়ই তাঁর জন্য অপর পৃথিবীতে তা সম্পন্ন করা হবে। এখন, এই জীবন এবং অমরত্বের কথাই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে এবং আলোকপাত করা হচ্ছে, এর কারণ হচ্ছে সদ্দূকীদের যে অবিশ্বাস আছে তাকে ভেঙ্গে দেওয়া, যারা এ কথা অস্বীকার করে। সেই কারণে যারা সুসমাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং এর বিরোধী মতবাদ প্রচার করেছিল, তারা কখনোই মোশির বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করে নি, বরং এর থেকে শত হাত দূরে ছিল, যেহেতু তারা মোশিকে অকল্পনীয় সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো এবং ঈশ্বর নিজেও জ্বলন্ত ঝোপের মাঝে দর্শন দিয়ে মোশিকে গৌরবান্বিত করছেন।

(২) তাদের সন্তানদের কাছে। ঈশ্বর এভাবে নিজেকে তাদের ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের সন্তানদের প্রতি তার দয়া ও করুণার কথা বুঝিয়েছেন এবং তাদেরকে এটি বুঝিয়েছেন যে, তাদের পূর্বপুরুষদের জন্যই তাদেরকে ভালবাসা দেওয়া হয়েছে, রোমীয় ১১:২৮; দ্বি. বি. ৭:৮। এখন সুসমাচারের প্রচারকেরা এই চুক্তির উপরে প্রচার করছেন, যে প্রতিজ্ঞা স্থাপিত হয়েছিল ঈশ্বর কর্তৃক তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে, যে প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করে ইস্রায়েলের বারো বংশ ঈশ্বরকে সেবা করার জন্য নিজেদেরকে

উৎসর্গ করেছিল, প্রেরিত ২৬:৬, ৭। আর তারা এই পবিত্র স্থান এবং আইনকে রক্ষা করার অজুহাতে সেই চুক্তির বিরোধিতা করেছে যা অব্রাহাম এবং তাঁর সন্তানদের সাথে সাধন করা হয়েছিল, তাঁর আত্মিক সন্তানদের সাথে, যখনও এই আইন প্রবর্তন করা হয় নি, যখনও এই পবিত্র স্থান নির্মাণ করা হয় নি। যেহেতু ঈশ্বরের মহিমা সব সময়কার জন্য অবশ্যই অগ্রগামী এবং আমাদের গৌরব মহিমাকে সব সময়কার জন্য নীরব করে রাখা হয়েছে, সেই কারণে ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি কৃত চুক্তি অনুসারে আমাদেরকে পরিত্রাণ প্রদান করবেন, আইন অনুসারে নয়। যে যিহূদীরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে অত্যাচার করতো, তারা এই ধারণা নিয়ে থাকত যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা আইনের অবমাননা ও ঈশ্বরনিন্দা করছে, তাই তারা এই অন্ধ ধারণা থেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে দূরে ঠেলে দিত এবং এই কারণে সুসমাচারের সকল দয়া ও অনুগ্রহ তাদের উপর থেকে সরে গিয়েছিল।

গ. ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য মোশিকে যে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। যিহূদীরা মোশিকে খ্রীষ্টের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল এবং স্তিফানকে একজন ঈশ্বরনিন্দাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল, কারণ তিনি তাদের মত কাজ করেন নি। কিন্তু স্তিফান এটি দেখিয়েছিলেন যে, মোশি ছিলেন খ্রীষ্টের একজন উত্তম প্রতিচ্ছবি, যেমন তিনি ছিলেন ইস্রায়েলের উদ্ধারকর্তা। যখন ঈশ্বর নিজেকে অব্রাহামের ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করলেন তখন তিনি এসব কিছুর অনুমোদন দান করেছিলেন:

১. তিনি মোশিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদেশ করলেন: "তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল। নীচ এবং শীতল এবং সাধারণ চিন্তা নিয়ে তুমি আমার সামনে এসো না। খালি পায়ে এখানে এসো, উপদেশক ৫:১। ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য তাড়াহুড়ো কোরো না; বরং শান্তভাবে এবং নম্রভাবে তার কাছে এসো।"

২. মোশিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র একটি দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি আদেশ করলেন: যখন তিনি পা থেকে জুতা খুলে প্রস্তুত হলেন আদেশ গ্রহণ করার জন্য, তখন ঈশ্বর তাঁকে আদেশ করলেন। তাঁকে এই আদেশ দেওয়া হল, যেন তিনি ফরৌণের কাছ থেকে ইরাইল জাতির জন্য মুক্তি চান এবং তাদেরকে ফরৌণের দেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন এবং তাঁর এই ইচ্ছা যেন সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেন, পদ ৩৪। লক্ষ্য করুন:

(১) ঈশ্বর তাদের কষ্ট ভোগ এবং তাদের কষ্ট ভোগের অনুভূতি এই দুইয়ের ব্যাপারে লক্ষ্য করুন: আমি দেখেছি, আমি তাদের যন্ত্রণা দেখেছি এবং তাদের আর্তনাদ শুনেছি। ঈশ্বর তার মণ্ডলীর যন্ত্রণা ও কষ্টের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ ও মনোভাব পোষণ করেন এবং তার লোকদের যন্ত্রণা কাতর চিৎকার শুনে তিনি ব্যথিত হন; আর তাই তাঁর লোকদের মুক্ত করার জন্য তাঁর দয়া জাগ্রত হয়েছে।

(২) তিনি তাদেরকে মোশির হাত দিয়ে মুক্ত করে আনার ব্যাপারে যেভাবে দৃঢ় চিত্ত ধারণ করেছিলেন: আমি তাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছি। এতে করে আমাদের মনে হতে পারে

যে, যদিও ঈশ্বর সকল স্থানেই উপস্থিত থাকেন, তবুও তিনি এখানে ইস্রায়েলদের উদ্ধার করে আসার জন্য নেমে আসার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন এটি বোঝানোর জন্য যে, এই উদ্ধার ছিল যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ দানের প্রতীকী প্রকাশ, যিনি আমাদের জন্য, মানুষের পাপ থেকে মুক্তি দানের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন; যিনি নেমে অবরোহন করেন তাকে নিশ্চয়ই আগে আরোহণ করতে হয়। মোশিকেই এই দায়িত্বে নিয়োজিত করা প্রয়োজন ছিল: এসো এবং আমি তোমাকে মিসরে প্রেরণ করব; এবং যদি ঈশ্বরের নিজে তাঁকে প্রেরণ করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে অবস্থান করবেন এবং তাঁকে সফলতা দান করবেন।

ঘ. এই দায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁর যে কাজ করতে হতো, যেখানে তাঁকে খ্রীষ্টের একজন প্রতিচ্ছবি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে এবং স্তিফান এখানে আবারও সেই সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, আর তা হচ্ছে কীভাবে মোশিকে যিহূদীরা অগ্রাহ্য করেছিল এবং তাঁকে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। তারা চায় নি যে, মোশি তাদের উপরে কর্তৃত্ব করবেন এবং তারা তাদের এই উদ্ধারের ব্যাপারেও তেমন কোন আগ্রহ দেখায় নি।

১. তারা সেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করেছিল, যে ঈশ্বর নিজে মোশির উপরে সম্মান আরোপ করেছিলেন (পদ ৩৫): এই যে মোশিকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল (যার সদয় প্রস্তাব এবং উত্তম কাজকে তারা তিরস্কার ও ব্যঙ্গ করে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, কে তোমাকে আমাদের উপরে শাসনকর্তা এবং বিচারক করে পাঠিয়েছে? তুমি তোমার উপরে অনেক বেশি চাপ নিয়ে ফেলেছ, লেবির সন্তান, (গণনা ১৬:৩), এই একই মোশিকে ঈশ্বর একজন শাসক হিসেবে এবং একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যাঁকে তিনি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য দিয়ে দর্শন দান করেছিলেন। এখন, এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, স্তিফান মহাসভার কাছে এই বিষয়টি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, যে যীশুকে এখন তারা প্রত্যাখ্যান করছে, একইভাবে তারা, অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষরাও মোশিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যিনি তাদের জন্য মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তারা এখন বলছে, কে তোমাকে আমাদের জন্য ভাববাদী এবং রাজা করে পাঠিয়েছে? কে তোমাকে এই সমস্ত কাজ করার অনুমতি দান করেছে? ঈশ্বর নিজেই যীশুকে প্রেরণ করেছেন একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে, একজন শাসনকর্তা হিসেবে এবং একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে, যা প্রেরিতগণ তাদের কাছে এর আগেই বলেছেন (প্রেরিত ৫:৩০. ৩১), আর তা হচ্ছে, যে পাথর রাজমিস্ত্রিরা অগ্রাহ্য করে দিয়েছিল, সেই পাথরটিই সবচেয়ে দরকারি পাথর হয়ে উঠল, প্রেরিত ৪:১১।

২. ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন এবং তিনি তাদের সেবা করার জন্য অত্যন্ত অগ্রগামী ছিলেন, যদিও তাঁরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বর নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাদেরকে তাঁর সেবা কাজ করা থেকে বাদ দিয়ে দেবেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ন্যায্যভাবেই তাদেরকে অস্বীকার করবেন; কিন্তু এর সবকিছুই ভুলে যাওয়া হবে, তাদেরকে এর জন্য অভিযুক্ত করা হবে না, পদ ৩৬। তিনি তাদেকে উদ্ধার করে বের করে নিয়ে আসবেন, তবে প্রথমেই নয়, আগে তিনি মিসর দেশে বেশ কিছু আশ্চর্য কাজ

এবং চিহ্ন কাজ দেখাবেন (যা পরবর্তীতে তাদের মুক্তির পথ সুগম করে দেবে, কারণ তাদের মুক্তির জন্য এ ধরনের কোন একটি ঘটনার প্রয়োজন ছিল)। তিনি তাদেরকে লোহিত সাগরে এবং মরু প্রান্তরেও চল্লিশ বছর ধরে আশ্চর্য কাজ দেখাবেন। তাই স্তিফান কখনোই মোশির বিরুদ্ধে এই বলে ঈশ্বরনিন্দা করেন নি, বরং তিনি সবসময় তাকে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র হিসেবে শ্রদ্ধা করে এসেছেন, কারণ ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতাশালী হাত তাকে স্পর্শ করেছিল বলেই তিনি পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হিসেবে এখনও স্বীকৃত হয়ে আছেন।

৬. খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহ সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, পদ ৩৭। তিনি কেবলমাত্র খ্রীষ্টের একজন প্রতিরূপ ছিলেন না (অনেকেই হয়তো বা তার দিনের উপরে সঠিক দৃষ্টি দান করে নি), কিন্তু মোশি তাঁর কথা বলেছিলেন (পদ ৩৭): এ হচ্ছে মোশি, যে ইস্রায়েলের সন্তানদের সাথে কথা বলছে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে ঈশ্বরের একজন ভাববাদীর উদয় হবে। এই কথা এমন একজন মানুষের বিষয়ে বলা হচ্ছে, যাঁকে ঈশ্বর মহান অনুগ্রহ এবং সম্মান দান করেছেন (শুধু তাই নয়, কারণ তাঁকে অন্য যে কারও চেয়ে অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে), আর তারই মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে এই সংবাদ প্রদান করা হল যে, এই পৃথিবীতে ইস্রায়েলদের জন্য এক মহান ভাববাদীর উদয় হবে, আর এভাবেই তাদের মধ্যে সেই আশা জাগ্রত রাখা হয়েছে, যেন তারা আশা নিয়ে ঈশ্বরের অনুগত হিসেবে সবসময় তাঁর সেবা করে যায়। যখন মিসর থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার বিষয়ে বলা হয়েছে তখন তাঁর উপরে এই সম্মান আরোপ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই হচ্ছেন মোশি, যাত্রাপুস্তক ৬:২৬। আর এখানেও সেভাবে বলা হচ্ছে, এই হলেন মোশি। এখন স্তিফানের উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট অবশ্যই আইনগত সমস্ত রীতি-নীতি পরিবর্তন করবেন এবং তিনি মোশির সমস্ত আইন কানুনের কিছুই মুছে দেবেন না, বরং তা পরিপূর্ণ করবেন, যা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এর আগেই বলা হয়েছে, যা খ্রীষ্ট আগেই তাদেরকে বলেছেন, তারা যদি মোশিকে বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকেও তাদের বিশ্বাস করা উচিত, যোহন ৫:৪৬।

১. মোশি তাদের কাছে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে এ কথা বলেছিলেন, যখন সময় তার পূর্ণতা লাভ করেছিল, আর তা হচ্ছে তিনি হবেন তাঁরই মত একজন (দ্বি. বি. ১৮:১৫, ১৮),– একজন শাসক, একজন উদ্ধারকারী, একজন বিচারক এবং একজন আইন প্রণেতা, ঠিক মোশির মত– যিনি মোশির দেওয়া যে কোন প্রথা বা আইনের পরিবর্তন সাধন করার অধিকার রাখেন এবং তিনি আরও উত্তম আশা প্রদান করতে পারেন, যেভাবে তিনি একটি উত্তম নিয়মের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২. তিনি তাদেরকে সেই ভাববাদীর কথা শোনার জন্য আদেশ করেছেন, তিনি তাঁর আদেশ পালন করার জন্য তাদেরকে বলেছেন, তিনি তাদের প্রথা ও আইন-কানুনে যে সমস্ত পরিবর্তন আনবেন তা গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন এবং তাদের সমস্ত কিছু তার কাছে সমর্পণ করতে আদেশ করেছেন; "আর এভাবেই তোমরা মোশিকে

এবং তাঁর আইনকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করতে পার, যিনি বলেছেন, তাঁর কথা শোনো; এবং স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন প্রদানের মধ্য দিয়ে তোমরা অবশ্যই এই আদেশের নিশ্চয়তা লাভ করবে, আর তা হচ্ছে খ্রীষ্টের রূপান্তর এবং তাঁর নীরবতার মধ্য দিয়ে এ সম্পর্কে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে," মথি ১৭:৫।

চ. মোশি ইস্রায়েলের লোকদের জন্য যে স্মরণীয় সেবা কাজ করে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি তাদেরকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য একজন মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, পদ ৩৮। এবং এখানে তিনি নিজে খ্রীষ্টের একজন প্রতিরূপ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন, যিনি নিজেকে তেমন বড় করে উপস্থাপন করেন নি এবং তিনি ঈশ্বরনিন্দা করে এ কথাও বলেন নি যে, "মোশি আমাদের কাছে যে প্রথা ও রীতি-নীতি দান করে গেছেন তা পরিবর্তন করার অধিকার তাঁর আছে।" এটি বরং মোশির জন্য সম্মানের বিষয় যে:

১. তিনি মরু প্রান্তরের মধ্যে সেই মণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন; তিনি এ্ পুরো চল্লিশ বছর সব ধরনের কাজে নেতৃত্ব দান করেছেন, যিনি ছিলেন যিশুরূণের রাজা, দ্বি. বি. ৩৩:৫। ইস্রায়েলের ছাউনিকে এখানে অভিহিত করা হয়েছে মরু প্রান্তরে অবস্থিত মণ্ডলী হিসেবে; কারণ সেটি ছিল এক পবিত্র সমাজ, যদিও তা যথার্থভাবে তৈরি হয় নি, যা সঠিকভাবে গঠিত হয়েছিল কেনান দেশে যখন তারা এসে পৌঁছেছিল তখন, কিন্তু এই স্থানে আমরা এখন প্রত্যেকে নিজ নিজ দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা করছি, তোমরা তদ্রূপ করবে না, দ্বি. বি, ১২:৮, ৯। মোশির জন্য এটি সম্মানের বিষয় যে, তিনি সেই মণ্ডলীতে ছিলেন এবং তা বার বার ধ্বংস হয়ে যেত, যদি না মোশি তাদের মধ্যস্থতাকারী এবং নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন না করতেন। কিন্তু খ্রীষ্ট আরও মহান এবং গৌরবান্বিত এক মণ্ডলীর পুরোহিত ও পরিচালনা দানকারী, মরু প্রান্তরে যে মণ্ডলী ছিল তার থেকে এ আরও মহান ও মহিমান্বিত এক মণ্ডলী।

২. তিনি সেই স্বর্গদূতের দর্শন পেয়েছিলেন, যিনি সীনয় মরু প্রান্তরে তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন এবং যিনি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে দর্শন দান করেছিলেন– তিনি চল্লিশ দিন একটানা সেই পবিত্র পর্বতের উপরে তাঁর সাথে অবস্থান করেছিলেন, তিনি সেখানে সেই চুক্তির ও প্রতিজ্ঞার স্বর্গদূতের সাথে কথা বলছিলেন, তিনি ছিলেন মীখায়েল। মোশি ঈশ্বরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট যতটা ছিলেন ততটা নন, কারণ তিনি যীশু খ্রীষ্টের মত অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের ক্রোড়ে ছিলেন না। কিংবা এই কথাগুলোকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: মোশি প্রান্তরে অবস্থিত সেই মণ্ডলীর সাথে ছিলেন; কিন্তু তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন সেই স্বর্গদূতের সাথে যিনি সীনয় পর্বতে মোশিকে দেখা দিয়েছিলেন এবং সেই জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যেও তিনি তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন; কারণ সীনয় পর্বতের ঘটনায় এমনটাই বলা হয়েছে (পদ ৩০) যে, সেই স্বর্গদূত তাঁর সামনে গেলেন এবং তাঁকে পরিচালনা দান করলেন, নতুবা তিনি একা নিশ্চয়ই সেই সমগ্র ইস্রায়েল জাতিকে এভাবে পরিচালনা দান করতে পারতেন না; এ সম্পর্কেই ঈশ্বর নিজে বলেছেন (যাত্রাপুস্তক ২৩:২০), আমি একজন স্বর্গদূতকে প্রেরণ করছি তোমাদের কাছে এবং যাত্রাপুস্তক ৩৩:২ পদে। সেই সাথে দেখুন গণনা ২০:১৬ পদ। তিনি সেই মণ্ডলীতে সেই

স্বর্গদূতের সাথে ছিলেন, যাঁকে ছাড়া তিনি নিশ্চয়ই মণ্ডলীতে পুরোহিতত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না; কিন্তু খ্রীষ্ট নিজেই একজন স্বর্গদূতের চেয়ে বেশি কিছু, যিনি সেই প্রান্তরে স্থিত মণ্ডলীতে ছিলেন, আর সেই কারণে মোশির চেয়ে তাঁর অধিকার এবং ক্ষমতা অনেক গুণে বেশি।

৩. তিনি সেই জীবন্ত বাণী লাভ করেছিলেন, যা তাঁর উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছিল; তা শুধুমাত্র সেই দশ আজ্ঞা ছিল না, কিন্তু অন্যান্য নির্দেশনা এবং দশ আজ্ঞা যা ঈশ্বরের মোশিকে দান করেছিলেন এবং তা ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে প্রকাশ করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

(১) ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে তাঁর বাণী, যা সুনিশ্চিত এবং অব্যর্থ এবং এর কর্তৃত্ব এবং দায়বদ্ধতা প্রশ্নাতীত; তাদেরকে এই বাক্য ঈশ্বরের বাণী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং অবশ্যই তাদেরকে এর সমস্ত শর্তাবলী এবং সমস্ত আদেশ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

(২) এই বাক্য হচ্ছে জীবন্ত বাণী, কারণ এই বাণী এসেছে জীবন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে, কোন বোবা এবং মৃত প্রতিমার কাছ থেকে নয়, যার পূজা করে থাকে অযিহূদীরা। ঈশ্বরের নিকট থেকে যে বাক্য নির্গত হয়, তাতে আছে আত্মা এবং জীবন; মোশির আইন যে জীবন দান করতে পারে তা নয়, কিন্তু তা সেই পথ দেখিয়ে দেয়, যে পথে গেলে জীবন লাভ করা যাবে: তোমরা যদি জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে এই আইন সকল মান্য কর।

(৩) মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই সকল বাণী গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তা বাণীর মত করে নয়, বরং তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আদেশ পেয়েছেন তা পরিষ্কার ভাষায় তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

(৪) তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে জীবন্ত বাণী গ্রহণ করেছিলেন তা তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে তাঁর লোকদের কাছে দান করেছিলেন, যাতে করে তিনি তা পালন করা হয় এবং সংরক্ষণ করা হয়। এটি ছিল যিহূদীদের প্রধান সুবর্ণ সুযোগ যে, তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণীসমূহ প্রকাশ করা হয়েছিল। মোশি তাদেরকে যেহেতু সেই রুটি দান করেন নি, তাই তিনি তাদেরকে স্বর্গ থেকে সেই আইনও দেন নি (যোহন ৬:৩২), কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তাদের কাছে তা দান করেছেন; আর তিনি তাদেরকে সেই সমস্ত প্রথা এবং আইন প্রদান করেছেন, তা দাস মোশিকে প্রদান করেছেন, যা নির্দিষ্ট সময় হলে পর তাঁর পুত্র যীশু নিজে এসে তা পরিবর্তন করবেন, যিনি নিজে মোশির চেয়ে আরও অধিক এবং আরও জীবন্ত বাণী গ্রহণ করবেন, আর এতে করে মোশি নিশ্চয়ই আর বেশি সন্তুষ্ট হবেন।

ছ. এই সমস্ত কথা বলা শেষ করার পর তিনি আবারও সেই অভিযোগের বিষয়ে ফিরে গেলেন, যে অভিযোগে লোকেরা তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল। যারা স্তিফানকে মোশির বিষয়ে ঈশ্বরনিন্দা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, তারা নিজেরাই ভাল বলতে পারবে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা মুসার সাথে কেমন আচরণ করেছিল এবং কীভাবে তারা তাদের

পূর্বপুরুষদের পদচিহ্ন ধরে এখন পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে।

১. তারা তাঁকে মান্য করতো না, বরং তাঁকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করলো, পদ ৩৯। তারা তাঁর বিপক্ষে কথা বলত, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতো, তাঁর আদেশ মানতে অস্বীকার করতো এবং অনেক সময় তারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারতে যেত। মোশি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে একটি উত্তম আইন দান করেছিলেন, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে এটি ফুটে ওঠে যে, এর মধ্য দিয়ে তারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে নি (ইব্রীয় ১০:১), কারণ তাদের অন্তরে ছিল মিসরে আবারও ফিরে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা এবং তারা সেখানে পিঁয়াজ ও রসুন দিয়ে তৈরি করা খাবার খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, যা তারা এই প্রান্তরে অবস্থান কালে মান্না খাওয়ার আগে মিসরে বসে খেত। মোশি তাদেরকে যে মান্না দান করেছিলেন কিংবা তাদেরকে কেনান দেশের দুধ ও মধু খাওয়ার যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তার প্রতি তারা একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করে নি। লক্ষ্য করুন, মোশির প্রতি তাদের সুপ্ত ঘৃণা এবং মিসরীয়দের প্রতি তাদের গুপ্ত অনুরাগ, যদি এই ভাষায় তা বলা যায়। কার্যত তাদের মনের ভেতরে ছিল মিসরে ফিরে যাওয়ার সুপ্ত ইচ্ছা। অনেকেই যারা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করে কেনান দেশে যাওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত মনোভাব দেখাচ্ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে মিসরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিল, যা সদোমে লোটের স্ত্রীর মত ইচ্ছা ছিল, আর যাদের অন্তরে এই ধরনের চিন্তা রয়েছে তাদেরকে ঈশ্বর উৎসন্ন করবেন, কারণ তাদের দিকে তিনি এভাবেই দৃষ্টিপাত করেন। এখন, মোশি তাদেরকে যে রীতি-নীতি ও আইন-কানুন দান করেছেন তা যদি তাদেরকে পরিবর্তিত করতে না পারে, তাহলে এত বিস্ময়ের কী আছে যে, খ্রীষ্ট এসে সেই আইনকে পরিবর্তিত করবেন এবং তাদেরকে উপাসনার জন্য আরও আত্মিক ও পবিত্র পন্থা সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন!

২. তারা ঈশ্বরকে উপাসনা করার বদলে একটি স্বর্ণের বাছুর তৈরি করেছিল এবং ঈশ্বরের বদলে সেই বাছুরকেই তারা সমস্ত পূজা অর্চণা করতে লাগল, আর তা ছিল মোশির প্রতি এক মহা অপমান ও অবজ্ঞা: কারণ এই বাছুর তৈরি করার পেছনে তাদের যে চিন্তা কাজ করেছিল তা হচ্ছে, “আর এই যে মোশি, যে আমাদেরকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে, আমরা জানি না তার কী হয়েছে; তাই চল আমরা আমাদের জন্য স্বর্ণের দেবতা নির্মাণ করি;” যেন সেই স্বর্ণের বাছুরকে দিয়ে তারা মোশির অভাব মেটাবে এবং সেই মূর্তি যেন তাদেরকে প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য সক্ষম ছিল। তাই তারা সেই সময়ে একটি বাছুর তৈরি করলো, যখন তাদের কাছে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, আর তারা সেই প্রতিমার কাছে উৎসর্গ নিবেদন করেছিল এবং তাদের নিজেদের হাতের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দ করেছিল। তারা তাদের নতুন দেবতা পেয়ে কি খুশিই না হয়েছিল, যখন তারা বসে ভোজন পান করছিল, তারা বাদ্য বাজনা করছিল! এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে একটি বিরাট ব্যাপার ছিল যার উপরে আইনের কোন হাত ছিল না, কারণ মাংসিক স্বভাবের কাছে তা একান্তই দুর্বল; তাই এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য একটি উপযুক্ত হাতের প্রয়োজন ছিল এবং সে মোটেও মোশির বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দাকারী নয়, যে এ কথা বলে যে, যীশু খ্রীষ্ট এসে এই আইনকে পূর্ণতা দান

করেছেন।

প্রেরিত ৭:৪২-৫০ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দু'টো বিষয় দেখতে পাই:

ক. স্তিফানকে মহাসভার নেতৃবর্গ ও বিচারকদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিমা পূজার জন্য তিরস্কার করেন, যে কাজের জন্য ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন, যখন তারা সেই স্বর্ণের বাছুরকে পূজা করেছিল; আর এটি হচ্ছে সকল প্রকার পাপের শাস্তির মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক শাস্তি, কারণ অযিহূদীদের প্রতিমা পূজার জন্যই ঈশ্বর তাদেরকে এতটা অপছন্দ করতেন। যখন ইস্রায়েলীয়রা প্রতিমা পূজা করতে শুরু করলো, সেই স্বর্ণের বাছুরের পূজা করতে লাগল, যা বাল পিয়োরের খুব একটা পরে নয়, তখন ঈশ্বর বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে এই কাজ চালিয়ে যেতে দাও (পদ ৪২): এরপর ঈশ্বর ঘুরলেন এবং তাদেরকে স্বর্গের তারাদের উপাসনা করতে দিলেন। তিনি বিশেষভাবে তাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, যাতে করে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে না আসে এবং তাদেরকে এই কাজ না করার পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন; কিন্তু যখন তারা একবার এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল, তখন তিনি তাদের উপর থেকে মন উঠিয়ে নিলেন; তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে তারা নিজেদেরকে পরিচালনা দান করেছিল, এতে করে তারা ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং তারা নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে চলছিল এবং তারা তাদের সেই দেব দেবতার মূর্তি নিয়ে এমন যথেচ্ছাচার শুরু করেছিল এবং কাজকর্মে নোংরামি ছিল, যা কেউ কখনো চিন্তাও করে নি, কিংবা কোন জাতির মধ্যেও এমনটা আর দেখা যায় নি। এর সাথে তুলনা করুন দ্বি. বি. ৪:১৭ এবং যিরমিয় ৮:২। এই ঘটনার কারণে তিনি আমোস ৫:২৫ পদ থেকে একটি অংশ পাঠ করলেন, কারণ তাদের নিজেদের চরিত্র ও ধ্বংসের কথা পুরাতন নিয়মেরই একজন ভাববাদীর উদ্ধৃতি থেকে বললে তা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

১. কারণ তারা তাদের নিজেদের ঈশ্বরের জন্য মরুভূমিতে উৎসর্গ করে নি (পদ ৪২): তোমরা কি চল্লিশ বছরের মধ্যে একবারও আমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত পশু এবং দ্রব্য সামগ্রী উৎসর্গ করেছিলে? না; এই পুরোটা সময় ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ করার প্রথা একেবারেই স্থগিত ছিল; এমন কি তারা দ্বিতীয় বছর থেকে আর উদ্ধার-পর্ব পালন করে নি। এটি ছিল তাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের এই অস্থিতিশীল অবস্থায় তাদেরকে আর এই ধর্মীয় রীতি পালনের জন্য জোর করেন নি বা বাধ্য করেন নি; কিন্তু এরপর তিনি তাদেরকে এটি বোঝার শক্তি দিয়েছেন যে, কত না মন্দভাবে তারা ঈশ্বরের বদলে প্রতিমা ও দেব-দেবতার পূজা করেছে। এটি একই সাথে তাদের সেই উৎসাহের প্রতি পরীক্ষা, যে উৎসাহ তারা মোশি তাদেরকে যে রীতি-নীতি দিয়েছেন তার প্রতি প্রদর্শন করতো এবং সেগুলোকে পরিবর্তন করতে চাওয়ায় এই যীশুর প্রতি তাদের ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল, অথচ তারা নিজেরাই এই সমস্ত আইন-কানুন হাতে পাওয়ার চল্লিশ বছর পরেও এই রীতি নীতির কোনটিই যথার্থভাবে পালন করে নি।

২. কারণ তারা কেনানে ফিরে আসার পরও অন্যান্য দেবতার কাছে উৎসর্গ করেছিল (পদ ৪৩): তোমরা মোলকের তাঁবুতে গিয়েছিলে। মোলক ছিল আম্মোনের সন্তানদের দেবতা, যার কাছে তারা নিষ্ঠুরভাবে তাদের শিশু সন্তানদেরকে উৎসর্গ দিত, যার মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারকে মহা আতঙ্ক এবং শোক ছাড়া আর কিছুই দিতে পারত না; তথাপি তারা এই বিকৃত চর্চা শুরু করেছিল, যখন ঈশ্বর তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রকৃতপক্ষে কাকে তাদের উপাসনা করা উচিত। দেখুন ২ বংশাবলি ২৮:৩। নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে কঠিন ভ্রান্তি, যার মধ্যে মানুষ অনেক সময় পতিত হয় এবং এটি হচ্ছে অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে শয়তানের ক্ষমতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত, আর সেই কারণে এখানে প্রতীকীরূপে এর কথা বলা হয়েছে: হ্যাঁ, তোমরা মোলকের তাঁবুতে প্রবেশ করলে, এমন কি তোমরা সেই কাজে নিজেদেরকে যুক্ত করলে, তোমরা আকাশের বাহিনীদের দেবতা এবং সূর্য দেবতা রিফনের পূজা করা শুরু করলে। অনেকে মনে করেন রিফন শব্দটি দ্বারা চাঁদকে বোঝানো হয়, যেন মোলক দ্বারা বোঝানো হয় সূর্য; অন্যরা মনে করেন এর দ্বারা বোঝানো হয় শনিকে, কারণ শনি গ্রহের সিরীয় এবং পার্সীয় নাম হচ্ছে রিফন। সেপ্টুয়াজিন্টে একে বলা হয়েছে কীয়ূন, যা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত একটি নাম। তাদের কাছে এমন কিছু চিত্র পাওয়া গেছে যা তারকা প্রকাশ করে, যেমন দিয়ানা দেবীকে প্রকাশ করতে রূপালী রঙের কোন একটি প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হতো, এখানে বলা হয়েছে সেই মূর্তিদ্বয়, যা তারা পূজা কর-ার জন্য গড়ে তুলেছিল। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, তাদের এমন কিছু মূর্তি ছিল যা সম্পূর্ণ তারকা রাজিকে প্রকাশ করতো, যার মধ্যে ছিল সমস্ত ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্র, আর এগুলোকেই একত্রে বলা হতো রিফন্– “উচ্চ স্থানের প্রতিমূর্তি,” তা ছিল অনেকটা আকাশের মানচিত্রের মত; প্রতিমা হিসেবে পূজা করার জন্য এ এক অত্যন্ত দুর্বল প্রতিমূর্তি ছিল, তবে তা অন্ততপক্ষে স্বর্ণের বাছুরের চেয়ে ভালই ছিল! এখন এই কারণে তাদেরকে এই হুমকি দেওয়া হল যে, আর আমি তোমাদেরকে বাবিলের ওদিকে নির্বাসিত করবো। আমোস পুস্তকে বলা হয়েছে দামেস্কের ওদিকে, এর অর্থ হচ্ছে বাবিলে, যা উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু স্তিফান এখানে তা পরিবর্তিত করেছেন, কারণ তিনি সেই দশ বংশের বন্দীদের কথা স্মরণ করেছেন, যাদেরকে বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গোষণ নদী পার করে এবং মাদিয়নীদের শহরে, ২ রাজাবলি ১৭:৬। সেই কারণে এটিকে অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় বলে মনে করা উচিত না যে, তারা এই স্থানের ধ্বংস সম্পর্কে শুনতে পাবে, কারণ তারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মুখে এই কথা অসংখ্যবার শুনেছে, যাদেরকে দুষ্ট রাজারা ছাড়া আর কেউই ঈশ্বরনিন্দাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে নি। যিরমিয়ের বিতর্কে এটি লক্ষ্য করা হয়েছে যে, মীখা যদিও বা বলেছিলেন যে, সিয়োনকে লাঙ্গল চালানোর মত করে চাষ করা হবে, তথাপি তাঁকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয় নি, যিরমিয় ২৬:১৮, ১৯।

খ. মন্দির সম্পর্কে তাঁর বলা কথার প্রেক্ষিতে তাঁর উপরে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তিনি বিশেষ করে সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি এই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা উচ্চারণ করেছেন, পদ ৪৪-৫০। তাঁকে এই কথা বলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে, যীশু এই পবিত্র স্থান

ধ্বংস করে ফেলবেন: "যদি আমি তা বলেই থাকি, তবে তাতে কী?" (স্তিফান বললেন) "ঈশ্বরের মহিমা কখনোই এই পবিত্র স্থানের মহিমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরং তা চিরকালের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা কেউই স্পর্শ করতে পারবে না, যদিও এই স্থান ধূলার সাথে মিশে যাবে" কারণ:-

১. "আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরু প্রান্তরে ভ্রমণ করার সময় থেকে শুরু করে কেনান দেশে আসার আগ পর্যন্ত উপাসনা করার জন্য কোন স্থায়ী জায়গা খুঁজে পান নি; আর তথাপি আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই বহু বহু বছর আগে মরু প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সময় যেখানে যেখানে তারা তাঁবু টাঙ্গাতেন, সেখানেই তাদের তাঁবুর সামনে বেদী তৈরি করে সেখানে উৎসর্গ করতেন এবং উপাসনা করতেন। তারা উন্মুক্ত স্থানে খোলা আকাশের নিচে তা করতেন– *sub dio*। আর যিনি সেই সময়ে এবং পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে প্রাচীনতম সময়ে কোন পবিত্র স্থান ব্যতীত উপাসনা গ্রহণ করতে পারতেন, তিনি নিশ্চয়ই এখনও যখন এই স্থান ধ্বংস হয়ে যাবে, সে সময় কোন ব্যত্যয় ছাড়াই তাঁর গৌরব ও মহিমা ধরে রাখতে সক্ষম হবেন।"

২. প্রথমে পবিত্র স্থান ছিল একটি তাঁবু, যা ছিল বসবাসের জন্য নিম্নমানের এবং বহনযোগ্য, এর স্থায়িত্ব ছিল স্বল্প সময়ের জন্য এবং তা বেশি দিনের জন্য বানানো হতো না। তাহলে কেন এই পবিত্র স্থান, যা যদিও পাথর দিয়ে তৈরি, তা এক সময় তার শেষ সময়ে উপনীত হবে এবং এর চেয়ে ভাল কোন কিছুকে স্থান করে দেবে, যা হতে পারে কোন পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি করা তাঁবু? যেহেতু তাঁবু সরে গিয়ে মন্দিরের সুরম্য অট্টালিকা ঈশ্বরকে অসম্মানিত করে নি, বরং সম্মানিত করেছিল, সেক্ষেত্রে এখন এই জাগতিক উপাসনালয় সরে গিয়ে আত্মিক উপাসনালয়কে জায়গা করে দেওয়ার কথা বললে কেন তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করা হবে? কারণ এক সময় এই আত্মিক উপাসনালয় জায়গা করে দেবে অনন্তকালীন উপাসনালয়কে।

৩. সেই আবাস-তাঁবু ছিল একটি সাক্ষ্যের তাঁবু, তা ছিল যে সমস্ত মঙ্গল সাধিত হবে সে সবের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি, ঈশ্বর নিজে যে প্রকৃত আবাস-তাঁবুর ভিত্তি গড়বেন, মানুষ নয়, সেই তাঁবুর প্রতিকৃতি, ইব্রীয় ৮:২। এটি ছিল একই সাথে আবাস-তাঁবু উপাসনালয়ের মহিমা ও গৌরব যে, এই দু'টোকে সেই উপাসনালয়ের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, যা এক সময় ঈশ্বর নিজে স্বর্গে উন্মুক্ত করবেন (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৯) এবং সেই সাথে তার প্রকাশ এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের উপাসনালয় নির্মাণ (এভাবেই তা ব্যক্ত করা হয়েছে, যোহন ১:১৪) এবং তাঁর দেহরূপ উপাসনালয়ের কথা।

৪. ঈশ্বর যেভাবে পরিকল্পনা করেছেন ঠিক সেভাবেই এই উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়েছিল, সেই সাথে সেই ধরন অনুসারে, যা মোশি পর্বতের উপরে দেখেছিলেন, যা পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত করে যে, এর মধ্য দিয়ে সকল মঙ্গলের পূর্বাভাস ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উত্থান পুরোপুরি স্বর্গীয়, এর অর্থ এবং গতি প্রকৃতিও তাই। আর সেই কারণে এই কথা বলার কারণে মোটেও কোন অসম্মান করা হবে না যে, এই হাতে তৈরি

উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার স্থানে কোন হাতের নির্মিত নয় এমন এক উপাসনালয় উত্থিত হবে, যে কথাটি বলা ছিল খ্রীষ্টের অপরাধ (মার্ক ১৪:৫৮) এবং এখন আমরা দেখি স্তিফানের অপরাধ।

৫. এই আবাস-তাঁবুর ভিত্তি সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়েছিল মরুপ্রান্তরে; এটি কখনোই আপনাদের এই ভূমির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন স্থান ছিল না (যে স্থানে তা চিরকালের মত আবদ্ধ থাকবে বলে আপনারা ভেবেছিলেন), কিন্তু তা পরবর্তী যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই দেশে নিয়ে আসেন এবং এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যা ছিল অযিহূদীদের দখলীকৃত ভূমি, এই কেনান দেশ। বহু বছরের জন্য এই দেশ এক ভিন্ন জাতির অধীনে ছিল, যাদেরকে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আর তাহলে কেন ঈশ্বর এখন যদি তাঁর জাগতিক বস্তু দ্বারা নির্মিত উপাসনালয়ের বদলে আত্মিক উপাসনালয় নির্মাণ করতে চান, তাহলে তিনি সেই সব দেশে তা নির্মাণ করবেন না, যা অযিহূদীদের অধীনে এখন রয়েছে? সেই উপাসনালয় তারা বহন করে নিয়ে এসেছিল, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন যীশু বা যিহোশূয়। আর আমি মনে করি, শুধু পার্থক্য দেখানোর জন্য এবং ত্রুটি এড়ানোর জন্য, এখানে এমনটাই পাঁ করা উচিত, এখানে এবং একই সাথে ইব্রীয় ৪:৮ পদে। তথাপি এখানে যিহোশূয় নামকরণ করা হয়েছে, যার গ্রীক পতিরূপ হচ্ছে যীশু, এখানে সম্ভবত কোন ধরনের প্রেক্ষাপটগত সম্পর্ক থাকতে পারে, যার কারণে সেই কাঠামোগত আবাস-তাঁবুর সাথে পুরাতন নিয়মের যিহোশূয়কে দাঁড় করানো হয়েছে এবং এখানে নিশ্চয়ই নতুন নিয়মের যিহোশূয়ের নাম উল্লেখ করা উচিত, যিনি প্রকৃত আবাস-তাঁবুকে অযিহূদীদের ভূমিতে নিয়ে যাবেন।

৬. সেই আবাস-তাঁবুর স্থায়িত্ব কাল ছিল বহু যুগের, এমন কি রাজা দায়ূদের সময়েও এর স্থায়িত্ব ছিল, এর ব্যাপ্তি ছিল প্রায় চারশো বছরের, যতদিন পর্যন্ত না কোন উপাসনালয় নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, পদ ৪৫। দায়ূদ ঈশ্বরের সম্মুখে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও আ-শীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে সাধারণ আবাস-তাঁবুর পরিবর্তে একটি স্থায়ী অট্টালিকা বা মন্দির নির্মাণের আদেশ পান। একে বলা হবে আবাস স্থল বা সকিনার (Shechinah) আবাসস্থল, কিংবা একে যাকোবের ঈশ্বরের বাসগৃহ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, পদ ৪৬। যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদেরকে নিজেদেরকে অবশ্যই মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধিকল্পে একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করা উচিত।

৭. ঈশ্বর কোন উপাসনালয়, বা এ ধরনের কোন পবিত্র স্থানের প্রতি খুব কমই অনুরাগ পোষণ করেন, যে কারণে যখন দায়ূদ একটি উপাসনালয় নির্মাণ করতে চাইলেন তখন ঈশ্বর তা করতে নিষেধ করলেন; ঈশ্বর তা নির্মাণ করতে তাড়াহুড়ো করেন নি, যেমনটা তিনি দায়ূদকে বলেছিলেন (২ শমূয়েল ৭:৭) এবং সেই কারণে তিনি নয়, বরং তার পুত্র শলোমন বেশ কয়েক বছর পরে ঈশ্বরের উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন। দায়ূদ ঈশ্বরের সাথে সব ধরনের প্রকাশ্য উপাসনায় মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, যা আমরা গীতসংহিতায় দেখতে পাই, সেই সময় পর্যন্ত কোন উপাসনালয় নির্মিত হয় নি।

৮. ঈশ্বর অনেক সময় এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, হস্তনির্মিত মন্দিরে তাঁর আনন্দ নেই, কিংবা তা তাঁর বিশ্রামের জন্য এবং আনন্দের পূর্ণতার জন্য কিছুই করতে পারে না। শলোমন যখন তাঁর নির্মিত মন্দিরকে উৎসর্গ করেন, তখন তিনি এ কথা স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর কখনোই হস্তনির্মিত মন্দিরে বসবাস করেন না; সেগুলো তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, তিনি এর দ্বারা সুফল লাভ করেন না, কিংবা তিনি এর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। সমগ্র পৃথিবীই তাঁর উপাসনালয়, যার প্রতিটি স্থানেই তিনি অবস্থান করেন এবং তাঁর মহিমায় তা পরিপূর্ণ করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর নিজেকে প্রকাশ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট উপাসনালয়ের কী প্রয়োজন? নিশ্চয়ই অযিহূদীদের দেব-দেবতাদের জন্য হস্তনির্মিত মন্দির প্রয়োজন হয়ে থাকে, কারণ তাদের দেবতা তাদের হস্তনির্মিত (পদ ৪১) এবং তাদের নিজেদের হাতে মন্দির নির্মাণ না করলে সেই দেবতাদেরকে রাখার আর কোন স্থান তাদের নেই। কিন্তু একমাত্র ও সত্যিকার জীবন্ত ঈশ্বরের বাস করার জন্য কোন উপাসনালয়ের বা মন্দিরের প্রয়োজন নেই, কারণ স্বর্গ তাঁর সিংহাসন, যেখানে তিনি আসন গ্রহণ করেন ও বিশ্রাম নেন, আর পৃথিবী তাঁর পাদপীঠ, যার উপরে তিনি রাজত্ব করেন পদ ৪৯, ৫০), আর সেই কারণে, তোমরা আমার জন্য কী গৃহ নির্মাণ করবে, যদি আমি যেখানে এই মুহূর্তে আছি তার সাথে তোমরা তুলনা কর? কিংবা আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়? আমি যদি নিজেকে প্রকাশ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার আবাসগৃহের কী প্রয়োজন? আমার বি-শ্রাম-স্থান কোথায়? আমারই হস্ত কি এসব নির্মাণ করে নি? আর এর মধ্য দিয়ে তাঁর অনন্তকালীন ক্ষমতা এবং ঈশ্বরীয় সত্তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে (রোমীয় ১:২০); তারা নিজেদেরকে সকল মানব জাতির কাছে এভাবে উপস্থাপন করেছিল যে, তারা কোন কারণ ছাড়াই অন্য দেব-দেবতার পূজা করে থাকে। এবং যেহেতু এই পুরো পৃথিবীই ঈশ্বরের উপাসনালয়, সে কারণে যেখানেই তিনি প্রকাশিত হন না কেন, সেটাই তখন হয়ে যাবে ঈশ্বরের উপাসনালয়, যেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করা যাবে। এই পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ এবং সেই কারণে এটি তাঁর উপাসনালয় (যিশাইয় ৬:৩), তাই এই পৃথিবীও তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ হবে (হবক্কূক ৩:৩) এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত তাঁকে ভয় করবে (গীতসংহিতা ৬৭:৭) এবং এই অর্থে এই পৃথিবী তাঁর উপাসনালয়। সেই কারণে এই পবিত্র স্থানের উপরে আদৌ কোন ধরনের আলোকপাত করা হয় নি, যদিও তারা ঠিক কথাই বলেছিল, আর তা হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্ট এই পবিত্র স্থান ধ্বংস করে দেবেন এবং এখানে আরেকটি নির্মাণ করবেন, যেখানে সকল জাতি যোগ দান করবে, প্রেরিত ১৫:১৬, ১৭। আর এটি তাদের কাছে মোটেও অবাক হওয়ার মত কিছু মনে হয় নি, যারা স্তিফানের কথা শুনে ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখেছিল (যিশাইয় ৬৬:১-৩), যা ঈশ্বরের প্রকাশ অনুসারে তাঁর বাহ্যিক কার্যাবলীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত, এখানে খুবই পরিষ্কারভাবে এ কথা বলা আছে যে, অবিশ্বাসী অযিহূদী জাতিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং সেই সমস্ত অযিহূদীদেকে স্বাগত জানানো হবে, যারা মণ্ডলীতে নতুন বিশ্বাসী হিসেবে আগমন করবে।

প্রেরিত ৭:৫১-৫৩ পদ

স্তিফান তাঁর কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন (তাঁর কথার ধারাবাহিকতা দেখে অন্ততপক্ষে তাই মনে

হয়)। তিনি এটি দেখাতে চাইছিলেন যে, প্রচলিত অর্থে মন্দিরে যেভাবে উপাসনা করা হয়ে থাকে, সেই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং তার অবসান ঘটবে এবং আমাদের জন্য পিতাকে আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা ও প্রশংসা দান করতে হবে, যিনি খ্রীষ্টের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে অধিষ্ঠান করবেন। তিনি পুরানো ব্যবস্থার জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা ছিন্ন করবেন এবং সে কারণেই তিনি তাঁর কথার বর্তমান উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে বুঝিয়ে বলছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই সমস্ত কথা গ্রহণ করার শক্তি তাদের নেই। তাদেরকে যদি পুরাতন নিয়মের গল্প বলে শোনানো হয়, তাহলে তারা ধৈর্য্য ধরে তা শুনতে রাজি আছে (তাদের কাছে এটি উপাদেয় শিক্ষা বলে মনে হয়); কিন্তু যদি স্তিফান তাদেরকে সেই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কথা বলেন, যা তাদের পতন ডেকে নিয়ে আসছে, তখন তারা আর তা সহ্য করতে পারে না। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, তাদের মণ্ডলী এক পবিত্রতা এবং ভালবাসার আত্মায় পরিচালিত হবে এবং তা স্বর্গীয় ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তখন তাদের মধ্যে আর সে সম্পর্কে কোন কথা শোনার মানসিকতা বা ইচ্ছে কোনটাই থাকবে না। সম্ভবত এটা হতে পারে যে, তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা তাঁকে এখনই থামিয়ে দেবে; আর তাই তিনি তাঁর কথা বলার মাঝখানে হঠাৎ বিরতি নিলেন এবং তিনি যে প্রজ্ঞা, সাহসিকতা এবং ক্ষমতায় পরিপূর্ণ ছিলেন তাতে বলীয়ান হয়ে তার প্রতি নির্যাতনকারীদেরকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে তিরস্কার করলেন এবং তাদের সত্যিকার চরিত্র তুলে ধরলেন; কারণ যদি তারা তাদের কাছে সুসমাচারের যে সত্য তুলে ধরা হয়েছে তার সপক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে সেই সাক্ষ্য তাদেরই বিরুদ্ধে তুলে ধরা হবে।

ক. তারা তাদের পিতৃপুরুষদের মতই গোঁড়া এবং জেদী এবং ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর বশে আনার জন্য এবং তাঁর অধীনে আনার জন্য যত ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেন না কেন, তারা কোন কিছুতেই ফেরে নি, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মতই ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর আদেশের প্রতি অবাধ্য ছিল।

১. তারা ছিল প্রচণ্ড একগুঁয়ে (পদ ৫১) এবং তারা কোন মতেই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সহজ এবং মিষ্ট যোয়ালির নিচে নিজেদের গলা পেতে দিতে রাজি ছিল না, কিংবা তাকে স্বাগত জানাতেও রাজি ছিল না। তারা ছিল সেই অবাধ্য ষাঁড়ের মতো, যে কোন মতেই যোয়ালিতে নিজেকে আবদ্ধ হতে দিচ্ছিল না; কিংবা তারা তাদের মাতা নত করতে রাজি ছিল না, এমন কি ঈশ্বরের কাছেও নয়, তারা তাঁর প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করতে চায় নি, তারা তাঁর কাছে মোটেও নিজেদের অধীনতা স্বীকার করতে চায় নি, তারা তাঁর কাছে নম্রভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে নি। তাদের একগুঁয়ে মনোভাব এবং কঠিন হৃদয়কে একই সাথে তুলনা করা যায়, যা উদ্ধত এবং জেদী। তারা যিহূদী জাতির পুরানো অভ্যাস ধরে রেখেছে, যাত্রাপুস্তক ৩২:৯; ৩৩:৩; ৩৪:৯; দ্বি. বি. ৯:৬, ১৩; ৩১:২৭. নহিমিয় ২:৪।

২. তারা তাদের অন্তরে এবং কর্ণে তক্‌ছেদ না করানো লোকদের মত ছিল। তাদের অন্তর এবং কান মোটেও ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না এবং তাঁর প্রতি নিবেদিত ছিল না, যেভাবে লোকেরা শরীরে তক্‌ছেদ করে এই চিহ্ন ধারণ করে যে, তারা ঈশ্বরের লোক: “তোমরা

কেবল নামে এবং শরীরে যিহূদী, কিন্তু অন্তরে এবং কর্ণে তোমরা এখন পর্যন্ত তক্‌ছেদ না করানো অযিহূদী এবং তোমরা ঈশ্বরের আদেশ ও বিধানের প্রতি প্রকৃত অর্থে এতটুকুও গুরুত্ব আরোপ কর না, যিরমিয় ৯:২৬। তোমরা এখন অপরিবর্তনীয় কামনা বাসনা, ভোগ লালসা এবং দুর্নীতির মধ্যে রয়েছ, যা তোমাদের কানকে ঈশ্বরের রব শোনা থেকে বাধা দিচ্ছে এবং তোমাদের অন্তরকে কঠিন করে তুলছে, যেন তোমরা ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর আদেশ গ্রহণ না কর।" তারা সেই তক্‌ছেদ কৃত করে নি, যা কোন হাতের স্পর্শ ছাড়াই করা হয় এবং যা শরীরের পাপের বদলে আত্মার পাপকে দূরে সরিয়ে রাখে, কলসীয় ২:১১।

খ. তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মত কেবলমাত্র সেই প্রক্রিয়াতে প্রভাবিত হয়নি তাই নয়, যা দ্বারা ঈশ্বর তাদেরকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন, বরং তারা আরও বেশি করে তাদের পাপের কাজে জড়িয়ে পড়েছে এবং তা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে: তোমরা সবসময় পবিত্র আত্মার বিরোধিতা করে এসেছ।

১. তারা পবিত্র আত্মাকে তাদের কাছে ভাববাদীদের মাধ্যমে কথা বলা থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে, যাদেরকে তারা সবসময় বিরোধিতা করে এসেছে এবং তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা সেই সমস্ত ভাববাদীদেরকে ঘৃণা করেছে এবং পরিহাস করেছে; এখানে বিশেষভাবে তা বোঝানো হয়েছে এই বিষয়টি প্রকাশের দ্বারা, কোন ভাববাদীকে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা নির্যাতন করেন নি? যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় কথা বলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী দান করেন, তাদেরকে বাধা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পবিত্র আত্মাকে বাধা দান করা। তাদের পূর্বপুরুষেরা পবিত্র আত্মাকে বাধা দিয়েছিল, যারা মূলত ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে কথা বলতেন, যে ভাববাদীদেরকে ঈশ্বর নিজে আহ্বান করে তাঁদের উত্থান ঘটিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টের প্রেরিত ও পরিচর্যাকারীদের ক্ষেত্রেও তারা সেই একই কাজ করছে, যাঁরা সেই একই আত্মার অধীনে থেকে কথা বলছেন এবং তারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের চেয়ে আরও বেশি পরিমাণে দান ও উপহার লাভ করেছেন এবং তথাপি তাদেরকে আরও বেশি করে বাধা দান করা হচ্ছে।

২. তারা পবিত্র আত্মাকে বাধা দিয়েছিল তাদের নিজেদের চেতনায় ও বুদ্ধিতে এবং তারা কোন মতেই পবিত্র আত্মার কথায় প্রভাবিত হয়ে তাদের ভুল স্বীকার করে নেয় নি। ঈশ্বরের আত্মা তাদেকে সেই প্রাচীন যুগের মত করে অন্তরে আঘাত করে গেছে, কিন্তু তাতে কোনই লাভ হয় নি। তারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই বাধা দিয়ে গেছে, তাদের দুর্নীতি দিয়ে সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং তারা আলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাদের পাপপূর্ণ অন্তরে সবসময় পবিত্র আত্মার প্রতি বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, সবসময়ই এই ভোগ ও লালসায় পূর্ণ অন্তর পবিত্র আত্মার পর্বে পদে বাধা সৃষ্টি করার জন্য ওৎ পেতে থাকে এবং তারা প্রতিটি পদক্ষেপে তার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু যাদেরকে ঈশ্বর নির্বাচিত করেন, তাদের অন্তরে যখন পূর্ণতা আসে, তখন সেই বাধা আর কাজ করতে পারে না এবং তারা সেই সমস্ত বিরোধীদের সমস্ত বাধা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেন এবং কিছুটা ক্লেশের পর খ্রীষ্টের সিংহাসন আবারও আত্মার মধ্যে স্থাপিত হয় এবং এর বিরুদ্ধে যত

অন্তর রয়েছে, তার সবই বন্দী হয়, ২ করিন্থীয় ১০:৪, ৫। যে অনুগ্রহের কারণে এই পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহ বলার চাইতে বিজয়ী অনুগ্রহ বলাই শ্রেয়।

গ. তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মতই সেই সব মানুষকে নির্যাতন করেছে এবং হত্যা করেছে, যাদেরকে ঈশ্বর তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং তাদের কাছে দয়ার বাণী উপস্থাপন করার জন্য।

১. তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং তারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের উপর সার্বক্ষণিকভাবে অত্যাচার করতো (পদ ৫১): কোন ভাববাদীকে আপনাদের পূর্বপুরুষেরা অত্যাচার করে নি? কম হোক আর বেশি হোক, এক সময়ে হোক আর অন্য কোন সময়ে হোক, তারা ঠিকই ভাববাদীদের প্রতি তাদের তীব্র জিঘাংসা প্রকাশ করেছে। যারা সবচেয়ে ভাল কোন প্রদেশে বাস করেছেন, যেখানে সেখানকার রাজা কর্তৃক তাদের অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানেও কোন না কোন কট্টর পন্থী দল ছিল, যারা ভাববাদীদেরকে উপহাস করতো এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতো ও অপমান করতো। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ ভাববাদীকেই আইনের আওতায় ফেলে বা জনতার রোষের মুখোমুখি করে মৃত্যুদণ্ড দান করা হতো। যারা এভাবে লোকদের জন্য মঙ্গল সংবাদ নিয়ে আসেন এবং আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসেন, তাদেরকে অবশ্যই সানন্দে গ্রহণ করা উচিত এবং তাদেরকে সব ধরনের সম্মানে ভূষিত করা উচিত। কিন্তু এর বদলে তাদেরকে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হতো।

২. তারা ছিল সেই ন্যায়বানের প্রতি প্রবঞ্চনাকারী এবং হত্যাকারী, যা পিতর এর আগে তাদেরকে বলেছেন, প্রেরিত ৩:১৪, ১৫; ৫:৩০। তারা যিহূদাকে ভাড়া করেছিল যেন সে যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আর যেভাবেই হোক তারা পীলাতের প্রতি বল প্রয়োগ করেছিল যেন তিনি খ্রীষ্টকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেন। আর সেই কারণেই তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক এবং খুনী বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর এভাবেই আমাদের পরিত্রাণকর্তা যেভাবে বলেছিলেন তাদেরকে, তারা নিজেদের উপরে সকল ভাববাদীদের রক্তপাত করার জন্য দোষ নিল। ভাববাদীদের মধ্যে যাদেরকে তারা সম্মান দেখায় নি তাদের মধ্যে কি এমন কেউ ছিল যে কখনোই ঈশ্বরের পুত্রকে সম্মান দেখায় নি?

ঘ. তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মতই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের উপরে সন্দেহ পোষণ করেছে এবং তারা এর দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে চায় নি; আর এই কারণেই তাদের পাপ এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন, আর সেভাবেই তাদের কাছে প্রদান করেছেন সুসমাচার, কিন্তু তার সবই বৃথা গেছে।

১. তাদের পূর্বপুরুষেরা আইন-কানুন গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তা পালন করে নি, পদ ৫৩। ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর আইনের মহান মহান বিষয়সমূহ লিখে দিয়েছেন, যখন তিনি প্রথমবারের মত তাদের কাছে সেই আইনের কথা বলেছেন, তারপরে; এবং তথাপি তারা এই আইনকে অবাস্তব বা অদ্ভুত জিনিস বলে বিবেচনা করেছে, যার সম্পর্কে তারা কখনোই

সচেতন ছিল না। বলা হয়েছে যে, স্বর্গদূতদের কাছ থেকে আইন প্রকাশ করা হয়েছিল, কারণ স্বর্গদূতরা এই আইন মানুষের মাঝে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তারা বজ্রপাত ও বিদ্যুৎচমকের মধ্য দিয়ে এবং তূরীধ্বনির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করতেন। বলা হয়েছে এই আইন অভিষিক্ত করা হবে স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে (গালাতীয় ৩:১৯), ঈশ্বর তাঁর সাথে দশ হাজার স্বর্গদূত সহকারে এসে আইন প্রবর্তন করবেন (দ্বি. বি . ৩৩:২৫) এবং এই কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন স্বর্গদূতরা, ইব্রীয় ২:২। এর মধ্য দিয়ে আইন এবং আইন প্রণেতা এই উভয়ের প্রতি সম্মান আরোপ করা হয়েছে এবং এর কারণে এই উভয়ের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এবং ভক্তি আরও বেশি বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু যারা সেই আইন গ্রহণ করেছে কিন্তু তা আর পালন করে নি, বরং স্বর্ণের বাছুর তৈরি করে তার পূজা করেছে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে সেই আইনের বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং তা ভঙ্গ করেছে।

২. তারা এখন সুসমাচার শুনতে পাচ্ছে, তা কোন স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে না, বরং পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে বলা হচ্ছে, কোন ধরনের তূরীর শব্দ শোনা যাচ্ছে না, বরং আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তা শোনা যাচ্ছে জিহ্বার দানের মধ্য দিয়ে এবং তথাপি তারা তা গ্রহণ করছে না। তারা সবচেয়ে সরল সোজা প্রকাশের মধ্য দিয়েও তা বিশ্বাস করছে না, তাদের পূর্বপুরুষেরা এর আগে যা যা করেছে তারাও ঠিক তাই করছে, কারণ তারা ঈশ্বরের আইনের প্রতিদিন কিংবা সুসমাচারের প্রতি মোটেও অনুগত নয়।

আমাদের অবশ্যই এমনটা ভাবার পক্ষে যুক্তি আছে যে, স্তিফানের আরও অনেক কথা বলার ছিল এবং তিনি আরও কথা বলতেন, যদি তারা তাকে নির্যাতন করতে থাকত; কিন্তু তারা সকলেই ছিল মন্দ এবং যুক্তিবিহীন মানুষ, সে কারণে তারা আর তাঁর কোন কথা শুনতে চাইল না এবং তাঁকে আর কোন কথা বলতে দিল না।

প্রেরিত ৭:৫৪-৬০ পদ

এখানে আমরা দেখি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রথম শহীদের মৃত্যুর ঘটনাটি এবং এই গল্পে আমরা নির্যাতনকারীদের ক্রোধ এবং রাগের নিদর্শন দেখতে পাই (যা আমরা দেখার ব্যাপারে আশা করতেই পারি, যদি আমরা খ্রীষ্টের নামে কষ্ট ভোগ করতে চাই) এবং যাঁকে নির্যাতন করা হচ্ছে তাঁর সাহস এবং শান্ত মনোভাব আমরা এখানে দেখতে পাই, এখানে এভাবেই এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নরকে আমরা দেখতে পাই অগ্নিময় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় এবং স্বর্গকে দেখতে পাই আলোকময় এবং উজ্জ্বলতম অবস্থায়; এবং এর মধ্য দিয়ে এই দুটি স্থানের বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এমনটি বলা হয় নি যে, এই কাজের জন্য মহাসভার ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অধিকাংশ সদস্য তাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল এবং এর পরে তারা তাঁকে আইন অনুসারে একজন ধর্মদ্রোহী এবং ঈশ্বরনিন্দাকারী বলে সাব্যস্ত করে এবং তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, সম্ভবত লোকেরা উন্মত্ত হয়ে মহাসভার অনুমতি না নিয়েই স্তিফানকে হত্যা করে, কারণ সাধারণভাবে সে সময় মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার এটিই ছিল প্রথা, দোষীকে ধরে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তার

বিরুদ্ধে যে সাক্ষী দিত, তাকেই আগে পাথর মারার সুযোগ দেওয়া হতো।

আসুন আমরা এখানে লক্ষ্য করি তাঁর শত্রুদের এবং তাঁর প্রতি নির্যাতনকারীদের আত্মার অস্থিরতা এবং তাঁর নিজ আত্মার আশ্চর্য রকমের শান্ত ও সমাহিত মনোভাব।

ক. স্তিফানের মৃত্যুদণ্ডের ঘটনায় যে বড় ধরনের অসাধুতা অবলম্বন করা হয়েছিল সেদিকে লক্ষ্য করুন– লক্ষ্য অর্জন করতে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ, নরক ভেঙ্গে পড়া, মানুষের রূপ ধরে শয়তানের আবির্ভূত হওয়া এবং সাপের বিষ দাঁত দিয়ে ছোবল মারা।

১. যখন তারা এই সমস্ত কথা শুনলো তখন তারা ভীষণ ক্রুদ্ধ হল (পদ ৫৪), ***diepri-onto***, এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ইব্রীয় ১১:৩৭ পদে এবং সেখানে এই অনুবাদ করা হয়েছে, তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হল। তারা তাদের অন্তরে এত বেশি যন্ত্রণা পাচ্ছিল যেভাবে শহীদেরা তাদের শরীরে যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন। তারা এই তর্কের মাঝে এসে ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, যেখানে স্তিফান তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তারা আর এর বিপক্ষে কোন কিছু বলার মত খুঁজে পাচ্ছিল না। তাদের অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ হয়নি, যা তারা এর আগে হয়েছিল, প্রেরিত ২:৩৭, কিন্তু বরং তাদের অন্তর ক্রোধে এবং রোষানলে ছাড়খাড় হয়ে যাচ্ছিল, যা আমরা দেখি প্রেরিত ৫:৩৩ পদে। স্তিফান তাদেরকে কঠিনভাবে তিরস্কার করেছিলেন, যেমনটা পৌল প্রকাশ করেছেন (তীত ১:১৩), ***apotomos***– তীক্ষ্ণভাবে, কারণ তাদের দোষ বোঝাতে গেলে অবশ্যই তাদের অন্তরে দাগ কাটতে হবে। লক্ষ্য করুন, তারা সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিপক্ষে কথা বলে, তারা সাধারণত অন্যদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা হৃদয়ের যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসে; বিশ্বাস এবং ভালবাসা বয়ে নিয়ে আসে অন্তরের সুস্থতা। যখন তারা শুনতে পেল যে, কীভাবে তিনি স্বর্গদূতের রূপ ধারণ করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর কথা শুরু করেছিলেন, যেহেতু তিনি কথা শুরু করার সময় তার মুখ স্বর্গদূতদের মত উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করেছিল, তখন তাঁকে স্বর্গ থেকে আগত একজন দূতের মত মনে হচ্ছিল, কিন্তু তিনি সেই স্বর্গীয় সংবাদ তাদেও কাছে প্রচার শেষ করার আগেই তারা হয়ে উঠল খাঁচায় আটকে পড়া বুনো শূকরের মত, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি আতঙ্ক ও ক্রোধ রয়েছে (যিশাইয় ৫১:২০), তারা যে কোন শক্তিশালী যুক্তি এবং যথাযোগ্য যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলবে এবং তা পায়ে মাড়াবে, কিন্তু কখনোই এর জন্য ভুল স্বীকার করবে না।

২. তারা তাঁর কথা শুনে দাঁতে দাঁত ঘষলো। এর অর্থ হচ্ছে এই:-

(১) তাঁর বিরুদ্ধে মহা ক্রোধ এবং আক্রোশ। ইয়োব তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষছে, ইয়োব ১৬:৯। এর ভাষা ছিল অনেকটা এ ধরনের, কোন্ ব্যক্তি ওর দত্ত মাংসে তৃপ্ত হয় নি? ইয়োব ৩১:৩১। তারা তাঁর দিয়ে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করেছে, যেভবে কুকুর কারও প্রতি দাঁত খিচিয়ে তাকায়; এবং সেই কারণে পৌল নিজে তক্‌ছেদ করার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, কুকুরদের থেকে সাবধান

থেকো, ফিলিপীয় ৩:২। সাধু ব্যক্তিদের প্রতি শত্রুতা মানুষকে পশুতে পরিণত করে।

(২) তাদের নিজেদের মহা আক্রোশ ও অন্ধ রাগ। তারা তাঁর ভেতরে এই মহা স্বর্গীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং এই কারণে তাদের অন্তর ক্রোধান্বিত হয়েছিল। দুষ্ট লোক তা দেখে বিরক্ত হবে, সে দাঁত ঘর্ষণ করবে ও গলে যাবে, গীতসংহিতা ১১২:১০। দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ গুচ্ছটি দিয়ে অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তির আতঙ্ক এবং ভীতির প্রকাশকে বোঝানো হয়। যারা মানুষকে নরকের যন্ত্রণা দিতে ভালবাসে তারা নিশ্চয়ই নিজেরাও এর যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করবে।

৩. তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করতে লাগল (পদ ৫৭), কারণ তারা একে অপরকে খেপিয়ে তুলতে এবং উত্তেজিত করতে চাইছিল এবং তারা চাইছিল যেন তাদের মত সকলেই স্তিফানের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে এবং তাকে শেষ করে দেয়। তারা অত্যন্ত উঁচু স্বরে চিৎকার করে উঠল, যাতে করে তিনি যে কথা বলছিলেন তা আর শোনা না যায়। তারা চেয়েছিল তাঁর এই কথা শোনার ফলে অন্যদের বিবেক যেন সচেতন হয়ে না যায় বা পরিবর্তিত হয়ে না যায়। লক্ষ্য করুন, কোন ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সাধারণ বিষয়, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, আর তা হচ্ছে, হইচই এবং হট্টগোলের মধ্য দিয়ে তাঁকে নিশ্চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পেছনে যে কারণে ছিল তা হচ্ছে, তিনি যে সমস্ত কথা বলছিলেন তা যেন লোকদের কানে না যায়, কারণ জ্ঞানীদের কথা নীরবে শুনলে হৃদয়ে আঘাত করে। তারা খুব উঁচু স্বরে চিৎকার করেছিল, যেভাবে সৈনিকেরা যুদ্ধে যাওয়ার আগে চিৎকার করে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে, তাদের সমস্ত চেতনাকে একীভূত করে এবং সাহস সঞ্চয় করে যেন তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

৪. তারা তাদের কান বন্ধ করে ফেললো, যাতে করে তারা তাদের নিজেদের চিৎকার ও হই হট্টগোলের শব্দ শুনতে না পারে; কিংবা সম্ভবত তারা এটি বোঝাতে চাইছিল যে, তারা আর এই ঈশ্বরনিন্দাকারীর কোন কথা শুনতে পারছিল না। যেভাবে কায়াফা তার পোশক ছিড়ে ফেলেছিলেন, যখন খ্রীষ্ট বলেছিলেন যে, এখন থেকে আপনারা ঈশ্বরের পুত্রকে তাঁর মহিমায় আসতে দেখবেন (মথি ২৬:৬৪, ৬৫), তেমনি করে এখানে তারা তাদের কান বন্ধ করে ফেলল, যখন স্তিফান বললেন, আমি এখন ঈশ্বরের পুত্রকে মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি, এই দুটিই প্রকাশ করে যে, যা বলা হয়েছিল তা ধৈর্য্যের সাথে শোনার বিষয় ছিল না। তাদের নিজেদের কান বন্ধ করে ফেলার অর্থ হচ্ছে:-

(১) তাদের ইচ্ছাকৃত গোঁড়ামির বহিঃপ্রকাশ: তারা এ কথা বোঝাতে চেয়েছিল যে, তাদেরকে যে কথা বোঝানো হচ্ছে তা তারা কোন মতেই মেনে নেবে না, যে একই কথা ভাববাদীরাও তাদেরকে অভিযোগ করে বলেছিলেন; তারা হচ্ছে বধির গোখরো সাপের মত, যা সাপুড়ের বাঁশির শব্দ শুনতে পায় না, গীতসংহিতা ৫৮:৪, ৫।

(২) এটি ছিল বিচারকদের ঈশ্বরনিন্দা করার এক মারাত্মক অশুভ সংকেত, যার কারণে

ঈশ্বর তাদের উপর থেকে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারা তাদের কান বন্ধ করলো এবং তখন ঈশ্বর এক ন্যায্য বিচারের রূপে তাদেরকে থামিয়ে দিলেন। এটি ছিল সেই কাজ যা এখন অযিহূদীদের মধ্যে সাধন করা হবে: এই লোকদের অন্তর কঠিন কর এবং কান ভারী কর; এভাবে স্তিফান তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন: তোমরা তোমাদের অন্তরে এবং কানে তক্‌ছেদ না করানো মানুষ।

৫. তারা একত্রিত হয়ে তাঁর দিকে দৌড়ে আসল– সাধারণ লোকেরা এবং বয়স্ক লোকেরা, বিচারকেরা, আইনজ্ঞরা, সাক্ষীরা এবং দর্শকেরা, তারা সকলে তাঁর দিকে দৌড়ে আসতে লাগল, যেভাবে হিংস্র পশু তার শিকারের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে। দেখুন তারা কতটা উন্মত্ত এবং হিংস্র হয়ে উঠেছিল এবং তারা এতটাই তাড়াহুড়ো করেছিল, যে তারা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরেছিল, যদিও তার পালিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না; এবং দেখুন, এই সমস্ত মন্দ কাজ করার ক্ষেত্রে তারা কতটা একচিত্ত ছিল– তারা তারা সকলে একসাথে তাঁর দিকে দৌড়ে গেল, একসাথে এবং একত্রে, তারা এই আশা করছিল যে, তারা হয়তো তাকে ভয় দেখাতে পারবে এবং তাঁকে দ্বিধায় ফেলে দিতে পারবে, কারণ তারা তাঁর আত্মার শান্ত সমাহিতভাব দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল, যা তিনি এই হই হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলার মাঝে বসে খুবই চমৎকারভাবে উপভোগ করছিলেন, তারা তাঁকে অস্থির করে তোলার জন্য যা করতে চাইল তার সব কিছুই করলো।

৬. তারা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গেল এবং তাঁকে পাথর মারল, যেন তিনি আর যিরূশালেম বাস করার যোগ্য ছিলেন না; শুধু তাই নয়, তিনি আর যেন এই পৃথিবীতেও বাস করার যোগ্য ছিলেন না, তাই তারা এখানে মোশির আইন মান্য করার ভান করলো (লেবীয় ২৪:১৬), যে ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরনিন্দা করে তাঁকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, সকল জমায়েত একত্রে মিলে তাঁকে পাথর ছুড়ে হত্যা করবে। আর এভাবেই তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল, যখন এই একই আদালত তাঁকে ঈশ্বরনিন্দা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল, কিন্তু তাঁর আরও মহা কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করানোর জন্য তারা তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গয়ে হত্যা করেছিল এবং ঈশ্বর তাঁর আদেশ পূর্ণ করার জন্য তাকে ক্রুশে হতো হওয়ার পরিকল্পনা সাধন করেছিলেন। তারা কতটা নৃশংসভাবে এই হত্যাকাণ্ড সাধন করেছিল তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে; তারা তাঁকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, যেন তারা তাকে চোখের সামনে দেখতে পারছিল না; তারা তাঁর সাথে এমন আচরণ করছিল যেন তিনি ছিলেন কীট বা জীবাণু সকল বস্তুর মধ্যে ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারাই ছিল এই হত্যা কাণ্ডের মূল কার্যকারী, যা তারা করেছিল আইন অনুসারে (দ্বি. বি. ১৭:৭), যারা সাক্ষী দেবে, তারাই সবার আগে আসামীকে হত্যা করার জন্য পাথর ছুঁড়বে এবং বিশেষ করে ঈশ্বরনিন্দা করার বেলায়, লেবীয় ২৪:১৪; দ্বি. বি. ১৩:৯। এভাবেই তারা তাদের সাক্ষ্যের নিশ্চয়তা দান করতো। এখন, একজন মানুষকে পাথর মারা অবশ্যই পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ, তাই সাক্ষীরা তাদের উপরে পোশাক খুলে নিল, যাতে করে তারা পথের মাঝে ক্লান্ত হয়ে না যায় এবং তারা সেই পোশাক এক যুবকের পায়ের কাছে জমা করে রাখল, যার নাম ছিল শৌল, যে এই হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল এবং

সে খুশি মনেই সেই হত্যাকাণ্ড অবলোকন করছিল। এই প্রথম আমরা তার নাম উল্লেখ করতে দেখি এবং তিনি পরবর্তীতে একজন নির্যাতনকারী থেকে পরিবর্তিত হয়ে একজন প্রেরিত, একজন প্রচারক হয়েছিলেন। তিনি স্তিফানের মৃত্যুর সময় যে সহযোগিতা করেছিলেন বা যে সামান্য অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেই অনুশোচনাবোধের কথা তিনি পরবর্তীতে দুঃখ ভরে উল্লেখ করেছেন (প্রেরিত ২২:২০): যারা তাঁকে হত্যা করেছিল আমি তাদের পোশাক জমা রেখেছিলাম।

খ. স্তিফানের মধ্যে যে অনুগ্রহের শক্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল তা এখানে দেখুন, সেই সাথে দেখুন ঈশ্বরের কী অসীম অনুগ্রহ এবং করুণা তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছিল। তাঁর প্রতি নির্যাতনকারীরা এবং তাঁর হত্যাকারীরা সকলে শয়তানে পরিপূর্ণ ছিল, তেমনিভাবে বিপরীত দিক থেকে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন পবিত্র আত্মায়, সাধারণভাবে নয়, তিনি অত্যন্ত অসাধারণভাবে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, তাঁকে পবিত্র আত্মার সজীব তৈলে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, তাই তিনি এমন শক্তি ও সাহস পেয়েছিলেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করলে তারাই ধন্য, যারা ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত হয়, তাদের উপরে ঈশ্বরের আত্মা এবং মহিমা অবস্থান করে, ১ পিতর ৪:১৪। যখন তাঁকে জনগণের সেবা করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল, সে সময় তাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ (প্রেরিত ৬:৫) এবং এখন তিনি তাঁর কাজের জন্য সাক্ষ্যমর হচ্ছে, যিনি এখনও পবিত্র আত্মাকে একইভাবে ধরে রেখেছেন। লক্ষ্য করুন, যারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ থাকেন, তারা যে কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে যে দায়িত্ব পালন করতে দেন তারা সেই দায়িত্ক যথাযথভাবে পালন করতে পারেন, কারণ তারা সবসময় পবিত্র আত্মায় পূর্ণ থাকেন। তারা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা নিজেদের অন্তরে উপলব্ধি করেন এবং তারা কোন কিছুতেই আর টলে পড়েন না, বরং খ্রীষ্টের নামে এগিয়ে যান। এখন এখানে আমরা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোগ দেখতে পাই এই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত সাক্ষ্যমর স্তিফান এবং ক্রুশে হতো প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাঝে, আর তা আমরা দেখতে পাই এই অন্তিম মুহূর্তে। যখন খ্রীষ্টের অনুসারীরা তাঁর কারণে হতো হন এবং জবাই হতে চলা মেষের মত এগিয়ে যান, তখন কি এই পরিস্থিতি তাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়? তারা কি তখন তাঁকে কম ভালবাসেন? না, কোন ভাবেই তা নয়, বরং এখানে লক্ষ্য করলে আমরা তার উল্টোটি দেখতে পাই।

১. স্তিফানের প্রতি খ্রীষ্টের মহিমাময় আত্মপ্রকাশ, যা একই সাথে তাঁর সান্ত্বনার জন্য এবং তার সম্মানের জন্য, যা আমরা দেখি তার যন্ত্রণা ভোগের মাঝে। যখন তারা ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল এবং তাদের দাঁতে দাঁত ঘষছিল, সে সময় তারা তাঁকে ছিড়ে ফেলতেও প্রস্তুত ছিল, ঠিক তখনই স্তিফান খ্রীষ্টের এমন একটি দর্শন দেখলেন যার কারণে তিনি এমন এক আনন্দে আপ্লুত হলেন যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন, যার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র তাকে সাহস বা উৎসাহ দেওয়া নয়, বরং সকল যুগে ঈশ্বরের সকল দাসকে তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের কারণে উদ্দেশ্য দেওয়ার জন্য।

(১) তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে মুখ তুলে একান্ত আগ্রহ ভরা দৃষ্টিতে স্বর্গের দিকে

তাকিয়ে থাকলেন, পদ ৫৫।

[১] এভাবেই তিনি তাঁর নির্যাতনকারীদের ক্ষমতা এবং ক্রোধকে উপক্ষো করে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদেরকে অবজ্ঞা করলেন এবং সিয়োনের কন্যার মত করে তাদের মুখের উপরে হাসলেন, যিশাইয় ৩৭:২২। তারা তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল, সেখানে পূর্ণ ছিল ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতায়, কিন্তু তিনি স্বর্গের দিকে মুখ তুলে তাকালেন এবং তিনি তাদের দিকে খেয়ালই করলেন না। তিনি এখন তাঁর আগত অনন্ত জীবন নিয়ে এতটাই চিন্তা করছিলেন এবং নিমগ্ন ছিলেন যে, তিনি তাঁর বর্তমান অবস্থা বা তার পার্থিব জীবন সম্পর্কে কোন খেয়ালই করছিলেন না। তার নিজের চারপাশে তাকানো এবং তিনি কী ধরনের বিপদে এই মুহূর্তে পড়তে যাচ্ছেন সেদিকে কোন ধরনের খেয়াল তিনি করলেন না এমন কি তিনি কোনভাবে পালিয়ে যাবারও চিন্তা করলেন, বরং তিনি সোজা স্বর্গের দিকে তাকালেন; একমাত্র সেখান থেকেই তাঁর সাহায্য আসবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং সেখানেই তাঁর গমনের পথ প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও এখন তারা চার পাশ থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছে, তথাপি তারা স্বর্গের সাথে তার যোগাযোগ বিনষ্ট করতে পারবে না। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের প্রতি এবং উর্ধ্বস্থিত পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাস রাখ আমাদের জন্য মহা উপকারী হবে, কারণ তা আমাদেরকে মানুষের প্রতি আতঙ্কগ্রস্থ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে; কারণ যতই আমরা এই ভয়ের অধীনে থাকব ততই আমরা আমাদের নির্মাতা প্রভু ঈশ্বরকে ভুল যাব এবং নিজেদের অজান্তেই তাঁকে দূরে সরিয়ে দেব, যিশাইয় ৫১:১৩।

[২] এভাবেই তিনি ঈশ্বরের মহিমার জন্য তাঁর যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগকে উৎসর্গ করলেন ও চালনা করলেন, যাতে করে এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশিত হয় এবং তিনি এই কাজটি সম্পন্ন করলেন স্বর্গের কাছে আবেদন জাননোর মধ্য দিয়ে (প্রভু, তোমার জন্যই আমি এভাবে কষ্ট ভোগ করছি) এবং তিনি তাঁর একান্ত অনুরোধ প্রকাশ করলেন, যাতে করে খ্রীষ্ট তাঁর শরীরের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হন। এখন তিনি নিজেকে সমর্পণ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছেন, তাই তিনি এখন স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করছেন।

[৩] এভাবেই তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের দিকে তাঁর চোখ তুলে তার নিজ আত্মা সমর্পণ করলেন এবং একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর জ্ঞান এবং অনুগ্রহের জন্য আহ্বান জানালেন, যেন তিনি এই হত্যাকাণ্ডের পর তাঁকে অনন্ত জীবনে পৌঁছে দেন এবং ঈশ্বরের তাঁকে তাঁর নিজের কাছে ঠাঁই দেন। ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁর দাসদের সাথে অবস্থান করবেন, যাদেরকে তিনি তাঁর জন্য কষ্ট ভোগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন; কিন্তু এজন্য অবশ্যই তাঁর কাছে আবেদন জানাতে হবে। তাঁকে তাদের কাছে প্রদান করা হবে, কিন্তু এর জন্য অবশ্যই আগে তাঁর আগমনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে এবং আবেদন জানাতে হবে। কেউ কি পীড়িত রয়েছে? সে যেন প্রার্থনা করে।

[৪] এভাবেই তিনি স্বর্গীয় দেশের জন্য নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, যেখানে তাঁকে এখন তাঁর প্রতি নির্যাতনকারীরা হত্যা করার মধ্য দিয়ে প্রেরণ করছে। মৃত্যু পথ যাত্রী সাধু ব্যক্তিদের জন্য এটি খুবই বড় আশার এবং সান্ত্বনার বিষয়, যদি তারা স্বর্গের দিকে চোখ উন্মীলন করে মৃত্যুবরণ করেন: "ধন্য সেই স্থান, যেখানে আমার দেহ ত্যাগ করে আমি পরম দেশে গমন করব, আর তখন আমি বলব, মৃত্যু তোমার হুল কোথায়?"

[৫] এভাবেই তিনি এটি প্রকাশ করলেন যে, তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন; কারণ যেখানে আত্মার অনুগ্রহ বসবাস করে এবং কাজ করে এবং রাজত্ব করে, সেখানেই সরাসরি তাঁর আত্মা উৎসর্গ করে তাকিয়ে ছিলেন, কারণ তাঁর হৃদয় সেখানেই নিবদ্ধ ছিল।

[৬] এভাবেই তিনি নিজেকে এমন একটি ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন যার মাধ্যমে তিনি এটি প্রকাশ করলেন যে, তিনি স্বর্গীয় মহিমা ও অনুগ্রহ লাভ করেছেন এবং তিনি সেটাই সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করলেন। যদি আমরা স্বর্গ থেকে কোন কিছু শোনার জন্য আশা করি, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সর্বান্তকরণে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

(২) তিনি ঈশ্বরের মহিমা লক্ষ্য করেছিলেন (পদ ৫৫), কারণ তিনি দেখেছিলেন, আর এই কারণে তিনি দেখতে পেলেন, স্বর্গ খুলে গেল, পদ ৫৬। অনেকে মনে করেন যে, তাঁর চোখ তখন সম্পূর্ণভাবে খুলে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টি তখন মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি সীমার অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল, তা ঘটেছিল কোন এক অতিপ্রাকৃত শক্তির মধ্য দিয়ে, যার কারণে তিনি তৃতীয় স্বর্গে সরাসরি দেখতে পাচ্ছিলেন, যদিও এর দূরত্ব ছিল অপরিমেয়, যেভাবে মোশি এত বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন দৃষ্টিশক্তি পেয়েছিলেন যে, তিনি সুদূর মরুপ্রান্তর থেকে কেনান দেশ দেখতে পেয়েছিলেন। অন্যরা মনে করেন যে, এটি হচ্ছে তাঁর আত্মার সম্মুখে ঈশ্বর মহান মহিমা প্রকাশের উপস্থাপনা, যা শুধুমাত্র তার চোখের সামনে ঘটেছিল, যা এর আগে ঘটেছিল যিশাইয় এবং ইহিস্কেলের ক্ষেত্রে; স্বর্গ যেন ঠিক তাদের চোখের সামনে নেমে এসেছিল, যা আমরা দেখতে পাই প্রকাশিত বাক্য ২১:২ পদে। স্বর্গ খুলে গিয়েছিল, কারণ তিনি যে আনন্দের মাঝে প্রবেশ করতে চলেছেন তা এখন তাঁকে দেখানোর প্রয়োজন ছিল, যেখানে তিনি নিজেও সানন্দে প্রবেশ করতে চেয়েছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, এমনই মহান ছিল সেই মৃত্যু। আমরা কি নির্ভীকভাবে বিশ্বাস নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারি? যদি আমরা তা করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দেখবো যে, খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজের কারণে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং সেই পর্দা সড়ে গেছে, যা পৃথিবী এবং স্বর্গকে পৃথক করে রাখে, সেই সাথে আমাদের জন্য সেই পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার লক্ষ্যে এক নতুন এবং জীবন্ত পথ তৈরি হয়ে গেছে। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে স্বর্গ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তাঁর সকল অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ নিচে আমাদের উপরে নেমে আসে এবং আমাদের প্রার্থনা এবং সকল প্রশংসা আমরা তাকে দান করতে পারি। আমরা একই সাথে সেখানে দেখতে পাই ঈশ্বরের গৌরব এবং মহিমা, ঠিক যখনই তিনি তাঁর বাক্য প্রকাশ করেছেন এবং এই দৃশ্য আমাদেরকে আমাদের সকল কষ্ট, যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর ভীতি কাটিয়ে দূরে নিয়ে যাবে।

(৩) তিনি যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন (পদ ৫৫), তিনি হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র, এমনটাই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে, পদ ৫৬। যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনি আমাদের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে স্বর্গে গমন করেছেন এবং তিনি সেখানে একটি দেহে আবদ্ধ হয়েছেন, যাকে আমরা আমাদের শরীরী চোখ দিয়ে দেখতে পারি, যেভাবে স্তিফান দেখেছিলেন। যখন পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা ঈশ্বরের মহিমা দেখেছিলেন সে সময় তারা চারপাশে স্বর্গদূতদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। ভাববাদী যিশাইয়র দর্শনে সেরাফীমের সাথে সকিনা বা স্বর্গীয় উপস্থিতির প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, আর ইহিস্কেলের দর্শনে ছিল কারুবীগণ, এর দু'টোই স্বর্গদূতদেরকে নির্দেশ করে, যারা ঈশ্বরের আদেশের পরিচর্যাকারী। কিন্তু এখানে এ ধরনের কোন স্বর্গদূতের প্রকাশের উল্লেখ করা হয় নি, যদিও তারা সবসময় সিংহাসন এবং মেষ শাবককে ঘিরে রাখে; কিন্তু তার বদলে স্তিফান দেখতে পেলেন খ্রীষ্টকে, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে অবস্থান করছিলেন, যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহান মধ্যস্থতাকারী, যার কাছ থেকে আরও বেশি মহিমা ঈশ্বর গ্রহণ করেন অন্য যে কোন স্বর্গদূতের চাইতে। ঈশ্বরের মহিমা খ্রীষ্টের চেহারায় সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে দৃশ্যমান হয়; কারণ সেখানে তাঁর অনুগ্রহের মহিমা প্রকাশিত হয়, যা তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বলতম গৌরব ও মহিমা। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে আরও বেশি মহিমা ময় দেখায়, যতটা না দেখায় তার সাথে অযুত অযুত স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে থাকলে। এখন লক্ষ্য করুন:

[১] এখানে আমরা দেখি পিতার ডান পাশে খ্রীষ্টের উচ্চীকরণের প্রমাণ; প্রেরিতেরা তাঁকে স্বর্গে উন্নীত হতে দেখেছেন, কিন্তু তারা তাঁকে স্বর্গে গিয়ে আসন গ্রহণ করতে দেখেন নি, একটি মেষ এসে তাঁকে তাদের দৃষ্টি পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদেরকে এ কথা বলা হয়েছে যে, তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি কি আসলে তাঁকে সেখানে দেখেছেন? হ্যাঁ, স্তিফান তাঁকে সেখানে দেখেছেন এবং তিনি এই দৃশ্য দেখে যার পর নাই খুশি ছিলেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের ডান পাশে দেখেছিলেন, যা একই সাথে প্রকাশ করে তাঁর সর্বময় প্রভুত্ব ও মর্যদা এবং তাঁর সার্বজনীন কর্তৃত্ব, তাঁর বিশ্বজনীন প্রতিনিধিত্ব; ঈশ্বরের ডান হাত আমাদেরকে যাই প্রদান করুক না কেন, বা আমাদের কাছ থেকে যা কিছুই গ্রহণ করুক না কেন, কিংবা আমাদের জন্য যা কিছু করুক না কেন, তার সবই কৃত হয় যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, কারণ তিনিই ঈশ্বরের ডান হাত।

[২] তিনি সাধারণত সেখানে বসে থাকেন, কিন্তু স্তিফান তাঁকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, যেভাবে কোন একজন ব্যক্তি তার দাসের চলমান যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি একজন বিচারক হিসেবে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেন তিনি স্তিফানের হত্যাকারীদের বিপক্ষে রায় ঘোষণা করছেন; আর তিনি তাঁর পবিত্র আবাসস্থল থেকে নেমে আসবেন (সখরিয় ২:১৩), তিনি তাঁর আবাসস্থল থেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বের হয়ে আসবেন, যিশাইয় ২৬:২১। তিনি তাঁর হাতে মুকুট নিয়ে স্তিফানকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁকে এক অপরিমেয় আনন্দ দান করবেন, যা কখনো শেষ হবে না।

[৩] এর উদ্দেশ্য ছিল স্তিফানকে সাহস দান করা। তিনি খ্রীষ্টকে তাঁর জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখেছেন, এবং সে কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কে এসে দাড়িয়েছে তা আর তাঁর দেখার প্রয়োজন নেই। যখন আমাদের প্রভু তাঁর সকল দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তখন একজন স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসেছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁকে শক্তি ও সাহস দিতে পারেন। কিন্তু স্তিফানের কাছে খ্রীষ্ট নিজেই এসে হাজির হয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে আর কিছুই এমন স্বস্তিদায়ক নয়, কিংবা তাদের মৃত্যুর সময় আর কিছু তত জীবন্ত নয় বা তাদের উদ্বুদ্ধ করে না, যতটা ঈশ্বরের ডান পাশে খ্রীষ্টের দাড়িয়ে থাকার দৃশ্য করে থাকে। ঈশ্বর ধন্য হোন, কারণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে অবলোকন করতে পারি।

(৪) তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি কী দেখতে পাচ্ছেন (পদ ৫৬): দেখ, আমি দেখতে পাচ্ছি স্বর্গ খুলে গেছে। তাঁর কাছে এটি অত্যন্ত আনন্দের ছিল যে, তিনি তাদের কাছে এই অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এটি ছিল তাদের জন্য এক সাবধানবাণী যে, তারা যেন এমন কারও উপর থেকে ক্রোধ ও আক্রোশ পরিহার করে, যার উপরে স্বর্গ আলো বর্ষণ করে; আর সেই কারণে তিনি যা দেখেছিলেন তা তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যাতে করে তারা এর থেকে যা ভাল মনে করে তা করতে পারে। যদিও কেউ কেউ এই কথাকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু অন্যেরা নিশ্চয়ই সেই যীশু খ্রীষ্টের কথা বিবেচনা করবে, যাঁকে তারা অত্যাচার করে হত্যা করেছিল এবং নিশ্চয়ই তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে।

২. যীশু খ্রীষ্টের প্রতি স্তিফানের ভক্তি সহকারে সম্বোধন। তাঁর কাছে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ তাঁকে প্রার্থনা করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে নি, বরং তাঁকে তাতে আরও বেশি মনোযোগী করেছে। তারা স্তিফানকে পাথর মারতে থাকল, যিনি সে সময় প্রার্থনা করছিলেন, পদ ৫৯। যদিও তিনি ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে একজন সত্যিকারের জাত ইস্রায়েল হিসেবে দেখিয়েছিলেন, তথাপি তারা তাঁকে পাথর মারতে ইতস্তত করে নি, এমন কি তারা এও বিবেচনা করে নি যে, তারা এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে যাঁর সাথে স্বর্গের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। যদিও তারা তাঁকে পাথর মেরেছিল, তথাপি তিনি ঈশ্বরকে ডাকছিলেন; শুধু তাই নয়, সেই কারণে তাঁকেও স্বর্গে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, তাদের জন্য এটি অত্যন্ত সান্ত্বনার বিষয়, যারা অন্যায্যভাবে মানুষের দ্বারা ঘৃণিত এবং নির্যাতিত হন, যাদের সহায় একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সকলের কাছে একজন সুপ্রাপ্য সহায়। মানুষ তাদের কান বন্ধ করে রাখতে পারে, যেভাবে তারা এখানে করেছে (পদ ৫৭), কিন্তু ঈশ্বর কখনোই তা করবেন না। স্তিফানকে এখন শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি বিতাড়িত হন নি। তিনি এখন এই পৃথিবী থেকে ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছেন, আর তাই তিনি ঈশ্বরকে ডাকছেন; কারণ আমাদেরকে সবসময় এই কাজ করে যেতে হবে, যতটুকু সময় আমরা বেঁচে থাকি। লক্ষ্য করুন, মৃত্যুর মুহূর্তে প্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করা অত্যন্ত উত্তম; আমাদের তখন সাহায্য প্রয়োজন হয়– সেই শক্তি আমাদের কখনোই ছিল না, যা আমরা কখনোই এর আগে করি নি– আর তা হলে কী করে আমরা সেই শক্তি এবং সাহায্য প্রার্থনা ব্যতীত

পেতে পারি? স্তিফান তাঁর মৃত্যুর আগ মুহূর্তে দু'টি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করলেন এবং তা করতে করতেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

(১) এখানে আমরা দেখি তিনি নিজের জন্য প্রার্থনা করছেন: প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর। এভাবে খ্রীষ্ট নিজের আত্মা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পিতার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। আমাদেরকে এখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা যেন খ্রীষ্টকে আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে তাঁর হাতে আমাদের আত্মা সমর্পণ করি, কারণ তাঁর মধ্য দিয়েই পিতার কাছে সকল আবেদন পৌঁছে দেওয়া হবে এবং অনুমোদন করা হবে। স্তিফান দেখেছিলেন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এবং এভাবেই তিনি তাকে আহ্বান করলেন, "মহিমান্বিত ও ধন্য যীশু খ্রীষ্ট, তুমি সকলের জন্য যা করার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে আছ তা এখন দয়া করে আমার জন্য কর, তোমার হাতে আমার আত্মা তুমি গ্রহণ করে নাও।" লক্ষ্য করুন:

[১] আত্মা আমাদের এবং সকল মানুষের জন্যই জীবন ও মরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা বিষয় হওয়া উচিত, আর বস্তুত আমরা যাই চিন্তা করি না কেন তার সবটুকু জুড়েই থাকা উচিত আমাদের আত্মার পরিণতি কী হবে সেটা। স্তিফানের দেহ অত্যন্ত করুণভাবে ভগ্ন এবং চূর্ণ হবে এবং তাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে, তাকে পাথরে বৃষ্টি দিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলা হবে, এই পার্থিব আবাস-তাঁবুকে নৃশংসভাবে ছিড়ে ফেলা হবে এবং বিনষ্ট করা হবে; কিন্তু এর যাই ঘটবে তা ঘটুক, তবুও, তিনি বলেন, "হে প্রভু, আমার আত্মা যেন নিরাপদে থাকে; আমার এই হতভাগ্য আত্মা যেন আমার দেহের সাথে সাথে বিনষ্ট না হয়।" এভাবেই, আমরা যখন বেঁচে থাকি, সে সময় আমাদের চিন্তার প্রধান বিষয় এমন হওয়া উচিত যে, আমাদের দেহ ক্ষুধিত এবং দুর্দশাগ্রস্থ থাকলেও আমাদের আত্মা যেন তার যথাযোগ্য খাবার পায় এবং তা যেন সুসজ্জিত থাকে, যদিও দেহ কষ্টের মাঝে থাকলেও আত্মা ঠিকই স্বস্তি খুঁজে পেতে পারে; এবং আমরা যখন মৃত্যুবরণ করব, সে সময় যদিও আমাদের দেহকে একটি ভাঙ্গা ফুলদানীর মত অবহেলা ভরে মাটির গভীরে ছুঁড়ে ফেলা হবে, তথাপি সে সময় আমাদের আত্মাকে মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা হবে, কারণ ঈশ্বর সে-ই আত্মার প্রধান শক্তি এবং কার্যকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

[২] আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টই হচ্ছেন ঈশ্বর, যাঁর কাছে আমরা যাচঞা করব এবং যাঁর প্রতি আমরা আমাদের বেঁচে থাকা এবং মৃত্যুবরণে জন্য নির্ভর করি এবং সান্ত্বনা খুঁজি। এখানে আমরা দেখি স্তিফান খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করছেন এবং সে কারণে আমাদেরকেও সেই একই কাজ করতে হবে; কারণ এটাই আমাদের প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছা, যেন সকল মানুষ পুত্রকে সম্মান করে, ঠিক যেভাবে তারা পিতাকে সম্মান করে। ইনিই সেই খ্রীষ্ট, যার কাছে অবশ্যই আমাদের নিজেদের সকলকে সমর্পণ করতে হবে, যিনি নিজেই তা রক্ষা করতে সমর্থ, যা আমরা তা কাছে গচ্ছিত রাখি। আমাদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আমরা যেন আমাদের চোখ খ্রীষ্টের প্রতি নিবদ্ধ রাখি যখন আমাদের মৃত্যু সন্নিকট হবে, কারণ তাঁর মধ্যস্থতা ছাড়া আমরা আর কিছুতেই আরেক জগতে যেতে পারি না, কিংবা আমরা মৃত্যুর সময়ে তাঁকে ছাড়া আর কোন স্বস্তি ও সান্ত্বনা পেতে পারি না।

[৩] খ্রীষ্ট আমাদের আত্মাকে আমাদের মৃত্যুর সময় গ্রহণ করবেন, যার প্রতি আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং এই কথা চিন্তা করে অবশ্যই আমাদেরকে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দান করতে হবে। আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে, যখন আমরা বেঁচে থাকব, যাতে করে খ্রীষ্ট আমাদের আত্মা গ্রহণ করতে পারেন যখন আমরা মৃত্যুবরণ করব, যদি তিনি আমাদের আত্মা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা তা আর কোথায় গচ্ছিত রাখব? কীভাবে গর্জনকারী সিংহের শিকার হয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারবে? সে কারণেই আমাদেরকে প্রতিদিনই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে আমাদের আত্মাকে সমর্পণ করতে হবে, আমাদের আত্মাকে খ্রীষ্টের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হতে দিতে হবে, যেন তিনি তা পরিশুদ্ধ করেন এবং তা তাঁর আপন বলে গ্রহণ করেন, নতুবা তিনি তা কোন মতেই গ্রহণ করবেন না। আর যদি আমাদের জীবদ্দশায় এটাই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যখন আমাদের মৃত্যু আসবে, যাতে করে আমরা সেই চিরকালীন আবাসে প্রবেশ করতে পারি।

(২) এখানে আমরা দেখি তিনি তার হত্যাকারীদের জন্য প্রার্থনা করছেন, পদ ৬০।

[১] এই প্রার্থনার প্রেক্ষাপট এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়; কারণ আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, আগে প্রার্থনাটির চেয়ে আরও বেশি একাগ্রতা সহকারে এই প্রার্থনাটি নিবেদন করা হয়েছিল।

প্রথমত, তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন, যা তাঁর প্রার্থনার মধ্যে নম্রতা নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়ত, তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, যা তাঁর অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করে।

কিন্তু কেন তিনি এভাবে আগের চেয়ে এই প্রার্থনায় আরও বেশি করে নম্রতা এবং আকুলতা প্রকাশ করলেন? কারণ কেউ এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, তিনি তাঁর নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন তখন তাঁর ভাষা ছিল সৎ এবং সেই কারণে তাঁর আর এই বাহ্যিক প্রকাশ ভঙ্গির প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তিনি যখন তাঁর শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেহেতু তখন তিনি আরও বেশি মন্দ প্রকৃতির চরিত্রের জন্য প্রার্থনা করছেন, সেই কারণে তিনি আরও আকুলভাবে তাঁর প্রার্থনা করলেন।

[২] প্রার্থনাটি কী ছিল: প্রভু, এই লোকদের পাপ ধোরো না। এখানে তিনি তার মৃতপ্রায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মত করে প্রার্থনা করলেন, যিনি তার প্রতি নির্যাতনকারীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, পিতা, এদেরকে ক্ষমা কোরো; এবং তিনি তাদের সকলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যারা এর পরে তার মত করে নির্যাতিত হবে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রচার করা সম্ভব। স্তিফান তাদের প্রতি এই কাজই করেছিলেন, যারা তাকে পাথর মারছিল এবং তিনি তাদের জন্য হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিলেন, যা নিশ্চয়ই তাদের চোখে পড়েছে, তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠেছিলেন, যা অবশ্যই তাদের সকলের কানে গিয়েছে এবং তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে:-

প্রথমত, তারা পাপ করেছে, তা অত্যন্ত মহা পাপ, যা স্বর্গীয় দয়া এবং অনুগ্রহ ব্যতীত কোন মতেই দোষ মুক্ত হবে না এবং তাদেরকে অনন্তকালীন শাস্তিতে পতিত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তারা তার সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করলেও এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও তিনি তাদের প্রতি দয়া সহকারে কথা বলেছেন এবং তাদের মঙ্গলার্থে চিন্তা করেছেন। তাই যদি তারা এই কাজের জন্য অনুশোচনা না করে তাহলে তা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে। তারা এই বিষয়টি লক্ষ্য করুক এবং তারা আরও সূচারুরূপে চিন্তা করুক, যেন তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সেই পথ থেকে সরে আসে। যে রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়, সে ধার্মিক ব্যক্তিকে ঘৃণা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ন্যায়বান, সে তার আত্মার খোঁজ করে, হিতোপদেশ ২৯:১০।

তৃতীয়ত, যদিও তাদের পাপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল, তথাপি তাদের কোন মতেই এ কথা ভেবে হতাশ হয়া উচিত হবে না যে, তারা অনুশোচনা করে ক্ষমা চাইলেও কোন লাভ হবে না। বরং তাদের জন্য এখনও এই সুযোগ রয়েছে এবং তারা চাইলেই সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করে ক্ষমা চাইলে অবশ্যই তাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্ষমা দান করবেন। ঈশ্বর আর তাদের উপরে এই অপরাধের অভিযোগ রাখবেন না। যদি তারা তাদের অন্তর দিয়ে এই কাজের জন্য ক্ষমতা চায়, তাহলে অবশ্যই তাদের সমস্ত পাপ মুছে যাবে। "আপনারা কি মনে করেন যে," বলেছেন অগাস্টিন, "প্রেরিত পৌল স্তিফানকে এই প্রার্থনা করতে শুনেছিলেন? নিশ্চয়ই তিনি তা শুনেছিলেন এবং সে সময় তিনি এই প্রার্থনা শুনে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন ((*audivit subsannans, sed irrisit*– তিনি তা শুনে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন), তিনি তা তাচ্ছিল্য করে শুনছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এর সুফল লাভ করেছিলেন এবং তিনি আগের চেয়ে আরও ভাল কিছু লাভ করেছিলেন।"

৩. এর পরেই স্তিফান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন: যখন তিনি এই কথা বলা শেষ করলেন, তিনি তার দেহ ত্যাগ করলেন; কিংবা, তিনি এই কথা বলতে বলতেই তার মৃত্যু এসে তাঁকে আঘাত করল। লক্ষ্য করুন, উত্তম ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যু কেবলমাত্র একটি ঘুমের মত; তা আত্মার নিদ্রা নয় (স্তিফান তাঁর আত্মা যীশু খ্রীষ্টের হাতে তুলে দিয়েছিলেন), কিন্তু দেহের নিদ্রা। এটি হচ্ছে দেহের সকল প্রকার যন্ত্রণা থেকে বিশ্রাম, সকল প্রকার ব্যথা বেদনা থেকে বিশ্রাম। স্তিফান অন্য যে কোন মানুষের মতই মৃত্যুর সময় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, তথাপি তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তিনি নিদ্রা গেলেন। তিনি তাঁর মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করেছিলেন যার কারণে তিনি মৃত্যুর মুখে পড়ার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে নিজেকে পাল্টে নিয়েছিলেন এবং তিনি খুব সহজেই নিদ্রা যাওয়ার মত করে মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা যদি মৃত্যুর সময় অস্থির না হয়ে শান্তভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করি, তাহলে পরক্ষণেই আমরা দেখতে পাব আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে শান্তিতে আমরা শুয়ে আছি। স্তিফান নিদ্রা গেলেন। ল্যাটিন সংস্করণে বলা হয়েছে, প্রভুতে নিদ্রা গেলেন, তিনি তাঁর ভালবাসাকে গ্রহণ করলেন। যদি তিনি এভাবে নিদ্রা যেতে পারেন, তাহলে তিনি অবশ্যই পরদিন সকালে নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখতে পাবেন যে, তিনি পরিত্রাণ পেয়ে পরম দেশে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ৮

এই অধ্যায়ে আমরা খ্রীষ্টানদের উপরে চলমান অত্যাচার নির্যাতন এবং একই সাথে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রসার লাভের বিবরণ দেখতে পাই। এটি ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর কিন্তু সত্যি যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার যতই বেড়ে যাচ্ছিল, তাদের সংখ্যাও তত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ক. এখানে আমরা দেখি নির্যাতিত মণ্ডলীকে, স্তিফান সাক্ষ্যমর হওয়ার পর একটি তুমুল অস্থিরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে পর অনেকেই যিরূশালেম থেকে চলে যেতে বাধ্য হন, পদ ১-১৩।

খ. এখানে আমরা দেখি ফিলিপ এবং অন্যান্যদের পরিচর্যার ফলে প্রতিনিয়ত মণ্ডলীর প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা, যখন তারা যিরূশালেমের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। এখানে আমরা দেখতে পাব:-

১. তাদের মধ্য দিয়ে শমরীয়াতে সুসমাচারের আগমন হয় এবং প্রেরিতগণ সেখানে প্রচার করেন (পদ ৪. ৫) এবং সেখানে লোকেরা তা গ্রহণ করতে থাকে (পদ ৬-৮), এমন কি জাদুকর শিমোনও তা গ্রহণ করে (পদ ৯-১৩); পিতর এবং যোহনের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী শমরীয়দের মধ্যে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দান পরিলক্ষিত হতে থাকে (পদ ১৪-১৭); এবং জাদুকর শিমোন বিশেষ আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা কিনতে চাওয়ার জন্য টাকা দিতে চাওয়ায় পিতর তাকে তীব্রভাবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন, পদ ১৮-২৫।

২. ইথিওপিয়ায় সুসমাচার পৌঁছে যায় একজনকে খোঁজার মধ্য দিয়ে, যিনি ছিলেন সেই দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি যিরূশালেম থেকে ঘোড়ার রথে চড়ে তার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলেন, পদ ২৬-২৮। ফিলিপকে তার কাছে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি তার রথে বসে তার কাছে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রচার করেন (পদ ২৯ -৩৫), তাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস করার কারণে বাপ্তিস্ম দান করেন (পদ ৩৬-৩৮) এবং এরপর ফিলিপ তাকে ছেড়ে চলে যান (পদ ৩৯,৪০)। এভাবেই বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুসমাচার বিভিন্ন জাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, একভাবে কিংবা অন্য কোনভাবে, "তারা সকলেই কি শোনে নি?"

প্রেরিত ৮:১-৩ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:-

ক. স্তিফান এবং তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত আরও কিছু ঘটনার বিবরণ; কীভাবে লোকেরা এই

ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল– নানানভাবে, সাধারণত এ ধরনের ঘটনা নির্ভর করে বিভিন্ন মানুষের মানসিক গতি প্রকৃতি এবং অনুভূতির উপরে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, যখন তিনি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন (যোহন ১৬:২০), তোমরা কাঁদবে এবং শোক করবে, কিন্তু এই পৃথিবী আনন্দ করবে। সেই কথা অনুসারেই এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. স্তিফানের মৃত্যুতে একজন মানুষ আনন্দ করলো– বহু মানুষ এই ঘটনায় আনন্দ করেছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই– কিন্তু একজন মাত্র মানুষের কথা বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছে শৌল, যাকে পরবর্তীতে পৌল নামে সম্বোধন করা হয়েছিল; তিনি স্তিফানের মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ***syneudokon*** – তিনি প্রচণ্ড আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলেন (এমনভাবেই এই শব্দের ব্যাখ্যা করা উচিত); তিনি এই ঘটনায় উৎফুল্ল হয়েছিলেন। তিনি চোখ ভরে সেই রক্তাক্ত দেহটিকে দেখেছিলেন এবং এই আশা করছিলেন যে, এই ঘটনার পর হয়তো খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রসার একেবারেই হ্রাস পাবে। আমাদের অবশ্যই এমনটি ভাবার কারণ আছে যে, পৌল পরবর্তীতে লূককে বিশেষভাবে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি নিজে এই কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন মহিমান্বিত হয়। এভাবেই তিনি স্তিফানের রক্তপাতের জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন এবং তাঁর নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে এই ঘটনার জন্য সে সময় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং তিনি সে সময় এই কাজ করতে গিয়ে যে কোন ধরনের অনুশোচনা বা বিবেকের দংশনের স্বীকার হন নি, এ কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। বরং তিনি অত্যন্ত আনন্দ এবং সন্তুষ্টি লাভ করেছেন নিজের এই অপরাধ জনসমক্ষে প্রকাশ করার একটি সুযোগ পেয়ে।

২. স্তিফানের মৃত্যু অন্যান্যদেরকে তাড়িত করেছিল এবং শোকাহত করেছিল (পদ ২), তারা ছিলেন কয়েক জন ভক্ত লোক, অনেকে মনে করেন স্তিফান নিজে এদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিংবা, হয়তো বা এখানে আরও ব্যাপকভাবে এই কথাটি বোঝানো হয়েছে; মণ্ডলীসমূহের মধ্যে যে মণ্ডলীগুলো অনেক বেশি নিবেদিত প্রাণ ছিল, তারা সকলে এসে স্তিফানের বিধ্বস্ত এবং চূর্ণ বিচূর্ণ অবশিষ্ট মাংস পিণ্ডটিকে তুলে নিয়ে যায়, তারা সেই স্থানের নাম দিয়েছিল সম্ভবত রক্ত-ক্ষেত্র, যে স্থানটিকে তারা বিদেশীদের কবর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতো। এরপর তারা তাঁর দেহাবশেষ তুলে নিয়ে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে কবর দেয় এবং তাঁর জন্য শোক করে। যদিও স্তিফানের মৃত্যু তাঁর নিজের জন্য অত্যন্ত সুফলজনক ছিল এবং মণ্ডলীর জন্য এই মৃত্যু এক মাইল ফলক ছিল, তথাপি মণ্ডলীর সভ্যগণ সকলে সাধারণভাবে তাঁর জন্য শোক করলেন এবং তারা তাঁর এই পরিচর্যা চিরকালের জন্য হারিয়েছেন বলে শোক করলেন, কারণ তিনি একই সাথে একজন পরিচর্যাকারী এবং একজন তার্কিক হিসেবে সুখ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। তারা স্তিফানকে তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শেষ সম্মান জ্ঞাপন করলেন।

(১) তারা এটি দেখালেন যে, তিনি যে কারণে কষ্ট ভোগ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন তার জন্য তারা লজ্জিত নন, কিংবা এ কারণে তাদের শত্রুরা তাদের উপরে আক্রোশ ও

ক্রোধ পোষণ করলেও তারা এর জন্য ভীত সন্ত্রস্ত নন। কারণ যদিও এখন তারা বিজয় উল্লাস করছে, তথাপি প্রেরিতগণের কাজ হচ্ছে ন্যায্য এবং সত্য; এবং তা অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে বিজয়ী হবে।

(২) তারা দেখালেন যে, যীশু খ্রীষ্টের এই বিশ্বস্ত দাসের প্রতি তাদের কতটা সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ ছিল, কারণ তিনিই ছিলেন সুসমাচারের ইতিহাসে প্রথম সাক্ষ্যমর বা সাক্ষ্যমর, যার স্মৃতি তাদের কাছে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে, তাঁর মৃত্যু যতই করুণ ও নৃশংস হোক না কেন। তারা শিখেছিলেন কি করে ঈশ্বর যাঁকে সম্মান জ্ঞান করেছেন, সেই মানুষকে সম্মান জ্ঞাপন করতে হয়।

(৩) তারা এর মধ্য দিয়ে মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে এবং অনন্ত জীবনে প্রবেশের বিষয়ে তাদের বিশ্বাস এবং আশার সাক্ষ্য দান করলেন।

খ. মণ্ডলীর উপরে নির্যাতনের একটি বর্ণনা, যা শুরু হয়েছিল স্তিফানের মৃত্যুর পর থেকে। যখন যিহূদীরা এ ধরনের নৃশংসতা সহকারে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চালাতে শুরু করলো এবং স্তিফানের উপরে এ ধরনের চূড়ান্ত ধ্বংসলীলা সাধন করলো, তখন আর খুব সহজে তাদেরকে প্রতিহত করা গেল না এবং তারা আরও বেশি রক্ত পিপাসু হয়ে উঠল। তারা ক্রমাগতভাবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে গেল এবং তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে লাগল। যে কেউ স্তিফানের মৃত্যুর মুহূর্তে করে যাওয়া প্রার্থনাটি শুনবে, সে-ই নিশ্চয়ই তা শুনে মোহিত হবে এবং তার হৃদয় নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ হবে, কিন্তু দেখা গেছে যিহূদীদের ক্ষেত্রে তা হয় নি, কারণ খ্রীষ্টানদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চলতেই থাকল; কারণ তারা আরও বেশি হিংস্র হয়ে উঠেছিল, যখন তারা দেখতে পেয়েছিল যে, তারা আসলে কোনভাবেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে তাদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না, মনে হচ্ছে ঈশ্বরের নিজেরও যেন এই বিশ্বাস থেকে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে আসতে বেগ পেতে হবে, যার কারণে তারা এতটা নৃশংসতার পথ বেছে নিয়েছিল; তাছাড়া তারা একবার স্তিফানকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার পর থেকে তাদের মন আরও বেশি করে মন্দ কাজের প্রতি লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত শিষ্যরা স্তিফানের মত করে যিহূদীদের সাথে আরও বেশি করে বিতর্কে লিপ্ত হতেন, কারণ তারা দেখেছিলেন যে, স্তিফান বিজয়ীর ভঙ্গিতে এই পৃথিবী ছেড়ে অনন্ত জীবনে পাড়ি জমিয়েছেন, যার কারণে তাদের কর্মোদ্যম এবং উৎসাহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

১. কাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার নির্যাতন বেড়ে গিয়েছিল: এই অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছিল যিরূশালেমের মণ্ডলীগুলোর বিপক্ষে, যা খুব দ্রুত শুরু হয়েছিল এবং একটি মণ্ডলী স্থাপিত হতে না হতেই তার উপরে অত্যাচার নির্যাতন চালানো শুরু হয়ে যেত, যেভাবে খ্রীষ্ট আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর বাক্যের কারণে তাদের উপরে অত্যাচার এবং নির্যাতন চালানো হবে; এবং খ্রীষ্ট বিশেষভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যিরূশালেম খুব দ্রুত তার অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক স্থানে পরিণত হবে, কারণ এই শহর ভাববাদীদের হত্যা করার জন্য এবং যাদেরকে তাদের কাছে বাক্য প্রচার

করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে পাথর মারার জন্য বিখ্যাত, মথি ২৩:৩৭। এটি মনে হতে পারে যে, এই নির্যাতন এবং পীড়নে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কারণ পৌল এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি এই সময়ে অনেককেই অত্যাচার করে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২১:৪) এবং (প্রেরিত ২৬:১০) তখনই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তিনি তাদের বিপক্ষে কথা বলেছেন।

২. যিনি এই কাজে একজন সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন: আর কেউ এই নির্যাতনের কাজে এতটা আগ্রহী ছিলেন না, এতটা ব্যস্ত ছিলেন না, যতটা ছিলেন শৌল, একজন যুব ফরীশী, পদ ৩। শৌলের ক্ষেত্রে (যাকে এর আগে দুই বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখন আবার তাকে একজন কুখ্যাত নির্যাতনকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে), বলা হয়েছে, তিনি মণ্ডলীর উচ্ছেদ সাধন করতে লাগলেন। তিনি মণ্ডলীকে ধ্বংস করে দিতে এবং তাকে সমূলে উচ্ছিন্ন করতে যা যা সম্ভাব্য করা প্রয়োজন তার সবই করতে লাগলেন। তিনি খ্রীষ্টের শিষ্যদের জীবনে কী ধরনের দুর্দশা বয়ে নিয়ে আসলেন তা তিনি মোটেও লক্ষ্য করলেন না, কিংবা তিনি কখন থামবেন তাও তিনি জানতেন না। তিনি তার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন ইস্রায়েল থেকে সুসমাচারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া জন্য, যাতে করে কেউ আর কোন দিন এই নাম মনে করতেও না পারে, গীতসংহিতা ৮৩:৪। তিনি ছিলেন মহাপুরোহিতদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হাতিয়ার। তিনি ছিলেন শিষ্যদের বিপক্ষে একজন সক্রিয় কর্মী এবং একজন সংবাদদাতা, যিনি সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে খবরা খবর নিয়ে এবং তথ্য জোগাড় করে দূত হিসেবে মহাসভায় তা যোগান দিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। শৌল ছিলেন একজন মেধাবী শিক্ষার্থী, একজন প্রকৃত ভদ্রলোক এবং তথাপি তিনি এ কথা একবারও ভাবেন নি যে, তিনি নিজেকে কতটা ঘৃণ্য কাজে জগিয়ে ফেলেছেন।

(১) তিনি প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তার জন্য দরজা ভাঙ্গা বা খোলা কোন সমস্যা ছিল না, হোক তা দিনে কিংবা রাতে, কারণ তার সাথে সবসময় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকত। তিনি সেই সমস্ত গৃহে প্রবেশ করতেন, যে সমস্ত গৃহ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাদের সমবেত হওয়ার স্থান এবং প্রার্থনার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতেন, কিংবা যে সমস্ত গৃহে কোন না কোন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বাস করতেন, সেই সমস্ত গৃহে গিয়ে তিনি হানা দিতেন। সে সময় কোন মানুষই তার নিজের ঘরেও নিরাপদে ছিল না, সবসময়ই তাদেরকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো।

(২) তিনি সবচেয়ে হিংস্র এবং সবচেয়ে আক্রোশপূর্ণ বেশ ধরে এসে হাজির হতেন এবং তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ধরে নিয়ে এসে রাস্তায় বের করতেন, তিনি নারী ও শিশুদের প্রতি কোন ধরনের দয়া পোষণ করতেন না। তিনি এতটাই নিচে নেমে গিয়েছিলেন যে, তিনি সুসমাচারকে চরম অবমাননা করেছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত উদ্ধত এবং অহঙ্কারী ছিলেন।

(৩) তিনি তাদেরকে ধরে ধরে কারাগারে বন্দী করতেন, যাতে করে তাদেরকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে; এবং আমরা দেখি যে অনেককেই তিনি ঈশ্বরনিন্দা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড

দিয়েছিলেন, প্রেরিত ২৬:১১।

৩. এই নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া কী ছিল: তারা সকলে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন (পদ ১), প্রেরিতগণ ব্যতীত অন্য সকলে। সাধারণ বিশ্বাসী ব্যতীত অন্য আর যারা ছিলেন, বিশেষত প্রেরিতবর্গ, তাঁরা যিরূশালেমেই রয়ে গেলেন এবং তাঁরা তাদের কাজ সেখানে চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁরা আমাদের প্রভুর নীতি মনে রেখেছিলেন (যখন তোমাদের উপরে তারা এক শহরে অত্যাচার করবে, তখন তোমরা আরেক শহরে পালিয়ে যেয়ো), তাই তাঁরা সেই নির্দেশ অনুসারে যিহূদিয়া এবং শমরীয়া প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন; তাঁরা মূলত নির্যাতনের ভয়ে সেভাবে পালিয়ে যান নি (কারণ যিহূদিয়া এবং শমরীয়া যিরূশালেম থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না এবং যদি সেখানে গিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন, তাহলে যিরূশালেম থেকে ফরীশীরা গিয়ে তাদেরকে ঠিকই খুঁজে বের করবে), কিন্তু এর কারণ হচ্ছে, তারা এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে করে তাঁদের মধ্য দিয়ে বাক্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের কাজ যিরূশালেমে বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে, আর এখন সময় হয়েছে অন্যান্য স্থানে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য; কারণ তাঁদের প্রভু তাঁদেকে বলেছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই প্রথমে যিরূশালেমে তার পক্ষে সাক্ষ্য বহনকারী হিসেবে কাজ করতে হবে এবং এর পরে তাঁদেরকে সকল যিহূদিয়া এবং শমরীয়ায় সাক্ষ্য বহন করতে হবে এবং এরপর তাঁদেরকে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে গিয়ে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে হবে (প্রেরিত ১:৮) এবং এই প্রক্রিয়া অবশ্যই তাদেরকে অবলম্বন করতে হবে। নির্যাতনের কারণে তাঁদেরকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরে আসলে চলবে না, যদিও তা আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে অন্য কোথাও কাজে পাঠিয়ে দিতে পারে। সকল প্রচারক ছড়িয়ে পড়েছিলেন, শুধুমাত্র প্রেরিতগণ যিরূশালেমেই ছিলেন, যারা সম্ভবত আরও কিছু সময় পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যিরূশালেমে তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, বিশেষ করে যিরূশালেমে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার বিপক্ষে তাঁরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছিলেন যেন ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়। তাঁরা যিরূশালেম অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে তাঁরা অন্য যে কোন প্রচারকের জন্য সবসময় সাহায্য দানের লক্ষ্যে প্রস্তুত ছিলেন; যেভাবে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন যে স্থানে তাঁদেরকে যেতে বলা হয়েছে এবং যেখানে তিনি নিজে গিয়েছেন সেখানে যেন তাঁরও যান, লূক ১০:১। প্রেরিতগণ বহু সময় পর্যন্ত যিরূশালেম অবস্থান করলেন, যা অন্য কেউ চিন্তাও করতে পারবে না এবং তাঁদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সে অনুসারে তাঁরা কাজ করতে থাকলেন, যাতে করে তাদের অনুসারীরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তারা গিয়ে সকল জাতিকে শিষ্য করতে পারেন। দেখুন প্রেরিত ১৫:৬; গালাতীয় ১:১৭। কিন্তু তাঁরা যে সুসমাচার প্রচারকদেরকে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের কাজ প্রেরিতদের কাজ বলেই স্বীকৃত ছিল।

প্রেরিত ৮:৪-১৩ পদ

এখানে শিমশোনের ধাঁধার সমাধান আমরা পুনরায় দেখতে পাই: শিকারী থেকে আসে

মাংস এবং শক্তিমান থেকে আসে মিষ্টি। যে নির্যাতনের উদ্দেশ্য ছিল মণ্ডলীকে অত্যাচার ও নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, সেই মণ্ডলী বরং ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এবং অনুগ্রহে আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং প্রসার পেতে লাগল, কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন এভাবেই মণ্ডলী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। খ্রীষ্ট নিজে বলেছেন, আমি এসেছি পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালাতে; এবং তারা মনে করেছিল শিষ্যদের ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে তারা এই আগুন নিভিয়ে দিতে পারবে, তারা চেয়েছিল এই আগুনের শিখাকে নির্বাপিত করতে, কিন্তু এর বদলে তারা তা আরও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।

ক. এখানে আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্য দিয়ে কী কী কাজ সাধিত হয়েছিল তার একটি সাধারণ বিবরণ (পদ ৪): তারা সকলে প্রত্যেক স্থানে গেলেন এবং বাক্য প্রচার করলেন। তাঁরা নিজেদেরকে অত্যাচার নির্যাতনের ভয়ে লুকিয়ে রাখলেন না, কিংবা তাঁদের এই যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগের কারণে কোন ধরনের গর্ব বা অহঙ্কার বোধ করলেন না; বরং তাঁরা পৃথিবীর বুকে খ্রীষ্ট সম্পর্কে সকলকে জানানোর জন্য ছড়িয়ে পড়লেন এবং যথাসাধ্য করতে লাগলেন। তাঁরা সকল স্থানে গেলেন, এমন কি যেখানে শুধুমাত্র অযিহূদীরা বসবাস করে সেখানেও তাঁরা গেলেন, তাঁরা শমরীয়দের শহরে গেলেন, যেখানে এর আগে তাদেরকে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল, মথি ১০:৫। তাঁরা এক সাথে অবস্থান করেন নি, যদিও এর মধ্য দিয়েও তাঁরা শক্তিশালী হয়েছিলেন; তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তারা কোন ধরনের স্বস্তি খোঁজার চেষ্টা করেন নি, বরং তাঁরা তাঁদের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখান থেকে সরে আসার কথা চিন্তা করেন নি। তাঁরা সারা দেশে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্রতী হয়েছিলেন, যারা তাঁদের মধ্যে প্রচারক ছিলেন তাঁরা প্রচার করেছেন এবং যারা সাধারণ বিশ্বাসী ছিলেন তারা তাদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টকে এবং খ্রীষ্টান ধর্মকে উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা এমন এক দেশে এখন রয়েছেন যেখানে তাঁরা সকলে অপরিচিত এবং বিদেশী হিসেবে বিবেচিত নন, কারণ এর আগে যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা বহু বার এই যিহূদিয়া এবং শমরীয়াতে এসেছেন, সে কারণে তাঁদের কাজের জন্য এখানে আগে থেকেই ভিত্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে; এবং লোকেদেরকে এখানে আগে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, খ্রীষ্ট কী ধরনের মতবাদ ও শিক্ষা তাঁদেরকে দান করে গেছেন, যা তিনি এর আগে এখানে এসে লোকদের মাঝে দান করেছেন এবং তা কখনোই ভুলে যাওয়ার কিংবা হারিয়ে যাওয়ার নয়।

খ. ফিলিপ যে কাজ করেছিলেন তার একটি স্বতন্ত্র বিবরণ। আমরা পরবর্তীতে অন্যান্যদেরও উন্নতি এবং সাফল্যের বর্ণনা শুনতে পাব (প্রেরিত ১১:১৯), কিন্তু এখানে আমাদেরকে অবশ্যই ফিলিপের বিশেষ পরিচর্যার বিষয়ে জানতে হবে, যিনি প্রেরিত ফিলিপ নন, বরং পরিচর্যাকারী ফিলিপ, যাকে সাত জনের মধ্যে লোকদের খাবার পরিবেশনের জন্য পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি পরিচর্যাকারীর দায়িত্বের চাইতেও আরও ভাল একটি দায়িত্ব পেয়েছিলেন তার নিজ যোগ্যতা এবং একান্ত একাগ্রতার কারণে এবং এর কারণ হচ্ছে বিশেষ করে তার বিশ্বাসে বিশেষ ধরনের সাহাসিকতা ছিল, ১

তীমথিয় ৩:১৩। স্তিফান একজন সাক্ষ্যমর বা সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর বিশ্বাসের সাক্ষ্য দান করার ক্ষেত্রে আপোষহীন ছিলেন, সেইভাবে ফিলিপও একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে অতুলনীয় ছিলেন, যে কারণে তিনি খুব সহজেই পরিচর্যাকারী থেকে সুসমাচার প্রচারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কারণ তিনি কলাম পাঠে এবং প্রার্থনার প্রতিনিয়ত নিমগ্ন ছিলেন এবং তিনি নিঃসন্দেহে নিজেকে পরিচর্যাকারীর পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন; কারণ কীভাবে তিনি শমরীয়াতে বাক্য প্রচার করতে করতে যিরূশালেম খাবারের জন্য পরিচর্যা করবেন? আর এটি খুব সম্ভব যে, অন্য আরও দুই জনকে স্তিফানের এবং ফিলিপের স্থানে নিয়োগ দান করা হয়েছিল। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. ফিলিপ তার প্রচার কাজ চালাতে গিয়ে কত না মহা সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং তিনি যে ধরনের অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন।

(১) তিনি যে স্থান বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল শমরীয়া শহর, শমরীয়ার প্রধান নগর, সেই দেশের রাজধানী, যেখানে পূর্বতন শমরীয়ার রাজধানী দাঁড়িয়ে ছিল, যার বিষয়ে আমরা দেখতে পাই ১ রাজাবলি ১৬:২৪ পদে, এখন একে বলা হয় সেবাস্ত। অনেকে মনে করেন এটিই হচ্ছে শিখিম বা শিখর, শমরীয়ার সেই নগর, যেখানে খ্রীষ্ট গিয়েছিলেন, যোহন ৪:৫। সেই শহরের অনেকেই সে সময় যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করেছিলেন, যদিও তিনি তাদের মধ্যে কোন ধরনের আশ্চর্য কাজ করেন নি (পদ ৫:৩৯, ৪১) এবং এখন ফিলিপ এর তিন বছর পরে আবারও সেই প্রচার কাজ শুরু করলেন। যিহূদীদের সাথে শমরীয়দের কোন সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচার প্রেরণ করেছিলেন সমস্ত শত্রুতাকে পরাহত করার জন্য এবং বিশেষ করে যিহূদী এবং শমরীয়দের মধ্যকার শত্রুতা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য, তাদের তাঁর মণ্ডলীতে একত্রিত করা মধ্য দিয়ে।

(২) তিনি যে শিক্ষা প্রচার করছিলেন তা ছিল খ্রীষ্টের শিক্ষা, তাঁর বিষয়ে শিক্ষা; কারণ তিনি যা কিছু জানতেন তা জানানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করলেন, তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান ছড়িয়ে দিলেন (এভাবেই তা প্রকাশ করা হয়েছে), একজন রাজা হিসেবে তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করলেন, যখন তিনি তাদের কাছে মুকুট পরিহিত অবস্থায় আসবেন, তিনি তাঁর সকল অধীনস্থদের কাছে রাজা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। শমরীয়রা খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতো, যা আমরা দেখতে পাই যোহন ৪:২৫ পদে। এখন ফিলিপ তাদেরকে বলছেন যে, তিনি এসেছেন এবং শমরীয়রা তাঁকে স্বাগত জানাতে পারে। বাক্যের পরিচর্যাকারীদের কাজ হচ্ছে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করা) খ্রীষ্ট এবং তাঁর ক্রুশারোপণ, খ্রীষ্ট এবং তাঁর মহিমা ও গৌরব।

(৩) তিনি তার প্রচারকৃত মতবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে কাজটি করেছিলেন তা ছিল আশ্চর্য কাজ, পদ ৬। তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যে আদেশ পেয়ে এ কাজ করছেন তা এসেছে স্বর্গ থেকে (এবং সেই কারণে তারা শুধুমাত্র যে তিনি যা বলছেন তাতে মনোযোগই আনে নি, বরং সেই সাথে তারা এর প্রতি বাধ্যগত

হয়েছিল), তিনি তাদেরকে দেখিয়েছিলেন যে, এই কাজের প্রতি স্বর্গের সীলমোহর দেওয়া রয়েছে, যাকে ঈশ্বর সত্য বলে প্রতীয়মান করেছেন, তা কখনোই মিথ্যে হতে পারে না। তাঁর আশ্চর্য কাজগুলো ছিল অনস্বীকার্য; তিনি যে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তা তারা দেখেছিল এবং শুনেছিল। তারা শুনেছিল তিনি কোন ভাষায় আদেশ দিচ্ছেন এবং তার কী চমৎকার প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে; তিনি যা বলেছেন তাই ঘটছে। আর তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে এই আশ্চর্য কাজগুলো এতটাই চমৎকারভাবে পরস্পর যুক্ত ছিল যে, এর প্রতি আরও বেশি করে স্বর্গীয় আলো এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল।

[১] তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল যেন তিনি শয়তানের কার্য ক্ষমতা ধ্বংস করে দেন এবং এর চিহ্ন হিসেবে তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে বহু নাপবিত্র আত্মাকে তাড়ালেন, তারা যে মানুষদের মধ্যে বসবাস করতো তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে গেল, পদ ৭। যেখানে সুসমাচার এসে আবির্ভূত হয়, সেখানেই শয়তান আর তার কাজ চালাতে পারে না এবং সে সময় তারা আবার নিজেদের সত্তা ফিরে পেয়েছিল, যারা তাদের নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। শয়তান মানুষের উপরে তার দখল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। যেখানেই সুসমাচার প্রবেশ করেছে এবং বিস্তর লাভ করেছে, সেখান থেকেই মন্দ আত্মা চলে গেছে এবং বিশেষ করে সকল নাপবিত্র আত্মা পালিয়ে গেছে, মাংসের প্রতি সকল কামনা, যা আত্মার সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে, তা দূরীভূত হয়েছে; কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে অপবিত্রতার অবস্থান থেকে পবিত্র অবস্থানে আসতে বলেছেন, ১ থিষলনীকীয় ৪:৭। লোকদের শরীর থেকে অশুচি আত্মাদের পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে, কারণ বলা হয়েছে, সেই অশুচি আত্মারা জোরে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসছিল, যা এই কথা প্রকাশ করে যে, তারা তাদের ইচ্ছার বিপক্ষে মহা বিরক্তি এবং যন্ত্রণা সহকারে বেরিয়ে আসছিল এবং তাদেরকে কোন এক উচ্চতর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জোর করে বের করে দিচ্ছিল, মার্ক ১:২৬; ৩:১১; ৯:২৬।

[২] তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল মানুষের আত্মাকে সুস্থতা দান করার জন্য, এক মলিন পৃথিবীকে সুস্থতা দান করার জন্য এবং তাকে এক সুন্দর অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য; এবং এর চিহ্ন হিসেবে সেখানে এমন অনেকে ছিল যারা ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্থ এবং খঞ্জ। যাদের এই অসুস্থতা ছিল তাদেরকে এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃতিকভাবে তাদের সুস্থ হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল (সে কারণে এই আশ্চর্য কাজগুলো আরও বেশি দৃশ্যনীয় ছিল) এবং যাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাপের রোগ ছিল এবং নৈতিক অক্ষমতা ছিল, যার ফলে মানুষের আত্মা ঈশ্বরের সেবা করতে অপারগতা প্রকাশ করতো। সুসমাচারের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে সুস্থতা দান করা, যারা আত্মিকভাবে খঞ্জ এবং পক্ষাঘাত গ্রস্থ এবং যারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে না, রোমীয় ৫:৬।

(৪) ফিলিপের শিক্ষা ও মতবাদ এভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তা শমরীয়ায় গৃহীত হল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করলো (পদ ৬): লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর কৃত চিহ্ন-কার্য সকল দেখে একচিত্তে তাঁর কথায় অবধান করলো। তারা তাঁর করা আশ্চর্য কাজে তীব্রভাবে

মোহিত হয়েছিল এবং তারা প্রথম বারেই তাঁর কাজের এবং কথার প্রতি মনোযোগী হয়েছিল এবং তা ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। এরপর সেখানে লোকদের মাঝে আশা সৃষ্টি হয়, যার কারণে তারা লক্ষ্য করতে থাকে যে, তিনি যে সমস্ত কথা বলছেন তার মধ্যে রয়েছে তাদের আত্মা এবং এর অনন্তকালীনতার কথা। যখন তারা ঈশ্বরের বাক্যে সত্যিকার অর্থে মনোযোগী হওয়া শুরু করলো, যেহেতু তারা তা শুনে প্রীত হয়েছিল, তখন তারা তা বোঝার জন্য এবং তা মনে রাখার জন্য একাগ্র চিত্ত হল এবং তখন তারা এ বিষয়ে প্রকৃত অর্থে মনোযোগী হল। সাধারণ লোকেরা ফিলিপের কথা মনোযোগী হল, ***oi ochloi***– বিপুল সংখ্যক মানুষ, শুধুমাত্র এখান সেখান থেকে কিছু মানুষ নয়, বরং একচিত্ত হয়ে সকল মানুষ তার কথা অবধান করেছিল, অর্থাৎ তাদের মাঝে সুসমাচার এক সাথে প্রভাব ফেলেছিল এবং কার্যকরী হয়েছিল, যার কারণে তারা একচিত্ত হয়ে তা গ্রহণ করেছিল।

(৫) ফিলিপের প্রচারে শ্রোতা হিসেবে যোগদান করে তারা যে সন্তুষ্টি অর্জন করেছিল এবং এর মধ্য দিয়ে সেই প্রচার যে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল (পদ ৮): তাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হল; কারণ (পদ ১২) তারা ফিলিপকে এবং তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিল এবং যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তার অনুসারী হয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

[১] ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই রাজ্যের রীতি-নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং আইন-কানুন এবং সকল বিধি বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, এর সকল স্বাধীনতা এবং সকল সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই রাজ্যের যথাযোগ্য নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে তা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন; আর তিনি সেই রাজ্যের রাজা হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের নাম ঘোষণা করেছিলেন, যে নাম সকল নামের উর্ধ্বে। তিনি তা আদেশকারী শক্তি এবং প্রভাবের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন– যার মাধ্যমে তিনি পরিচিত হন।

[২] লোকেরা শুধু তাতেই কর্ণপাত করে নি, যা তিনি বলেছিলেন, সেই সাথে তারা তা বিশ্বাসও করেছিল, তারা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এই কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে, মানুষের কাছ থেকে নয় এবং তারা নিজেদেরকে সেই কথার পরিচালনায় এবং নির্দেশনায় চালিত করেছিল। সেই পাহাড়ে, যেখানে তারা এর আগে নিজেদের মত করে ঈশ্বরের উপাসনা করতো, সেখানে তারা এখন সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং উপাসনা করতে শুরু করলো এবং তার যথাযোগ্যভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস পালন করতে শুরু করলো। তারা সেই ঈশ্বরের উপাসনা করতো, যিনি সত্যে এবং আত্মায় প্রকৃত পিতা এবং তারা খ্রীষ্টের নামে ও সত্যিকার মন্দিরে উপাসনা করতে শুরু করলো, যোহন ৪:২০-২৩।

[৩] যখন তারা বিশ্বাস করলো, কোন ধরনের দ্বিধা বিভক্তি ছাড়াই (যদিও তারা ছিল শমরীয়) এবং সে সময় কোন ধরনের বিলম্ব না করেই তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলো, তারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে খ্রীষ্টান পরিচয়ে পরিচিত করতে শুরু করলো, তারা খ্রীষ্টান বিশ্বাসে

নিজেদেরকে নিমগ্ন করলো এবং এরপর তারা নিজেদের পরিষ্কার জলে ধৌত করলো, যার মধ্য দিয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সভ্য হিসেবে নিজেদেরকে অভিষিক্ত করলো এবং তারা শিষ্যদেরকে ভাই বলে আপন করে নিল। পুরুষেরা যিহূদী মণ্ডলীতে কেবল মাত্র তক্‌ছেদ করার মাধ্যমে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সক্ষম ছিল; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের নারী বা পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই (গালাতীয় ৩:২৮), এটি বোঝানোর জন্য সকলকেই খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে স্বাগত জানানো হত, প্রথমত যে আদেশটি প্রদান করা হয়েছিল তা নারীদের জন্যও পালনীয় ছিল, কারণ তাদেরকে ঈশ্বরের আত্মিক ইস্রায়েলের সদস্য হিসেবে গণনা করা হত, যদিও তাদেরকে জাগতিক ইস্রায়েলের সদস্য হিসেবে গণ্য করা হতো না, শুমারী ১:২। আর সেই কারণে এখান থেকেই আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, কেন প্রভুর ভোজে নারী এবং পুরুষ উভয়েই যোগদান করতে পারে, যদিও আমরা দেখি যে, প্রথম যুগে যারা এই প্রথা চালু করেছিলেন, তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

[৪] এর ফলে মহা আনন্দ উপস্থিত হল; প্রত্যেকে তাদের নিজেদের জন্য আনন্দ করতে লাগল, সেই দৃষ্টান্তের মানুষটির মত, যে তার ক্ষেতের মধ্যে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিল; এবং তারা সকলে তাদের শহরে যে অনুগ্রহের আগমন ঘটেছে তার জন্য আনন্দ ও উল্লাস করতে লাগল এবং কোন প্রকার বাধা ছাড়াই তা তাদের শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে এ কারণে তারা কৃতজ্ঞ ছিল, এটি এত সহজে সম্পন্ন হয়েছিল নাম কারণ যিহূদী আইন অনুসারে শমরীয়দের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিষিদ্ধ ছিল। লক্ষ্য করুন, কোন স্থানে সুসমাচারের আগমন হচ্ছে আনন্দের বিষয়, এক মহা আনন্দের বিষয়, সেই স্থানের জন্য। এই কারণে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে অনেক সময় বলা হয়েছে, জাতিগণের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়া: জাতিসমূহ আনন্দিত হোক এবং আনন্দ গান করুক, গীতসংহিতা ৬৭:৪; ১ থিষলনীকীয় ১:৬। খ্রীষ্টের সুসমাচার মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকে আনন্দে পূর্ণ করে, যদি তা সত্যিকারভাবে গ্রহণ করা হয়; কারণ এটি সকল মানুষের জন্য মহা আনন্দের সংবাদ, লূক ২:১০।

২. শমরীয়ার সেই শহরে বিশেষ যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, যার কারণে সেখানে সুসমাচারের সাফল্যকে অনেক বেশি চমৎকার বলে গণ্য করা যেতে পারে:

(১) সেখানে জাদুকর শিমোন বাস করতো এবং সে লোকদের মাঝে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, আর তথাপি লোকেরা ফিলিপ যা বলতেন সে সমস্ত কথায় বিশ্বাস করতো। যা কিছু মন্দ তা থেকে দূরে থাকা এবং তা না শেখা অনেক সময় যা কিছু ভাল তা শেখা এবং তার কাছে আসার চাইতে কঠিন। এই শমরীয়রা অযিহূদীদের মত মূর্তি পূজারী না হলেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের রীতি অনুসারে সুসমাচারের প্রতি বিরোধিতা প্রদর্শন করে নি, তথাপি তাদের মধ্যে অনেকেই শিমোন ম্যাগাসকে অনুসরণ করতো, যে ছিল একজন জাদুকর (ম্যাগাস নামটি এই অর্থই নির্দেশ করে), একজন ভণ্ড জাদুকর, যে লোকদের মাঝে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল এবং সে সামরীয় জাতিকে চমৎকৃত করেছিল। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে,

[১] শয়তানের শক্তি কতটা তীব্র ছিল, যার মধ্য দিয়ে সে লোকদেরকে এই মহা ভণ্ডের ও প্রতারকের কাছে নিয়ে এসেছিল। সে এই শহরে কিছু দিনের জন্য এসেছে, শুধু তাই নয়, সে বহু দিন ধরেই এখানে আছে, এই শহরে আছে এবং জাদু বিদ্যা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, সে তার জাদু বিদ্যা এবং তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বেড়াত; সম্ভবত সে সেখানে শয়তানের চাতুরিতে চালিত হয়ে এসেছিল, আমাদের পরিত্রাণকর্তা সেখান থেকে প্রস্থান করার পরই, যাতে করে যীশু খ্রীষ্ট সেখানে যে কাজ করে রেখে গেছেন তা সে মুছে দিতে পারে; কারণ শয়তান সবসময় চায় যে কোন ভাল কাজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে, ২ করিন্থীয় ১১:৩; ১ থিষলনীকীয় ৩:৫। এখন লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, শিমোন নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছিল: সে এটি লোকদের কাছে বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সে সকল মানুষকে তা বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল এবং এর মধ্য দিয়ে নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশ সম্মানী মানুষ হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছিল; আর তারা যদি তা করতো তাহলেই সে সন্তুষ্ট হতো। তাদের জীবনকে পরিবর্তিত করার কোন পরিকল্পনা তার ছিল না, কিংবা তাদের উপাসনা এবং প্রশংসার ধারায় গতিশীলতা আনার কোন চেষ্টাই সে করে নি, কেবল মাত্র সে তাদেরকে জানাতে এবং বোঝাতে এবং বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে, সে কী, ***tis megas***– একজন স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব। জাস্টিন মার্টায়ার এ কথা বলেছেন যে, তাকে উপাসনা করা হতো ***proton theon*** এর মত, যার অর্থ প্রধান দেবতা। সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বা খ্রীষ্ট হিসেবে প্রচার করতো বলে অনেকে মনে করেন, আবার অনেকে বলেন সে নিজেকে কোন ধরনের স্বর্গদূত বা ভাববাদী হিসেবে প্রচার করতো। সম্ভবত সে নিজের বিষয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল এই ভেবে যে, কোন উপাধিতে সে নিজেকে ভূষিত করবে! তবে সে এটা সবসময়ই দাবী করতো যে, সে একজন মহান কেউ। গর্ব, উচ্চাকাঙ্খা এবং সম্মানের প্রতি মোহ সবসময়ই মণ্ডলীতে এবং জাগতিক জীবনে ভুল ভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলা ডেকে এনেছে।

দ্বিতীয়ত, সে যা চাইত সেটাই লোকেরা তাকে দিত।

১. তারা সকলে তার কথা শুনত, ছোট থেকে বড় সকলেই তার কথা শুনত, যুবক এবং বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং ধনী, শাসক এবং শাসিত, সকলেই তার কথায় অবধান করতো। তাকে তারা সম্মান দান করতো (পদ ১০, ১১) এবং সম্ভবত এর আরও কারণ ছিল এই যে, খ্রীষ্টের যে সময়ে আসার কথা ছিল সেই সময় পার হয়ে গিয়েছিল, যা লোকদের মাঝে এই বিষয়ে এক মহা আশার উদ্রেক করেছিল যে, তিনি এখন আগমন করবেন। সম্ভবত সে তাদের দেশীয় কোন লোক ছিল এবং সেই কারণে তারা তাকে আরও বেশি আনন্দের সাথে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং তারা তাকে যার পর নাই সম্মান প্রদর্শন করেছিল।

২. তারা তার সম্পর্কে বলতো, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই শক্তি, যা মহতী নামে আখ্যাত (এভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে), যে ক্ষমতা এই পৃথিবী নির্মাণ করেছে। দেখুন, কত সহজেই না অজ্ঞ এবং অসচেতন মানুষেরা শয়তানের করা কাজকে ঈশ্বরের কাজ ভেবে ভুল করে, যেন তা ঈশ্বরের শক্তিতে সধিত হয়েছে। এভাবেই অযিহূদীদের পৃথিবীতে প্রতিমা

পূজার আড়ালে শয়তান তার কাজ চালিয়ে যায়; এবং খ্রীষ্টান বিরোধী রাজ্যে সকল রাজ্য একটি পশুর কথা চিন্তা করে অবাক হবে, যাকে ড্রাগন সেই শক্তি দিয়েছে এবং যে তার মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করবে, প্রকাশিত বাক্য ১৩:২-৫।

৩. তাদেরকে সে তার জাদু বিদ্যার দ্বারা মোহিত করে কাছে টেনে এনেছিল: সে শমরীয়ার লোকদেরকে মোহিত করেছিল (পদ ৯), সে তাদেরকে বহু কাল ধরে তার জাদুক্রিয়া দ্বারা তাদেরকে চমৎকৃত করে আসছিল (পদ ১১), এর অর্থ হচ্ছে:-

(১) সে তার জাদু বিদ্যার দ্বারা লোকদেরকে সম্মোহিত করে ফেলত, অন্ততপক্ষে তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে সে সম্মোহিত করে রেখেছিল, যারা অন্যদেরকে তার দিকে আকর্ষিত করতো। শয়তান ঈশ্বরের অনুমিত আদায় করে তাদের অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছিল যেন তারা শিমোনকে অনুসরণ করে। হে মূর্খ গালাতীয়েরা, বলেছেন পৌল, কে তোমাদেরকে সম্মোহিত করেছে? গালাতীয় ৩:১। এই লোকেরা শিমোনের দ্বারা মোহিত হবে বলে বলা হয়েছিল, কারণ তারা খুব সহজেই মিথ্যে কথায় বিশ্বাস করে। কিংবা,

(২) সে তার জাদু বিদ্যার মধ্য দিয়ে অনেক চিহ্ন কাজ এবং মিথ্যা আশ্চর্য কাজ দেখিয়েছিল, যা আশ্চর্য কাজ বলে মনে হত, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তা আসলে আশ্চর্য কাজ ছিল না, সেই মিসরীয় জাদুকরদের জাদুর মত এবং যারা মূলত পাপ করে তাদের মত, ২ থিষলনীকীয় ২:৯। তারা তার জাদু বিদ্যার কারণে মোহিত হয়েছিল; কিন্তু যখন তারা ফিলিপের সত্যিকার আশ্চর্য কাজের সাথে পরিচিত হল, তখন তারা পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল যে, এর একটি হচ্ছে সত্যিকার আশ্চর্য কাজ এবং অন্যটি হচ্ছে মিথ্যা এবং এই দুটি কাজের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, যেমন ছিল হারোণের লাঠি এবং সেই মিসরীয় জাদুকরদের জাদুর লাঠির মধ্যে। শস্যের কাছে খড়ের মূল্য কী? যিরমিয় ২৩:২৮।

এভাবেই শিমোন ম্যাগাস লোকদের উপরে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেখানকার লোকেরা অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও তার কাজ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হতো এবং তার কাজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতো, তথাপি যখন তারা শিমোন এবং ফিলিপের মধ্যকার পার্থক্য দেখতে পেল, তখন শিমোনকে পরিত্যাগ করলো, তারা আর তার সাথে থাকল না বা তাকে অনুসরণ করলো না, বরং তারা ফিলিপকে অনুসরণ করতে লাগল; আর এভাবে আমরা দেখতে পাই:-

[২] স্বর্গীয় অনুগ্রহের ক্ষমতা কতটা শক্তিশালী, যার মধ্য দিয়ে তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়েছিল, যিনি নিজেই সত্য এবং আমার মতে মহান সত্যান্বেষী। শয়তান যাদেরকে তার অনুগত করে কাজ চালিয়ে নিচ্ছিল, তাদেরকে বাক্যের অনুগ্রহ দ্বারা পুনরায় খ্রীষ্টের বাধ্যতার অধীনে নিয়ে আসা হয়। যেখানে শয়তান একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে সশস্ত্র অবস্থায় ছিল, সে তার প্রাসাদের মালিক হিসেবে অবস্থান করছিল এবং নিজেকে নিরাপদ মনে করছিল, তাকে তার চেয়ে শক্তিশালী যিনি, সেই খ্রীষ্ট এসে তার পতন ঘটালেন এবং তাকে পরাভূত করলেন; তিনি বন্দীকারীকে বন্দী করলেন এবং যাদেরকে শয়তান তার নিজ অধীনস্থ করেছিল, তাদেরকে তিনি তাঁর বিজয়ের ট্রফি বানালেন। আমাদেরকে কখনোই

কোন পরিস্থিতিতে হতাশ হওয়ার উচিত নয়, এমন কি যখন যাদেরকে শিমোন ম্যাগাস তার অধীনস্থ ও তার অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলেছিল, তাদেরকে পুনরায় বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও।

(২) এখানে আমরা আরও চমৎকার একটি বিষয় দেখতে পাই যে, শিমোন ম্যাগাস নিজেকে একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে প্রকাশ করে, তার কাজে এবং কথায় এবং তা মাত্র কিছু সময়ের জন্য। ভাববাদীদের মধ্যেও কি শৌলকে আছেন? হ্যাঁ (পদ ১৩), শিমোন নিজে তাই বিশ্বাস করতো। সে এই কথা বিশ্বাস করেছিল যে, ফিলিপ তা প্রচার করছেন তা হচ্ছে সত্যিকার শিক্ষা ও মতবাদ, কারণ সে সত্যিকার আশ্চর্য কাজ দ্বারা এর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে দেখেছিল, যা সে অন্যদের চেয়ে ভালভাবে বিচার করতে পেরেছিল, যেহেতু সে তার নিজের জাদু বিদ্যাকে সত্যিকার আশ্চর্য কাজ হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করতো।

[১] তার বিশ্বাসের সূচনা লগ্নে সে বেশ করিৎকর্মা হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল, সে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলো এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের মত করে মণ্ডলীতে যোগদান করতো; এবং আমাদের এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, ফিলিপ তাকে বাপ্তিস্ম দিতে দ্বিধা করেছিলেন, বা অনিচ্ছুক ছিলেন, বরং সে যখনই চেয়েছিল তখনই ফিলিপ তাকে বাপ্তিস্ম দান করেছিলেন। যদিও সে খুবই মন্দ একজন মানুষ ছিল, একজন জাদুকর ছিল এবং তার স্বর্গীয় শক্তি ও ক্ষমতা আছে বলে সে ভান করতো, তথাপি সে তার পাপের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়ায় এবং যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করায় তাকে বাপ্তিস্ম দান করা হল। কোন ব্যক্তির মহা পাপ থাকলেও সে যখন পাপের জন্য অনুতাপ করে এবং ঈশ্বরের কাছে তার পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে মন পরিবর্তন করে, তখন আর সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে দূরে থাকে না এবং তাকে আর মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত নয়। অবাধ্য সন্তানেরা যখন ফিরে আসে, তখন তাদেরকে অবশ্যই আনন্দের সাথে গৃহে বরণ করে নেওয়া উচিত, যদিও আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি না যে, তারা আবারও অবাধ্য হবে কি না। শুধু তাই নয়, যদিও সে একজন ভণ্ড হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সে সত্যিকার অর্থে মন্দতার সাথে সখ্য গড়ে তুলেছিল, তথাপি ফিলিপ তাকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন; কারণ তার অন্তর ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন। মণ্ডলী এবং তার পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই দয়া দিয়ে বিচার করতে হবে, তা যতদূর পর্যন্ত সম্ভব। এটি আইনের একটি বিশেষ বিধান, *Donec contrarium patet, semper præsumitur meliori parti*– আমাদেরকে অবশ্যই আমরা যা করতে পারি তার পুরোপুরি আশা করতে হবে। এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলা রক্ষার্থেও এটি অবশ্য পালনীয়, *De secretis non judicat ecclesia*– অন্তরের গোপন বিষয় কেবল মাত্র ঈশ্বরই বিচার করতে পারেন।

[২] খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি তার আকর্ষণ এতটাই প্রবল হল যে, সে ফিলিপের সাথে সাথে ঘুরতে লাগল। যদিও পরবর্তীতে সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, তথাপি তা এত শীঘ্রই নয়। সে ফিলিপের সঙ্গে থাকা বেছে নিয়েছিল এবং সে এখন এমনই সন্তুষ্ট ছিল, যেভাবে কেউ একজন কোন মহান ব্যক্তির পায়ের কাছে বসে শিক্ষা গ্রহণ পারলে সন্তুষ্ট হয়। সে একইভাবে সুসমাচারের একজন মহান প্রচারকের সাথে সাথে চলতে

পেরে নিজেকে অনেক বড় ভাগ্যবান মনে করছিল। এমন কি মন্দ মানুষেরাও, খুব জঘন্য মানুষেরাও অনেক সময় ভাল কিছুতে আবদ্ধ হতে পারে, খুবই উত্তম কোন কিছুতে নিজেকে জড়াতে পারে; এবং যাদের হৃদয় তারপরও তাদের নিজেদের সাথে চাতুরি করে বেড়ায়, তারা যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের লোক হিসেবে তাঁর সামনে আসে তাই নয়, সেই সাথে তারা মণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও নিজেদেরকে উপস্থাপন করে।

[৩] তার বর্তমান আকর্ষণ আরও প্রবল হয়েছিল ফিলিপের করা আশ্চর্য কাজের জন্য। সে এই ভেবে অবাক হয়েছিল যে, কী করে এই সকল চিহ্ন কাজ এবং আশ্চর্য কাজ সাধিত হচ্ছে। স্বর্গীয় সত্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে অনেক সময় অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করা হয়েছে, তথাপি কখনোই এই শক্তি শেষ হয়ে যাবে না।

প্রেরিত ৮:১৪-২৫ পদ

ঈশ্বর আশ্চর্যজনক ভাবে ফিলিপকে শমরীয়াতে সুসমাচারের প্রচারক হিসেবে সাফল্য ও স্বীকৃতি দান করেছিলেন; প্রেরিতদের জন্য কিছু বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতা সঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল, যাতে করে তাদের পদ মর্যাদা পৃথকভাবে চিহ্নিত করে রাখা সহজ হয়, আর এখানে আমরা একটি ঘটনার বিবরণ দেখতে পাই, যার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যে দুই জন এখানে কী কাজ করেছিলেন– পিতর এবং যোহন। বারো প্রেরিত একত্রে যিরূশালেমে অবস্থান করছিলেন (পদ ১) এবং সেখানে তাদের জন্য এই শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে আসা হয় যে, শমরীয়ার লোকেরা প্রভুর বাক্য গ্রহণ করছে (পদ ১৪), সেখানে ব্যাপক পরিমাণে আত্মার ফসল সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেখানে তা খ্রীষ্টের নামেই কৃত হচ্ছে। তাদের কাছে শুধু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারই প্রচার করা হচ্ছিল না, সেই সাথে তারা তা গ্রহণও করছিল; তারা তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল, এর আলোর নিচে এসেছিল এবং এর ক্ষমতার অধীনে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিল: যখন তারা তা শুনেছিলেন, তারা পিতর এবং যোহনকে পাঠিয়েছিলেন। যদি তারা পিতরকে পাঠিয়ে থাকেন প্রেরিতদের নেতা হিসেবে (যেমনটা অনেকে মনে করে থাকেন), তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অন্যদের মধ্যে থেকেই কয়েক জনকে পাঠাতেন, কিন্তু তিনি সেখানে কোন ধরনের যুক্তি লক্ষ্য করেছিলেন, যার কারণে তিনি নিজেই সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; তিনি তাদের প্রেরিতবর্গের সর্ব সম্মতি ক্রমেই সেখানে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দুই জন প্রেরিতকে শমরীয়াতে প্রেরণ করা হল, সবচেয়ে বিখ্যাত দুই জন প্রেরিতকে :-

১. ফিলিপকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য, তাঁকে সাহায্য করার জন্য এবং তাঁর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য। পরিচর্যাকারীদের পদমর্যাদা অনেক উঁচু এবং তারা অনেক মহান দান এবং অনুগ্রহ গ্রহণ করতে পারেন, তাই তাদের প্রতি প্রেরিতদের অবশ্যই সহযোগিতার মনোভাব সুলভ হওয়া উচিত এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদেরকে অবশ্যই যথা সম্ভব সমর্থন করা এবং সম্মান দান করা উচিত, যাতে করে তাদের কাজ আরও সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে এবং তারা আরও বেশি কাজ করতে পারে।

২. শমরীয়ার লোকদের মধ্যে যে উত্তম কাজের সূচনা ঘটেছে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার

জন্য এবং সেই স্বর্গীয় অনুগ্রহকে তাদের সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে, যা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে, যাতে করে তারা সকলে আত্মিক দানে পরিপূর্ণ হয়। এখন লক্ষ্য করুন:

ক. যারা তাদের আত্মিকভাবে এগিয়ে দিয়েছিলেন এবং উন্নত করেছিলেন, যারা এ ব্যাপারে আন্তরিক ছিল তারা কিভাবে কাজ করছিল। বলা হয়েছে যে (পদ ১৬), কেননা এই পর্যন্ত তাদের কারো উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসেন নি; কেবল তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। প্রেরিতদের উপরে পঞ্চাশত্তমীর রাতে যেভাবে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন, সেভাবে তখনও তাদের কারও উপরে পবিত্র আত্মার আবির্ভাব হয় নি। তাদের কাউকে পরভাষার বর দেওয়া হয় নি তখনও, যার অর্থ হচ্ছে, তাদের তখন পর্যন্ত পবিত্র আত্মা প্রাপ্তির পর প্রাথমিক অবস্থার স্বাদ গ্রহণ করা বাকি ছিল। দেখুন অধ্যায় ১০:৪৫, ৪৬। এটি ছিল তাদের জন্য অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন, যারা এটি বিশ্বাস করতো না, কারণ তারা সে সময় পর্যন্ত শুধুমাত্র বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল এবং সে কারণে তারা শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাদের সংযুক্তি ঘটেছে বটে, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তারা পরিপূর্ণ আনন্দ এবং সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে নি (পদ ৮), যদিও তারা সে সময় পরভাষায় কথা বলতে পারতো না। যারা নিজেদেরকে সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টের জন্য উৎসর্গ করেছে এবং অনুগ্রহের আত্মা প্রদত্ত প্রভাব এবং কার্যের অধীনে যুক্ত হয়েছে, তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞ হওয়ার কারণ আছে এবং তাদের অবশ্যই অভিযোগ করার কোন প্রয়োজন নেই, যদিও তাদের সে ধরনের কোন উপহার নেই, যা অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাদের তাদের বর্তমান দান ও বর নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে করে সুসমাচারের মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমাদের অবশ্যই এমনটা চিন্তা করার কারণ আছে যে, ফিলিপ নিজে এই পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে তাঁকে উপেক্ষা করার বা তা চেপে রাখার কোন ক্ষমতা ছিল না; প্রেরিতদের অবশ্যই তা প্রকাশ করতে হবে এবং যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল তাদের সকলের উপরে তারা তা প্রয়োগ করেন নি, বরং তাদের মধ্যে কয়েক জনের উপরে তা প্রয়োগ করেছেন এবং আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, মণ্ডলীতে কিছু কিছু পদের জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিংবা অন্ততপক্ষে সক্রিয় এবং সুপরিচিত সদস্যদের জন্য; এবং এদের কারও কারও উপরে পবিত্র আত্মার দান বর্ষণ করা হয়েছিল এবং কারও কারও উপরে অন্য কোন দান। দেখুন ১ করিন্থীয় ১২:৪, ৮; ১৪:২৬। এখন এই কাজের জন্য:

১. প্রেরিতরা তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, পদ ১৫। পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয়েছে, শুধুমাত্র আমাদের উপরে নয় (লূক ১১:১৩), বরং অন্যান্যদের উপরেও, যা ছিল আমাদের প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ: আমি আমার আত্মা তোমাদের উপরে সেচন করবো (নহিমিয় ৩৬:২৭), কিন্তু এর জন্য আমার কাছে যাচঞা করতে হবে, পদ ৩৭। আমাদরেকে এই দৃষ্টান্ত থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যাতে করে আমরা পবিত্র আত্মার নবায়নকৃত অনুগ্রহ লাভ করতে পারি তাদের জন্য, যাদের আত্মিক মঙ্গল সাধনের ব্যাপারে আমরা প্রকৃতভাবে আন্তরিক– আমাদের সন্তান, আমাদের বন্ধু, আমাদের পরিচর্যাকারী। আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করা উচিত এবং অত্যন্ত একাগ্রতার

সাথে তা করা উচিত, যাতে করে তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে পারে; এবং তাতে সমস্ত অনুগ্রহ নিহিত থাকে।

২. তারা তাদের উপরে হস্তার্পণ করলেন, এটি বোঝানোর জন্য যে, তাদের প্রার্থনার উত্তর দান করা হয়েছে এবং তাদের উপরে পবিত্র আত্মার দান অর্পণ করা হয়েছে; কারণ সেই সকল চিহ্নের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তারা পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করেছেন এবং পর ভাষায় কথা বলছেন। সাধারণত মাথায় হস্তার্পণ করা হচ্ছে আশীর্বাদ করার এক প্রাচীন রীতি, যাদের আশীর্বাদ করার মত যোগ্যতা রয়েছে। এভাবেই প্রেরিতেরা সেই নতুন বিশ্বাসীদেরকে আশীর্বাদ করতেন, তাদের মধ্যে তারা কাউকে কাউকে পরিচর্যাকারী হওয়ার জন্য অভিষেক দান করতেন এবং অন্যান্যদেরকে খ্রীষ্টান মতবাদের নিশ্চয়তা দান করতেন। আমরা এখন কেউই এভাবে হস্তর্পণ করে পবিত্র আত্মা দান করতে পারি না; কিন্তু এই ঘটনা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা যাদের জন্য প্রার্থনা করি, অবশ্যই আমাদেরকে তাদের জন্য অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করা উচিত।

খ. কীভাবে তারা এটি আবিষ্কার করলেন যে, তাদের মধ্যে একজন ভণ্ড রয়েছে এবং তাকে বহিষ্কার করলেন, আর এই লোকটি ছিল শিমোন ম্যাগাস; কারণ তারা জানতেন কী করে মূল্যবান এবং ক্ষতিকর ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. শিমোন যে মন্দ প্রস্তাব প্রদান করেছিল, যার মধ্য দিয়ে তার ভণ্ডামি সকলের সামনে প্রকশিত হয়ে পড়ল (পদ ১৮, ১৯): যখন সে দেখতে পেল যে, প্রেরিতগণ মাথায় হস্তার্পণ করে পবিত্র আত্মা প্রদান করছেন (যা তার বিশ্বাসকে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করেছিল এবং প্রেরিতদের প্রতি তার ঈর্ষা বাড়িয়ে দিয়েছিল), তখন সে এর থেকে এই ধারণা করলো যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস একটি চমৎকার জাদু বিদ্যার সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়, আর এই বিদ্যা অর্জন করতে পারলে সে প্রেরিতদের সমকক্ষ হতে পারবে বলে সে মনে করলো, আর সেই কারণে সে প্রেরিতদেরকে টাকা দিতে চাইল এবং বলল, আমাকেও এই ক্ষমতা দিন। সে তার উপরে তাদের হস্তার্পণ করতে বলল না, যাতে করে সে নিজে পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করতে পারে (কারণ সে দেখতে পেয়েছিল যে, এর মাধ্যমে কোন জাগতিক ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়), কিন্তু যাতে করে সে তাদের মত করে অন্যদের উপরে এই ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। সে একজন প্রেরিত হিসেবে ক্ষমতা অর্জন করার জন্য অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল, অথচ একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মা গ্রহণ করাতে তার কোন আগ্রহ ছিল না। সে অন্যদের মঙ্গল সাধন করার চেয়ে নিজের সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করার জন্য আরও বেশি আগ্রহী ছিল। এখন, এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে:-

(১) সে প্রেরিতদের সামনে এক অসম্ভব বিষয় চেয়ে বসলো, যেন তাঁরা ছিলেন ভাড়াটে মজুর, তাঁদেরকে টাকা দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নেওয়া যাবে এবং তাঁরা যেন তা করতে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করবেন। অথচ তাঁরা খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য যা কিছু ছেড়ে এসেছেন কখনও তার দিকে ফিরেও তাকান নি এবং তা পুনরায় অর্জন করার চেষ্টাও করেন নি।

(২) সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি এক মহা বিঘ্ন উপস্থাপন করেছিল। সে মনে করেছিল, যেন এই সমস্ত আশ্চর্য কাজ কোন ধরনের জাদু বিদ্যার সাহায্যে করা হচ্ছে, কেবল মাত্র সে যে বিদ্যা অর্জন করেছে তার থেকে ভিন্ন এবং আরও শক্তিশালী।

(৩) সে এটি দেখিয়েছিল যে বিলিয়মের মত সে স্বর্গীয় দান গ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহী; কারণ সে কখনোই এই ক্ষমতা পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা পোষণ করতো না, যদি না সে এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের কোন উপায় খুঁজে পেত।

(৪) সে দেখিয়েছিল যে, তার নিজের সম্পর্কে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং সে কখনই তার মনের দিক থেকে সত্যিকারভাবে নম্র হতে পারে না। এমন একজন ব্যক্তির অবশ্যই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আগে সেই অপব্যয়ী পুত্রের মত করে নিজেকে দাসের মত করে উপস্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু সে পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকেই নিজেকে পরিবারের সাধারণ সদস্য হিসেবে মনে করার বদলে নেতৃস্থানীয় কোন একজন হওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল এবং সে এমন এক ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টা করলো যা ফিলিপকেও তখনও দেওয়া হয় নি, শুধুমাত্র প্রেরিতদের হাতে সেই শক্তি দেওয়া হয়েছিল।

২. তার প্রস্তাবের যথাযোগ্য প্রত্যাখ্যান পূর্বক উত্তর দান এবং পিতর তাকে যে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন, পদ ২০-২৩।

(১) পিতর তাকে তার অপরাধ দেখিয়ে দিয়েছিলেন (পদ ২০): ঈশ্বরের দান তুমি অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে মনস্থ করেছ; আর এভাবে:-

[১] সে পৃথিবীর সম্পদকে অতি মূল্যায়ন করেছিল, যেন এই পৃথিবীতে টাকা পয়সা দিয়ে সব কিছুই কেনা যেতে পারে এবং যেন এর কারণ হচ্ছে, যেভাবে শলোমন বলেছিলেন, এটি সমস্ত কিছুর সমাধান দেয়, যা দ্বারা এখন আমরা জীবন ধারণ করছি, কিন্তু তার পরবর্তী অনন্ত জীবনের জন্য কোন ধরনের সমাধান দেয় না এবং তা পাপের ক্ষমা, পবিত্র আত্মার দান এবং অনন্ত জীবন ক্রয় করতে পারে না।

[২] সে পবিত্র আত্মার দানকে অবমূল্যায়ন করেছিল এবং তাঁকে প্রকৃতির থেকে প্রাপ্ত সাধারণ বস্তু এবং সম্পদের সাথে তুলনা করেছিল। সে ভেবেছিল যে, একজন প্রেরিতের ক্ষমতা নিশ্চয়ই চিকিৎসকের চিকিৎসা কিংবা আইনজীবীর পরামর্শের মত পারিশ্রমিক দিয়ে মূল্য পরিশোধ করা যায়, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে কখনোই সম্ভব নয় এবং আত্মার অনুগ্রহ কখনোই জাগতিক অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। মধ্য যুগে রোমান ক্যাথলিক চার্চে যে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ কেনা বেচার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল তা কেবলই শয়তানের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত পরিকল্পনা যে, ঈশ্বরের দেওয়া আত্মিক দান নিশ্চয়ই অর্থ দিয়ে কেনা সম্ভব, যখন স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ করা এতটাই দুষ্কর বলে মনে হয় অর্থ এবং সম্পদ ছাড়া।

(২) তিনি তাকে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন, যা তার অপরাধ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। প্রতিটি মানুষ যা কিছু বলে এবং যা কিছু করে তার দ্বারাই বোঝা যায় যে, সে আসলে ভণ্ড এবং সে ধর্মকে পেশা হিসেবে নিয়ে এর থেকে মুনাফা অর্জন করতে

চাইছে; কিন্তু শিমোনের এই কাজ ছিল এক ভিত্তিগত ত্রুটি, যা কোন মতেই ক্ষমা করে দেয়া যায় না, কারণ সে পবিত্র আত্মাকে অবমাননা করেছে তার চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে। তার এই ঘুষ দিতে চাওয়া বা টাকা সাধা (এবং যে টাকা যে জাদু দেখিয়ে পেয়েছিল), তা অবশ্যই অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং তা মানুষ কেবল মাত্র পার্থিব চেতনায় পরিচালিত হলেই করতে পারে। সেই কারণে পিতর তাকে এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন:-

[১] তার অন্তর ঈশ্বরের সামনে পরিষ্কার নয়, পদ ২১। "যদিও তুমি বিশ্বাস করেছ বলে স্বীকার করেছ এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, তথাপি তুমি আন্তরিকভাবে এর কোন কিছুই কর নি।" আমাদেরকে অবশ্যই অন্তরে যেমনি তেমনি কাজের ক্ষেত্রেও হতে হবে; যদি তা সঠিক না হয়, তাহলে আমরা ভুল বলে প্রতীয়মান হব; আমাদের মনের সকল চিন্তা ঈশ্বরের সামনে উন্মুক্ত থাকে, সেই কারণে তিনি তা জানেন, তা ধরে আমাদের বিচার করেন। আমাদের অন্তর ঈশ্বরের সামনে অবস্থান করে, তা আমরা ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে রাখতে পারি না; আর যদি তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায্য না হয়, তাহলে আমাদের যতই ভক্তি থাকুক না কেন, আমাদের সমস্ত ধর্ম কর্মই বৃথা এবং তা আমাদের পক্ষে কোন সাক্ষ্য দেবে না; আমাদের সবচেয়ে প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত কি করে আমরা নিজেদেরকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারি; কারণ নতুবা আমরা ঈশ্বরের সামনে ভণ্ড বলে প্রমাণিত হব এবং আমাদের নিজেদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসব। অনেকে মনে করেন যে, এটি হচ্ছে বিশেষভাবে সে যে প্রস্তাব রেখেছিল তার বিপক্ষে তিরস্কার; সে যা চেয়েছিল তার জন্য তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, কারণ সে এই আকাঙ্ক্ষা করায় তার অন্তর ঈশ্বরের সামনে আর পবিত্র ছিল না। সে ঈশ্বরের মহিমার জন্য কিংবা খ্রীষ্টের সম্মান আনয়নের জন্য কোন চেষ্টা করে নি, বরং সে তার নিজের লাভ খুঁজেছিল এর মধ্য দিয়ে; সে চেয়েছিল, কিন্তু সে তা পায় নি, কারণ সে ভুল জিনিস চেয়েছিল, সে তার লোভ দমন করতে পারে নি এবং সে মহান কেউ হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল।

[২] সে ছিল মন্দতায় পরিপূর্ণ এবং তার অন্তর সরল ছিল না: কেননা আমি দেখছি, তোমার মন মন্দতায় পরিপূর্ণ ও তুমি পাপের বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছ (পদ ২৩)। পরিষ্কারভাবে এখানে তার চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং তা সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায় যখন আমরা আমাদের আত্মা এবং এর অনন্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলি। লোকদের মাঝে শিমোনের তুমুল জনপ্রিয়তা ছিল এবং ঈশ্বরের লোকদের মধ্যেও সে সুপরিচিত ছিল এবং তথাপি পিতর তাকে মন্দ চরিত্রের লোক বলে সাব্যস্ত করলেন। লক্ষ্য করুন, একজন মানুষের পক্ষে পাপের ক্ষমতার নিচে অবস্থান করা সম্ভব এবং তথাপি সে ঈশ্বরের লোকদের সাথে চলতে পারে। আমি দেখতে পাচ্ছি, পিতর বললেন। এটি মূলত পবিত্র আত্মার শক্তিতে নয়, কিন্তু পিতরের অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, এটি হচ্ছে মূলত ভণ্ডামি এবং শিমোনের অন্তর মন্দতায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তিনি শিমোনের কার্যপ্রণালী বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং তার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, বোকাদের ছদ্মবেশ অনেক সময় খুব দ্রুত প্রকাশ হয়ে পড়ে; নেকড়ে যতই ভেড়ার

ছদ্মবেশ ধরে আসুক না কেন, তার স্বভাবই বলে দেবে সে আসলে কী। এখন এখানে শিমোনের যে চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে তা ছিল কেবলই মন্দ মানুষের স্বভাব প্রকৃতি।

প্রথমত, তার কাজকর্ম সবই তিক্ত এবং মন্দতায় পূর্ণ– তা ঈশ্বরের চোখে নিকৃষ্ট, তিক্ত কোন কিছু আমাদের কাছে ঘৃণ্য মনে হয়। পাপ হচ্ছে এক ঘৃণ্য কাজ, যা ঈশ্বর ঘৃণা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে পাপীরাও তাঁর কাছে ঘৃণ্য বলে প্রতীয়মান হয়; তারা তাদের চরিত্রগত দিক থেকেই মন্দ। পাপের মধ্যে বাস করা হচ্ছে সকল তিক্ততার কারণ, কারণ তা হচ্ছে বিষবৃক্ষ বা নাগদানার মূল, দ্বি. বি. ২৯:১৮। মানুষের অন্তর পাপের কারণে কলুষিত হয়ে পড়ে এবং তার মন সকল মঙ্গলের বিপক্ষে চিন্তা করা শুরু করে, ইব্রীয় ১২:১৫। এর মধ্য দিয়ে পাপের বিধ্বংসী প্রভাব বোঝা যায়; যার শেষ প্রান্তে রয়েছে বিষবৃক্ষ।

দ্বিতীয়ত, তারা এক মন্দতার বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে– তারা পাপের অপরাধের কারণে ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তারা পাপের ক্ষমতার কারণে শয়তানের দাসীর অধীনে বন্দী হয়ে আছে; সে তার ইচ্ছা অনুসারে পাপীদের কে চালিত করে এবং তাদেরকে দাসীর শিকল পরিয়ে রাখে, যেভাবে মিসরে ইস্রায়েলদের জীবন বন্দীত্বের কারণে বিষিয়ে উঠেছিল।

(৩) পিতর দু'টি দিক থেকে তার ধ্বংসের ব্যাপারে বললেন:-

[১] সে তার পার্থিব সম্পত্তির সাথে সাথে ডুবে যাবে, যাকে সে অতি মূল্যায়িত করেছিল: তোমার রৌপ্য তোমার সাথে ধ্বংস হয়ে যাক।

প্রথমত, পিতর তার প্রস্তাবকে তীব্র ঘৃণা এবং অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন: "তুমি কি ভেবেছিলে যে, তুমি আমাদেরকে ঘুষ দিয়ে আমাদের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাতে পারবে? যে দায়িত্ব এবং ক্ষমতা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা আমরা তোমার মত অবিশ্বস্ত একজনের হাতে তুলে দেব? তোমার এই অর্থ তোমার সাথেই নিপাত যাক! আমরা কিছুতেই এমন কাজ করতে পারব না। আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান!" যখন আমরা প্রলোভিত হই টাকা দিয়ে কোন মন্দ কাজ করার জন্য, তখন আমাদের অবশ্যই এটি দেখতে হবে যে, টাকা কড়ি কতটা ভঙ্গুর এবং সহজে ক্ষয় হয়ে যায় এমন বস্তু আর সেই জন্য টাকা পয়সার প্রতি গর্ব বোধ করা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং তা এক মূর্খতার লক্ষণ– ধার্মিক এবং পবিত্র মানুষের বৈশিষ্ট্য হল, সে ঘুষের টাকা স্পর্শ না করে তার হাত দূরে সরিয়ে ফেলবে, যিশাইয় ৩৩:১৫।

দ্বিতীয়ত, পিতর শিমোনের চূড়ান্ত ধ্বংসের কথা ঘোষণা করলেন, যদি সে এভাবেই তার চিন্তা ভাবনা করা চালিয়ে যায়: "তোমার অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি তা হারাবে, সেই সাথে তুমি এর দ্বারা যা কিছু ক্রয় করবে তারও সব কিছুই হারাবে। যেহেতু খাদ্য পেটের জন্য এবং পেট খাদ্যের জন্য (১ করিন্থীয় ৬:১৩), সে কারণে পণ্যের জন্য টাকা এবং টাকার জন্যই পণ্য, কিন্তু ঈশ্বর এর সমস্ত কিছুই ধ্বংস করে দেবেন– সেগুলো বৃথাই পড়ে থাকবে, কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়: তুমি নিজেও এর সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ঐ অর্থ এবং সম্পদ তোমার সাথে ধ্বংস হবে। এতে করে তোমার ধ্বংস আরও বেশি

ভয়ঙ্কর হবে এবং তোমার ধ্বংসপ্রাপ্ত আত্মার উপরে এক ভারী বোঝা অর্পিত হবে, যা তুমি তোমার টাকা কখনই মুছে ফেলতে পারবে না কিংবা প্রশমিতও করতে পারবে না (লূক ১৬:৯), যা প্রেরিতদের পায়ের কাছে দান হিসেবে রাখলে হয়তো বা গৃহীত হলেও হতে পারত, কিন্তু যেহেতু তুমি তা ঘুষ হিসেবে দিতে চেয়েছিলে, সে কারণে তা এখন প্রত্যাখ্যান করা হল। এ কথা মনে রেখো।"

[২] সে আর আত্মিক আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করবে না, যা সে অবমূল্যায়ন করেছিল (পদ ২১): "তুমি কখনোই আমাদের একজন ছিলে না; পবিত্র আত্মার দান নিয়ে তোমার আসলে কোন মাথা ব্যথা ছিল না, কারণ তুমি এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পার নি। তুমি সবসময়ই তা থেকে দূরে ছিলে এবং নিজেকে এর কাছে আসতে দাও নি। তুমি আর নিজের জন্য পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে পারবে না, কিংবা অন্যদের উপরে পবিত্র আত্মা সেচন করার জন্য যে ক্ষমতা প্রয়োজন তাও আর অর্জন করতে পারবে না, কারণ তোমার অন্তর ঈশ্বরের সম্মুখে পবিত্র নয়। যদি তুমি মনে কর যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস হচ্ছে পৃথিবীতে জীবিকা নির্বাহ করে বেঁচে থাকার একটি পন্থা, তাহলে তুমি ভুল করবে, আর সেই কারণে সুসমাচার যে জীবন তোমাকে দেওয়ার জন প্রতিজ্ঞা করে, সেখানে পৃথিবীর কোন সম্পদের প্রতিদানই কোন কাজে আসবে না।" লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, এমন অনেকেই আছে যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে এবং তথাপি এই বিষয়ে তাদের কোন ধরনের বিশ্বাস বা এর প্রতি প্রকৃত আগ্রহ থাকে না, কিংবা তাদের ভেতরে খ্রীষ্টের প্রতি কোন আগ্রহ থাকে না (যোহন ১৩:৮), স্বর্গীয় কেনান দেশে এদের কোন অংশ নেই।

দ্বিতীয়ত, অনেকেই রয়েছে যাদের অন্তর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খাঁটি নয়, তারা কোন ধরনের উত্তম আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় না, কিংবা কোন ধরনের ন্যায্য নীতি দ্বারাও পরিচালিত হয় না, কিংবা তারা তাদের সঠিক উদ্দেশ্য অনুসারেও পরিচালিত হয় না।

(৪) তিনি তাকে উত্তম পরামর্শ দান করলেন, এত কিছুর পরেও, পদ ২২। যদিও তিনি তার উপরে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি তাকে একেবারে ত্যাগ করলেন না; এবং যদিও তার এই বিষয়টি অত্যন্ত মন্দ হিসেবে দেখেছিলেন, তথাপি তিনি তাকে সমাজচ্যুত করে দেওয়ার চিন্তা করলেন না; তবুও ইস্রায়েলের এখনও আশা রয়েছে। লক্ষ্য করুন:

[১] তিনি শিমোনকে কী উপদেশ দিলেন: তাকে অবশ্যই প্রাথমিক কাজগুলো করতে হবে।

প্রথমত, তাকে অবশ্যই পাপের জন্য মন পরিবর্তন করতে হবে, তাকে অবশ্যই তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে হবে, তাকে অবশ্যই নিজের ভুলত্রুটির দিকে ফিরে তাকাতে হবে এবং তা স্বীকার করে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে, তাকে অবশ্যই তার মন এবং চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তন আনতে হবে, সে যে কাজ করেছে তার জন্য তাকে অবশ্যই নম্র হতে হবে এবং লজ্জিত হতে হবে। তার অনুতাপ হতে হবে অবশ্যই যুক্তি সঙ্গত: "এর জন্য অনুতাপ কর, তোমার নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ কর এবং এর

জন্য দুঃখ প্রকাশ কর।" তাকে অবশ্যই নিজের মনের উপরে বোঝা নিতে হবে, তাকে অবশ্যই এই কৃতকর্ম লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলে চলবে না, একে ভুল ত্রুটি বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে হবে না, কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে মনে করলে চলবে না, কিন্তু তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এটি হচ্ছে তার নিজের মন্দতার ফল, তার দুষ্টতা, তার নিজ অন্তরের কুচিন্তার ফল। যারা মন্দ কথা বলে এবং মন্দ কাজ করে, তাদেরকে অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব তাদের অপরাধ স্বীকার করতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তাকে অবশ্যই এ জন্য প্রার্থনা করতে হবে যে, ঈশ্বর যেন তাকে অনুশোচনা করার মানসিকতা দেন এবং তার এই অনুতাপের প্রেক্ষিতে তাকে ক্ষমা করে দেন। অনুশোচনাকারীদেরকে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে, যার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে এই বিষয়টি চাওয়া যে, ঈশ্বর যেন তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন এবং এ ব্যাপারে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে হবে। শিমোন ম্যাগাস নিজেকে অনেক বড় মাপের মানুষ বলে মনে করতো, তাই সে প্রেরিতদের সহভাগিতায় কোন মতেই যোগদান করতো না যদি না তাকে বাধ্যতামূলক ভাবে অন্যান্য পাপীদের সাথে একই কাজ করতে হত– অনুতাপ এবং প্রার্থনা।

[২] পিতর এই কাজ করার জন্য তাকে কীভাবে উৎসাহ দান করলেন: যদি তোমার অন্তরের চিন্তা মন্দ হয়ে থাকে, তথাপি তা নিশ্চয়ই শুদ্ধ করা হবে এবং তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, অন্তরের চিন্তা অনেক সময় অনেক বেশি মন্দ হতে পারে, সেখানে নানান ধরনের ভুল ধারণা বা মিথ্যে সংস্কার বাস করতে পারে এবং কুঅভ্যাস ও কুচিন্তা দানা বাঁধতে পারে, মন্দ অভিসন্ধি কাজ করতে পারে, যার জন্য অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে, নতুবা আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

দ্বিতীয়ত, অন্তরের চিন্তা অত্যন্ত মন্দ এবং কুৎসিত হলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া যেতে পারে, যদি আমরা অনুশোচনা করি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের উপরে আর কোন অভিযোগ আনা হবে না। যখন পিতর এখানে হয়তো বা কথাটি সংযুক্ত করেছেন, তখন তার অনুতাপ করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে, তার ক্ষমা লাভের প্রতি নয়, কারণ সে যদি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সত্যিই যদি তুমি আন্তরিক হও, তাহলে তোমার পাপ সত্যিই অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া হবে– এমনটাই এখানে পাঠ করা উচিত। কিংবা হয়তো এখানে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তার পাপ এতটাই প্রবল যে, তাকে ক্ষমা করতে বা তার ক্ষমা পেতে বেশ বেগ পেতে হবে, যদিও সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা এই বিষয়টিকে সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে রেখেছে, যদি সে সত্যিই সত্যিকারভাবে অনুতাপ করে এবং মন পরিবর্তন করে: ঠিক এখানকার মত (বিলাপ ৩:২৯), যদি তাই হয় তাহলে আশা আছে।

[৩] তার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের প্রতি শিমোনের অনুরোধ, পদ ২৪। পিতর যে কথা বলেছিলেন তাতে করে সে হতচকিত হয়ে পড়েছিল এবং দ্বিধান্বিত হয়ে গিয়েছিল,

কারণ সে ভেবেছিল যে, সে এমন এক প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে যার কারণে তাকে দুই বাহু মেলে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়া হবে, অথচ এখন সে বুঝতে পারছে যে, তার এই প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে ছিল মহা অন্যায় এবং তাকে অবশ্যই এর জন্য মন পরিবর্তন করে অনুশোচনা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। তাই সে আর্তস্বরে বলে উঠল, আপনারাই প্রভুর কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে করে আপনারা আমাদের ব্যাপারে যা কিছু বললেন তার কিছুই না ঘটে। এখানে আমরা দেখতে পাই:

প্রথমত, উত্তম একটি বিষয়– আর তা হচ্ছে, তাকে যে তিরস্কার করা হয়েছিল তার কারণে সে প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাকে যে চরিত্রের বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, সে তাতে করে আতঙ্কিত হয়েছিল, তা যেকোন গর্বিত ও উদ্ধত অন্তরকে নম্র করে ফেলার জন্য যথেষ্ট; আর এই কারণেই সে নম্র হয়ে তার নিজের জন্য প্রার্থনা করতে প্রেরিতদের কাছে আবেদন করেছিল, সে চেয়েছিল যেন তারা তার প্রতি দয়া করেন, কারণ সে জানতো যে, স্বর্গের সাথে তাদের সুসম্পর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তার মধ্যে কোন কিছুর অভাব ছিল। সে তাদের কাছে আবেদন করেছিল যেন তারা তার জন্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে নিজে তার জন্য প্রার্থনা করলো না, কারণ সে নিজে তা করতে চায় নি এবং সে চেয়েছিল যেন প্রেরিতগণই তার হয়ে তার জন্য প্রার্থনা করেন। তার ইচ্ছা ছিল যেন তার প্রতি স্বর্গীয় দণ্ড নেমে না আসে এবং তার অন্তর যেন স্বর্গীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে ঈশ্বরের সম্মুখে খাঁটি ও পবিত্র বলে গণ্য হয়; ফরৌণের মত, যিনি মোশিকে বলেছিলেন যেন তিনি ঈশ্বরের কাছে ফরৌণের জন্য প্রার্থনা করেন, যাতে করে এই মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু না হয়, এমন নয় যে সে নিজে তার মনকে পরিবর্তন করতে পারত না, কিন্তু তার অন্তরের কাঠিন্য তা করতে দেয় নি, যাত্রাপুস্তক ৮:৮; ১০:১৭। অনেকে মনে করেন যে, পিতর তার বিরুদ্ধে কিছু বিশেষ বিচার বা শাস্তি রদ করতে সাহায্য করেছিলেন, যা তিনি অননিয় এবং সাফীরার বিপক্ষে করেছিলেন, যা শিমোনের নম্রতা এবং স্বীকারোক্তির কারণে সম্ভব হয়েছিল এবং এই কাজের জন্য প্রেরিতদের মধ্যস্থতা ছিল, যাতে করে ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে স্বমহিমায় পতিত না হয় এবং তা যেন প্রশমিত হয়।

সবশেষে, এখানে আমরা দেখি প্রেরিতগণ যিরূশালেম ফিরে যান, যখন তারা যে কাজে এখানে এসেছিলেন তা শেষ করেন; কারণ এখনই তাদের চলেও যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যদিও তারা এখানে এসেছেন প্রেরিতদের পক্ষে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক কাজ করার জন্য, তথাপি সুযোগ এসেছে বলেই তারা নিজেদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করেছেন, যা সকল সুসমাচার প্রচারকের সাধারণ কাজ।

১. শমরীয়া নগরীতে কয়েকজন প্রচারক ছিলেন: তারা প্রভুর বাক্যের সাক্ষ্য বহন করেছিলেন, তারা যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে সুসমাচারের সত্য প্রচার করেছিলেন এবং অন্যান্যরা পরিচর্যাকারীরা যা কিছু প্রচার করেছিলেন তাকে তারা সত্য বলে প্রমাণ দাখিল করেছিলেন। তারা এমন কোন কিছু তাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য ভান করেন নি যা নতুন কিছু, বরং তারা প্রভুর বাক্যের সাক্ষ্য নিয়ে এসেছিলেন, যা তারা নিজেরা গ্রহণ

করেছিলেন।

২. বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথে তারা বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেছিলেন; তারা শমরীয়দের বিভিন্ন গ্রামের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় সুসমাচার প্রচার করলেন। যদিও সেখানে সেই মণ্ডলী সেই শহরের মাঝে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না, সংখ্যার দিক থেকে কিংবা আকৃতির দিক থেকে, তথাপি তাদের আত্মা ছিল অত্যন্ত পবিত্র এবং মূল্যবান এবং প্রেরিতগণ এটা মনে করেন নি যে, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করলে তাঁদের মান কমে যাবে। ইস্রায়েলের প্রতিটি গ্রাম ও নগরের বাসভূমির প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে (বিচারকর্তৃকগণ ৫:১১), আর আমাদেরও তাই থাকা উচিত।

প্রেরিত ৮:২৬-৩৯ পদ

এখানে আমরা একজন ইথিওপীয় নপুংসকের মন পরিবর্তনের ঘটনা দেখতে পাই, যিনি যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন। আমাদের অবশ্যই এমনটা ভাবার কারণ আছে যে, নিশ্চয়ই তিনি যে দেশে বাস করেন সেখানে যীশু খ্রীষ্টের সংবাদ গিয়ে পোঁছে ছিল এবং এর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে, কূশ (ইথিওপিয়া) শীঘ্র ঈশ্বরের কাছে হাত বাড়াবে (প্রথম মন পরিবর্তনকারী জাতিগুলোর মধ্যে একটি হবে), গীতসংহিতা ৬৮:৩১।

ক. সুসমাচার প্রচারক ফিলিপকে নির্দেশনা দিয়ে সেই রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তার সাথে সেই ইথিওপীয়ের দেখা হয়েছিল, পদ ২৬। যখন শমরীয়ার মণ্ডলী সুসংগঠিতভাবে স্থাপিত হল এবং সেখানে পরিচর্যাকারীদেরকে নিয়োগ দান করা হল, সে সময় প্রেরিতগণ যিরূশালেমে ফিরে গেলেন; কিন্তু ফিলিপ সেখানেই থেকে গেলেন, কারণ তিনি দেশের মধ্যে নতুন নতুন স্থানে গিয়ে বাক্য প্রচার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর এখানে আমরা দেখি:

১. তাঁকে একজন স্বর্গদূত যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন (হয়তো বা দর্শনের মধ্য দিয়ে বা রাতে কোন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে) যার কারণে তিনি এভাবে নিজের গতি পথ স্থির করেছিলেন: উঠ এবং দক্ষিণ দিকে যাও। যদিও স্বর্গদূতদেরকে সুসমাচার প্রচার করার দায়িত্ব প্রদান করা হয় নি, তথাপি অনেক সময় তাদেরকে পরিচর্যাকারীদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করা হত, সেই সাথে তাদের মধ্য দিয়ে পরিচর্যাকারী এবং প্রেরিতগণের কাছে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দান করার জন্য প্রেরণ করা হত, যেমনটা আমরা দেখি প্রেরিত ৫:১৯ পদে। এখন আমরা আর আমাদের চলার পথে এ ধরনের পথ নির্দেশদাতাকে আশা করতে পারি না, কিন্তু নিঃসন্দেহে সেখানে ঈশ্বরের বিশেষ কর্তৃত্বের কারণে পরিচর্যাকারীদেরকে এভাবে বিভিন্ন নির্দেশনা দান করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হতো এবং সেখান থেকে আবার অন্য কোন স্থানে প্রেরণ করে কাজে নিযুক্ত করা হতো এবং কোন না কোনভাবে তিনি তাদেরকে পরিচালনা দান করবেন, যারা আন্তরিকতার সাথে তাঁকে সেই পথে অনুসরণ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, যে পথে তিনি তাদেরকে পরিচালনা দান করেন: তিনি তাঁর চোখ দিয়ে তাদেরকে পথ দেখাবেন। ফিলিপকে অবশ্যই

দক্ষিণ দিকে যেতে হত, যে পথ ধরে যিরূশালেম থেকে গাজার দিকে যাওয়া যায়, আর সেখানে যেতে হবে যিহূদীয়ার মরুভূমি বা মরুপ্রান্তর দিয়ে। তিনি কখনোই নিশ্চয়ই সেখানে, কোন মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাওয়ার চিন্তা করেন নি, সেখানে সেই জনমানবহীন বিরান প্রান্তরে তিনি নিশ্চয়ই যাওয়ার চিন্তা করেন নি, নিশ্চয়ই সেখনে তিনি যেমন চিন্তা করেছিলেন তেমন কেউই নেই তাঁর সুসমাচার শোনার জন্য! তথাপি তাঁকে সেখানে প্রেরণ করা হল, ঠিক আমাদের পরিত্রাণকর্তার দৃষ্টান্তের মত করে, অযিহূদীদের আহ্বান সম্পর্কে পূর্বাভাস, তোমাদেরকে রাজপথে যেতে হবে এবং কোণে কোণে যেতে হবে, মথি ২২:৯। অনেক সময় ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যাকারীদের জন্য সুযোগের দ্বার খুলে দেন, যেখানে তারা কখনো চিন্তাই করেন না।

২. এই নির্দেশনার প্রতি তাঁর বাধ্যতা (পদ ২৭): তিনি উঠলেন এবং যাত্রাপুস্তক করলেন। তিনি কোন ধরনের প্রতিবাদ করলেন না কিংবা কোন ধরনের প্রশ্ন করলেন না, "সেখানে গিয়ে আমি কী কাজ করবো?" কিংবা "সেখানে গিয়ে আমি কী করে আমার জীবন নির্বাহ করবো?" তিনি সেখানে গেলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, কোথায় তিনি যাচ্ছেন কিংবা তাঁর সাথে কার দেখা হতে চলেছে।"

খ. এখানে এই খোজার কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (পদ ২৭), তিনি কে ছিলেন এবং তিনি কী করতেন, কার প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে।

১. তিনি ছিলেন একজন বিদেশী, একজন ইথিওপীয়। ইথিওপিয়া নামে দু'টি দেশ ছিল, একটি আরবে, কিন্তু আরেকটির অবস্থান ছিল কেনান থেকে পূর্ব দিকে কিছুটা দূরে; সম্ভবত এই ইথিওপিয়ার অবস্থান ছিল আফ্রিকায়, যার অবস্থান ছিল দক্ষিণে, মিসরের পরে, যিরূশালেম থেকে বেশ দূরে; কারণ যারা খ্রীষ্টতে যুক্ত থাকবে, তারা দূরে বাস করলেও কাছেই অবস্থান করবে। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে পৃথিবীর প্রতিটি শেষ প্রান্ত প্রভুর মহান পরিত্রাণ গ্রহণ করতে পারবে। ইথিওপীয়দেরকে নিম্নস্তরের এবং অবহেলাকৃত জাতি হিসেবে দেখা হতো, ব্ল্যাকমুর, বা নিগ্রো হিসেবে দেখা হতো এবং তাদেরকে অত্যন্ত তুচ্ছ করা হত, যেন প্রকৃতিও তাদের সাথে পরিহাস করেছে; তথাপি তাদের কাছে সুসমাচার প্রেরিত হয়েছিল এবং তাদের প্রতি স্বর্গীয় অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল, যদিও তারা ছিল কালো জাতি, তথাপি সূর্য তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল।

২. তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি তার নিজ দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছিলেন খোজা, তবে শারীরিকভাবে নয়, কিন্তু তাকে যে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল সেই পদের নাম ছিল খোজা, তিনি ছিলেন লর্ড চেম্বারলেইন, বা রাজগৃহের ধন্যাধ্যক্ষ্য; এবং তিনি তার ব্যক্তিগত সম্মানের কারণে বা পদ মর্যাদারা কারণে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র হিসেবে গণিত ছিলেন এবং তিনি ইথিওপিয়ার কান্দাকী রাণীর অধীনে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন, যিনি সম্ভবত শেবা দেশের রাণীর উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, যিনি ছিলেন দক্ষিণের দেশের রাণী, যে দেশ রাণীরা শাসন করতেন, যাদের মধ্যে কান্দাকী ছিল একটি সাধারণ প্রচলিত নাম, যেমন ফরৌণ ছিল মিসরের রাজাদের নাম। তার দায়িত্ব ছিল রাণীর সমস্ত ধন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ

করা; এমনই বিশ্বাস রাণী তাকে করতেন। এমন সম্মান এবং এত উচ্চ মর্যাদা খুব বেশি মানুষকে দেওয়া হতো না, মাত্র অল্প কয়েক জনই এই ধরনের মর্যাদার অধিকারী হতেন।

৩. তিনি ছিলেন একজন যিহূদী ধর্ম পালনকারী বিদেশী, তিনি যিরূশালেমে এসেছিলেন উপাসনা করতে। অনেকে মনে করেন যে, তিনি ছিলেন একজন ন্যায় ধর্ম পালনকারী, যিনি তক্‌ছেদ করিয়েছিলেন এবং ঈদসমূহ পালন করতেন; অন্যান্যরা মনে করেন তিনি শুধুমাত্র বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠান পারন করতেন, কারণ তিনি ছিলেন অযিহূদী, তথাপি তিনি প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন এবং তিনি মাঝে মাঝে অযিহূদীদের প্রাঙ্গনে এসে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উপাসনা করতেন; কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলে পিতরই প্রথম ব্যক্তি নন, যিনি অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন, যেমনটি তিনি বলেছেন। অনেকে মনে করেন যে, সেই দেশে সত্যিকার ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান তখনও ছিল, এমন কি রাণী সাবার সময়েও; এবং সম্ভবত এই খোজার কোন পূর্বপুরুষ সেই সাবার রাণীর কর্মচারী ছিলেন, যিনি যিরূশালেম থেকে শিখে আসা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন তার নিজ দেশে ঘটিয়েছিলেন।

গ. ফিলিপ এবং সেই খোজাকে একটি দীর্ঘ ও একান্ত আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে এক সাথে আনা হল; এবং এখন ফিলিপ জানতে পারবেন যে, কেন তাঁকে এই মরুভূমির মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, কারণ সেখানে তিনি একটি রথের দেখা পাবেন, যা একটি সমাজ-ঘর এবং একজন মানুষের জন্য সেবা দান করে, যার বিশ্বাসান্তরের মধ্য দিয়ে একটি ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে, কারণ এর মধ্য দিয়ে পুরো জাতি তাদের মন পরিবর্তন করবে।

১. ফিলিপকে এই ভ্রমণকারীর সঙ্গী হওয়ার জন্য আদেশ দান করা হল, যিনি যিরূশালেম থেকে তার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলেন গাজার দিকে, আর তিনি ভাবছিলেন যে, তিনি তার যাত্রাপুস্তক পথে কী কী কাজ করেছেন, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য যে মহান কাজ সম্পন্ন করবেন তা এখনও বাকি রয়ে গিয়েছিল। তিনি যিরূশালেমে অবস্থান করছিলেন, যেখানে প্রেরিতগণ খ্রীষ্টান মতবাদ ও শিক্ষা প্রচার করছিলেন এবং অসংখ্য মানুষ এর কথা বলছিল এবং তথাপি তিনি তা খেয়াল করেন নি এবং তিনি তা খোঁজ করার চেষ্টা করেন নি– শুধু তাই নয়, সম্ভবত তিনি সেদিকে নজরই দেন নি এবং তিনি সেদিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন; তথাপি ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ তার খোঁজ করেছে, তাকে মরুভূমিতে নিয়ে গেছে এবং সেখানেই তিনি তাকে জয় করছেন। এভাবেই ঈশ্বরকে অনেক সময় সেখানে পাওয়া যায়, যেখানে তাঁকে খোঁজা হয় না, যিশাইয় ৬৫:১। ফিলিপ এই আদেশ পেয়েছিলেন, তবে আগের মত কোন স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে নয়, বরং পবিত্র আত্মা তাঁর কানে কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে দিলেন (পদ ২৯): "কাছে যাও এবং ঐ রথে যে লোকটি বসে আছে তার সাথে দেখা কর; ততটা কাছে যাও যাতে করে ঐ ভদ্রলোক তোমাকে লক্ষ্য করেন।" আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল সাধন করার ব্যাপারে শিক্ষা নেওয়া উচিত, যাদের কাছে আমরা পথে চলতে চলতে আলো দান করতে পারি; এভাবেই ধার্মিকের মুখ অনেকের খাদ্যস্বরূপ হয়। আমাদেরকে অবশ্যই অপরিচিতদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে লজ্জা পেলে চলবে না। যাদের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না, তাদের ব্যাপারেও অনন্ত

একটি বিষয়ে আমরা জানি, আর তা হচ্ছে, তাদের আত্মা রয়েছে।

২. ফিলিপ কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি বাইবেল পাঠ করছেন তার রথে বসে বসে (পদ ২৮): তাতে ফিলিপ দৌড়ে কাছে গিয়ে শুনলেন, তিনি যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পাঠ করছেন; তিনি জোরে জোরে পাঠ করছিলেন, যেন তার সাথে যারা রয়েছে তারা উপকৃত হয়, পদ ৩০। তিনি যে শুধুমাত্র যাত্রাপথের ক্লান্তি দূর করছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি সময়ও কাটাচ্ছিলেন বই পড়ে; তিনি কোন দর্শন, ইতিহাস বা রাজনীতি বিষয়ক বই পড়ছিলেন না, কিংবা কোন প্রেমের উপন্যাস বা নাটকও পাঠ করছিলেন না, বরং তিনি পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করছিলেন, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পাঠ করছিলেন; যে পুস্তক খ্রীষ্ট নিজেও পাঠ করেছিলেন (লূক ৪:১৭) এবং এখানে এই খোজা পাঠ করছেন, যা আমাদেরকে বিশেষভাবে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করে। সম্ভবত এই খোজা এখন পবিত্র শাস্ত্রের সেই সমস্ত অংশ পাঠ করছিলেন যা তিনি কিছু সময় আগে যিরূশালেমের মন্দিরে পাঠ করতে শুনেছেন, তাই তিনি আবারও তা পাঠ করছিলেন যেন তিনি যা শুনেছেন তা মনে রাখতে পারেন। লক্ষ্য করুন:

(১) আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে যত বেশি সম্ভব পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করা।

(২) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবশ্যই অন্য সকল কার্যাবলীর চেয়ে ধর্মীয় কার্যাবলী পালন করা উত্তম, কারণ তাদের দৃষ্টান্ত অনেককে উৎসাহিত করবে এবং তারা আরও সহজে তাদের জাগতিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

(৩) ব্যস্ত মানুষদের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা বা প্রার্থনা করার জন্য সময় বের করা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সময় অত্যন্ত মূল্যবান এবং সময় কাজে লাগানো এবং টুকরো টুকরো সময়কে উপযোগিতায় নিয়ে আসা সবচেয়ে ভাল কাজ, যাতে করে এতটুকু সময় নষ্ট না হয় এবং কোন একটি ভাল কাজ করে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো যায়।

(৪) যখন আমরা মণ্ডলী থেকে উপাসনা করে বের হয়ে আসি, তখন আমাদেরকে অবশ্যই কিছুক্ষণ বক্তিগতভাবে এমন কোন উপকরণের সাহায্য নেওয়া উচিত, যা আমাদেরকে সেই পবিত্র আলো ধরে রাখতে সাহায্য করবে, যা মণ্ডলীতে বাণী প্রচারের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এবং এর ফলে যে সুপ্রভাব আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে তা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি, ১ বংশাবলি ২৯:১৮।

(৫) যারা পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করায় অত্যন্ত উৎসাহী এবং আন্তরিক এবং যারা এর মধ্য দিয়ে তাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে চায়; *তাদেরকে তা দেওয়া যাবে*।

৩. ফিলিপ তাকে একটি ন্যায্য প্রশ্ন করলেন: আপনি যা পাঠ করছেন, তা কি বুঝতে পারছেন? তিনি তাকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন করেন নি, বরং তিনি চেয়েছিলেন তাকে কিছুটা সাহায্য করতে। লক্ষ্য করুন, আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে যা কিছুই শুনি এবং পাঠ করি না কেন, তা আমাদের উপলব্ধি করা অবশ্যই প্রয়োজন, বিশেষভাবে আমরা খ্রীষ্ট সম্পর্কে যা কিছু শুনি এবং পাঠ করি; আর সেই কারণে নিশ্চয়ই আমাদের অনেক সময়

নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত যে, আমরা এই সমস্ত কথা বুঝতে পেরেছি কি না: আপনি কি এখান থেকে সবকিছু বুঝতে পেরেছেন? মথি ১৩:৫১। এবং আপনি কি ঠিক মত বুঝতে পেরেছেন? আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র শাস্ত্র থেকে লাভবান হতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তা বুঝতে না পারি, ১ করিন্থীয় ১৪:১৬, ১৭। আর ঈশ্বরের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে পরিত্রাণের জন্য কী প্রয়োজন তা খুব সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

৪. এই খোজা ব্যক্তির আসলেই একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল, আর তাই তিনি ফিলিপের সঙ্গ লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন (পদ ৩১): "কীভাবে আমি বুঝতে পারব, তিনি বললেন, "যদি কেউ আমাকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য না থাকে? তাই দয়া করে আপনি আসুন এবং আমার সাথে বসুন।"

(১) তিনি এমন একজন মানুষের মত করে কথা বলছিলেন, যেন নিজের সম্পর্কে তার ধারণা খুবই ক্ষুদ্র এবং তিনি তার নিজ সম্মান এবং যোগ্যতার কথা অস্বীকার করেছিলেন। তিনি একদমই এমনটি মনে করেন নি যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন কি না সেটি তাকে জিজ্ঞেস করাটা অপমানের বিষয় হবে, যদিও ফিলিপ তার কাছে একজন অপরিচিত লোক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না, তিনি পায়ে হেঁটে সেখানে এসেছিলেন এবং সম্ভবত তাঁকে দেখে বেশ দরিদ্র বলেই মনে হচ্ছিল (যেখানে অধিকাংশ মানুষ নিশ্চয়ই ফিলিপের চেহারা দেখেই তাঁকে বিরক্তিকর কোন মানুষ বলে ভাবত এবং তাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলতো), তথাপি এই খোজা আন্তরিকতার সাথে ফিলিপের সাথে কথা বললেন এবং তিনি তার প্রশ্ন অত্যন্ত সহজভাবে নিয়ে আরও সহজভাবে একটি জবাব দিলেন, কীভাবে পারব বলুন? আমাদের অবশ্যই এমনটি ভাবার কারণ রয়েছে যে, তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান মানুষ এবং সেই সাথে তিনি অন্য সকলের মত পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ মোটামুটি উপলব্ধি করার ব্যাপারে সক্ষম ছিলেন, তথাপি তিনি অত্যন্ত সহজেই এ ব্যাপারে তার দুর্বলতার কথা প্রকাশ করলেন। লক্ষ্য করুন, যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই শেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করতে হবে। ভাববাদীকে প্রথমে অবশ্যই প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে, এগুলো কী তা তিনি জানেন না, আর তখন স্বর্গদূত তাকে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন, সখরিয় ৪:১৩।

(২) তিনি এমন একজন মানুষের মত করে কথা বলছিলেন, যিনি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। লক্ষ্য করুন, তিনি পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করছিলেন, সেখানে নিশ্চয়ই এমন অনেক স্থান ছিল যা তিনি বুঝতে পারেন নি। যদিও পবিত্র শাস্ত্রের এমন অনেক স্থান রয়েছে তা উপলব্ধি করার জন্য খুবই কঠিন এবং অস্বচ্ছ, শুধু তাই নয়, যা অনেক সময় ভুলভাবে উপলব্ধি করা হয়, তথাপি আমাদের কখনও সেই সমস্ত অংশ দূরে ঠেলে রাখা উচিত নয়, আমাদেরকে অবশ্যই তা বারংবার পাঠ করতে হবে, যাতে করে তা আমাদের বোঝার জন্য ক্রমেই সহজ হয়ে ওঠে, কারণ যা কিছু কঠিন, তা ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সহজ হয়ে যায়; কারণ জ্ঞান এবং অনুগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি লাভ করে।

(৩) তিনি ফিলিপকে তার রথের উপরে উঠে তার সাথে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন; যেভাবে যেহূ যোনাদবকে তার রথে তুলে নিয়েছিলেন সেভাবে নয়, যিনি প্রভুর প্রতি তার

আগ্রহ এবং ভালবাসা দেখানোর ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন (২ রাজাবলি ১০:১৬), বরং তিনি বলেছিলেন, "আসুন, আমার অজ্ঞতা দেখুন এবং আমাকে শিক্ষা দিন।" তিনি খুশি মনেই ফিলিপকে সেই সম্মান দান করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি ফিলিপকে শিক্ষক হিসেবে মান্য করেছিলেন, যদি ফিলিপ দয়া করে তার রথে এসে তাকে শিক্ষা দেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশ সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারবেন। লক্ষ্য করুন, পাক পুস্তককে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আমাদের অবশ্যই এমন কাউকে প্রয়োজন যিনি আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করবেন; হতে পারে তা কোন ভাল বই কিংবা কোন ভাল শিক্ষক, কিন্তু সর্বোপরি, তার মাঝে থাকতে হবে অনুগ্রহের আত্মা, যা আমাদেরকে সকল সত্যের পথে পরিচালনা দান করবে।

ঘ. সেই খোজা পবিত্র শাস্ত্রের যে অংশটি পাঠ করছিলেন, সেই সাথে আমরা দেখতে পাই ফিলিপ কিভাবে তাকে তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সুসমাচারের প্রচারকগণ খুব সহজেই তাদেরকে পবিত্র শাস্ত্র থেকে শিক্ষা দিতে পারেন, যখন তারা দেখেন যে, কেউ একজন পুরাতন নিয়মের বাণীর সাথে পরিচিত এবং তা গ্রহণ করেছে, সেই সাথে বিশেষ করে যখন তারা দেখেন যে, কেউ একজন তা পাঠ করায় মনোনিবেশ করেছে, যেমনটা এখানে আমরা এই খোজা ব্যক্তিকে দেখতে পাই।

১. তিনি যে অধ্যায়টি পাঠ করছিলেন তা ছিল যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৫৩তম অধ্যায়, যার দু'টি পদ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে (পদ ৩২, ৩৩), সপ্তম এবং অষ্টম পদের কিছু অংশ; এই পদগুলো পাঠ করা হয়েছে সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণ থেকে, যা অনেক দিক থেকে প্রকৃত হিব্রু সংস্করণ থেকে আলাদা। গ্রোশিয়াস মনে করেন যে, এই খোজা ব্যক্তি পবিত্র শাস্ত্রের হিব্রু সংস্করণটি পাঠ করছিলেন, কিন্তু লূক সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কারণ তিনি যে ভাষায় এই কার্যবিবরণী পুস্তকটি রচনা করেছেন, তার সাথে সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণের ভাষাগত মিল রয়েছে এবং তিনি মনে করেন যে, এই খোজা ব্যক্তি ইথিওপিয়ায় বসবাসকারী বহু যিহূদীরে কাছ থেকে তাদের ধর্ম এবং ভাষা দুটোই শিখেছিলেন। কিন্তু সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণটির উৎপত্তি হয়েছিল মিসরে, যার অবস্থান হচ্ছে ইথিওপিয়ার ঠিক পাশে লাগোয়াভাবে এবং তা যিরূশালেম এবং ইথিওপিয়ার মাঝখানে অবস্থিত। এই বিষয়টি বিবেচনা করলে বলা যেতে পারে যে, সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণই বরং এই ব্যক্তির কাছে আরও বেশি পরিচিত ছিল; যা দেখা যায় যিশাইয় ২০:৪ পদের মধ্যে দিয়ে, যেখানে দেখা যায় যে, এই দুটি জাতির মধ্যে যোগাযোগ ভাল ছিল– মিসর এবং ইথিওপিয়া। এই সংস্করণের সাথে হিব্রু সংস্করণের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে, হিব্রু মূল সংস্করণে বলা হয়েছে, তাঁকে বন্দীত্ব এবং শাস্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল (নৃশংসতা এবং বর্বরতার কারণে তাঁকে তাড়াহুড়োর করে এক বিচারালয় থেকে আরেক বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া হল; কিংবা তাকে নিয়ে যাওয়া হল জোরপূর্বক শাস্তি এবং নির্যাতন থেকে; এর অর্থ হচ্ছে, সেখানে জনতা উন্মত্ত ছিল এবং তারা ক্রমাগতভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করছিল এবং সেই কারণে পীলাত এই শাস্তি দিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল), আর এখানে তা পাঠ করা হয়েছে এভাবে, তাঁর নম্রতার কারণে তাঁর উপরে থেকে শাস্তি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

হল। তিনি এমন নম্রভাবে এবং এতটাই হতভাগ্য রূপ নিয়ে এস হাজির হলেন যে, তাঁকে দেখে সকলেই তাঁকে সাধারণ বিচারে শাস্তি দান করতে কুণ্ঠাবোধ করলো এবং সকল মানুষের আইন-কানুন এবং বিধি বিধানের উপেক্ষা করে তারা তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলো এবং তথাপি তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করলো; তাঁকে দোষী বা অপরাধী বলে সাব্যস্ত করার মত কিছুই ছিল না, কিন্তু তবুও তাঁকে দোষী বলে মৃত্যুবরণ করতে হল এবং কবর প্রাপ্ত হতে হল। এভাবেই তাঁর নম্রতার কারণে তাঁর উপরে থেকে বিচার তুলে নেওয়া হল; তাই এখানে হিব্রু সংস্করণটির অর্থই বেশি মানানসই। সেই কারণে (এই আয়তগুলো) খ্রীষ্টের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে:-

(১) তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, তাঁকে অবশ্যই হত্যা করা হবে, তাঁকে অবশ্যই হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে, যেভাবে মেষকে জবাই হওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়) যেন তাঁর জীবন নিয়ে লোকদের মাঝে দান করে দেওয়া হয়, পৃথিবী থেকে তা তুলে নিয়ে নেওয়া হয়। তাহলে কেন আর খ্রীষ্টের মৃত্যু অবিশ্বাসী অযিহূদীদের কাছে বিঘ্নজনক পাথর বলে মনে হবে, যেখানে তা এই থেকেই পরিষ্কারভাবে তাদেরই ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে? আর তাই নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের জন্য এই মধ্যস্থতামূলক কাজ করা জরুরী ছিল! সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁর ক্রুশের বিঘ্ন দূরীভূত হয়েছে।

(২) তাঁকে অবশ্যই অন্যায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে, তাঁকে অবশ্যই নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে, তাঁকে হত্যা করতে খুব তাড়াহুড়ো করা হবে এবং তাঁর উপরে থেকে ন্যায়বিচার তুলে নিয়ে যাওয়া হবে– তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার করা হয় নি; কারণ তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, কিন্তু তাঁর নিজের জন্য নয়।

(৩) তাকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তিনি হবেন লোম ছেদনকারীর সামনে বোবা হয়ে থাকা মেষের মত এবং কসাইয়ের হাতে জবাই হতে চলা মেষের মত, তাই তিনি কোন মতেই তার মুখ খুলবেন না। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কষ্ট ভোগ ও মৃত্যুবরণের সময় আমরা যে ধরনের ধৈর্যের নমুনা দেখি তা আর কখনো দেখা যায় নি; যখন তাঁকে অভিযুক্ত করা হচ্ছিল, যখন তাঁকে অপমান অত্যাচার করা হচ্ছিল, তিনি তখন নীরব ছিলেন, তিনি প্রতিবাদ করে ওঠেন নি কিংবা কাউকে দোষারোপ করে হুমকি দেন নি।

(৪) তথাপি তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন, তিনি সেই কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন যা কেউ কখনো গণনা করতে পারে না; তাই আমি এই কথাগুলোকে এভাবে ব্যাখ্যা করি: এক পুরুষ চলে যায়, আর এক পুরুষ আসে; কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী– কে তাঁর বংশের স্থায়িত্বকাল গণনা করে বলতে পারে? এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা বোঝায় একটি জীবনের স্থায়িত্বকাল, উপদেশক ১:৪। এখন কে এটি প্রকাশ করতে পারে কিংবা ধারণা করতে পারে যে, কত কাল তিনি জীবিত থাকবেন? শুধু তাই নয়, যেহেতু তার জীবন পৃথিবী থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেই কারণে তিনি স্বর্গে চিরকাল এবং অনন্তকাল ধরে বাস করবেন, যার বিষয়ে বলা হয়েছে যিশাইয় ৫৩ :১০ পদে: তিনি আপন বংশ দেখবেন, দীর্ঘায়ু হবেন।

২. এই কথার প্রেক্ষিতে সেই খোজা ব্যক্তির প্রশ্ন, ভাববাদী এখানে কার বিষয়ে কথা বলেছেন? পদ ৩৪। তিনি এমনটা চান নি যে, ফিলিপ এই কথাগুলো এবং এই শব্দগুচ্ছগুলোর উপরে কোন ধরনের জটিল ব্যাখ্যামূলক উক্তি করুন এবং এর ভাষায় বুৎপত্তিগত অর্থ তুলে ধরুন, বরং তিনি খুব সাধারণভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর আওতা এবং উদ্দেশ্য জানতে চেয়েছেন, যেন তিনি একটি সূত্র খুঁজে পেতে পারেন যাতে করে তিনি নিজেই অন্যান্য বাক্যের সাথে মিলিয়ে তা দেখতে পারেন এবং বিশেষভাবে যেন তিনি বাক্যের এই অংশের অর্থ বুঝতে পারেন। সাধারণত ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো কিছুটা অস্পষ্টতা রেখে, কারণ এর পূর্ণতা দ্বারাই এর অর্থ ব্যাখ্যা করা যাবে, যেমন এখন করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে একটি মৌলিক প্রশ্ন, যা তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন: "এখানে কি ভাববাদী এই কথাটি তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন, যাতে করে তিনি নিজে এর দ্বারা মহিমান্বিত হতে পারেন, যেভাবে এর আগে অনেক ভাববাদীই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন? না কি অন্য কারও বিষয়ে বলেছেন, তাঁর নিজের যুগের বা পরবর্তী সময়ের কোন যুগের?" যদিও আধুনিক যিহূদীরা খ্রীষ্টের ব্যাপারে আর কোন কথা বলবে না, তথাপি তাদের প্রাচীন পণ্ডিতরা এভাবেই তা ব্যাখ্যা করে থাকেন; এবং সম্ভবত এই খোজা ব্যক্তি সেটা জানতেন এবং তিনি অংশত তা নিজে নিজে বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি এই প্রশ্নটি করেছিলেন শুধুমাত্র ফিলিপকে এই আলোচনায় টেনে আনার জন্য; কারণ শেখার জন্য সবচেয়ে ভাল পদক্ষেপ হল কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে তা নিয়ে আলোচনা করা। তাদেরকে অবশ্যই পুরোহিতের মুখ থেকে আইন-কানুন সম্পর্কে জানতে হতো (মালাখি ২:৭), সে কারণে তাদেরকে অবশ্যই পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে জানতে হত, বিশেষ করে সেই সমস্ত অংশ, যা পুরাতন নিয়মের ক্ষেত্রে লুকায়িত রয়েছে, খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের মুখ থেকে যার ব্যাখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। উত্তম নির্দেশনা লাভের জন্য সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা।

৩. ফিলিপ সেই দারুন সুযোগ গ্রহণ করলেন, যার ফলে তিনি যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কিত মহান সুসমাচারের কথা এই খোজা ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করতে পারলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণের কথা প্রকাশ করতে পারলেন। তিনি পবিত্র শাস্ত্র থেকে বর্ণনা করা শুরু করলেন, কারণ তিনি সেই অংশই পাঠ করছিলেন (যেভাবে খ্রীষ্ট এই পুস্তকের আরেকটি অংশ থেকে একই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করেছিলেন, লূক ৪:২১) এবং তার কাছে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করলেন, পদ ৩৫। ফিলিপ তাকে যে শিক্ষা দান করেছিলেন বা তার কাছে যে প্রচার করেছিলেন, সে সম্পর্কে এখানে এতটুকুই বলা হয়েছে, কারণ পিতর এর আগে যেমন প্রচার করেছিলেন, এই প্রচারও ঠিক তেমনই ছিল, যা আমরা এর আগে দেখেছি। উত্তম পরিচর্যাকারীদের কাজ হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করা এবং এই প্রচারের অর্থ হচ্ছে কারও প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা। এটি খুব সম্ভব যে, ফিলিপ এখন পরভাষার বর লাভ করেছিলেন, যার কারণে তিনি এই ইথিওপীয়কে হয়তো বা তার নিজ ভাষাতেই পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারছিলেন। এখানে আমরা দেখি ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলার দৃষ্টান্ত এবং ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলার দৃষ্টান্ত, শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে বসে থাকা নয়, বরং যখন আমরা পথ দিয়ে হেঁটে চলি, তখনও যেন আমরা এই নিয়ম মেনে

চলি, দ্বি. বি. ৬:৭।

ঙ. এই খোজা ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন, পদ ৩৬-৩৮। এটি খুব সম্ভব যে, এই খোজা ব্যক্তি ইতোমধ্যে যিরূশালেমে খ্রীষ্টের শিক্ষা শুনতে পেয়েছিলেন, যে কারণে তা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু এখন তিনি ফিলিপের বাক্য প্রচারের কারণে যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার জন্য আরও বেশি উদযোগী হলেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এই খোজা ব্যক্তি তার নিজের বাপ্তিস্মের জন্য যে নম্রতাসূচক ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন (পদ ৩৬): যখন তারা পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, খ্রীষ্টের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, তখন এই খোজা ব্যক্তি আরও বেশি করে প্রশ্ন করছিলেন এবং ফিলিপ তাকে সন্তোষজনক উত্তর দান করছিলেন, এমন সময়ে তারা একটি জলাশয়ের কাছে এলেন, হতে পারে তা কোন নদী, কিংবা পুকুর, যা দেখে এই খোজা ব্যক্তি মনে করলেন যে, তিনি এখানেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারেন। এভাবেই ঈশ্বর সাধারণভাবে কোন বিশেষ স্বর্গীয় মহিমা প্রকাশ করে থাকেন, যার প্রেক্ষিতে তিনি তার লোকদের অন্তরে তাদের দায়িত্বের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেন, নতুবা যা না হলে হয়তো তারা কখনোই তাদের দায়িত্বের কথা মনে করতে পারত না। এই খোজা ব্যক্তি জানতেন না যে, ফিলিপ কত না অল্প সময়ের জন্য তার সাথে অবস্থান করবেন, কিংবা এরপরে তিনি তাঁকে আর কোথায় খুঁজে পাবেন। তিনি এমনটা নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না যে, ফিলিপ তার সাথে তার ভ্রমণের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তার সাথে অবস্থান করবেন, আর সেই কারণেই যদি ফিলিপ যথাযথ বলে মনে করেন, তাহলে তিনি এখনই এই অবস্থায় বপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারেন: "দেখুন, এখানে জল আছে, আমরা হয়তো সামনে আর বেশ অনেকটা পথ কোন জলাশয়ের দেখা পাব না; তাহলে আমার আর এখানে বাপ্তিস্ম গ্রহণের বাধা কোথায়? আপনি কি আমাকে কোন কারণ দেখাতে পারেন যে, কেন আমি এখনই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে যীশু খ্রীষ্টের একজন অনুসারী এবং শিষ্য হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেব না?" লক্ষ্য করুন:

(১) তিনি বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য দাবী করেন নি, তিনি এ কথা বলেন নি যে, "এখানে জল রয়েছে এবং এখন আমি এখানে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করব।", কারণ যদি ফিলিপ এর বিপরীতে কোন কথা বলেন, তাহলে তিনি যেন এর স্বপক্ষে কথা বলতে পারেন। যদি ফিলিপ মনে করেন যে, তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত নন, কিংবা যদি অন্য কোন ধরনের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি যেন তা জানতে পারেন এবং দ্রুত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন। সবচেয়ে মঙ্গলজনক এবং তীব্র উৎসাহ উদ্দীপনাকেও নিয়মতান্ত্রিক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ উপায়ে পরিচালনা করতে হবে।

(২) কিন্তু তিনি তা সম্পন্ন করতে খুবই আকাঙ্ক্ষী এবং ফিলিপ যদি এর বিপক্ষে কোন যুক্তি না দেখান, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তা এখন সম্পন্ন করবেন এবং এতে আর কোন নড়চড় হবে না। লক্ষ্য করুন, আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে একান্তভাবে সমর্পণ করি এবং আমাদেরকে তাঁর কাছে ঢেলে দিই, তখন আমাদের অবশ্যই দেরী না করে প্রতিটি

মুহূর্তকে কাজে লাগানো উচিত, কারণ বর্তমান সময়ই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, গীতসংহিতা ১১৯:৬০। যারা বাপ্তিস্মের দ্বারা চিহ্নকৃত এই দান গ্রহণ করেছেন, তাদের কখনোই এই চিহ্ন মুছে ফেলা উচিত নয়। তিনি এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন যে, হয়তো বা তার ভিতরে এখন যে ভাল লাগা কাজ করছে, তা হয়তো সময়ের প্রেক্ষিতে শীতল হয়ে যাবে বা প্রশমিত হয়ে যাবে, আর সেই কারণেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তার আত্মাকে বাপ্তিস্মের দ্বারা বেধে ফেলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যাতে করে তিনি এই বিষয়টিকে সুরাহা করে ফেলতে পারেন।

২. যে পরিষ্কার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ফিলিপ তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তার অবশ্যই এখনই বাপ্তিস্ম নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে (পদ ৩৭): "আপনি যদি আপনার সমস্ত অন্তকরণ দিয়ে বিশ্বাস আনেন, তবে আপনি পারেন; এর অর্থ হচ্ছে, যদি আপনি এই শিক্ষা বিশ্বাস করেন, যা যীশু সম্পর্কে গ্রহণ করেছেন এবং যদি আপনি সেই বাণী গ্রহণ করেন, যা ঈশ্বরের তাঁর সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন, তাহলে আপনার এই উদ্যোগ সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং আপনি তা গ্রহণ করতে পারবেন।" তাকে অবশ্যই তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে, যেভাবে মানুষ সবসময় বিশ্বাস করে তার চাইতেও বেশি পরিমাণে বিশ্বাস করতে হবে তাকে। মানুষ তার হৃদয় দিয়ে কোন কিছুর উপরে বিশ্বাস করে, তার মাথা দিয়ে অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে নয়। কারণ মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সুসমাচারের সত্যকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু হৃদয় দিয়ে সে পরিপূর্ণভাবে সুসমাচারের মহান সত্যকে আত্মস্থ করতে পারবে। "আপনি যদি সত্যিই আপনার অন্তর দিয়ে বিশ্বাস আনেন, তাহলে আপনি যীশু খ্রীষ্টের সাথে একটি আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হবেন এবং যদি আপনি এর সাক্ষ্য প্রমাণ দেন যে, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে যোগদান করতে পারেন।"

৩. বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য তিনি যে বিশ্বাস সূত্রের মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য দান করলেন, তা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তা অত্যন্ত বাস্তবিক এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ এবং সেটুকুই যথেষ্ট ছিল: আমি বিশ্বাস করি যে, যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পুত্র। এর আগে তিনি ছিলেন প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনাকারী, সেই কারণে এখন তাকে শুধুমাত্র যা করতে হবে তা হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

(১) তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্টই ছিলেন খ্রীষ্ট, সেই সত্যিকার খ্রীষ্ট, যার আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যিনি অভিষিক্ত জন।

(২) খ্রীষ্ট হচ্ছেন যীশু– পরিত্রাণকর্তা, একমাত্র পরিত্রাণকর্তা, যিনি তার লোকদেরকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

(৩) আর এই যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র, কারণ তাঁর রয়েছে এক স্বর্গীয় প্রকৃতি, কারণ তিনি হচ্ছেন তার পিতার সাথে একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তা; আর এই কারণে তিনি যেহেতু ঈশ্বরের পুত্র, তাই তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর উত্তরাধিকারী। এটিই হচ্ছে যীশু ধর্মের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মতবাদ এবং যে কেউ তাদের অন্তর দিয়ে এই মতবাদের

উপরে বিশ্বাস করবে এবং তা স্বীকার করবে এবং এর পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে, তাদেরকে এবং তাদের সন্তান ও পরিবারবর্গকে অবশ্যই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে।

৪. এখানে আমরা দেখি তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছেন। এই খোজা ব্যক্তি তার রথ চালককে থামতে বললেন, তিনি তার রথ থামাতে আদেশ দিলেন। এটি ছিল তার জন্য সেরা ভ্রমণ এবং এটি ছিল তার জীবনের সেরা মুহূর্ত। তারা দু'জনেই জলে নামলেন; কারণ তাদের জন্য উপযোগী কোন বাহন ছিল না যাতে তারা চড়তে পারেন, তাই তাদেরকে অবশ্যই জলে সরাসরি নামতে হবে। এমন নয় যে, তারা পরনের কাপড় খুলে রেখে উলঙ্গ হয়ে জলে নেমেছিলেন, বরং তারা শুধুমাত্র জুতো খুলে রেখে খালি পায়ে জলে নেমেছিলেন, আর এতে করে যিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল (যিশাইয় ৫২:১৫): তেমনি তিনি অনেক জাতিকে আশ্চর্যান্বিত করবেন, তাঁর সম্মুখে রাজারা মুখ বন্ধ করবে; কেননা তাদের কাছে যা বলা হয় নি, তারা তা দেখতে পাবে; তারা যা শোনে নি, তা বুঝতে পারবে। লক্ষ্য করুন: ফিলিপ মাত্র কিছু দিন আগেই শিমোন ম্যাগাসের চাতুরিতে মোহিত হয়েছিলেন এবং তাকে বাপ্তিস্ম দান করেছিলেন, যদিও পরবর্তীতে দেখা গিয়েছিল যে, সে সত্যিকার অর্থে মন পরিবর্তন করে নি, তথাপি তিনি এখন এই খোজা ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দান করার ক্ষেত্রে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগলেন না, তার বিশ্বাসে তিনি বিন্দু মাত্র সন্দেহ পোষণ করলেন না, তিনি তাকে আগের চেয়ে আরও বেশি সময় ধরে তার ঈমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। যদিও অনেক ভণ্ড মণ্ডলীতে চিৎকার ও হই হট্টগোল করতে পারে এবং যারা পরবর্তীতে আমাদের জন্য দুঃখজনক এবং অপমানজনক বলে সাব্যস্ত হতে পারে, তথাপি আমাদের কখনোই মণ্ডলীর দরজা এতটুকুও সঙ্কীর্ণ করে রাখা উচিত নয়, যতটুকু খ্রীষ্ট খোলা রেখে গেছেন তার চাইতে; তারা নিজেরাই তাদের এই কৃতকর্মের জন্য জবাব দেবে। আর এখন আমরা দেখতে পাই:

চ. ফিলিপ এবং এই খোজা ব্যক্তি এখন আলাদা হয়ে যাবেন; এবং এটি গল্পের অন্যান্য অংশের মতই বিস্ময়কর। যে কেউ এমনটা আশা করতে পারেন যে, নিশ্চয়ই এখন এই খোজা ব্যক্তি ফিলিপের সাথে সাথে থাকবেন, কিংবা তিনি ফিলিপকে তার দেশে নিয়ে যাবেন এবং এই অঞ্চলে ইতোমধ্যে অনেক পরিচর্যাকারী অবস্থান করার কারণে নিশ্চয়ই তার পক্ষে ইথিওপিয়া চলে গেলে কোন সমস্যা হবে না: কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। যখনই তারা জল থেকে উঠে এলেন, তখনই এই খোজা ব্যক্তি রথে চড়ার আগেই ঈশ্বরের আত্মা ফিলিপকে তুলে নিয়ে গেলেন (পদ ৩৯) এবং তিনি তাকে এই খোজা ব্যক্তির সাথে আর কোন কথা বলার সুযোগ দিলেন না, যা সাধারণত বাপ্তিস্মদানের পর করা হত, কিন্তু একজন পরিকল্পনা করে এবং অন্য জন আশা করে। তবে ফিলিপের আকস্মিক প্রস্থান এই খোজা ব্যক্তির সাথে উৎসাহমূলক কথোপকথনের অভাব পূরণ করেছিল, কারণ তা আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল এবং এভাবেই তাকে এই খোজা ব্যক্তির দৃষ্টি পথ থেকে সরিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল; এবং ফিলিপের উপরে এই যে আশ্চর্য কাজ সাধিত হল, তা ছিল ফিলিপের প্রচার করা মতবাদের সত্যতা, যা তাঁর নিজের করা কোন আশ্চর্য কাজ থেকেও আরও বেশি বিস্ময়কর এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেই খোজা ব্যক্তি তাঁকে আর দেখতে পেলেন না, কিন্তু তার পরিচর্যাকারীকে হারিয়ে তিনি আবার বাইবেলের প্রতি মনোযোগী হলেন। এখন এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

১. এই খোজা ব্যক্তি কী ধরনের মনোভাব প্রকাশ করলেন: তিনি আনন্দ করতে করতে ফিরে গেলেন। তিনি তার ভ্রমণ চালিয়ে গেলেন। কাজের জন্য তিনি তার বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন এবং তাকে অবশ্যই দ্রুত সেখানে যেতে হত; কারণ তাকে অবশ্যই সেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের কথা প্রচার করতে হবে এবং তিনি যে সেই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন তা সকলের কাছে প্রকাশ করতে হবে। এই ধর্ম কোন মতেই শুধুমাত্র মন্দিরে গিয়ে পালন করার বিষয় নয়, বরং তা প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রয়োগ করার মত এক জীবন- যাপন প্রণালী। তিনি আনন্দ করতে করতে ফিরে গেলেন; কারণ তিনি তার এই তাৎক্ষণিক পরিবর্তনে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, তিনি তার ধর্মের এই পরিবর্তনে অত্যন্ত উৎফুল্ল ছিলেন, তাই তিনি দ্বিতীয় কোন কথা চিন্তা না করেই এক অব্যক্ত আনন্দে এবং মহিমায় পূর্ণ হয়ে আনন্দ করতে করতে ফিরে যাচ্ছিলেন; তিনি তার জীবনে এর চেয়ে বেশি খুশি আর কখনো হন নি। তিনি আনন্দ করলেন, কারণ:-

(১) তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করেছেন এবং তিনি তার প্রতি আসক্ত হয়েছেন।

(২) তিনি তার দেশের লোকদের কাছে এই শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে যাবেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে চান, তিনি তার দেশের লোকদের মাঝে খ্রীষ্টের বিষয়ে আগ্রহ জন্মাতে চান এবং তিনি চান যেন তারা তাঁকে গ্রহণ করে, খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয় এবং তারা সকলে যেন খ্রীষ্টান হিসেবে পরিচিত হয়। তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন শুধুমাত্র একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়ে নয়, বরং সেই সাথে একজন পরিচর্যাকারী হয়ে। অনেক অনুলিপিতে এই পদগুলো এভাবে লেখা রয়েছে: আর, যখন তারা জল থেকে উঠে এলেন, তখন পবিত্র আত্মা এই খোজা ব্যক্তিকে পূর্ণ করলেন (প্রেরিতগণ কর্তৃক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অভিষিক্ত করার আগেই), কিন্তু প্রভুর স্বর্গদূত ফিলিপকে তুলে নিয়ে গেলেন।

২. কীভাবে ফিলিপ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন (পদ ৪০): তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল অসদোদে, যা আগে প্যালেস্টাইনের একটি শহর ছিল; সেখানে ঈশ্বরের স্বর্গদূত বা আত্মা তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন, যা গাজা থেকে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী ছিল। এই সময়ের মধ্যে সেই খোজা ব্যক্তি আরও অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন, কিংবা ড. লাইটফুটের মত অনুসারে তিনি জাহাজে উঠছিলেন এবং তার দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু ফিলিপ যেখানেই থাকেন না কেন, তিনি অলস হয়ে বসে থাকেন নি। তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি কৈসরিয়ায় আসার আগ পর্যন্ত সমস্ত শহরে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে করতে ফিরছিলেন। আর এখানে যে স্থানের নাম উল্লেখ করা হল, সেখানে তিনি থামলেন এবং সম্ভবত এই স্থানটিই পরবর্তীতে তাঁর প্রধান বাসস্থান হিসেবে পরিণত হয়েছিল; কারণ আমরা দেখি কৈসরিয়াতে তাঁর নিজের বাড়ি ছিল, প্রেরিত ২১:৮। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে খ্রীষ্টের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করা শেষ করেন, তিনি পরিশেষে শান্তিময় একটি বিশ্রাম গ্রহণের স্থান লাভ করেন।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ৯

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:

ক. প্রেরিত পৌলের মন পরিবর্তনের সর্বজন বিদিত ও জনপ্রিয় সেই ঘটনা, যা আমাদের দেখায় যে, কী করে পৌল খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি একজন নৃশংস নির্যাতনকারী থেকে কী করে এর একজন উত্তম সাক্ষ্য দানকারী এবং প্রচারক হয়ে উঠলেন।

১. কীভাবে তিনি প্রথম খ্রীষ্টের নিজ আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে জাগ্রত হলেন এবং চেতনা ফিরে পেলেন, যখন তিনি খ্রীষ্টানদেরকে নির্যাতন করার জন্য দামেস্কের পথে যাচ্ছিলেন; এবং তিনি কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি এই দর্শন পেলেন, পদ ১-৯।

২. কী করে তিনি অননিয়ের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, স্বর্গ থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ লাভের মধ্য দিয়ে, পদ ১০-১৯।

৩. কী করে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে একজন প্রচারক ও অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করা হল এবং তিনি যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন এবং তিনি যা প্রচার করলেন তার সত্যতা প্রমাণ করলেন, পদ ২০-২২।

৪. কী করে তাঁকে নির্যাতিত হতে হল এবং কী করে তিনি প্রাণ নিয়ে কোন মতে পালিয়ে বাঁচলেন, পদ ২৩-২৫।

৫. কীভাবে তিনি যিরূশালেমের ভ্রাতৃ সমাজের সাথে যোগদান করলেন: কীভাবে তিনি প্রচার করলেন এবং সেখানে নির্যাতিত হলেন, পদ ২৬-৩০।

৬. এরপর মণ্ডলী কিছু দিনের জন্য যে ধরনের বিশ্রাম এবং শান্তি উপভোগ করলো, পদ ৩১।

খ. ঐনিয়কে পিতর কর্তৃক সুস্থতা দান, যে দীর্ঘ দিন ধরে পক্ষাঘাত রোগে ভুগছিল, পদ ৩২ -৩৫।

গ. পিতরের প্রার্থনায় টাবিথার মৃত্যু থেকে জীবন লাভ, পদ ৩৬-৪৩।

প্রেরিত ৯:১-৯ পদ

আমরা স্তিফানের দুই কি তিনবার শৌলের নামের উল্লেখ দেখতে পাই, কারণ পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চালিত পাণ্ডুলিপিকার তাঁর বিষয়ে বর্ণনা দান করার পরিকল্পনা রেখেছিলেন; আর এখন আমরা সেই ঘটনা দেখতে পাব, তবে আমরা পিতরের কার্যক্রমের

বর্ণনায় আর যাচ্ছি না এমন নয়, তবে এখানে আমরা পৌলের বর্ণনা বিশেষভাবে দেখতে পাই কারণ, তিনি ছিলেন অযিহূদীদের কাছে প্রচারক, আর পিতর ছিলেন যিহূদীদের কাছে প্রচারক; তাই দু'জনের পরিচিতি এবং বর্ণনাই আমাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। পৌলের ইব্রীয় নাম ছিল শৌল– যার অর্থ আকাঙ্ক্ষিত, যদিও রাজা শৌল বা শৌলকে বাহ্যিক চেহারায় বা পোশাক পরিচ্ছদে যেমন রাজকীয় ভাব বিশিষ্ট ছিলেন, এই শৌল মোটেও তেমন চোখে পড়ার মত কেউ ছিলেন না। রাজা তালুতের মত লম্বাও তিনি ছিলেন না, তেমন ঋজু এবং দৃঢ় শরীরের অধিকারীও তিনি ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন বেশ খর্বকায়; প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ একজন বলেছেন, শৌল ছিলেন *Homo tricubitalis*– সাড়ে চার ফুট উচ্চতার একজন মানুষ। তাঁর রোমীয় নাম ছিল পৌল, যখন তিনি একজন রোমীয় নাগরিক হিসেবে পরিচিত লাভ করেন; এই নামের অর্থ– ক্ষুদ্র। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার্ষ নগরীতে, যা সিলিসিয়ার একটি নগরী, রোমীয়দের একটি স্বাধীন নগরী এবং তিনি নিজে সেই নগরের একজন স্বাধীন নাগরিক ছিলেন। তাঁর বাবা এবং মা উভয়েই ছিলেন স্থানীয় যিহূদী; সেই কারণে তিনি নিজেকে বলতেন ইব্রীয় থেকে জাত ইব্রীয়; তিনি এসেছিলেন বিন্যামীনের বংশ থেকে, যাদের মূল বাসস্থান ছিল যিহূদিয়ায়। তিনি প্রথমে তার্ষের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন, যা কিছুটা এথেনীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করতো। সেখানে তিনি দর্শন শাস্ত্র এবং গ্রীক কাব্য শেখেন। এরপর তাঁকে যিরূশালেমের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়, যাতে করে তিনি স্বর্গীয় বিধি বিধান এবং যিহূদী আইন-কানুন শিখতে পারেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন গমলীয়েল, একজন খ্যাতনামা ফরীশী। তাঁর ছিল বিস্ময়কর মেধা শক্তি এবং তিনি খুব দ্রুত সবকিছু শিখে উঠতে লাগলেন। তিনি কিছু হস্তশিল্পের কাজও শিখেছিলেন (তাঁবু নির্মাণের কাজ), যে কাজটি যিহূদী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল (ড. লাইটফু এমনটাই বলেছেন), যাতে করে তারা তাদের নিজেদের হাত খরচ জোগাতে পারেন এবং অলসতা দূর করতে পারেন। ইনিই হচ্ছেন সেই যুবক, যার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এই শক্তিশালী পরিবর্তন এনেছিল, খ্রীষ্টের অন্তর্ধানের এক বছর বা তার একটু কম সময়ের পরে। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

ক. তিনি কতটা মন্দ প্রকৃতির ছিলেন, তাঁর মন পরিবর্তনের আগে তিনি কতটা মন্দ ছিলেন। একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হওয়ার আগে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান মতবাদের একজন চিরশত্রু, তিনি এর মূল উৎপাটন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, যারা তা গ্রহণ করতো তাদের সকলের উপরে তিনি নির্যাতন চালাতেন। অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি বেশ ভালই ছিলেন, কারণ আইনের চোখে যা ন্যায়সঙ্গত তিনি কখনো তার বাইরে যেতেন না, তাঁকে কেউ এ বিষয়ে কখনো কোন দোষ দিতে পারত না, তাঁর ভেতরে কোন ধরনের অসাধুতা বা অনৈতিকতা লক্ষ্য করা যেত না, কিন্তু তথাপি তিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের বিরোধী, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি নির্যাতনকারী এবং এই উভয়ের প্রতি ক্ষতি সাধনকারী, ১ তীমথিয় ১:১৩। আর তাঁর বিবেক ও চেতনা এতটাই মন্দ ছিল যে, তিনি সবসময় চিন্তা করতেন যীশু খ্রীষ্টের নামের বিরুদ্ধে তিনি কী কী করবেন, (প্রেরিত ২৬:৯) এবং একই সাথে তিনি ঈশ্বরের উপাসনা তে যোগদান করতেন। তিনি মনে

করতেন যে, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সেবা করছেন, যার ব্যাপারে আমরা এর আগেই পূর্বাভাস পেয়েছি, যোহন ১৬:২। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের উপরে তাঁর শত্রুতা এবং আক্রোশ (পদ ১): এদিকে শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের হত্যা করবেন বলে ভীতি প্রদর্শন করছিলেন। যাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছিল তারা ছিলেন প্রভুর শিষ্য ও অনুসারী; তারা এই পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার কারণে এই চরিত্রের অধিকারী হওয়ার কারণে শৌল তাদেরকে আরও ঘৃণা করতেন এবং তাদেরকে আর বেশি নির্যাতন করতেন। তিনি তাদেরকে নির্যাতন করতেন এবং হত্যা করবেন বলে হুমকি দিতেন। হুমকি দেওয়াও অনেক বড় নির্যাতন (প্রেরিত ৪:১৭, ২১); তারা আতঙ্কিত হতেন এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে যেত; এবং যদিও আমরা বলি যে, ভীত মেষের পাল বেশি দিন বাঁচে, তথাপি যাদেরকে শৌল হুমকি দিয়েছিলেন ও ভয় দেখিয়েছিলেন, তাদেরকে যদি তিনি হুমকি দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসতে না পারতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে নির্যাতন করে করে হত্যা করতেন, প্রেরিত ২২:৪। হত্যা করার লক্ষ্যে তার ভীতি প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে এটি বোঝা যায় যে, তাঁর মধ্যে এই স্বভাব ছিল প্রকৃতিগতভাবে এবং তিনি সবসময় এই কাজই করতেন। অনেক সময় তিনি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই নৃশংসতার মনোভাব ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি বিশেষ করে ক্রোধোন্মত্ত কোন প্রাণীর মত করে নৃশংস এবং হিংস্র ভাব প্রকাশ করতেন। তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মৃত্যু কামনা করতেন, তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই তিনি তাদের দিকে উদ্ধত ও গর্বিত দৃষ্টিতে অবজ্ঞার চোখে তাকাতেন (গীতসংহিতা ১২:৪, ৫), তিনি তাদের প্রতি বিষ নিঃশ্বাস ছাড়তেন। শৌলের এই মনোভাব আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে:

(১) তিনি তখন পর্যন্ত এর প্রতি নিবদ্ধ ছিলেন; তিনি তাদের রক্তের কারণে সন্তুষ্ট ছিলেন, যাদেরকে তিনি হত্যা করেছিলেন, তথাপি তিনি আরও চিৎকার করে বলতেন, আরও রক্ত চাই।

(২) খুব দ্রুত তাঁর পক্ষে একজন নৃশংস হত্যাকারী হয়ে ওঠা তেমন কোন অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না, যেহেতু তিনি সকলকে হত্যা করার হুমকি দিতেন এবং হত্যা করতেনও বটে, কিন্তু তিনি আর বেশি দিন এ ধরনের জীবন ধারণ করেন নি, এই ক্রোধ এবং আক্রোশ খুব দ্রুত থেমে গিয়েছিল।

২. দামেস্কের খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা; এখানে একটু দেরিতে হলেও তাদের মধ্য দিয়ে সুসমাচার এসে পৌঁছেছিল, যারা স্তিফানের মৃত্যুর পর যিরূশালেম থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এবং তারা সেখানে নিরাপদে এবং নিভৃতে বাস করতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন, আর সেখানে যারা শাসক ছিলেন, তাদের ক্ষমতার অধীনে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু শৌল তো আর স্থির থাকতে পারেন না, যদি তিনি শোনেন যে, কোন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী শান্তিতে কোন স্থানে বসবাস করছেন; আর সেই কারণে দামেস্কে খ্রীষ্টানরা বসবাস করছে শুনে তিনি তাদেরকে উৎপাটন করতে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। এই কাজের জন্য তাঁর অবশ্যই মহাপুরোহিতের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল (পদ ১), যাতে করে তিনি দামেস্কে যেতে পারেন (পদ ২)। মহাপুরোহিতকে খ্রীষ্টানদের অত্যাচার

করার ব্যাপারে খেপিয়ে তোলার কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি এমনিতেই এই কাজ করার জন্য কয়েক পা এগিয়ে ছিলেন; কিন্তু আমরা আপাত দৃষ্টিতে বুঝতে পারি যে, এই যুবকটি বৃদ্ধ পুরোহিতের চাইতে নৃশংসতার দিক থেকে আরও বেশি এগিয়ে ছিলেন। যারা পাপের নেতৃত্ব দেয়, তারা সবচেয়ে বেশি পাপী থাকে এবং তারা সবচেয়ে ঘৃণ্যতম পাপগুলো সাধন করে; আর ধর্ম-শিক্ষক এবং পুরোহিরা তাদের যে শিষ্য তৈরি করে, তারা অনেক সময় তাদের গুরুর চেয়েও সাতগুণ বেশি ভয়ঙ্কর হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করে। তিনি বলেছিলেন (প্রেরিত ২২:৫) যে, তিনি এই দায়িত্ব লাভ করেছিলেন প্রাচীনদের সমস্ত সভার কাছ থেকে; এবং তিনি এই ধরনের বিরাট দায়িত্ব তাদের কাছ থেকে পেয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, কারণ মহান সেনহেড্রেনি সীল মোহর দিয়ে তাঁকে এই কাজ করার ব্যাপারে অনুমতি দান করেছিলেন। এখন এই সভার দায়িত্ব ছিল তাঁকে দামেস্কের সমস্ত সমাজ-ঘরে কিংবা জমায়েতে গিয়ে গিয়ে খোঁজ করার জন্য অনুমতি দান করা, যাতে করে তিনি খ্রীষ্টানদের খোঁজ করতে পারেন, যাতে করে সেখানে তাদের এমন কি একজনকে পেলেও যেন তিনি তাকে অত্যাচার করে করে বাকিদের খোঁজ-খবর বের করে নিয়ে আসতে পারেন। তারা নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, তিনি তাদেরকে বন্দী করে যিরূশালেমে নিয়ে আসবেন, যাতে করে মহা সভায় তাদের বিরুদ্ধে বিচার উত্থাপন করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা যায়। লক্ষ্য করুন: (১) এখানে বলা হয়েছে যে, যারা সেই পথে চলে এমন পুরুষ বা নারী, এমনটাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে। সম্ভবত খ্রীষ্টানরা নিজেদেরকে অনেক সময় এই নামে পরিচয় দিতেন এবং খ্রীষ্টকে সেই পথ নামে সম্বোধন করতেন, কিংবা এর কারণ হচ্ছে, তারা নিজেদের দিকে তাকিয়ে পথের মানুষ বলে মনে করতেন এবং তারা যে উদ্বাস্তু তা স্মরণ করতেন; কিংবা এভাবেই তাদের শত্রুরা তাদেরকে উপস্থাপন করতো, তাদেরকে পথের মানুষ বলে সম্বোধন করতো, যাযাবর বলে সম্বোধন করতো।

(২) সারা দেশের যিহূদীদের উপরে মহাপুরোহিত এবং সেনহেড্রিনের বিশেষ ক্ষমতা ছিল, যা দিয়ে তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব দাবী করতে পারত, আর সেই কারণে তারা বিশেষভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত, বিশেষ করে যিহূদী জাতির মধ্যে যারা নাগরিক শাসনের অধীনে ছিল না তাদের উপরেও তাদের ক্ষমতার হাত বিস্তার করতে পারত। আর এমনই ক্ষমতা এই মুহূর্তে রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, যে ক্ষমতা আগে যিহূদী সাম্রাজ্যের ছিল, যদিও রোমীয় শাসকেরা তাদের ক্ষমতার তেমন প্রদর্শনী করতেন না।

(৩) এই দায়িত্বের মধ্যে থেকে যারা যারা ঈশ্বরের উপাসনা করতো, কিন্তু যিহূদীদের ধর্মীয় রীতি নীতির অধীনে থেকে নয়, তাদেরকে তারা অত্যাচার করতো, এমন কি নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে তারা সকলকেই অত্যাচার নির্যাতন করতো। এমন কি নারী, শিশু এবং দুর্বল অসুস্থ মানুষ, যারা প্রকৃতিগতভাবেই দয়া ও সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য, তাদেরকেও তারা রেহাই দিত না এবং শৌল বিশেষ করে এই নির্যাতনকারীদের মধ্যে যে কারও চেয়ে তাদের প্রতি আরও বেশি করে নৃশংস আচরণ করতেন।

(৪) তিনি তাদের সকলকে বেঁধে যিরূশালেমে নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছিলেন, যেন

তাদেরকে দেখা মাত্রই তাদেরকে অপরাধী হিসেবে আখ্যা দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা হয়, এর অর্থ হচ্ছে তিনি এর মধ্য দিয়ে অন্যান্যদেরকেও আতঙ্কিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে করে শৌল নিজে এর মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হন, কারণ তাঁর সাথে যে সৈন্যবাহিনী ছিল তারা তাঁর যে কোন আদেশ মেনে চলার জন্য প্রস্তুত ছিল, আর তাই তিনি খ্রীষ্টানদের উপরে ইচ্ছামত হুমকি প্রদর্শন এবং অত্যাচার ও হত্যা করার অনুমতি পেয়েছিলেন। এই কাজেই শৌল নিযুক্ত ছিলেন, যখন ঈশ্বর তাঁর ভিতরে মহা পরিবর্তন সাধন করার কথা চিন্তা করলেন। এই কারণে আমরা যেন মহা পাপীদের মন পরিবর্তন এবং তাদের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করি, তারা যেন নিজেদেরকে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের অযোগ্য বলে মনে না করে; কারণ পৌল নিজে এই দয়া লাভ করেছিলেন, যাতে করে তিনি নিজে একজন আদর্শ হতে পারেন, ১ তীমথিয় ১:১৩।

খ. কীভাবে তাঁর মধ্যে হঠাৎ করে এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে এই আশীর্বাদপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হল, যা অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে নয়, বরং আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়েই সাধিত হল। পৌলের মন পরিবর্তন হচ্ছে মণ্ডলীর ইতিহাসের অন্যতম একটি আশ্চর্য ঘটনা। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. এই ঘটনার স্থান এবং সময়: তিনি যাত্রাপুস্তক করতে করতে দামেস্কের নিকটে এসে পৌঁছালেন; আর সেখানেই খ্রীষ্ট তাঁকে দেখা দিলেন।

(১) তিনি রাস্তায় ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভ্রমণ করছিলেন; কিন্তু তিনি মন্দিরে ছিলেন না, কিংবা সমাজ-ঘরগুলোতেও ছিলেন না, আবার খ্রীষ্টানদের মধ্যেও ছিলেন না, বরং তিনি পথে ছিলেন। আশ্চর্য কাজের ক্ষেত্র শুধুমাত্র মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যদিও প্রকাশ্যে আশ্চর্য কাজের সংখ্যা আর তেমন নেই বললেই চলে। কাউকে কাউকে বিছানায় ঘুমের মাঝে দর্শন দেওয়া হয় (ইয়োব ৩৩:১৫-১৭) এবং কাউকে কাউকে পথে ভ্রমণের মাঝে দর্শন দেওয়া হয়: চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্ত, তাই যখন আমাদের জন্য সময় উপযুক্ত হয়, তখন যে কোন স্থানেই হোক না কেন, আমাদের আত্মায় পরিবর্তন আসতে পারে, আর সেখানে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বসতি করতে পারেন, যেমন তা হতে পারে বিছানায়, কিংবা রাস্তায়। অনেকে এটি লক্ষ্য করেছেন যে, শৌলকে খোলা রাস্তায় দর্শন দান করা হয়েছিল, যাতে করে সেখানে কারচুপির কোন সন্দেহ না থাকে, কিংবা তাঁর উপরে চালাকি করা হয়েছে এমনটা কেউ মনে করতে না পারে।

(২) তিনি দামেস্কের কাছে এসে পড়েছিলেন, তাঁর যাত্রাপুস্তক প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, তিনি শহরে প্রবেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, যা ছিল সিরিয়ার প্রধানতম শহর। অনেকে লক্ষ্য করেছেন যে, যিনি অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত হওয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের প্রতি মন পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল এক অযিহূদী শহরেই। দামেস্ক এর আগে ঈশ্বরের লোকদের উপরে অত্যাচার করার কারণে কুখ্যাত ছিল– তারা গিলিয়দকে লোহার যাঁতা দিয়ে পিষেছিল (আমোস ১:৩), আর এখন আবারও তেমন কিছুই ঘটতে যাচ্ছিল।

(৩) তিনি একটি মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলছিলেন, তিনি দামেস্কের খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে অত্যাচার নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যাচ্ছিলেন এবং তিনি এই চিন্তা করে নিজে নিজে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, সেখানে নবজাতক খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে সমূলে বিনাশ করে দেবেন। লক্ষ্য করুন, অনেক সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ মহা পাপীদের উপরে এমনভাবে কাজ করে, যখন তারা তাদের সবচেয়ে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামে এবং যখন তারা তাদের সবচেয়ে মন্দ অভিসন্ধি সফল করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, যা একই সাথে ঈশ্বরের মহা দয়া এবং তাঁর ক্ষমতার গৌরব প্রকাশ করে।

(৪) তিনি যখন খ্রীষ্টানদেরকে নিধন করতে যাচ্ছিলেন, সে সময় তাঁর কাছে যে নিষ্ঠুর আদেশ এবং ডিক্রি ছিল, যা তিনি ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন; আর এখন তা প্রতিরোধ করা হল, যা এভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

[১] দামেস্কের হতভাগ্য ঈশ্বরভক্ত লোকদের প্রতি বর্ষিত দয়া হিসেবে, যারা জানতেন যে, শৌল এ দিকেই এগিয়ে আসছেন, যা অননিয়ের কথা থেকে বোঝা যায় (পদ ১৩, ১৪) এবং তারা সকলে ভাল করেই জানতেন যে, শৌল কী ধরনের ধ্বংসলীলা চালাতে পারেন। তারা সকলে ক্রোধান্বিত নেকড়ের আগমনে ভীত মেষের দলের মত করে আতঙ্কে ও ভয়ে কাঁপছিলেন; শৌলের মন পরিবর্তন ছিল তাদের এই বর্তমান সময়ের জন্য উপহারস্বরূপ। খ্রীষ্ট অনেক উপায়েই আমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা দূর করতে পারেন, আর তা কোন কোন সময় হয়ে থাকে তাদের প্রতি নির্যাতনকারীদের অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে, হতে পারে তা তাদের কলুষিত আত্মাকে পবিত্র ও উত্তম করে তোলার মধ্য দিয়ে (গীতসংহিতা ৭৬:১০) এবং তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে, যেভাবে পুরাতন নিয়মে রাজা শৌলকে করেছিলেন, যিনি দায়ূদের পেছনে একাধিকবার তাড়া করতে গিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন (১ শমূয়েল ২৪:১৬; ২৬:২১), কিংবা তাদের আত্মাকে পুনর্জীবিত করার মধ্য দিয়ে এবং তাদের ভেতরে খ্রীষ্টান চেতনা ও বিবেকের উন্মেষ ঘটিয়ে, যা এখানে আমরা নতুন নিয়মের শৌলের ভেতরে দেখি।

[২] এটি শৌলের জন্য অনেক বড় একটি দয়া যে, তিনি নিজে আর তাঁর এই মন্দ অভিসন্ধিকে বাস্তবায়িত করতে পারেন নি, যে পরিকল্পনা অনুসারে তিনি এগিয়ে গেলে অবশ্যই তাঁকে আরও বেশি মন্দ কাজের জন্য দায়বদ্ধ হতে হতো এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে এর জন্য মহা পাপী বলে দোষী সাব্যস্ত হতে হতো। লক্ষ্য করুন, এই ঘটনাটিকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় অনুগ্রহের একটি চিহ্ন হিসেবে দেখা উচিত, যা হতে পারে তা তাঁর অনুগ্রহের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, কিংবা তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বাহ্যিক প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে, যা আমাদেরকে কোন ধরনের পাপজনক কাজ থেকে বিরত রাখে এবং তা করতে বাধা দেয়, ১ শমূয়েল ২৫:৩২।

২. শৌলের কাছে খ্রীষ্টের গৌরবময় আবির্ভাব। এখানে কেবল মাত্র এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তাঁর উপরে স্বর্গ থেকে একটি আলো পতিত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী পদগুলো বিবেচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় (পদ ১৭) যে, সেই আলো ছিলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজে এবং তিনি

পথে তাঁর সামনে নিজে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি তা কেবল মাত্র এক পলকের জন্য দেখেছিলেন (প্রেরিত ২২:১৪; ২৬:১৩। তিনি তাঁকে কিছুটা মাত্র দূর থেকে দেখেছিলেন, নাকি স্বর্গ থেকে দেখেছিলেন তা আর এখানে বলা হয় নি, না কি শূন্যের মাঝে কোথাও দেখেছিলেন তাও এখানে বলা হয় নি, তাই তা একেবারেই স্পষ্ট নয়। মূলত যুগের শেষ সময় পর্যন্ত খ্রীষ্টকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হবে কি না সে সম্পর্কে আমরা জানি (প্রেরিত ৩:২১), তাই এখানে ধারণা করে নেওয়া যায় যে, এই ঘটনা সে অর্থে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা, কারণ খ্রীষ্ট ব্যক্তিগতভাবে নিজে এসে শৌলকে এখানে দর্শন দিচ্ছেন, এই নিম্নতর পৃথিবীতে; আর তাই তিনি করেছিলেন, ১ করিন্থীয় ৯:১; ১৫:৮।

(১) হঠাৎ করে তাঁর উপরে আলো বর্ষিত হল− ***exaiphnes***, যখন পৌল কখনই এমন কোন কিছু ঘটার চিন্তা করেন নি, তখনই কোন ধরনের পূর্ব সতর্কতা বা পূর্বাভাস ছাড়াই এই ঘটনা ঘটলো। হতভাগ্য আত্মাদের কাছে খ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশ অনেক সময়ই হয়ে থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বা আকস্মিক এবং তিনি তাদেরকে তাঁর ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ দিয়ে পরিপূর্ণ করেন। ইনিই হচ্ছেন সেই শিষ্য, যাঁকে খ্রীষ্ট নিজে খুঁজে বের করবেন বলে বলেছিলেন।

(২) এটি ছিল স্বর্গ থেকে নেমে আসা একটি আলো, আলোর ঝর্ণাধারা, যা এসেছিল ঈশ্বরের নিকটে স্বর্গ থেকে, যা ছিল পিতার আলো, সকল আলোর উৎস। এই আলোর উজ্জ্বলতা ছিল সূর্যের চেয়েও বেশি (প্রেরিত ২৬:১৩), কারণ এই আলো ভর দুপুরেও স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল এবং এই আলো সূর্যের প্রখর উত্তাপ এবং আলোর কিরণকে ম্লান করে দিয়েছিল।

(৩) এই আলো পৌলের চারদিক আলোকিত করে তুলেছিল; তিনি যে দিকে চান সে দিকে তিনি যেতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজেকে সেই আলোর মধ্যে আবিষ্কার করবেন। আর এই ঘটনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল শুধুমাত্র তাঁকে বিস্মিত করে দেওয়ার জন্যই নয়, সেই সাথে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য (কারণ যেহেতু এভাবে তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, তাই এখন নিশ্চয়ই তাকে অসাধারণ কোন কিছু শোনানো হবে), কিন্তু এর দ্বারা এই বিষয়টি প্রকাশ করা হয় যে, এই আলোর মধ্য দিয়ে তাঁর ভিতরে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত হল। শয়তান আমাদের আত্মায় অন্ধকার নিয়ে আসে; এর মধ্য দিয়ে সে আত্মার অধিকার নিয়ে নেয়। কিন্তু খ্রীষ্ট আত্মায় আসেন আলো নিয়ে, কারণ তিনি নিজেই এই পৃথিবীর আলো, যিনি আমাদেরকে উজ্জ্বল করেন এবং গৌরবময় করেন, আলোর মত। এই পৃথিবীতে সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্ট বস্তু ছিল আলো। এটি ছিল নতুন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি, ২ করিন্থীয় ৪:৬। এই কারণেই সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে বলা হয়, দিবসের এবং দীপ্তির সন্তান, ইফিষীয় ৫:৮।

৩. শৌলের গতিরোধ এবং তাঁর পতন: তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, পদ ৪। অনেকে মনে করেন যে, তিনি সে সময় মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সেই আলোর সাথে বজ্রপাত হচ্ছিল, যার কারণে তিনি এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি নিজেকে স্থির করে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন নি, তাই তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলেন, যা ছিল সাধারণত

ভক্তি প্রদর্শনের একটি ভঙ্গি, কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে বিস্ময় এবং আতঙ্ক। সম্ভবত এমনটা হতে পারে যে, তিনি ঘোড়ার পিঠে ছিলেন, বিলিয়মের মত, যখন তিনি ইস্রায়েলকে অভিশাপ দিতে যাচ্ছিলেন এবং সম্ভবত পৌল বিলিয়মের চেয়েও ভাল অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে সুসজ্জিত ছিলেন; কারণ পৌল সে সময় একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং সকলে তাঁকে চিনত ও সমীহ করতো। তিনি সে সময় দূর পথে যাত্রাপুস্তক করছিলেন, তাই অবশ্যই তাঁর দ্রুত সেখানে পৌঁছানোর প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে সেখানে যাবেন না, তাই বলা যায় তিনি সেখানে ঘোড়ার পিঠে করেই যাচ্ছিলেন। সম্ভবত তিনি যে প্রাণীটির পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন, সেটি এই আকস্মিক আলো দেখে চমকে উঠেছিল এবং তাঁকে ছুঁড়ে মেরেছিল; এবং এটি ছিল ঈশ্বরের মহান কর্তৃত্বের একটি নিদর্শন যে, তার দেহ এই পতনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি; বরং স্বর্গদূতরা অবশ্যই তাঁর যত্নের ব্যাপারে খেয়ালী ছিলেন, তাই তারা তাঁকে ধরে রেখেছিলেন, যেন তাঁর একখানি অস্থিও ভগ্ন না হয়, তাই পৌলের শরীরের কোথাও এতটুকু ক্ষতিও হয় নি। আমরা দেখতে পাই যে, (প্রেরিত ২৬:১৪), তাঁর সাথে সাথে যারা ছিল, তারাও তাঁর মত মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর প্রতি যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা অক্ষুণ্ন ছিল। এখানে আমরা বিবেচনা করতে পারি:

(১) তাঁর কাছে খ্রীষ্টের আগমনের প্রভাব এবং তাঁর চারপাশে যে আলো দেখা গিয়েছিল তার প্রভাব। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট হতভাগ্য আত্মাদের কাছে দর্শন দিলে তা নম্র হয়; তারা নিজেদেরকে নিচু করে, তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত নিম্নস্তরের হিসেবে উপস্থাপন করে এবং নম্রতার সাথে নিজেদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। এখন আমার চোখ তোমাকে দেখছে, বলেছিলেন ইয়োব, আমি নিজেকে ঘৃণা করেছি। আমি প্রভুকে দেখেছি, যিশাইয় বলেছিলেন, তিনি সিংহাসনের উপরে বসে আছেন, আর আমি বললাম, ধিক্ আমাকে, কারণ আমি পাপ করেছি।

(২) এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত অগ্রগতির দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়া। তাঁকে কোন সাধারণ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী নয়, বরং একজন পরিচর্যাকারী, একজন প্রেরিত, একজন মহা প্রেরিত হিসেবে পরিণত করার জন্য চিন্তা করা হয়েছিল, আর সেই কারণে তাঁকে অবশ্যই নত হওয়ার এবং পতিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। লক্ষ্য করুন, যাদেরকে খ্রীষ্ট মহা সম্মান দানের জন্য পরিক-ল্পনা করে রেখেছেন, তাদের সকলকেই প্রথমে নত হতে হয়েছে এবং হবে। যারা জ্ঞানে এবং অনুগ্রহে মহিমান্বিত ও উচ্চীকৃত হবেন, তাদের নিজেদের অজ্ঞতা এবং পাপময়তার কারণে প্রথমেই তাদের নিজেদেরকে নত নম্র হতে হবে। যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর কাজে নিযুক্ত করবেন, তাদেরকে প্রথমে অবশ্যই নিজেদের অযোগ্যতা স্বীকার করে তবেই ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হতে হবে।

৪. শৌলের সমন। তাঁকে মাটিতে পতিত করার মধ্য দিয়ে যেন বিচারালয়ের সামনে আনা হল এবং তাঁকে বিচারকের সামনে আনা হল, তিনি শুনলেন একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছেন (এবং এই কণ্ঠ স্বর ছিল শুধুমাত্র শৌলের জন্যই, কারণ যদিও তাঁর সাথে যারা যারা ছিল, তারা একটি শব্দ ঠিকই শুনেছিল, পদ ৭, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি যে, কী কথা বলা হচ্ছে, প্রেরিত ২২:৯), শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে যাতনা দিচ্ছ? এখানে লক্ষ্য

করুন,

(১) শৌল শুধু যে স্বর্গ থেকে একটি আলো আসতে দেখেছিলেন তাই নয়, কিন্তু তিনি স্বর্গ থেকে আগত একটি কণ্ঠস্বরও শুনতে পেয়েছিলেন: যেখানে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব দেখা যায়, সেখানে ঈশ্বরের স্বরও শোনা যায় (যাত্রাপুস্তক ২০:১৮); এবং মোশির কাছে (গণনা ৬:৮৯); এবং ভাববাদীদের কাছে। ঈশ্বরের নিজস্ব আত্ম প্রকাশ কখনই নীরবে ঘটতে পারে না, কারণ তিনি সকল নামের উর্ধ্বে তাঁর কথাকে উচ্চীকৃত করেন এবং যা দেখা গিয়েছিল সে সম্পর্কে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। শৌল একটি কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন। লক্ষ্য করুন, শ্রবণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস আসে; এই কারণে বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসের শ্রবণের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার প্রবেশ ঘটে অন্তরে, গালাতীয় ৩:২। তিনি যে স্বর শুনেছিলেন, তা ছিল খ্রীষ্টের কণ্ঠস্বর। যখন তিনি সেই পবিত্র জনকে দেখেছিলেন, তিনি তাঁর মুখের স্বরও শুনেছিলেন, প্রেরিত ২২:১৪। লক্ষ্য করুন, আমরা যে স্বর শুনি তা আমাদেরকে সত্যিকারভাবে সুখ দান করে, যদি খ্রীষ্টের কণ্ঠস্বর শুনি, ১ থিষলনীকীয় ২:১৩। এই আমার প্রিয়তমের কণ্ঠ স্বর; তাঁর কণ্ঠ ছাড়া আর কোন কণ্ঠই আমার হৃদয় পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারে না। দেখা এবং শোনা এই দু'টি হচ্ছে শেখার খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ইন্দ্রিয়; খ্রীষ্ট এখানে এই দুটি দরজার মধ্য দিয়ে শৌলের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

(২) তিনি যা শুনেছিলেন তা ছিল বেশ জাগ্রত করার মত কিছু।

[১] তাঁকে তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছিল: শৌল শৌল। অনেকে এ কথা মনে করেন যে, শৌলকে ডাকার মধ্য দিয়ে তিনি দায়ূদের প্রতি মহা যাতনা প্রদানকারী শৌল বা রাজা শৌলকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যার নাম এই শৌল ধারণ করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শৌল, যিনি দায়ূদ সন্তানকে যাতনা দিচ্ছিলেন, একইভাবে যেভাবে শৌলকে দায়ূদকে যাতনা দিয়েছিলেন। তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকার মধ্য দিয়ে এটাই স্পষ্ট হয় যে, খ্রীষ্ট বিশেষভাবে তাঁর জন্য এখানে এসে তাঁকে দর্শন দিচ্ছেন: আমি তোমার নাম ধরে ডেকেছি, যদিও তুমি আমাকে জানো না, যিশাইয় ৪৫:৪। দেখুন যাত্রাপুস্তক ৩৩:১২। তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকার মধ্য দিয়ে এটাই স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় যে, তাঁর বিবেককে জাগ্রত করার উদ্দেশ্য ছিল এই সম্বোধন করার এবং বিশেষ করে যিনি এই কথা বলছেন তিনি তাঁকে অনুগ্রহ প্রদান করতে চান। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর আমাদের কাছে যে কথা বলতে চান সাধারণভাবে তা যখন আমরা প্রয়োগ করি তখন আমরা নিজেদের মঙ্গল ডেকে নিয়ে আসি এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের নামকে অবশ্যই আমরা ঈশ্বরের চুক্তি ও প্রতিজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিই, যেভাবে ঈশ্বর আমাদের সকলকে ডেকে বলবেন, হে সমুদয় জাতি, ঠিক সেভাবেই তিনি এখানে শৌলকে সম্বোধন করছেন, হে বাছাই কৃত ব্যক্তি, শমূয়েল, শমূয়েল, শৌল, শৌল। তিনি তাঁকে দুই বার সম্বোধন করেছিলেন শৌল, শৌল। এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে:

প্রথমত, শৌল কী ধরনের গভীর নিদ্রার মধ্যে ছিলেন; যে কারণে তাঁকে বার বার ডাকার প্রয়োজন হয়েছে, যা আমরা দেখি যিরমিয় ২২:২৯ পদে: হে পৃথিবী, পৃথিবী, পৃথিবী।

দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রতি অনুগ্রহময় যীশু খ্রীষ্টের যে দয়া ও ভালবাসা ছিল এবং বিশেষ করে তিনি তাঁকে পথে ফিরিয়ে আনতে যেভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি এমনভাবে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন, যেন তিনি তাঁর প্রতি খুবই মনযোগী এবং তাঁর মঙ্গল সাধনের জন্য আগ্রহী; ঠিক যেন যেভাবে মার্থা, মার্থা বলে তিনি ডেকেছিলেন, সেভাবে (লূক ১০:৪১), কিংবা শিমোন, শিমোন (লূক ২২:৩১) বলে ডেকেছিলেন, সেভাবে, কিংবা হে যিরূশালেম, যিরূশালেম (মথি ২৩:৩৭) বলে ডেকেছিলেন সেভাবে। তিনি এমনভাবে তাঁর সাথে কথা বলছেন, যেন শৌল এক মহা বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, যেন তিনি গর্তের একেবারে কিনারায় রয়েছেন এবং তিনি সেখানে পড়ে যেতে উদ্যত: "শৌল, শৌল, তুমি কি জানো না যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ কিংবা তুমি কী করছো?"

[২] তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করা হল, তা ছিল, কেন তুমি আমাকে যাতনা দিচ্ছ? এখানে লক্ষ্য করুন,

প্রথমত, শৌলকে একজন সাধু ব্যক্তিতে পরিণত করার আগে তিনি ছিলেন একজন মহা পাপী এবং একজন ঘোরতম খ্রীষ্টান বিরোধী, তিনি ছিলেন একজন জঘন্য ও নিকৃষ্ট পাপী, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে মহা পাপকারী। এখন তিনি তাঁর নিজের ভেতরে যে মন্দতা রয়েছে তা দেখতে পাচ্ছেন, যা তিনি এর আগে দেখতে পান নি; কিন্তু এতে করে তাঁর পাপ তিনি যদি চালাতেই থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এক সময় পাপী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করতেন। লক্ষ্য করুন, পাপের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি এবং পাপ বুঝতে পারাই হচ্ছে একজন ব্যক্তির পাপ থেকে ফিরে আসার প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়ত, তাঁকে বিশেষ একটি পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হল, যার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি দোষী ছিলেন, আর তার জন্য তিনি এখন তাঁর বিবেকের কাছে দোষীকৃত হলেন, কারণ এর আগ পর্যন্ত তিনি অন্ধ হয়ে ছিলেন।

তৃতীয়ত, তিনি যে পাপের জন্য দোষীকৃত হয়েছিলেন তা ছিল: কেন তুমি আমাকে যাতনা দিচ্ছ? এটি ছিল অত্যন্ত স্নেহ সুলভ এক উক্তি, যদিও তা পাথরকে গলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এমন এক উক্তি। লক্ষ্য করুন:

১. যে ব্যক্তি পাপটি করেছেন: "সে হচ্ছো তুমি; তুমি, আর এমন কোন অজ্ঞ, বর্বর বা অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তি নয়, যে তাঁর অন্তরে এমন মন্দ অভিসন্ধি ধারণ করে তাঁর অভিযান চালাচ্ছে, বরং সে হচ্ছো তুমি, যে তুমি কি না একজন স্বাধীন চেতা শিক্ষিত ব্যক্তি, যার মধ্যে বিবেক বোধ এবং উত্তম চিন্তা চেতনার স্ফূরণ রয়েছে, যার মধ্যে ব্যবস্থার প্রভূত জ্ঞান রয়েছে এবং যে এর দায়িত্ব সম্পর্কে সুচারুরূপে জানে এবং তথাপি তোমার কার্যক্রম বিবেচনা করলে তোমার মধ্যে জ্ঞনের যে বিরাট ফাঁক রয়েছে তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তা তোমার মধ্যে অন্য যে কারও চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে।"

২. কার বিরুদ্ধে এই ব্যক্তি পাপ করেছেন: "সে হচ্ছি আমি, যে আমি তোমার প্রতি কখনও কোন ক্ষতি করি নি, যে আমি স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছি শুধুমাত্র মঙ্গল সাধন করার জন্য এবং যে আমি তোমার জন্যই এবং তোমার মত সকল মানুষের জন্য ক্রুশে

হতো হয়েছি, আর সেই তুমিই কি না এখন আমাকে আবারও ক্রুশে হত্যা করতে চাইছ?"

৩. এই পাপের প্রকৃতি এবং তার ধারাবাহিকতা। তা ছিল নির্যাতন এবং এই কাজেই তিনি এখন নিযুক্ত ছিলেন: "তুমি যে শুধু নির্যাতন করছ তাই নয়, সেই সাথে তুমি নির্যাতনের জন্য আদেশ নির্দেশনা দিচ্ছ, কারণ তুমি আমাকে নির্যাতন করাকে ধ্যান জ্ঞান বলে ধরে নিয়েছ।" তিনি এই মুহূর্তে কোন কয়েদীর উপরে চড়াও হয়ে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেখাচ্ছেন না; কিন্তু সেই কাজ করার জন্যই তিনি এখন দামেস্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন; তিনি এখন তাঁর নিজেকে এই বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলে পরিকল্পনা স্থির করছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা পাপ ও মন্দ কাজ করার পরিকল্পনা করে, তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মন্দ কাজ করছে।

৪. এই ব্যাপারে তাঁকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "কেন তুমি এই কাজ করছো?"

(১) এটি ছিল অভিযোগমূলক প্রশ্ন। "কেন তুমি আমার লোকদের সাথে এমন অন্যায্য, এমন নির্দয় আচরণ করছ? আমার শিষ্যদের সাথে কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করছো?" খ্রীষ্ট কখনই তার প্রতি নির্যাতনকারীদের প্রতি এত বেশি অভিযোগ করেন নি, যতটা তিনি করেছেন তাঁর শিষ্য ও অনুসারীদের প্রতি নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে। তিনি এমনভাবে এই অভিযোগ করেছেন যেন তা শুধু শৌলেরই অপরাধ: "কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা করছো, তোমার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে?" লক্ষ্য করুন, পাপীদের পাপ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে অত্যন্ত দুর্বহ এক বোঝা (মার্ক ৩:৫), তিনি এর ফলে চাপের মধ্যে থাকেন, আমোস ২:১৩।

(২) এটি হচ্ছে এক বিশ্বাসকারী ভাষা: "কেন তুমি এমন করছো, তুমি কি আমাকে এর জন্য কোন উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারবে?" লক্ষ্য করুন, আমাদের জন্য এটি খুবই ভাল, যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি যে, কেন আমরা এমন করলাম, যখন আমরা কোন কাজ করি বা করতে থাকি, যাতে করে আমরা আমাদের পাপের বিষয়ে সচেতন থাকতে পারি। খ্রীষ্টের শিষ্য ও অনুসারীদেরকে নির্যাতন ও অত্যাচার করার মত এমন আর কোন পাপ নেই যা এতটা কারণ বিহীন এবং যুক্তিহীন ও অন্যায্য, বিশেষ করে যখন আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে যাতনা ও অত্যাচার করার অর্থ হল খ্রীষ্টকেই অত্যাচার করা। যাদের কোন জ্ঞান বুদ্ধি নেই, তারা খ্রীষ্টের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেয়, গীতসংহিতা ১৪:৪। কেন আমাকে যাতনা দিচ্ছ, কষ্ট দিচ্ছ? তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি কেবল মাত্র এক দল বিপথগামী, সহায়হীন ও মূর্খ মানুষের দলকে নির্যাতন করছেন, যারা ফরীশীদের বিরোধী এবং তাদের চক্ষুশূল, যাদের প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় রাজ্যে কোন স্থান নেই এবং তারা সমগ্র যিহূদী জাতির জন্য অপমানজনক; তিনি এসব কিছু যদি জানতেন তাহলে তিনি জেনে শুনেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে নির্যাতন করেছেন। লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত সাধু ব্যক্তি এবং খ্রীষ্টের শিষ্য ও অনুসারীদেরকে নির্যাতন করে, সে যীশু খ্রীষ্টকেই নির্যাতন করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যা কিছু করা হোক না কেন, তা খ্রীষ্টেরই বিরুদ্ধে করা হয়েছে বলে তিনি ধরে নেবেন এবং তিনি তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে সেই অনুসারে বিচার করবেন, মথি ২৫:৪৫।

৫. এই উক্তির প্রেক্ষিতে শৌলের জিজ্ঞাসা এবং তার জবাব, পদ ৫।

(১) তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কে প্রভু? তিনি যে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে করা হল তার ব্যাপারে সরাসরি কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তিনি তার নিজের বিবেককের কাছে অভিযুক্ত হলেন এবং আত্ম অভিযুক্ত হলেন। যদি ঈশ্বর আমাদের পাপের কারণে অসন্তুষ্ট হন, তাহলে আমরা আর কোন উত্তর দিতে পারব না, কারণ তখন আমাদের বিবেক আমাদেরকে দংশন করবে এবং আমরা আমাদের নিজেদের অপরাধের কারণে নীরব হয়ে থাকব, আমাদের বলার কিছুই থাকবে না। যদিও আমি ধার্মিক ছিলাম, তথাপি আমি কোন উত্তর দেব না। কিন্তু তিনি এটি জানার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, কে এই বিচারক; তাঁর সম্বোধন ছিল সম্মানসূচক: প্রভু। যিনি খ্রীষ্টের নামের প্রতি ঈশ্বরনিন্দাকারী ছিলেন, তিনি এখন তাঁকে প্রভু বলে সম্বোধন করছেন। প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত মৌলিক: আপনি কে? এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সাথে তাঁর বর্তমান দূরত্ব ও অজ্ঞানতার কথা বোঝানো হয়েছে; তিনি খ্রীষ্টের কণ্ঠ চিনতেন না, যেভাবে তাঁর নিজ মেষ চিনে থাকেন; কিন্তু তিনি তাঁর সাথে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন; তিনি এই আলো দেখে বিশ্বাস করেছিলেন যে, যে আলো নেমে এসেছে তা স্বর্গ থেকেই নেমে এসেছে এবং সেই আলোর ভেতর থেকে যিনি কথা বলছেন, তিনি স্বর্গ থেকেই কথা বলছেন, আর তিনি স্বর্গ থেকে আগত সমস্ত কিছুর প্রতিই অদম্য আগ্রহ পোষণ করছিলেন, আর তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, আপনি কে? আপনার নাম কী? বিচারকর্তৃকগণ ১৩:১৭; আদিপুস্তক ৩২:২৯। লক্ষ্য করুন, লোকদের মধ্যে তখনই আশার সঞ্চার ঘটে, যখন তারা খ্রীষ্টের খোঁজ করে।

(২) তার একটি উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি ছিল, যেখানে আমরা দেখি:

[১] তাঁর কাছে খ্রীষ্টের গৌরবময় প্রকাশ। তিনি সবসময় তাদেরকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন, যারা তাঁকে আন্তরিকভাবে খোঁজ করবে: আমি যীশু, যাঁকে তুমি যন্ত্রণা দিচ্ছ। তাঁর কাছে যীশুর নাম অজ্ঞাত ছিল না; তাঁর অন্তরে এই নাম এর আগে বহু বার জাগ্রত হয়েছে এবং তিনি সবসময়ই তা খুব সহজে চাপা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, এই নামকেই তিনি নির্যাতিত করছেন, কিন্তু তিনি কখনোই এভাবে স্বর্গ থেকে কোন কণ্ঠস্বর শোনার আশা করেন নি, কিংবা তাঁর চারপাশে এভাবে গৌরবের আলো উদ্ভাসিত হবে, তেমনটাও তিনি কল্পনা করেন নি। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট তাঁর সহভাগিতায় তখনই আত্মাদেরকে নিয়ে আসেন, যখন তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন,

প্রথমত, আমি যীশু, পরিত্রাণকর্তা, আমি নাসরতীয় যীশু, এমনটাই আমরা দেখি প্রেরিত ২২:৮ পদে। শৌল তাঁকে এই নামেই ডাকতেন, যখন তিনি তাঁর নামে ঈশ্বরনিন্দা করতেন: "আমিই সেই যীশু, যাকে তুমি ব্যঙ্গ করে নাসরতীয় যীশু বলে সম্বোধন করতে।" আর তিনি এখন তাঁকে দেখাবেন যে, তিনি এক মহা গৌরবের ও মহিমার অবস্থানে রয়েছেন, কারণ তিনি নিজেকে নম্র করতে লজ্জিত হন নি।

দ্বিতীয়ত, "আমিই সেই যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করেছ আর সেই কারণে তুমি যদি এই

মন্দ পথ থেকে সরে না আস তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।” এছাড়া আর কার্যকর কোন কিছু নেই যার দ্বারা তাকে জাগ্রত করে তোলা যাবে এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে যে পাপ সে করেছে তা তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে এবং এভাবে তাঁর মন্দ পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করা যাবে।

[২] তিনি তাঁকে ভদ্র ভাষায় তিরস্কার করলেন: তোমার পক্ষে এই বাধা ডিঙ্গানো দুঃসাধ্য, কিংবা তুমি এক দুরূহ পথ অতিক্রম করছো। শৌল যে কাজ করতে যাচ্ছিলেন তা ছিল শয়তান পরিচালিত কাজ এবং সে এই কাজের মধ্য দিয়ে নিজের নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসছিল। যারা দেয়ালে লাথি মারতে চায় তারা নিজেদের পা ক্ষত বিক্ষত করে, আর যারা ঈশ্বরের সত্য এবং আইনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, যারা তাঁর কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে এবং তাঁর পরিচর্যাকারী এবং তাঁর অনুসারীদের বিরোধিতা করে ও তাদেরকে নির্যাতন করে, যেহেতু তারা তাদের ভুল ও পাপ দেখিয়ে দেন, তারা আসলে খ্রীষ্টকেই অত্যাচার নির্যাতন করে এবং তাঁর বাক্যের বিরুদ্ধে কাজ করে। যারা আরও বেশি বিদ্রোহ করে, তাদেরকে ঈশ্বর তার বাক্যের যষ্ঠি দ্বারা আঘাত করেন, যারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা এক মহীরুহের বিপক্ষে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে এর জন্য কঠোর জবাব দিতে হবে।

৬. অবশেষে যীশু খ্রীষ্টের কাছে তাঁর নিজেকে সমর্পণ, পদ ৬। এখানে আমরা দেখি:

(১) তিনি যে ধরনের অবস্থানে ছিলেন এবং তিনি যে ধরনের মানসিক অবস্থায় ছিলেন, যখন খ্রীষ্ট তাঁর সাথে কথা বলছিলেন।

[১] তিনি কাঁপতে লাগলেন, যেন তিনি মহা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। লক্ষ্য করুন, পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের মনের ভেতরে বিবেক কাজ করে এবং তা আমাদেরকে দেখায় যে, কী করে অনন্তকাল স্থায়ী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি, কীভাবে সমগ্র সৃষ্ট জগত ঈশ্বরের বিপক্ষে পাপে পতিত হয় এবং ঈশ্বর তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেন, আর তাদের আত্মা ধ্বংসে পতিত হয়!

[২] তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন, তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, যেন তাঁকে এক নতুন জগতের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তাই তিনি যেন জানতেন না যে, তিনি কোথায় আছেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের পরিবর্তন সাধনকারী এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী কাজ অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং অবাক হওয়ার মত এবং তা আমাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধে পরিপূর্ণ করে। “ঈশ্বর আমার প্রতি কী করেছেন, আর তিনি কী কী করবেন?”

(২) যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর সম্বোধন, যখন তিনি এই অবস্থায় দোদুল্যমান ছিলেন: প্রভু, আমাকে কী করতে হবে? এই কথার অর্থ এভাবে করা যেতে পারে:

[১] খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এক আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ: “প্রভু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমি পথ থেকে দূরে সরে গেছি; আপনি আমাকে আমার ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন, আমাকে সঠিক পথ আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন; আপনি আমার পাপ আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, আমাদের ক্ষমা এবং শান্তি লাভের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।” এ যেন সেই

কথার মত, হে লোকেরা এবং ভাইয়েরা, আমাদের কী করার রয়েছে? লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করার আন্তরিক সদিচ্ছা হচ্ছে আমাদের আত্মার পরিত্রাণের ও পবিত্র আত্মার কাজ শুরু হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। কিংবা,

[২] নিজেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নেতৃত্বে এবং তাঁর পরিচালনায় সমর্পণ করার এক আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ। এই ছিল পৌলের প্রথম কথা, যখন থেকে তাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ কাজ করতে শুরু করলো এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মিক জীবনে সূচনা হল: প্রভু যীশু, আমাকে এখন আপনি কী করতে বলেন? তিনি কি জানতেন না যে, তাঁকে কী করতে হবে? তিনি কি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না? আর তিনি কি এটাও বুঝতে পারেন নি যে, তিনি এখন যে মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে কাজ করছেন, তা বন্ধ করাই হচ্ছে তাঁর বর্তমান দায়িত্ব? না, তিনি তাঁর আগের দায়িত্ব অনেক পালন করেছেন, কিন্তু এখন তাঁর সময় এসেছে তার প্রভু পরিবর্তন করার এবং নিজেকে আরও উত্তম দায়িত্বে নিযুক্ত করার। তিনি এমনটা বলেন নি যে, মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষক ও প্রাচীনেরা আমাকে দিয়ে কী করাতে চায়? আমার নিজের মন্দ অভিলাষ এবং সকল মন্দ চিন্তা আমাকে দিয়ে কী করাতে চায়? কিন্তু, তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি আমাকে কী করতে বলেন? মন পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি সাধিত হয় ইচ্ছার মধ্য দিয়ে এবং খ্রীষ্টের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণের মধ্য দিয়ে এই কাজের সম্পূর্ণতা ঘটে।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁকে যে সাধারণ নির্দেশনা দিয়েছিলেন, এর জবাব হিসেবে: উঠ এবং দামেস্ক নগরীতে যাও, যার খুব কাছেই তুমি এখন রয়েছে এবং সেখানে গেলে পর তোমাকে বলা হবে যে, তোমার কী করতে হবে। তাঁকে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করাই অনেক বড় উৎসাহের বিষয়, কিন্তু:-

[১] তাঁকে এখনই তা বলা হবে না; তাঁকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা অনুসারে পরবর্তী আদেশ নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে; এখনকার জন্য তাঁকে অবশ্যই যেমন বলা হয়েছে তেমনি বিরতি নিতে হবে এবং তাঁকে নিজের উন্নতি সাধন করতে হবে। তাঁকে এ কথা বিবেচনা করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে যে, সে এত দিন খ্রীষ্টের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে এসেছে, আর এই কথা চিন্তা করে তাঁকে অবশ্যই নম্র ও নত হতে হবে।

[২] তাঁকে এভাবে সেই আদেশ দেওয়া হবে না, স্বর্গ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এই আদেশ তাঁকে প্রদান করা হবে না, কারণ এটি একেবারেই পরিষ্কার যে, তিনি তা সহ্য করতে পারবেন না; তিনি ভীত হবেন, তিনি ভয়ে কাঁপবেন। তাঁকে পরবর্তীতে তাঁরই মত একজন মানুষের মধ্য দিয়ে সেই আদেশ দেওয়া হবে, যাকে দেখে তিনি আতঙ্কিত হবেন না, কিংবা তাঁর হাত পা ভারী হয়ে আসবে না, যেমনটা সীনয় পর্বতে ইস্রায়েলদের হয়েছিল। কিংবা এটি এমন একটি প্রকাশ ভঙ্গি যে, খ্রীষ্ট আবারও তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে কিছুটা সময় নেবেন, আর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌল নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারেন এবং তাঁর মন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন না হয়। খ্রীষ্ট তাঁর লোকদেরকে ধাপে ধাপে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করে থাকেন; এবং তিনি খুব

ভাল করেই জানেন কার কাছে তাঁকে কেমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে, যদিও তারা তা জানে না এবং তারা প্রস্তুতও থাকে না।

৭. তাঁর সহযাত্রীরা এই ঘটনায় কেমন প্রভাবিত হয়েছিল এবং এর ফলে তারা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। তারা সকলে মাটিতে পড়ে গেল, যেমন পৌল পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারা কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন না হয়েই আবার উঠে গিয়েছিল, কিন্তু পৌল নিজে থেকে উঠতে পারেন নি, তিনি দর্শনটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মাটিতে পড়ে ছিলেন, উঠ; তাঁকে এ কথা বলা হয়েছিল, কারণ তিনি তখনও পড়ে ছিলেন। তাঁর উপরে এক দুর্বহ বোঝা এসে পড়েছিল, যার থেকে আর কোন কিছুই ভারী হতে পারে না; আর সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গীরা মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

(১) তারা সকলে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, যেন তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিল, পদ ৭। তারা পৌলের মতই একই মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে যাচ্ছিল এবং সম্ভবত তারা ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, ঠিক পৌলের মতই; তথাপি আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে আর কেউ মন পরিবর্তন করে নি, যদিও তারা সেই আলো দেখেছিল, তাতে করে তারা আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল এবং নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র আত্মা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কোন কিছু দিয়ে তাদের আত্মার পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না, এর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়; যারা একত্রে যাত্রাপুস্তক করছিল, তাদের মধ্যে একজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল এবং অন্যদেরকে রেখে যাওয়া হল। তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল; তাদের মধ্যে কেউই এ কথা জিজ্ঞেস করলো না, আপনি কে, প্রভু? কিংবা, আপনি আমাকে কী করতে বলেন? যেভাবে পৌল জিজ্ঞেস করেছিলেন, অথচ ঈশ্বরের কোন সন্তানই বোবা হয়ে জন্ম নেয় নি।

(২) তারা একটি কণ্ঠস্বর শুনলো বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না; তারা পৌলকে কথা বলতে শুনল, কিন্তু তারা দেখতে পেল না যে, তিনি কার সাথে কথা বলছেন, বা তাঁকে কি বলা হচ্ছে সেটাও তারা স্পষ্টভাবে শুনতে পেল না: তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এর পরবর্তী সময়ে বলা হয়ছে, প্রেরিত ২২:৯, যেখানে বলা হয়েছে, তারা সেই আলো দেখল এবং ভীত হল (তারা আলো দেখেছিল কিন্তু সেখানে কোন মানুষ দেখে নি, ঠিক পৌলের মত) এবং পৌলের সাথে যে কণ্ঠস্বর কথা বলছিলেন তাঁর কথা তারা শুনতে পায় নি, এভাবেই তিনি বর্ণনা করেছেন, যদিও তারা রহস্যময় এক আওয়াজ শুনেছিল। এভাবেই যারা পৌলের অধীনে থেকে মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অত্যাচার নির্যাতন চালাত, তারা পৌলেরই উপরে ঈশ্বরের মহা ক্ষমতার নিদর্শন দেখতে পেল।

৮. এর পরে শৌল কেমন অবস্থায় ছিলেন, পদ ৮, ৯।

(১) তিনি মাটি থেকে উঠলেন, যখন খ্রীষ্ট তাঁকে আদেশ করলেন, কিন্তু সম্ভবত সাহায্য ছাড়া তিনি উঠতে পারেন নি, কারণ এই দর্শন তাঁকে ভীত ও দুর্বল করে দিয়েছিল; তবে আমি বলবো বেল্টশৎসররের মত নয়, কারণ তিনি যখন দর্শন পেয়েছিলেন তখন তাঁর কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়লো এবং তাঁর জানুতে জানু ঠেকতে লাগল; বরং

দানিয়েলের মত, কারণ তিনি যখন দর্শন দেখলেন তখন তিনি শক্তিহীন হয়ে পড়লেন, তাঁর ভেতরে আর কোন বল অবশিষ্ট ছিল না, দানিয়েল ১০:১৬,১৭।

(২) যখন তিনি চোখ খুললেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে এবং তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের কাউকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, আর তারা তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এই আলো আসলে তাঁর চোখ ঝলসে দিয়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয় নি– *Nimium sensibile lædit sensum*; কারণ সেক্ষেত্রে যারা তাঁর সাথে ছিল তারাও দৃষ্টি শক্তি হারাত, কিন্তু এটি ছিল খ্রীষ্টের দর্শন, যার জন্য তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন, যাকে অন্যরা দেখতে পায় নি এবং অন্যদের উপরে এই প্রভাব এই কারণেই পড়ে নি। এভাবেই খ্রীষ্টের চেহারায় ঈশ্বরের যে গৌরব ও মহিমা প্রতিফলিত হয়, তা বিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে নিচের পৃথিবীর সমস্ত কিছু অন্ধকার বলে মনে হয়। খ্রীষ্ট পৌলের কাছে তাঁর এবং তাঁর সুসমাচারকে আরও বেশি করে আবিষ্কার করানোর জন্য, তাঁকে অন্যান্য বিষয়ের উপর দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসলেন, যা দেখা থেকে তাঁকে অবশ্যই বিরত থাকতে হত, যাতে করে তিনি শুধুমাত্র খ্রীষ্টের দিকে তাকাতে পারেন এবং কেবল তাকেই দেখতে পারেন।

(৩) তারা তাঁকে হাত ধরে দামেস্ক শহরে নিয়ে গেল; হতে পারে সেখানে কোন সরাইখানা কিংবা কোন বন্ধুর বাসায় তারা গিয়েছিল, এটি নিশ্চিত নয়; কিন্তু এভাবেই যিনি ভেবেছিলেন যে, খ্রীষ্টের অনুসারী ও শিষ্যদেরকে বন্দী করে যিরূশালেমে নিয়ে যাবেন, তিনি নিজেই এখন খ্রীষ্টের বন্দী ও কয়েদী হয়ে দামেস্কে প্রবেশ করলেন। এভাবেই তিনি শিক্ষা পেলেন যে, তাঁর প্রয়োজন ছিল খ্রীষ্টকে তাঁর আত্মা পরিচালনা করতে দেওয়া (যার অর্থ হচ্ছে জাগতিক দিক থেকে অন্ধ হওয়া এবং ভুল করা থেকে বিরত থাকা) এবং সকল প্রকার সত্যে পরিচালিত হওয়া।

(৪) তিনি কোন দৃষ্টি ছাড়াই সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন এবং তিনি কোন খাবার গ্রহণ করলেন না, তিনি তিন দিন ধরে কোন খাবার বা পানীয় গ্রহণ করলেন না, পদ ৯। অনেকে যেমন মনে করেন সেভাবে আমি এটা মনে করি না যে, এ সময় তিনি তৃতীয় স্বর্গে ভ্রমণ করছিলেন, যে কথা তিনি পরবর্তীতে বলেছিলেন, ২ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়। বরং সমস্ত যুক্তি তর্কের বিবেচনায় এবং সত্যের আলোকে আমার মনে হয়, তিনি এ সময় নরকের যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, তিনি যে পাপ করেছেন সে কারণে অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের শাস্তি লাভের জন্য আতঙ্কবোধ করছিলেন, যে শাস্তি এখন তাঁকে দেওয়ার হবে বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর আত্মিক জীবন কতটা অন্ধকারময়তার মধ্যে রয়েছে এবং তাঁর আত্মা পাপের কারণে কত না ক্ষত বিক্ষত হয়ে রয়েছে, যে কারণে অনুশোচনাবশত তিনি কোন খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণ করেন নি।

প্রেরিত ৯:১০-২২ পদ

ঈশ্বরের কাজ সবসময়ই নিখুঁত; যদি তিনি কোন কাজ শুরু করেন, তাহলে তিনি তা অবশ্যই শেষ করেন: শৌলের ভেতরে একটি উত্তম কাজের সূচনা হয়েছিল, যখন তাঁকে

খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, প্রভু, আমাকে কী করতে হবে? এবং যে কেউ এ কথা বলে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কখনই তাঁকে ছেড়ে যান না। যদিও শৌল অত্যন্ত কাতরভাবে দুঃখ ভোগ করছিলেন, যখন তিনি তিন দিন অন্ধ হয়ে ছিলেন, তথাপি তাঁকে পরিত্যাগ করা হয় নি কখনও। খ্রীষ্ট এখানে তাঁর নিজের কাজের যত্ন নিলেন। যিনি ছিন্ন করেছেন, তিনিই সুস্থ করবেন– যিনি আঘাত করেছেন, তিনিই উপশম করবেন– যিনি দুঃখ দিয়েছেন, তিনিই সান্ত্বনা দেবেন।

ক. অননিয়কে এখানে শৌলের কাছে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তিনি গিয়ে তাঁকে সুস্থ করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন; কারণ যে এখন দুঃখ ভোগ করছে তার সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে।

১. যে ব্যক্তিকে এই কাজে নিযুক্ত করা হল তাঁর নাম হচ্ছে অননিয়, দামেস্কের একজন বিশিষ্ট শিষ্য, তিনি যিরূশালেম থেকে সদ্য বিতাড়িত হয়ে আসেন নি, বরং তিনি আগে থেকেই দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন; কারণ এ কথা বলা হয়েছে (প্রেরিত ২২:১২) যে, সেখানে যত যিহূদী বাস করতেন তাদের মধ্যে তাঁর বেশ সুনাম ছিল এবং তিনি অত্যন্ত ভক্তি ভরে আইন-কানুন মেনে চলতেন। তিনি সদ্য সুসমাচার গ্রহণ করেছেন এবং খ্রীষ্টের নামে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন, আর এতে করে আমরা মনে করতে পারি যে, তিনি একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, অন্তত পক্ষে *pro hac vice*– এই ঘটনা উপলক্ষে, যদিও আমরা এমনটা দেখতে পাই না যে, তাঁকে প্রৈরিতিক অভিষেক দান করা হয়েছিল। কিন্তু কেন এই মহা দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য যিরূশালেম থেকে অন্য কোন শিষ্য বা প্রেরিতকে পাঠানো হল না, কিংবা সুসমাচার প্রচারক ফিলিপকে কেন পাঠানো হল না, যিনি সম্প্রতি সেই খোজা ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দান করেছিলেন? তাঁকে নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মার শক্তিতে খুব দ্রুত শৌলের কাছে নিয়ে আসা যেত। প্রকৃতপক্ষে নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট তাঁর সেবা কাজে ও পরিচর্যা কাজে নানান ধরনের মানুষকে নিয়োগ দান করবেন, যাতে করে এই সম্মান কেবলমাত্র কয়েক জনের হাতে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে বা কেউ এর একচ্ছত্র অধিকার দাবী না করে– কারণ তিনি সকলের হাতে এই ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করতে দিয়েছেন, যারা নিম্নতর পর্যায়ের এবং অখ্যাত ব্যক্তি, যাতে করে তারা উৎসাহিত এবং উদ্দীপিত হয়– এবং সেই সাথে তিনি আমাদেরকে আরও বেশি করে আমাদের সকলকে তাঁর পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত করতে চান, যেখানে আমাদের সকলের নিয়তি নিহিত। পরিচর্যাকারীদেরকে অভিষেক গ্রহণ করার জন্য অবশ্যই বিশ্বাসে এবং দয়াতে পরিপূর্ণ হতে হবে, যদি তারা সুপরিচিত কেউ না হন, তাতেও কিছু যায় আসবে না।

২. তাঁকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা ছিল এমন একটি গৃহের কিংবা সরাইখানার খোঁজ করা, যেখানে তার্ষীয় শৌল নামের এক ব্যক্তি রয়েছেন। খ্রীষ্ট একটি দর্শনের মধ্য দিয়ে অননিয়কে তাঁর নাম ধরে ডেকেছিলেন, পদ ১০। সম্ভবত এমন হতে পারে যে, এই প্রথম তিনি ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করেছেন এবং সর্বশক্তিমানের দর্শন পেয়েছেন এমন নয়; কারণ কোন প্রকার আতঙ্ক বা দ্বিধা ছাড়াই তিনি সাবলীলভাবে জবাব দিয়েছিলেন, "দেখুন প্রভু,

আমি এখানে, আপনি আমাকে যেখানে যেতে বলবেন আমি সেখানে যেতে প্রস্তুত আছি এবং আপনি আমাকে যা কিছু করতে বলবেন তা করতে আমি সদা প্রস্তুত আছি।" তাহলে যাও, খ্রীষ্ট বললেন, সোজা নামে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তায় যাও এবং যিহূদার গৃহে (যেখানে আগন্তুকেরা এবং ভ্রমণকারীরা অস্থায়ীভাবে বাস করতো) তার্ষীয় শৌল নামের একজনের খোঁজ কর। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট খুব ভাল করেই জানেন র তাদেরকে কোথায় খুঁজে পেতে হয়, বিশেষ করে তাদের দুর্দশার সময়। যারা সম্পর্কের টানা পোড়েনে ভোগে, তারা নিশ্চিত জানুক যে, স্বর্গে তাদের এক মহান চিরকালীন বন্ধু রয়েছেন, যিনি জানেন তারা কোন সড়কে, কোন গৃহে অবস্থান করে, শুধু তাই নয়, তারা কোন অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তিনি তাদের আত্মার দুর্দশার বিষয়ে জানেন।

৩. কেন তাঁকে অবশ্যই যেতে হবে এবং এই আগন্তুকের খোঁজ করতে হবে এবং তাঁকে পরিচর্যা দান করতে হবে সে বিষয়ে খ্রীষ্ট তাঁকে দুটি যুক্তি দেখালেন:-

(১) যেহেতু শৌল প্রার্থনা করেছিলেন, সে কারণে অননিয়ের আগমনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হবে। এটি একটি যুক্তি:-

[১] কেন অননিয়ের তাঁর কাছে যেতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যেহেতু আমরা এর আগে তাঁর মধ্যে ভয় পাওয়ার মত অনেক কিছু দেখেছি, পদ ১৩, ১৪। এখানে আর কোন প্রশ্ন নেই, খ্রীষ্ট বললেন, কারণ সে এখন সত্যিকার অর্থে মন পরিবর্তন করেছে, কারণ দেখ, সে প্রার্থনা করেছে। দেখ শব্দের মধ্য দিয়ে এর সুস্পষ্টতা বোঝানো হয়েছে: "তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পার; যাও এবং তাঁর সাথে দেখা কর।" খ্রীষ্ট পৌলকে প্রার্থনা করতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত এবং সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অন্যদেরকে এ ব্যাপারে জানাতে চাইছিলেন: আমার সাথে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষটি হারিয়ে গিয়েছিল তাঁকে আমি আবার খুঁজে পেয়েছি। এর মধ্য দিয়ে পুরো ঘটনাটির বিস্ময়ের কথাও বলা হয়েছে: "দেখ এবং অবাক হও, যার মুখ থেকে এত দিন হুমকি এবং ঘৃণার কথা ছাড়া আর কিছুই বের হতো না, তাঁর মুখ থেকে আজ প্রার্থনা বের হচ্ছে। কিন্তু শৌলের প্রার্থনা করা কি এতটাই বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল? সে কি একজন ফরীশী ছিল না? আর এ কথা জানলে আমাদের নিশ্চয়ই এটাও জানা উচিত যে, শৌল নিশ্চয়ই সমাজ-ঘরে গিয়ে লম্বা প্রার্থনা করতেন এবং রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন? হ্যাঁ; কিন্তু এখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উপায়ে প্রার্থনা করতে শুরু করেছেন, যা তিনি এর আগে কখনোই করেন নি। এর আগে তিনি প্রার্থনার সময় শুধুই বুলি আওড়াতেন, কিন্তু এখন তিনি সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আবেদন জানাচ্ছেন। লক্ষ্য করুন, অনুগ্রহের পুনর্জাগরণ মানুষকে আরও বেশি করে প্রার্থনায় সম্পৃক্ত করে; আপনি শ্বাস না নিয়ে বেঁচে থাকে এমন মানুষ খুঁজে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু প্রার্থনা করে না এমন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী আপনি কখনোই খুঁজে পাবেন না। শ্বাস না থাকলে জীবন থাকে না, তেমনি প্রার্থনা না থাকলে অনুগ্রহ থাকে না।

[২] কেন অননিয়কে অবশ্যই দ্রুত শৌলের কাছে যেতে হবে সে ব্যাপারে যুক্তি। দেরি কর-ার কোন সময় নেই, কারণ দেখ, সে প্রার্থনা করছে। যখন শিশু কেঁদে ওঠে, তখন তার মা

তাকে স্তন্য পান করানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এখানে শৌল ইফ্রয়িমের মত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, যেভাবে ষাঁড় যোয়ালিতে অভ্যস্ত না হলে চিৎকার করে এবং পা ছোড়াছুড়ি করে। "ওহ! দ্রুত তাঁর কাছে যাও এবং তাকে বল যে, সে হচ্ছে প্রিয় পুত্র, এক আনন্দদায়ক সন্তান এবং যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছি, যেহেতু সে আমাকে যাতনা দিয়েছেন, সেহেতু আমি তাঁকে আরও গভীরভাবে স্মরণ করছি।" যিরমিয় ৩১:১৮-২০। লক্ষ্য করুন, শৌল এখন কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন।। তিনি ছিলেন পাপের অনুশোচনার মধ্যে আপ্লুত, প্রচণ্ড ভীত এবং বিস্মিত; আমাদের সামনে পাপ প্রকাশিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে প্রার্থনার দিকে পরিচালিত করা। তিনি এক শারীরিক যাতনার মধ্যে ছিলেন, তিনি ছিলেন অন্ধ এবং অসুস্থ; এবং সেক্ষেত্রে কেউ কি পীড়িত রয়েছে? সে প্রার্থনা করুক। খ্রীষ্ট তাঁকে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁকে কী করতে হবে সে বিষয়ে তিনি তাঁকে বলে দেবেন (পদ ৬) এবং তিনি এই প্রার্থনা করেছেন যে, কোন একজন ব্যক্তিকে যেন তাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর যার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন তার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে; এর জন্য তার কাছে চাইতে হবে এবং বিশেষ করে স্বর্গ নির্দেশনা ও পরিচালনা যাচঞা করতে হবে।

(২) কারণ তিনি স্বপ্নে দেখেছেন যে, তাঁর কাছে এ ধরনের একজন মানুষকে প্রেরণ করা হচ্ছে, যিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেবেন; এবং তাঁর কাছে অননিয়ের আগমন অবশ্যই তাঁর স্বপ্নের উত্তর দেবে, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল (পদ ১২): তিনি স্বপ্নে অননিয় নামে একজন ব্যক্তিকে দেখেছিলেন এবং তিনি ছিলেন ঠিক তাঁরই মত একজন মানুষ, তিনি শুধুমাত্র তাঁকে তাঁর বর্তমান যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে আসছেন এবং তিনি তাঁর হাত শৌলের উপরে রাখবেন, যাতে করে তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে পারেন। এখন, পৌল যে দর্শন দেখেছিলেন তা থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে যে:-

[১] এটি ছিল তাঁর প্রার্থনার এক তাৎক্ষণিক উত্তর এবং ঈশ্বরের সাথে তাঁর সংযোগ রক্ষা, যাতে তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে প্রবেশ করেছেন। তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের দুর্দশার অবস্থা ঈশ্বরের সামনে প্রকাশ করেছেন এবং ঈশ্বর তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে এবং তাঁর দয়ার্দ্র অনুগ্রহের পরিকল্পনাকে তাঁর সামনে প্রকাশ করেছেন; আর আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত উৎসাহের বিষয়।

[২] এর মাধ্যমে পৌলের আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলার চিন্তা করা হয়েছিল এবং অননিয়ের আগমনকে তাঁর কাছে আরও বেশি আনন্দময় করার জন্য চিন্তা করা হয়েছিল। তাঁকে যেহেতু আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাই এখন তিনি নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পবিত্র বাক্য গ্রহণ করবেন। দেখুন, একজন আত্মিক রোগী এবং চিকিৎসকের একত্রিত হওয়াটা কত না দারুন ঘটনা: এখানে এই লক্ষ্যে দু'টি দর্শন দান করা হয়েছিল। যখন ঈশ্বর তাঁর কর্তৃত্ব অনুসারে কোন প্রকার দর্শন ছাড়াই তাঁর পরিকল্পনা সাধন করেছেন, তখন তিনি পীড়িত আত্মার কাছে একজন দূতকে প্রেরণ করেছেন, একজন মুখপাত্র প্রেরণ করেছেন, হাজার জনের মধ্যে একজনকে প্রেরণ করেছেন, যাতে করে তিনি মানুষের কাছে তার দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারেন, আর তা অবশ্যই তাঁর প্রশংসা করার মধ্য

দিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হবে।

খ. অননিয় পৌলের কাছে যেতে দ্বিমত প্রকাশ করলেন এবং প্রভু তাঁকে তাঁর এই দ্বিধার উত্তর দান করলেন। দেখুন, কীভাবে প্রভু তাঁর দাসের সাথে যুক্তি সহকারে কথা বললেন।

১. অননিয় তাঁকে এই আবেদন জানালেন যে, শৌল ছিলেন খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রতি এক নৃশংসা নির্যাতনকারী, পদ ১৩, ১৪।

(১) তিনি যিরূশালেমের তাই করেছেন: "প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই লোকের কথা শুনেছি, সে খ্রীষ্টের সুসমাচারের এক চরম শত্রু। যারা যারা তাঁর অত্যাচারের কারণে যিরূশালেমে থেকে বিতাড়িত হয়েছে তাদের অনেকেই দামেস্কে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তারাই আমাকে বলেছে যে, সে যিরূশালেমে কী ধরনের উৎপীড়ন নির্যাতন চালিয়েছে। সে সকল নির্যাতনকারীর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র এবং বর্বর– সে মণ্ডলীর মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে; তার চাইতে আর কাউকে কেউ এত ভয় করে না, মহাপুরোহিত নিজেও শৌলের মত এমন নৃশংস নন।"

(২) "শুধু তাই নয়, এবারে দামেস্কে আগমনের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এখানকার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন চালানো: সে এখানে মহাপুরোহিতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছে, যেন সে তাদের সকলকে ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে পারে, যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে, সে খ্রীষ্টের উপাসনাকারীদেরকে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করে।" এখন, কেন অননিয় খ্রীষ্টের পরিকল্পনার বিরোধিতা করছেন? এর কারণ এমন নয় যে, "এত কিছুর পরে আমি আর তার কোন ধরনের সেবা বা পরিচর্যা করতে পারব না। কেন আমি তাঁকে দয়া দেখাতে যাব, যেখানে সে আমাদের সকলের প্রতি এমন নির্দয় আচরণ প্রকাশ করতে এসেছে?" না, খ্রীষ্ট আমাদেরকে অন্য এক ধরনের শিক্ষা দিচ্ছেন, যাতে করে আমরা মন্দতাকে উত্তমের দ্বারা জয় করি এবং আমাদের প্রতি নির্যাতনকারীদের জন্য প্রার্থনা করি; কিন্তু যদি সে খ্রীষ্টানদের প্রতি এ ধরনের একজন নির্যাতনকারী হয়, তাহলে–

[১] অননিয়ের পক্ষে কি সেখানে যাওয়া নিরাপদ হবে? সেক্ষেত্রে কি তিনি নিজেকে মেষের মত করে সিংহের মুখে ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছেন না?

[২] তাঁর কাছে গেলে কি আসলেই উদ্দেশ্য সাধন হবে? এমন কঠিন হৃদয় কি কখনও নরম হতে পারে? কিংবা একজন ইথিওপীয় কি কখনও তার ত্বক সাদা করতে পারে?

২. খ্রীষ্ট এই বিরোধিতার প্রেক্ষিতে যে সমুচিত জবাব দিলেন (পদ ১৫, ১৬): "আমাকে এ কথা বোলো না যে, সে কতটা মন্দ ছিল, কারণ আমি তা খুব ভাল করেই জানি; কিন্তু তুমি যত শীঘ্র পার তাঁর কাছে যাও এবং তাঁকে যেভাবে যতটুকু সাহায্য করতে পার কর, কারণ তাঁকে আমি মনোনীত করেছি আমার বাক্য প্রচার করার জন্য বাহন হিসেবে কিংবা উপকরণ হিসেবে। আমি তাঁর ভেতরে আত্মবিশ্বাস দান করেছি এবং এই কারণে তোমার আর তাঁকে ভয় পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।" তিনি ছিলেন একজন বাহন বা মাধ্যম, যার মধ্য দিয়ে

সুসমাচারের গুপ্তধন বহন করা হবে, যাতে করে তা অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়; তা হবে এক মাটির তৈরি বাহন (২ করিন্থীয় ৪:৭), এক মনোনীত বাহন। যে বাহন ঈশ্বর ব্যবহার করেন, তা তিনি নিজেই বাছাই করেন; এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর কর্মীদেরকে বাছাই করেন যেন তারা তাঁর কাজের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (যোহন ১৫:১৬): তুমি আমাকে বেছে নাও নি, বরং আমিই তোমাকে বেছে নিয়েছি। তিনি হচ্ছেন এক সম্মান ও মর্যাদার বাহন তিনি যেন তার বর্তমান ভগ্নপ্রায় অবস্থার কারণে অবহেলিত না থাকেন, কিংবা তিনি যেন নিজেকে ভগ্ন কোন পাত্র বলে মনে না করেন, কিংবা কোন নিরানন্দ পাত্র বলে মনে না করেন। তাঁর জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা হচ্ছে:-

(১) এক মহা সম্মানজনক পরিচর্যা কাজ করার জন্য: সে অযিহূদীদের কাছে আমার নাম বহন করে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ সে অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত হিসেবে যাবে এবং যে নীচ জাতিদের কাছে আমার সুসমাচার পৌঁছে দেবে। খ্রীষ্টের নাম হচ্ছে সেই মান, যার উপরে নির্ভর করে সকল আত্মাকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে এবং এর অধীনেই আমাদের সকলকে তালিকাভুক্ত হতে হবে, আর শৌল হবেন এর মান নির্ধারণকারী। তিনি অবশ্যই খ্রীষ্টের নাম ধারণ করবেন, তাঁকে অবশ্যই রাজার সামনে, রাজা আগ্রিপ্প এবং কৈসরের সামনে সুসমাচারের সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে হবে। শুধু তাই নয়, তাঁকে অবশ্যই ইস্রায়েলের সন্তানদের সামনে এই বাক্য তুলে ধরতে হবে, যদিও সেখানে ইতোমধ্যে অনেকে তাঁর নাম তুলে ধরার কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

(২) মহা কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যমর হওয়ার জন্য (পদ ১৬): আমি তাকে দেখাব কী করে তাঁকে আমার নামের জন্য মহা কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যিনি এত দিন ছিলেন নির্যাতনকারী, তাঁকেই এখন উল্টো নির্যাতিত হতে হবে। তাঁকে এ সমস্ত কিছু দেখানোর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট দেখাতে চাইলেন যে, তিনি তাঁকে এই সকল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নেবেন (যেমন আমরা দেখি গীতসংহিতা ৬০:৩ পদে), তুমি তোমার লোকদেরকে সবেচয়ে কঠিন বিষয় দেখিয়েছ, কিংবা তিনি আগে থেকেই এ বিষয়ে জানতেন, তাই এ সমস্ত কিছু তাঁর কাছে বিস্ময়কর মনে হয় নি। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের নাম বহন করেন, তাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ ক্রুশ বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; এবং যারা খ্রীষ্টের জন্য সবচেয়ে বেশি করবে এবং তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে, তাদেরকেই তাঁর নামের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে। শৌলকে অবশ্যই মহা কষ্ট ভোগ করতে হবে। এত অনেকে মনে করতে পারেন যে, একজন সদ্য মন পরিবর্তনকারী যুবকের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক বা নিরাশাজনক ছিল; কিন্তু এ যেন এক সৈনিককে সাহসী এবং বলবান অন্তরের বিষয়ে বলা হচ্ছে, যখন তাঁকে এ বিষয়ে সমস্ত কিছু জানানো হবে, তখন তিনি খুব দ্রুত তা আত্মস্থ করে নেবেন এবং তিনি খুব দ্রুত কাজে নেমে পড়বেন। খ্রীষ্টের জন্য শৌলের এই কষ্ট ভোগ ছিল খ্রীষ্টের জন্য আরও বেশি সম্মানের এবং মর্যাদার, কারণ এতে করে খ্রীষ্টের মণ্ডলী পরিচর্যা লাভ করবে, সে কারণে তাঁর ভেতরে আত্মিক স্বস্তি এবং সান্ত্বনা এবং সেই সাথে অনন্তকালীন গৌরব ও মহিমার এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটবে,

এর অর্থ হচ্ছে, খ্রীষ্টের নামের জন্য তাঁকে মহা কষ্ট ভোগ করতে হবে, এ কথা মোটেও তার জন্য কোন হতাশার কারণ হবে না।

গ. অননিয় বর্তমানে খ্রীষ্টের পরিকল্পনা সাধন করার জন্য শৌলের কাছে যাচ্ছেন এবং এর প্রেক্ষিতে যে মঙ্গলজনক প্রভাব রয়েছে তাও তিনি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি এর একটি সদুত্তর পেয়ে গেছেন, তাই তিনি তাঁর সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন এবং তিনি আর এর উপরে নির্ভর করছেন না। যখন আমাদের সমস্ত সমস্যা মুছে যাবে, তখন আমরা নিশ্চয়ই কাজে নেমে পড়ব এবং আমাদের মনের সমস্ত বিরোধিতা মুছে ফেলব।

১. অননিয় শৌলের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন, পদ ১৭। সম্ভবত তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বিছানায় দেখতে পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সাথে রোগীর মত করে আচরণ করেছেন।

(১) তিনি তাঁর উপরে তাঁর হাত রেখেছেন। এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, যা ছিল তাঁদের জন্য একটি সাধারণ চিহ্ন, যারা বিশ্বাস আনে, আর তা হচ্ছে, তারা অসুস্থদের উপরে হাত রাখবে এবং তারা সকলে সুস্থ হবে (মার্ক ১৬:১৮) এবং এর কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর উপরে হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করতে চাইছিলেন। শৌল দামেস্কে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে তাঁর ভয়ঙ্কর হাত বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর বদলে একজন খ্রীষ্টান শিষ্য তাঁর উপরে সুস্থতার হাত বিস্তার করলেন। রক্ত পিপাসু ধার্মিককে ঘৃণা করে, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি তাঁর আত্মার যাচঞা করে।

(২) তিনি তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করলেন, কারণ তাঁকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের একজন সহভাগী করা হয়েছিল, যদিও তিনি তখনও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন নি; এবং তাঁকে ভাই বলে গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপারে শৌলের আগ্রহ ও দ্বিধাহীনতা দেখে এটি বোঝা যায় যে, ঈশ্বর তাঁকে তাঁর সন্তান বলে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত আছেন, যদিও তিনি এর আগে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দাকারী এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি নির্যাতনকারী ছিলেন।

(৩) তিনি সেই একই হাত থেকে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, যে হাত তিনি এখন তাঁর উপরে অর্পণ করেছেন এবং তিনি তাঁকে এর মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। "সেই একই যীশু খ্রীষ্ট আপনাকে পথে দেখা দিয়েছিলেন, যখন আপনি এদিকে আসছিলেন এবং তিনি আপনার সকল পাপের কথা জানেন, যেহেতু আপনি তাঁকে অত্যাচার নির্যাতন করেছেন, আর তিনিই আমাকে এখন আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।" *Una eademque manus vulnus opemque tulit*– যে হাত ক্ষত উপশম করে। "তাঁর আলোর কারণে আপনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আপনি আবারও আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান; কারণ এই ঘটনার উদ্দেশ্য আপনাকে অন্ধ করে ফেলা নয়, বরং আপনার চোখকে ধাঁধিয়ে দেওয়া, যেন আপনি অন্য আর এক আলো দেখতে পারেন: তিনি আপনার চোখতে সুস্থ করে তুলবেন, যেন আপনি প্রকৃত সত্য চোখ মেলে দেখতে পারেন।" অননীয় নিশ্চয়ই তাঁর এই বার্তা

শৌলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠিক ভাববাদীদের মত করে (হোশেয় ৬:১, ২): এসো এবং সদাপ্রভুর দিকে ফের, কারণ তিনি ছিন্ন করেছেন, তিনিই তোমাকে সুস্থ করবেন; তিনিই আঘাত করেছেন, আর তিনিই তোমার ক্ষত বেঁধে দেবেন; এখন থেকে দুই দিন পরে তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন এবং তৃতীয় দিনে তিনি তোমাকে উঠাবেন।

(৪) তিনি তাঁকে এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি তাঁকে শুধু তাঁর চোখের দৃষ্টিই ফিরিয়ে দেবেন না, বরং সেই সাথে তিনি তাঁকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করবেন: তাঁর নিজেকে অবশ্যই একজন প্রেরিত হতে হবে এবং প্রেরিতদের প্রধান হিসেবে তাঁর কোন পিছুটান থাকতে পারে না এবং সেই কারণে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করবেন এবং অন্যান্যদের মত নয়, যারা ইতোমধ্যে প্রেরিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন; আর অননিয় তাঁর উপরে তাঁর হাত রেখে তাঁকে আশীর্বাদ করবেন, তা ঘটবে পবিত্র আত্মার অবতরণের মধ্য দিয়ে তার বাপ্তিস্ম গ্রহণের পূর্বেই।

২. অননিয় তাঁর এই কাজের সবচেয়ে মঙ্গলজনক দিকটি খুঁজে পেতে সক্ষম হলেন।

(১) শৌলের প্রতি খ্রীষ্টের অনুগ্রহ লক্ষ্য করার মাধ্যমে। অননিয়ের মুখের কথায় শৌল তাঁর আত্মার বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেলেন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন; কারণ খ্রীষ্ট এসেছেন যেন বন্দীরা মুক্তি পায় (যিশাইয় ৬১:১) এবং অন্ধেরা দৃষ্টি ফিরে পায়, লূক ৪:১৮; যিশাইয় ৪২:৭। খ্রীষ্টের দায়িত্ব হচ্ছে অন্ধদের চোখ খুলে দেওয়া এবং বন্দীদেরকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে আসা। শৌলকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মার বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে (পদ ১৮), যা পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর চোখ থেকে আঁশের মত কোন কিছু খুলে পড়ার মধ্য দিয়ে; এবং তা ঘটেছিল তাৎক্ষণিকভাবে: এই সুস্থতার ঘটনা ঘটেছিল আকস্মিকভাবে, যাতে করে এর অলৌকিকতার ব্যাপারটি বোঝা যায়। তাদের সুস্থ করার ঘটনাটি নির্দেশ কওে যে:-

[১] অন্ধকার থেকে তাঁকে আলোতে নিয়ে আসা। যখন তিনি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করতেন এবং যখন তিনি ফরীশীদের চেতনা এবং পথে চলতেন, তখন তিনি অন্ধ ছিলেন; তিনি ব্যবস্থা বা সুসমাচার কোনটিরই অর্থ সম্পর্কে জানতেন না, রোমীয় ৭:৯। খ্রীষ্ট মাঝে মাঝে বলেছেন যে, ফরীশীরা অন্ধ এবং তাদেরকে এর জন্য পুরোপুরি দায়ী করা যায়, কারণ তারা দাবী করতো, আমরা দেখতে পাই, যোহন ৯:৪১। শৌলকে তাঁর ফরীশী অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে আনা হয়েছে, কারণ তাঁকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দান করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, মন পরিবর্তনকারী অনুগ্রহ আত্মার চোখ খুলে দেয় এবং তা থেকে সমস্ত পর্দা ঝেড়ে ফেলে (প্রেরিত ২৬:১৮), যাতে করে মানুষের চোখ খুলে যায় এবং তারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফেরে: এই কারণেই শৌলকে অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করা হয়, যেন তিনি সুসমাচার প্রচার করেন এবং সেই কারণে তাঁকে অবশ্যই আগে এই আলোতে আসার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

[২] তাঁর বর্তমান আতঙ্কের অন্ধকার থেকে, তাঁর চেতনার ও তাঁর বিবেকের দংশন থেকে, তাঁর প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আলোতে আসা। এর ফলে তিনি প্রচণ্ড দ্বিধায় পতিত হন,

যখন তিনি তিন দিন ধরে অন্ধ হয়ে ছিলেন, ঠিক যেন যোনার মত তিন দিনের মাছের পেটে অবস্থান করার মত; কিন্তু এখন তাঁর চোখ থেকে পর্দা খুলে পড়ে গেছে, সমস্ত মেঘ সরে গেছে এবং ধার্মিকতার সূর্য এখন তাঁর আত্মার উপরে কিরণ দিচ্ছে, আর তাঁর পক্ষে জন্য সুস্থতা সাধন করা হয়েছে।

(২) খ্রীষ্টের কাছে শৌলের পূর্ণ সমর্পণ: তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং সেই কারণে তিনি খ্রীষ্টের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাছে নতি স্বীকার করেন, তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অধীনে তুলে ধরেন। এভাবেই তিনি খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে প্রবেশ করেন, তাঁর পরিবারের সদস্য হিসেবে গণিত হন, তাঁর পতাকা তুলে দাঁড়ান এবং তিনি মন্দতা থেকে উত্তমতার জীবনে প্রবেশ করেন। যে উদ্দেশ্য সাধন করার প্রয়োজন ছিল তা অর্জন করা হয়ে গিয়েছিল; শৌল এখন খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি শুধু যে তাঁর বিরোধিতা করা বন্ধ করেছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি নিজেকে তাঁর পরিচর্যায় এবং তাঁর সম্মানার্থে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ঘ. শৌলের ভেতরে যে উত্তম কাজ শুরু হয়েছিল তা চমৎকারভাবে চলতে লাগল; এই নব্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এমন একজন ছিলেন যিনি দেরি করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি তিনি এখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।

১. তিনি তাঁর মহা শক্তি ও বল লাভ করেছিলেন, পদ ১৯। তিনি তিন দিন ধরে রোজা রেখেছিলেন, কারণ তাঁর আত্মার প্রচণ্ড চাপ তিনি অনুভব করছিলেন, যার কারণে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু যখন তিনি খাবার খেলেন, তখন তিনি শক্তি ফিরে পেলেন, পদ ১৯। ঈশ্বর আমাদেরকে এই শরীর দিয়েছেন, আর তিনিই এর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, যেন তা উপযুক্তভাবে তার দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে এবং তা ঈশ্বরের উপাসনায় আত্মার সাথে মিলিত হয়ে প্রশংসা করতে পারে এবং যাতে করে খ্রীষ্ট এর মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হতে পারেন, ফিলিপীয় ১:২০।

২. তিনি সেই শিষ্যদের সাথে কথা বলেছিলেন, যারা সে সময় দামেস্কে অবস্থান করছিলেন, তিনি তাদের কাছে গিয়েছিলেন, তাদের সাথে কথা বলেছিলেন, তাদের সমস্ত আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে এক সহভাগিতায় মিলিত হয়েছিলেন। যিনি এর আগে হুমকি দিতেন এবং নির্যাতন চালাতেন, তিনি এখন তাদের প্রতি ভালবাসা এবং অনুরাগ পোষণ করছেন। এখন নেকড়ে বাঘ মেষ শাবকদের সাথে বসবাস করছে এবং চিতা বাঘ ছাগল ছানার সাথে বিচরণ করছে, যিশাইয় ৬:৬। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরকে তাদের ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তারা ঈশ্বরের লোকদেরকেও তাদের নিজেদের লোক বলে গণ্য করে। শৌল শিষ্যদের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করেছিলেন, কারণ তিনি এখন তাদের মধ্যে যথোপযুক্ততা এবং সত্যতা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ তিনি এখন তাদেরকে ভালবেসেছেন এবং তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তিনি তাদের সাথে সহভাগিতা রক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞান এবং অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাচ্ছেন; এবং এভাবেই তিনি খ্রীষ্টান ধর্মকে তাঁর নেশা ও পেশায় পরিণত করলেন এবং তিনি নিজেকে প্রকাশ্যে যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিতে লাগলেন, আর এ জন্য তিনি যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের সাথে যাতায়াত করতে লাগলেন এবং

সহভাগিতা রক্ষা করতে লাগলেন।

৩. তিনি সমাজ-ঘরে খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন, পদ ২০। এই ক্ষেত্রে তিনি এক অভূতপূর্ব আহ্বান পেয়েছিলেন, ঈশ্বর নিজে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পুত্রের দর্শন দান করেছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁর বিষয়ে প্রচার করতে পারেন, গালাতীয় ১:১৫, ১৬। তিনি তাঁর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টেতে পরিপূর্ণ করেছিলেন, তাঁর ভেতরে সেই আত্মা পূর্ণ শক্তি ও বল দান করেছিল যেন তিনি তাঁর বিষয়ে অন্যদের কাছে প্রচার করতে সাহস ও শক্তি পান এবং তিনি ইলীহূর মত এমন কথা বলেছেন যা সজীবতা এনে দেয়, ইয়োব ৩২:২০। লক্ষ্য করুন:-

(১) কোথায় তিনি প্রচার করলেন– যিহূদীদের সমাজ-ঘরে, কারণ প্রথমে তাদের কাছেই সুসমাচারের বাণীর নিমন্ত্রণ পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সমাজ-ঘর ছিল আলোচনা সমালোচনার স্থান; সেখানে তিনি তাদের সাথে একত্রে সাক্ষাত করেছিলেন এবং তারা সবসময় খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কথা বলতো এবং কীভাবে খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে নির্যাতন করা যায় তারই পরিকল্পনা করতো, একইভাবে পৌল এর আগে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক সমাজ-ঘরে গিয়ে খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে নির্যাতন করেছেন, কিন্তু এখন তিনি নিজেই নির্যাতিত হতে চলেছেন (প্রেরিত ২৬:১১), আর সেই কারণে তিনি এখন খ্রীষ্টের শত্রুদের মুখোমুখি হতে চলেছেন, যেখানে তারা সবচেয়ে ভয়ানকভাবে বিচরণ করে এবং তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে পরিচয় দিতে লাগলেন, যেখানে তিনি এর আগে খ্রীষ্টান মতবাদ ও শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন।

(২) তিনি কী প্রচার করলেন: তিনি খ্রীষ্টের কথা প্রচার করলেন। যখন তিনি পরিচর্যাকারী এবং প্রচারক হিসেবে তাঁর জীবনকে নতুন করে শুরু করলেন, সে সময় তিনি এই নীতিকে নির্ধারণ করলেন এবং সারা জীবন তাতে অটল ছিলেন, আর তা হচ্ছে: আমরা নিজেরা প্রচার করি না, বরং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টই করেন; খ্রীষ্ট বাদে আর কেউই নয়, যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং প্রচার করতে লাগলেন, আর তা হচ্ছে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর প্রিয় পুত্র, যাতে তিনি প্রীত এবং তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন, অন্য কোথাও নয়।

(৩) কীভাবে লোকেরা এতে প্রভাবিত হয়েছিল (পদ ২১): যারা যারা এ কথা শুনল তারা সকলেই অবাক হয়ে বলল, "এ কি সেই লোক নয়, যে সেই সমস্ত লোকদেরকে বিনাশ করতো, যারা 'যিরূশালেম' নাম উচ্চারণ করতো? আর তাহলে কী করে সে এখন নিজেই সেই নাম উচ্চারণ করছে এবং অন্য দেরকে সেই নামে উচ্চারণ করতে প্ররোচিত করছে, আর তাদের হাতকে শক্তিশালী করছে?" *Quantum mutatus ab illo*–ওহ্! কত পরিবর্তন! শৌল কি ভাববাদী হয়ে গেল নাকি? শুধু তাই নয়, সে কি এখানে সকল খ্রীষ্টানদেরকে ধরে বন্দী করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি? সে কি তাদেরকে মহাপুরোহিতের কাছে বন্দী করে নিয়ে যেতে চায় নি? হ্যাঁ সে এই কারণেই এখানে এসেছিল। কে ভেবেছিল যে, সে এখন যেভাবে যীশু খ্রীষ্টের প্রচার করছে সেভাবে তাঁর নাম প্রচার করবে?

নিঃসন্দেহে অনেকেই এই বিষয়টিকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যের এক মহা নিশ্চয়তা হিসেবে দেখেছিলেন, আর তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এক সময় এমন ভয়ঙ্কর নির্যাতনকারী ছিলেন, তিনি এমন হঠাৎ করে সেই খ্রীষ্টান মতবাদেরই একজন বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী এবং দক্ষ প্রচারক হয়ে উঠলেন। এই আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছিল এমন একজন মানুষের অন্তরে, যাঁর কাছ থেকে অন্য অনেকে অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; আর একজন মানুষকে এ ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা দান করা অন্য ভাষায় কথা বলার বর দান করার চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

৪. তিনি তাদেরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যারা খ্রীষ্টের শিক্ষার বিরোধিতা করেছিল, পদ ২২। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন শুধু পুলপিটেই নয়, সেই সাথে শিক্ষালয়েও এবং তিনি নিজেকে অতিপ্রাকৃতভাবে যোগ্য হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন, কারণ তিনি শুধু সত্যই প্রচার করেন নি, সেই সাথে তিনি যখন তা প্রচার করেছেন তখন তা বজায় রেখেছেন এবং তা রক্ষা করেছেন।

(১) তিনি শক্তি ও ক্ষমতায় বৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি আগের চেয়ে আরও বেশি করে খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন এবং তাঁর ধার্মিক চেতনা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি সুসমাচার রক্ষা করার জন্য আরও বেশি সঙ্কল্পবদ্ধ এবং সাহসী হয়ে উঠেছিলেন: তিনি ক্ষমতায় এবং শক্তিতে আরও বৃদ্ধি লাভ করলেন এবং যারা যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধিতা করছিল তাদের সকলকে তিনি সমুচিত জবাব দিলেন (পদ ২১), কিন্তু তার নতুন বন্ধুদের অনেকেই তাকে এখনও নির্যাতনকারী হিসাবে আখ্যা দিতে লাগল এবং তাঁর পুরাতন বন্ধুরা তাঁকে দলত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করতে লাগল; কিন্তু শৌল তাঁর মন পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের বিভিন্ন মন্তব্য হওয়ায় নিরুৎসাহিত হওয়ার বদলে আরও বেশি করে খ্রীষ্টান মতবাদের প্রতি আসক্ত হলেন এবং তিনি উপায় খুঁজে বের করলেন যে, কী করে সঠিক উত্তর দিয়ে তাদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়া যায়।

(২) তিনি তাঁর বিরোধীদেরকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট তা প্রমাণ করে দামেস্ক-নিবাসী যিহূদীদেরকে নিরুত্তর করতে লাগলেন; তিনি তাদেরকে মুখ বন্ধ করে দিলেন, তাদেরকে লজ্জিত করলেন– তিনি তাদের বিরোধিতার যথোপযুক্ত উত্তর দান করার মধ্য দিয়ে সকল প্রকার মানুষকে সন্তুষ্ট করলেন এবং তাদের এমন এমন যুক্তি দিলেন যে, তারা আর কোন প্রত্যুত্তর করতে পারল না। যিহূদীদের সাথে তিনি যত আলোচনা করলেন, সেখানে তিনি তাদেরকে প্রমাণ করে দিলেন যে, যীশুই হচ্ছেন খ্রীষ্ট, তিনিই খ্রীষ্ট, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে অভিষেক প্রাপ্ত, পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞাত প্রকৃত খ্রীষ্ট। তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন, ***symbibazon***– এ ব্যাপারে নিশ্চিত করলেন এবং প্রমাণ দেখালেন, তিনি এ ব্যাপারে সকলকে শিক্ষা দান করলেন। আমাদের অবশ্যই এমনটা ভাবার যুক্তি আছে যে, তিনি অনেককে খ্রীষ্টান বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত করেছিলেন এবং দামেস্কে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী আরও বৃদ্ধি করছিলেন, যা তিনি এখানে ধ্বংস করে দিতে এসেছিলেন। এভাবেই শিকারী থেকে আসে খাদ্য, বলবান থেকে আসে মধু।

প্রেরিত ৯:২৩-৩১

লূক এখানে পৌলের আরব যাত্রাপুস্তক সম্পর্কে কোন কথা উল্লেখ করেন নি, যা পরবর্তীতে পৌল তাঁর পত্রে নিজেই আমাদেরকে বলেছেন, গালাতীয় ১:১৬, ১৭। যখনই ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পৌলের কাছে প্রকাশ করলেন, যাতে করে তিনি তাঁর কথা প্রচার করেন, তখনই তিনি যিরূশালেমে যান নি, প্রেরিতদের কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য (যেভাবে অন্য যে কোন মন পরিবর্তনকারী ব্যক্তি করেছেন, যারা পরিচর্যা করার জন্য মন স্থির করেন), বরং তিনি আরবে গেলেন, যেখানে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সেভাবে কখনও প্রচার করা হয় নি এবং যেখানে তাঁর প্রচার করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল, তবে শেখার জন্য নয়; এই কারণে তিনি আবার দামেস্কে ফিরে আসলেন এবং সেখানে তাঁর মন পরিবর্তনের তিন বছর পর এই ঘটনা ঘটেছিল যা এখানে লিপিবদ্ধ করা আছে।

ক. তিনি দামেস্কে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেন এবং সেখানে অনেকে তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তিনি কোন মতে প্রাণে বেঁচে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। লক্ষ্য করুন:

১. তিনি কী ধরনের বিপদের মুখে পড়েছিলেন (পদ ২৩): যিহূদীরা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে শলা পরামর্শ করতে লাগল, তারা তাঁর প্রতি আরও বেশি করে ক্রোধান্বিত হল এবং আক্রোশে ফুলতে লাগল, যখন তারা দেখল যে, পৌল সেখানে সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করছিলেন; তবে এর কারণ শুধু এই নয় যে, তিনি অন্য যে কারও চেয়ে বেশি প্রাণশক্তি নিয়ে এবং আন্তরিকতার সাথে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস প্রচার করছিলেন এবং তাতে সবচেয়ে বেশি সফলতা পাচ্ছিলেন, বরং এর কারণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন একজন দলত্যাগী এবং তাঁর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীতে পরিণত হওয়া ছিল তাদের বিরুদ্ধে জলজ্যান্ত সাক্ষ্য। এ কথা বলা হয়েছে (পদ ২৪) যে, যিহূদীরা যেন তাঁকে খুন করতে পারে, এজন্য নগরের সদর দরজা সকলও দিবারাত্র পাহারা দিতে লাগল; তার তাদের শাসনকর্তাকে ইন্ধন দিতে লাগল যেন তিনি পৌলকে একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে শহরে অতিরিক্ত রক্ষী মোতায়েন করেন, যাতে করে তিনি শহর থেকে বের হয়ে যাওয়া কিংবা প্রবেশ করার সময় ধরা পড়েন, ২ করিন্থীয় ১১:৩২। এখন খ্রীষ্ট পৌলকে দেখাচ্ছেন যে, তাঁর নামে তাঁকে কী ধরনের কষ্ট ভোগ করতে হবে (পদ ১৬), যখন এখানে তাঁর বিরুদ্ধে শাসক গোষ্ঠী সশস্ত্র হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এই বিরোধিতা ছিল এক মহা বাধা, আর এই বাধা বিঘ্ন এবং কষ্ট ও নির্যাতনই তাঁকে পরবর্তীতে করে তুলেছিল একজন জনপ্রিয় প্রচারক ও প্রেরিত। শৌল খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারক হিসেবে কাজে নেমে পড়েছিলেন এবং প্রচারক হিসেবে কাজে নামার পর পরই তাঁকে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়; এভাবেই তিনি এতটা দ্রুত তাঁর সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেলেন। লক্ষ্য করুন, যেখানে ঈশ্বর মহা অনুগ্রহ প্রদান করেন, সেখানে তিনি সাধারণভাবে তা মহা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করেন।

২. কীভাবে তাঁকে উদ্ধার করা হল:

(১) তাঁর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করা হচ্ছিল তা ফাঁস হয়ে গেল: তারা যে তাঁকে ধরার জন্য

ফাঁদ পেতে আছে তা শৌলের কাছে জ্ঞাত ছিল, হতে পারে তাঁর নিজস্ব কোন গুপ্তচর ছিল, কিংবা হতে পারে তাঁকে স্বর্গ থেকে কোন স্বর্গদূত এসে এ কথা জানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তা আমরা জানি না, আমাদেরকে সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয় নি।

(২) শিষ্যরা তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন– তারা তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা সম্ভবত ছিল দিনের বেলায়; আর রাতের বেলায় যখন দরজা পাহ-াড়া দেওয়া হতো তখন তাঁর পক্ষে এভাবে শহরের দরজা দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তারা তাঁকে রাতের বেলায় শহরের দেয়ালের উপর দিয়ে দড়িতে করে নামিয়ে দিলেন, তারা তাঁকে একটি ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে একটি দড়ি দিয়ে সেই ঝুড়িটিকে বেঁধে তারপরে তাঁকে নিচে নামিয়ে দিয়েছিলেন, যেভাবে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন (২ করিন্থীয় ১১:৩৩), যাতে করে তিনি তাদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারেন। এই গল্পটি আমাদেরকে দেখায় যে, যখন আমরা ঈশ্বরের পথে প্রবেশ করি, সে সময় আমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা-প্রলোভনে পড়তে হতে পারে এবং সে কারণে আমাদেরকে তার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে, তাই এটি আমাদেরকে দেখায় যে, প্রভু জানেন কী করে ধার্মিক ব্যক্তিকে পরীক্ষার হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হয় এবং এই পরীক্ষার মধ্যে আমাদের পার হয়ে যাওয়ার একটি পথ খোলা থাকে, যাতে করে আমরা ঈশ্বরের পথ থেকে দূরে সরে না যাই।

খ. তিনি যিরূশালেমে খ্রীষ্টান হিসেবে প্রথম বার প্রবেশ করার পর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, পদ ২৬। তিনি যিরূশালেমে আসলেন। ধারণা করা হয়েছিল যে, এটিই ছিল যিরূশালেমে সেই যাত্রা, যার কথা তিনি বলেছিলেন (গালাতীয় ১:১৮): তিন বছর পর আমি যিরূশালেমে গেলাম, তিনি বললেন, পিতরের সাথে দেখা করতে এবং তাদের সাথে পনের দিনের মত থাকার জন্য। কিন্তু আমি মনে করি যে, এই যাত্রাপুস্তক ছিল এই বর্ণনার আরও আগের, কারণ তাঁর সেখানে যাওয়া এবং সেখান থেকে চলে আসা, তাঁর প্রচার এবং আলোচনা (পদ ২৮, ২৯) আমাদেরকে বলে যে, তিনি সেখানে পনের দিনের বেশি সময়ে অবস্থান করেছিলেন, কারণ তা কোন মতেই এত ব্যাপক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার মত লম্বা সময় নয়: আর তাছাড়া এখন তিনি যাচ্ছেন একজন আগন্তুক হিসেবে, কিন্তু পত্রের কথা অনুসারে তিনি গিয়েছিলেন ***historesai Petron***– পিতরের সাথে পুনরায় দেখা করতে, যেন তিনি তাঁর সাথে পূর্ব পরিচিত ছিলেন; তবে যাই হোক, নানা কারণে এই যাত্রাই তাঁর প্রথম যিরূশালেম যাত্রাপুস্তক হতেও পারে। এখন লক্ষ্য করুন:

১. তাঁর বন্ধুরা তাঁর কারণে কতটা লজ্জিত ছিল (পদ ২৬): যখন তিনি যিরূশালেমে আসলেন, তিনি মহাপুরোহিত এবং ফরীশীদের কাছে গেলেন না (তিনি বহু দিন আগেই সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন), কিন্তু তিনি নিজেকে শিষ্যদের দলভুক্ত করেছিলেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন, তিনি নিজেকে সেই সমস্ত অবহেলিত এবং নির্যাতিত লোকদের একজন বলে দাবী করেছেন এবং তাদের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করেছেন। তারা এখন তাঁর চোখে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিল, যাদের মধ্যেই তাঁর সকল আনন্দ নিহিত ছিল। তিনি তাদের সাথে মিশতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন এবং তিনি

এর জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষী ছিলেন; কিন্তু তারা তাঁর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাতেন, তার বিরুদ্ধে তাদের দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং তারা পৌলের সামনে কোন ধরনের ধর্মীয় কার্যকলাপ চালাতেন না, কারণ তারা তাঁকে ভয় পেতেন। এখন পৌল নিশ্চয়ই এখান থেকে একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন এবং তারা সকলে তাঁকে এখনও সেই মন্দ মানুষ হিসেবে মনে করায় তার নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন, কারণ যিহূদীরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল এবং তাঁকে নির্যাতন করছিল, এদিকে খ্রীষ্টানরা তাঁকে গ্রহণ করছিল না এবং তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছিল না। এভাবেই তিনি দুটি প্রলোভনে একত্রে পড়েছিলেন এবং তাঁর তখন প্রয়োজন ছিল ধার্মিকতার বর্ম, যা আমাদের সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের রয়েছে, আমাদের ডান হাত এবং বাম হাত উভয় হাতেই তা রয়েছে, যাতে করে আমরা আমাদের শত্রুদের অন্যায্য আচরণ কিংবা আমাদের বন্ধুদের নির্দয় আচরণের কারণে হতাশ হয়ে না পড়ি।

(১) দেখুন, কেন তারা পৌলের প্রতি এমন আচরণ করছিলেন: তারা বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হয়েছেন, বরং তারা ভেবেছিলেন যে, তিনি শুধু শিষ্য হওয়ার ভান করছেন এবং তিনি তাদের কাছে একজন গুপ্তচর বা গোয়েন্দা হিসেবে এসেছেন। তারা জানতেন যে তিনি কতটা ভয়ঙ্কর নির্যাতনকারী ছিলেন এর আগে, তিন বছর আগে তিনি কতটা ভয়ঙ্করভাবে দামেস্কে খ্রীষ্টানদের নির্যাতন করার জন্য যাত্রাপুস্তক করেছিলেন; তারা সেই সময় থেকে তাঁর সম্পর্কে আর কিছু শোনেন নি, আর তাই তারা চিন্তা করছিলেন যে, পৌল নিশ্চয়ই মেষের ছদ্মবেশধারী নেকড়ে হয়ে তাদের কাছে এসেছেন। খ্রীষ্টের শিষ্যরা যাদেরকে তাদের সহভাগিতায় গ্রহণ করবেন, তাঁর সম্পর্কে ভালভাবে জেনে সতর্ক থাকার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাদের ভেতরে সর্পের মত সতর্কতা থাকার প্রয়োজন আছে, যেন তারা একই সাথে অপরিচিত মানুষের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা এবং সেই সাথে তাকে বিশ্বাস করার মাঝখানে একটি চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন; তথাপি আমি মনে করি যে, তাদের এখন দয়া দেখানোই উচিত, কারণ বলা হয়েছে গমের সাথে শ্যামাঘাসকে বৃদ্ধি পেতে দেওয়া উচিত, যখন তারা উভয়ে বড় হয়ে উঠবে, তখন শ্যামাঘাসকে আলাদা করে চেনা যাবে এবং তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলা যাবে।

(২) দেখুন কীভাবে তা মুছে ফেলা হল (পদ ২৭): বার্ণবা তাঁকে নিয়ে প্রেরিতদের কাছে গেলেন, যারা অন্যান্য সাধারণ শিষ্যদের মত অতি মাত্রায় সন্দেহপ্রবণ ছিলেন না। তাদের কাছে তিনি প্রথম খ্রীষ্টান সমাজে যোগ দেওয়া ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তিনি নিজেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করলেন।

[১] খ্রীষ্ট তাঁর জন্য যা করেছেন: তিনি রাস্তায় তাঁর কাছে দেখা দিয়েছেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেছেন; এবং সেই সাথে তিনি যা বলেছেন তা তিনি প্রেরিতদেরকে জানালেন।

[২] তখন থেকে তিনি খ্রীষ্টের জন্য যা করে আসছেন: তিনি দামেস্কে যীশু খ্রীষ্টের নামে সাহসিকতার সাথে প্রচার করেছেন।

কীভাবে বার্ণবা অন্যদের থেকে ভালভাবে এই সমস্ত কথা জানতে পারলেন তা আমাদেরকে বলা হয় নি; হতে পারে তিনি নিজে দামেস্কে গিয়েছিলেন, কিংবা তিনি সেখান থেকে চিঠি পেয়েছিলেন, কিংবা তিনি হয়তো সেই শহরের কারও সাথে কথা বলেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি এই সমস্ত বিষয় জানতে পেরেছিলেন; কিংবা হতে পারে তিনি গ্রেশিয়ান সমাজ-ঘরে পৌলের সাথে আগে থেকে পরিচিত ছিলেন, কিংবা তারা দু'জনেই হয়তো আগে গমলীয়েলের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রেরিতদের কাছে বলা এই সমস্ত কথা তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসার দাবীদার করে তোলে; কিন্তু যেহেতু তিনি পৌলের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাই তিনি প্রেরিতদেরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, যেন তারা পৌলকে গ্রহণ করে নেন। পৌল দামেস্কের শিষ্যদের কাছ থেকে কোন ধরনের সাক্ষ্য বা সত্যায়ন নিয়ে আসেন নি, কারণ তিনি ভেবেছিলেন এ ধরনের কোন সত্যায়ন পত্রের প্রয়োজন হবে না, (২ করিন্থীয় ৩:১); কিন্তু বার্ণবা তাঁর পক্ষে সেই সাক্ষ্য বা সত্যায়ন দান করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় একজন নব্য খ্রীষ্টিয়ানকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত ভাল একটি কাজ এবং এই কাজ আমাদের হাতের সামনে যে কোন সুযোগ পাওয়া মাত্রই করা উচিত।

২. তাঁর শত্রুরা তাঁর প্রতি কতটা আক্রোশপূর্ণ ছিল:

(১) তিনি প্রেরিত ও শিষ্যদের সহভাগিতায় যোগদান করেছিলেন, যা ছিল তাঁর শত্রুদের জন্য এক বিরাট অপমান। অবিশ্বাসী যিহূদীরা শৌলকে খ্রীষ্টের বিজয়ের নিশান ওড়াতে দেখে এবং তাঁর অনুগ্রহের ভাগী হতে দেখে যার পর নাই ক্রোধে ফেটে পড়েছিল, কারণ তিনি এর আগে তাদেরই পক্ষে বীরের মত কাজ করছিলেন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিনাশ করছিলেন। তাঁকে বিশ্বাসীদের সাথে চলতে ফিরতে দেখে (পদ ২৮) এবং তাঁর মধ্য দিয়ে তাদের গৌরবান্বিত হওয়ার কথা শুনে, কিংবা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরবান্বিত হওয়ার কথা শুনে তারা আরও বেশি জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল।

(২) তিনি খ্রীষ্টের জন্য একজন সাহসী বীর হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেন, আর এই বিষয়টি তাদের জন্য আরও বেশি বেদনাদায়ক ছিল (পদ ২৯): তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে নির্ভয়ে কথা বলতে লাগলেন। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের পক্ষে কথা বলেন তাদের অবশ্যই নির্ভীকভাবে কথা বলার বিষয়ে যুক্তি আছে; কারণ তারা এক উত্তম পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছেন এবং তারা এমন একজনের পক্ষে কথা বলছেন তিনি শেষ কালে তাদের পক্ষে কথা বলবেন। গ্রেশান বা হেলেনীয় যিহূদীরা তাঁর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিল, কারণ তিনি তাদের একজন ছিলেন এবং তারা তাঁকে একটি বিতর্কে জড়ালো, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি তাদের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিলেন এবং তিনি এই বিতর্কে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, যেভাবে তিনি দামেস্কের যিহূদীদেরকে প্রতিহত করেছিলেন। কোন একজন সাক্ষ্যমর বলেছেন, আমি খ্রীষ্টের পক্ষে কথা বলতে না পারলেও খ্রীষ্টের জন্য মরতে পারব। কিন্তু পৌল দু'টোই করেছিলেন। আর এখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পৌলকে এই সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে শক্তিশালী করেছেন। যে প্রকৃতিগত দ্রুততা এবং আত্মার দৃঢ়তার কারণে তিনি যখন অজ্ঞ এবং অন্ধ ছিলেন সে সময় খ্রীষ্টীয়

বিশ্বাসের বিরোধী ছিলেন এবং এর প্রতি নির্যাতনাকারী ছিলেন, সেই একই বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ হয়ে সেই একই বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে তাঁর একজন রক্ষাকারী হিসেবে পরিণত হয়েছেন।

(৩) এর ফলে তিনি তাঁর জীবনকে বড় এক ঝুঁকির মুখে দাঁড় করালেন, যা থেকে তিনি খুব সহজে পালাতে পারবেন না: গ্রেশিয়ানরা যখন দেখতে পেল যে, তারা তর্ক বিতর্ক করে পৌলের সাথে সুবিধা করতে পারছে না, তখন তারা তাঁকে অন্য উপায়ে চুপ করাতে চাইল; তারা তাঁকে হত্যা করতে চাইল, যেভাবে তারা স্তিফানকে হত্যা করেছিল, যখন তারা তিনি যে আত্মার আবেশে কথা বলছিলেন তাঁকে দমাতে পারছিল না, প্রেরিত ৬:১০। শেষ পর্যন্ত তর্ক করতে করতে অত্যাচারের পথ বেছে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের যুক্তি ছিল অন্যায্য। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও তিনি জানতে পারলেন এবং এই নির্ভীক যুবককে বাঁচানোর জন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল (পদ ৩০): যখন ভাইয়েরা জানতে পারলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কী ধরনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তখন তারা তাঁকে কৈসরিয়াতে নিয়ে গেলেন। তারা মনে করেছিলেন যে, কীভাবে স্তিফানকে এই কারণে মরতে হয়েছিল, যখন তারা হেলেনীয় যিহূদী বা গ্রীকদের সাথে তর্ক করছিলেন। তাই তারা এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন যে, পৌলের ক্ষেত্রেও আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে এবং এতে করে পৌলও তাদের মাঝ থেকে অকালে হারিয়ে যাবেন। তিনি এখন পালিয়ে গেলে পরবর্তীতে আবারও এই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারবেন। তিনি যিরূশালেম থেকে পালিয়ে গেলেও তিনি তার্ষে নিশ্চয়ই পরিচর্যা কাজ করতে পারবেন, যা তাঁর জন্মভূমি, আর এই কারণে তারা চেয়েছিলেন যেন তিনি যে কোন মূল্যে যিরূশালেমে এই মুহূর্তে না থাকেন এবং তাঁর প্রাণ বাঁচান, যা তিনি আমাদেরকে নিজেই বলেছেন (প্রেরিত ২২:১৭, ১৮), যে, খ্রীষ্ট সে সময় তার সামনে এসে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাঁকে দ্রুত যিরূশালেম থেকে বের হয়ে যেতে বলেছিলেন, যাতে করে তিনি অযিহূদীদের কাছে প্রচার করতে পারেন, পদ ১৫। যাদেরকে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর কাজ করাতে চান, তাদেরকে তিনি সকল প্রকার শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত রাখেন। খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহনকারীরা তাদের সাক্ষ্য প্রদান শেষ না করে কখনই মৃত্যুবরণ করতে পারেন না।

গ. এখন মণ্ডলীতে এক স্বস্তিজনক স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল (পদ ৩১): সে সময় মণ্ডলী বিশ্রাম নিচ্ছিল। সে সময়, যখন শৌল মন পরিবর্তন করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হলেন, এমনটাই অনেকে মনে করেন; যখন সকল নির্যাতনকারী তাদের কাজ স্থগিত করেছিল, যারা খ্রীষ্টানদেরকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিত তারা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল। কিংবা, যখন তিনি যিরূশালেম থেকে চলে গিয়েছিলেন, সে সময় গ্রীক যিহূদীদের হামলার ভয় একেবারেই কমে গিয়েছিল এবং তারা এখন অন্যান্য সুসমাচার প্রচারকদেরকে পৌলের মত করে যিরূশালেমের বাইরে প্রচার করতে পাঠাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. মণ্ডলী বিশ্রাম নিচ্ছিল। ঝড়ের পরে শান্ত অবস্থা ফিরে আসে। যদিও আমাদেরকে সবসময় ঝঞ্ঝামুখর সময় পার করার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকা উচিত, তথাপি এই ঝড় ঝঞ্ঝা সবসময় থাকবে না। এই সময় তাদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা দম

নিতে সুযোগ পান এবং পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যে মণ্ডলীগুলো ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল তার বেশির ভাগেরই অবস্থান ছিল যিহূদিয়া, গালীল এবং শমরীয়ায়, তা পবিত্র ভূমির সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সেখানেই প্রথম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, যেখানে খ্রীষ্ট নিজে এর ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

২. তারা তাদের এই অবসর সময়টিকে ভালভাবে কাজে লাগালেন। তারা এই ঝুঁকিহীন দিনগুলোতে আরামে আয়েশে না কাটিয়ে বরং দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন এবং তারা এই শান্ত সমাহিত সময়কে কাজে লাগালেন।

(১) তারা নিজেদেরকে পবিত্র করলেন, তারা তাদের বিশ্বাসে আরও দৃঢ়ভাবে গঠিত হলেন; আরও মুক্তভাবে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে তারা অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ লাভ ও উপভোগ করতে লাগলেন।

(২) তারা প্রভুতে নির্ভয়ে চলতে লাগলেন– তারা আরও বেশি করে স্বর্গীয় কথোপকথনে সময় দিতে লাগলেন। যারা এই ধরনের জীবন-যাপন করছিলেন, তাদের সাথে যারা যারা কথা বলবেন তারা যে কেউ এ কথা স্বীকার করবেন যে, এই লোকদের ভেতরে ঈশ্বরের উপস্থিতি রয়েছে।

(৩) তারা পবিত্র আত্মার সান্ত্বনা লাভ করে পথ চলছিলেন– তারা শুধুই বিশ্বস্ত ছিলেন না, বরং সেই সাথে তারা ছিলেন ধর্ম পালনে আনন্দিত; তারা সবসময় প্রভুর পথে স্থির ছিলেন, যা ছিল তাদের প্রাণের প্রধান আনন্দ। তারা পবিত্র আত্মার আনন্দে নিজেদেও কাজ স্থির করেছিলেন এবং আর তারা সেভাবেই জীবন ধারণ করছিলেন। সে সময় তারা যন্ত্রণার ও কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন না, বরং তারা বিশ্রাম নিয়ে সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাদের সাথে ছিল এই পৃথিবীর সমস্ত সান্ত্বনা, যখন তারা এই আনন্দ সবচেয়ে ভালভাবে এবং পূর্ণভাবে উপভোগ করছিলেন, তারা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে নিজেদেরকে তৃপ্ত করছিলেন। লক্ষ্য করুন, এখানে দু'টো বিষয়ের সংযোগ রয়েছে: যখন তারা প্রভুর সাথে আনন্দের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন, সে সময় তারা পবিত্র আত্মার সাথেও নির্ভয়ে পথ চলছিলেন। যারা আনন্দের সাথে পথ চলতে চান, তাদেরকে পবিত্র আত্মার পূর্ণ জীবন ধারণ করতে হবে।

৩. ঈশ্বর তাদেরকে অনুগ্রহ দান করলেন এবং তারা সকলে সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করলেন: তারা সংখ্যায় বহু গুণে বৃদ্ধি লাভ করলেন। অনেক সময় মণ্ডলী বহু গুণে বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে যখন তা আরও বেশি পীড়িত হয় এবং নির্যাতিত হয়, বিশেষ করে যখন ইস্রায়েল জাতি মিসরে অবস্থান করছিল সেই সময়ের মত; তথাপি যদি সবসময় তাই হত, তাহলে প্রধান প্রধান সাধু ব্যক্তিরা তাদের মহৎ কাজ সম্পন্ন করার আগেই ঝরে যেতেন। অন্যান্য সময়ে এর বাকি অংশ বৃদ্ধি লাভ করেছে, যেভাবে পরিচর্যাকারীরা সুযোগ পেয়েছেন সেভাবে তারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি সাধন করেছেন এবং তারা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যারা প্রথমে কষ্ট ভোগ করার ব্যাপারে ভীত ছিলেন। কিংবা সে সময়, যখন তারা ঈশ্বরের প্রতি ভয় রেখে এবং তাঁর সান্ত্বনার অধীনে থেকে পথ চলেছেন, তখন তারা বৃদ্ধি লাভ

করেছেন। এভাবেই যারা পবিত্র বাক্যের দ্বারা বিজিত হন, তারা সুসমাচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এর অধীনে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন।

প্রেরিত ৯:৩২-৩৫ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. ছড়িয়ে পড়া প্রচারকদের দ্বারা যে সমস্ত মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল সেই সব মণ্ডলীতে পৌল দেখা করেন, পদ ৩২।

১. তিনি সকল বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখা দেন। একজন প্রেরিত হিসেবে তিনি কখনোই কোন একক মণ্ডলীর সার্বক্ষণিক পালক হিসেবে নিযুক্ত থাকেন নি, বরং তিনি বহু মণ্ডলীতে সবসময় ঘুরে ঘুরে খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং পরিচর্যা করেছেন, কারণ তিনি সেই সমস্ত মণ্ডলীর পালকদের শিক্ষা ও মতবাদকে যাচাই করতে চেয়েছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন যেন যারা বিশ্বাস করেছে তাদের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হয় এবং তিনি সেখানকার পরিচর্যাকারীদেরকে অভিষেক দান করতে পারেন। তিনি ***dia panton***– তাদের সকলের কাছে গেলেন, যারা যিহূদিয়া, গালীলী এবং শমরীয়ার বিভিন্ন মণ্ডলীগুলোতে পরিচর্যা দান করতেন, যে মণ্ডলীগুলোর কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জানতে পেরেছি। তিনি তাঁর প্রভুর মতই সবসময় ভ্রমণশীল ছিলেন এবং তিনি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে মঙ্গল সাধন করে বেড়াতেন; কিন্তু তথাপি তাঁর প্রধান কার্যালয় ছিল যিরূশালেম, কারণ সেখানেই আমরা তাঁকে বন্দী হতে দেখি, প্রেরিত ১২:২। তিনি লূদ্দা অঞ্চলের ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের কাছে এলেন। এখানে আমাদের মনে হতে পারে যে, এই সেই লোদ, বিন্যামীন বংশের একটি শহর, যার কথা ১ বংশাবলি ৮:১২ এবং উযা ২:৩ পদে রয়েছে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরভক্ত বলা হচ্ছে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে শুধু নয়, যেমন পিতর এবং পৌলকে বলা হত, বরং প্রত্যেক যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যেক আন্তরিক বিশ্বাসীকেই বলা হচ্ছে। এরাই হচ্ছেন পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি, গীতসংহিতা ১৬:৩।

খ. পিতর ঐনিয়কে যেভাবে সুস্থতা দান করলেন। ঐনিয় এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি আট বছর যাবৎ শয্যাশায়ী ছিলেন, পদ ৩৩।

১. তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক: তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগী, বোবা পক্ষাঘাত কিংবা মৃত পক্ষাঘাত বলা হয় একে। এই রোগ ছিল মারাত্মক, কারণ তাকে সবসময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হত; আর তার ক্ষেত্রে তা ছিল চরম আকারে, কারণ তিনি আট বছর যাবৎ এই রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন; এবং আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে, তিনি নিজে এবং অন্য সকলে তার সুস্থ হওয়ার ব্যাপারে একেবারেই হতাশ ছিলেন এবং তারা এই সিদ্ধান্তে সকলেই পৌঁছেছিলেন যে, তিনি কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই শয্যাশায়ী থাকবেন। খ্রীষ্ট এমন কিছু রোগীকে নির্বাচন করে রাখেন, যাদের রোগ প্রকৃতিগত ভাবেই নিরাময়ের অযোগ্য, কারণ তিনি দেখাতে চান যে, তিনি তাদের অনুগ্রহ দান না করলে তারা নিজেরা কতটা অসহায়। যখন আমরা এই হতভাগ্য লোকটির মত শক্তিহীন থাকি, সে

সময় তিনি তার বাক্য প্রেরণ করেন আমাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য এবং আমাদেরকে সুস্থ করার জন্য।

২. তার এই সুস্থতা দান ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং লক্ষ্যণীয়, পদ ৩৪।

(১) পিতর এই কাজের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টকে সংযুক্ত করেছিলেন এবং ঐনিয়কে সুস্থ করার জন্য খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করে তাঁর সাহায্য কামনা করেছিলেনঃ ঐনিয়, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করে তুলবেন। পিতর এমনটি কোনভাবেই বোঝান নি যে, তিনি নিজে এই সুস্থতা দানের কাজ করছেন, বা তিনি নিজের শক্তি দিয়ে এই কাজ করছেন, বরং তিনি ঘোষণা করলেন যে, এই কাজ হচ্ছে খ্রীষ্টের এবং তিনি এর পেছনে সমস্ত অবদান রেখেছেন। তিনি খ্রীষ্টকে তাৎক্ষণিক সুস্থতা লাভের জন্য একমাত্র উপায় হিসেবে স্বীকার করলেন– তিনি একথা বলেন নি যে, "তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন," বরং তিনি বলেছিলেন, "তিনিই তোমাকে সুস্থ করেন এবং পূর্ণতা দেন"। তিনি এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তাকে সুস্থ করবেন, বরং তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে অতঃপর তাকে সুস্থ হিসেবে ঘোষণা করবেন।

(২) তিনি তাকে উঠে বসতে আদেশ দিলেনঃ "উঠ এবং নিজের বিছানা গোছাও, যাতে করে আমরা সকলে দেখতে পাই যে, তুমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছ।" কেউই এমন কোন কথা না বলুক যে, খ্রীষ্টের কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করে আমরা এই সকল কাজ করে থাকি, বরং খ্রীষ্ট নিজেই আমাদের প্রার্থনা শুনেন এবং তিনিই সকল সুস্থতা দান করেন। তিনি তাঁর ক্ষমতা আমাদের ভেতরে সঞ্চার করে আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা দান করেন। আর এখানে পিতর তাই বলছেনঃ "উঠ, তোমার বিছানা গোছাও, কারণ এই বিছানা আর রোগ শয্যা থাকবে না, বরং তা হবে বিশ্রামের বিছানা।"

(৩) এই কথার মধ্য দিয়ে ঐনিয়ের ভেতরে শক্তি প্রবেশ করলোঃ তিনি তখনিই উঠে বসলেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি তার নিজের বিছানা গোছাতে লাগলেন।

গ. এই ঘটনার মঙ্গলজনক প্রভাব বহু মানুষের উপরে পড়ল (পদ ৩৫): যারা যারা লূদ্দা এবং শারোণে বাস করতো তারা সকলে তাকে দেখতে এলো এবং প্রভুর দিকে ফিরল। আমরা নিশ্চয়ই এমনটা চিন্তা করতে পারি যে, সেই দেশের প্রত্যেকটি মানুষ এই অবিস্মরণীয় আশ্চর্য কাজের কথা শুনতে পেয়েছিল এবং তারা সকলে তা চাক্ষুষ দেখতে এসেছিল। কিন্তু লূদ্দা শহর এবং শারোণ প্রদেশের সাধারণ মানুষেরা দলে দলে এই মহা আশ্চর্য কাজের বিবরণ শোনার জন্য আসতে লাগল। এই শারোণ হচ্ছে সেই স্থান, যাকে বলা হয়েছে সুজলা সুফলা সমভূমি বা উপত্যকা, যার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, শারোণ মেষপালে পরিপূর্ণ হবে, যিশাইয় ৬৫:১০।

১. তারা সকলে আশ্চর্য কাজের সত্যে খোঁজ করতে লাগল, তবে তারা তা উপেক্ষা করলো না, বরং তারা বিশ্বাস নিয়ে সেই সুস্থ হওয়া লোকটিকে দেখতে লাগল এবং তারা সকলে দেখতে লাগল যে, যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে কত না আশ্চর্যজনক সুস্থতা সাধিত হয়েছে এবং

এই আশ্চর্য সুস্থতা দানের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টের শিক্ষাকে প্রকাশ করা এবং তার সুসমাচারকে সারা পৃথিবীয় ছড়িয়ে দেওয়া।

২. তারা সকলে খ্রীষ্টান শিক্ষা ও মতবাদের এই বিশ্বসনীয় প্রমাণ এবং সাক্ষ্যের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করলো এবং তারা সকলে প্রভুর দিকে ফিরল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে ফিরল। তারা যিহূদী ধর্ম থেকে খ্রীষ্টান ধর্মে পদার্পণ করলো; তারা যীশু খ্রীষ্টের মতবাদকে গ্রহণ করলো এবং তাঁর বিধি বিধানের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করলো, আর তারা তাঁর নিয়মের নিজেদেরকে আবদ্ধ করলো এবং তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করলো এবং তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেল।

প্রেরিত ৯:৩৬-৪৩

এখানে আমরা পিতর কর্তৃক আরেকটি আশ্চর্য কাজ সংঘটিত হতে দেখি, যাতে করে সুসমাচারের সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান করা যায় এবং যা আগের আশ্চর্য কাজটির চেয়েও আরও বেশি মহিমান্বিত ও গৌরবময় ছিল– টাবিথার মৃত্যু থেকে জীবন লাভ, যিনি মাত্র কিছু সময় আগেই মারা গিয়েছিলেন। এখানে আমরা দেখি:

ক. টাবিথার জীবন, মৃত্যু এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা, যার উপরে এই আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছিল, পদ ৩৬, ৩৭।

১. তিনি বাস করতেন যাফা শহরে, এটি দান বংশীয় একটি বন্দর নগরী, যেখানে যোনা জাহাজে উঠেছিলেন তর্শীশে যাওয়ার জন্য, এই স্থানের বর্তমান নাম জাফো।

২. তার নাম ছিল টাবিথা, এটি একটি হিব্রু নাম, এর গ্রীক প্রতিরূপ হচ্ছে দর্কা, তা একাধারে ঘুঘু, কবুতর, কিংবা হরিণ বোঝাতে পারে, তবে মূল অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক প্রাণী। নপ্তালিকে বাঁধন ছাড়া হরিণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা সুমধুর কথা বলে; এবং এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, সে প্রেমিকা হরিণী ও কমনীয়া মৃগী সদৃশ, যে স্ত্রীর স্বামী দয়ালু এবং স্নেহশীল, হিতোপদেশ ৫:১৯।

৩. তিনি ছিলেন একজন শিষ্য, তিনি যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন; শুধু তাই নয়, তিনি অনেক দান কার্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে, তার উত্তম উত্তম কাজের মধ্য দিয়ে তার বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, আর তিনি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি প্রচুর পরিমাণে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানে গিয়েই তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হতেন। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন, যিশাইয় ৩২:৮। তার হাত সবসময় ভাল কাজে পূর্ণ থাকত; তিনি ভাল কাজের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন এবং তিনি কখনোই অলস হয়ে বসে থাকতেন না, তিনি সবসময়ই ভাল কাজ করতেন (তীত ৩:৮), যাতে করে সবসময় নিজেকে সত্যে এবং পবিত্রতায় স্থির রাখা যায়। তিনি ছিলেন যেন উত্তম ফলে পূর্ণ এক বৃক্ষের মত। অনেকে ভাল ভাল কথায় নিজেদেরকে আবৃত করেন, যদের কাজের বেলায় কোন কাজ দেখা যায় না; কিন্তু টাবিথা সবসময়ই

মঙ্গল সাধন করে বেড়াতেন এবং তিনি সবসময় ভাল কাজ করার জন্য খোঁজ করতেন, তিনি এক মহা কার্য সাধনকারী ছিলেন, তিনি কখনেই বেশি কথা বলতেন না: *Non magna loquimur, sed vivimus*- আমরা বড় বড় বিষয় নিয়ে কথা বলি না, কিন্তু আমরা বড় বড় কাজ করি। অন্যান্য ভাল কাজের মধ্যে তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন, তিনি শুধু যে দয়া দেখাতেন তাই নয়, কারণ তা হচ্ছে বিশ্বাসের ফল, কিন্তু তিনি সেবা ও দান করায় সরব ছিলেন, যা তার প্রতিবেশীদের প্রতি তার ভালবাসা এবং এই পৃথিবীর মানুষের প্রতি এক পবিত্র দায়িত্ববোধ থেকে উৎসারিত হতো। লক্ষ্য করুন, তাকে তার দান দেওয়া জন্যই প্রশংসা করা হয় নি, বরং তার ব্যাপক দান কার্যের জন্যও প্রশংসা করা হয়েছে। যাদের দান করার মত তেমন ধন সম্পত্তি নেই, তারা দান কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন, কারণ তারা দান পৌঁছে দেওয়ার এবং বিতরণ করার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তাদের হাত দিয়ে এবং পা দিয়ে তারা সাহায্য করতে পারেন, যার মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষের উপকার হবে। আর যারা কোন দান কার্য করতে অপারগ, তাতে করে তারা যে অজুহাতই দেখাক না কেন, তাদের ধন সম্পত্তি বা সামর্থ্য তাদের জন্য কোন অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসবে না। তিনি দান কার্যে সক্রিয় ছিলেন, ***hon epoiei***– যা তিনি সাধন করেছেন; এখানে তার কৃত কাজের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ যখনই তিনি তার হাতকে কোন দানের কাজ করার জন্য উপযুক্ত হিসেবে দেখেছেন তখনই তিনি সেই কাজে তার হাত লাগিয়েছেন এবং সেই কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে দান কার্য, এগুলো সেই সমস্ত কাজ নয় যা তিনি শুরু করেছিলেন, বরং সেই সমস্ত কাজ, যা তিনি শেষ করার জন্য লক্ষ্য স্থির করেছিলেন এবং শেষ করেছিলেন, ২ করিন্থীয় ৮:১১; ৯:৭। এটিই একজন শিষ্যের জীবন ও চরিত্র হওয়া উচিত; এবং খ্রীষ্টের সকল শিষ্যকে এমনই জীবন যাপনে ব্রতী হওয়া উচিত; কারণ আমরা যদি এভাবে আরও ফল আনি, তাহলে আমরা আরও ভালভাবে তাঁর শিষ্য হতে পারব, যোহন ১৫:৮।

৪. তিনি যখন সকলের উপকারার্থে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন, সে সময় তাকে নিয়ে যাওয়া হল (পদ ৩৭): সেই সময়ে তিনি এক দিন অসুস্থবোধ করলেন এবং মারা গেলেন। এমনটা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, যারা নিজেদেরকে দরিদ্র মনে করে, তারা কখনো অসুস্থ হবে না তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে রোগ শয্যায় শক্তিশালী রাখবেন, অন্ততপক্ষে তিনি তাদেরকে আত্মায় শক্তিশালী রাখবেন এবং এভাবেই তারা তাদের অসুস্থতার শয্যা সহজ মনে করবে এবং সেখানে তারা কম পীড়া ভোগ করবে, গীতসংহিতা ৪১:১, ৩। তারা এমনটা আশা করতে পারে না যে, তারা কখনো মরবে না (দয়ালু মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, দয়ালু নারীদেরকেও, যার প্রমাণ টাবিথা), কিন্তু তারা এমনটা আশা করতে পারে যে, সেদিন প্রভু তাদেরকে দয়া দেখাবেন, ২ তীমথিয় ১:১৮।

৫. তার বন্ধুরা এবং তার প্রতিবেশীরা তাকে তখনই কবর দিল না, কারণ তারা এই আশা করছিল যে, পিতর আসবেন এবং তাকে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলবেন; কিন্তু তারা তার মৃত দেহ গোসল করিয়ে দিয়েছিল, প্রথা অনুসারে তারা উষ্ণ জল দিয়ে তার দেহ

ধুইয়ে দিয়েছিল, এতে করে যদি তার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ জীবনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, আস্তে আস্তে তা আবার ফিরে আসবে, আর এতেও যদি কোন লাভ না হয়, তাহলে তারা ধরে নেবেন যে, তিনি সত্যিই মারা গেছেন। তারা তার জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচলিত সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন লাভ হল না। *Conclamatum est*– শেষ কান্না সকলে কাঁদল। তারা তাকে কাফনের কাপড় পরিয়ে উপরের ঘরে রেখে দিল, ড. লাইটফুট মনে করেন যে, এই ঘরটি সম্ভবত কোন জমায়েত হওয়ার স্থান ছিল, যা সেই শহরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা একত্রে সমবেত হওয়ার জন্য ব্যবহার করতেন। আর তারা দেহটি সেই স্থানে রেখে দিলেন, যাতে করে পিতর যদি আসনে, তাহলে তিনি যেন তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন তুলতে পারেন এবং সেই স্থানটি হয়তো এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।

খ. তার খ্রীষ্টান বন্ধুরা পিতরের কাছে এই সংবাদ প্রেরণ করলেন যেন তিনি দ্রুত আসেন, তবে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য নয়, বরং যদি সম্ভব হয় তিনি যেন তা ঠেকাতে পারেন সেই কারণে, পদ ৩৮। লূদ্দা, যেখানে পিতর সেই মুহূর্তে অবস্থান করছিলেন, তা জোপ্পার বেশ কাছেই ছিল এবং শিষ্যরা শুনতে পেয়েছিলেন যে, পিতর সেখানেই আছেন এবং তিনি ঐনিয়কে পক্ষাঘাতগ্রস্থ অবস্থা থেকে রোগ শয্যায় সুস্থ করে তুলেছেন; আর সেই কারণে তারা দুই জন মানুষকে তাঁর কাছে প্রেরণ করলো, যাতে করে তারা এই বার্তাকে আরও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এবং গুরুত্ববহ করে তুলতে পারেন। তারা চাইছিলেন যে, তিনি যেন তাদের কাছে আসতে দেরী না করেন; তারা তাকে মূল উদ্দেশ্য বলেন নি, যাতে করে তিনি আবার এই মহান দায়িত্বের কথা শুনে পিছিয়ে না পড়েন এবং আসতে অস্বীকৃতি জানান। তাদের বন্ধু মারা গিয়েছিলেন এবং একজন চিকিৎসককে পাঠানোর মত সময় আর ছিল না, অনেক দেরি হয় গিয়েছিল, কিন্তু পিতরকে পাঠানো জন্য এখনও সময় আছে, তেমন দেরি হয় নি। *Post mortem medicus*– মৃত্যুর পর চিকিৎসকের আগমন একেবারেই অবাস্তব বিষয়, কিন্তু *Post mortem apostolus*– মৃত্যুর পর প্রেরিতের আগমন অবাস্তব নয়।

গ. যখন তিনি তাদের কাছে এলেন তখন তিনি সেই উদ্ধারকারীদেরকে যেভাবে দেখলেন (পদ ৩০): পিতর উঠলেন এবং তাদের সাথে গেলেন। যদিও তারা তাঁকে বললেন না যে, তারা কি চান, তথাপি তিনি তাদের সাথে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাদেরকে কোন ভাল উদ্দেশ্যেই তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে। কোন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীই যেন সব ক্ষেত্রে সকলকে সন্দেহের চোখে না দেখেন, অন্ততপক্ষে তাদের যে ধরনের সামর্থ্য আছে সে অনুসারে যেন তারা নিজেদেরকে উত্তম শিষ্য ও পরিচর্যাকারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন, ১ করিন্থীয় ৯:১৯। তিনি দেখতে পেলেন সেই মৃতদেহ উপরের কক্ষে শোয়ানো রয়েছে এবং সেখানে বিধবারা লাশটির পাশে বসে রয়েছে, সম্ভবত মণ্ডলীতে এই সমস্ত দরিদ্র বিধবারা সহভাগিতা দান করতেন: সেখানে তারা যা করছিল তা হচ্ছে:-

১. তারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করছিলেন– এটি ছিল অতি উত্তম একটি কাজ, বিশেষ করে

যখন সত্যিকার অর্থে তার প্রশংসা করা হয় এবং তার উত্তম দিকগুলোর বিষয়ে বলা হয়, কোন প্রকার তোষামোদী ছাড়া, তখন তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক একটি বিষয় হয়; কিন্তু তা করতে হবে পুরোপুরি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য এবং কোন প্রকার অতিরিক্ত বাহুল্য না করে। টাবিথার যে প্রশংসাসূচক কথা বলা হচ্ছিল তার মধ্য দিয়ে তার কাজের প্রশংসা করা হচ্ছিল এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করা হচ্ছিল। এখানে তার স্মরণে কোন কবিতা আবৃত্তি করা হচ্ছিল না কিংবা কোন ধরনের শোক গাঁথা পাঠ করা হচ্ছিল না, বরং এই বিধবারা সেই সকল জামা এবং কোর্তা দেখাচ্ছিল যা তিনি তাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং তারা সেই সময়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন, যখন তিনি তাদের সাথে ছিলেন। এটি ছিল আউবের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ, যখন তিনি বেঁচে ছিলেন, সে সময় দরিদ্ররা তার জন্য আশীর্বাদ করেছিল, কারণ তার মেষের চামড়া ও লোম থেকে তৈরি পোশাকে তারা উষ্ণতা পেয়েছিল, ইয়োব ৩১:২০। আর এখানে এই সমস্ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা উৎসর্গ করা হচ্ছে টাবিথাকে, যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তখন সেই বিধবাদের পোশাকের জন্য তারা তার প্রশংসা করতে লাগলেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন, কারণ তিনিই বি-ধবাদেরকে এই সমস্ত পোশাক বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিশ্চয়ই তাদের প্রশংসাই সবচেয়ে বেশি করা উচিত, যারা প্রশংসা পাওয়ার মত কাজ করে, কিন্তু এর জন্য দাবী তোলে না। যে ব্যক্তির পোশাক আছে, তার চাইতে বরং যার নেই তাকে দান করা আরও বেশি প্রশংসাসূচক কাজ, আর যারা এভাবে সাহায্য লাভ করে, তারা তাদের উপকারীর জন্য দিন রাত অবিশ্রান্তভাবে প্রার্থনা করবে, কিন্তু যার আছে তাকে আরও দিলেও সে কখনোই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করবে না এবং সেই দানের কথা মনেও রাখবে না (উপদেশক ৭:২১); এবং এটিই সেই বিষয়, যেখানে সকল জ্ঞানী এবং উত্তম ব্যক্তিকে নজর দিতে হবে, যাতে করে আরও মহান উত্তম কাজ সাধন করা যায় এবং তা প্রকৃত দানের কাজ হিসেবে পরিণত হয়। লক্ষ্য করুন:

(১) যেদিকে টাবিথা তার দানের কাজকে চালিত করলেন। নিঃসন্দেহে তার দানের কাজের আরও অনেক নিদর্শন ছিল, যা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু অনেক কিছুই ছিল যা তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি; তিনি দরিদ্রদের জন্য সম্ভবত নিজের হাতে অনেক ধরনের পোশাক তৈরি করে দিতেন। তিনি দরিদ্র বিধবাদের জন্য কোর্তা এবং পোশাক তৈরি করে দিতেন, যারা সম্ভবত তাদের নিজেদের শ্রম দিয়ে তাদের নিজেদের রুটি রুজি জোগাড় করতো, কিন্তু তাদের পোশাক কেনার মত যথেষ্ট অর্থ থাকত না। আর এটি হচ্ছে দানের অতীব চমৎকার একটি দিক, যদি তুমি কাউকে উলঙ্গ দেখ, তাহলে তাকে পোশাক পরিয়ে দাও (যিশাইয় ৫৮:৭) এবং কোন ধরনের চিন্তা না করেই বল, উষ্ণ হও, যাকোব ২:১৫, ১৬।

(২) দরিদ্র ব্যক্তিরা তার দয়ার ব্যাপারে কতটা কৃতজ্ঞ ছিল: তারা তাদের কোর্তাগুলো দেখাল, তারা এই পোশাকগুলো দেখিয়ে তারা যে তার কাছে এর জন্য ঋণী তা প্রকাশ করতে লজ্জিত হল না। তারা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর অকৃতজ্ঞ, যারা তাদের প্রতি যে দয়া ও দান প্রকাশ করা হয়েছে তা সকলের সামনে উপস্থাপন করে না, কিন্তু তাদের অবশ্যই উচিত

তাদের প্রতি যে দয়া দেখানো হয়েছে তা সকলের সামনে প্রকাশ করা, যা এখন সেই বিধবা করেছে। যারা দান গ্রহণ করে, তাদেরকে মোটেও তা লুকিয়ে রাখা উচিত নয়, বরং সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাদের উচিত তা প্রকাশ করা, যেমনটা এখানে এই বিধবারা করেছে।

২. তারা সেখানে তার প্রস্থানের কারণে শোক ও বিলাপ করছিল: সেই বিধবারা পিতরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। যখন কোন দয়ালু ব্যক্তিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সকলেই হৃদয় খুলে দিয়ে তার জন্য শোক করে, বিশেষ করে যাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়া করা হয়েছে। তার জন্য তাদের কাঁদার প্রয়োজন নেই, তাঁকে আসন্ন সমস্ত মন্দতা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, তিনি এখন তার সমস্ত পরিশ্রমের কাজ থেকে বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং তার কাজ এখনও তার প্রশংসা করছে, যারা তার দয়ার দান গ্রহণ করেছিল তারা তার অভাব অনুভব করছে। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য কাঁদছে, কারণ খুব দ্রুত তারা এ ধরনের একজন দয়ালু স্ত্রীলোকর অভাব অনুভব করবে, অথচ এমন দয়ালু আর কেউ সেই শহরে নেই। লক্ষ্য করুন, তারা লক্ষ্য করেছিল যে, কোন কোন উত্তম কাজ দর্কা করেছিলেন, যখন তিনি তাদের সাথে ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি চলে যাওয়াতে তারা শোক প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না। যারা দয়ালু, তারা শীঘ্রই খুঁজে বের করবে যে, দরিদ্ররা সবসময়ই তার সাথে আছে; কিন্তু এটা খুবই ভাল হবে যদি দরিদ্ররা এটি বুঝতে পারে যে, যিনি দয়ালু তিনি সবসময় তাদের সাথে আছেন। তাদেরকে অবশ্যই সেই সমস্ত আলো ব্যবহার করতে হবে, যা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, কারণ তা আমাদের কাছে সবসময় থাকবে না; আর যখন তা চলে যাবে তখন আমরা চিন্তা করবো এই আলো যখন আমাদের সাথে ছিল তখন আমরা তা দিয়ে কী করেছি। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে যে, বিধবারা পিতরের আগে কেঁদেছিল, যাতে করে তারা তাঁকেও আর্দ্র করে কাঁদাতে পারে এবং এতে করে তিনি যেন কিছু করেন, তিনি যেন তাদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন এবং তাদের জন্য তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। যখন দয়ালু ব্যক্তিরা মারা যান, তখন তাদেরকে জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই, বরং তারা যখন অসুস্থ হন, তখন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাদের সুস্থতার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা উচিত, যাতে করে এই মৃত্যু যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তাহলে যারা মৃতপ্রায় তারা জীবন পাক এবং যারা অসুস্থ তারা সুস্থ হোক।

ঘ. যে প্রক্রিয়ায় তিনি মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন।

১. নিভৃতে: তাকে উপরের কক্ষে শায়িত করা হয়েছিল, যে কক্ষটি সাধারণত জনসমাবেশের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, তার মৃত দেহকে ঘিরে ব্যাপক হইচই চলছিল, কারণ তারা আশা করছিল যে, পিতর তাকে বাঁচিয়ে তুলবেন; কিন্তু পিতর তাদের সকলকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, বিশেষ করে সকল কাঁদতে থাকা বিধবাদেরকে তিনি বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, তবে পরিবারের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সদস্যদের তিনি ভেতরে থাকার অনুমতি দিলেন, কিংবা হতে পারে তারা ছিলেন মণ্ডলীর উর্ধ্বতন কেউ, যাতে করে তারা তাঁর সাথে প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন; যেমন খ্রীষ্ট করেছিলেন, মথি ৯:২৫। এভাবেই পিতর সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন ও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা দেখতে

অসাড় এবং বাড়ম্বর মনে হয়েছিল। তিনি তার সবই দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তার আত্মা আরও বেশি স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে পারে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারে, যাতে করে এই শব্দ এবং হইচই তাঁর মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটায়।

২. প্রার্থনার মধ্য দিয়েঃ ঐনিয়কে সুস্থতা দান করার সময়ে পরোক্ষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন পিতর, কিন্তু এই বৃহৎ কাজে তিনি নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং যথাযথভাবে গাম্ভীর্য্যের সাথে নিজেকে প্রার্থনায় রত করলেন, যেমনটা খ্রীষ্ট লাসারকে সুস্থ করার সময় করেছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টের প্রার্থনা ছিল একজন পুত্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে, যিনি তার ইচ্ছা অনুসারে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করেন; পিতর এখানে নিজেকে সমর্পণ করছেন একজন দাস হিসেবে, যিনি নির্দেশনার অধীনে চলেন এবং সেই কারণে তিনি হাঁটু গাড়লেন এবং প্রার্থনা করলেন।

৩. বাক্যের মধ্য দিয়ে, একটি দ্রুততা সম্পন্ন বাক্য, একটি জীবনদায়ী বাক্য, যা আত্মায় জীবন ফিরিয়ে আনেঃ তিনি সেই মরদেহের দিকে ফিরলেন; এর অর্থ হচ্ছে, তিনি যখন প্রার্থনা করেছিলেন তখন তিনি এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যেন তার প্রার্থনার মধ্যে সাহসের অভাব না ঘটে, আর এখানে তিনি আমাদেরকে অব্রাহামের কার্যপ্রণালী শিক্ষা দিচ্ছেন, যেন আমরা বাধা বিপত্তি পার হওয়ার জন্য প্রার্থনা করার সময় সামনে কী বাধা আছে সে দিকে না তাকাই, বরং যেন আমরা সে দিকে না তাকিয়ে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রার্থনা জানাই। তাঁর সামনে যে এখন সেই মৃত দেহ রয়েছে তা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, পাছে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে দূরে সরে যান, রোমীয় ৪:১৯, ২০। কিন্তু যখন তিনি তাঁর প্রার্থনা করছিলেন, তিনি সেই দেহের দিকে ফিরলেন এবং তাঁর প্রভুর নামে বললেন, যেভাবে খ্রীষ্ট উদাহরণ রেখে গিয়েছিলেনঃ “টাবিথা, ওঠো; আবারও জীবনে প্রবেশ কর।” এই বাক্যের মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবেশ করলো এবং তিনি জীবন ফিরে পেলেন; তিনি তার চোখ খুললেন, যা মৃত্যুর কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই মৃত আত্মাদের আত্মিক জীবনে জেগে ওঠার প্রথম চিহ্ন হল মনের চোখ খুলে যাওয়া, প্রেরিত ২৬:১৮। যখন তিনি পিতরকে দেখলেন, সে সময় তিনি বসলেন এবং তিনি দেখালেন যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই প্রকৃতভাবেই জীবিত হয়েছেন; এবং (পদ ৪১) তিনি তার হাত ধরে তাকে টেনে তুললেন, এমন নয় যে, তার ভেতরে আর কোন শক্তি অবশিষ্ট ছিল না, বরং এর কারণ হচ্ছে, তিনি তাকে জীবনে ফিরে আসার জন্য স্বাগত জানালেন এবং তাকে জীবনে আগমনের জন্য সহভাগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন, যেখান থেকে তিনি ঝরে পড়েছিলেন। এবং সবশেষে তিনি বিশ্বাসীদের এবং বিধবাদেরকে ডাকলেন, যারা সকলে তার মৃত্যুর জন্য শোক ও বিলাপ করছিল এবং তাকে জীবিত করে তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, বিশেষ করে বিধবাদের কাছে, যারা তার মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি শোকাকুল হয়েছিল (পদ ৪১); তিনি তাকে তাদের কাছে এলিয়ের মত করে উপস্থাপন করলেন (১ রাজাবলি ১৭:২৩) এবং এলিয়ের মত করে উপস্থাপন করলেন (২ রাজাবলি ৪:৩৬) এবং খ্রীষ্টের মত করে উপস্থাপন করলেন (লূক ৭:১৫), যারা মৃত সন্তানকে জীবিত করে তাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোত্তম আনন্দ এবং সন্তুষ্টি হচ্ছে মৃতকে জীবন দানের আনন্দ।

৬. এই আশ্চর্য কাজের সুফল।

১. অনেকেই এই ঘটনার কারণে সুসমাচারের সত্যে বিশ্বাস করেছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে, এই সুসমাচার স্বর্গ থেকে এসেছে, মানুষ থেকে নয় এবং তারা প্রভুতে বিশ্বাস করেছিল, পদ ৪২। এই ঘটনার কথা জোপ্পা নিবাসী সকল মানুষের কানে পৌঁছে গিয়েছিল; দ্রুত সব মানুষের মুখে মুখে এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বন্দর নগরী হওয়ায় এই ঘটনার কথা মানুষের মুখ হয়ে দূরদূরান্তে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যদিও অনেকেই এই ঘটনাটিকে একেবারেই আমলে নেয় নি, তথাপি অনেকেই একে স্বর্গীয় কাজের চিহ্ন হিসেবে দেখেছিল। এটিই ছিল এই অলৌকিক কাজের উদ্দেশ্য, আর তা হচ্ছে একটি স্বর্গীয় প্রকাশকে নিশ্চিত করা।

২. পিতর কয়েকটি দিন সেই শহরে অতিবাহিত করলেন, পদ ৪৩। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সেই শহরে তার জন্য সুযোগের সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে, আর তাই তিনি বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলেন, যত দিন না তাকে অন্য কোথাও প্রেরণ করা হয় এবং অন্য কোন স্থানে এই একই কাজের জন্য পাঠানো হয়। তিনি টাবিথার গৃহে অবস্থান করেন নি, যদিও তিনি ছিলেন ধনী, পাছে এ কথা মনে হয় যে, তিনি নিজ মহিমার অন্বেষণ করছেন; বরং তিনি চর্মকার শিমোনের বাড়িতে অবস্থান করলেন, যে ছিল এক সাধারণ ব্যবসায়ী, যা পিতরের নম্রতা এবং ভদ্রতারসূচক; আর এখানে তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিলেন যে, আমরা যেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা না করি, বরং নিচু চিন্তা ভাবনা করি, রোমীয় ১২:১৬। আর যদিও পিতরকে দেখে মনে হতে পারে তিনি এই দরিদ্র চর্মকারের বাড়িতে এসে অযথা অবস্থান করছেন, তাহলে ভুল হবে, কারণ ঈশ্বর এখানেও তার জন্য একটি চমৎকার কাজ রেখেছেন, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে; কারণ যারা নিজেদেরকে নম্র করে তাদেরকে উঁচু করা হবে।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১০

প্রেরিতগণের কার্য বিবরণী পুস্তকের এই অধ্যায় আমাদেরকে এক নতুন এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্রপাত ঘটতে দেখায়; এর আগ পর্যন্ত খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা যিরূশালেমে এবং যিরূশালেমের বাইরে যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তারা শুধুমাত্র যিহূদীদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেছেন, কিংবা সেই সব গ্রীকদের কাছে প্রচার করেছেন, যারা তক্‌ছেদ করেছে এবং যিহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছে; কিন্তু এখন, "দেখ, আমরা অযিহূদীদের দিকে ফিরেছি," এবং তাদের কাছে বিশ্বাসের দরজা খুলে গেছে: পাপী অযিহূদীদের জন্য এ এক অভূতপূর্ব সংবাদ। প্রেরিত পিতরই সর্বপ্রথম তক্‌ছেদ বিহীন অযিহূদীদেরকে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন; আর আমরা দেখি কর্ণীলিয়কে, যিনি ছিলেন একজন রোমীয় শতপতি বা সেনাপতি, তিনিই সর্বপ্রথম নিজে এবং তার পরিবারকে নিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা নেন। এখন এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

ক. কীভাবে কর্ণীলিয় একটি দর্শনের মধ্য দিয়ে পিতরের কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা পেলেন এবং তিনি সেভাবেই পিতরের খোঁজে লোক পাঠালেন, পদ ১-৮।

খ. কীভাবে পিতর একটি দর্শনের মধ্য দিয়ে কর্ণীলিয়ের কাছে যাওয়ার জন্য নিদের্শনা পেলেন, যদিও তিনি একজন অযিহূদী ছিলেন এবং এতে কোন ধরনের মত দ্বৈততা না রেখে তিনি তার কাছে গেলেন, পদ ৯-২৩।

গ. কৈসরিয়া অঞ্চলে পিতর এবং কর্ণীলিয়ের মধ্যকার আনন্দপূর্ণ বৈঠক, পদ ২৪-৩৩।

ঘ. কর্ণীলিয়ের গৃহে তার এবং তার বন্ধুদের প্রতি পিতর যে প্রচার করলেন, পদ ৩৪-৪৩।

ঙ. কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদের প্রথমে পবিত্র আত্মায়, অতঃপর জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ, পদ ৪৪-৪৮।

প্রেরিত ১০:১-৮ পদ

অযিহূদীদের কাছে সুসমাচারের আগমন এবং তাদের কাছে, যারা অপরিচিত এবং বিদেশী, যারা সাধুগণের পরিচিত নয় এবং ঈশ্বরের বাসগৃহের সদস্য নয়। প্রেরিতগণ নিজেরাও অত্যন্ত চমৎকৃত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন (ইফিষীয় ৩:৩, ৬), যখন তারা এটি বুঝতে পারলেন যে, কী ধরনের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে তারা প্রবেশ করতে চলেছেন, ঈশ্বরীয় ভালবাসার রহস্য– খ্রীষ্ট নিজে অযিহূদীদের কাছে প্রচার করলেন এবং এই পৃথিবীকে বিশ্বাস করলেন, ১ তীমথিয় ৩:১৬। এটা মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই অযিহূদীরা নিশ্চয়ই যিহূদীদের সমাজ-ঘরে প্রবেশ করেছে এবং এই সুসমাচার প্রচার করতে শুনেছে; কিন্তু তখন

পর্যন্ত তা অযিহূদীদের কাছে প্রচার করার জন্য নির্ধারণ করা হয় নি, কিংবা তাদের মধ্যে কেউ বাপ্তিস্মও গ্রহণ করে নি– কর্ণীলিয়ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। আর এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. কর্ণীলিয়ের একটি বিবরণ, তিনি কে ছিলেন এবং কী ছিলেন, যিনি ছিলেন খ্রীষ্টেতে অযিহূদীদের মধ্য থেকে নতুন জন্মপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি। এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তিনি ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি এবং একজন উত্তম ব্যক্তি– দু'টো চরিত্র যা খুব কমই একসাথে দেখা যায়, কিন্তু এখানে তা একত্রেই মিলিত হয়েছে; এবং যেখানেই তারা একত্রে মিলিত হয় সেখানেই তারা এর অভূতপূর্ব চিহ্ন রেখে যায়: উত্তমতা মহত্ত্বকে সত্যিই মূল্যবান করে তোলে এবং মহত্ত্ব উত্তমতাকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

১. কর্ণীলিয় ছিলেন সৈন্যবাহিনীর একজন কর্মকর্তা, পদ ১। তিনি সেই মুহূর্তে কৈসরিয়ায় দায়িত্বরত ছিলেন, যা ছিল এক শক্তিশালী শহর, যা তৎকালীন সময়ে মহান হেরোদ কর্তৃক পুনঃসংস্কার করা হয়েছিল এবং অগাস্টাস কৈসরের সম্মানে এর নামকরণ করা হয়েছিল কৈসরিয়া। এর অবস্থান ছিল সমুদ্রের তীরে, যা রোম এবং এর অন্যান্য দখলকৃত অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য খুবই চমৎকার একটি স্থান ছিল। রোমীয় গভর্নর বা প্রাদেশিক শাসক সাধারণত এখানেই বসবাস করতেন, প্রেরিত ১৩:২৩, ২৪; ১৫:৬। সেখানে রোমীয় সৈন্যবাহিনীর একটি রেজিমেন্ট ছিল, যা সম্ভবত গভর্নরের দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো এবং একে বলা হতো ইটালিয়ান রেজিমেন্ট, কারণ তারা তাদের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল এবং তারা সকলে রোম বা ইটালীর স্থানীয় অধিবাসী ছিল। কর্ণীলিয় এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। তার নাম, কর্ণীলিয় রোমীয়দের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি নাম ছিল, বিশেষ করে সবচেয়ে প্রাচীন এবং অভিজাত পরিবার ও বংশগুলোর মধ্যে। তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য পদ মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা– একজন শতপতি। আমরা আমাদের পরিত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের সময়কার একজন শতপতির কথা জানতে পারি, যার অত্যন্ত প্রশংসা তিনি করেছিলেন, মথি ৮:১০। যে অযিহূদী ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম সুসমাচারের বাণী শোনানো হয়েছিল মন পরিবর্তন করার জন্য, তিনি কোন অযিহূদী দার্শনিক ছিলেন না, কিংবা কোন অযিহূদী পুরোহিতও ছিলেন না (যারা তাদের ধ্যান-ধারণা এবং পূজা ও উপাসনার প্রতি একাত্ম ছিলেন এবং তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি চরম বিরোধী ছিলেন), বরং তা গ্রহণ করেছিলেন একজন অযিহূদী সৈনিক, যিনি ছিলেন একজন মুক্তমনা ব্যক্তি; এবং যিনি সত্যিই এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি নিশ্চয়ই কখনও তার সামনে যখন খ্রীষ্টান মতবাদ তার সামনে রাখা হবে, তখন তা গ্রহণ না করে এবং তাকে স্বাগত না জানিয়ে পারবেন না। জেলে, যারা ছিলেন অশিক্ষিত এবং মূর্খ মানুষ, তারাই প্রথম যিহূদীদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু অযিহূদীদের ক্ষেত্রে তা হয় নি; কারণ পৃথিবীর মানুষ যাতে বুঝতে পারে যে, সুসমাচারের মাঝে সেই শক্তি রয়েছে, যা সুশিক্ষিত এবং সুবিবেচক মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করতে পারে, যে কারণে আমাদের অবশ্যই এমনটা ভাবার কারণ রয়েছে যে, এই শতপতিও সেভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সৈন্য বাহিনীর সৈনিকরা এবং কর্মকর্তারা এমন আবেদন না জানাক যে, তাদের দায়িত্ব ও

কর্তব্য তাদেরকে বিভিন্ন দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখে, বিশেষ করে তারা যদি কোন ধর্ম পালন না করে তাহলেও তারা পার পেয়ে যাবে; কারণ এখানে একজন কর্মকর্তা খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আর কেউই তার স্থান থেকে নড়ে নি বা এর প্রতি বিন্দু মাত্র আগ্রহ পোষণ করে নি। এবং সবশেষে, এটি ছিল যিহূদীদের জন্য সতর্কীকরণ বার্তা যে, অযিহূদীদেরকে মণ্ডলীভুক্ত করা হচ্ছে, আর শুধু যে অযিহূদীদেরকে মণ্ডলীভুক্ত করা হচ্ছে তাই নয়, বরং সেই সাথে প্রথম যিনি অযিহূদীদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেন, তিনি একজন রোমীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, যা তাদের প্রতি ছিল প্রত্যাখ্যানের অপমান।

২. তিনি তার অন্তরের চেতনা অনুসারে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। এটি একটি উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যাতে তাকে ভূষিত করা হয়েছে, পদ ২। তিনি কোন মূর্তি পূজারী ছিলেন না, তিনি কোন মিথ্যে দেবতা কিংবা প্রতিমার পূজা করতেন না, কিংবা তিনি নিজেকে বৃহত্তর অযিহূদী সমাজের কোন ধরনের ভ্রষ্টতা এবং পাপের সাথে জড়ান নি, কারণ তিনি জানতেন এর জন্য তাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে।

(১) তিনি প্রকৃত এবং জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন। তিনি এক ঈশ্বরতে বিশ্বাস করতেন, যিনি এই স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর গৌরব এবং মহিমার প্রতি অত্যন্ত গূঢ় সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তিনি পাপ করা থেকে বিরত থাকতে চাইতেন; আর যদিও তিনি ছিলেন একজন সৈনিক, তথাপি তিনি তার পদ মর্যাদার গৌরব করতেন না এবং তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে ভীত থাকতেন।

(২) তিনি তার পরিবারের সাথে ধর্ম পালন করতেন। তিনি এবং তার পুরো পরিবার ঈশ্বরকে ভয় করতেন। তিনি তার বাড়ির ছাদের নিচে কোন মূর্তি পূজারীকে গ্রহণ করতেন না, কিন্তু তিনি ও তার পরিবার সকলে এক ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। প্রত্যেক উত্তম ব্যক্তিকে অবশ্যই তার সাধ্যের মধ্যে প্রত্যেক উত্তম কাজ করতে হবে।

(৩) তিনি ছিলেন একজন দয়ালু ব্যক্তি: তিনি লোকদেরকে অনেক দান দিতেন, যিহূদীদেরকে, যদিও তিনি তাদের ধর্ম বিবেচনায় আনতেন না। যদিও তিনি ছিলেন একজন অযিহূদী, তথাপি তিনি দান করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, যা সত্যিকারের দয়ার কাজ বলে বিবেচিত ছিল এবং তিনি কার ধর্ম কী তা জিজ্ঞেস না করেই দান দিতেন।

(৪) তিনি সবসময় প্রার্থনা করতেন: তিনি সবসময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। তিনি প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে রাখতেন এবং তিনি সর্বদা প্রার্থনায় রত থাকতেন। লক্ষ্য করুন, যখন ঈশ্বরের প্রতি ভীতি অন্তরে পরিচালনা দান করে, তখন দান এবং দয়া এই দুই ধরনের কাজেই উৎসাহ আসে, আর তখন কোন অজুহাতই আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না।

খ. স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত কর্তৃক তাকে আদেশ করা হল, যেন তিনি পিতরকে সংবাদ দিয়ে তার নিজের কাছে নিয়ে আসেন, যা তিনি কখনোই করতেন না যদি না তাকে এভাবে নির্দেশনা দেওয়া হতো। লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে এবং কোন উপায়ে এই আদেশ তাকে প্রদান করা হল। তিনি একটি দর্শন দেখেছিলেন, যেখানে একজন স্বর্গদূত তাকে এই আদেশ দেন। সে সময়টি ছিল দিনের নবম প্রহর, ঘড়িতে তখন দুপুর তিনটা বাজে, যা মূলত কাজের এবং আলোচনার সময়; কিন্তু সে সময় যেহেতু সান্ধ্যকালীন উৎসর্গের জন্য মন্দিরে উপাসনার সময় ছিল, তাই সে সময় ধার্মিক ব্যক্তিরা এক ঘণ্টার জন্য প্রার্থনা করতে যেত, আর এর দ্বারা বোঝানো হতো যে, আমাদের সকল প্রার্থনা উৎসর্গের আকারে তুলে ধরতে হবে। কর্ণীলিয় সে সময় প্রার্থনায় রত ছিলেন: এমনটাই তিনি আমাদেরকে পরবর্তীতে বলেছেন, পদ ৩০। এখন এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

(১) ঈশ্বরের একজন স্বর্গদূত তার কাছে এলেন। তা চেহারার উজ্জ্বলতা এবং তাঁর ভেতরে আসার ধরন দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একজন মানুষের চাইতে বেশি কিছু, আর সেই কারণে তিনি একজন স্বর্গদূতের চেয়ে কম কিছু নন এবং তিনি সরাসরি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন।

(২) তিনি তাঁকে তার পার্থিব চোখ দিয়ে দেখেছিলেন, তার কল্পনার কোন স্বপ্নে নয়, বরং তার চোখের সামনে একটি দর্শন উপস্থাপন করা হয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টির জন্য এর সাথে সাথেই এর প্রমাণ তার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

(৩) তিনি তাকে তার নাম ধরে ডেকেছিলেন, কর্ণীলিয়, যাতে করে তাকে এটি বোঝানো যায় যে, ঈশ্বর তার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন।

(৪) এতে করে কর্ণীলিয় তৎক্ষণিকভাবে কিছুটা দ্বিধার মধ্যে পড়লেন (পদ ৪): যখন তিনি তার দিকে তাকালেন, তিনি ভীত হলেন। সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সবচেয়ে উত্তম মানুষটিও স্বর্গ থেকে কোন অসাধারণ বার্তার আগমনের ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হন; এবং ন্যায্যভাবেই, কারণ পাপী মানুষ জানে যে, তার কোন ধরনের মঙ্গল সংবাদ পাওয়ার আশা নেই। আর সেই কারণে কর্ণীলিয় ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, আপনি কী চান? কী সংবাদ এনেছেন আপনি?" তিনি এই কথা বলেছিলেন এমন একজন ব্যক্তির মত, যে কোন বিষয়ে চরম ভীত এবং সে এই ভীতি থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে, তাই সে সত্য কী তা জানতে চাচ্ছে; কিংবা তিনি এমনভাবে এই প্রশ্ন করছেন যেন তিনি ঈশ্বরের মনের কথা জানতে চাচ্ছেন এবং তার সাথে একাত্ম হতে চাইছেন, ঠিক যিহোশূয়ের মত "আমার প্রভু তাঁর দাসকে কী আদেশ দেন?" এবং শামুয়েলে মত: "বলুন প্রভু, আপনার দাস শুনছে।"

২. তার কাছে কী বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

(১) তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করা হল যে, ঈশ্বর তাঁকে তাঁর আলোতে তারই পথে চলতে দিতে স্বীকৃতি দান করেছেন (পদ ৪): তোমার প্রার্থনা ও তোমার দান সকল স্মরণীয়রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন, প্রার্থনা এবং দান কার্য একসাথে পথ চলতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই দান কার্যের পাশপাশি আমাদের প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে; কারণ ঈশ্বর চান যত দ্রুত সম্ভব আমরা যেন ক্ষুধার্ত আত্মার কাছে তাঁর সুসমাচার বয়ে নিয়ে যাই, যিশাইয় ৫৮:৬, ৭। শুধুমাত্র এমনটা প্রার্থনা করাই যথেষ্ট নয় যে,

আমাদের যা আছে তার দ্বারা আমরা যেন অনুগ্রহ লাভ করি, বরং সেই সাথে এমনটাও প্রার্থনা করা উচিত যে, আমরা যেন যথা সম্ভব দান করি; এবং তখনই, দেখ, সকল কিছু তোমাদের সম্মুখে পবিত্র করা যাবে, লূক ১১:৪১। আর আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনার পর দান করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে, যাতে করে ঈশ্বর প্রসন্ন চিত্তে তা গ্রহণ করেন এবং তা তাদের কাছে আশীর্বাদ যুক্ত হয়, যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছে। কর্ণীলিয় প্রার্থনা করেছিলেন এবং দান করেছিলেন, তবে ফরীশীদের মত নয়, মানুষকে দেখিয়ে শুনিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতার সাথে এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের সাক্ষাতে; যেভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, তারা ঈশ্বরের সম্মুখে তার সম্মানে এসেছিল। তাদের কথা স্বর্গে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যে পুস্তকে তাদের সকলের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে এবং তাদেরকে এই বিষয়ের জন্য স্মরণ করা হবে: "তোমার প্রার্থনার উত্তর প্রদান করা হবে এবং তোমার দানের মূল্য প্রদান করা হবে।" আইনের অধীনে যে উৎসর্গ করা হতো তা ছিল স্মরণযোগ্য বলে উল্লেখ করা হতো। দেখুন লেবীয় ২:৯, ১৬; ৫:১২; ৬:১৫। আর প্রার্থনা এবং দান আমাদের আত্মিক উৎসর্গ, যা ঈশ্বর গ্রহণ করতে পেরে খুশি হন এবং আমাদের কাছ থেকে তা তিনি গ্রাহ্য করেন। যিহূদীদের সাথে স্বর্গীয় সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় ছিল, অযিহূদীরাও এই বিষয়ে জানতো, কারণ তারা এই আলোর অধীনে এবং বৈশিষ্ট্যে চালিত হতে চেয়েছে এবং সেই সাথে তারাও প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করেছে। কর্ণীলিয় এই ধারণা বিশ্বাস করেছিলেন এবং নিজেকে এর অধীনস্থ করেছিলেন। তিনি যা করেছিলেন তা বিশ্বাস করেই করেছিলেন এবং ঈশ্বর তা গ্রহণও করেছেন; কারণ অযিহূদীরা, যাদের কাছে মোশির ব্যবস্থা দান করা হয়েছিল, তাদের তক্‌ছেদ করা যিহূদী হওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল না, যেভাবে যারা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের কাছে আসতো তাদেরকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হতে হতো।

(২) তাকে স্বর্গীয় অনুগ্রহ আরও বেশি করে লাভ করার জন্য আহ্বান জানানো হল, যা সম্প্রতি সারা বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, পদ ৫, ৬। তাকে অবশ্যই জোপ্পাতে যেতে হবে এবং সেখানে শিমোন পিতর নামের একজনের খোঁজ করতে হবে; তিনি চর্মকার শিমোনের বাড়িতে আছেন; তার বাড়িটির অবস্থান সমুদ্রের কূলেই এবং যদি তাকে আসার জন্য গিয়ে অনুরোধ করা হয় তাহলে তিনি অবশ্যই আসবেন; এবং তিনি যখন আসবেন, তখন তিনিই তোমাকে বলবেন যে, তোমাকে কী করতে হবে, আর তা ঘটবে তোমার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে, হে আমার প্রভু, আমাকে কী করতে হবে। এখন এখানে আমরা দু'টো অত্যাশ্চর্য বিষয় দেখতে পাই, যা আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে–

[১] কর্ণীলিয় ঈশ্বরের প্রতি ভীতি বজায় রেখে প্রার্থনা করতেন এবং দান করতেন, তিনি নিজে ধার্মিক ছিলেন এবং তার সমগ্র পরিবারকেও তিনি ধর্মপরায়ণ করেছিলেন, আর এই সবই ঈশ্বরের নিকট গৃহীত হয়েছিল এবং তথাপি আরও কিছু কাজ তাকে করতে হত– তাকে অবশ্যই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে; কারণ এখন ঈশ্বর মানুষের মাঝে তাঁর এই প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করছেন। এখন, এমন নয় যে, তিনি ইচ্ছা করলেই তা করতে পারেন, আর তা হলে এটি হবে তার জন্য এক উত্তরণের উপায়; বরং তাকে অবশ্যই এই

কাজটি করতে হবে, ঈশ্বরের সাথে আরও বেশি, পরিমাণে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্য তাকে অবশ্যই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে এবং ঈশ্বরের সেবায় পূর্ণ নিয়োগ লাভ করতে হবে। তিনি খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিলেন, আর এখন তাকে অবশ্যই সেই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস করতে হবে। এখন ঈশ্বর তাঁর পুত্র সম্পর্কে স্বর্গীয় সত্য প্রকাশ করেছেন, যা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে কেবল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, আর এখন তিনি তা আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন; তিনি চান যে, আমরা যেন তা শুধু গ্রহণ করি। আর আমাদের প্রার্থনা কিংবা দান কার্য কোনটাই ঈশ্বরের সামনে স্মরণযোগ্য হয়ে উঠবে না যদি না আমরা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস না আনি, কারণ আমাদেরকে এই কাজটিই চূড়ান্তভাবে করতে হবে। এটাই তাঁর আদেশ, যাতে করে আমরা বিশ্বাস করি। প্রার্থনা এবং দান তাদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা হয়, যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রভুই হচ্ছেন ঈশ্বর এবং যাদের এর চেয়ে বেশি আর জানার সুযোগ নেই; কিন্তু যাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করা হয়েছে এবং যাদেরকে এ কথা বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টই খ্রীষ্ট, তাদের অবশ্যই এই কথা বিশ্বাস করতে হবে এবং কেবল মাত্র তাহলেই তাদের প্রার্থনা এবং দানের পাশাপাশি তাদের ব্যক্তি সত্তাকেও গ্রহণ করা হবে; কারণ তারা বিশ্বাস করেছে বলেই তাদেরকে গ্রহণ করা হবে।

[২] কর্ণীলিয়ের কাছে এখন একজন স্বর্গদূত এসে কথা বলছেন এবং তথাপি তার এই স্বর্গদূতের কাছ থেকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত হবে না, কিংবা এই স্বর্গদূতের এখন তাকে এই কথাও বলা উচিত হবে না যে, তাকে এখন কী করতে হবে, কিন্তু এই স্বর্গদূত যা বললেন তা হচ্ছে, "পিতরকে ডেকে নিয়ে এসো এবং তিনিই তোমাকে সমস্ত কথা বলবেন।" আগের ঘটনাতে সুসমাচারের উপরে বিশেষ সম্মাননা আরোপ করা হয়েছে এবং এখানে সুসমাচার পরিচর্যাকারীর উপরে সম্মান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: সর্বোচ্চ পদমর্যাদার স্বর্গদূতের উপরে নয়, বরং সকল সাধু ব্যক্তির মধ্যে সবেচেয়ে নিচু স্তরের তিনি তাঁকে এই অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, যেন তিনি অযিহূদীদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেন এবং খ্রীষ্টের গুপ্তধন খুঁজে বের করেন (ইফিষীয় ৩:৮), যাতে করে সর্ব শক্তিমত্তা ঈশ্বরের হাতে সঞ্চিত হয় এবং খ্রীষ্টের মণ্ডলী তার যথাযোগ্য সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কারণ তিনি আসন্ন পৃথিবীর দায়িত্বভার স্বর্গদূতদের হাত দেন নি (ইব্রীয় ২:৫), কিন্তু সার্বভৌমভাবে ঈশ্বরের পুত্রের হাতে দিয়েছেন এবং মানব সন্তানদের হাতে দিয়েছেন, যারা তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁর কার্যের পরিচর্যাকারী, যাদেরকে দেখে আমরা ভীত হব না, কিংবা তাদের হাত আমাদের উপরে জুলুমের মত পড়বে না, ঠিক যেভাবে এখন কর্ণীলিয়ের কাছে স্বর্গদূতের আবির্ভাব ঘটেছে। আর তাই প্রেরিতদের প্রতি এ এক মহা সম্মান, কারণ একজন স্বর্গদূতের বদলে তাকেই প্রচার করার সুযোগ দান করা হয়েছে, বরং একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে যেন তিনি সুসমাচার প্রচার করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা যায়। একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী এবং অন্তরে ইচ্ছুক লোকদের সম্মিলন ঘটানো একজন স্বর্গদূতের জীবনের সর্বোত্তম কাজ আর সেই কারণে এই কাজে নিয়োজিত পরিচর্যাকারী হন সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি।

গ. এই আদেশের প্রতি তার তাৎক্ষণিক বাধ্যতা, পদ ৭, ৮। তিনি যত দ্রুত সম্ভব জোপ্পায় লোক পাঠালেন পিতরকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি যদি শুধু নিজে চিন্তিত হতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একাই যাফায় পিতরের কাছে যেতেন, কিন্তু তার একটি পরিবার ছিল এবং সেই সাথে তার অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব ছিল (পদ ২৪), তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম ছিল না, যারা সকলে তার সাথে জোপ্পায় যেতে পারতো না, আর তাই তিনি পিতরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। লক্ষ্য করুন:

১. কখন তিনি লোক পাঠালেন: তার সাথে যে স্বর্গদূত কথা বলছিলেন তিনি চলে যাওয়ার পর পরই, বিন্দুমাত্র তর্ক না করে কিংবা দ্বিধা না করে তিনি তার স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করলেন। স্বর্গদূত তাঁকে যা বলেছিলেন তা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁকে আরও কিছু কাজ করতে হতো কিন্তু তিনি তা না করে আগে পিতরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি তাড়াহুড়ো করলেন, দেরি করলেন না এই আদেশ পালনের জন্য। মঙ্গল যে কোন কিছুর প্রতি আমাদের আত্মার জন্য ব্যস্ত হয়, তখন তা মোটেও সময় নষ্ট করার সমতুল্য হয় না।

২. কাদেরকে তিনি পাঠিয়েছিলেন: তার দুই জন গৃহ ভৃত্যকে, যারা ঈশ্বরকে ভয় করতো এবং যারা নিবেদিত প্রাণ সৈনিক ছিল, তাদের মধ্যে একজন সবসময় কর্ণীলিয়ের সহকারী হিসেবে সাথে সাথে থাকত। লক্ষ্য করুন, একজন ধার্মিক শতপতির ধার্মিক সৈন্য। সাধার-ণত সৈনিকরা খুব কমই ধর্ম পালনের জন্য ব্রতী হয়, কিন্তু সৈনিকরা ধর্ম পালনে আরও বেশি উৎসাহী হয়, যদি তাদের সেনাপতি নিজে ধার্মিক হন। একটি সেনা বাহিনীর কর্মকর্তা, যার সৈনিকদের উপরে এত পরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে, যা আমরা সেই শতপতির ক্ষেত্রে দেখতে পাই (মথি ৮:৯), তাদের এক মহা সুযোগ রয়েছে ধর্মকে প্রচার করার জন্য, অন্ততপক্ষে তাদের অধীনে যারা থাকে সেই সব সৈন্যদের মধ্য থেকে তারা সকল প্রকার অধার্মিকতা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে দিতে পারেন, যদি তারা সত্যিই এর উন্নতি করতে চান। লক্ষ্য করুন, যখন এই শতপতি তার সাথে সবসময় সহকারী হিসেবে থাকার জন্য একজন সৈন্যকে নির্বাচন করতে চাইলেন তখন তিনি এমন একজনকে বেছে নিলেন যে অত্যন্ত ধার্মিক; তাদেরকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরকে উপস্থাপন করা হবে, যেন অন্যরাও উৎসাহিত হয়। তিনি দায়ূদের নীতি অনুসারে চলেছিলেন (গীতসংহিতা ১০১:৬): দেশের বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকবে; তারা আমার সঙ্গে বাস করবে; যে সিদ্ধ পথে চলে, সেই আমার পরিচারক হবে।

৩. তিনি তাদেরকে কী নির্দেশনা দিলেন (পদ ৮): তিনি তাদেরকে সব কথা খুলে বললেন। তিনি যে দর্শন লাভ করেছেন তার কথা তিনি বললেন এবং পিতরকে ডেকে পাঠানোর জন্য তিনি যে আদেশ পেয়েছেন তাও তিনি বললেন, কারণ পিতরের আগমনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কারণ তার এবং তাদের সকলের আত্মার পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই কারণে তিনি তাদেরকে শুধু এ কথাই বললেন না যে, কোথায় পিতরকে খুঁজে পাওয়া যাবে (যা বললেই তিনি ভেবেছিলেন যে, তা যথেষ্ট হবে– দাসেরা জানে না যে, তাদের মালিক কী করবেন), কিন্তু তিনি তাদেরকে এটাও বললেন যে, এর

ফলাফল কী হবে, যাতে করে তারা তার আদেশ আন্তরিকতার সাথে পালন করে।

প্রেরিত ১০:৯-১৮ পদ

কর্ণীলিয় পিতরকে ডেকে আনার ব্যাপারে স্বর্গ থেকে ইতিবাচক আদেশ পেয়েছিলেন, যার কথা তিনি কখনোই শোনেন নি কিংবা তার ব্যাপারে তিনি কখনো চিন্তাও করেন নি; কিন্তু এখানে তাঁকে নিয়ে আসার ব্যাপারে একটি সমস্যা এখনও আছে– আর প্রশ্নটি হচ্ছে, কর্ণীলিয় যাদেরকে পাঠাচ্ছেন তাদের সাথে কি পিতর এত সহজে স্বেচ্ছায় আসতে চাইবেন? এমন নয় যে, তিনি কর্ণীলিয় তাঁকে ডেকে পাঠানোতে অপমানিত হয়ে আর সেখানে যাবেন না, কিংবা কর্ণীলিয়ের মত এমন ক্ষমতাবান একজন মানুষের সামনে গিয়ে প্রচার করতে তিনি ভয় পাবেন, কিন্তু তথাপি এ ধরনের প্রশ্ন থেকেই যায়। কর্ণীলিয় ছিলেন একজন ভাল মানুষ এবং তার অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অযিহূদী, তিনি ছিলেন তক্‌ছেদবিহীন; আর যেহেতু ঈশ্বর তাঁর আইনে তাঁর লোকদেরকে মূর্তি পূজারী জাতির সাথে মিশতে নিষেধ করেছেন, সেই কারণে তারা কখনোই সেই লোকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে না বা তাদের ধর্মের সংস্পর্শেও আসে না, এমন কি তারা এই বিষয়টিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, যদি কোন অযিহূদী অনিচ্ছাকৃত ভাবেও কোন যিহূদীকে ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে সেই যিহূদী আনুষ্ঠানিকভাবে অপরিষ্কার ও অশুচি হয়ে পড়ে, যোহন ১৮:২৮। পিতর নিজে তাঁর জাতির লোকদের মত এই ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নি, আর সেই কারণে তিনি নিশ্চয়ই কর্ণীলিয়ের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করবেন। এখন, এই সমস্যা দূর করার জন্য তিনি একটি দর্শন লাভ করলেন, যেন কর্ণীলিয় তাঁকে যে বার্তা পাঠাবেন তাতে তিনি সায় দেন, যেভাবে অননিয়কে পৌলের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুত করা হয়েছিল। পুরাতন নিয়মে পরিষ্কারভাবে মণ্ডলীতে অযিহূদীদের প্রবেশ করার বিষয়ে বলা হয়েছে। খ্রীষ্ট যখন সকল জাতির কাছে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তার প্রেরিতদেরকে আদেশ দিয়েছেন, তখন তিনি তা স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে উক্ত করেছেন; আর তথাপি পিতর, যিনি তাঁর প্রভুর অন্তর ও চিন্তা এতটা বুঝতেন, তিনিও তা বুঝতে পারেন নি, যত দিন পর্যন্ত না তিনি এই দর্শনের মধ্য দিয়ে তা বুঝতে পেরেছেন যে, অযিহূদীরাও তাঁর সহ উত্তরাধিকারী হবে, ইফিষীয় ৩:৬। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. এই দর্শনের প্রেক্ষাপট।

১. এই ঘটনা ঘটেছিল যখন কর্ণীলিয়ের পাঠানো দূতেরা প্রায় সেই শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, পদ ৯। পিতর তাদের আসার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না এবং তারা তার প্রার্থনা করার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না; কিন্তু যিনি তাকে এবং সেই আগত দূত উভয় পক্ষকেই জানতেন এবং তাদের সাক্ষাতের বিষয়ে জানতেন এবং তাদের এই আলাপচারিতার বিষয়ে জানতেন, তিনিই তাদেরকে প্রস্তুত করেছিলেন। ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়ার জন্য একটি নিরূপিত সময় রয়েছে, একটি উপযুক্ত সময় রয়েছে; এবং তিনি অনেক সময় তা তাঁর পরিচর্যাকারীদের মনে করিয়ে দিতে চান, যা তারা ভুলে

যায়, কিংবা যখন তাদেরকে তা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়।

২. এই ঘটনা ঘটেছিল যখন পিতর উপরের ঘরে প্রার্থনা করার জন্য গেলেন, সম্ভবত দুপুর বেলায়।

(১) পিতর প্রার্থনায় অত্যন্ত মগ্ন অবস্থায় ছিলেন, তিনি অত্যন্ত মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করছিলেন, যদিও তাকে লোকদের মাঝে অনেক কাজ করতে হতো।

(২) তিনি প্রায় ষষ্ঠ ঘটিকা পর্যন্ত প্রার্থনা করলেন, দায়ূদের দৃষ্টান্ত অনুসারে, শুধুমাত্র সকালে এবং সন্ধ্যাতে নয়, সেই সাথে দুপুরেও নিজেকে প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন, গীতসংহিতা ৫৫:১৭। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা কী খাব না খাব তাই নিয়ে চিন্তা করি, তথাপি কে এমনটা চিন্তা করেন যে, প্রার্থনা ছাড়া আমাদের চলবে না?

(৩) তিনি ঘরের ছাদে উঠে প্রার্থনা করছিলেন; কারণ তিনি নিভৃত একটি স্থান চাইছিলেন প্রার্থনা করা জন্য, যেখানে তাঁর কথা কেউ শুনতে পাবে না এবং সে কারণে মনোনিবেশে এবং একাগ্রতায় তাঁর কোন সমস্যা হবে না এবং কোন বাধা সৃষ্টি হবে না। সেখানে, ঘরের ছাদে তিনি স্বর্গের পূর্ণ দৃশ্যপট দেখতে পাচ্ছিলেন, যা তাঁকে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করার জন্য আরও বেশি আগ্রহী এবং আকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল; এবং সেখানে তিনি সেই শহর এবং গ্রাম অঞ্চলের দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছিলেন, যা তাকে সেখানকার মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল।

(৪) তিনি তার প্রার্থনার পর পরই এই দর্শন লাভ করেছিলেন, যা ছিল সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তার প্রার্থনার একটি উত্তর এবং এর কারণে হচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় তার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে সমস্ত স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ লাভ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

৩. সময়টি ছিল তখন, যখন তিনি খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল (পদ ১০); সম্ভবত সেই দিনটিতে তখনও কোন খাবার খান নি, যদিও নিঃসন্দেহে তিনি আগেই প্রার্থনা করতে বসেছিলেন; আর এখন তাঁর খাবার সময় হয়েছিল, ***ethele geusasthai***– তাঁর ক্ষুধা পেল, যা এ কথা বোঝায় যে, তিনি কতটা সংযমী ছিলেন, যার কারণে তিনি সারা দিন না খেয়ে ছিলেন এবং প্রার্থনার আগে তিনি খাবার গ্রহণ করেন নি। যখন তিনি খুবই ক্ষুধার্ত হলেন, তখনও তিনি সামান্যতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি খাবারের উপরে হামলে পড়েন নি। এখন এই ক্ষুধা ছিল খাবারের ব্যাপারে তাঁর দর্শনের প্রতি প্রথম পদক্ষেপ, যেভাবে খ্রীষ্ট প্রান্তরে গিয়ে ক্ষুধার্ত হওয়ার পর শয়তান তাঁকে পাথরকে রুটিকে রূপান্তর করার প্রস্তাব দিয়ে প্রলোভিত করেছিলেন।

খ. এখন আমরা দেখবো সেই দর্শন, যা পিতরকে দান করা হয়েছিল। দর্শনটি কর্ণীলিয়কে দান করা দর্শনের মত ততটা সুস্পষ্ট ছিল না, বরং তা ছিল আরও রূপকার্থক এবং প্রতীকী, যাতে করে তা আরও গভীর প্রভাব ফেলে।

১. তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, তবে আতঙ্কে নয়, বরং ধ্যানের মধ্য দিয়ে, যা

তাঁকে এতই ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে, তিনি তা বুঝতে পারলেন না এবং তাঁর পার্থিব কোন চেতনা ছিল না, কিংবা তিনি বাস্তব কোন কিছু অনুভব করতে পারছিলেন না। তিনি নিজেকে এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর মনকে স্বর্গীয় সত্তার সাথে কথোকথনে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করতে পেরেছিলেন; যেভাবে আদম যখন নিষ্পাপ ছিলেন, সে সময় তিনি পূর্ণ নিদ্রায় ঢলে পড়েছিলেন। যতই আমরা এই পৃথিবী থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে পারব, ততই আমরা আরও বেশি করে স্বর্গের কাছে পৌঁছতে পারব; পিতর সে সময় শরীরে ছিলেন, নাকি তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন তা তিনি বলতে পারবেন না, কিংবা আমরাও তা বলতে পারব না, ২ করিন্থীয় ১২:২, ৩। দেখুন আদিপুস্তক ১৫:১২; প্রেরিত ২২:১৭।

২. তিনি দেখলেন স্বর্গ খুলে গেছে, যাতে করে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, কর্ণীলিয়ের সাথে দেখা করার আদেশ তিনি স্পষ্টভাবেই স্বর্গ থেকে পেয়েছেন– এটি ছিল এক স্বর্গীয় আলো, যা তাঁর জাতিগত আবেগকে পরিবর্তিত করেছিল এবং একটি স্বর্গীয় শক্তি তাকে এই আদেশ দিয়েছিল। স্বর্গের খুলে যাওয়া বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে এমন এক রহস্য উন্মোচিত হওয়া যা বহুকাল ধরে গোপন ছিল, রোমীয় ১৬:২৫।

৩. তিনি দেখলেন, একটি বিশাল চাদর সকল প্রকার জীবন্ত প্রাণীতে পরিপূর্ণ, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এবং তা পৃথিবীতে তাঁর কাছে আনা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে তিনি সেই সময় যে বাড়ির ছাদে ছিলেন সেই ছাদে নেমে এসেছে। সেখানে শুধুমাত্র স্থলচর প্রাণীই ছিল না, সেই সাথে আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখি, যা উড়ে যেতে পারে তা নিজ নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল; সেই সাথে সেখানে শুধু পোষা প্রাণীই ছিল না, বন্য জীব-জন্তুও ছিল। সেখানে কোন সমুদ্রের মাছ ছিল না, কারণ সেগুলো বিশেষভাবে কোনটিই অশুচি ছিল না, কিন্তু যে সমস্ত মাছের বা সামুদ্রিক প্রাণীর পাখনা এবং লেজ আছে, সেটাই খাওয়ার জন্য অনুমিত যোগ্য ছিল। অনেকে এই পূর্ণ চাদরকে যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সাথে তুলনা করেন। এটি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, শুধুমাত্র তা নিচে পাঠানোর জন্য নয় (প্রকাশিত বাক্য ২১:২), সেই সাথে এর দ্বারা সমস্ত আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য। এর চারপাশ মোড়ানো ছিল, যাতে করে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে যেন সহজেই তাদেরকে গ্রহণ করে নেওয়া যায়; এবং যাদেরকে এর মধ্যে গ্রহণ করে নেওয়া হবে, তারা যেন নিরাপদে থাকতে পারে, তারা যেন পড়ে না যায়; এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, সকল দেশ, জাতি এবং ভাষা থেকে লোকদেরকে সেখানে দেখতে পাই, সেখানে কোন যিহূদী এবং গ্রীকের ভেদাভেদ নেই, কিংবা বর্বর এবং স্কুথীয় বলে কোন বিভেদ নেই, কলসীয় ৩:১১। সুসমাচারের জাল সকলকে কাছে টানে, ভাল এবং মন্দ উভয়কেই, যারা পবিত্র এবং অপবিত্র উভয়কেই। কিংবা এটি স্বর্গীয় অনুগ্রহের পুরস্কারের সাথে তুলনা করা যায়, যা প্রাচীন প্রথা অনুসারে ব্যবস্থার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল, সেই আইন তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এই দর্শনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে শেখানো হচ্ছে যে, আমরা যেন সকল সুফল এবং সুযোগ দেখতে পাই যা আমরা স্বর্গ থেকে নেমে আসা সকল তুচ্ছতম প্রাণীর মধ্যে দেখতে

পাই; এটি হচ্ছে ঈশ্বরের দান, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য উপযুক্ত করেছেন এবং এরপর মানুষকে এর উপরে অধিকার দিয়েছেন এবং তাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে দিয়েছেন। প্রভু, মানুষ কী যে, তুমি এভাবে তাঁকে মহিমান্বিত করবে! গীতসংহিতা ৮:৪-৮। এভাবে এই প্রাণী স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখে তা আমাদেরকে কত না স্বস্তি যোগায় এবং তা ব্যবহার করে ঈশ্বরের সেবা করতে আমাদেরকে উৎসাহ দান করে।

৪. তাঁকে স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এ কথা বলা হল যে, ঈশ্বর তাঁর কাছে যে প্রচুর পরিমাণে প্রাণীর সম্ভার পাঠিয়েছেন তিনি যেন তাঁর সদ্ব্যবহার করেন (পদ ১৩): "ওঠো, পিতর, মারো এবং খাও; পাক কিংবা অশুচি বিচার কোরো না, যা সবচেয়ে বেশি মনে ধরে সেটাকেই মেরে খাও।" আইন-কানুনে খাবারের ভেতরে যে পার্থক্য করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল যিহূদী এবং অযিহূদীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা, যাতে করে যিহূদীদের পক্ষে অযিহূদীদের সাথে খাবার খাওয়া এবং ভোজন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে, কারণ তাদেরকে অযিহূদীদের সাথে বসে সেই খাবারই খেতে হবে যা তাদের খাওয়া নিষিদ্ধ; আর এখন সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, অযিহূদীদের সাথে নির্দ্বিধায় মেশা যাবে এবং তাদের সাথে আন্তরিকতা নিয়ে এবং মুক্ত মন নিয়ে চলা যাবে। এখন তারা অবশ্যই তাদের সাথে একত্রে খেতে পারবে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারবে।

৫. তিনি তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন এবং তিনি কোনভাবেই এই আহ্বানে সাড়া দিলেন না, যদিও তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন (পদ ১৪): এমন না হোক প্রভু। যদিও ক্ষুধা মানুষকে দিয়ে পাথরের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে পারে, তবুও ঈশ্বরের বিধান আমাদের কাছে সুকঠিন পাথরের দেয়ালেরও চেয়েও শক্তিশালী প্রতিরোধক এবং তা ভাঙ্গা সম্ভব নয়। আর তিনি ঈশ্বরের আইনের প্রতি একান্ত বাধ্য ছিলেন, যদিও তাঁকে স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে সেই চাদর থেকে পশু মেরে খেতে বলা হয়েছে, তথাপি তা ছিল একটি পরীক্ষামূলক আদেশ এবং এর মধ্য দিয়ে এটিই দেখতে চাওয়া হয়েছিল যে, তিনি তা করেন কি না, আর এর উত্তর ছিল অত্যন্ত চমৎকার, কারণ তিনি বলেছিলেন, এমন না হোক প্রভু। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার প্রলোভনকে অঙ্কুরেই সমূলে বিনষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আমাদেরকে অবশ্যই এই চিন্তার কারণে চমৎকৃত হওয়া উচিত: এমন না হোক, প্রভু। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন: "কারণ যা কিছু অশুচি তা আমি কখনো খাই নি; সেই কারণে আমি এই বিষয়ে পবিত্রতা বজায় রেখেছি এবং সেই পবিত্রতা বজায় রাখতে চাই।" যদি ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এই দিনের পাপ থেকে মুক্ত রাখেন, তাহলে আমাদেরও উচিত আমাদের নিজেদের সাথে কথা বলে এ বিষয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া যে, আমরা যেন নিজেদেরকে সকল প্রকার পাপ থেকে দূরে রাখতে পারি। ধার্মিক যিহূদীরা এই বিষয়টিতে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, যার কারণে রাজা আন্তিওখসের সময় সেই ধার্মিক সাত ভাই শূকরের মাংস খাওয়ার বদলে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম মৃত্যুবরণ করা থেকেও নিজেদেরকে পিছিয়ে আনেন নি এবং তারা শহীদের গৌরবময় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পিতর এই কথা এতটা আনন্দ

সহকারে বলেছিলেন, যার কারণে তাঁর বিবেক তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিতে পেরেছিল যে, তিনি কখনোই নিষিদ্ধ খাবার দিয়ে তাঁর ক্ষুধা নিবারণ করার কথা চিন্তাও করেন নি।

৬. ঈশ্বর স্বর্গ থেকে একটি দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর প্রদানের মধ্য দিয়ে এই আইনের বিধানকে পরিবর্তন করার আদেশ দিলেন (পদ ১৫): ঈশ্বর নিজে যা পবিত্র করেছেন তাকে তুমি অপবিত্র বোলো না। যিনি এই আইন জারি করেছিলেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোনা সময় তা পরিবর্তন করতে পারেন এবং তাকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। ঈশ্বর কোন কারণ বশত পুরাতন নিয়মের বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি যিহূদীদেরকে অতি মাত্রায় ভোজন এবং পান করা থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই বিধান থাকা সত্ত্বেও যিহূদীরা তাঁর মূল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি; কিন্তু এখানে তিনি সেই আইন রদ করছেন, কারণ এখন এক নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে এবং পুরো বিষয়টিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। আগের যে বিধি নিষেধ ছিল এখন তা তুলে নেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, কারণ খ্রীষ্ট আমাদেরকে স্বাধীন করেছেন, আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। এখন আর কোন অশুচি বা অপবিত্র বলতে কিছু নেই, কারণ ঈশ্বর সমস্ত কিছুকে পরিষ্কার এবং পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের জন্য এই বিষয়টিকে এক মহা দয়া বলে বিবেচনা করতে হবে যা খ্রীষ্টের সুসমাচার থেকে আমরা লাভ করেছি, আর তা হচ্ছে, আমাদের এখন আর সেই সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে না, যা মোশি নিষিদ্ধ করেছিলেন। ঈশ্বর এই বলে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই উত্তম, আর তাই সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ খাওয়ার যোগ্য, কোন কিছুই আমাদের জন্য অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। এর সুফল বলতে শুধু এটাই নয় যে, আমরা উট, শূকর এবং খরগোসের মত প্রাণীর পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু মাংস খেতে পারি এবং আমাদের শরীরের জন্য উপকারী এমন সব খাবার গ্রহণ করতে পারি; বরং প্রধানত এর কারণ হচ্ছে এটাই যে, প্রকৃতির উপর থেকে আমাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কারণে আমরা অযথা আর কোন চাপ অনুভব করবো না এবং আমরা সবসময় ভক্তি সহকারে এবং আন্তরিকতার সাথে আমাদের জন্য যা উপযুক্ত সেটাই গ্রহণ করতে পারব। এতে করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভীতি বজায় রেখে তাঁর সেবা কাজ করতে পারব। যদিও সুসমাচার এমন কিছু দায়িত্ব আমাদেরকে দান করেছে যা প্রকৃতির বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তথাপি তা মোশির আইনের মত আমাদেরকে গোপনে পাপ করতে উৎসাহিত করে না। যারা কোন কোন খাব-ার গ্রহণ করা থেকে বছরের কোন কোন সময় বিরত থাকতে বলে এবং সেক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই দেয়, তারা সেই সমস্ত খাবারকে অপবিত্র বলে, যা ঈশ্বর নিজে পবিত্র করেছেন এবং এই ভুলটিই এখানে পিতর করেছেন।

৭. এই কথা তিন বার বলা হয়েছিল, পদ ১৬। চাদরটি কিছুটা উপরে নিয়ে যাওয়া হল এবং তা আবারও নিচে নামিয়ে আনা হল দ্বিতীয় বারের মত এবং একইভাবে তৃতীয় বারের মতও এবং সেই আগের মতই কেউ তাকে বলল, মার এবং খাও এবং সেই একই কারণে তা বলা হল, যেন ঈশ্বর যা পবিত্র করেছেন তাকে যেন অপবিত্র বলা না হয়। কিন্তু পিতর

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার সেই খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন কি না তা উল্লেখ করা হয় নি; নিশ্চয়ই তা পুনরাবৃত্তি করা হয় নি, কারণ যখন তিনি প্রথম বার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তখন তাকে একটি সন্তোষজনক উত্তর দান করা হয়েছিল। পিতরকে এই একই দর্শন তিন বার দেখানোর অর্থ ছিল তা সুস্পষ্ট এবং সুনির্ধারিত বলে রায় দেওয়া, যা ঘটেছিল ফরৌণের একই স্বপ্ন দুই বার দেখার মধ্য দিয়ে একই রকম ভাবে। আর এর মধ্য দিয়ে তাঁকে আরও বেশি করে এর প্রতি মনোযাগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করা হল। ঈশ্বর আমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে নির্দেশনা দান করেন, হতে পারে তাঁর বাক্য প্রচারে শ্রবণের মধ্য দিয়ে, কিংবা সাক্রামেন্তের সময় চোখ দিয়ে, তা অনেক সময় পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন রয়েছে; প্রেক্ষাপট অনুসারে এবং লাইন অনুসারে। তবে অবশেষে সেই চাদরটিকে ধরে স্বর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। যারা এই চাদরটিকে মণ্ডলী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যেখানে যিহূদী এবং অযিহূদী উভয়ে রয়েছে, যেভাবে এই চাদরে পাক এবং অশুচি উভয় প্রকার পশু ছিল, আর তা খুব স্পষ্টভাবে এ কথা প্রকাশ করে যে, বিশ্বাসী অযিহূদীরা সহজেই মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে পারবে এবং স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। খ্রীষ্ট সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং সেখানে আমরা খুঁজে পাব যে, যাদেরকে ইস্রায়েলের বংশ থেকে সীল দিয়ে নির্বাচিত করে আনা হয়েছে তাদের পাশপাশি সমগ্র জাতিসমূহ থেকে আগত বিশ্বাসীরা সেখানে রয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯); কিন্তু তারা এমন প্রকৃতির, যাদেরকে ঈশ্বর পরিষ্কৃত করেছেন।

গ. ঈশ্বর তাঁর যে প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে এই দর্শন দান করেছেন এবং পিতরকে তিনি এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পদ ১৭, ১৮।

১. খ্রীষ্ট যা কিছু করেছেন পিতর তখনই তা বুঝতে পারেন নি (যোহন ১৩:৭): তিনি নিজে নিজে সন্দেহ পোষণ করলেন এবং দ্বিধান্বিত হলেন যে, এই যে দর্শন তাকে দেখানো হল এর অর্থ কী হতে পারে। তিনি এর সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করলেন না, কারণ এটি আসলেই একটি স্বর্গীয় দর্শন ছিল; তিনি শুধুমাত্র এর অর্থ নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট নিজেকে তাঁর লোকদের কাছে ধাপে ধাপে দেখা দেন এবং তিনি এক বারে সমস্ত কথা বলেন না; তিনি তাদেরকে কিছুটা সময় দ্বিধার মধ্যে রাখেন, যাতে করে তারা নিজেরা এ নিয়ে চিন্তা করে এবং নিজেদের মনের সাথে তর্ক করে, যতক্ষণ না তিনি নিজে তাদেরকে তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন।

২. তথাপি তাঁকে তা সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেওয়া হল, কারণ যে লোকদেরকে কর্ণীলিয়ের গৃহ থেকে পাঠানো হয়েছিল, তারা এখন খুব কাছে চলে এসেছিল এবং তারা দরজায় এসে পিতর এখানে থাকেন কি না তাঁর খোঁজ করতে এসেছিল; এবং তাদের আগমনের প্রেক্ষিতে এটি পরিষ্কার হবে যে, এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর জানেন আমাদের সামনে কী ধরনের কাজ রয়েছে এবং সে কারণে কীভাবে আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে; এবং সে কারণে আমরা আরও ভাল করে বুঝতে পারি যে, তিনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছিলেন তার অর্থ কী, যখন আমরা তা প্রয়োগ করার মত একটি সুযোগ পাই।

প্রেরিত ১০:১৯-৩৩ পদ

এখানে আমরা প্রেরিত পিতর এবং শতপতি কর্ণীলিয়ের মধ্যকার সাক্ষাতের ঘটনাটি দেখতে পাই। যদিও পৌলকে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ফসল ওঠানোর জন্য তাঁকে ঘিরে পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং পিতরকে তক্‌ছেদ করা যিহূদীদের কাছে প্রচার করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল, তথাপি এই আদেশ প্রদান করা হল যে, পিতরই প্রথম বরফ ভাঙ্গবেন এবং অযিহূদীদের প্রথম ফসল ঘরে ওঠবেন, যাতে করে বিশ্বাসী যিহূদীরা, যারা অযিহূদীদের মত পুরানো খামি নিয়ে অত্যাধিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারা মণ্ডলীতে নিজেদের প্রবেশাধিকারের জন্য পুনরায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করে। পিতর তাদের সাথে এই বিতর্ক করেছিলেন যে, তারা যেন অ যিহূদীদের মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদেরকে তক্‌ছেদর উপরে জোর না দেয় (প্রেরিত ১৫:৭): তোমরা জানো যে, ঈশ্বর নিজে আমাদের মধ্যে এই পছন্দ দিয়েছেন যে, অযিহূদীরা আমার মুখে সুসমাচারের প্রথম বাণী শুনবে। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. পিতর পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় কর্ণীলিয়ের দূতদের সাথে যাওয়ার জন্য পরিচালিত হলেন (পদ ১৯. ২০) এবং এটাই ছিল এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্য; এখন ধাঁধাটির সমাধান করা হল: পিতর যখন এই দর্শন নিয়ে চিন্তা করছিলেন, সে সময় তিনি নিজে নিজে বিস্মিত হচ্ছিলেন এবং তখন তাঁর সামনে তা প্রকাশ করে দেওয়া হল। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের বিষয় ও সময় সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের অবশ্যই সেই সব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে; যারা পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে বুঝবে, তাদেরকে অবশ্যই দিন রাত সে বিষয়ে ধ্যান করতে হবে। তিনি এর অর্থ বুঝতেই পারেন নি এবং সে সময়ই তাঁকে এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হল, যা আমাদের উৎসাহিত করে যেন আমরা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কাছ থেকে নিদের্শনা লাভ করার জন্য অপেক্ষায় থাকি, যখন আমরা জানি না আমাদেরকে কী করতে হবে। লক্ষ্য করুন:

১. কখন তিনি এই নির্দেশনা পেলেন: পবিত্র আত্মা তাঁকে বললেন যে, তাঁর কী করা উচিত। কোন স্বর্গদূত তাঁকে এ কথা নিজের মুখে এসে বলেন নি, বরং পবিত্র আত্মা নিজে তাঁর সাথে কথা বলেছেন, তিনি তাঁর কানে কানে ফিস ফিস করে এ কথা বলে গেছেন, যেভাবে ঈশ্বর শমূয়েলকে ডেকেছিলেন (১ শমূয়েল ৯:১৫), কিংবা তিনি জোরালোভাবে তাঁর মনের মাঝে এই চিন্তা ফুটিয়ে তুললেন, যাতে করে তিনি এ কথা জানতে পারেন যে, এটি কোন স্বর্গীয় প্রেরণা বা নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ঘটেছে, সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, যোহন ১৬:১৩।

২. সেই নির্দেশনা কী ছিল?

(১) তাঁকে এ কথা বলা হয়েছিল, কোন ভৃত্য এসে এ সংবাদ দেওয়ার আগেই যে, তিন জন লোক নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছেন (পদ ১৯) এবং তাঁকে অবশ্যই তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে পড়তে হবে, তার দর্শনের ব্যাপারে চিন্তা করা বাদ দিতে হবে এবং তাদের সাথে নিচে নেমে যেতে হবে, পদ ২০। যারা ঈশ্বরের বাক্যের

অর্থ জানার জন্য অনুসন্ধান করেন এবং সর্বশক্তিমানের কাছ থেকে আগত দর্শনের অর্থ খুঁজতে চান, তাদেরকে অবশ্যই সবসময় এর জন্য ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, কিংবা সবসময় এর অর্থ জানতে চেয়ে প্রার্থনা করা উচিত নয়, বরং মাঝে মাঝে এর থেকে মুখ তুলে অন্য বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত এবং এতে করে তারা যা খুঁজছিলেন তা ঈশ্বর নিজেই তাদেরকে দেখিয়ে দেবেন; কারণ পবিত্র শাস্ত্রের প্রতিটি কথা কোন না কোনভাবে প্রতিদিনই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(২) তাঁকে কর্ণীলিয়ের সংবাদদাতাদের সাথে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হল, যদিও তিনি ছিলেন একজন অযিহূদী, তথাপি তিনি এতটুকু দ্বিধা করলেন না। তাঁকে যে শুধু যেতে হতো তাই নয়, তাঁকে যেতে হতো আনন্দের সাথে, কোন ধরনের দীর্ঘসূত্রিতা বা দ্বিধা না করেই, কিংবা এর ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেই। তাঁর মোটেও এ ধরনের কোন সন্দেহে ভোগা উচিত হতো না যে, তিনি আসলেই যাবেন কি না, কিংবা তাঁর যাওয়া উচিত কি না; কারণ তাঁকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা হচ্ছে, "তাদের সাথে যাও, কারণ আমি তাদেরকে পাঠিয়েছি। এবং আমি তোমাকে তাদের সাথে এখন পাঠাচ্ছি, সে কারণে তুমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত থাকতে পার।" লক্ষ্য করুন, যখন আমরা কোন কাজের জন্য আমাদের প্রতি স্পষ্ট আহ্বান দেখতে পাই, তখন আমাদের কোন মতেই এমনটি ভেবে সন্দেহ এবং দ্বিধায় প্রজ্জ্বলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, এর উৎস কী বা এর মূল উদ্দেশ্য কী। প্রত্যেক মানুষ তার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করুক এবং নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করুক।

খ. তিনি তাদেরকে এবং তাদের বার্তা গ্রহণ করলেন: তিনি নিচে তাদের কাছে গেলেন, পদ ২১। তিনি মোটেও পথ থেকে সরে দাঁড়ান নি বা তাদের সাথে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন নি, যেভাবে কোন ব্যক্তি লজ্জিত হলে করে থাকে। কিন্তু তিনি তাদের সাথে গেলেন এবং এরপর তিনি তাদেরকে বললেন যে, তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে তারা খোঁজ করছে। আর,

১. তিনি আনন্দের সাথে তাদের সংবাদ গ্রহণ করলেন। খোলা মনে এবং আন্তরিকতার সাথে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা কী উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে এসেছে এবং তাঁকে তাদের কী বলার আছে: আপনারা কী কারণে এখানে এসেছেন? এবং তারা তাঁকে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেন (পদ ২২): "কর্ণীলিয়, রোমীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা, একজন খুবই ভাল এবং ভদ্র ব্যক্তি এবং যিনি তার সমস্ত প্রতিবেশী ও বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধার্মিক, যিনি ঈশ্বরকে অনেকের চেয়ে অনেক বেশি ভয় এবং ভক্তি করেন (নহিমিয় ৭:২), যিনি নিজে একজন যিহূদী না হলেও এত ভাল কাজ করেছেন যিহূদী জাতির লোকদের মধ্যে যে, তারা নিঃসন্দেহে সবসময় তার প্রশংসা করে থাকে এবং তাকে একজন ভদ্র এবং নম্র মানুষ বলে জানে, কারণ তারা তার মধ্যে কখনো কোন ধরনের মন্দতা বা অনৈতিকতা দেখতে পায় নি, তিনি সবসময় ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুযায়ী চলে এসেছেন," ***echrematisthe***– "তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি দৈববাণী পেয়েছেন, যা তাকে একজন স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে প্রদান করা হয়েছে" (এবং মোশির

আইনের জীবন্ত দৈববাণী প্রদান করা হয়েছে স্বর্গদূতদের প্রকাশের মধ্য দিয়ে), "যার মধ্য দিয়ে তাকে আদেশ করা হয়েছে যেন তিনি আপনাকে খুঁজতে এখানে লোক পান (যেখানে তিনি আপনাকে আশা করছেন এবং তিনি আপনাকে সেখানে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত আছেন) এবং তিনি আপনার মুখের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত আছেন: তিনি জানেন না সেই কথা কী হতে পারে, কিন্তু তিনি তা আপনার কাছ থেকে শুনতে আকাঙ্খী এবং অন্য কেউ তা এত ভালভাবে বলতে পারবে না।" বিশ্বাস আসে শ্রবণের মধ্য দিয়ে। যখন পিতর এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, সে সময় তিনি আমাদেরকে আরও পূর্ণভাবে বলেছিলেন, এই কথা হচ্ছে এমন যার মধ্য দিয়ে আপনি এবং আপনার গৃহের সকলে পরিত্রাণ পাবেন, প্রেরিত ১১:১৪। "তার কাছে যান, কারণ একজন স্বর্গদূত আপনাকে তার কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন; তার কাছে যান, কারণ তিনি সেই পরিত্রাণদানকারী কথা শোনার জন্য এবং গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছেন, যা আপনি তাকে বলবেন।"

২. তিনি আন্তরিকতা ও দয়ার সাথে সেই দূতদের আপ্যায়ন করলেন (পদ ২৩): তিনি তাদেরকে ভেতরে ডাকলেন এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। তিনি তাদরকে কোন সরাইখানায় গিয়ে তাদের নিজ খরচে থাকার এবং খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন নি, বরং তিনি নিজেই তার আবাসস্থলে থাকার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তিনি নিজেই সমস্ত খরচ বহন করেছেন। তার জন্য যা প্রস্তুত করা হয়েছিল (পদ ১০), তাতে নিশ্চয়ই তাদেরও অংশ নেবার সুযোগ থাকা উচিত; তিনি একবারও এ কথা চিন্তা করেন নি যে, তিনি কী ধরনের সঙ্গী পেতে যাচ্ছেন তার রাতের খাবারের সময়, কিন্তু ঈশ্বর তা আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই অতিথিপরায়ণ হওয়া উচিত এবং তাদের সামর্থ্য অনুসারে আপ্যায়ন করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, আর এখানে একটি বিশেষ উপলক্ষ্য অবশ্যই আছে, আর তা হচ্ছে, আগন্তুকদের আপ্যায়ন করা। পিতর তাদের থাকার জন্য জায়গা দিয়েছিলেন, যদিও তারা ছিলেন অযিহূদী, কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি অযিহূদীদের সাথে ভোজনের ব্যাপারে যে দর্শন পেয়েছেন তার প্রতি কতটা বাধ্যগত ছিলেন; কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের সাথে খেতে বসেছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে দুই জন ছিলেন দাস এবং একজন ছিলেন সাধারণ স্তরের সৈনিক, তথাপি পিতর তাদেরকে নিচু স্তরের বলে চিন্তা করেন নি এবং তিনি তাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে তুলেছিলেন। সম্ভবত তিনি তা করেছিলেন কারণ তিনি তাদের সাথে কর্ণীলিয় এবং তার পরিবারের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন; কারণ প্রেরিতেরা যদিও পবিত্র আত্মার কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করে থাকেন, তথাপি তাদেরকে আরও তথ্য জানতে হয়, যখন তারা সে ধরনের সুযোগ পান।

গ. তিনি তাদের সাথে কর্ণীলিয়ের কাছে গেলেন, যাকে তিনি দেখলেন তাকে গ্রহণ করার জন্য এবং আপ্যায়ন করার জন্য প্রস্তুত অবস্থায়।

১. পিতর যখন তাদের সাথে গেলেন, তখন তিনি সথে করে যাফোর কয়েক জন ভাইকে নিয়ে গেলেন, যেখানে তিনি অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে, পদ ২৩। তাঁর সাথে ছয় জন গিয়েছিলেন, যা আমরা দেখতে পাই প্রেরিত ১১:১২ পদে। হয় পিতর তাদের সঙ্গী

হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন, যাতে করে তারা অযিহূদীদের প্রতি পিতরের মনোভাব এবং তাঁর অগ্রগামীতার ব্যাপারে সকলের কাছে সাক্ষ্য তুলে ধরতে পারেন এবং তিনি যে মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন, আর এই কারণেই তিনি তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন (প্রেরিত ১১:১২), কিংবা তারা নিজেরাই তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন, যাতে করে তারা তাঁর সঙ্গী হতে পারেন এবং তাঁর পরিচর্যা করতে পারেন এবং তারা এই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যেন তারা তাঁর সহযাত্রী হিসেবে সেই আনন্দ এবং সম্মানের অংশীদার হতে পারেন। এটি ছিল আদিম মণ্ডলীতে পরিচর্যাকারীদের প্রতি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার একটি পদ্ধতি: তারা তাঁর যাত্রাপুস্তক পথে তাদের সঙ্গ দিত, যাতে করে তাঁর একাকীত্ব দূর করা যায়, তাঁকে সুরক্ষিত রাখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর পরিচর্যা করা যায়; আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু তাঁর সেবা করা নয়, বরং তাদের নিজেদের আত্মিক উন্নতি সাধনও এর লক্ষ্য ছিল। এটি একটি দয়ার কাজ যে, যাদের দক্ষতা রয়েছে এবং যারা অন্যদের মঙ্গল সাধন করতে চায়, তাদের কথার মধ্য দিয়ে, তারা কখনো কখনো একা ভ্রমণ করতে চায়।

২. কর্ণীলিয় যখন পিতরকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হলেন, সে সময় তিনি কৈসরিয়া থেকে আগত কয়েক জন বন্ধুকে পেলেন। সম্ভবত জোপ্পা থেকে কৈসরিয়ার যাত্রাপথ প্রায় এক দিন বা দুই দিনের দূরত্ব ছিল; কারণ জোপ্পা থেকে রওনা দিয়ে আসার পর দিন তারা কৈসরিয়াতে এসে পৌঁছালেন (পদ ২৪) এবং সময়টি ছিল দুপুর (পদ ৩০)। এটি খুব সম্ভব যে, তারা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছিলেন; প্রেরিতরা সাধারণত সেটাই করতেন। এখন, যখন তারা কর্ণীলিয়ের গৃহে এসে পৌঁছালেন তখন তারা দেখতে পেলেন:

(১) তাঁকে আশা করা হচ্ছিল এবং এতে করে তিনি উৎসাহ লাভ করলেন। কর্ণীলিয় নিজে তাদেরকে স্বাগত জানালেন। তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং এমন একজন অতিথির জন্য অপেক্ষা করা সত্যিই উপযুক্ত; আমি তাকে দোষ দিতে পারি না যদি তিনি অপেক্ষা করতে করতে কিছুটা অধৈর্য্য হয়ে যান, কারণ তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গদূতের কাছ থেকে এই ঘটনা শোনার পর থেকেই তীব্র কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন যে, সেই কথা কী হতে পারে, যা পিতর তাকে বলবেন।

(২) অনেকে মিলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আর এই বিষয়টি তাঁকে আরও উৎসাহ দান করেছিল। যেভাবে পিতর তার সাথে করে কয়েক জনকে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি যে আত্মিক উপহার প্রদান করবেন তার অংশীদার তারাও হতে পারেন, সেভাবে কর্ণীলিয়ও বেশ কয়েক জনকে ডেকেছিলেন যেন তিনি পিতরের কাছ থেকে যে স্বর্গীয় নির্দেশনা আশা করছিলেন তাঁর ভাগী হতে পারেন, যা পিতরকে উত্তম কাজ সাধন করার আরও বড় এক সুযোগ দান করবে। লক্ষ্য করুন, আমাদের কখনোই একাকী আত্মিক দান গ্রহণ করা উচিত নয়, ইয়োব ৩১:১৭। এটি আমাদের অবশ্যই দয়া এবং সম্মানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের সকল আত্মীয় এবং বন্ধুদেরকে অবশ্যই আমাদের সাথে এ ধরনের ধর্মীয় অনুশীলনে যোগ দানের জন্য আহ্বান জানানো উচিত, যাতে করে তারাও আমাদের সাথে প্রচার শুনতে পারে। কর্ণীলিয় যা করতে যাচ্ছিলেন তাতে তার

পরিবার ও বন্ধুদের যোগদান করাটা সুফলজনক হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন; আর সেই কারণে তিনি তাদেরকে ডেকেছিলেন এবং প্রথমেই তাদের সাথে সেই প্রচার শুনতে চেয়েছিলেন, যাতে করে তারা এতে অবাক না হয় যে, তিনি কেন এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেলেন।

ঘ. এখানে আমরা পিতর এবং কর্ণীলিয়ের মধ্যকার প্রথম সাক্ষাৎ দেখতে পাই, যেখানে আমরা দেখি:

১. পিতরের প্রতি কর্ণীলিয়ের গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন (পদ ২৫): তিনি যখন ভেতরে প্রবেশ করছিলেন তখন কর্ণীলিয় পিতরের সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরা এবং তাঁকে একজন বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বদলে তিনি তাঁর পায়ের কাছে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে মঙ্গলবাদ জানালেন; অনেকে মনে করেন, ঠিক যেভাবে একজন মহান ব্যক্তি বা রাজাকে মাটিতে উপুড় হয়ে মঙ্গলবাদ দেওয়া হয়, ঠিক সেভাবেই পূর্ব দেশীয় নিয়ম অনুসারে তিনি পিতরকে সম্মান জানিয়েছিলেন; কিন্তু অন্যান্যরা মনে করেন, তিনি তাঁকে একজন মাংসে মূর্তিমান দেবতা হিসেবে, সম্মান দেখিয়েছিলেন, কিংবা তিনি তাঁকে স্বয়ং খ্রীষ্ট হিসেবে ভেবেছিলেন। তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে উপাসনা করা একান্তই গর্হিত কাজ, কিন্তু তাঁর বর্তমান অজ্ঞতার কথা বিবেচনা করলে তা মার্জনীয় বলে ধরে নেওয়া যায়, শুধু তাই নয়, এটি খুবই প্রশংসনীয় একটি কাজের নিদর্শন– আর তা হচ্ছে স্বর্গীয় এবং পবিত্র সত্তার প্রতি তার মনের একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা। এতে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই যে, তাঁকে জানিয়ে না দেওয়ার আগে তিনি হয়তো বুঝতেও পারেন নি যে, ইনি আসলে খ্রীষ্ট নন। তিনি তাঁকে সম্ভবত খ্রীষ্ট বলে ভেবেছিলেন বলেই তাঁর উপাসনা করেছিলেন, যার কথা তিনি স্বর্গ থেকে আগত স্বর্গদূতের মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছিলেন। তিনি তার উত্তরসূরীকে উপাসনা করার মধ্য দিয়ে পাপ করেছেন, কারণ পিতর শুধুমাত্র একজন মানুষই নন, সেই সাথে এখন পাপপূর্ণ মানুষ, তিনি পাপী ছিলেন, তাই তা একেবারেই অমার্জনীয় এবং এ ধরনের পাপ বেড়েই যেত, যদি আমাদেরকে বলা না হতো যে, সমুদয় জাতি সেই পশুকে উপাসনা করবে, প্রকাশিত বাক্য ১৩:৪।

২. পিতরকে যে সম্মান প্রদান করা হল তার প্রতি তিনি যেভাবে নম্রতা এবং ধার্মিকতার সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন (পদ ২৬): তিনি তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর নিজ হাত দিয়ে (যদিও তিনি নিশ্চয়ই আগে থেকে ভাবেন নি যে, তিনি এখানে এসে এত বড় সম্মান পাবেন, কিংবা এই তক্‌ছেদ বিহীন অযিহূদীর কাছ থেকে এ ধরনের ভক্তি পাবেন), তিনি বললেন, "উঠুন, আমি নিজেও একজন মানুষ আর সেই কারণে আমাকে এভাবে উপাসনা করার প্রয়োজন নেই। মণ্ডলীর উত্তম পরিচর্যাকারীগণ স্বর্গের উত্তম স্বর্গদূতদের মতই তাদের প্রতি প্রদর্শিত সামান্যতম ভক্তিও সহ্য করতে পারেন না, যা একান্তই ঈশ্বরের প্রাপ্য। দেখ, এমনটা কোরো না, সেই স্বর্গদূতের যোহনের প্রতি বলেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১০; ২২:৯) এবং একইভাবে পিতর কর্ণীলিয়কে বললেন। পৌল কতটা সতর্ক ছিলেন যেন তিনি খ্রীষ্টকে যেভাবে দেখতেন লোকেরা যেন তাকে সেভাবে না দেখে! ২ করিন্থীয় ১২:৬। খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত দাসেরা এভাবে শ্রদ্ধা পাওয়ার বদলে বরং ঘৃণিত হতে

চাইবেন। পিতর এই মহা সম্মানের প্রেক্ষিতে সন্তুষ্ট হন নি, কিন্তু তিনি তাঁর কথার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি এই সম্মান চান না, কারণ এই সম্মান একমাত্র খ্রীষ্টের প্রাপ্য; তার এ কথা জানা উচিত যে, পিতর কেবলই একজন মানুষ, তারই মত একজন মানুষ।

৬. পিতর এবং কর্ণীলিয় একে অপরকে নিজেদের বিষয়ে জানালেন এবং তাদের সঙ্গীদের বিষয়ে জানালেন এবং সেই সাথে তারা এ ব্যাপারেও কথা বললেন যে, ঈশ্বর নিজেই কীভাবে তাদের মধ্যে দেখা হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছেন: তিনি তার সাথে কথা বলতে বলতে– ***synomilon auto***, তিনি ভেতরে গেলেন, পদ ২৭। পিতর ভেতরে গেলেন, তিনি কর্ণীলিয়ের সাথে অত্যন্ত পরিচিত মানুষের মত করে কথা বলতে লাগলেন, তিনি তার সাথে আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলছিলেন এবং তিনি তার ভেতরে ভয় পাওয়ার মত কিছু পান নি; আর যখন তিনি ভেতরে এলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, অনেকেই সেখানে জড়ো হয়েছেন, তিনি যত জন আশা করছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষ সেখানে ছিলেন, যার কারণে সেখানে ভাবগাম্ভীর্য্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই সাথে মঙ্গল সাধন করার সুযোগও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এখন:-

১. পিতর ঘোষণা দিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে অযিহূদীদের কাছে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, পদ ২৮, ২৯। তারা জানতেন যে, এই বিষয়টি যিহূদীরা কখনোই অনুমোদন দেবে না, বরং তারা সবসময় এই বিষয়টিকে অন্যায্য হিসেবে দেখে এসেছে, ***athemi-ton***– অবমূল্যায়ন হিসেবে দেখে এসেছে, কারণ জন্মগতভাবে যে ব্যক্তি যিহূদী সে কখনোই কোন অযিহূদী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারবে না, যার তক্ছেদ করা হয় নি। ঈশ্বর নিজে এই ধরনের বিধান দেন নি, বরং তৎকালীন কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিধান সৃষ্টি করেছিলেন, যা তারা চাপিয়ে দিয়েছিলেন সমগ্র যিহূদী জাতির উপরে। তারা তাদেরকে অযিহূদীদের সাথে বেচা কেনা করতে বা তাদের সাথে কোন কিছু বিনিময় করতে নিষেধ করেন নি, কিন্তু তাদের সাথে একত্রে বসে খেতে নিষেধ করেছিলেন। এমন কি যোষেফের সময়েও মিসরীয় এবং ইব্রীয়রা একত্রে বসে খেতে পারতো না, আদিপুস্তক ৪৩:৩২। সেই তিন কিশোর রাজার দেওয়া খাবার খেয়ে নিজেদেরকে অশুচি করতে পারলো না, দানিয়েল ১:৮। তারা কখনো অযিহূদীদের ঘরে প্রবেশ করতো না, কারণ এতে করে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে অশুচি হয়ে পড়ার ভয় থাকতো। এভাবেই যিহূদীরা অযিহূদীদের সাথে অত্যন্ত বাজে আচরণ করতো, যারা তাদের সাথে ঠিকই অর্থনৈতিক লেনেদেন চালাতো, যা বিভিন্ন ল্যাটিন কাব্য থেকে জানা যায়। "কিন্তু এখন," পিতর বললেন, "ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছেন একটি দর্শনের মধ্য দিয়ে যে, আমি যেন আর কোন মানুষকে অচ্ছুৎ বা অশুচি বলে গণ্য না করি, কিংবা কোন মানুষকে তার দেশ বা জাতির জন্য অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান না করি।" পিতর যিনি তাঁর নব্য অনুসারীদেরকে এবং বিশ্বাসীদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তারা যেন নিজেদেরকে বাবিলের জাতিসমূহ থেকে দূরে রাখে এবং সুরক্ষিত রাখে (প্রেরিত ২:৪০), সেই তিনিই এখন তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যেন তারা নিজেদেরকে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিবেদিত করে। আনুষ্ঠানিক যত বাধা-নিষেধ ছিল সব দূর করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে নৈতিক দায়িত্বের প্রতি আরও বেশি

করে জোর দেওয়া হয়। পিতর মনে করেছিলেন যে, তাদেরকে এ কথা জানতে দেওয়া উচিত যে, তিনি তাঁর মন পরিবর্তন আগের থেকে পরিবর্তন করেছেন এবং তা ঘটেছে একটি স্বর্গীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে, পাছে তিনি সঠিক আলোর কাছে যেতে না পারেন। ঈশ্বর এভাবেই বাধা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেললেন।

(১) তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করলেন যে, তাদের প্রতি যাবতীয় মঙ্গল কার্য সাধন করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত রয়েছেন। আর তিনি যখন তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখেছেন, তখন তার ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতি কোন ধরনের বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র আইন পালন করেছেন মাত্র, আর এখন স্বর্গ থেকে অনুমতি পাওয়ার সাপেক্ষে তিনি তাদের সেবা কাজ করছেন: "তাই আমি অনুমতি পেয়েই আপনাদের কাছে এসেছি, যাতে করে আপনাদের কাছে আমি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে পারি, যা আপনারা কখনো শোনেন নি, যা আমি এর আগে শুধু যিহূদীদের কাছে প্রচার করেছি।" খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে কিছু ধারণা ছিল, যা তাদেরকে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা থেকে বিরত রাখতো, কিন্তু তারা চিন্তা করেছিল যে, অযিহূদীদেরকে অবশ্যই যিহূদী ধর্মে আগে দীক্ষিত হতে হবে, নতুবা তারা তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে পারেন না, যে ভুলটি পিতর এখন সংশোধন করছেন।

(২) তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে, কী করলে তারা আরও বেশি উপকৃত হবেন: "আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি, কেন আপনারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? আপনারা আমার কাছ থেকে কী আশা করছেন, কিংবা আপনারা আমার কাছে কী চান?" লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীদেরকে সাহায্য করার মনোভাব পোষণ করেন, তারা সবসময় চিন্তা করেন কীভাবে তাদের পরিকল্পনা সাধিত হতে পারে এবং তা উত্তম পরিক-ল্পনা বিশিষ্ট হতে পারে।

২. কর্ণীলিয় ঘোষণা করলেন যে, ঈশ্বর তাকে পিতরকে ডেকে আনার জন্য কী দর্শন দান করেছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত বাধ্য থেকে তাঁকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন। আমরা তখনই আমাদের লক্ষ্যে স্থির থাকি, যখন আমরা কোন সুসমাচার পরিচর্যাকারীর জন্য খোঁজ করি এবং যখন আমরা তা কোন স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করি, যা আমাদেরকে আদেশ করা হয়। এখন:-

(১) কর্ণীলিয় সেই ঘটনার বর্ণনা দেন, যখন স্বর্গদূত তাকে দর্শনের মধ্য দিয়ে তার কাছে এসেছিলেন এবং তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি পিতরের খোঁজ করেন এবং তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠান; তবে তিনি এই কথা বলার মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হতে চান নি, বরং তিনি চেয়েছেন যেন তিনি পিতরকে ডেকে আনার জন্য যে আদেশ স্বর্গ থেকে পেয়েছেন সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন এবং তিনি এ ব্যাপারে স্বর্গীয় অনুমোদনের বিষ-য়টি তুলে ধরতে পারেন।

[১] তিনি আমাদেরকে বলছেন যে, কীভাবে তিনি এই দর্শন স্বর্গীয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে দেখেছেন এবং এই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন (পদ ৩০): চার দিন আগে আমি এই ঘটিকা

পর্যন্ত রোজা রেখেছিলাম, যে ঘটিকায় পিতর এলেন সেই ঘটিকা পর্যন্ত, অর্থাৎ মাঝ দুপুর। এর মধ্য দিয়ে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ধার্মিকতার সাথে যে রোজা রাখা হয়, তা প্রার্থনায় আরও বেশি ভাব গাম্ভীর্য্য এবং আন্তরিকতা আনে, আর এই অভ্যাস যিহূদীদের চাইতে অনেক অযিহূদীর মধ্যে আরও ভালভাবে প্রচলিত ছিল; নিনেভের রাজা একটি রোজার আয়োজন করেছিলেন, যোনা ৩:৫। অনেকে এই কথাগুলোকে ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করেন: চার দিন ধরে এই প্রহর পর্যন্ত আমি রোজা রেখেছি; অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন খাবার গ্রহণ করেন নি, বা কমপক্ষে হালকা খাবার ব্যতীত কোন বড় ভোজ গ্রহণ করেন নি, সেই দর্শন প্রাপ্তির সময় থেকে শুরু করে এই সময় পর্যন্ত। কিন্তু এই কথাটি এখানে এসেছে গল্পের সূচনালগ্নের ভূমিকা হিসেবে; এবং সেই কারণে এর পূর্ববর্তী অর্থটিই সবেচেয়ে ভাল অর্থ বহন করে। তিনি নয় ঘটিকা পর্যন্ত প্রার্থনায় রত ছিলেন, তার নিজ গৃহে, কোন সমাজ-ঘরে নয়, বরং তার নিজের ঘরে। আমি চাই আমার লোকেরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা যেন প্রার্থনা করে। তিনি তার নিজ গৃহে প্রার্থনা করছিলেন, যা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, তিনি কোন গোপন কক্ষে নিভৃতে প্রার্থনা করেন নি, বরং তার গৃহের কোন একটি প্রকাশ্য কক্ষে প্রার্থনা করেছিলেন, তার পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সবার সামানেই প্রার্থনা করেছিলেন। সম্ভবত তিনি এই প্রার্থনার পরে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি এই দর্শন দেখেন। লক্ষ্য করুন, দিনের নয় ঘটিকায়, দুপুর ঠিক তিনটায়, যখন বেশির ভাগ মানুষ কোথাও যায় বা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ করে, কিংবা মাঠে কাজ করে, তাদের বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যায়, কিংবা আনন্দ উপভোগ করে, কিংবা খাবারের পর বিশ্রাম নেয়, সেখানে কর্ণীলিয় সেই সময়ে প্রার্থনায় ব্যস্ত ছিলেন, যা আমাদেরকে দেখায় যে, তিনি ধর্মকে তার কতটা একান্ত আদরণীয় করে নিয়েছিলেন এবং ধর্ম পালনকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন। যারা সানন্দে ঈশ্বরের কথা শুনে থাকে এবং তাঁর সাথে কথা বলে, তারা স্বর্গ থেকে অবশ্যই দৈববাণী প্রাপ্ত হবে।

[২] তিনি সেই দূতদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে, তাকে স্বর্গ থেকে কী বাণী দেওয়া হয়েছে: সেখানে একজন মানুষ উজ্জ্বল পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেভাবে খ্রীষ্ট রূপান্তরের সময়ে উজ্জ্বল পোশাক ধারণ করেছিলেন, সে ধরনের উজ্জ্বল পোশাক, সেই সাথে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সময় যাদেরকে দেখা গিয়েছিল, সেই স্বর্গদূতদের মত উজ্জ্বল পোশাক পরে ছিলেন তিনি (লূক ২৪:৪) এবং তাঁর স্বর্গারোহণের সময়েও (প্রেরিত ১:১০), যা তাদের সাথে আলোর জগতের সম্পর্ক দেখিয়েছিল।

[৩] তিনি সেই বার্তার পুনরাবৃত্তি করলেন, যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল (পদ ৩১, ৩২), যা আমরা দেখেছি ঠিক সেভাবেই, পদ ৪-৬। এখানে কেবল বলা হয়েছে, তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করা হয়েছে। আমাদেরকে এ কথা বলা হয় নি যে, তার প্রার্থনা কী ছিল; কিন্তু যদি এই বার্তা সেই প্রার্থনার উত্তর হয়ে থাকে, আর যেহেতু তেমনটাই মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে, তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন প্রার্থনাই করেছিলেন এবং তিনি নিজের পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কামনা করেছিলেন। তিনি তার প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণ কামনা করেছিলেন। “বেশ,” স্বর্গদূত

বললেন, "পিতরের খোঁজে যাও এবং তিনি তোমাকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেবেন।"

(২) তিনি তার নিজের এবং তার বন্ধুদের পক্ষ থেকে পিতরের কাছ থেকে বার্তা গ্রহণ করার ব্যাপারে তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করলেন (পদ ৩৩): আমাকে এই দর্শন দান করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপনার জন্য লোক পাঠিয়েছি, যেভাবে আমাকে নির্দেশ দান করা হয়েছিল এবং আপনি আমার আহ্বান পাওয়া মাত্র আমাদের কাছে এসে খুবই ভাল করেছেন, যদিও আমরা সকলেই অযিহূদী। লক্ষ্য করুন, বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা খুব সহজেই তাদের কাছে যান এবং তাদেরকে স্বাগত জানান, যারা তাদের কাছ থেকে কথা শুনতে চায় এবং তাদের কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করতে চায়; তাদের খোঁজে কেউ এলে অবশ্যই তারা তাদের কাছে যান; এটি খুবই ভার একটি কাজ যা তারা করতে পারে। বেশ, পিতর তাঁর দায়িত্ব এখন পালন করছেন; কিন্তু তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করবে? হ্যাঁ। "আপনি এখানে কথা বলার জন্য প্রস্তুত আছেন এবং আমরাও শোনার জন্য প্রস্তুত আছি," ১ শমূয়েল ৩:৯, ১০। লক্ষ্য করুন:

[১] এই কথার উপরে তাদের ধার্মিক মনোভাব ও আকর্ষণ: "আমরা সকলেই এখানে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি; আমরা এখানে একটি ধর্মীয় কারণে একত্রিত হয়েছি এখানে আমরা সকলে উপাসনাকারী" (এভাবেই তারা নিজেদেরকে একটি আন্তরিক এবং ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ আত্মিক কাঠামোতে আবদ্ধ করলো): "সেই কারণে, যেহেতু আপনি আমাদের কাছে এমন একটি বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছেন, কিংবা বলা যায় এমন দারুণ সংবাদ নিয়ে এসেছেন, যা আমরা এর আগে কখনোই পাই নি এবং হয়তো বা আর কখনো এমন সুযোগ পাবোও না, তাই আমরা এখন এই মুহূর্তে প্রার্থনা ও উপাসনা করতে সমস্ত আছি, এই স্থানটিকেই আমরা উপাসনার স্থান করতে চাই" (যদিও সেটি ছিল একটি বক্তিগত বাসগৃহ): "আমরা এখানে উপস্থিত আছি, ***paresmen***– আমরা সকলে কাজে রয়েছি এবং আমরা আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।" যদি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ উপস্থিতি আমাদের মাঝে লাভ করতে পারি, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বিশেষভাবে তা অনুভব করে তাঁর প্রতি আমাদের মনোযোগ স্থাপন করতে হবে এবং তাঁকে তা জানাতে হবে: এই যে আমি। "আমরা সকলে উপস্থিত আছি, যাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাদের সকলেই; আমরা এবং যারা যারা আমাদের সাথে থাকেন; আমরা এবং আমাদের দলের যারা যারা আছেন।" সমস্ত মানুষকে অবশ্যই এখানে থাকতে হবে; শরীর এখানে আর মন ওখানে থাকলে হবে না, বরং সবকিছু একত্রে থাকতে হবে। কিন্তু যা কিছু ধর্মীয় সমাবেশ, সেখানে অবশ্যই আমাদেরকে নিজেদেরকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়ার মানসিকতা নিয়ে হাজির করতে হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই সেভাবে উপস্থিত হতে হবে, আমাদের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে হবে।

[২] এই সমাবেশের উদ্দেশ্য: "আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি সেই সমস্ত বিষয় শুনতে যা কিছু ঈশ্বর আপনাকে আদেশ দিয়েছেন। "আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি সেই সমস্ত কথা শুনতে, যা আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করতে পারে।" লক্ষ্য করুন:-

প্রথমত, পিতর সেখানে ছিলেন যেন তিনি ঈশ্বর তাঁকে যা কিছু বলেছেন এবং আদেশ করেছেন তা তাদের সামনে প্রকাশ করতে পারেন; কারণ তাঁকে সুসমাচার প্রচার করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তাই এখানে বলা হচ্ছে যেন তিনি পূর্ণভাবে যেমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেভাবে যেন প্রচার করেন।

দ্বিতীয়ত, তারা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তবে তিনি যা কিছু বলতে চান তা নয়, বরং ঈশ্বর তাঁকে যা কিছু বলতে আদেশ দিয়েছেন তা শোনার জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন। খ্রীষ্টের সত্য শুধুমাত্র প্রেরিত বা পরিচর্যাকারীদের মধ্যে আলোচিত হওয়ার জন্য বা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার জন্য তৈরি হয় নি, বরং তা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং সকলকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য দান করা হয়েছে। "আমরা সকলে তা শোনার জন্য প্রস্তুত আছি, যাতে করে আমরা উপাসনার শুরুতেই আসতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত থাকতে পারি এবং আমরা যেন সকলে মনোযোগী থাকি, নতুবা কীভাবে আমরা সকলে তা শুনতে পারবো? আমরা সকলে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে দায়িত্ব ও আদেশ পেয়ে আমাদের কাছে কী প্রকাশ করেন তা শোনার জন্য, যদিও তা আমাদের রক্ত মাংসের শরীরের কাছে অপ্রীতিকর হতে পারে কিংবা আমাদের পূর্বতন দেশ ও জাতির দর্শনের বিরোধী হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা সকলে তা শোনার জন্য প্রস্তুত আছি এবং সেই কারণে আমাদের জন্য যা কিছু সুফলজনক তা দয়া করে আমাদের কাছে অপ্রকাশিত রাখবেন না।"

প্রেরিত ১০:৩৪-৪৩ পদ

আমরা এখানে দেখি পিতর কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদের কাছে সুসমাচার প্রচার করছেন; এখানে আমরা তার একটি সংক্ষিপ্তরূপ বা ছায়াছবি দেখতে পাই; কারণ আমাদের এমনটা ভাববার কারণ অবশ্যই আছে যে, তিনি আরও অনেক কথা বলে তার মূল উদ্দেশ্য এবং সুসমাচারের মহিমাকে প্রমাণিত করেছিলেন এবং এর যথাযোগ্য সাক্ষ্য তুলে ধরেছিলেন। এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি নিজেকে এক মহা ভাবগাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু একই সাথে তিনি ছিলেন আন্তরিক এবং মুক্তমনা, এই বাক্যাংশে বলা হয়েছে তিনি তাঁর মুখ খুললেন এবং কথা বললেন, পদ ৩৪। হে করিন্থিয়েরা, আমাদের মুখ তোমাদের জন্য খোলা হয়েছে, পৌল এ কথা বলেছেন, ২ করিন্থীয় ৬:১১। "তোমরা দেখতে পাবে যে, আমরা অনেক বেশি আন্তরিক, কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে আরও আগ্রহী হতে হবে।" এই কারণে প্রেরিতদের মুখ তক্ছেদ বিহীন অযিহূদীদের কাছে বন্ধ রাখা ছিল, তাদের প্রতি প্রেরতিদের কিছুই বলার ছিল না, কিন্তু এখন ঈশ্বর তাদেরকে অযিহূদীদের কাছে কথা বলতে আদেশ দিয়েছেন, যেভাবে তিনি ইহিস্কেলকে বলেছিলেন, তোমরা মুখ খোল। পিতরের এই অভূতপূর্ব প্রচারটি তাদের প্রতি খুবই উপযোগী, যারা সদ্য খ্রীষ্টান শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়েছে; কারণ এই প্রচার ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রচার।

ক. যাদের কাছে প্রচার করা হচ্ছিল তারা ছিল অযিহূদী। তিনি দেখিয়েছেন যে, তারা

সকলে খ্রীষ্টের সুসমাচারে প্রতি আগ্রহী ছিল, যা তাকে প্রচার করতেই হতো এবং এর দ্বারা তারা সকলেই সুফল লাভ করবে, কারণ তারা যিহূদীদের মত একই পদচ্ছাপ ধরে হেঁটে চলবে। তাদের এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন ছিল, নতুবা কীভাবে তারা এই খ্রীষ্টান শিক্ষা লাভ করে সুফল লাভ করবে এবং অনুগ্রহ লাভ করবে? সেই কারণে তিনি এক সন্দেহাতীত নীতি স্থাপন করলেন, আর তা হচ্ছে, ঈশ্বর কোন মানুষকে মুখাপেক্ষা করেন না, কিংবা কারও প্রতি অবিচার করেন না, এভাবেই হিব্রু বাক্যাংশে লেখা রয়েছে; যা বিচারকদেরও পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (দ্বি. বি. ১:১৭; ১৬:১৯; হিতোপদেশ ২৪:২৩) এবং তাদেরকে এই কাজ করলে দোষী সাব্যস্ত করার বিধান আছে, গীতসংহিতা ৮২:২। অনেক সময় ঈশ্বর সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে সম্মান করেন না, দ্বি. বি. ১০:১৭; ২ বংশাবলি ১৯:৭; ইয়োব ৩৪:১৯; রোমীয় ২:১১; কলসীয় ৩:২৫; ১ পিতর ১:১৭। তিনি মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে বিচার করেন না, কিংবা এর জন্য কারও সুপারিশ প্রয়োজন মনে করেন না। ঈশ্বর কখনো ব্যক্তিগত কারণে বা বিবেচনা করে কোন সময় তাঁর বিচারের রায় পরিবর্তন করেন না, কিংবা তিনি কোন সময় একজন দুষ্ট মানুষকে তার সৌন্দর্য্য, তার অবস্থান, তার দেশ, বংশ, সম্পর্ক, সম্পদ বা পৃথিবীর সম্মানের কারণে তার মন্দতাকে অস্বীকার করেন না বা তা ক্ষমা করে দেন না। ঈশ্বর একজন সুফল দানকারী হিসেবে সমানভাবে এবং সাবজনীনভাবে সকলকে অনুগ্রহ দান করে থাকেন (দ্বি. বি. ৭:৭, ৮; ৯:৫, ৬; মথি ২০:১০); কিন্তু তিনি শুধুমাত্র যে বিচারক হিসেবে শাস্তি দেন তাই নয়, কিন্তু প্রতি জাতিতে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ে যারা যারা ঈশ্বরকে এবং তাঁর সকল ধার্মিক কাজকে গ্রহণ করে তাদেরকেও তিনি গ্রহণ করেন, পদ ৩৫। এভাবেই আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে:-

১. ঈশ্বর কখনোই এমন কোন মন্দ যিহূদীকে রেহাই দেবেন না কিংবা দেনও নি, যে অনুতাপহীন অবস্থায় পুরো জীবন ধারণ করেছে এবং অতঃপর মারা গেছে, যদিও সে অব্রাহামের বংশধর ছিল এবং একজন ইব্রীয় থেকে জাত ইব্রীয় ছিল এবং সে তক্‌ছেদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এর সব ধরনের সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল এবং সম্মানের পাত্র হয়েছিল। তিনি সেই সমস্ত মানুষের উপরে নামিয়ে আনবেন অসন্তোষ এবং ক্রোধ, নির্যাতন এবং যন্ত্রণা, যারা মন্দ কাজ করে থাকে; এবং প্রথমত যিহূদীদের মধ্য থেকে যারা সম্মানজনক অবস্থানে ছিল এবং পেশাগত ভাল অবস্থানে ছিল, তাদের ঈশ্বরের বিচারের সময় বাঁচিয়ে রাখার পরিবর্তে তাদের অপরাধ এবং পাপের জন্য আরও কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। দেখুন রোমীয় ২:৩, ৮, ৯, ১৭। যদিও ঈশ্বর যিহূদীদেরকে অন্য জাতির চাইতে অনেক বেশি অনুগ্রহ দান করেছেন, যেহেতু তারাই ছিল একমাত্র দৃশ্যমান মণ্ডলীর সদস্য; তথাপি তিনি কোন একক ব্যক্তির সম্মান এবং ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য তাকে ছাড় দেবেন না, যদি তারা কোন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে; এবং বিশেষভাবে মানুষকে অত্যাচার করে, যা এখন অন্য কোন সময়ের চেয়ে যিহূদীদের জন্য জাতীয় পাপে পরিণত হয়েছিল।

২. তিনি কখনোই কোন সৎ অযিহূদীকে প্রত্যাখ্যান বা অবজ্ঞা করেন নি আর করবেনও না,

যে যিহূদীদের মত কোন সুযোগ-সুবিধা বা সুফল ভোগ না করলেও কর্ণীলিয়ের মত ঈশ্বরকে ভয় করে এবং তাঁর উপাসনা করে এবং ধার্মিকের মত ন্যায্য কাজ করে, এর অর্থ হচ্ছে, সে সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল এবং আন্তরিক, তাঁর কাছে যে আলো আছে তার রশ্মিতে সে জীবন ধারণ করে, সে একই সাথে তার প্রতিদিনকার প্রার্থনা চালিয়ে যায় এবং নিয়মিত উপাসনায় অংশ নেয়। সে যে জাতিরই হোক না কেন, যদিও তা অব্রাহামের বংশধরদের সূত্রিতা থেকে যত দূরবর্তীই হোক না কেন, এমন কি কোন ধরনের সম্পর্ক বজায় না থাকলেও তিনি তাদেরকে অস্বীকার করবেন না, কিংবা তাদের নাম অত্যন্ত বাজে হলেও তিনি এর প্রেক্ষিতে তাদের বিচার করবেন না। ঈশ্বর মানুষকে তাদের অন্তর অনুসারে বিচার করেন, তাদের দেশ কিংবা জাতি অনুসারে নয়; এবং যেখানেই তিনি একজন ধার্মিক মানুষ পাবেন, সেখানেই তিনি একজন ধার্মিক ঈশ্বর হিসেবে দেখা দেবেন, গীতসংহিতা ১৮:২৫। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরকে ভয় করা এবং ধার্মিকতার কাজ করা এই দু'টো কাজ অবশ্যই এক সাথে চালাতে হবে, কারণ মানুষের প্রতি ধার্মিকতা হচ্ছে সত্যিকার ধর্মের একটি শাখা। ধার্মিকতা এবং সততা একত্রে পথ চলে এবং অবশ্যই তা একত্রে চলতে হবে এবং একটি অভাব অন্যটি দিয়ে পূরণ করা যাবে না। কিন্তু যেখানে তা আগে থেকেই বিরাজমান থাকে, তা অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। পাপের পতনের পর থেকে আর কোন মানুষই খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা ব্যতীত পাপ থেকে মুক্তি এবং পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না, প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে না। কিন্তু যারা তাঁকে জানে এবং তাঁর প্রতি নিজেদেরকে নিবদ্ধ করে, তারা নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে, যেভাবে কর্ণীলিয় লাভ করেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তার ধার্মিকতার স্বীকৃতি এবং পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এখন:-

(১) এটি ছিল সবসময়কার জন্য একটি সত্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতর তা গ্রহণ করেন যে, ঈশ্বর কোন মানুষেরই ব্যক্তিত্বের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না; এটি ছিল প্রথম থেকেই ঈশ্বরীয় বিচারের মূল নীতির একটি: তুমি যদি ভাল কাজ কর তাহলে কেন তোমাকে গ্রহণ করা হবে না? এবং যদি তুমি ভাল কাজ না কর, পাপ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাকে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে, তোমার দরজায় সেই শাস্তি অপেক্ষা করছে, আদিপুস্তক ৪:৭। শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বর এ কথা জিজ্ঞেস করবেন না যে, তারা কোন দেশের বরং তিনি জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা কী ধরণের মানুষ। তারা কী কাজ করেছে এবং তারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে কী ধরনেরর আচরণ করেছে; এবং যদি মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র সবচেয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয়, এখানে যিহূদী বা অযিহূদী বলতে কোন পার্থক্য করা হবে না, কিংবা কোন বিশেষ দল গোত্র বা মতের নির্বিশেষে পার্থক্য করা হবে না, কিংবা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হওয়ার কারণে বিশেষ সুবিধা লাভ করা যাবে না, রোমীয় ১৪ অধ্যায়। এটি সুনিশ্চিত যে, স্বর্গীয় রাজ্যে কোন ভোজন পানের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সেখানে আছে ধার্মিকতা এবং শান্তি এবং পবিত্র আত্মার আনন্দ; এবং যে এই বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের পরিচর্যা করবে, সে ঈশ্বরকে গ্রহণ করবে এবং সে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য; ঈশ্বর যাকে নির্বাচন করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন, তাকে আমরা কী করে প্রত্যাখ্যান করতে পারি?

(২) এখন পর্যন্ত তা ততটা পরিষ্কার করে বলা হয় নি, এর আগে তেমন করে সুপষ্টভাবে বলা হয় নি, এই চরম সত্যটি ইস্রায়েল জাতির ব্যবস্থার প্রথা ও বিধানের মধ্য দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল এবং উপরে অস্পষ্টতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তাদের এবং সমস্ত অন্যান্য জাতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আইন এক বিরাট বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটি সত্য যে, এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেই জাতিকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করেছেন (রোমীয় ৩:১, ২; ৯:৪) এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এ কথা বলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন যে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত, যদিও তারা এমনভাবে বাস করতেন যার কারণে তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা যায় এবং কোন অযিহূদীই সম্ভবত ঈশ্বর কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঈশ্বর ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে এই ভুল ঠেকানোর জন্য একটি কাজ করেছেন, কিন্তু এখন এতদিনে তা কার্যকর হয়েছে, আর তা হচ্ছে সেই অস্পষ্ট চুক্তি বাতিল করা, ব্যবস্থার আইন বাতিল করে দেওয়া এবং এভাবেই তা এক বৃহৎ আকারে স্থাপন করা হয়েছে এবং যিহূদী ও অযিহূদীদেরকে ঈশ্বরের সামনে একই অবস্থানে আনা হয়েছে; আর পিতর এখানে তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আছেন, কারণ তিনি সেই দর্শনের সাথে তার দর্শনটি মিলিয়ে দেখেছেন, যা কর্ণীলিয় দেখেছিলেন। এখন যীশু খ্রীষ্টেতে এটি একেবারেই স্পষ্ট যে, তক্‌ছেদ করা বা তক্‌ছেদ না করানোর মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া বা না পাওয়ার কোন ভেদাভেদ নেই, গালাতীয় ৫:৬; কলসীয় ৩:১১।

খ. কারণ তারা ছিল অযিহূদী এবং তারা ইস্রায়েলের মধ্যে একটি স্থানে বসবাস করছিলেন, তিনি তাদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এমন নয় যে, তারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবন এবং শিক্ষা সম্পর্কে জানতো না, তাঁর সুসমাচার প্রচার এবং আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে কিছুই জানতো না, কিংবা তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কেও কিছুই জানতো না; কারণ এমন কোন স্থান নেই ইস্রায়েলের মধ্যে, যেখানে আমাদের প্রভুর কথা পৌঁছায় নি, প্রতিটি জাতির কাছে তাঁর নাম পৌঁছে গিয়েছিল, পদ ৩৭। এই দায়িত্ব এখন সুসম্পন্ন করছেন যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত এবং পরিচর্যাকারীরা, যখন তারা এমন কারও কাছে এই বাণী পৌঁছে দেন, যার কারণে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান এখনো পৌঁছায় নি, যাদের কাছে তারা এই আবেদন জানাতে পারেন এবং যার উপরে ভিত্তি করে তা নির্মিত হতে পারে।

১. তারা সাধারণভাবে জানতেন এই শব্দটি, আর তা হচ্ছে সুসমাচার, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল: আমি জানি এই শব্দটি আপনারা শুনেছেন, পদ ৩৭। যদিও অযিহূদীদের তা শোনার কথা নয় (খ্রীষ্ট্‌ এবং তাঁর শিষ্যরা শুধুমাত্র ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন), তথাপি তারা তা না শুনে পারে না। এটি ছিল সমস্ত শহরে এবং গ্রাম-গঞ্জের সবার মুখে মুখে চলে ফিরে বেড়ানো কথা। অনেক সময় সুসমাচারগুলোতে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, কীভাবে খ্রীষ্টের জনপ্রিয়তা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল, রোমীয় ১০:১৮। এই শব্দটি, এই স্বর্গীয় শব্দটি, এই শক্তিশালী এবং অনুগ্রহপূর্ণ শব্দটি, এর কথা অবশ্যই আপনারা জানেন।

(১) এই শব্দের মূল অর্থ এবং উদ্দেশ্য কী ছিল: ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের বলা শান্তির বাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছেন মানুষের কাছে, এভাবেই তা বলা উচিত– ***euangelizomenos eirenev***। ঈশ্বর নিজেই এই শান্তি ঘোষণা করেছেন, যিনি ন্যায্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মানবজাতিকে এ কথা জানাতে চেয়েছেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করতে চান, তাঁর মধ্যে দিয়ে তিনি এই পৃথিবীর সাথে নিজের পুনর্মিলন ঘটাতে চেয়েছেন।

(২) কাদের কাছে তা প্রেরণ করা হয়েছিল: ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে, প্রথমত। তাদের কাছেই প্রধান আহ্বান জানানো হয়েছিল; এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের সকল প্রতিবেশী তা জানতে পেরেছিল এবং তারা সকলে এই সুসমাচারের সুফল ভোগ করতে সম্মত হয়েছিল এবং প্রস্তুত হয়েছিল। তখন তারা অযিহূদীদেরকে এ কথা বললো, প্রভু তাদের জন্য মহান মহান কর্ম সাধন করেছেন, গীতসংহিতা ১২৬:২।

২. তারা এর একাধিক বিষয় জানতেন, যা সুসমাচারের বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যা ইস্রায়েলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল।

(১) তারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মের কথা জানতো, যার বিষয় যোহন প্রচার করতেন এবং যেখান থেকে সুসমাচারের প্রথম সূচনা হয়েছিল, মার্ক ১:১। তারা জানতো যে, যোহন কত অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি প্রভুর পথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন মানুষ ছিলেন। তারা জানতো যে, তাঁর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য বহু মানুষ একত্র হয়েছিল এবং তিনি এর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

(২) তারা জানতো যে, যোহনের বাপ্তিস্ম দানের পর পরই যীশু খ্রীষ্টের আগমন ঘটে। তিনি তাঁর সুসমাচার প্রচার করেন, যা শান্তির বাক্য, যা সমগ্র যিহূদিয়া জুড়ে প্রচারিত হয় এবং এর সূচনা হয় গালীল থেকে। বারো জন প্রেরিত এবং সত্তর জন শিষ্য এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজে সেই ভূখণ্ডের প্রতিটি প্রান্তে এই শুভ সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছেন; এর মধ্য দিয়ে আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে, কেনানে এমন আর কোন গ্রাম বা শহর অবশিষ্ট ছিল না যেখানে সুসমাচার প্রচারিত হয় নি।

(৩) তারা জানতেন যে, নাসরতীয় যীশু যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, সে সময় তিনি উত্তম কর্ম সাধন করেছেন, তারা জানতো যে, তিনি সেই জাতির জন্য একজন সুকর্ম সাধনকারী ছিলেন, তিনি তাঁর আত্মা এবং তাঁর দেহ উভয়ের দিক থেকেই সেই জাতির জন্য সুফলজনক কাজ করেছেন; তিনি তাঁর সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধন করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি কখনোই কাউকে আঘাত দেন নি বা কাউকে কোন সময় ক্ষতি করেন নি। তিনি সবসময় চেয়েছেন মানুষের মঙ্গল সাধন করতে। এ কারণে তিনি কোন সময়ই অলস হয়ে বসে থাকেন নি; তিনি কখনো স্বার্থপর ছিলেন না, বরং মানুষের ভালটাই চেয়েছেন সবসময়; তিনি নিজেকে একটি মাত্র স্থানে আবদ্ধ রাখেন নি, কিংবা লোকেরা তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসবে তার আগ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করে থাকেন নি। তিনি নিজেই তাদের কাছে গেছেন এবং এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং

যেখানেই তিনি কোন ভাল কাজ করার সুযোগ দেখেছেন সেখানেই তিনি তা করেছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, যিনি নিজে উত্তম এবং যিনি উত্তম কাজ সাধন করেন; তিনি উত্তম কাজ করেন কারণ তিনি নিজে উত্তম; এবং সেই কারণে যে ব্যক্তি তার এই উত্তমতার সাক্ষ্য জগতের কাছে পৌঁছে দেয়, তার জীবনে তিনি উত্তম কর্ম সাধন করেন, প্রেরিত ১৪:১৭। আর এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যেন আমরা আমাদের সমস্ত সাধ্য সাধনা দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করি; কারণ আমরা এমন এক পৃথিবীতে এসেছি যেখানে আমরা ভাল কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারি, ঠিক খ্রীষ্টের মত, যিনি ঘুরে ঘুরে সবসময় মানুষের মঙ্গল সাধন করে বেড়িয়েছেন।

(৪) তারা আরও বিশেষভাবে এ কথা জানতেন যে, তিনি তাদের সকলকে সুস্থ করেছিলেন, যারা শয়তানের হাতে বন্দী ও নির্যাতিত ছিল এবং তিনি তাদেরকে শয়তানের অত্যাচারী হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে এটি আমাদের কাছে প্রকাশ পায় যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিলেন, যেহেতু তা ছিল মানুষের প্রতি দয়ার কাজ, কিন্তু তিনি একই সাথে শয়তানের কর্মকাণ্ডের ধ্বংস সাধন করতে এসেছিলেন; কারণ এভাবেই তিনি তার উপরে বিজয় লাভ করবেন।

(৫) তারা এ কথা জানতো যে, যিহূদীরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল; তারা তাঁকে একটি ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করেছিল। যখন পিতর যিহূদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যাঁকে তোমরা হত্যা করেছিলে; কিন্তু এখন তিনি অযিহূদীদের কাছে প্রচার করছেন এবং তিনি তাদেরকে বলছেন, যাঁকে তারা হত্যা করেছিল; তারা, যাদের প্রতি তিনি তাঁর যত প্রকার মঙ্গল ও উত্তম কর্ম সাধন করেছিলেন এবং তার পরিকল্পনা করেছিলেন। তারা সকলেই এ কথা জানতো; কিন্তু পাছে তারা মনে করে যে এ কথা কেবল একটি গুজব এবং এই কথাটি ফুলে ফেঁপে বড় করা হয়েছে এবং তারা যদি মনে করে যে, প্রকৃত সত্যের উপরে রং চড়িয়ে এই সংবাদ তাদের কাছে বলা হয়েছে, সেই কারণে পিতর নিজেই এবং অন্যান্য প্রেরিতরাও এই ঘটনার বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেছেন, এই ঘটনাকে সত্যায়ন করেছেন (পদ ৩৯): আমরা সকলে প্রত্যক্ষ দর্শী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষদর্শী, যা কিছু তিনি করেছেন তার সবই আমরা দেখেছি; এবং তিনি যা কিছু প্রচার করেছেন আমরা তা নিজের কানে শুনেছি, যিহূদীদের অঞ্চলে এবং যিরূশালেম নগরী উভয় স্থানে, শহরে এবং গ্রামে।

৩. তারা জানতো কিংবা তাদের অন্ততপক্ষে জানার কথা যে, এর মধ্য দিয়ে তিনি স্বর্গ থেকে প্রচার করার আদেশ লাভ করেছিলেন এবং তিনি সেই স্বর্গীয় আদেশেই এই কাজ করেছিলেন। তিনি এখনও তাঁর কথার মধ্যে সেই সুরে কথা বলছেন এবং তিনি সুযোগ পেলেই তাদের কাছে এই সত্যটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের এ কথা জানার প্রয়োজন যে:

(১) এই খ্রীষ্টই হচ্ছেন সকলের প্রভু; এর মূল সত্যটি অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্ট, যাঁর মধ্য দিয়ে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনিই হচ্ছেন সকলের প্রভু; তিনি শুধু যে সকল অনুগ্রহ প্রাপ্তদের ঈশ্বর তাই নয়, সেই সাথে তিনি তাদের

সকলের মধ্যস্থতাকারী, যারা তখন অনুগ্রহ লাভ করে নি, কারণ স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তাঁকেই দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকেই সমস্ত বিচারের কর্তৃত্ব ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি স্বর্গদূতদের প্রভু; তারা সকলে তাঁর বিনম্র দাস। তিনি অন্ধকারের শক্তির উপরে প্রভুত্ব করেন এবং তিনি তাদের উপরে বিজয় লাভ করেন। তিনি জাতিগণের উপরে কর্তৃত্বকারী রাজা, সকল মানুষের উপরে তাঁর ক্ষমতা আছে, তিনি সকল সাধু ব্যক্তির উপরে রাজা, ঈশ্বরের সকল সন্তান তাঁর শিক্ষার্থী, তাঁর অধীনস্থ, তাঁর সৈনিক।

(২) ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মা এবং ক্ষমতায় অভিষেক দান করেছিলেন; তিনি একই সাথে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং কার্যকারিতা লাভ করেছিলেন, যা তিনি লাভ করেছিলেন স্বর্গীয় অভিষেক লাভের মধ্য দিয়ে, যখন তাঁকে খ্রীষ্ট বলে সম্বোধন করা হয়েছে– এর অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্ট, মেসাইয়াহ, অভিষিক্ত জন। পবিত্র আত্মা তাঁর বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় তাঁর মাথার উপরে কবুতরের আকারে নেমে এসেছিলেন এবং তিনি প্রচার এবং আশ্চর্য কাজের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর স্বর্গীয় অভিযাত্রার একটি সীলমোহর।

(৩) ঈশ্বর তাঁর সাথে ছিলেন, পদ ৩৮। তাঁর সকল কাজ সাধিত হয়েছিল ঈশ্বর থেকে। ঈশ্বর তাঁকে শুধু প্রেরণই করেন নি, সেই সাথে তিনি সবসময় তাঁর সাথে সাথে ছিলেন, তিনি তাঁকে স্বীকৃতি দান করেছেন, তিনি সবসময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তিনি তাঁকে তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট এবং যন্ত্রণার পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করেছেন তিনি তাঁকে হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন, তাদেরকে তিনি নিজেই সঙ্গ দেন এবং তিনি তাদের সাথে সাথে থাকেন, কারণ তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন।

গ. কারণ তারা এই যীশু সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন সংবাদ পায় নি। এ কারণে পিতর তাদের কাছে এ কথা ঘোষণা করলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট কবর থেকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং এর প্রমাণ আছে; তাই তারা যেন এ কথা চিন্তা না করেন যে, তাঁকে হত্যা করার পর পরই তাঁর সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। সম্ভবত তারা কৈসরিয়াতে কয়েক জন মানুষকে তাঁর পুনরুত্থানের সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছে, কিন্তু যিহূদীদের মহা ক্রোধের কারণে সেই কথা খুব দ্রুত চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর এর বিপরীতে একটি মিথ্যে কথা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর তা হচ্ছে, তাঁর শিষ্যরা ই তাঁর দেহ রাতের আধারে চুরি করে নিয়ে গেছে। আর সেই কারণে পিতর এই কথার উপরে জোর দিয়ে বলছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট নিজেই পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং এই কথাকে সমর্থন দেওয়া জন্য তিনি কিছু প্রমাণ দাখিল করেছেন:

১. তিনি যে শক্তির দ্বারা পুনরুত্থিত হয়েছেন তা পুরোপুরি স্বর্গীয় (পদ ৪০): তাঁকে ঈশ্বর তৃতীয় দিনে কবর থেকে জীবিত করে তুললেন, যা শুধুমাত্র এই কথাই বোঝায় না যে, মানুষ তাঁর উপরে যে সমস্ত অপবাদ চাপিয়েছিল তা একেবারেই মিথ্যে, বরং ঈশ্বর তাঁকে অনুমোদন দিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সকল মানুষের পাপের ভার তুলে নিয়েছিলেন। তিনি কোন বন্দীশালা ভাঙ্গেন নি, বরং তিনি আইন সঙ্গত উপায়ে মুক্তি লাভ করেছিলে। ঈশ্বর নিজে তাঁকে উত্থিত করেছিলেন।

২. তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ ছিল একদমই স্পষ্ট; কারণ ঈশ্বর তাঁকে প্রকাশ্যে দেখিয়েছিলেন। তিনি তাদের সকলের সামনে প্রকাশ করেছিলেন– ***edoken auton emphane genesthai***, তিনি তাঁকে দৃশ্যমান করেছিলেন এবং তাঁর পুনরুত্থানকে প্রমাণ করেছিলেন। এই কারণেই আমরা বুঝতে পারি যে, তিনিই পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, অন্য কাউকে শিষ্যরা দেখেন নি। এটি ছিল তাঁর পুনরুত্থানের সত্যতার একটি নিদর্শন, কারণ তিনি নিজেকে মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেকে অবশ্যই জনতার সামনে প্রকাশ করেন নি (তা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত ছিল না), কিন্তু তিনি তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ রেখেছেন; তিনি বাছাই করা কিছু মানুষকে তাঁর মৃত্যুর পর দেখা দিয়ে তাঁর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের প্রমাণ দান করেছিলেন। তিনি এই পুনরুত্থানের প্রমাণ দান করার মধ্য দিয়ে তাঁর সকল প্রচার কাজ এবং আশ্চর্য কাজকে প্রমাণিত করেছেন, আর তাঁর শিষ্যরা এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার মধ্য দিয়ে মহা সম্মান অর্জন করলেন। যারা এই কথা প্রচার করেছিল যে, তাঁর দেহ চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং যারা এ কথা বিশ্বাস করেছিল, তারা সকলেই অভিশপ্ত হয়েছে, কিন্তু যারা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সংবাদে বিশ্বাস করেছে, তারা সকলেই অনুগ্রহ লাভ করেছে, কারণ তারা তা দেখে নি তবুও বিশ্বাস করেছে– *Nec ille se in vulgus edixit, ne impii errore, liberarentur; ut et fides non præmio mediocri destinato difficultate constaret*– তিনি অনেক সংখ্যক মানুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন নি, পাছে তাদের মধ্যে যারা অধার্মিক রয়েছে, তারা তাদের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয় এবং যে বিশ্বাস অন্তর থেকে জাগ্রত হওয়া উচিত তা দৃশ্যনীয় প্রমাণের কারণে সহসা উদ্ভূত হয় এবং জটিলতা সৃষ্টি হয়, টার্টুল, এপোল, ক্যাপ, ১১। কিন্তু যদিও সকল মানুষ তাঁকে দেখতে পায় নি, তথাপি এক পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষ তাঁকে দেখেছে এবং তারা এই পুনরুত্থানের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তাঁর শেষ ইচ্ছা এবং সাক্ষ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার জন্য বিরাট সংখ্যক জনতা হওয়ার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শী থাকাটাই যথেষ্ট, সেই কারণে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষদর্শীদের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট।

(১) তারা সুযোগ ক্রমে এই সাক্ষ্য লাভ করে নি, বরং তাদেরকে আগে থেকে ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচন করা হয়েছিল, আর এই সুযোগ লাভ করার জন্য অবশ্যই তাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অধীনে শিক্ষা লাভ করতে হয়েছে এবং তাঁর সাথে কথা বার্তায় পরিচিতি লাভ করতে হয়েছে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছে, যাতে করে তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।

(২) তারা সহসা এবং ক্ষণিকের জন্য তাঁর দেখা পান নি, বরং তারা বহু সময় ধরে তাঁর সাথে কথোপকথন চালিয়েছেন এবং তাঁর সাথে সময় কাটিয়েছেন: তারা তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর তাঁর সথে বসে একত্রে ভোজন এবং পান করেছেন। এই বিষয়টি এ কথাই বলে যে, তারা তাঁকে ভোজন এবং পান করতে দেখেছেন, তারা তাঁকে তিবিরিয়া সমুদ্রের পারে তাদের সাথে বসে আহার করতে দেখেছেন এবং দুই জন শিষ্য তাঁকে ইম্মায়ু গ্রামে তাঁর সাথে ভোজন করতে দেখেছেন; আর এই কথা প্রমাণ করে যে, তাঁর একটি

সত্যিকার এবং প্রকৃত মানব দেহ ছিল মৃত্যু পর পুনরুত্থিত হবার পরও। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; তারা তাঁকে কোন প্রকার আতঙ্ক বা ভীতি ছাড়াই কাছ থেকে দেখেছেন, কারণ ভীতি বা আতঙ্ক থাকলে সেই সাক্ষীকে অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হবে, আর তাই এ কথা বলা হয়েছে যে, তারা তাঁর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে মিশেছেন এবং খুবই পরিচিত মানুষের মত আন্তরিকভাবে তাঁর সাথে কথা বলেছেন, আর তিনি তাদের সাথে ভোজন এবং পান করেছেন। এটি একটি পরিষ্কার দর্শন হিসেবে সাক্ষ্য প্রমাণরূপে বলা হয়েছে, যেভাবে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের মহিমা দেখেছিল (যাত্রাপুস্তক ২৪:১১), তারা ঈশ্বরকে দেখেছিল এবং তারা ভোজন ও পান করেছিল।

ঘ. তিনি এর থেকে একটি সারাংশ উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, যাতে করে তারা সকলে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার মত আস্থা লাভ করতে পারেন। তাকে কর্ণীলিয়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে যেন তিনি তার কাছে এই সকল কথা বলতে পারেন, আর এই কথাই তিনি এতক্ষণ ধরে বললেন; কর্ণীলিয়ের সকল ধরনের প্রার্থনা এবং দান কার্য খুবই উত্তম ছিল, কিন্তু একটি দিক থেকে তার ঘাটতি ছিল, আর তা হচ্ছে, তাকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে হবে। লক্ষ্য করুন:

১. কেন তাকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে হবে: সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস আসে এবং খ্রীষ্টান বিশ্বাস তৈরি হয় সেই ভিত্তির উপর ভর করে, যা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন প্রেরিত এবং ভাববাদীগণ, তাদের সাক্ষ্যের উপরে ভিত্তি করেই এর সূত্রপাত ঘটেছে।

(১) প্রেরিতদের মাধ্যমে: পিতর অন্যদের পক্ষ হয়ে কথা বলেছেন, কারণ ঈশ্বর তাঁকে আদেশ করেছেন এবং তাঁকে এই দায়িত্ব প্রদান করেছেন, যাতে করে তিনি লোকদের কাছে প্রচার করেন এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন; যাতে করে তাঁদের সাক্ষ্য শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য না হয়, সেই সাথে তা খাঁটি বলে প্রতীয়মান হয় এবং আমরা যেন এর উপর বিশ্বাস করতে পারি। তাঁদের সাক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের নিজের সাক্ষ্য; এবং তাঁরাই হচ্ছেন সারা পৃথিবীতে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারী। তাঁরা শুধু যে সংবাদ হিসেবে তা প্রচার করবেন তাই নয়, সেই সাথে তাঁরা একটি ইতিহাস হিসেবেও তা প্রচার করবেন, যা অবশ্যই মানুষ বিচার করবে।

(২) পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে: তাদের সাক্ষ্য আগেই দান করা হয়ে গেছে, আর তারা শুধু খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ভোগ সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেন নি, সেই সাথে তারা এর উদ্দেশ্য এবং কাঠামো সম্পর্কেও বলেছেন (পদ ৪৩): তাঁর ব্যাপারে সমস্ত ভাববাদীগণ সাক্ষ্য দান করেছেন। আমাদের অবশ্যই এমনটা ভাববার ব্যাপারে যুক্তি রয়েছে যে, কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুরা ভাববাদীদের লেখা অবশ্যই পাঠ করেছেন। এই দুই দল সাক্ষীর মুখ দিয়ে সমস্ত সাক্ষ্য উদ্গত হয়েছে এবং এই কারণেই বলা হয়েছে যে, এই সকল কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সংস্থাপিত হয়েছে।

২. কেন তাদের সবাইকে তার ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হবে:

(১) আমরা সকলে খ্রীষ্টের কাছে আমাদের বিচারক হিসেবে দায়বদ্ধ। এই কথাটি প্রেরিতদেরকে সারা পৃথিবীর কাছে প্রচার করতে বলা হয়েছে এবং এর সাক্ষ্য দান করতে বলা হয়েছে, যাতে করে সকলে জানতে পারে যে, যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত করা হয়েছে, যেন তিনি সকলের উপরে বিচারক হতে পারেন, পদ ৪২। তাঁকে পরিত্রাণের পথ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োগ দান করা হয়েছে, যে আইনের অধীনে আমাদেরকে অবশ্যই বিচারিত হতে হবে। সেই সাথে সমস্ত যিহূদী এবং অযিহূদীদেরকে এই একই আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে; এবং তাঁকে নিয়োগ দান করা হয়েছে সকল মানব সন্তানদের চিরস্থায়ী নিয়তি সম্পর্কে জানানোর জন্য এবং সেই মহান শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে জানানোর জন্য, যাদেরকে জীবিত পাওয়া যাবে এবং যাদেরকে মৃত থেকে জীবিত করে তোলা হবে। তিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করছেন, যার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন (প্রেরিত ১৭:৩১), যাতে করে এটি আমাদের সকলের প্রধান বিবেচনার বিষয় হয় এবং তা চিন্তা করে আমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ কামনা করি এবং তাঁকে আমাদের বন্ধু হিসেবে চিন্তা করি।

(২) যদি আমরা তাঁর উপরে বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা সকলে তাঁর সামনে আমাদের ধার্মিকতা প্রমাণ করতে পারব, পদ ৪৩। ভাববাদীরা যখন যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা বলেছেন, তখন তারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে, তাঁর নামের মধ্য দিয়ে, তাঁরই জন্য এবং তাঁর গুণের কারণে যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে, সে যিহূদী হোক আর অযিহূদী হোক, সে পাপ থেকে মুক্তি পাবে। আমাদের এই মহান বিষয়টি বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে, যা ব্যতীত আমরা কিছুই নই এবং যার প্রতি আমাদের মনের অনুসন্ধিৎসু অংশ সবচেয়ে বেশি আগ্রহী থাকে। পার্থিব জীবন ধারণকারী যিহূদীরা তাদের আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ এবং উৎসর্গ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে চেয়েছিল এবং অযিহূদী পরজাতীয়রাও তাদের সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু সবই বৃথা গেছে, কারণ তাদের সকলকেই খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে; এবং যারা এর দ্বারা নিশ্চিত হবে, তাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে আর কোন দোষ দেওয়া হবে না। পাপের ক্ষমা তাদের উপরে একটি ভিত্তি স্থান হিসেবে প্রস্তুত হয়েছে, যাতে করে তার থেকেই তাদের সকল অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ উৎস-রিত হতে পারে এবং তাদের মধ্যে অনুগ্রহ লাভের জন্য যে বাধা রয়েছে তা মুছে যেতে পারে। যদি তাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া যায়, তাহলে সব কিছুই ঠিক আছে এবং এর সমাপ্তিতে সব কিছুই সুন্দরভাবে শেষ হবে।

প্রেরিত ১০:৪৪-৪৮ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই পিতরের প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী এবং এর কারণে কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদের উপরে যে প্রভাব পড়েছিল। তিনি তাদের পেছনে বৃথাই শ্রম দান করেন নি, কারণ তাদের মধ্যে সকলেই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে আমরা দেখবো:-

ক. ঈশ্বর পিতরের কথা স্বীকৃতি প্রদান করলেন, কারণ তিনি এর শ্রোতাদের উপরে পবিত্র আত্মা প্রেরণ করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তারা এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য শুনতে পেলেন (পদ ৪৪): যখন পিতর তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন, সে সময় সম্ভবত তিনি আরও কিছু বলার চিন্তা করছিলেন, কারণ তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে দৃশ্যমানভাবে পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় তার কথা বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় যারা যারা পিতরের কথা শুনছিলেন, তাদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে আসলেন এবং এমন কি যেভাবে পবিত্র আত্মা সর্ব প্রথমে সেই প্রেরিতদের উপরে নেমে এসেছিলেন সেভাবে তিনি এখন কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদের উপরে নেমে এলেন, এমনটাই পিতর বলেছেন, প্রেরিত ১১:১৫। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, সে সময় কোন ধরনের ঝড়ো হাওয়া সেই ঘরের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এবং আলোর শিখা বা জিহ্বা দেখা গিয়েছিল, যা এর আগেও দেখা গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন:

১. কখন পবিত্র আত্মা তাদের উপরে নেমে আসলেন– যখন পিতর তাদের কাছে প্রচার করছিলেন। এভাবেই ঈশ্বর যা বলেন তার সাক্ষ্যও একই সাথে প্রদান করে থাকেন এবং তার সাথে স্বর্গীয় ক্ষমতার নিদর্শন প্রদান করেন। এভাবেই তাদের ভেতরে প্রেরিতদের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, ২ করিন্থীয় ১২:১২। যদিও পিতর পবিত্র আত্মা দান করতে পারতেন না, তথাপি পবিত্র আত্মা পিতরের বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল, এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, ঈশ্বর নিজে তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন। পবিত্র আত্মা অন্যান্যদের উপরে নেমে এসেছিলেন, যখন তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নিশ্চয়তার জন্য; কিন্তু এই অযিহূদীদের উপরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আগেই পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিল: যেভাবে অব্রাহামের বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্য তাঁকে ন্যায্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, যখন তিনি তক্‌ছেদ করেন নি। এর উদ্দেশ্য ছিল এটি দেখানো যে, ঈশ্বর কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোত্র, বা কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না, কিংবা তিনি শুধুমাত্র বাহ্যিক চিহ্নের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন না। পবিত্র আত্মা তাদের উপরে নেমে এসেছিল যারা তক্‌ছেদও করে নি, বাপ্তিস্মও গ্রহণ করে নি; কারণ তাদের আত্মা জাগ্রত হয়েছিল, সেখানে শরীরের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না।

২. কীভাবে এটি বোঝা গেল যে, তাদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছেন (পদ ৪৬): তারা এমন পরভাষায় কথা বলতে লাগলেন যা তারা কখনোই শেখেন নি, সম্ভবত তারা হিব্রু ভাষায় কথা বলছিলেন; যেভাবে প্রচারকেরা অনর্গল বিভিন্ন পরভাষায় কথা বলে যেতেন, যাতে করে তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার ও শিক্ষা ভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিদের কাছে প্রচার করতে পারেন, তাই সেভাবে সম্ভবত এই শ্রোতারা পবিত্র এই ভাষা শিখে ফেলেছিলেন, যাতে করে তারা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যে সমস্ত কথা লিখে রেখে গিয়েছিলেন সে সমস্ত কথা তারা পাঠ করতে পারেন এবং এতে করে তারা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করতে পারেন। কিংবা তাদেরকে এই ভাষায় কথা বলার জন্য সক্ষম করা হয়েছিল যেন এটি প্রকাশ পায় যে, তাদের সকলকে পরিচর্যাকারী হওয়ার জন্য পরিক-ল্পনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়ে প্রথমেই পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদেরকে অন্যদের

কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য মনোনীত করা হল এবং যোগ্য করা হল, যা তারা নিজেরা গ্রহণ করেন নি, তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করুন, যখন তারা পরভাষায় কথা বলছিলেন, তখন তারা ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রশংসা করছিলেন, তারা খ্রীষ্টের কথা বলছিলেন এবং পরিত্রাণের সুফল সম্পর্কে বলছিলেন, যা পিতর ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক প্রচারের মধ্যে দিয়ে বলেছিলেন। এভাবেই অযিহূদীদের উপরে প্রথম পবিত্র আত্মা অবতরণ করলেন, প্রেরিত ২:১১। লক্ষ্য করুন, আমাদেরকে যে দানই দেওয়া হোক না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই এর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে এবং তাঁর গৌরব ও মহিমা করতে করতে আমাদেরকে তা প্রয়োগ করতে হবে এবং বিশেষ করে তা যদি হয় পরভাষায় কথা বলার দান, তাহলে আমাদেরকে তা পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে এর উন্নতি সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৩. যে সমস্ত বিশ্বাসী যিহূদী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের উপরে এই ঘটনা কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল (পদ ৪৫): যারা তক্‌ছেদ করার পর বিশ্বাস করেছিলেন, তারা সকলে বিস্মিত হলেন– সেই ছয় জন ব্যক্তি ছিলেন এরা, যারা পিতরের সাথে কর্ণীলিয়ের গৃহে এসেছিলেন। তারা এই ঘটনায় যার পর নাই বিস্মিত ও আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং সম্ভবত তারা কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিলেন, কারণ যিহূদীদের উপরে সর্বপ্রথম পবিত্র আত্মার দান বর্ষিত হয়েছিল এবং তারা মনে করেছিলেন তাদের জাতির জন্যই শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তারা যদি পুরাতন নিয়মের সকল বাক্য সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন, বিশেষ করে এই ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল এবং নির্দেশ করা হয়েছিল, তাহলে তা তাদের জন্য তেমন বিস্ময়কর কিছু হতো না; কিন্তু আমাদের ভুল ধারণার কারণেই আমরা আমাদের নিজেদের ভেতরে জটিলতার সৃষ্টি করি এবং স্বর্গীয় অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদের গতিবিধির ব্যাপারে ভুল বুঝি।

খ. যাদের উপরে পবিত্র আত্মা বর্ষিত হয়েছিল তাদের বাপ্তিস্ম দান করার মধ্য দিয়ে পিতর ঈশ্বরের কাজকে স্বীকার করে নিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. যদিও তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি তাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল; যদিও ঈশ্বর কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, কিন্তু আমরা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং এর উপরে আর কোন বিধান প্রচলিত নেই, বরং আমাদেরকে অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে। আমাদের সময়ে কেউ কেউ এমন তর্ক করে থাকেন যে, "এরা তো ইতোমধ্যে পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিস্ম লাভ করেছেন, তাহলে আবার কেন তাদের জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হল? এতে তো তাদেরকে অপমান করা হল।" না; এতে করে তাদেরকে ছোট করা হয় নি বা তাদেরকে অপমান করা হয় নি, জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা হচ্ছে খ্রীষ্টের একটি আদেশ এবং তা হচ্ছে দৃশ্যমান মণ্ডলীতে প্রবেশ করার একটি দরজা এবং নতুন চুক্তির সীলমোহর।

২. যদিও তারা ছিল অযিহূদী, তথাপি পবিত্র আত্মা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে অবশ্যই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় যেতে হবে (পদ ৪৭): কোন মানুষ, এমন কি যে সবচেয়ে কট্টর যিহূদী, সেও কি জলকে নিষিদ্ধ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কি এই

লোকগুলো বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে না এবং আমাদের মত করে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে পারবে না? এই তর্কের এখানেই শেষ; আমরা কি তাদের কথা অবজ্ঞা করতে পারি, যারা এই বিধানের সূচনা করেছিলেন? নিশ্চয়ই যারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিলেন, তারা বাপ্তিস্মও গ্রহণ করেছিলেন একই সাথে; কারণ আমাদের কাছে তা হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরের আদেশ ও বিধান এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন এবং আমাদের প্রতি মনোযোগ বিধান করেন। ঈশ্বরের তাঁর আত্মা সেই সমস্ত লোকদের উপরে সেচন করার প্রতিজ্ঞ করেছেন, যারা বিশ্বস্ত থাকবে। এখন এর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এটি সুস্পষ্ট যে, তাদের বাপ্তিস্মের আগেই তাদের উপরে পবিত্র আত্মা সেচিত হয়েছিল– কারণ তা না হলে পিতর কোন মতেই এ কথা বলতে পারতেন না যে, তিনি তাদেরকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন নি, তিনি শুধুমাত্র তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন। তিনি এর কিছুই করতে পারতেন না যদি তিনি সেই দর্শন লাভ না করতেন এবং কর্ণীলিয়ও একই সাথে দর্শন লাভ না করতেন; অন্ততপক্ষে তিনি সেই সমস্ত লোকদের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ছিলেন, যারা তক্‌ছেদ করা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। এভাবেই একটি স্বর্গীয় পদক্ষেপের পর আরেকটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে অযিহূদীদের পদচারণা শুরু হয়। আমাদের জন্য তা কত না উত্তম, যখন আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের জন্য কত না মঙ্গলজনক এবং তা অনেক মানুষের দয়াসুলভ দানশীলতার চেয়েও উত্তম।

৩. পিতর নিজে তাদেরকে বাপ্তিস্ম প্রদান করেন নি, কিন্তু তিনি তাদেরকে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন, পদ ৪৮। এটি খুব সম্ভব যে, ভাইদের মধ্যে কেউ কেউ যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ এই আদেশ পালন করেছিলেন এবং তাদেরকে বাপ্তিস্ম দান করেছিলেন এবং পিতর নিজে এই কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন পৌলের মত একই কারণে, আর তা হচ্ছে, পাছে যারা তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে তারা নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে আরও বেশি সম্মানিত বলে মনে করে, কিংবা পাছে এমনটা মনে হয় যে, তিনি তাঁর নিজ নামে বাপ্তিস্ম প্রদান করছেন, ১ করিন্থীয় ১:১৫। প্রেরিতদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা এগিয়ে যান এবং সমুদয় জাতিকে শিষ্য করেন বাপ্তিস্ম দান করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই এর জন্য প্রথমে প্রার্থনা এবং পরিচর্যা কাজ করতে হতো। আর পৌল বলেছেন যে, তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তবে বাপ্তিস্ম প্রদান করার জন্য নয়, বরং প্রচার করার জন্য, যা ছিল আরও মহান এবং চমৎকার কাজ। পরবর্তীতে বাপ্তিস্ম প্রদানের কাজটির আরও নিম্ন স্তরের পরিচর্যাকারীদের জন্য রাখা হয়, যেন তারা এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তারা প্রেরিতদের আদেশ অনুসারে কাজ করতেন এবং তারা যা বলতেন সেই অনুসারে তারা নির্দেশ পালন করতেন। *Qui per alterum facit, per seipsum facere dicitur*– একজন মানুষ যা অন্যদের মধ্য দিয়ে করিয়ে নেয়, তা সে তার নিজের কাজ বলেই দাবী করে।

গ. তারা পিতরের কথা এবং ঈশ্বরের কাজ এই উভয়কেই স্বীকার করে নেয়, যা পিতরের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল: তারা তাকে

অনুরোধ করলেন যেন তিনি আরও কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করেন। তারা তাকে সেখানে চিরকালের জন্য থাকার উদ্দেশ্যে চাপাচাপি করলো না, বরং তারা অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল যেন তিনি কিছু সময়ের জন্য তাদের মধ্যে অবস্থান করেন– তারা জানতেন যে, তাঁর অন্যান্য জায়গায় কাজ করার আছে এবং এখন তাঁর যিরূশালেম ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে; তথাপি তারা চাচ্ছিলেন যেন তিনি এখনই চলে না যান, যাতে করে তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় শিক্ষা দেন। লক্ষ্য করুন:

১. যারা একবার খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত হন, তারা আর তাঁর কাছ থেকে ফিরতে পারেন না।

২. এমন কি যারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছেন, তাদেরকেও অবশ্যই এই পৃথিবীতে পরিচর্যাকারীদের কথা শোনার ও তা পালন করার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১১

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:

ক. কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদেরকে মণ্ডলীতে গ্রহণ করার ব্যাপারে পিতরের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাকরণ, কারণ এই ঘটনাটির ফলে যিরূশালেমের ভ্রাতৃ সমাজে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং এতে তাদের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিয়েছিল, পদ ১-১৮।

খ. আন্তিয়খিয়াতে এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারের ব্যাপক সাফল্য, পদ ১৯-২১।

গ. আন্তিয়খিয়াতে যে উত্তম কাজের সূচনা হয়েছিল, বার্ণবার পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তার প্রসার এবং পরবর্তীতে পৌল তার সাথে যোগ দেন এবং সেখানকার শিষ্যদেরকে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টান নামটি প্রদান করা হয়, পদ ২২-২৬।

ঘ. একটি আসন্ন দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস এবং এ উপলক্ষ্যে যিহূদীয়াতে অবস্থানরত দরিদ্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য অযিহূদী বিশ্বাসীদের সাহায্য ও সেবা প্রদান, পদ ২৭-৩০।

প্রেরিত ১১:১-১৮ পদ

কর্ণীলিয়ের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ঘটনাটির জন্য আমাদের মত হতভাগ্য পাপী অযিহূদীদের অবশ্যই মহা আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; কারণ এটি ছিল অন্ধকারে আলো ফোটার সূচনা মাত্র। এখন এটি এমন এক দারুণ ঘটনা ছিল যে, তা অবিশ্বাসী যিহূদীদের বিশ্বাস করার ঘটনার থেকেও আরও বেশি বিস্ময়কর ছিল। তাই বিশ্বাসী যিহূদীদের মধ্যে এ বিষয়ে কৌতূহলের শেষ ছিল না যে, কীভাবে এই মন পরিবর্তনের কাজ সাধিত হল এবং এর প্রেক্ষিতে নানা ধরনের মন্তব্য শোনা যেতে লাগল। আর এখানে আমরা দেখি:-

ক. যিরূশালেমের মণ্ডলীতে এবং এর পার্শ্ববর্তী মণ্ডলীগুলোতে ইতোমধ্যে গুপ্তচর বা গোয়েন্দাদের উপস্থিতি ছিল; কারণ যিরূশালেম থেকে কৈসরিয়া বেশ দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তারা তৎক্ষণাৎ এই ঘটনা শুনতে পেয়েছিল। কোন শুভ ইচ্ছা বা অশুভ ইচ্ছা হোক, তা এই ঘটনার কথা যিরূশালেমে ছড়িয়ে দিয়েছিল; সেই কারণে পিতর যিরূশালেমে ফিরে আসার আগেই যিরূশালেমের এবং যিহূদীয়ার ভ্রাতৃ সমাজ এবং প্রেরিতগণ জানতে পেরেছিলেন যে, অযিহূদীরাও ঈশ্বরের বাক্য লাভ করেছে, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার লাভ করেছে, যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের কোন সাধারণ কথা নয়, বরং তা ঈশ্বরের বাক্য; কারণ এটিই সকল স্বর্গীয় সম্পর্কের সারাংশ এবং কেন্দ্রবিন্দু। তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে; কারণ তাঁর নাম হচ্ছে

ঈশ্বরের বাক্য, প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩। এমন নয় যে, যে যিহূদীরা অযিহূদীদের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা শুধু এই বাক্য গ্রহণ করেছিল, বরং যারা অযিহূদী, তারাও এই বাক্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল, যাদের সাথে সাধারণ কথাবার্তা বলাও পাপের পর্যায়ে ধরা হত, তাদেরকে মণ্ডলীর সাথে একীভূত করা হল, যাতে করে তারাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে:-

১. তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়েছিল, যা ছিল তাদের উপরে আরোপিত এক মহা সম্মান, যা তারা প্রত্যাশা করেছিল। তথাপি আমি অবাক হই এই ভেবে যে, কেন এই বিষয়টি তাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হল, যাদের কাছে খ্রীষ্ট কর্তৃক এই আদেশ দত্ত হয়েছিল যে, তারা যেন সমুদয় প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার করেন! কিন্তু এভাবেই অনেক সময় আমাদের গর্ব এবং গোঁড়ামি স্বর্গীয় সত্যের উৎকর্ষতাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

২. তাদের কাছে এই বাক্য প্রদান করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এর অংশীদার করা হয়েছিল, যা তাদের আকাঙ্ক্ষার চাইতেও বেশি কিছু ছিল। এ যেন এমন একটি ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে, যদি সুসমাচার অযিহূদীদের কাছে প্রচার করা হয়, তাহলে কোন লাভ হবে না, কারণ সুসমাচারের প্রমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়েছে পুরাতন নিয়ম থেকে, যা অযিহূদীরা গ্রহণ করবে না; তারা অযিহূদীদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন এমন মানুষ হিসেবে, যারা ধর্মের প্রতি আসক্ত নয়, কিংবা এর প্রতি আগ্রহীও নয়; আর সেই কারণে তারা এ কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন, যখন তারা শুনতে পেলেন যে, তারা প্রভুর বাক্য গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য করুন, আমরা তাদের প্রতি ভাল কাজ করতে অনেক সময়ই অনাগ্রহ দেখাই, যাদেরকে পথে আনা অসম্ভব মনে হলেও একটু চেষ্টা করলেই তাদেরকে আলোতে আনা সম্ভব হবে।

খ. বিশ্বাসী যিহূদীদের মধ্যে এই বিঘ্নের জন্ম হয়েছিল (পদ ২, ৩): যখন পিতর নিজে যিরূশালেমে এলেন, তখন তক্‌ছেদ করানো লোকেরা, যারা ছিল যিহূদী মন পরিবর্তনকারী এবং যারা তখন পর্যন্ত তাদের তক্‌ছেদ করানোর কারণে গর্বিত ছিল, তারা তাঁর সাথে তর্ক করতে লাগলো। তারা এর জন্য তাঁর উপরে দোষারোপ করে বলতে লাগল যে, তিনি তক্‌ছেদবিহীন লোকদের মাঝে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের সাথে খাবার খেয়েছেন; আর সেই কারণে তারা এ কথা মনে করতে লাগল যে, তিনি গর্হিত অপরাধ করেছেন এবং তাঁর প্রৈরিতিক পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন এবং তাঁকে অবশ্যই মণ্ডলীর বিচারের অধীনে আসতে হবে; তারা এত দূরে গিয়েছিল যে, তারা তাঁকে তাঁর পদের অযোগ্য মনে করেছিল কিংবা মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে অযোগ্য মনে করেছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. মণ্ডলীকে কুক্ষিগত করা এবং এর প্রকৃত অনুগ্রহ থেকে দূর সরিয়ে নেওয়া মণ্ডলীর জন্য কতটা ক্ষতিকর এবং খারাপ ছিল। মণ্ডলীতে এমন কিছু সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তি ছিল যারা মণ্ডলীর সম্পদের জন্য লালায়িত ছিল। তারা পৃথিবীর সম্পদের জন্য সবসময় আকাঙ্ক্ষী ছিল এবং তারা এই পৃথিবীতে সেই সমস্ত সম্পদ ভোগ করতে চেয়েছিল। এই লোকেরা ছিল যোনার মত, যিনি তার লোকদের প্রতি ঈর্ষা করে নিনেভেবাসীদের উপরে রাগ করেছিলেন, কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদেরকে ধার্মিক প্রমাণ করেছিল।

২. খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের কখনো অবাক হওয়া উচিত নয়, যদি তাদেরকে বিচারে অধীনে আনার চেষ্টা করা হয় কিংবা তাদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, কিংবা তাদের সাথে এ নিয়ে বিবাদ করা হয়, আর বিশেষ করে তা যদি করে শুধুমাত্র তাদের স্বীকৃত শত্রুরা নয়, তাদের স্বীকৃত বন্ধুদের সাথেও করা হয়ে থাকে; তাদের বোকামি এবং মূর্খতার জন্য শুধু নয়, তাদের ভাল কাজের জন্যও যখন তিরস্কার করা হয়। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজেদের কাজ প্রমাণ করতে পারি, তাহলে আমাদের আনন্দ করার কারণ আছে, যেভাবে পিতর আনন্দ করেছেন এবং এতে করে আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। যারা খ্রীষ্টের সেবা ও পরিচর্যা কাজে আগ্রহী এবং সাহসী, তাদেরকে অবশ্যই সেই সব লোকদের তিরস্কার সহ্য করার প্রত্যাশা করা উচিত, যারা সব কিছুতেই মানুষের দোষ খুঁজে বের করে এবং তারা সব কিছুতেই নির্জীব এবং নিরুৎসাহী। যারা দয়াশীল এবং দানশীলতার নীতিতে বিশ্বাসী, তাদের অবশ্যই এমন মানুষের তিরস্কার শোনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, যারা বলে যে, পাশে সরে দাড়াও, আমি তোমার চেয়ে পবিত্র।

গ. পিতর এই বিষয়টির একটি পূর্ণ প্রতিবেদন এবং ব্যাখ্যা দান করলেন যা এই ঘটনার যুক্তি বিবেচনার জন্য যথেষ্ট ছিল (পদ ৪): তিনি শুরু থেকে ঘটনাটি তাদের কাছে খুলে বললেন এবং তাদের সামনে বিবেচনার জন্য রাখলেন এবং এরপর তারা নিশ্চয়ই নিজেদের কাছে বিচার করে বলতে পারবে যে, তিনি আসলেই কোন ভুল করেছেন কিনা; কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই এই কাজ করা হয়েছে, পিতরের নিজের ইচ্ছায় নয়।

১. তিনি এই বিষয়টি তাদের বিবেচনার জন্য বললেন, যাতে করে তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে যে, ঘটনাটি কী ঘটেছিল এবং তারা যেন এর জন্য অসন্তুষ্ট না হয় এবং তাঁকে যেন অযথা দোষারোপ না করে। এটি আমাদের জন্য একটি ভাল যুক্তি, যেন আমরা আমাদের তিরস্কার এবং ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে সংযত থাকি এবং তাদেরকে ছেড়ে দিই, কারণ যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি যে, কোন বিষয়টি এর পেছনে দায়ী রয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আর এর জন্য কোন বিঘ্ন পাব না। যখন আমরা দেখি অন্যদের কোন কাজ সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তখন তাদেরকে সরাসরি দোষারোপ না করে আমাদের উচিত যেন আমরা এর ব্যাপারে খোঁজ-খবর করি এবং জানতে চাই যে, কী কারণে তারা এই কাজ করছে; এবং যদি আমরা এমন কোন সুযোগ না পাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই যথোপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত এবং উপযুক্ত সময় আসার আগে কিছুই করা উচিত হবে না।

২. তিনি তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে তাঁর নিজ যুক্তি উত্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং তিনি তাদেরকে এর জন্য সন্তুষ্টি প্রদানের ব্যাপারে যথাসাধ্য করেছেন। তিনি তাঁর প্রৈরিতিক প্রধান পদের মর্যাদার দাবী তুলে কোন কথা বলেন নি, কারণ তিনি সেই পদের ব্যাপারে কোন চিন্তাই করছিলেন না, যা ছিল তার উত্তরসূরীর পদাধিকার। কিংবা তিনি এমনটাও চিন্তা করেন নি যে, তাদেরকে এ কথা বলা খুব প্রয়োজনীয় যে, তিনি তাঁর পদমর্যাদার বলে এই কাজ করেছেন, কারণ তাতে করে পার্থিব জটিলতা শুধু বাড়বে এবং

তারা সকলে কোন্দল করার সুযোগ পাবে; কিন্তু তিনি তাদেরকে এই আশা দান করার মধ্য দিয়ে এই যুক্তি দেখাতে রাজি ছিলেন যে, কেন তিনি অযিহূদীদের প্রতি সুসমাচার প্রচার করেছেন এবং কেন তিনি তাঁর পূর্বতন মতের ধারা পরিবর্তন করেছেন, যা আগে তাঁর মধ্যে তাদের মত করেই ছিল। এটি একটি দায়বদ্ধতা, যা আমরা সকলে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের ভাইদের কাছে দায়বদ্ধ, যাতে করে আমাদের কাজ সবসময় সত্যের আলোতে চালিত হয় এবং তা যেন কারও বিঘ্ন না জন্মায়, যাতে করে আমরা আমাদের ভাইদের সামনে থেকে বাধাজনক পাথর সকল সরিয়ে ফেলতে পারি। এখন আমরা দেখবো যে, পিতর তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে কী কথা বলছেন।

(১) তিনি একটি দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে, ব্যবস্থার আইন অনুসারে যে জাতিগত বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল তা যেন আর বহাল না থাকে; তিনি এই দর্শনটির কথা বলেছেন (পদ ৫, ৬), যেভাবে আমরা এর আগে দেখেছি, প্রেরিত ১০:৯ পদে। সেখানে বলা হয়েছে যে, একটি বিরাট চাদর পৃথিবীতে নামিয়ে আনা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে চাদরটি পিতরের কাছে নামিয়ে আনা হয়েছে, যা আমাদেরকে এ কথা বোঝায় যে, এই দর্শনটি দ্বারা মূলত পিতরকেই এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যেন তিনি এই বিধান কার্যকর করেন। এভাবেই আমাদেরকে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা আবিষ্কার করতে হবে, যা তিনি তাঁর মানব সন্তানদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং আমাদের বিশ্বাসের সাথে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে আরেকটি কথা বলা হয়েছে, আর তা হচ্ছে, যখন তাঁর কাছে সেই বড় চাদর নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন তিনি সেই চাদরটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন এবং তিনি সেদিকে তাকিয়ে চিন্তা করছিলেন, পদ ৬। যদি আমরা স্বর্গীয় জ্ঞান লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তার প্রতি সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে এবং তাঁর বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। তিনি তাদেরকে এ কথা বললেন যে তিনি কী প্রকারে সেই সমস্ত প্রাণী দেখেছিলেন, সেখানে খাওয়ার ব্যাপারে কোন প্রাণীর বাছ-বিচার ছিল না এবং সেখানে পাক বা অশুচি বলে কোন কিছু বিবেচনা না করে তাঁকে সেখান থেকে প্রাণী মেরে খেতে বলা হয়েছিল, পদ ৭। সেই মহা বন্যার আগ পর্যন্ত আর মানুষকে সমস্ত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি, আদিপুস্তক ৯:৩। সেই অনুমতি ছিল একটি ব্যবস্থার বিধান; কিন্তু এখন সেই বাধা তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং তা আবারও সম্পূর্ণভাবে নির্বিচার করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। খ্রীষ্টের পরিকল্পনা এমন ছিল না যে, আমাদের মধ্যে তিনি এই সকল প্রাণী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে আমাদেরকে পার্থিব জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করবেন, কিংবা এই মাংস ভক্ষণের মধ্য দিয়ে আমাদের অনন্ত জীবন আরও বেশি সমৃদ্ধশালী হবে। তিনি বরং এই চিন্তা প্রকাশ করেছেন যে, অযিহূদীদের সাথে কথা বার্তা বলা যাবে না, কিংবা তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে না, আর এই কারণে তাঁকে যে স্বাধীনতা দান করা হয়েছিল তা তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন: এমন না হোক, প্রভু; কারণ আমার মুখ দিয়ে এ যাবৎ কোন অশুচি বস্তু প্রবেশ করে নি, পদ ৮। কিন্তু তাঁকে স্বর্গ থেকে বলা হল যে, এই পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে, আর তাই ঈশ্বর সেই সমস্ত মানুষকে এবং সেই সমস্ত জিনিসকে পবিত্র করেছেন যা আগে অশুচি বলে গণ্য ছিল; আর সেই কারণে তাঁর আর তাদেরকে অশুচি বলা উচিত নয়,

কিংবা তাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকানো উচিত নয় (পদ ৯); সেই কারণে তিনি তাঁর চিন্তা পরিবর্তন হওয়াতে নিজেকে দোষ দিচ্ছেন না, যেহেতু ঈশ্বর নিজেই তা পরিবর্তন করেছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের বর্তমান আলো অনুসারে চলা উচিত; তথাপি আমাদের অবশ্যই নিজেদের মতের সাথে জড়িয়ে থাকা উচিত নয়, যেখানে ঈশ্বর আমাদেরকে এক নতুন বিধান দিয়েছেন, ফিলী ৩:১৫। আর সেই কারণে তাদের অবশ্যই এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাঁকে এই বিষয়টিতে ধোঁকা দেওয়া হয় নি, তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, তিনি তিন বার এই একই দর্শন দেখেছেন (পদ ১০), তিন বারই একই আদেশ দেওয়া হয়েছে, মার এবং খাও এবং তা একই কারণে, কারণ ঈশ্বর যা পবিত্র করেছেন, তাকে অপবিত্র বলা যাবে না, এই একই কথা দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার পুনরুক্তি করা হল। এই দর্শন যে একটি স্বর্গীয় দর্শন, তা তাঁকে নিশ্চিত করে বোঝানোর জন্য সেই চাদরটি বাতাসে মিলিয়ে গেল না, বরং তা স্বর্গে তুলে নিয়ে যাওয়া হল, যেখান থেকে তা নামিয়ে আনা হয়েছিল।

(২) তিনি বিশেষভাবে পবিত্র আত্মা কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছিলেন, যেন তিনি কর্ণীলিয়ের পাঠানো দূতের সাথে তার বাড়িতে যান। আর নিশ্চয়ই এটা বোঝা যায় যে, এই দর্শন দান করা হয়েছিল যেন তিনি তার বাড়িতে যাওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত না হন, তিনি তাদেরকে সেই সময়টি বিবেচনা করতে বললেন, যখন দূতেরা এসেছিল– ঠিক তাঁর দর্শনটি দেখার পর পরই; হ্যাঁ, পাছে ঘটনাটি পিতরের কাছে পরিষ্কার না হয়, সে কারণে পবিত্র আত্মা তাঁকে নিজে আদেশ করলেন যেন তিনি এই লোকদের সাথে কৈসরিয়াতে যান, কোন সন্দেহ না করেন (পদ ১১, ১২); যদিও তারা ছিল অযিহূদী, তথাপি তিনি তাদের সাথে গেলেন এবং তিনি তাদের সাথে যাওয়ার জন্য কোন ধরনের দ্বিধাবোধ করলেন না বা ইতস্তত করলেন না।

(৩) তিনি তাঁর সাথে কয়েকজন খ্রীষ্টান ভাইকে নিলেন, যারা ছিলেন তক্‌ছেদ করানো যিহূদী, যাতে করে তারাও তাঁর মত সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং তাদেরকে তিনি নিলেন যাফো থেকে, যাতে করে তারা সকলে এই সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, তিনি এ ব্যাপারে কতটা সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, কারণ এতে করে যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন তাঁকে হতে হবে তা তিনি আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি একাকী কোন কাজ করেন নি বরং পরামর্শ নিয়েই তিনি কাজে নেমেছিলেন; তিনি দ্রুত তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করেন নি, বরং ধীরে সুস্থে এবং ভেবে চিন্তেই তিনি কাজ করেছিলেন।

(৪) কর্ণীলিয়েরও একটি দর্শন ছিল, যার মধ্য দিয়ে তিনি নির্দেশিত হয়েছিলেন যেন তিনি পিতরকে ডেকে আনতে লোক পাঠান (পদ ১৩): তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে তিনি তার ঘরের ভেতরে একজন স্বর্গদূতকে দেখেছিলেন, যিনি তাকে আদেশ করেছিলেন যেন তিনি যাফোতে গিয়ে শিমোন নামে একজনকে খোঁজ করেন যাঁর ডাক নাম পিতর। দেখুন, এটি তাদের জন্য কত না উত্তম, যাদের সাথে ঈশ্বরের সংযোগ রয়েছে এবং তারা স্বর্গের সাথে একটি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন, যাতে করে তারা তাদের অনুভূতি ও প্রার্থনা ব্যক্ত করতে পারেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে শেয়ার করতে

পারেন। কারণ এখানে বলা হয়েছে তারা একে অপরের বিশ্বাসের নিদর্শন দেখে শক্তিশালী হবেন: পিতর কর্ণীলিয়র দর্শনের কথা শুনে তাকে দর্শনের মধ্য দিয়ে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলেন এবং কর্ণীলিয় পিতরের দর্শনের কথা শুনে তার নিজের দর্শনের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলেন। এখানে আরও কিছু কথা যোগ করা হয়েছে, যা সেই স্বর্গদূত কর্ণীলিয়কে বলেছিলেন: এর আগে ছিল, পিতরের খোঁজে লোক পাঠাও এবং তিনিই তোমাকে বরবেন, তিনি তোমাকে জানাবেন তোমার কী কী করতে হবে (প্রেরিত ১০:৬, ৩২); কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, "তিনি তোমাকে যে কথা বলবেন তার মধ্য দিয়ে তুমি এবং তোমার পরিবার পরিত্রাণ পাবে (পদ ১৪), আর সেই কারণে এটি তোমার মূল চিন্তা হওয়া উচিত এবং তুমি এর থেকে অবিস্মরণীয় সুফল লাভ করবে, তাই তাঁর খোঁজে লোক প্রেরণ কর।" লক্ষ্য করুন:

[১] সুসমাচারের বাক্য হচ্ছে সেই বাক্য, যার মধ্য দিয়ে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি, অনন্তকালের জন্য পরিত্রাণ লাভ করতে পারি; শুধুমাত্র সেগুলো শোনা এবং পাঠ করার মধ্য দিয়ে নয়, বরং তা বিশ্বাস করা এবং তা পালন করার মধ্য দিয়ে। তারা আমাদের সম্মুখে পরিত্রাণের বাণী উপস্থাপন করে এবং আমাদেরকে দেখায় যে, তা আসলে কী। তা আমাদেরকে পরিত্রাণের পথ দেখিয়ে দেয় এবং যদি আমরা এর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করি তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে সমস্ত ক্রোধ এবং অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবো এবং চিরকালের জন্য সুখী হব।

[২] যারা খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করবে, তারা সেই পরিত্রাণ লাভ করবে, যা তারা তাদের পরিবারের জন্যও বয়ে নিয়ে আসতে পারবে: "তুমি এবং তোমরা গৃহ পরিত্রাণ লাভ করবে; তুমি এবং তোমার সন্তানেরা চুক্তির অধীনে আসতে পারবে এবং তোমরা সকলে পরিত্রাণ লাভ করবে। তোমার গৃহ তখন নাজাদের সুফল ভোগ করবে, কারণ তারা সকলে বিশ্বাস করবে ও পরিত্রাণ পাবে, এমন কি তোমার গৃহের সবচেয়ে নিম্ন পদস্থ দাসটিও পরিত্রাণ লাভ করবে। এই দিনে তোমার গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হল," লূক ১৯:৯। এর আগ পর্যন্ত পরিত্রাণ শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্য বরাদ্দ ছিল (যোহন ৪:২২), কিন্তু এখন অযিহূদীদের জন্যও একইভাবে পরিত্রাণ নিয়ে আসা হয়েছে, যা আগে এভাবে যিহূদীদের জন্য আনা হয়েছে; এর প্রতিজ্ঞা, এর সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্য অযিহূদীরাও এখন থেকে যিহূদীদের মত করে সমানভাবে উপভোগ করতে পারবে এবং সকল জাতি এর আলোতে নিজেদেরকে দাঁড় করাতে পারবে, তারা তাদের সমস্ত ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারবে, এমন কি যা যিহূদী জাতি গ্রহণ করে নি সেই সমস্ত সুযোগও তারা গ্রহণ করতে পারবে।

(৫) যে ঘটনা এই বিষয়টিকে অতীত করে দিয়েছে তা হচ্ছে, অযিহূদী শ্রোতাদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ; এটিই এই বিবরণকে প্রমাণ করে যে, এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন অযিহূদীরা এই সহভাগিতার অধীনে আসে।

[১] বিষয়টি ছিল সুস্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য (পদ ১৫): "আমি কথা বলতে শুরু করার পরই" (এবং সম্ভবত তিনি তার নিজ অন্তরে কোন ধরনের সুপ্ত আড়োলন অনুভব করেছিলেন এবং

তিনি হয়তো সূক্ষ্ম সন্দেহে ভুগছিলেন যে, অযিহূদীদের কাছে প্রচার করা তার জন্য ঠিক হচ্ছে কি না), "তখনই পবিত্র আত্মা তাদের ভেতরে প্রবেশ করলো এবং এর দৃশ্যমান চিহ্ন দেখা গেল, শুরুতেই তা দৃশ্যমান ছিল, যেখানে কোন ছল চাতুরি থাকার কথা নয়।" এভাবেই ঈশ্বর তাঁর কাজের নিশ্চয়তা দান করেন এবং তাঁর প্রচার পুরোপুরি সত্য এবং এর মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা প্রদান করেন। প্রেরিত পিতর এ থেকেই ধারণা করে নিয়েছিলেন এবং গালাতীয়দের প্রতি লিখিত পত্রে তিনি বলেছিলেন, তোমরা কীভাবে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করেছিলেন, তোমাদের কাজের মধ্য দিয়ে না কি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে শ্রবণ করার মাধ্যমে? গালাতীয় ৩:২।

[২] পিতর এখানে তার প্রভুর কথা স্মরণে রেখেছেন, যখন তিনি তাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছিলেন সে সময় তিনি তাদেরকে এই কথা বলেছিলেন (প্রেরিত ১:৫): যোহনের তোমাদেরকে জলে বাপ্তিস্ম দান করেছেন; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দান করা হবে, পদ ১৬। এই কথা পরিষ্কারভাবে বোঝায় যে:-

প্রথমত, পবিত্র আত্মা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট দত্ত উপহার এবং তার প্রতিজ্ঞার ফসল এবং কাজ, এটি ছিল সেই মহান প্রতিজ্ঞ যা তিনি স্বর্গে অবতরণ করার আগে তাদেরকে শেষ কথা হিসেবে বলে গিয়েছিলেন। তাই নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, এই দান তাঁর কাছ থেকেই এসেছে; এবং তাদেরকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করা ছিল যীশু খ্রীষ্টেরই কাজ। তিনি যেভাবে মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঠিক সেভাবেই তিনি এখন তাঁর হাত দিয়ে কাজ করছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে চিহ্ন রাখছেন।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র আত্মার দান ছিল এক প্রকার বাপ্তিস্ম। যারা তা গ্রহণ করে তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং তা অন্য যে কোন বাপ্তিস্মের চেয়ে আরও মহান, বিশেষ করে তিনি নিজে যেভাবে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন তার চাইতেও মহান এক বাপ্তিস্ম।

[৩] এই প্রতিজ্ঞা তথা দানের সাথে তুলনা করলে বলা যায় যে, যখন এই প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন এই লোকেরা বাপ্তিস্ম লাভ আগে থেকেই করেছিল কি করে নি সেটি বড় কথা নয়, কিন্তু তিনি এই কথা বলে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন যে, খ্রীষ্ট নিজেই এই বিষয়টি স্থির করেছিলেন (পদ ১৭): "অতএব, তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস আনলে পর, যেমন আমাদেরকে, তেমনি যখন তাদেরকেও ঈশ্বর সমান বর দান করলেন, তখন আমি কে যে, ঈশ্বরকে নিবৃত্ত করতে পারি? আমি কি তাদেরকে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারি, যাদেরকে ঈশ্বর নিজে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দান করেছেন? আমি কি সেই চিহ্নকে অস্বীকার করতে পারি, যা তাদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণের কারণে দেখা গিয়েছিল? আমি সেই কাজ করার কে? কী! আমি ঈশ্বরের কাজে বাধা সৃষ্টি করবো? আমি কি স্বর্গীয় ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিংবা স্বর্গীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতা করতে পারি?" লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের প্রতি আত্মার মন পরিবর্তনকে বাধা দান করতে চায় এবং যারা লোকদেরকে ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে দূরে রাখতে চায়, তারা নিজেরাও ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় মিলিত থাকে না।

ঘ. পিতর এই ঘটনাটির যে সাক্ষ্য দান করলেন তাতে করে তারা সকলে সন্তুষ্ট হল। এভাবেই যখন দু'টি গোষ্ঠী এবং আরেকটি গোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ জর্ডানের তীরে তাদের নিজেদের জন্য একটি বেদী তৈরি করার ব্যাপারে পীনহস্ এবং ইস্রায়েলের রাজার কাছে যুক্তি তুলে ধরল, তখন সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটল এবং তারাও সন্তুষ্ট হল (যিহোশূয় ২২:৩০)। অনেক সময় কোন কোন মানুষ কারও উপরে কোন অভিযোগ তুললে সেই অভিযোগে অটল থাকে এবং তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা চালাতেই থাকে, কিন্তু যদিও হয়তো বা পরবর্তীতে দেখায় যায় যে, সেই অভিযোগ ছিল একেবারেই অন্যায্য এবং ভিত্তিহীন। এখানে অবশ্য ব্যাপারটি তেমন ছিল না, কারণ এই ভাইয়েরা যদিও ছিল তক্‌ছেদ করানো লোক এবং তারা তাদের জাতি ও জীবন নিয়ে সবসময় গর্ব করতো, তথাপি যখন তারা পিতরের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনলো, তখন :-

১. তারা তাদের অভিযোগ তুলে নিল: তারা শান্ত হল এবং তারা পিতরের বিরুদ্ধে তিনি যা করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে আর একটি কথাও বললো না; তারা তাদের মুখে হাত চাপা দিল, কারণ এখন তারা বুঝতে পারল যে, ঈশ্বর নিজেই এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন। এখন যারা নিজেদেও বিষয়ে তাদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য গর্ববোধ করতো, যেভাবে একজন যিহূদী করে, তারা দেখতে শুরু করলো যে, ঈশ্বর তাদের গর্বকে খর্ব করতে শুরু করছেন, কারণ তিনি অযিহূদীদেরকে তাদের অনুগ্রহ দান করছেন এবং তারা এখন থেকে সমান অধিকার লাভ করবে তাদের সাথে। এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করবে, তুমি নিজের যেসব কাজের জন্য আমার কাছে অপরাধিনী হয়েছে, তার জন্য সেদিন লজ্জিতা হবে না; কেননা সে সময়ে আমি তোমার অহংকারযুক্ত উল্লাসকারী লোকদের তোমার কাছ থেকে হরণ করবো; তাতে তুমি আমার পবিত্র পর্বতে আর অহঙ্কার করবে না (সফ ৩:১১)।

২. তারা তাদের অভিযোগকে প্রশংসায় রূপান্তরিত করলো। তারা শুধু যে পিতরের সাথে বিবাদ করা বন্ধ করলো তাই নয়, বরং তারা তাদের মুখ খুলে দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রশংসা করতে লাগল, কারণ তিনি পিতরের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে যা সাধন করেছেন সে কারণে; তারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল কারণ তারা তাদের ভুল ধরতে পেরেছিল এবং ঈশ্বর হতভাগ্য অযিহূদীদের জীবনে দয়া দেখিয়েছেন যা তারা দেখাতে অস্বীকার করেছিল এবং তারা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেছিল, ঈশ্বর অযিহূদীদেরকেও অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন! তিনি তাদেরকে শুধু অনুশোচনা করার পথ খুঁজে দেন নি, তিনি তাদেরকে একটি দরজা খুলে দিয়েছেন যেন তাঁর অধীনস্থ পরিচর্যাকারীরা তাদের কাছে যেতে পারেন এবং তারা অনুতাপের প্রেক্ষিতে অনুগ্রহ লাভ করতে পারে এবং তারা পরিচর্যাকারীদের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে পারে, যিনি আসবেন একজন সান্ত্বনাদানকারী হিসেবে, যিনি প্রথমত তাদেরকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেখিয়েছেন এবং এর পরে তিনি তাদেরকে তাদের পাপ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এর জন্য দুঃখবোধ দিয়েছেন এবং এর পরে তিনি তাদেরকে খ্রীষ্ট এবং তার মধ্য দিয়ে আনন্দের দৃশ্য দেখিয়েছেন। লক্ষ্য করুন:

(১) অনুতাপ যদি সত্যিকার হয়ে থাকে তাহলে তা জীবন নিয়ে আসে। অনুতাপ নিয়ে আসে আত্মিক জীবন; যারা সত্যিকার অর্থে তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে তারা এক

নতুন জীবন লাভ করে, তা হয় পবিত্র, স্বর্গীয় এবং ঈশ্বরীয় এক জীবন। যারা অনুতাপ করার পরে মৃত্যুবরণ করে, তারা ঈশ্বরে নতুন জন্ম লাভ করবে; আর তখন, তার আগ পর্যন্ত নয়, আমরা সকলে প্রকৃতপক্ষে বাঁচতে শুরু করবো এবং তা হবে অনন্ত জীবন। সকল সত্যিকার অনুতাপকারী বাঁচবে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে জীবন লাভ করবে, যা এই জীবনের চেয়ে উত্তম; তারা সেই সান্ত্বনা লাভ করবে, যা তাদের পাপের ক্ষমা লাভের নিশ্চয়তা এবং তারা অনন্ত জীবন অবশ্যই লাভ করবে, যখন তাদের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞার সময় পূর্ণ হবে।

(২) অনুতাপ হচ্ছে ঈশ্বরের দান; এটি কেবল মাত্র তাঁর বিনামূল্যে দত্ত অনুগ্রহ নয় যা আমরা গ্রহণ করবো, বরং তাঁর দয়ার অনুগ্রহ যা আমাদের মধ্যে কাজ করে, যা আমাদের হৃদয়ের বিঘ্নজনক পাথর সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে এক মাংসিক হৃদয় দান করে। ঈশ্বরের উৎসর্গ হচ্ছে এক ভগ্নচূর্ণ হৃদয়; তাই পাপীকে উৎসর্গের মেষের পরিবর্তে তার নিজ অন্তরকে উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) ঈশ্বর যেখানেই জীবন দানের জন্য পরিকল্পনা করেছেন সেখানেই তিনি অনুতাপ রেখেছেন কারণ ক্ষমার সান্ত্বনা লাভের জন্য এবং একটি শান্তিময় পৃথিবীতে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই আগে এই প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এবং বিশেষ করে অপর পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য অবশ্যই মন পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

(৪) এটি আমাদের জন্য এক মহা সান্ত্বনা যে, ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করেছেন শুধুমাত্র ইস্রায়েলের মন পরিবর্তন করানোর জন্য নয় এবং তাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য নয় (প্রেরিত ৫:৩১), বরং একই সাথে অযিহূদীদের জন্য।

প্রেরিত ১১:১৯-২৬

এখানে আমরা আন্তিয়খিয়াতে মণ্ডলী স্থাপন এবং তার প্রসারের বিবরণ দেখতে পাই, যা সিরিয়ার অন্যতম প্রধান নগর, যাকে রোম সাম্রাজ্যের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নগর হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার আগে রয়েছে রোম এবং আলেকজান্দ্রিয়া। এই নগর যে স্থানে অবস্থান করছে আগে সেখানে ছিল হামাথ এবং রিবলাহ, যাদের কথা আমরা পুরাতন নিয়মে দেখতে পাই। এটি ধারণা করা হয় যে, এই ইতিহাসের রচয়িতা লূক এবং সেই সাথে যাকে উদ্দেশ্য করে এটি রচিত হয়েছিল সেই থিয়ফিল উভয়েই ছিলেন আন্তিয়খিয়ার বাসিন্দা, যার কারণে এটি ব্যাখ্যা করা যায় যে, কেন আন্তিয়খিয়াতে সুসমাচারের সাফল্যের ব্যাপারে এতটা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে এর কারণ এটাও হতে পারে যে, পৌল সেখানে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিলেন, যার বিষয়েই লূক পরবর্তীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উল্লেখ করেছেন। এখন আন্তিয়াখিয়া মণ্ডলীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই:

ক. সেখানে সুসমাচারের প্রথম প্রচারকেরা যিরূশালেম থেকে অত্যাচারের কারণে চলে

এসেছিলেন, যে অত্যাচারের সূচনা হয়েছিল পাঁচ কি ছয় বছর আগে (অনেকে এমনটাই মনে করেন), যে সময় স্তিফানের মৃত্যু হয় (পদ ১৯): তারা ফৈনিকী এবং অন্যান্য নগরীতে ঘুরে ঘুরে বাক্য প্রচার করতে লাগলেন। ঈশ্বর তাদের উপরে এই অত্যাচার নেমে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে করে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ঈশ্বর তাদেরকে বীজ বপন করার মত করে সারা পৃথিবীতে বপন করেছেন, যাতে করে তারা সকলে মিলে আরও বেশি ফল দান করতে পারেন। এভাবেই মণ্ডলীর জন্য যে ক্ষতি সাধন হয়েছিল তা আসলে মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল; যেভাবে লেবি বংশের প্রতি যাকোবের অভিশাপ (আমি যাকোবের বংশকে উচ্ছিন্ন করবো এবং ইস্রায়েলে ছড়িয়ে দেব) পরবর্তীতে আশীর্বাদ হিসেবে রূপ নিয়েছিল। শত্রুদের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের বন্ধন শিথিল করে দেওয়া। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের এই ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদেরকে আরও সংগঠিত করেছেন। এভাবেই মানুষের ক্রোধকে ঈশ্বরের প্রশংসার্থে ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্য করুন:

১. যারা নির্যাতন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যায় নি; যদিও তারা সেই সময় নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল, তথাপি তারা তাদের দায়িত্ব অবহেলা করে নি; শুধু তাই নয়, তারা নিজেদেরকে আগের চেয়ে আরও বড় সুযোগে সম্পৃক্ত করেছিল। যারা সুসমাচারের প্রচারকদের অত্যাচার করেছিল, তারা আশা করেছিল নিশ্চয়ই এভাবে তারা আর এই কারণে অযিহূদী পৃথিবীর কাছে তাদের সুসমাচার নিয়ে যাবেন না; কিন্তু এতে করে বরং তা আরও দ্রুততর হয়েছিল। তারা তা চিন্তা না করলেও তাদের অজান্তেই তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে ফেলেছিল। যারা এক শহরে নির্যাতিত হয়েছিল, তারা অন্য শহরে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা সাথে করে তাদের সুসমাচার ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে গিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যেন তারা এর দ্বারা শুধুমাত্র নিজেরা সান্ত্বনা লাভ করে তাই নয়, সেই সাথে অন্যদেরকেও তা দান করতে পারে, আর এভাবেই তা আমাদেরকে দেখায় যে, যখন তারা পথ থেকে সরে গিয়েছিল তার অর্থ এই নয় যে, তারা নির্যাতন ভোগ করার ভয় পেয়েছিলেন, বরং এর কারণ হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে আরও অন্যান্য সেবা কাজের জন্য নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন।

২. তারা তাদের কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিলেন, কারণ প্রভু তাদের হাতে যে কাজ দিয়েছিলেন তাতে তারা এক অনাবিল আনন্দ লাভ করেছিলেন। যখন তারা সাফল্যের সাথে যিহূদিয়া, শমরীয়া এবং গালীলীতে প্রচার করলেন, তখন তারা কেনানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে গেলেন এবং ফৈনীকিয়া, সাইপ্রাস এবং সিরিয়ায় গেলেন। যদিও তারা যতই ভ্রমণ করলেন ততই তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করলেন, তথাপি তারা ভ্রমণ করতে থাকলেন; আরও বেশি করে তারা সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন, আর এটিই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য; এমন একটি ভাল কাজ করার জন্য এবং এমন একজন মহান প্রভুর দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বাধা বিপত্তি বা কোন কষ্টই সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে না, সবই তুচ্ছ।

৩. তারা যে সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে তারা শুধুমাত্র যিহূদীদের

কাছে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন এবং সেখানে গিয়ে তারা তাদের সমাজ-ঘরে প্রচার করতেন, যেখানে তারা শুধুমাত্র যিহূদীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের কাছেই শুধু প্রচার করতেন। তারা তখনও এ কথা বুঝতে পারেন নি যে, অযিহূদীদেরকেও তাদের সহ অধিকারী করা হয়েছে এবং একই দেহ বিশিষ্ট করা হয়েছে; কিন্তু তারা অযিহূদীদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যিহূদীদের দিকে ফিরেছিলেন এবং এভাবেই মণ্ডলীতে শুধু যিহূদীরা প্রবেশ করতে লাগল, অথবা বলা যায় তারাই অবশিষ্ট ছিল।

৪. তারা বিশেষভাবে নিজেদেরকে হেলেনীয় যিহূদীদের কাছে প্রকাশ করলো, এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে গ্রেশিয়ান বা গ্রীক, যারা সে সময় আন্তিয়খিয়াতে অবস্থান করছিল। প্রচারকদের মধ্যে অনেকেই ছিল যিহূদিয়া এবং যিরূশালেমের আদি বাসিন্দা; কিন্তু এদের মধ্যে অনেকে আবার সাইপ্রাস এবং কুরিণীতে জন্মগ্রহণ করেছিল, যেমন এদের মধ্যে একজন ছিলেন বার্ণবা নিজে (প্রেরিত ৪:৩৬) এবং শিমোন (মার্ক ১৫:২১), কিন্তু তারা যিরূশালেমে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; আর এরা নিজেরা গ্রীক যিহূদী হওয়ায় তাদের নিজেদের দল এবং জাতির প্রতি আলাদা টান ছিল এবং তারা আন্তিয়খিয়াতে তাদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। ড. লাইটফুট এ কথা বলেছিলেন যে, তাদেরকে বলা হতো হেলেনীয়, কিংবা গ্রেশিয়ান, কারণ তারা ছিল সেই শহরের অন্যান্য আদি যিহূদীদের চেয়ে আলাদা, কারণ আন্তিয়খিয়াকে বলা হতো সাইরো গ্রেশিয়ান শহর। তাদের কাছে তারা যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। এটিই ছিল তাদের প্রচার করার সার্বক্ষণিক বিষয়; খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা আর কী-ই বা প্রচার করতে পারেন, তাদের আর কী প্রচার করার রয়েছে– খ্রীষ্ট এবং তাঁর ক্রুশারোপণ– খ্রীষ্ট এবং তাঁর মহিমা ও গৌরব করা ছাড়া?

৫. তারা তাদের প্রচার কজে অসাধারণ সাফল্য লাভ করলেন, পদ ২১।

(১) তাদের প্রচারের শক্তি যুগিয়েছিল এক স্বর্গীয় ক্ষমতা: প্রভুর হাত তাদের সাথে সাথে ছিল, যা অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তারা যে শিক্ষা প্রচার করতেন তার প্রমাণ হিসেবে তারা সেখানে আশ্চর্য কাজ সাধন করতেন; এর সব কিছুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তাদের সাথে সাথে ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর বাক্য প্রমাণ করেন চিহ্ন-কাজের মধ্য দিয়ে (মার্ক ১৬:২০); এসব কিছুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর নিজ সাক্ষ্য বহন করলেন, ইব্রীয় ২:৪। কিন্তু আমি বরং মনে করি যে, এটি হচ্ছে শ্রোতাদের অন্তরে স্বর্গীয় অনুগ্রহের ফল এবং এর উন্মোচন, যেভাবে লিয়ার অন্তর উন্মোচিত হয়েছিল, কারণ অনেকেই আশ্চর্য কাজ দেখেছিল যারা মন পরিবর্তন করে নি; কিন্তু যখন উপলব্ধির আত্মা জাগ্রত ও আলোকিত হল এবং মানুষের ইচ্ছা খ্রীষ্টের সুসমাচারের কাছে নত হল, সেই দিন ছিল এক মহান দিন, এক কর্তৃত্বপূর্ণ দিন, যে দিনে স্বেচ্ছায় লোকেরা খ্রীষ্টের পতাকা তুলে এসে জড়ো হয়েছে, গীতসংহিতা ১১০:৩। তাদের সাথে সাথে ঈশ্বরের হাত ছিল, যাতে করে তাদের হৃদয় ও অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে মানুষের বিবেকের প্রতি খ্রীষ্টের বাণী উচ্চারণ তারা করতে পারে। তখন ঈশ্বরের বাক্য তার মূল উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারল, যখন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর হাত প্রকাশিত হল (যিশাইয় ৫৩:১), যখন ঈশ্বর এক দৃঢ় হাত দিয়ে শিক্ষা দান করলেন, যিশাইয় ৮:১১। তারা কোন প্রেরিত ছিলেন না, বরং সাধারণ মিশনারী ছিলেন, তথাপি

তাদের উপরে ঈশ্বরর হাত ছিল এবং তারা আশ্চর্য কাজ করেছেন।

(২) প্রচুর পরিমাণে ভাল কাজ সম্পন্ন করা হল: বহু সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করলো এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরল– অনেকেই, যে পরিমাণ আশা করা হয়েছিল তার থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে, বিশেষ করে তারা বাহ্যিকভাবে যে ধরনের কষ্ট ভোগ করেছেন তারপরও এই ফলাফল ছিল অসাধারণ: সেখানে প্রায় সব ধরনের মানুষ ছিল এবং তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই যীশু খ্রীষ্টের উপরে বাধ্যতা ও বিশ্বাস স্থাপন করলো। লক্ষ্য করুন, পরিবর্তনটি কী ছিল।

[১] তারা বিশ্বাস করেছিল: তারা সুসমাচারের সত্যে মোহিত হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাঁর পুত্রের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাতে বিশ্বাস করেছিল।

[২] এর প্রতিক্রিয়ায় এবং ফলাফলে তারা সকলে প্রকার প্রতি মন ফিরিয়েছিল। এমন নয় যে, তারা তাদের মূর্তি পূজা এবং দেবতাদের উপাসনা থেকে মন ফিরিয়েছিল, কারণ তারা সকলে ছিল যিহূদী, তারা শুধুমাত্র এক ঈশ্বরের উপাসনা করতো; কিন্তু তারা ধার্মিকতার আইনের আত্মবিশ্বাস থেকে মন ফিরিয়েছিল, যাতে করে তারা নিজেদের ধার্মিকতায় নয়, বরং যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় বিশ্বাস আনে। তারা এক ঢিলেঢালা, ভাবনা চিন্তাহীন এবং পার্থিব জীবন ধারণ প্রণালী থেকে মন ফিরিয়েছিল, যাতে করে তারা এক পবিত্র, স্বর্গীয়, আত্মিক এবং ঈশ্বরীয় জীবন লাভ করতে পারে; তারা প্রকাশ্যে এবং আনুষ্ঠানিকতায় ঈশ্বরের উপাসনা করা থেকে মন ফিরাল এবং তারা আত্মায় এবং সত্যে ঈশ্বরের উপাসনা করতে শুরু করলো। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে ফিরল এবং তিনি তাদের সর্বেসর্বা হয়ে তাদের সাথে রইলেন। এটিই ছিল সেই মন পরিবর্তনের কাজ যা তাদের উপরে সাধন করা হয়েছিল এবং এই কাজ আমাদের সকলের জীবনেই ঘটা উচিত। এটি ছিল তাদের বিশ্বাসের ফল। যারা যারা আন্তরিকতার সাথে এ কথা বিশ্বাস করবে, তারা প্রভুর দিকে ফিরবে; আমরা যা-ই ভবিষ্যদ্বাণী করি না কেন বা ধারণা করি না কেন, আমরা সত্যিকার অর্থে সুসমাচারে বিশ্বাস করতে পারি না, যদি আমরা আন্তরিকভাবে সুসমাচারের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবিত যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করতে না পারি।

খ. এভাবেই আন্তিয়খিয়াতে সেই উত্তম কাজ শুরু হয়ে গেল, যা নিখুঁতভাবে চলতে লাগল; এবং এভাবেই যে মণ্ডলী সেখানে স্থাপিত হয়েছিল তা খুব দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে বড় হতে লাগল বার্ণবা এবং পৌলের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে, যিনি সেই ভিত্তির উপরে নির্মাণ করেছিলেন যে ভিত্তি এর আগে অন্যান্যরা পরিচর্যাকারীরা তৈরি করে দিয়ে গেছেন এবং তিনিও তাদের মত কর্মযজ্ঞে প্রবেশ করলেন, যোহন ৪:৩৭, ৩৮।

১. যিরূশালেমের মণ্ডলী থেকে বার্নবাসকে এখানে পাঠানো হয়েছিল, যেন তিনি এই নবজাত মণ্ডলীর পরিচর্যা করতে পারেন এবং এর প্রচারক ও সদস্যদের হাতকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন এবং সেখানে খ্রীষ্টের নামের সম্মান আরও বৃদ্ধি করতে পারেন।

(১) তারা সেই সুসংবাদ শুনেছিলেন, আন্তিয়খিয়া খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করেছিল, পদ ২২। সেখানকার প্রেরিতরা এটি জানতে উৎসাহী ছিলেন যে, দেশের অন্যান্য স্থানে কাজ

কীভাবে চলছে; এবং তারা চাইতেন দেশের বিভিন্ন স্থানের পরিচর্যাকারীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে, বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ জানাতে এবং শুভেচ্ছা পাঠাতে। তারা চেয়েছিলেন সবাইকে এই সংবাদ জানাতে যে, আন্তিয়খিয়াতে বিরাট সংখ্যক জনতা মন পরিবর্তন করেছে, আর তাই এভাবেই খুব দ্রুত যিরূশালেম মণ্ডলীতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। যারা মণ্ডলীতে সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে রয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে আরও নিচু করে প্রকাশ করতে হবে।

(২) তারা দ্রুত তাদের কাছ থেকে বার্নবাসকে সেখানে প্রেরণ করলেন, তাই চাইলেন যেন বার্ণবা সেখানে যান এবং এই আশাপূর্ণ সূচনাকে সাহায্য করেন এবং উৎসাহ দান করেন। তারা তাদের তাদের দূত করে সেখানে পাঠালেন, তারা তাকে তাদের পুরো মণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে পাঠালেন, যাতে করে তিনি তাদেরকে সেখানে সুসমাচারের সাফল্যের কারণে অভিনন্দন জানাতে পারেন, যা প্রচারক এবং শ্রোতাদের উভয়ের জন্য আনন্দের বিষয় হবে এবং তারা সকলে সেখানে উল্লাস প্রকাশ করতে পারবে। তাকে অবশ্যই আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত যেতে হবে। এর দূরত্ব ছিল অনেক, কিন্তু যত দূরেই হোক না কেন, বার্ণবা এই দায়িত্ব নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। সম্ভবত বার্ণবা এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন কর্মঠ এবং আলাপী। তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে ভালবাসতেন এবং তিনি বাড়িতে কাজ করার পাশপাশি বিভিন্ন দেশে গিয়ে কাজ করতেও ভালবাসতেন, তা ছিল অনেকটা সবুলূনের আত্মার মত, যিনি তার বাইরে যাওয়ার কারণে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন, যেভাবে বিপরীত দিক থেকে ঈষাখর তার তাবুতে থাকতেই পছন্দ করতেন; এবং তার এই দিকে ঝোঁক থাকায় তিনিই এই কাজ করার পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন। ঈশ্বর বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন দান দিয়ে থাকেন।

(৩) বার্ণবা এটি বুঝতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, সুসমাচার তাঁর শিকর গ্রোথিত করতে পেরেছে এবং তাঁর দেশের কয়েক জন লোক, সাইপ্রাস থেকে আগত (তিনি যে দেশে জন্ম নিয়েছিলেন, প্রেরিত ৪:৩৬) এই কাজের অংশীদার ছিলেন (পদ ২৩): যখন তিনি আসলেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখলেন, আন্তিয়খিয়ার লোকদের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার নিদর্শনগুলো দেখলেন এবং তাদের মধ্যে তাঁর উত্তম কাজগুলোর চিহ্ন দেখলেন, তিনি আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর এই তদারকি কাজ করার জন্য সময় নিলেন এবং তিনি শুধুমাত্র তাদের প্রকাশ্য সাপ্তাহিক উপাসনায় উপস্থিত হলেন না, বরং তিনি তাদের সাধারণ কথোপকথনে এবং তাদের পরিবারের সাথে একাত্ম হলেন, তিনি সেখানে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখতে পেলেন। যেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখা যাবে, সেখানেই তা থাকবে, যেমন গাছকে তার ফল দ্বারা চেনা যায়; এবং যেখানেই তা দেখা যাবে, সেখানেই ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব স্বীকার করতে হবে। যখনই আমরা কারও মধ্যে উত্তম কোন কিছু দেখতে পাব, তখনই অবশ্যই আমাদেরকে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে স্বীকার করতে হবে এবং তাঁকে এর জন্য গৌরব ও মহিমা প্রদান করতে হবে; এবং আমাদেরকে অবশ্যই এর থেকে সান্ত্বনা পেতে হবে এবং একে আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়ে পরিগণিত করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই অন্যদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে

আনন্দিত হতে হবে এবং আমাদেরকে আরও বেশি করে তা দেখার আকাঙ্ক্ষা করতে হবে যেখানে আমরা তা দেখার আশা করি নি।

(৪) তিনি এমন কাজ করেছিলেন যার মধ্য দিয়ে তাদের ভুলগুলো দূর হতে পারে, যাতে করে তাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত করা যায়, যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তন করেছে। তিনি তাদেরকে উদ্দীপনা প্রদান করলেন– ***parekalei***। এটি হচ্ছে সেই একই শব্দ, যা বার্ণবা অনুবাদ করেছিলেন (প্রেরিত ৪:৩৬), ***hyios parakleseos***– উদ্দীপনার সন্তান; তাঁর মেধা এমনই ছিল এবং তিনি তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতেন; যে উদ্দীপনা দান করে তাকে তা করতে দাও, রোমীয় ১২:৮। কিংবা তিনি ছিলেন সান্ত্বনা দানকারী ব্যক্তি (এভাবেও শব্দটির অর্থ করা যায়), তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দান করেছিলেন বা সাহস দিয়েছিলেন, যাতে করে তাদের অন্তর প্রভুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তিনি তাদের মধ্যে ভাল কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে যেমন আনন্দ করেছিলেন, তেমনি এখন তিনি তাদেরকে এই ভাল কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা দান করছেন। যাদেরকে আমরা সান্ত্বনা দেব, তাদেরকে আমাদের একই সাথে উৎসাহও দান করা প্রয়োজন। বার্ণবা তাদের মধ্যে ঈশ্বর অনুগ্রহ দেখে খুশি হয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনি তাদের মধ্যে তা নিহিত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

[১] প্রভুর প্রতি নিবদ্ধ থাকার জন্য। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে, তারা ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ থাকার ব্যাপারে উৎসাহী, তাদের কখনোই তাঁকে অনুসরণ করা থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত নয় কিংবা নিশ্চুপ বসে থাকা উচিত নয়। প্রভু যীশুর প্রতি নিবদ্ধ থাকার অর্থ হল এমন এক জীবন যাপন করা, যেখানে পরিপূর্ণভাবে এবং ভক্তির সাথে তাঁকে অনুসরণ করা যায়: তাঁকে শুধুমাত্র ধরে রাখা নয়, বরং তাঁর দ্বারা ধরে থাকা, প্রভুতে শক্তিশালী হওয়া এবং তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন লাভ করা।

[২] প্রভুর প্রতি নিবদ্ধ থাকার অর্থ হচ্ছে হৃদয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা, তা করতে হবে বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় চেতনা এবং সুকঠিন প্রত্যয়ের সাথে এবং তাদেরকে অবশ্যই এর ভিত্তির উপরে নিজেদেরকে দাঁড় করাতে হবে, গীতসংহিতা ১০৮:১। এর দ্বারা আমাদেরকে আত্মাকে প্রভুর আত্মার সাথে আবদ্ধ করা হবে এবং এক্ষেত্রে রূতের মত বলতে হয়, আমি যেন আপনাকে ত্যাগ না করি, কিংবা যেন তাঁকে অনুসরণ করা থেকে না ফিরে যাই।

(৫) এখানে তিনি তাঁর উত্তম চরিত্রের একটি প্রমাণ দান করেছেন (পদ ২৪): তিনি ছিলেন একজন ভাল মানুষ এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ এবং তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজেকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন।

[১] তিনি নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখিয়েছিলেন, যিনি অত্যন্ত কোমল, দয়ালু, সদয়, ভদ্র স্বভাবের এবং তিনি নিজে সকলের প্রতি ভদ্রতা প্রদর্শন করতেন এবং তাঁকে দেখে অনেকে তা শিখতে পারতো। তিনি শুধুমাত্র একজন ধার্মিক ব্যক্তিই ছিলেন না, সেই সাথে তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন, তিনি ছিলেন ধীর স্থির ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। যে সমস্ত পরিচর্যাকারীরা এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে

যে, তারা যেন বার্ণবার মত তাঁর পূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণের জন্য চেষ্টা করেন এবং তারা যেন তার সমস্ত চিন্তা চেতনা নিজেদের ভেতরে প্রতিফলন ঘটান। তিনি ছিলেন একজন ভাল মানুষ, একজন দানশীল মানুষ; এভাবেই তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে এসে সেই অর্থ দরিদ্রদের দান করেছিলেন, প্রেরিত ৪:৩৭।

[২] এর মধ্য দিয়ে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তিনি পবিত্র আত্মার দানে এবং অনুগ্রহে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মঙ্গলময়তা তাঁকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী করে তুলেছিল এবং সেই কারণে তাকে অবশ্যই যোগ্য বলে প্রতীয়মান করা যায়। কিন্তু তিনি যদি এভাবে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ না হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে এভাবে যোগ্য হিসেবে আমরা দেখতে পেতাম না।

[৩] তিনি বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন, তাঁর ভেতরে খ্রীষ্টান বিশ্বাস পূর্ণ ছিল এবং সেই কারণে তিনি তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন; তিনি বিশ্বাসের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং বিশ্বাসের ফসলে পরিপূর্ণ ছিলেন, যা কাজ করে ভালবাসার কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁর মধ্যে যথাযোগ্য বিশ্বাস ছিল এবং সেই কারণে তিনি তাদেরকে এভাবে বিশ্বাসে ব্রতী হতে উদ্দীপনা দান করেছিলেন।

(৬) তিনি ভাল কাজ করার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন, আর তাই তিনি তাদেরকে বিশ্বাসের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন, যারা এখনও বিশ্বাসের স্বাদ পায় নি: আরও অনেক মানুষ প্রভুর সাথে যুক্ত হল এবং তারা মণ্ডলীর সদস্যভুক্ত হল। এর আগে অনেরকেই প্রভুর দিকে মন ফিরিয়েছিল, তথাপি আরও অনেকে এখন মন ফিরাল; তিনি যে রকম আদেশ দিয়েছিলেন দাসেরা তাই করেছে, কিন্তু এখন অনেক আসন খালি আছে।

২. বার্ণবা পৌলকে আনতে গিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর সাথে একত্রে আন্তিয়খিয়াতে সুসমাচারের পরিচর্যা করেন। তাঁর শেষ সংবাদ আমরা যা শুনি তা হচ্ছে যখন তিনি যিরূশালেমে এক নাগাড়ে বহু দিন অবস্থান করেছিলেন, তার পরে তাঁকে তার্ষে প্রেরণ করা হয়, যে শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এতে করে আমাদের মনে হয় যে, তিনি সেখানে নিঃসন্দেহে উত্তম কার্য সাধন করেছেন। কিন্তু এখন বার্ণবা তার্ষে গিয়েছিলেন এটি দেখতে যে, সেখানে পৌল কী কাজ করছেন এবং তিনি যেন তাঁকে জানাতে পারেন যে, আন্তিয়খিয়াতে সুসমাচার প্রচারের সুযোগের একটি দরজা খোলা রয়েছে এবং তিনি চাইছিলেন যেন তিনি তাঁর কাছে আসেন এবং কিছু সময় অবস্থান করেন সেখানে, পদ ২৫, ২৬। আর এখানে আমরা এটি দেখতে পাই যে, বার্ণবা দু'টি দিক থেকে একজন উত্তম মানুষ ছিলেন:-

(১) তিনি একজন মানুষকে নিভৃত থেকে আসনে নিয়ে আসতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। তিনিই পৌলকে যিরূশালেমের প্রেরিতদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, যখন তারা তাঁর কারণে লজ্জিত ছিলেন; এবং তিনিই তাঁকে কোণা থেকে তুলে এনে পরিচর্যা কাজে নিয়োগ করেছিলেন, যখন কেউই তাঁকে কোনভাবে গ্রহণ করছিল না। একটি প্রদীপকে কাঠার নিচ থেকে বের করে আনা ও সেটিকে দীপদানীর উপরে রাখা অত্যন্ত ভাল কাজ।

(২) তিনি পৌলকে আন্তিয়খিয়াতে নিয়ে এসেছিলেন, যিনি সেখানে হয়েছিলেন একজন প্রধান বক্তা (প্রেরিত ১৪:১২) এবং সম্ভবত তিনি একজন উত্তম প্রচারকের ছিলেন, যিনি নিজেকে সেখানে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, কারণ তিনি নিজেকে সেখানে প্রকাশ করেছিলেন; বার্ণবার খুব করে চেয়েছিলেন যেন পৌল নিজেকে সকলের সামনে পূর্ণ সময় পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত করেন। যদি ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে আমরা যে সমস্ত মঙ্গল কাজ করতে পারি তা করতে দেন, তাহলে যারা আমাদের চেয়ে আরও বেশি সুযোগ পেয়েছে এবং আরও বেশি যোগ্যতা ও সামর্থ লাভ করেছে তাদের কাজ দেখে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বর প্রশংসা করা উচিত এবং মোটেও ঈর্ষা করা উচিত নয়। বার্ণবা পৌলকে আন্তিয়খিয়াতে নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, যেন আন্তিয়খিয়াতে তার দায়িত্ব কিছুটা কমে এবং তারা দুই জনে মিলে আরও বেশি মানুষের কাছে সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং তিনি এখানে আমাদেরকে এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা যেন আমাদের নিজেদের বিষয়ে চিন্তা না করে খ্রীষ্টের বিষয়ে আরও বেশি করে চিন্তা করি।

৩. আমাদেরকে এখানে আরও বলা হয়েছে যে:-

(১) আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে এখন কী ধরনের পরিচর্যা কাজ সাধিত হচ্ছিল: পৌল এবং বার্ণবা সেখানে এক বছর ধরে কাজ করলেন, তারা সেখানে তাদের ধর্মীয় সমাবেশগুলোতে সভাপতিত্ব করলেন এবং সুসমাচার প্রচার করলেন, পদ ২৬। লক্ষ্য করুন:

[১] মণ্ডলী প্রায়শই একত্রিত হতো। খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টের সম্মানার্থে এবং তাঁর শিষ্যদের সান্ত্বনা ও সুফল লাভের উদ্দেশ্যে। ঈশ্বরের লোকেরা প্রাচীন কালে সবসময় তাঁর কাছে এসেছে, আবাস-তাঁবুর দরজায় এসে তারা একত্রিত হয়েছে; এখন সমাবেশের স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই একত্রে আসতে হবে, যদিও পথে বাধা বিপত্তি থাকতে পারে বা দুঃখ কষ্ট আসতে পারে।

[২] পরিচর্যাকারীরা ছিলেন সেই সব সমাবেশের পরিচালনাকারী এবং তারা খ্রীষ্টের নামে সভা পরিচালনা করতেন, যাতে সকল শিষ্য একত্রিত হতেন।

[৩] লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পরিচর্যাকারীদের কাজের একটি অংশ, যখন তারা ধর্মীয় সমাবেশে অবস্থান করেন। তারা শুধুমাত্র প্রার্থনা এবং প্রশংসার সময় ঈশ্বরের লোকদের মুখপাত্র নন, বরং তারা লোকদেরকে পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং তাদেরকে প্রভুর উত্তম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে লোকদের কাছে ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হয়ে উপস্থিত হন।

[৪] এটি হচ্ছে পরিচর্যাকারীদের জন্য একটি মহা উৎসাহ এবং সান্ত্বনার বিষয় যে, তারা অনেক মানুষের কাছে প্রচার করার সুযোগ পেয়েছেন, তারা এমন জায়গায় সুসমাচারের জাল ফেলেছেন যেখানে অনেক বড় মাছের ঝাঁক ধরা পড়বে, আর তারা এই আশা করছেন যে, আরও অনেক মাছ ধরা পড়বে।

[৫] শিক্ষা দেওয়া হয় শুধুমাত্র বাইরের মানুষের অনুশোচনা সৃষ্টি এবং মন পরিবর্তনের জন্য এমন নয়, বরং যারা মণ্ডলীভুক্ত হয়েছে তাদের শিক্ষা দান এবং নির্দেশনা দানের জন্যও শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীতে অবশ্যই এর শিক্ষকদের থাকতে হবে।

(২) আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে এখন কী ধরনের সম্মান আরোপিত হয়েছিল: সেখানে এই শিষ্যদেরকেই সর্বপ্রথম খ্রীষ্টান বলে ডাকা হয়; এটি খুব সম্ভব যে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে এই নামে ডাকতেন, তারা নিজেদেরকে সর্বপ্রথম এই নামে ভূষিত করেছিলেন, তবে মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীরা বা নেতৃস্থানীয়রা এই উপাধি নির্ধারণ করেছিলেন, না কি তারা নিজেরা নিজেরা প্রার্থনা করতে করতে করতে এবং আলাপ আলোচনা করতে করতে এই নাম আবিষ্কার করেছিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়; কিন্তু এটি হতে পারে যে, যেহেতু সেই মণ্ডলীতে পৌল এবং বার্ণবার মত এমন মহান দুই পরিচর্যাকারী ছিলেন, সেই কারণে নিশ্চয়ই তারাই এই নামের প্রচলন করেছিলেন এবং সর্বসম্মতি ক্রমে তা সকলে কাছে গৃহীত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলো অন্য যে কোন স্থানের চেয়ে অনেক বেশি বড় আকৃতি হতো এবং তা আরও বেশি বিবেচিত হত, যার কারণে তাদেরকে খ্রীষ্টান বলে ডাকা শুরু হয়, আর তাই যদি এমন বলা হয় যে, একটি মাতৃমণ্ডলী অন্য সকল মণ্ডলীকে নির্দেশনা ও নেতৃত দান করে, তাহলে বলতেই হয় যে, আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীই ছিল সেই মাতৃমণ্ডলী, যেখান থেকে প্রথম খ্রীষ্টান নামটি উদ্ভূত হয়। এর আগ পর্যন্ত যারা যারা খ্রীষ্টের অনুসারী হতেন তাদেরকে বলা হতো শিষ্য, শিক্ষার্থী, শিষ্য ইত্যাদি, কারণ তারা পরিচর্যাকারীদের অধীনে থেকে শিক্ষা নিতেন, যাতে করে তারাও পরিচর্যাকারী হতে পারেন; কিন্তু এখন থেকে তাদেরকে খ্রীষ্টান বলে ডাকা শুরু হয়।

[১] এভাবেই তাদেরকে তাদের শত্রুরা যে নামে ডেকে তিরস্কার করতো এবং অপমান করতো, সেই নামকে মুছে ফেলে একটি যথাযোগ্য নাম তারা ধারণ করলেন। তারা তাদেরকে নাসরতীয় (প্রেরিত ২৪:৫), পথের মানুষ, রাস্তার মানুষ ইত্যাদি বলে ডাকতো, অর্থাৎ যাদের কোন নাম নেই, আর এখানে তারা এখন তাদের বিরোধীদের বিপক্ষে অবস্থান নিলেন। এই অপমান দূর করার জন্য তারা নিজেদেরকে এমন এক নাম দিলেন যা তাদের শত্রুরাও সবচেয়ে উপযুক্ত বলে স্বীকার না করে পারবে না।

[২] এভাবেই যারা তাদের মন পরিবর্তনের আগে যিহূদী বা অযিহূদী হিসেবে আলাদা করা হত, এখন তাদের সকলকে খ্রীষ্টান নামে, এই একই নামে ডাকা হবে, যা তাদেরকে তাদের আগের বিভেদ সৃষ্টিকারী নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখবে এবং এতে করে তারা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন না, ফলে মণ্ডলীতে একতা বজায় থাকবে এবং তাদের মধ্যে কেউ আর বলবে না, "আমি যিহূদী ছিলাম;" কিংবা অন্য কেউ আর বলবে না, "আমি অযিহূদী ছিলাম;" যখন উভয়েই এক এবং তাদেরকে এখন অবশ্যই একই সাথে বলতে হবে, "আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান।"

[৩] এভাবেই তারা তাদের প্রভুকে সম্মান করতে শিখলেন এবং তারা আর তাঁর সাথে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করলেন না, বরং এর ফলে তারা মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত হলেন; যেভাবে প্লেটোর শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে প্লেটোনিস্ট বলে সম্বোধন

করতেন এবং যেভাবে অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রভুকে সম্বোধন করতেন। তারা তাঁর মূল নাম যীশু থেকে তাদের এই নাম তৈরি করলেন না, বরং তারা তাঁর পদ মর্যাদা বা উপাধি– খ্রীষ্ট (অভিষিক্ত) থেকে এই নাম তৈরি করলেন, যাতে করে তারা তাদের নিজেদের নামের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি জানাতে পারেন যে, যীশুই হচ্ছে খ্রীষ্ট; এবং তারা পুরো পৃথিবীকে এই কথা জানাতে রাজি ছিলেন যে, এই সত্যের উপরে নির্ভর তারা বেঁচে আছেন এবং এর জন্য তারা মরতেও পারেন। তাদের শত্রুরা এই নাম দিয়ে তাদেরকে অপমান ও তিরস্কার ও উপহাস করবে এবং তারা এই কারণে তাদেরকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করবে, কিন্তু তারা এর জন্য মহিমা ও গৌরব করবেন: যদি এই নাম রাখা অপরাধ হয়, তাহলে আমি সেই অপরাধে অপরাধী।

[৪] এভাবেই তারা খ্রীষ্টের উপর এখন তাদের নির্ভরশীলতা প্রকাশ করলো এবং তাঁর কাছ থেকে তাদের প্রাপ্ত দান ও অনুগ্রহের কথা স্বীকার করলো; শুধুমাত্র তারা এ কথা বিশ্বাস করে নি যে, তিনিই অভিষিক্ত, সেই সাথে তার মধ্যে দিয়ে তারাও অভিষিক্ত হয়েছে, ১ যোহন ২:২০, ২৭। আরও ঈশ্বর আমাদেরকে খ্রীষ্টেতে অভিষিক্ত করেছেন, ২ করিন্থীয় ১:২১।

[৫] এভাবেই তারা নিজেদেরকে নত করলো এবং তারা সকলে অনন্তকালের জন্য সেই নামটিকে ঘোষণা করলো, যা খ্রীষ্টের বিধানের প্রতি এক শক্তিশালী এবং চিরস্থায়ী বাধ্যতা, যা আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের পূর্ণ অনুসারী হওয়ার দৃষ্টান্ত দান করে এবং তা আমাদেরকে শেখায় যেন আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে যীশু খ্রীষ্টে সম্মানে নিবেদিত করি– আমরা যেন তাঁর জন্য তাঁরই নামের গৌরব প্রশংসা করি। আমরা কি খ্রীষ্টিয়ান? তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিটি কাজে, কথায় এবং চিন্তায় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মত করে করে চলতে হবে, যেন আমাদেরকে দেখেই এক বাক্যে খ্রীষ্টান বলে বোধ হয় এবং আমরা যেন এমন কিছুই না করি যাতে করে এই নামের অবমাননা হয়, যাতে করে আমাদেরকে কেউ এমন কথা বলতে না পারে যা আলেকজান্ডার তার এক সৈন্যকে বলেছিলেন তার নাম সম্পর্কে, যা কাপুরুষ বোঝাতে ব্যবহার করা হত, *Aut nomen, aut mores muta*– হয় তোমরা নাম পরিবর্তন কর, নতুবা তোমার চরিত্র সংশোধন কর। আর আমরা যখন আমাদের নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দেব, তখন আমাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেক সময় এই খ্রীষ্টান ভাবধারা বজায় রাখতে হবে আমাদের নিজেদের অন্তরে, যাতে করে আমরা সমগ্র খ্রীষ্টান জাতির আদর্শ নমুনা হতে পারি এবং আমাদের নিজেদেরকে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে পারি। আমরা যা কিছু করি না কেন তার মধ্য দিয়ে যেন খ্রীষ্টের সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৬] এভাবেই পবিত্র শাস্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করলো, কারণ এমনটাই লিখিত হয়েছিল (যিশাইয় ৬২:২) সুসমাচারের মণ্ডলী সম্পর্কে যে, তোমাকে এক নতুন নামে ডাকা হবে এবং প্রভুর মুখ সেই নাম উচ্চারণ করবে। আর এমনটি বলা হয়েছে যিহূদী জাতির দুর্নীতিগ্রস্থ এবং বিকৃত মণ্ডলীর কাছে, প্রভু তোমাকে হত্যা করবেন এবং তার দাসদেরকে অন্য নামে ডাকবেন, যিশাইয় ৬৫:১৫।

প্রেরিত ১১:২৭-৩০ পদ

যখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করলেন, তিনি মানুষকে উপহার দান করলেন, শুধুমাত্র প্রেরিত বা সুসমাচার প্রচারকদের জন্য নয়, বরং ভাববাদীদের জন্যও, যারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে আসন্ন বিষয় এবং ঘটনা দেখতে এবং সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন, যা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতার নিশ্চয়তা দান করতো (কারণ এই ভাববাদীরা যা কিছু বলেছেন তার সবই পূর্ণতা পেয়েছে, যা প্রমাণ করে যে তারা ঈশ্বরের নিকট হতে প্রেরিত হয়েছেন, দ্বি. বি. ১৮:২২; যিরমিয় ২৮:৯) এবং একই সাথে তা মণ্ডলীর জন্য এক দারুণ সুফল বয়ে আনে এবং তা মণ্ডলীকে নির্দেশনা ও পরিচালনা দান করে। এখন এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. আন্তিয়খিয়াতে এমনই কয়েক জন ভাববাদীর আগমন (পদ ২৭): সেই সময়ে, যখন পৌল এবং বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে বাস করতেন, সে সময়ে যিরূশালেম থেকে কয়েক জন ভাববাদী আন্তিয়খিয়াতে এলেন। আমাদেরকে এখানে বলা হয় নি যে, কত জন ভাববাদী সেখানে গিয়েছিলেন, কিংবা পরবর্তীতে আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে যে ভাববাদীদের আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যে এই ভাববাদীদের কেউ ছিলেন কি না তাও আমরা জানি না, প্রেরিত ১৩:১।

১. তারা যিরূশালেম থেকে এসেছিলেন, সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে, সেখানে তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান দান করা হচ্ছিল যতটুকু তাদের পাওয়া উচিত; তারা দেখেছিলেন যে, যিরূশালেমে তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে আর তাই তারা সেখান থেকে চলে এসেছিলেন। যিরূশালেম ভাববাদীদের হত্যা করা এবং তাদেরকে অপমান করার জন্য কুখ্যাত ছিল, আর তাই এখন সেই যিরূশালেম তার ভাববাদীদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

২. তারা আন্তিয়খিয়াতে এসেছিলেন, কারণ তারা শুনতে পেয়েছিলেন যে, আন্তিয়খিয়া মণ্ডলী সৃমদ্ধশালী হয়ে উঠেছে এবং তারা আশা করছিলেন যে, সেখানে গিয়ে নিশ্চয়ই তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন। এভাবেই তাদের মত করে প্রত্যেককেই পরিচর্যাকারীদের একই দান গ্রহণ করতে হবে। বার্ণবা এই মণ্ডলীকে জাগিয়ে তুলতে এসেছিলেন, আর তারা উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করার পর এখন ভাববাদীদের কাছ থেকে তারা জানতে পারবে যে, সামনে কী কী ঘটবে, যেমনটি খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যোহন ১৬:১৩। যারা ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশ্বস্ত থাকে, তাদেরকে আরও বড় বিষয়ে বিশ্বাস করা যায়। পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বুঝতে হলে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রের নির্দেশনার প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা থাকা আবশ্যক।

খ. আসন্ন একটি দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী, যা বলেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ভাববাদী, যার নাম ছিল আগাব; আমরা তার কথা আবারও জানতে পারি পৌলের বন্দীত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করার সময়, প্রেরিত ২১:১০, ১১। এখানে দাঁড়ালেন, সম্ভবত তাদের জন সমাগমের কোন একটিতে এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, পদ ২৮। লক্ষ্য করুন:

১. কখন তিনি তার এই ভবিষ্যদ্বাণী দান করলেন: তিনি যা কিছু বলেছিলেন তা তিনি নিজে থেকে বলেন নি, সেটি তার মনের সুপ্ত কল্পনা ছিল না, কিংবা তিনি জ্যোতিষী বিদ্যার সাহায্য নিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী দেন নি, কিংবা তিনি বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে আন্দাজের ভিত্তিতে এই কথা বলেন নি, বরং তিনি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, ভবিষ্যদ্বাণীর পবিত্র আত্মার কাছ থেকে যে, একটি দুর্ভিক্ষ সামনে হতে চলেছে; ঠিক যোষেফের মত পবিত্র আত্মার সাহায্যে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি ফরৌণের স্বপ্ন বুঝতে পারেন এবং মিসরের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হন। একইভাবে ইলিশায় রাজা আহাবের সময়ে ইস্রায়েলের দুর্ভিক্ষের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হন। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর দাস ভাববাদীদের কাছে তাঁর গোপনীয়তা প্রকাশ করেছেন।

২. ভবিষ্যদ্বাণীটি কী ছিল: সমগ্র পৃথিবী জুড়ে একটি তীব্র দুর্ভিক্ষ হবে এবং তা হবে একটি অনিয়মিত আবহাওয়ার কারণে, সে সময় শস্যের তীব্র অভাব অনুভূত হবে এবং অনেক মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাবে। এই ঘটনাটি কোন বিশেষ একটি মাত্র দেশে ঘটবে না, বরং সারা পৃথিবী জুড়েই ঘটবে, অর্থাৎ সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্য জুড়ে, যা ছিল তাদের গর্ব ও অহঙ্কার, যেমন আগে আলেকজান্ডার বলতেন পৃথিবী। খ্রীষ্ট এর আগে সাধারণভাবে বলেছেন যে, পৃথিবী জুড়ে দুর্ভিক্ষ ও খরা হবে (মথি ২৪:৭; মার্ক ১৩:৮; লূক ২১:১১); কিন্তু আগাব এ কথা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, সামনে খুবই ভয়ঙ্কর এক দুর্ভিক্ষ ঘটতে চলেছে।

৩. এর পরিপূর্ণতা: সেই দুর্ভিক্ষ ঘটেছি সম্রাট ক্লদিয়াসের সময়; তার রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে তা শুরু হয় এবং চতুর্থ বছর পর্যন্ত তা চলতে থাকে। একাধিক রোমীয় ইতিহাসবেত্তা এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন উল্লেখ করেছেন যোসেফাস। ঈশ্বর তাদেরকে জীবন রুটির খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা সেই মান্নার প্রাচুর্যকে অস্বীকার করেছিল; আর সেই কারণে ঈশ্বর ন্যায্যভাবেই তাদের রুটির উৎস ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছিলেন; আর এখানেও তিনি ন্যায়বান। তারা ছিল বন্ধ্যা, তাই তারা কোন ফল আনে নি, আর সেই কারণে ঈশ্বর তাদের ভূমিও বন্ধ্যা করে দিলেন।

গ. এই ভবিষ্যদ্বাণীকে তারা যেভাবে মূল্যায়ন করলেন: যখন তাদেরকে বল হল যে, সামনেই এ ধরনের একটি দুর্ভিক্ষ ঘটতে চলেছে, সে সময় তারা মিসরীয়দের মত কাজ করেন নি, অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদের জন্য শস্য জমা করে রাখেন নি; বরং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে তারা প্রত্যেকেই অন্যদের সুবিধার্থে খাবার জমা করে রেখেছিলেন, যেন তারা অন্যদেরকে এখান থেকে সাহায্য করতে পারেন। এটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, আমাদের কষ্ট অনুসারে আমাদেরকে সেই সাহায্য দান করা হয়েছিল। এমনটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, যারা দরিদ্রদের কথা চিন্তা করবে ঈশ্বর তাদেরকে দেখবেন এবং তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং তারা এই পৃথিবীতে অনুগ্রহ লাভ করবে, গীতসংহিতা ৪১:১, ২। আর যারা দয়া দেখায় এবং দরিদ্রদের সাহায্য করে, তারা দুঃসময়ে লজ্জিত হবে না, বরং দুর্ভিক্ষের

দিনে তারা সন্তুষ্ট হবে, গীতসংহিতা ৩৭:১৯, ২১। সবচেয়ে মন্দ সময়ের জন্য আমরা যে দূরদর্শিতা দেখাতে পারি তা হচ্ছে, আমরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় মনোযোগী হতে পারি, ভাল কাজ করার মধ্য দিয়ে এবং যোগাযোগ করার মধ্য দিয়ে, লূক ১২:৩৩। অনেকে এটিকে একটি কারণ হিসেবে দেখেন যে, যেন তাদের অবশ্যই বেঁচে যাওয়া উচিত, কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে এ যুক্তি দেখায় যে, কেন আমাদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করা উচিত এবং শুধু সাত জনের কাছে নয়, আমরা যেন অষ্টম জনের কাছে গিয়ে তাকেও দয়া দেখাই, কারণ আমরা জানি না যে, কখন এই পৃথিবীতে মন্দ সময় নেমে আসবে, উপদেশক ১১:২। লক্ষ্য করুন:

১. তারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: প্রত্যেক মানুষ তার নিজ নিজ সামর্থ ও সাধ্য অনুসারে যিহূদীয়ায় বসবাসরত ভাইদের কাছে ত্রাণকার্যের জন্য খাবার পাঠাবেন, পদ ২৯।

(১) যে ব্যক্তিদেরকে এই সেবা কাজ নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়ার কথা চিন্তা করা হয়েছিল, তারা ছিলেন যিহূদীয়ায় বসবাসকারী খ্রীষ্টান কয়েক জন ভাই। যদিও আমরা সুযোগ পেলেই মানুষের ভাল করতে পারি, তথাপি আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা রাখতে হবে, গালাতীয় ৬:১০। কোন দরিদ্রকেই অবহেলা করা উচিত নয়, বরং ঈশ্বর দরিদ্র লোকদেরকে আরও বেশি ধন্য ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রত্যেক মণ্ডলীরই তাদের দরিদ্র সদস্যদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন তা অন্যান্য মণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিণত হয়। যিরূশালেমের মণ্ডলীতে দরিদ্রদের সাহায্য করার ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা অন্যান্য মণ্ডলীর কাছে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল, যেখানে পরিচর্যা কাজ এতই নিবিড় ছিল যে, কেউই যেন বাদ না পড়ে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল, প্রেরিত ৪:৩৫। কিন্তু সেই অর্থে সাধু ব্যক্তিদের যোগাযোগ এবং সহভাগিতা এখানে বহুলাংশে বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর দূরদৃষ্টির কারণে যিহূদিয়া অঞ্চলে ত্রাণ কার্য চালানো সম্ভব হয়েছে, যাদেরকে তারা ভাই বলে সম্বোধন করতেন। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে, ছড়িয়ে পড়া যিহূদীরা যিহূদীয়ার ভাইদের কাছে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া একটি রীতিতে পরিণত হয়েছিল, যাতে করে তাদের মধ্যে যে দরিদ্ররা রয়েছে তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা যায় এবং তারা যেন এই কাজের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধন করতে পারেন (টুল্লি তার সময়কার এ ধরনের একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, *Orat. pro Flacco*), যা আমাদেরকে এ কথা বোঝায় যে, যিহূদীয়াতে অনেক দরিদ্র ছিল, যা অন্য যে কোন প্রদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণে ছিল, যার কারণে সেখানে যে সমস্ত ধনী বা স্বচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন, তারা এই সকল দরিদ্রদের সকলের ব্যয়ভার বা ভরণ পোষণ মেটাতে সমর্থ ছিলেন না; কিংবা হতে পারে যে, তাদের ভূমিও অনুর্বর হয়ে পড়েছিল এবং সেখানে খরা চলছিল, যদিও এক সময় তা ছিল ফলে ফসলে সমৃদ্ধ ভূমি, এর কারণে হচ্ছে, সেখানে যারা বাস করতো, তাদের মধ্যে মন্দতা বিরাজ করছিল কিংবা তারা অন্য জাতিদের সাথে যোগাযোগ রাখত না। এখন আমরা এমনটা ধারণা করতে পারি যে, সেই দেশে যারা যারা দরিদ্র ছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল (মথি ১১:৫,

দরিদ্ররা সুসমাচার গ্রহণ করছে) এবং সেই সাথে যখন দরিদ্ররা খ্রীষ্টান হতে শুরু করলো, তখন থেকে দরিদ্রদের নামের তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হল এবং তারা খ্রীষ্টান তহবিলে তাদের অংশ থেকে কেটে নেওয়া হল; তাই এটি দেখা সহজ ছিল যে, যদি কোন দুর্ভিক্ষ আসে তাহলে তা সামাল দেওয়া তাদের জন্য কতটা মারাত্মক হবে; এবং যদি তাদের মধ্যে কেউ মারা যায় অভাবের কারণে, তাহলে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য তা অত্যন্ত অবমাননাকর হবে; আর সেই কারণে আগে থেকেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল, কারণ তারা জানতে পেরেছিলেন আগে থেকেই যে, দুর্ভিক্ষ আসছে। তাই তারা আগে থেকেই ত্রাণ পাঠাতে আরম্ভ করলেন, কারণ যখন সত্যি দুর্ভিক্ষ শুরু হবে, তখন বেশি দেরি হয়ে যাবে।

(২) এর ব্যাপারে শিষ্যদের মধ্যে চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষ এই ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করবে। অন্যান্য অনেক প্রদেশে অনেক সংখ্যক যিহূদী ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিলেন, যারা বহু দূরে দূরে খ্রীষ্টান ভাইদের জন্য দান ও ত্রাণের জন্য দ্রব্য সামগ্রী পাঠাতেন। দানশীল ব্যক্তিরা ঈশ্বরের দেওয়া পার্থিব উপহারকেই দরিদ্রদের মাঝে এবং অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দেন এবং ব্যবসায়ীরা তাদের সমস্ত অর্থ সম্পদের জন্য ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, কারণ তার অনুগ্রহেই তারা তা লাভ করে থাকেন। তাই যখন প্রয়োজন আসে তখন আমাদের অবশ্যই দান করা উচিত এবং যাদের অভাব রয়েছে তাদেরকে তা দেওয়া উচিত। প্রত্যেক মানুষকেই তার সাধ্য অনুসারে কিছু না কিছু প্রেরণ করতে হবে, কম হোক আর বেশি হোক, তার সাধ্য অনুসারে তা পাঠাতে হবে, যা সে তার নিজের এবং তার পরিবারের ভরণ পোষণ থেকে বাঁচাতে পারে এবং ঈশ্বর তাকে যেভাবে সমৃদ্ধি দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা অনুসারে করতে পারে। আমরা যখন আমাদের সাধ্য এবং সামর্থ নিয়ে কথা বলি, সে সময় আমাদের অবশ্যই নিজেদের বিচার করা উচিত, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই এ দিকে খেয়াল রাখতে হবে যেন আমরা ন্যায্য বিচার করি।

২. তারা যা করেছিলেন: তারা তাদের সিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্প অনুসারেই কাজ করলেন (পদ ৩০), যা তারা করলেনও। তারা শুধু সে বিষয়ে কথাই বলেন নি, তারা তা করেও দেখিয়েছেন। অনেক ধরনের ভাল কাজের কথা বলা হয় এবং সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু অনেক সময় তা আর সম্পাদন করা হয় না এবং তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সে কারণে তারা বার্ণবা এবং পৌলকে যিরূশালেমে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে করে তাঁরা সেখানকার প্রাচীনদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে পারেন, যদিও তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁরা আন্তিয়খিয়াতে পরিচর্যা কাজ করবেন। তাঁরা এই সংবাদ প্রেরণ করলেন:-

(১) যিহূদিয়া মণ্ডলীর প্রাচীনদের কাছে, পরিচর্যাকারী বা পুরোহিতদের কাছে, যাতে করে যাদের ত্রাণ প্রয়োজন তারা তাদের অভাবের মাত্রা অনুসারে ত্রাণ সামগ্রী পেতে পারে, কারণ যারা দান করেছেন তারাও তাদের সামর্থ ও সাধ্য অনুসারে দান করেছেন।

(২) বার্ণবা এবং পৌল এই সংবাদ নিজেরা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা সম্ভবত

যিরূশালেমে কোন কারণে যেতে চেয়েছিলেন এবং সেই কারণে তাঁরাই এই সংবাদ বয়ে নিয়ে গেলেন। যোসেফাস আমাদেরকে এই কথা বলেন যে, এই সময়ে রাজা ইরেটস যিরূশালেমে তার পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করেন, যেন সারা দেশের মানুষ তাতে উপকৃত হয়; সেই সাথে আদিয়াবেনির রাণী হেলেনা, যিনি সে সময় যিরূশালেমে ছিলেন এবং শুনতে পেয়েছিলেন যে, অনেকে সেখানে দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে এবং সারা দেশেই তা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি সাইপ্রাস এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং তা দুর্গত লোকদের মাঝে বিতরণ করলেন; এমনটি বলেছেন ড. লাইটফুট, যিনি একই সাথে পৌলের স্বর্গ ভ্রমণের সময়কাল হিসাব করে বলেছেন, "করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র লেখার ১৪ বছর আগে" (২ করিন্থীয় ১২:১, ২), এটি ছিল যিরূশালেমে তাঁর যাত্রার সময়কার ঘটনা, যখন তিনি দান এবং উৎসর্গ নিয়ে যাচ্ছিলেন (যে সম্পর্কে তিনি বলেছেন প্রেরিত ২২:১৭ পদে) এবং তিনি সেই যাত্রার সময় তৃতীয় স্বর্গে গমন করেছিলেন; আর তখন খ্রীষ্ট তাঁকে এ কথা বলেছিলেন যে, তিনি তাঁকে অযিহূদীদের মাঝে প্রেরণ করবেন, যেন তিনি তাদের মাঝে সুসমাচার প্রচার করতে পারেন। আর সেই আদেশ অনুসারে তিনি আন্তিয়খিয়া থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এটি কোন অবমাননা বা মর্যাদাহানির বিষয় ছিল না, বরং এটি ছিল এক অসাধারণ ঘটনা, কারণ সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা এখন মণ্ডলীর দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, যদিও এই বিষয়ে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করলে তা তাদের মূল দায়িত্বের প্রতি হানি ঘটাবে, বিশেষ করে যাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে প্রভুর বাক্যের পরিচর্যা করা এবং প্রার্থনা করা এবং এই কাজে সার্বক্ষণিকভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখা।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১২

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:

ক. প্রেরিত যাকোবের সাক্ষ্যমর হওয়ার ঘটনা এবং হেরোদ আগ্রিপ্পের হাতে পিতরের বন্দীত্ব বরণের ঘটনা, যিনি সে সময় যিহূদীয়ার শাসনকর্তা ছিলেন, পদ ১-৪।

খ. একজন স্বর্গদূতের সহায়তায় কারাগার থেকে পিতরের আশ্চর্য মুক্তি লাভ, কারণ তাঁর জন্য সকল মণ্ডলী প্রার্থনা করেছিল, পদ ৬-১৯।

গ. ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের নিদর্শন হিসেবে এবং হেরোদের দাম্ভিকতার প্রতিফল হিসেবে একজন স্বর্গদূতের আঘাতে তার মৃত্যু (পদ ২০-২৩); এবং এই ঘটনা ঘটেছিল যখন বার্ণবা এবং পৌল যিরূশালেমে ছিলেন, আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলী তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল তা তারা সম্পাদন করছিলেন, তারা সেখানে দান কার্য পরিচালনা করছিলেন; আর সেই কারণে শেষ ভাগে এসে আমরা তাদের আন্তিয়খিয়াতে ফিরে আসার একটি বর্ণনা পাই, পদ ২৪, ২৫।

প্রেরিত ১২:১-৪ পদ

পৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনার পর থেকে আমরা আর যিরূশালেমে ঈশ্বর ভক্তদের উপরে পুরোহিতদের অত্যাচার নির্যাতন করার কোন ঘটা শুনতে পাই না; সম্ভবত তাদের মাঝে কোন অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তারা দামেস্কের খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে যে পরিকল্পনা করেছিল তা বিঘ্ন হওয়াতেই হয়তো বা তাদের এই হতাশা সৃষ্টি হয়, আর তাদের ক্রোধ কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং তারা হয়তো বা গমলীয়েলের উপদেশেও কিছুটা কান দিয়েছিল– এই লোকদেরকে কিছু বোলো না এবং আমরা দেখতে পাই যে তারা ঠিক সেটাই করছিল, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই আরেকটি দিক থেকে ঝড়ের উদয় ঘটল। অন্য কোন সময় যা ঘটে নি, এখন ঠিক সেটাই ঘটল, সরকার পক্ষীর শাসকরা খ্রীষ্ট -বিশ্বাসীদের বিপক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠল এবং তারাই তাদের উপরে নির্যাতন চালাতে লাগল। কিন্তু হেরোদ উৎসগত দিক থেকে একজন ইদোমীয় গোষ্ঠীজাত হলেও তিনি দৃশ্যত যিহূদী ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন; কারণ যোসেফাস বলেছেন যে, তিনি মোশির ব্যবস্থা অনেকাংশে মেনে চলতেন, তিনি তাদের ঈদ ও উৎসবের ব্যাপারে গোড়াপন্থী ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র (যেমন হেরোদ আন্তিপাস ছিলেন) গালীলের শাসনকর্তা ছিলেন না, বরং সেই সাথে তিনি যিহূদীয়ার শাসনও পরিচালনা করতেন, যা তাকে দান করেছিলেন সম্রাট ক্লৌডিয়াস এবং তিনি বেশির ভাগ সময় যিরূশালেমেই বসবাস করতেন, যেখানে তিনি এই মুহূর্তেও ছিলেন। এখানে আমাদেরকে এমন তিনটি কাজের কথা বলা হয়েছে যা তিনি

করেছিলেন:-

ক. তিনি কিছু কিছু মণ্ডলীর প্রতি ক্রোধ বশত হস্ত বিস্তার করেছিলেন, পদ ১। তিনি তার হস্ত বিস্তার করলেন, এ কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি এর আগে মোটেও এই কাজে লিপ্ত হন নি এবং তার হাত এভাবে এই জঘন্য কাজের মধ্য দিয়ে কলুষিত করেন নি, কিন্তু এখন তিনি তার হাত খুলে দিয়েছেন এবং তিনি মণ্ডলীর প্রতি তার ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য তার উপরে নির্যাতন ও অত্যাচার চালাচ্ছেন। হেরোদ কিছু কিছু মণ্ডলীর উপরে হাত বাড়িয়ে তাদেরকে নির্যাতন করছিলেন, অনেকে এর এমনটই অর্থ করে থাকেন; তিনি তার সৈনিকদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা খ্রীষ্টানদেরকে ধরে বন্দী করে নিয়ে আসে এবং বন্দীশালায় প্রেরণ করে, যাতে করে তাদেরকে নির্যাতন করা যায়। দেখুন কীভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে লাগলেন।

১. তিনি প্রথমে মণ্ডলীর কয়েক জন সদস্যকে আটক করার মধ্য দিয়ে এই কাজ শুরু করলেন, তাদের মধ্যে কয়েক জন, যারা বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না; তিনি প্রথমে ছোট ছোট চাল চেলেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি প্রেরিতদেরকে ধরে আনার আদেশ দিলেন। মণ্ডলীর প্রতি তার বিশেষ ঘৃণা ছিল এবং তার কাজের ধরন দেখে বলা যায় যে, তিনি বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণা পোষণ করেন নি, বরং যারা যারা মণ্ডলীর সদস্য এবং যারা যারা খ্রীষ্টের অনুসারী তাদের কাউকেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

২. তিনি প্রথমে তাদের উপরে শুধুমাত্র ঘৃণা করতে লাগলেন কিংবা তাদেরকে পীড়ন দিতে লাগলেন, তাদেরকে বন্দী করতে লাগলেন, তাদেরকে হয়রানি করতে লাগলেন, তাদের ঘর বাড়ি এবং সহায় সম্পত্তি কেড়ে নিতে লাগলেন এবং অন্যান্য উপায়ে তাদেরকে যথা সম্ভব নির্যাতন করতে লাগলেন; কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আরও মহা নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতে শুরু করলেন। খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ভোগকারী দাসেরা এভাবেই কম থেকে আরও বেশি যন্ত্রণা ও অত্যাচার ভোগ করতে থাকলেন, যাতে করে যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের মধ্যে তারা ধৈর্য ধারণ করেন এবং ধৈর্য তাদেরকে দেবে অভিজ্ঞতা।

খ. তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করলেন, পদ ২। আমাদেরকে এখানে বিবেচনা করতে হবে যে:-

১. এই সাক্ষ্যমর বা সাক্ষ্যমর কে ছিলেন: তিনি ছিলেন যোহনের ভাই যাকোব; তাঁকে যোসেস এর ভাই যাকোব থেকে আলাদা করে দেখাবার জন্য এই নামে ডাকা হতো। একে বলা হতো *Jacobus major*– বড় যাকোব; আর অন্য জনকে ডাকা হতো ছোট যাকোব। এখানে যিনি সাক্ষ্যমর হলেন তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রথম দুই জনের মধ্যে একজন, যিনি খ্রীষ্টের রূপান্তর এবং তাঁর যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী ছিলেন, আর হয়তো বা এই কারণেই তিনি এভাবে সাক্ষ্যমর হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজন, যাদেরকে খ্রীষ্ট বোয়ানের্গিস (*Boanerges*)– বজ্রধ্বনির পুত্রেরা বলে সম্বোধন করতেন; এবং সম্ভবত তার শক্তিশালী ও জাগ্রতকারী প্রচারের কারণে তিনি হেরোদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিংবা তার সভাসদদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিলেন, যেভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহন অপর হেরোদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তার চক্ষুশূল হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সিবিদিয়ের সেই পুত্রেদের মধ্যে একজন, যাদেরকে খ্রীষ্ট বলেছিলেন, আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি সেই পাত্রে তোমরা পান করতে পারবে না এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিতে যাচ্ছি সেই বাপ্তিস্ম তোমরা গ্রহণ করতে পারবে না, মথি ২০:২৩। আর এখন আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্টের সেই কথাগুলো তার ভেতরে সুফল বয়ে নিয়ে এসেছে; কিন্তু খ্রীষ্টের ডান পাশে বসতে গেলে যা করতে হয় তিনি তাই করেছিলেন; কারণ যদি আমরা তাঁর জন্য কষ্ট ভোগ করি তাহলে আমরা তাঁর সাথে রাজত্ব করতে পারব। তিনি ছিলেন সেই বারো জনের একজন, যাদেরকে সকল জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল; আর এখন তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি যিরূশালেমের বাইরে যাওয়ার আগেই, ঠিক যেভাবে কয়িন হেবলকে হত্যা করেছিল, যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। একজনকে প্রেরিতকে হত্যা করার অর্থ হল এক বিরাট কর্মযজ্ঞকে মুহূর্তেই থামিয়ে দেওয়া। কিন্তু কেন ঈশ্বর এই কাজের অনুমোদন দান করলেন? যদি তাঁর সাধু ব্যক্তিদের রক্ত, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে প্রেরিতদের রক্ত তাঁর চোখে মূল্যবান হয়, তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, নিশ্চয়ই কোন মূল্যবান উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এই রক্তপাত ঘটানো হয়েছে। সম্ভবত ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে অন্যান্য প্রেরিতদেরকে এ কথা জানাতে চেয়েছেন যে, তারা যেন বিভিন্ন জাতির কাছে ছড়িয়ে পড়ার জন্য জাগ্রত হন, তারা যেন শুধুমাত্র যিরূশালেমে বসে না থাকেন। কিংবা তারা এটি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, যদিও প্রেরিতদেরকে এই পৃথিবীতে সুসমাচারের বীজ বপন করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে, তথাপি যদি তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে না চলেন তাহলে তারা কিছুই করতে পারবেন না। প্রেরিত যাকোব সাক্ষ্যমর হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কারণ অন্যদেরকে এটি দেখানোর প্রয়োজন ছিল যে, তাদের কী আশা করা উচিত, আর এ কারণে তারা যেন সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেন। রোমীয় মণ্ডলীতে এই ধরনের একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, যাকোব এই ঘটনা ঘটার আগে স্পেনে ছিলেন এবং তিনি সেখানে সুসমাচার প্রচারের কাজ করেছেন, যা ছিল পুরোপুরি ভিত্তিহীন; কারণ এই কথার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই কিংবা এর কোন সত্যায়নও কেউ দিতে পারে নি।

২. তিনি কী ধরনের মৃত্যুবরণ করেছিলেন: তাঁকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করা হয়, অর্থাৎ তলোয়ারের আঘাতে তাঁকে শিরোচ্ছেদ করা হয়, রোমীয়দের চোখে এই ধরনের মৃত্যু ছিল কুড়ালের আঘাতে শিরোচ্ছেদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়েও অবমাননাকর; এমনটাই বলেছেন লোরিনাস। সাধারণত যিহূদীদের মধ্যে শিরোচ্ছেদে হত্যার প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল না; কিন্তু রাজারা আক্ষরিকভাবে গোপনে এবং অতর্কিতে হত্যা করার আদেশ দিতেন, সে সময় সাধারণত এই প্রক্রিয়ায় হত্যাকাণ্ড ঘটানো হতো। আর এটি সম্ভব হতে পারে যে, এই হেরোদ যাকোবকে হত্যা করেছিলেন, যেভাবে অন্য হেরোদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে হত্যা করেছিলেন কারাগারের গোপন কক্ষে। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এই মহান প্রেরিতের মৃত্যু সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এবং পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ কোন বিবরণ পাই নি, যেমনটা পেয়েছি স্তিফানের ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন কি এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও আমাদেরকে এই

কথা বলে যে, আমাদের জানা দরকার, সুসমাচারের প্রথম প্রচারকেরা সেই সত্যের সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা তাদের রক্ত দিয়ে তা সীলমোহর করে দিয়ে গেছেন আর এভাবেই তা আমাদেরকে সাহস যোগাচ্ছে, যেন যদি কখনো আমাদের সামনে এমন কোন আহ্বান আসে, তাহলে যেন আমরা আমাদের রক্তকে এর প্রতি প্রবাহিত করতে পারি। পুরাতন নিয়মের সাক্ষ্যমরদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল (ইব্রীয় ১১:৩৭) এবং খ্রীষ্ট শুধুমাত্র শান্তি দান করার জন্য আসেন নি, বরং তিনি এসেছেন তলোয়ার হাতে নিয়ে (মথি ১০:৩৪), যাতে করে আমরা আমাদের নিজেদেরকে আত্মার তলোয়ার দ্বারা সজ্জিত করতে পারি, যা ঈশ্বরের বাক্য এবং যখন আমাদের কোন ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই, যেখানে মানুষের তৈরি তলোয়ার আমাদের প্রকৃত অর্থে কোন ক্ষতি করতে পারে না।

গ. তিনি পিতরকে বন্দী করেছিলেন, যার কথা তিনি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে শুনেছিলেন, কারণ তিনিই শিষ্যদের সংখ্যা এত পরিমাণে বৃদ্ধির কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন এবং তিনিই এর সমস্ত সম্মান এবং গৌরবের অধিকারী। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. যখন তিনি যাকোবকে শিরোচ্ছেদ করে হত্যা করেছিলেন, সে সময় তিনি আরও বড় পদক্ষেপ নিলেন, তিনি পিতরকেও বন্দী করলেন। লক্ষ্য করুন, রক্ত পিপাসু যত বেশি রক্ত পান করে সে আরও বেশি করে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে এবং সে হয়ে পড়ে অত্যাচারী, যে তখন পাপের গিরিখাদে পতিত হয়। আমাদের মত মানুষের পক্ষে তা রোধ করা এত সহজে সম্ভ ব হয় না, তাই এই জন্য অবশ্যই আমাদের যীশু খ্রীষ্টের সাহায্য প্রয়োজন রয়েছে। *Male facta male factis tegere ne perpluant*– একটি মন্দ কাজ দিয়ে আরেকটি মন্দ কাজ ঢাকা, যাতে করে এর মধ্যে আর কোন যোগসূত্র না থাকে। যারা সাহসিকতার সাথে পাপের পথে একটি পদক্ষেপ নেয়, তারা শয়তানকে আরও বেশি সুযোগ দেয়, যেন সে তাদেরকে আবারও প্রলোভনে ফেলতে পারে এবং তারা ঈশ্বরকে প্ররোচিত করে যেন তিনি তাদেরকে ছেড়ে চলে যান, তারা যেন খারাপ থেকে আরও খারাপ অবস্থানে চলে যায়। সেই কারণে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল পদক্ষেপ হচ্ছে পাপের শুরুতেই তাকে রুদ্ধ করা।

২. তিনি তা করেছিলেন, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, যিহূদীরা এতে করে সন্তুষ্ট হচ্ছে। লক্ষ্য করুন, যিহূদীরা নিজেদেরকে যাকোবের রক্তপাতের জন্য দায়ী করেছিল, কারণ তারা নিজেদেরকে এই রক্তপাতে আনন্দিত হিসেবে উপস্থাপন করেছিল, যদিও তারা এই কাজ করার জন্য হেরোদকে প্ররোচিত করে নি। তারা পরোক্ষভাবে হেরোদকে সমর্থন দিয়েছিল– *ex post facto*; এবং যারা নির্যাতন দেখে আনন্দ পায় তাদেরকে নির্যাতনকারী বলে গণ্য করা হবে, যারা ভাল মানুষের সাথে বাজে আচরণ এবং মন্দ ব্যবহার ও তাকে লাঞ্ছনা করতে দেখলে খুশি হয় এবং তারা উল্লাসিত হয়ে বলে, আহা! আমাদেরই এমনটা করা দরকার ছিল, কিংবা অন্ততপক্ষে আমাদের গোপনে এর জন্য সমর্থন যোগানো প্রয়োজন ছিল। যেহেতু নির্যাতনকারীরা যখন নিজেদেরকে সকলের প্রশংসাভাজন হিসেবে দেখতে চায় এবং তারা যে মন্দ কাজ করেছে তাকে ভাল বলে সাব্যস্ত করতে চায়, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে লজ্জাজনক কাজ এবং তারা মানুষের কাছ থেকে তখন সেই উৎসাহ ও

উদ্দীপনা আশা করে, যেন তারা তাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করতে পারে এবং তারা তাদের নিজেদের বিবেককে ভুলুণ্ঠিত করে; শুধু তাই নয়, তাদের জন্য এটি একটি কঠিন পরীক্ষা, যখন তারা হেরোদের মত কোন কাজ করার চিন্তা করে, কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, এই কাজে যিহূদীরা সন্তুষ্ট হচ্ছে। যদিও তারা অসন্তুষ্ট হলেও তাদেরকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ তার নেই, যেভাবে পীলাত যীশু খ্রীষ্টের প্রশংসা করতে গিয়ে বিরূপ মনোভাবের মুখে পড়েছিলেন, তথাপি তিনি আশা করেছিলেন যে, তিনি এই কাজ করার মধ্য দিয়ে যিহূদীদেরকে সন্তুষ্ট করছেন এবং এভাবে তিনি তাদের মাঝে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি সেই কারণেই এমন কিছু করতে চান নি যার ফলে তারা অসন্তুষ্ট হয়। লক্ষ্য করুন, যারা নিজেদেরকে শয়তানের এক সহজ শিকারে পরিণত করে, তাদের প্রধান কাজ হল মানুষকে খুশি করা।

৩. সেই সময়ের ব্যাপারে নির্দেশ করা হয়েছে, যখন হেরোদ পিতরকে বন্দী করেছিলেন: তখন খামিহীন রুটির পর্বের সময় চলছিল। তখন চলছিল উদ্ধার পর্ব, যখন তারা তাদের ঐতিহাসিক উদ্ধারের দিন পালন করতেন এবং এই আশা করতেন যে, এক সময় তাদের আত্মিক উদ্ধার কাজ ঘটবে; কিন্তু এর বদলে তারা তাদের ব্যবস্থা এবং আইন কানুনের প্রতি অন্ধ ভক্তি এবং ভালবাসার কারণে ভয়ঙ্করভাবে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল এবং খামিহীন রুটির দিনে তারা ক্রোধ এবং মন্দতার পুরোন খামিতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নিজেদেরকে জড়িয়েছিল। নিস্তার পর্বের সময় যখন যিহূদীরা দেশের সকল অংশ থেকে যিরূশালেমে নিস্তার পর্বের ভোজে অংশ নিতে এসেছিল, সে সময় তারা সকলকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি খেপিয়ে তুলল এবং তারা অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি হিংস্র হয়ে উঠল।

৪. এখানে আমরা পিতরে কারাগারে বন্দীত্ব বরণের ঘটনা দেখতে পাই (পদ ৪): যখন তিনি তাঁকে ধরার জন্য হাত বিস্তার করলেন এবং তাঁকে বিচারে আনার জন্য কারাগারে পাঠালেন, তিনি তাঁকে সবচেয়ে ভেতরের কারাগারের প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখলেন। অনেকে বলে থাকেন যে, এটি ছিল সেই একই কারাগার যেখানে তিনি এবং তাঁর সহ প্রেরিতদেরকে একই সাথে কয়েকজ বছর আগে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে একজন স্বর্গদূত মুক্ত করে দিয়েছিলেন, প্রেরিত ৫:১৮। তাঁকে বন্দী রাখার পর তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য চার কোয়াটের্নিওনস সৈন্য বসানো হয়, এর অর্থ হচ্ছে ষোল জন সৈন্য তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়, প্রতি সময়ে মোট চার জন রক্ষী পাহারায় থাকত এবং কিছু সময় পর পর পাহারাদার পরিবর্তন করা হত, যাতে করে তিনি নিজে পালাতে না পারেন বা তার কোন বন্ধু তাঁকে এসে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে না পারে। এভাবে তারা তাঁকে বন্দী করে পাহারা দিয়ে রেখেছিল যেন তিনি এবার আর কোন মতেই তাদের হাত থেকে ছাড়া না পান।

৫. হেরোদের উদ্দেশ্য ছিল নিস্তার পর্বের পর তাঁকে মানুষের সামনে আনা।

(১) তিনি তাঁকে মানুষের সামনে বিচার করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি যাকোবকে গোপনে হত্যা করেছিলেন, যা লোকেরা পছন্দ করে নি এবং তারা এর জন্য অভিযোগ

করেছিল, তবে এর জন্য নয় যে, একজন লোককে জনগণের সামনে বিচারে দাঁড় না করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অন্যায্য, বরং এর জন্য যে, তারা তাঁকে নিজেদের চোখে মৃত্যুদণ্ড পেতে দেখতে চেয়েছিল; আর সেই কারণে হেরোদ যেহেতু এখন তাদের চিন্তা সম্পর্কে জানেন, তাই তিনি তাদেরকে পিতরের বন্দীত্বের দৃশ্য দেখিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন। পিতরকে হাতকড়া পরা অবস্থায় দেখে তারা যেন খুশি হয় তাই তিনি চেয়েছিলেন। লোকদেরকে খুশি করার জন্য এবং লোকদের চোখে নিজেকে ভাল দেখাবার জন্য তিনি কতই না উৎসাহী ছিলেন!

(২) তিনি ইস্টারের পরে এই কাজ করতে চেয়েছিলেন, ***meta to pascha***– নিস্তার পর্বের পরে, নিশ্চয়ই এভাবেই তা পাঠ করা উচিত, কারণ এই শব্দটিই সবসময় এর আগে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে; এবং সুসমাচারের একটি উৎসবকে পরিচিত করে তোলার জন্য আমরা নিস্তার পর্বের বদলে কখনোই এ ধরনের কোন উৎসবের কথা নতুন নিয়মে দেখতে পাই না এবং এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে যিহূদী ধর্মের সাথে খ্রীষ্টান ধর্মকে একীভূত করার অপচেষ্টা। উদ্ধার-পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হেরোদ পিতরের বিচার কাজ শুরু করেন নি, এমনটাই অনেকে মনে করেন, কারণ তিনি এই ভয় পেয়েছিলেন যে, পাছে লোকদের মধ্যে এমন আগ্রহের সূচনা হয় যে, তারা পিতরকে মুক্ত করে দেওয়ার দাবী জানাতে থাকে, তাদের উৎসবের রীতি অনুসারে; কিংবা ঈদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরই যে তাড়া হুড়ো লেগে যায় এবং পুরো শহর খালি হয়ে যায়, তখন তিনি তাদেরকে পিতরের প্রকাশ্য বিচারের মধ্য দিয়ে খুশি করবেন। এভাবেই তিনি তার পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন এবং হেরোদ ও লোকেরা চাচ্ছিল কখন ঈদ শেষ হয়, যাতে করে তারা এই বর্বর বিনোদনের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

প্রেরিত ১২:৫-১৯ পদ

এখানে আমরা পিতরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভের একটি বর্ণনা পাই, যার মধ্য দিয়ে হেরোদ পিতরের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করছিলেন তা নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তাঁর জীবন রক্ষা পায়, যেন তিনি তাঁর জীবনে আরও পরিচর্যা কাজ করতে পারেন এবং এই রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনা এখন নিষ্ফল হয়। এখন দেখুন:

ক. তাঁর উদ্ধারের মধ্য দিয়ে একটি বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রশংসিত করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে প্রার্থনা করা, কারণ পিতরের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে একটি ছোট্ট উত্তরের মধ্য দিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল (পদ ৫): পিতরকে কারাগারে রেখে কড়া পাহারা বসানো হয়েছিল, যাতে করে তাঁকে জোর করে বা চুরি করে কোন মতেই উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া না যায়। কিন্তু মণ্ডলী তাঁর জন্য অবিরতভাবে প্রার্থনা করছিল এবং তারা চোখের জলে ঈশ্বরের কাছে পিতরের মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন, কারণ মণ্ডলীর অস্ত্র অশ্রু এবং প্রার্থনা। এভাবেই মণ্ডলী লড়াই করে চলল, তবে শুধু তার শত্রুদের বিপক্ষে নয়, বরং তার বন্ধুদের পক্ষেও; এবং এই কাজের জন্য তাদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ ছিল।

১. পিতরের বিচার কাজ শুরু করতে দেরী করায় তারা প্রার্থনা করতে বেশ খানিকটা সময়

পেয়েছিলেন। এটি সম্ভব হতে পারে যে, যাকোবকে এত দ্রুত এবং গোপনে হত্যা করা হয়েছিল যে, তারা তাঁর জন্য প্রার্থনা করার জন্য কোন সময় পান নি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এমনই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন যেন তারা প্রার্থনা করার জন্য কোন সুযোগ না পান, কারণ তিনি চেয়েছিলেন যেন এই ঘটনার আগে তারা কোন প্রার্থনা না করেন। যাকোবকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তার জন্য উৎসর্গকৃত হতে হবে এবং সেই কারণে তাঁর প্রতি প্রার্থনা করাকে প্রতিহত এবং বিরত রাখা হয়েছিল; পিতরকে অবশ্যই মণ্ডলীর সাথে সাথে থাকতে হবে, সেই কারণে তাঁর প্রতি সর্ব শক্তি দিয়ে প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়া হল এবং এর জন্য বেশ সময়ও দেওয়া হল, কারণ হেরোদ নিজেই পিতরের বিচার কাজের সময় পিছিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও তিনি তা ইচ্ছাকৃতভাবে করেন নি বা তার মনে একবারও এ ধরনের সচেতন চিন্তা উদয় হয় নি।

২. তারা তাঁর জন্য তাদের প্রার্থনা খুবই একাগ্রভাবে এবং একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে করছিলেন, যাতে করে সেই প্রার্থনা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে, কোন না কোনভাবে, যাতে করে হেরোদের কূট চাল বন্ধ করা যায় এবং সিংহের চোয়াল থেকে মেষ শাবককে বের করে নিয়ে আসা যায়। যাকোবের মৃত্যু তাদেরকে এত বেশি সতর্ক করে দিয়ে গিয়েছিল যে, তারা পিতরের জন্য প্রার্থনা করতে একটুও কার্পণ্য করেন নি এবং অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা প্রার্থনা করেছিলেন; কারণ যদি এভাবে একটি আঘাতের পর আরেকটি আঘাতে ভেঙ্গে যেতে থাকেন, তারা ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাদের শত্রুরা হয়তো শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নির্মূল করে দেবে। স্তিফান আর নেই, যাকোবও আর নেই, এখন কি তারা পিতরকেও এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে? এর সব কিছুই তাদের বিরুদ্ধে ঘটছিল; তাদের উপর দিয়ে দুঃখের পর দুঃখ বয়ে যাচ্ছিল, ফিলিপীয় ২:২৭। লক্ষ্য করুন, যদিও খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের মৃত্যু এবং তাদের কষ্টভোগ খ্রীষ্টের বৃহত্তর রাজ্যের সমৃদ্ধি ও উন্নতি কল্পেই ঘটে থাকে, তথাপি মণ্ডলীর একান্ত দায়িত্ব হল একাগ্রভাবে তাদের জীবনের জন্য, মুক্তির জন্য এবং শান্তির জন্য প্রার্থনা করা; এবং কোন কোন সময় স্বর্গীয় কর্তৃত্ব আমাদেরকে আদেশ দেয় যেন তারা কোন মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়েন, যাতে করে তাদের জন্য সমবেতভাবে এবং প্রচণ্ড একাগ্রতা নিয়ে প্রার্থনা করা হয়।

৩. অবিরতভাবে প্রার্থনা করা হল: এর অর্থ হচ্ছে, ***proseuche ektenes***– অবিরত প্রার্থনা। এটি হচ্ছে সেই শব্দ, যা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সময় তাঁর আন্তরিক ও দুঃখার্ত প্রার্থনাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়; এটি ধার্মিক ব্যক্তির অবিরত প্রার্থনা, যা কার্যকর এবং তা ফল বয়ে নিয়ে আসে। অনেকে মনে করেন যে, এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে তাদের প্রার্থনার ধারাবাহিকতা এবং বিরতিহীনতার কথা; আর আমরাও তাই চিন্তা করবো: তারা বিরতিহীনভাবে প্রার্থনা করছিলেন। এটি ছিল এক দীর্ঘ প্রার্থনা; তারা তাঁর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন প্রকাশ্য জমায়েতে (তবে যেগুলোতে শুধুমাত্র খ্রীষ্টানদের প্রবেশাধিকার ছিল সেগুলোতে, কারণ তারা যিহূদীদের ভয় পাচ্ছিলেন নিশ্চয়ই); এরপর তারা বাড়িতে গেলেন এবং তাদের পরিবারের সাথে প্রার্থনা করলেন; এরপর তারা যখন বিশ্রাম নেবার জন্য শয়ন কক্ষে গেলেন, তখনও তারা সেখানে পিতরের জন্য প্রার্থনা করলেন; তাই তারা

বিরতিহীনভাবে প্রার্থনা করলেন; কিংবা তাদের মধ্যে এক দল, এরপর আরেক দল এবং তার পরে আরেক দল অবিরতভাবে পালাক্রমে সারা দিনই প্রার্থনা চালিয়ে গেলেন, যার কারণে প্রার্থনায় কোন ছেদ পড়ে নি এবং নিশ্চয়ই তারা রাতেও একইভাবে প্রার্থনা চালিয়ে গেছেন পিতরের জন্য, পদ ১২। লক্ষ্য করুন, জনগণের জন্য যখন দুর্দশার এবং বিপদের সময় আসে, তখন নিশ্চয়ই মণ্ডলীতে একাগ্রভাবে এবং অবরিতভাবে প্রার্থনা করা উচিত; আমাদেরকে অবশ্যই সবসময় প্রার্থনা করতে হবে, কিন্তু কখনও কখনও প্রয়োজন অনুসারে বিশেষভাবে।

খ. আরেকটি যে বিষয় পিতরের উদ্ধার পাওয়াকে আরও বেশি মহিমান্বিত করেছিল তা হচ্ছে, যখন রাজা এই ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ডিক্রি জারি করেছিলেন যে, খুব শীঘ্রই পিতরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, ঠিক সে সময় এই উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করা হল, যেমন আমরা দেখি ইষ্টের ৯:১, ২ পদে। আসুন আমরা দেখি, কখন এবং কীভাবে তিনি উদ্ধার পেলেন।

১. এটি ছিল সেই একই রাত, যে রাতের আগের রাতে হেরোদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি পিতরকে জনসমক্ষে বিচারে দাঁড় করাবেন, আর এই রাতেই তার বন্ধুরা অত্যন্ত স্বস্তি ও সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং তার শত্রুরা প্রচণ্ড দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো। সম্ভবত হেরোদের প্রতি আগ্রহ ছিল এমন কেউ হেরোদের কাছে পিতরের মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়েছিল; হেরোদ দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলেন যে, পিতরকে মরতেই হবে। আর এখন তারা নিজেরা প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছিলেন, কারণ আগামীকালই পিতরকে জনসমক্ষে এনে বিচারে দাঁড় করানো হবে, আর এই কারণে তারা মনে করছিলেন যে, তাদের প্রভুর মত করে এখন পিতরকেও মরতে হবে; কিন্তু ঈশ্বর পিতরের মুক্তির জন্য একটি রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর তখনই আমাদেরকে সাহায্য করেন, যখন কোন কিছু তার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছায়, যখন তার কোন সুযোগই বাকি থাকে না (দ্বি. বি. ৩২:৩৬), আর এই কারণেই এই কথা বলা হয়েছিল, “যত মন্দ তত উত্তম”। যখন ইসহাককে বেধে বেদিতে শোয়ানো হল এবং হাতে ছুরি নেওয়া হল এবং উৎসর্গ করার জন্য তা ইসহাকের গলার উপরে ধরা হল, তখনই *Jehovah--jireh*– যিহোবা যুগিয়ে দিলেন।

২. এই ঘটনা তখনই ঘটেছিল, যখন তাকে দুইটি শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়েছিল এবং তাঁকে দুই জন রক্ষীর মাঝখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল; যাতে করে তিনি যদি কোন কারণে নড়ে ওঠেন তাতেই যেন সেই রক্ষীরা তা টের পেয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি যদিও কারাগারে দরজা ছিল, তথাপি সন্দেহ নেই যে, সেই দরজা ভাল করে তালা বদ্ধ করা ছিল এবং আরও বেশি নিশ্চয়তা লাভের জন্য রক্ষীরা কারাগারের মূল ফটক পাহারা দিয়ে রেখেছিল, যাতে কেউই পিতরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে না পারে। মানুষ তার নিজের চেষ্টায় সে সময় কোনভাবেই এত সুরক্ষিত কারাগার থেকে কাউকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারতো না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হেরোদও পীলাতের মত করেই বলেছিলেন (মথি ২৭:৬৫), যথা সম্ভব সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত কর।

যখন মানুষ ঈশ্বরের বিরোধী কোন বিষয়ে চিন্তা করে, তখন ঈশ্বর দেখান যে, তিনিও তাদের বিরোধী এবং তাদের প্রতিকূলে রয়েছেন।

৩. এই ঘটনা ঘটেছিল যখন তিনি দুই জন সৈন্যের মাঝখানে ঘুমাচ্ছিলেন, তিনি সে সময় খুব দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

(১) তিনি তাঁর এই বিপদে আতঙ্কিত হন নি, যদিও আতঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল এবং তাঁর পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যত কোন রাস্তা ছিল না। তাঁর এবং মৃত্যুর মধ্যে বস্তুত মাত্র এক কদম দূরত্ব ছিল এবং তথাপি তিনি নিজে শান্তিতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন– তাঁর শত্রুদের মাঝখানে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন– তিনি এমন এক সময় ঘুমিয়ে গিয়ে ছিলেন, যখন তাঁর ঘুম থেকে ওঠার পর পরই হয়তো বা তাঁর মৃত্যুর সমন এসে হাজির হবে এবং তিনি তাঁর জীবনে সবচেয়ে অন্যায্য যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করবেন, কিন্তু তিনি এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হবেন এবং তাঁকেও গৌরবান্বিত ও মহিমন্বিত করবেন। তিনি তাঁর যথাযোগ্য বিচার ঈশ্বরের কাছ থেকে পাবেন এ কথা চিন্তা করে তিনি সানন্দে এবং শান্তিতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর আত্মা বিশ্রাম নিচ্ছিল; এমন কি কারাগারের মধ্যেও, দুই সৈন্যের মধ্যেও ঈশ্বর তাঁকে ঘুমানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর প্রিয় পাত্রের প্রতি করবেন।

(২) তিনি তাঁর মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করছিলেন না। তিনি জেগে থাকেন নি এবং তাঁর ডান পাশে বা বাম পাশে কোন সাহায্যে খোঁজে তাকান নি, বরং তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন এবং তিনি তাঁর মুক্তি লাভের পর সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত হয়েছিলেন। এ ধরনের পরিস্থিতেই ছিল সে সময়কার মণ্ডলী (গীতসংহিতা ১২৬ :১): আমরা যেন এক স্বপ্নের মাঝে ছিলাম।

গ. এর মাধ্যমে একই সাথে এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, স্বর্গ থেকে প্রেরিত একজন স্বর্গদূত তাকে উদ্ধার করার জন্য এসছিলেন, যার কারণে তার পালিয়ে যাওয়া ছিল একাধারে অত্যন্ত সম্ভবপর একটি কাজ এবং সেই সাথে আনন্দদায়ক। এই স্বর্গদূত তাকে একটি বৈধ্য মুক্তির ছাড়পত্র দান করেছিলেন এবং তাকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিলেন।

১. তাঁর কাছে প্রভুর স্বর্গদূত নেমে এসেছিলেন: ***epeste***– তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মানুষের দ্বারা পরিত্যাজ্য এবং পরিত্যক্ত একজন মানুষ, তবুও ঈশ্বর তাঁকে ভুলে যান নি, তাঁর প্রভু তাঁর কথা ভুলে যান নি, স্মরণে রেখেছেন। কারাগারের দরজা এবং রক্ষীরা তাঁকে তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে রেখেছে, কিন্তু ঈশ্বরের স্বর্গদূতকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখতে পারে নি; এবং তারা তাদের চারপাশে অদৃশ্য হয়ে অবস্থান করে, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, যাতে করে তাদেরকে তারা উদ্ধার করতে পারেন (গীতসংহিতা ৩৪:৭) এবং সেই কারণে তাদের আর ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই, যদিও তাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা ওৎ পেতে রয়েছে, গীতসংহিতা ২৭:৩। যেখানেই ঈশ্বরের লোকেরা থাকুক না কেন এবং যেভাবেই থাকুক না কেন, তাদের স্বর্গমুখী একটি রাস্তা রয়েছে এবং কেউই ঈশ্বরের সাথে তাদের একান্ত যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করতে

পারে না।

২. কারাগারে একটি আলো দেখা গেল। যদিও সেই স্থানটি ছিল অন্ধকার এবং সেই সময় রাত ছিল, তথাপি পিতর তাঁর পথ পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলেন। অনেকেই এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা পুরাতন নিয়মে এমন কোন স্থান পাই নি, যেখানে বলা হয়েছে স্বর্গদূতরা যেখানে যান সেখানেই তাদের আলোতে স্থানটি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে; কারণ সেই সময় ছিল অন্ধকারের যুগ এবং সে সময় স্বর্গদূতদের সমস্ত মহিমা আড়াল করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু নতুন নিয়মে এসে যখনই স্বর্গদূতদের আগমনের উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই তাদের চারপাশের আলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ সুসমাচারের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় জগতের আলোকে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। যে সৈন্যদের সাথে পিতরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তারা সেই সময় এক গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিল (যেভাবে শৌলকে এবং তার সৈন্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন, যখন দায়ূদ তার বর্শা এবং জলের পাত্র নিয়ে এসেছিলেন), নতুবা যদি তারা জেগে থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই স্বর্গদূতের আগমনে তারা কম্পিত হতো এবং তারা মৃত মানুষে পরিণত হত, যেমন খ্রীষ্টের কবরের সামনে পাহারায় থাকা রক্ষীরা মূর্তির মত হয়ে গিয়েছিল।

৩. স্বর্গদূত পিতরকে জাগিয়ে দিলেন, তিনি তাঁকে তাঁর শরীরের পাশে একটু ধাক্কা দিলেন, একটুখানি ছোঁয়া দিলেন, যা তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল, যদিও তিনি সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তথাপি এত আলো তাঁকে সহজেই আবার জাগিয়ে তুলতে পারে নি। যখন ভালো মানুষেরা কোন সময় বিপদে পড়ে থাকেন এবং তারা বাক্যের আলোতে জেগে উঠতে পারেন না, সে সময় তাদেরকে জাগিয়ে তুলতে হয় এবং তাদেরকে চেতনা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনে আঘাত করতে হয়। তাই ঘুমিয়ে থাকার চাইতে আঘাত পেয়ে জেগে ওঠা সবচেয়ে ভাল। এই আঘাতের ভাষা ছিল, শীঘ্র জেগে ওঠো; এমন নয় যে, সেই স্বর্গদূত ভয় করছিলেন যে, তিনি দেরিতে এসে পড়েছেন, কিন্তু পিতরকে অবশ্যই এর সাথে সায় দিতে হবে। যখন দায়ূদ গাছের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান, তখন তাকে অবশই দ্রুত জেগে উঠতে হবে এবং যুদ্ধেও জন্য অগ্রসর হতে হবে।

৪. তাঁর হাত থেকে শিকল খুলে পড়ে গেল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, তারা তাঁকে হাতকড়া দিয়ে রেখেছিল, যাতে করে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিলেন; এবং যদি তা তাঁর হাত থেকে খুলে পড়ে, তাহলে এটি ছিল ঠিক সেই ধরনের শক্তির কাজ, যে শক্তি দিয়ে শিমশোন তাকে বেঁধে রাখা দড়িগুলো সুতার মত করে ছিড়ে ফেলেছিলেন। এই শিকল সম্পর্কে একটি প্রাচীন ধারণা রয়েছে এবং এই গল্পে বলা হয় যে, তাদের মধ্যে একজন সৈন্য এই শিকলটিকে ধর্মীয় আশ্চর্য বস্তু হিসেবে সংগ্রহ করে রেখে দেয় এবং বহু বছর পরে সেই শিকল সম্রাজ্ঞী ইউডোক্সিয়া রাজপ্রাসাদে প্রদর্শিত হয় এবং আমি জানি না সেই শিকল দ্বারা কী ধরনের আশ্চর্য কাজ করা হয়েছিল বলে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং রোমীয় মণ্ডলী প্রতি বছর আগস্ট মাসের এক তারিখে পিতরের শিকলের স্মরণে একটি ভোজ উৎসব পালন করেন,

festum vinculorum Petri− পিতরের শিকলের ভোজ; বিশেষ করে যেহেতু এই ঘটনাটি ঘটেছিল নিস্তার পর্বের সময়। নিঃসন্দেহে এভাবে তারা পিতরের শিকলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তারা আশা করেছিল এই শিকল দিয়ে সারা পৃথিবীতে অধীনস্থ করবে!

৫. তাঁকে দ্রুত পোশাক পরতে আদেশ করা হল এবং সেই স্বর্গদূতকে অনুসরণ করতে হল; এবং তিনি ঠিক তাই করলেন, পদ ৮, ৯। যখন পিতর জেগে উঠলেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে, তিনি কী করবেন, কিন্তু সেই স্বর্গদূত তাঁকে আদেশ দিলেন।

(১) তাঁকে অবশ্যই কোমর বাঁধতে হবে; কারণ তিনি ঘুমানোর সময় তাঁর কোমর বন্ধনী খুলে রেখে ঘুমাচ্ছিলেন, তাই ঘুম থেকে উঠেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল আগে কোমর বন্ধনী বাঁধা।

(২) তাঁকে অবশ্যই স্যান্ডেল পরতে হবে, যাতে করে তিনি বাইরে হাঁটতে যেতে পারেন এবং তিনি হাঁটার জন্য উপযুক্ত হন। যাদের বন্ধন স্বর্গীয় শক্তির মধ্য দিয়ে ছিন্ন হয়, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের পা প্রস্তুত করতে হবে যেন তারা সুসমাচার প্রচার করার জন্য পথ চলতে প্রস্তুত হতে পারেন।

(৩) তাঁকে অবশ্যই গায়ে পোশাক জড়াতে হবে এবং তিনি যেভাবে এখানে এসেছিলেন সেভাবেই বের হয়ে যেতে হবে এবং সেই স্বর্গদূতকে অনুসরণ করতে হবে; এবং তাঁকে অবশ্যই প্রচণ্ড সাহস এবং আনন্দ নিয়ে পথ চলতে হবে এবং যিনি তাঁর জন্য স্বর্গ থেকে এই নির্দেশনা এবং সুরক্ষা নিয়ে এসেছেন তাঁকে অনুসরণ করে যেতে হবে। যারা আত্মিক বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়, তাদেরকে অবশ্যই তাদের উদ্ধারকর্তাকে অনুসরণ করতে হবে, যেভাবে ইস্রায়েল তাদের বন্দীত্ব থেকে বেরিয়ে এসে মোশিকে অনুসরণ করেছিল; তারা বেরিয়ে এসেছিল, তারা জানতো না যে, তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে বা তারা কোথায় যাবে, কিন্তু তারা শুধুমাত্র এটি জানতো যে, কাকে তারা অনুসরণ করছে। এখন এখানে বলা হচ্ছে যে, যখন পিতর সেই স্বর্গদূতকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেলেন, তিনি জানতেন না যে, এই স্বর্গদূত এই মাত্র যা করলেন সেটাই ন্যায্য কি না, কিন্তু আসলেই এটি সত্যি কথা যে, তিনি হয়তো বা একটি দর্শন দেখেছিলেন এবং তাঁকে এই স্বর্গীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে এই স্বর্গদূতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছিল যেন তিনি তাঁকে অনুসরণ করেন এবং এভাবে তিনি কোন প্রশ্ন না তুলেই সেই স্বর্গদূতকে অনুসরণ করেছিলেন। সদাপ্রভু যখন সিয়োনের বন্দিদেরকে ফিরালেন, তখন আমরা স্বপ্নদর্শকদের মত হলাম, গীতসংহিতা ১২৬:১। পিতরও তাই হয়েছিলেন; তিনি চিন্তা করছিলেন যে, এই সংবাদ এক অবিশ্বাস্য সত্য।

৬. তাঁকে নিরাপদে একজন স্বর্গদূতের মাধ্যমে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হল, পদ ১০। তাঁরা যখন কারাগার থেকে বের হয়ে এলেন তখন কোন প্রহরী তাদের সামনে পড়লো না এবং এ কারণে তাঁরা কোন বাধার সম্মুখীন হলেন না; শুধু তাই নয়, তাঁরা তাদেরকে দেখেও যেন দেখতে পেল না, কারণ তাঁরা সম্ভবত কোন একটি শক্তির

প্রভাবে তাদেরকে একেবারেই দেখতে পায় নি; হতে পারে তাদের চোখ সে সময় ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিংবা তাদের হাত বাঁধা ছিল, কিংবা তারা সে সময় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল; তাই সেই স্বর্গদূত এবং পিতর নিরাপদে বের হয়ে যেতে পেরেছিলেন প্রথম এবং দ্বিতীয় কারাকক্ষ দিয়ে। এই প্রহরীদেরকে যিহূদী মণ্ডলীর লোকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাদের উপরে ঈশ্বর বিমূঢ়তার আত্মা ঢেলে দিয়েছিলেন, যারা চোখ থাকতেও দেখে না এবং কান থাকতেও শোনে না, রোমীয় ১১:৮। তার প্রহরীরা অন্ধ, তারা ঘুমাচ্ছিল এবং তারা অলসতাকে ভালবেসে শুয়ে ছিল। কিন্তু তারপরও একটি লোহার দরজা আছে যা তাদেরকে থামিয়ে দেবে এবং যদি এর মধ্যে সেই প্রহরীরা নিজেদেরকে বিমূঢ় অবস্থা থেকে মুক্ত করে ফেলতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আবারও পলাতক বন্দীদেরকে আটক করে ফেলতো, যেভাবে ফরৌণের বাহিনী ইস্রায়েল জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনতে লোহিত সাগর পর্যন্ত গিয়েছিল। তবে তাঁরা সেই দরজা পর্যন্ত গেলেন এবং সেই লোহিত সাগরের মত করে তাদের সামনেও দরজাটি খুলে গেল। তাঁরা সেই দরজাতে হাতও লাগান নি, অথচ তা আপন ইচ্ছাতেই খুলে গেল, কোন এক অদৃশ্য হাতের স্পর্শে; আর এভাবেই সাইরাসের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা অংশত পূর্ণতা লাভ করলো (যিশাইয় ৪৫:১, ২): আমি তার পূর্বে সমস্ত দরজা মুক্ত করবো, আর পুরসমস্ত দ্বার বদ্ধ থাকবে না। আমি তোমার অগ্রভাগে গমন করে উঁচুনিচু স্থান সমান করবো, আমি পিত্তলের দরজা ভগ্ন করবো, ও লৌহের হুড়কা কেটে ফেলবো। সম্ভবত এই লোহার তৈরি দরজাটি আবারও নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যাতে করে কোন প্রহরী পিতরের পিছু পিছু ধাওয়া করতে না পারে। লক্ষ্য করুন, যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য উদ্ধারের পরিকল্পনা করেন, তখন তিনি তাদের জন্য সমস্যার এমন কোন পরিস্থিতি রেখে যান না, এমন কি লোহার দরজাও তাদের সামনে খুলে দেওয়া হয়, যেন তাদের কোন কষ্ট না হয় বা সময় অপচয় না হয়। এই লোহার দরজা দিয়ে বেরিয়ে তিনি নিশ্চয়ই প্রাসাদ বা দুর্গের ভেতর থেকে শহরে বেরিয়ে এসেছিলেন, কিংবা এই দরজাটি আসলেই শহরের ভেতরে ছিল কি না সেটাও আমরা নিশ্চিত নই, সেই কারণে যখন তাঁরা এখান থেকে বের হতেন, তারা রাস্তায় গিয়ে পৌঁছাতেন। পিতরের মুক্তি আমাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করে, যা অনেক সময় বন্দীদের মুক্তি লাভের সাথে তুলনা করা হয়েছে, শুধুমাত্র বন্দীদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করা নয়, বরং সেই সাথে তাদেরকে বন্দীশালা থেকে বের করে নিয়ে আসা। আত্মার মাঝে এই পরিত্রাণের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেককে আত্মার বন্দীত্ব থেকে বের করে নিয়ে এসে সঠিক পথে চালিত করা এবং রক্তের চুক্তির মধ্য দিয়ে চালনা করা, সেই কূপ থেকে বের করে নিয়ে আসা, যে কূপে কোন জল নেই, সখরিয় ৯:১১। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের মতই বন্দীদশার মাঝে আলো জ্বালিয়ে থাকে, কারণ তা উপলব্ধি সৃষ্টি করে, ঘুমন্ত পাপীদের আঘাত দিয়ে জাগিয়ে দেয়, তার বিবেককে জাগ্রত করে, তার হাত থেকে শিকল খুলে ফেলার মধ্য দিয়ে তার ইচ্ছা নবায়ন করে এবং এরপর আদেশ দান করে, তোমার কোমর বাধ এবং আমাকে অনুসরণ কর। এভাবেই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে এবং শয়তান ও তার সহচরদের বাধা বিপত্তি পার হতে হবে, প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর পার হয়ে যেতে হবে, যেতে হবে একটি দিক ভ্রষ্ট জাতির

কাছে, যাদের কাছ থেকে আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করা প্রয়োজন; এবং আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে রক্ষা পাব, যদি আমরা নিজেদেরকে স্বর্গীয় পরিচালনার অধীনে রাখি। এক সময় আমাদের সামনে অবশ্যই লোহার বন্ধ দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং আমরা নতুন যিরূশালেমে প্রবেশ করতে পারব, যেখানে আমরা সঠিকভাবে আমাদের সকল প্রকার বন্দীত্বের চিহ্ন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব এবং আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সন্তানরূপে আমাদের মহিমাময় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব।

৭. যখন এটি সম্পন্ন হল তখন সেই স্বর্গদূত তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন এবং তাঁকে একা রেখে গেলেন। তিনি এখন তাঁর সমস্ত শত্রুদের বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং এখন আর তাঁর কোন প্রহরীর প্রয়োজন নেই। তিনি জানতেন যে, তিনি কোথায় রয়েছেন এবং কী করে তাঁর বন্ধুদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাঁর আর কোন পথ নির্দেশকের প্রয়োজন ছিলেন, আর সেই কারণে তাঁর স্বর্গীয় পথ নির্দেশক এবং রক্ষী তাঁকে এখন বিদায় জানাচ্ছেন। লক্ষ্য করুন, আশ্চর্য কাজ এমন কোন সময় আশা করা উচিত নয়, যে সময় কোন অসম্ভব কাজ সাধন করার প্রয়োজন হয় না। যখন পিতরের আর কোন প্রহরার ভিতর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হল না কিংবা কোন লোহার দরজা পার হওয়ার প্রয়োজন হল না, তখন তার শুধুমাত্র সেই স্বর্গদূতের অদৃশ্য পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল, যিনি সবসময় ঈশ্বরের পাশে অবস্থান করেন এবং তার কাছ থেকে অনুগ্রহ পৌঁছে দেন।

ঘ. তাঁর গৌরবান্বিত মুক্তির ঘটনা দেখার পরে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই, কীভাবে তা তাঁর নিজের কাছে এবং পরবর্তীতে অন্যদের কাছে প্রকাশ পেল এবং কীভাবে এই মহান ঘটনা সকলের জ্ঞাত হল। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

১. কীভাবে পিতর নিজের চেতনা ফিরে পেলেন এবং এতে করে তিনি নিজে পুরো ঘটনাটি অনুধাবন করতে পারলেন, পদ ১১। একজন মানুষ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন সে নানা ধরনের অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হয়, কারণ সে জেগে উঠেই দ্বিধায় পড়ে যায় তার বর্তমান অবস্থান এবং পরিপ্রেক্ষিতের কথা চিন্তা করে; সেই কারণে পিতরও জানতেন না যে, তিনি কোথায় রয়েছেন কিংবা তিনি এতক্ষণ কী করেছেন, কিংবা তিনি আসলেই এখন বাস্তবে জেগে রয়েছেন না কি স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু তখনই তিনি পুরোপুরি জেগে উঠলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, এটি আসলে কোন স্বপ্ন নয়, বরং পুরোপুরি বাস্তব: "এখন আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এখন আমি জানি ***alethos***– সত্যিকারভাবে, এখন আমি সত্যি জেনে গিয়েছি এবং আমি জানি যে, এখন আমি যা দেখছি তা আমার মনের কল্পনা নয়। এখন আমি এ কথা চিন্তা করে খুবই সন্তুষ্ট যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গদূত পাঠিয়েছেন, কারণ স্বর্গদূতরা সকলে তাঁর অধীনস্থ এবং তাঁর সকল আদেশ পালন করেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে হেরোদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন, যিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন এবং সেই সাথে তিনি সকল যিহূদীদের আশা আকাঙ্ক্ষাকেও নিরাশায় পরিণত করেছিলেন, যার ভেবেছিল যে, পিতর কিছুতেই আর মুক্তি লাভ করতে পারবে না এবং তারা ভেবেছিল যে, এভাবেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হবে, যেখানে আঘাত করলে পুরো

খ্রীষ্টান সমাজের ভিত্তি কেঁপে উঠবে।" এই কারণে লোকদের মধ্যে ব্যাপক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের মধ্যে নয়, সেই সাথে সমগ্র যিহূদী জনগণের মধ্যে। পিতর যখন নিজের সম্বিত ফিরে পেলেন, সে সময় তিনি একটি সত্য অনুধাবন করতে পেলেন, যা ঈশ্বর তাঁর জন্য করেছেন, যা তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেন নি। এভাবেই অনেক আত্মা যখন তাদের আত্মিক বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয় তখন তারা বুঝতেও পারে না যে, তারা বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছে। অনেকেই অনুগ্রহের সত্যতা লাভ করেও এর সাক্ষ্য প্রমাণ চায়। তারা এই প্রশ্ন করে থাকে যে, তাদের মধ্যে আসলেই এই পরিবর্তনগুলো সাধিত হয়েছে কি না, কিংবা তারা শুধুমাত্র স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি দেখেছে কি না। কিন্তু যখন সান্ত্বনাদাতা নিজে আসেন, যাকে পিতা এখন হোক বা পরে হোক পাঠাবেন, তিনিই তাদেরকে নিশ্চিতভাবে জানতে দেবেন যে, তাদের ভেতরে কী ধরনের অনুগ্রহপূর্ণ কাজ সাধিত হয়েছে এবং তাদেরকে এখন কত না আনন্দময় অবস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে।

২. কীভাবে পিতর তাঁর বন্ধুদের কাছে ফিরে এলেন এবং তাদেরকে এই সংবাদ দান করলেন। এখানে বিশেষভাবে এই বিষয়ে বলা হয়েছে এবং তা অত্যন্ত মজার একটি বিষয়।

(১) তিনি এই বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন (পদ ১২), তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি কী ধরনের বিপদের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর মুক্তি কত না বিস্ময়কর ছিল; আর এখন তিনি কী করবেন? তাঁকে এই মুক্তির জন্য অবশ্যই কী ধরনের উন্নতি অর্জন করতে হবে? তিনি এখন পরবর্তী পদক্ষেপে কী করবেন? ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কারণে আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জাগ্রত হয় এবং আমরা জানতে ও বুজতে পারি যে, কোন কাজটি আমাদের জন্য উপযুক্ত হবে এবং কোন কাজটি প্রথমেই করতে হবে। তথাপি তাঁকে অবশ্যই ঈশ্বরের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

(২) তিনি সরাসরি এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন, যিনি সম্ভবত সেই স্থানের কাছেই থাকতেন; সেটি ছিল মরিয়মের বাড়ি, যিনি ছিলেন বার্ণবার একজন বোন এবং যোহন মার্কের মা, যার বাড়ি সম্ভবত শিষ্যদের গোপন বৈঠকের জন্য প্রায়শই ব্যবহৃত হত, নতুবা হতে পারে সেই বাড়িটি গোপন রাখা হয়েছিল, কিংবা তিনি অন্যদের চেয়ে আরও বেশি আন্তরিক ছিলেন বলেই তিনি শিষ্যদের প্রতি এই বাড়িটি উন্মুক্ত রেখেছিলেন; এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই বাড়িটি ছিল ওবেদ-ইদোমের মত কোন বাড়ি, কারণ তা ব্যবস্থা সিন্দুকের কারণে আশীর্বাদযুক্ত ছিল। সেই গৃহে একটি মণ্ডলী থাকার কারণে তা পবিত্র একটি গৃহে পরিণত হয়েছিল।

(৩) সেখানে তিনি অনেককে দেখতে পেলেন যারা প্রার্থনার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন, আর তা ছিল রাতের শেষ প্রহর, তারা সেখানে পিতরের জন্য প্রার্থনা করছিলেন, যাতে পর দিন বিচারে সবার সম্মুখে নিয়ে আসার কথা, তাই তারা সকলে প্রার্থনা করছিলেন যেন ঈশ্বর কোন একটি উপায় করে তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। লক্ষ্য করুন:

[১] তারা অবিরতভাবে প্রার্থনা করছিলেন, এর দ্বারা তাদের ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়;

তারা একবার এই বিষয়টি প্রার্থনায় ঈশ্বরের সামনে আনা যথেষ্ট বলে মনে করেন নি, তাই তারা বারংবার এই বিষয়টি নিয়ে প্রার্থনা করে গেছেন। এভাবেই প্রতিটি মানুষের প্রার্থনা করা উচিত এবং বিরতি দেওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ আমরা সেই দয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রার্থনা করে যাব।

[২] আমাদের কাছে এমনটা মনে হতে পারে যে, যেহেতু পর দিনই পিতরের বিচারের দিন ধার্য হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ সময় খুবই সন্নিকট হয়ে গিয়েছিল, এই কারণে তারা নিশ্চয়ই আরও বেশি একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন এবং তারা কোন বিরতি নিচ্ছিলেন না। এতটা আন্তরিকভাবে তারা এর আগে কখনোই প্রার্থনা করেন নি এবং এটি ছিল একটি উত্তম চিহ্ন যে, ঈশ্বর পিতরকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা করেছিলেন, যখন তাঁর উদ্ধারের জন্য এভাবে প্রার্থনার রোল পড়ে গিয়েছিল, কারণ তিনি কখনই যাকোবের বংশকে এই কথা বলেন নি, তোমরা বৃথাই আমার অন্বেষণ করেছ।

[৩] তারা এই উপলক্ষ্যে সমবেতভাবে প্রার্থনা করার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন; যদিও তারা যদি ধরা পড়তেন তাহলে তারা সরকারের চোখে বিদ্রোহী হিসেবে পরিণত হতেন, তথাপি তারা জানতেন যে, খ্রীষ্ট সমবেত প্রার্থনার প্রতি কতটা গুরুত্ব এবং উৎসাহ দিয়েছেন, মথি ১৮:১৯, ২০। এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনাকারী লোকদের জন্য এটি একটি বড় কাজ ছিল, আর তা হচ্ছে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের শক্তিকে একীভূত করা, ২ করিন্থীয় ২০:৪; ইষ্টের ৪:১৬।

[৪] তারা অনেকে এই কাজের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন, যত মানুষ সেই কক্ষে জায়গা করতে পারে; এবং প্রথমে একজন প্রার্থনা করেছেন এরপর আরেক জন, বাকি যারা বাক্য পাঠ করছিলেন তারাও একে একে প্রার্থনায় যোগ দিয়েছেন; কিংবা যদি তাদের মধ্যে সেই সময় কোন পরিচর্যাকারী না থাকে, তাহলেও নিঃসন্দেহে সেখানে অনেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিলেন যারা জানতেন কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় এবং কীভাবে একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করতে হয় এবং বিশেষ করে লম্বা প্রার্থনায় নিজেকে ধরে রাখতে হয়, যখন অনেকে মিলে সেই প্রার্থনায় যোগ দেন। এই ঘটনা রাত্রের বেলায় ঘটেছিল, যখন অন্যরা সকলে ঘুমিয়ে ছিল, যা একই সাথে তাদের মঙ্গল ইচ্ছা এবং তাদের উৎসাহের কথা বলে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে গোপন বৈঠকে একত্রিত হওয়া উত্তম, বিশেষ করে দুঃখ কষ্টের সময় এবং কখনোই তাদের এ ধরনের জমায়েত এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

[৫] পিতর তাদের কাছে সে সময়ই এলেন যখন তারা এভাবে প্রার্থনায় রত ছিলেন, তাই পিতরের আগমন ছিল তাদের আন্তরিক প্রার্থনার এক তাৎক্ষণিক উত্তর। যেন ঈশ্বর নিজেই এখানে বলছেন, "তোমরা প্রার্থনা করছো যেন পিতর মুক্তি পেয়ে আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসে; এই যে সে এসেছে।" যেহেতু তারা এখনও কথা বলছে, আমি শুনবো, যিশাইয় ৬৫:২৪। এভাবেই দানিয়েলের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে একটি শান্তির উত্তর সহকারে একজন স্বর্গদূতকে পাঠানো হয়েছিল, যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন, দানিয়েল ৯:২০, ২১। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।

(৪) তিনি দরজায় শব্দ করলেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন যেন তারা দ্রুত তাঁকে ভেতরে ডেকে নেয় (পদ ১৩-১৬): পিতর দরজায় শব্দ করলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন তাদেরকে তাঁর ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হবে এবং আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ভাবেন নি যে তিনি তাদেরকে তাদের প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। তথাপি যদি তাঁর বন্ধুরা তাঁর সাথে একান্তে কারাগারে দেখা করে কথা বলতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এই প্রার্থনার বিষয়ে জানতে পারতেন এবং সম্ভবত এমনটাই ঘটেছিল; সে কারণে হয়তো বা তিনি সেই বাড়িতে যাওয়ার চিন্তা করেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর অনেক বন্ধু পাবেন বলে ভেবেছিলেন। এখন তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করার জন্য দরজায় শব্দ করলেন:-

[১] একটি মেয়ে দেখতে এল কে এসেছে; দরজার ওপাশে কে আছে, বন্ধু না শত্রু এবং তার উদ্দেশ্য কী তা না জানা পর্যন্ত সে দরজা খুলবে না, কারণ তারা সকলে গুপ্তচরের ভয় করছিল। এই মেয়েটি মণ্ডলীর সদস্যভুক্ত কোন পরিবারের মেয়ে ছিল কি না তা আমাদেরকে বলা হয় নি, অথবা হতে পারে সে ছিল একজন গৃহ পরিচারিকা, তবে তা নিশ্চিত নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে যে, যেহেতু তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু সে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে সুপরিচিত ছিল এবং সে তার জীবনের বেশির ভাগ সময় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সাথে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সময় কাটিয়েছে।

[২] সে পিতরের কণ্ঠস্বর চিনতো, কারণ সে প্রায়ই তাঁকে প্রার্থনা করতে শুনেছে এবং প্রচার করতে শুনেছে এবং আলোচনা করতে শুনেছে এবং সে তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। কিন্তু পিতরকে দ্রুত বাইরের ঠাণ্ডা থেকে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসার বদলে সে আনন্দের কারণে দরজা না খুলে ভেতরে চলে গেল। এভাবেই অনেক সময় আমাদের বন্ধুদের প্রতি ভালবাসার আধিক্যের কারণে আমরা এমন কিছু করে বসি যা আসলেই তাদেরকে কষ্ট দেয়। আনন্দের উচ্ছ্বাসের কারণে সে তার বন্ধুর প্রতি কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল এবং সে দরজা খোলে নি।

[৩] সে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল এবং সম্ভবত সে উপরের কোন কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হল, যেখানে সকলে মিলে একত্রিত হয়েছিল এবং সে তাদেরকে বলল যে, পিতর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, যদিও তার দরজা খোলার মত তেমন সাহস ছিল না, কারণ সে ধোকা খাওয়ার ভয় পাচ্ছিল এবং সে ভাবছিল যে, শত্রুরা তাকে ধোকা দিতে পারে। কিন্তু যখন সে পিতরের কথা বলল যে, তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন তারা বললেন, "তুমি পাগল হয়েছ; তার পক্ষে ওখানে থাকা অসম্ভব, কারণ তিনি এখন কারাগারে রয়েছেন।" অনেক সময় আমরা নিজেরা মন প্রাণ দিয়ে যা চাই তা পেলে পর নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ আমরা তা বাস্তবে দেখতে ভয় পাই, ঠিক যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের মত, যারা অতি আনন্দে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন। তবে যাই হোক, সেই মেয়েটি তার ধারণাতে স্থির থাকল যে, ইনিই হচ্ছেন পিতর। তখন তারা বললেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গদূত, পদ ১৫।

প্রথমত, "তাঁর কাছ থেকে কোন স্বর্গদূত এসেছে, যে তাঁর নাম ধরে ডাকছে;" এমনটাই

এই কথার অর্থ প্রকাশ করে; ***angelos*** শব্দটি দ্বারা অনেক সময় একজন স্বর্গদূতের বেশি আর কিছু বোঝানো হয় না। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যোহনের স্বর্গদূতের ক্ষেত্রে (লূক ৭:২৪, ২৭), খ্রীষ্টের স্বর্গদূতের ক্ষেত্রে, লূক ৯:৫২। যখন এই মেয়েটি নিশ্চিতভাবে বলল যে, ইনিই পিতর, যেহেতু সে তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতো, তখন তারা মনে করলেন যে, মেয়েটি তা মনে করছে কারণ বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নিজেকে পিতর বলে সম্বোধন করছে, আর তাই তারা এই কথা বলার মধ্য দিয়ে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করলো, "এই লোকটি তার কাছ থেকে কোন সংবাদ নিয়ে এসেছে এবং তুমি তাকেই পিতর ভেবে ভুল করেছ।" ড. হ্যামন্ড মনে করেন এটি হচ্ছে বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।

দ্বিতীয়ত, "ইনি হচ্ছেন একজন অভিভাবক স্বর্গদূত, কিংবা অন্য কোন ধরনের স্বর্গদূত, যিনি পিতরের রূপ এবং কণ্ঠস্বর ধারণ করেছেন এবং তার অবয়বে দরজায় এসে হাজির হয়েছেন।" অনেকে মনে করেন যে, তারা মনে করছিলেন, এই স্বর্গদূত এসেছিলেন পিতরের আসন্ন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে; এবং তারা অত্যন্ত বর্বর এক চিন্তা পোষণ করছিলেন, তারা ভাবছিলেন যে মানুষটি মারা গেছে, ঠিক তাঁর মত দেখতে একজন স্বর্গদূত এসে দেখা দেন, ঠিক তাঁর মত চেহারা নিয়ে এবং তাঁর মত পোশাক পরে এবং যেখানে তাঁকে দেখা যাওয়ার কথা নয়, ঠিক সেখানেই তাঁকে দেখা যায়, তারা ভেবেছিলেন সেভাবেই একজন স্বর্গদূত পিতরের রূপ ধরে এসে হাজির হয়েছিলেন, যিনি মূলত তাদের মঙ্গলের জন্যই এসেছেন। যদি তা হয়, তাহলে তা এক অশুভ সংকেতে পরিণত হবে, আর তা হচ্ছে তাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং তার জবাব দেওয়া হয়েছে এরকম, "তোমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হল, পিতরকে অবশ্যই মরতে হবে, এই বিষয়ে আর কোন কথা বোলো না।" আর যদি আমরা তাই বুঝে থাকি, তাহলে তা কেবল মাত্র এ কথা প্রমাণ করবে যে, তারা এমন কিছুতে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মৃত্যুর আগে তার প্রতিচ্ছায়া অন্য কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এতেই প্রমাণ হয়ে যায় না যে, আসলেই এ ধরনের কোন কিছু দেখা যেত। অন্যরা মনে করেন যে, তারা একে মনে করেছিলেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন স্বর্গদূত, যাকে তাদের প্রার্থনার উত্তর প্রদানের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন তারা এ কথা কল্পনা করবেন যে, সেই স্বর্গদূত পিতরের আকৃতি, চেহারা এবং কণ্ঠস্বর নকল করেছেন, যেখানে আমরা এ ধরনের কোন কিছু কখনোই স্বর্গদূতদের আবির্ভাবের বর্ণনায় পাই নি? সম্ভবত তারা এখানে যিহূদীদের ভাষায় কথা বলছিলেন, যাদের এ কথা ভাবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল যে, প্রত্যেক ভাল মানুষের জন্য একজন করে স্বতন্ত্র ভাল স্বর্গদূত আছেন, যিনি তার দায়িত্বে থাকেন এবং অনেক সময় তার ব্যক্তিত্বকে অনুকরণ করে উপস্থাপন করেন। অযিহূদীরা এই স্বর্গদূতকে বলে থাকে উত্তম ব্যক্তি, যিনি একজন মানুষের সাথে থাকেন; কিন্তু যেহেতু পবিত্র শাস্ত্রের কোন জায়গায় এ ধরনের কোন বিষয়ের কথা বলা হয় নি, সে কারণে শুধুমাত্র এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এত বড় একটি মতবাদ দাঁড় করানোর আসলেই অসম্ভব। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, স্বর্গদূতরা হচ্ছেন পরিত্রাণের উত্তরাধিকারীদের জন্য পরিচর্যাকারী স্বর্গদূত এবং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের মঙ্গল সাধন করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা

করা; এবং আমাদের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই বা এমন ধারণা করার প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক সাধু ব্যক্তির পিছনে তার জন্য একজন করে স্বর্গদূত রয়েছেন।

(৫) অবশেষে তারা তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন (পদ ১৬): তারা তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিতে দেরি করলেও তিনি এক নাগাড়ে কড়া নেড়ে যেতে লাগলেন এবং অবশেষে তারা সত্যিকারভাবে তাঁকে চিনতে পারল। যে লোহার দরজা কারাগারের মুখে দাড়িয়ে ছিল, তা কোন বাধা বিপত্তি ও কড়া নাড়া ছাড়াই খুলে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর বন্ধুর বাড়ির যে দরজা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই তাঁকে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল এবং অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়তে হল। আসলে পিতরকে এই কড়া নেড়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য একটি স্বর্গীয় পরিকল্পনা করা হয়েছিল, পাছে তিনি স্বর্গদূতের দ্বার প্রথম দরজা খুলে যাওয়ায় গবির্ত না হন। কিন্তু যখন তারা দেখতে পেলেন যে, তিনিই পিতর, তখন তারা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, তারা অত্যন্ত বিস্ময়ে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন, যেখানে তারা একটু আগেই তাঁর জন্য শোক করছিলেন এবং তাঁর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিলেন। এটি একই সাথে তাদের জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক এবং সন্তুষ্টিজনক ছিল।

(৬) পিতর তাদেরকে তাঁর মুক্তির একটি বর্ণনা দান করলেন। যখন তিনি তাদের সাথে একত্রিত হলেন, যারা তাঁর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে সমবেত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করছিলেন, তারা তাঁর মুক্তির কারণে একই ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর মুক্তির জন্য আনন্দ উল্লাস করলেন; এবং এখানে তারা এত হইচই এবং চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন যে, তিনি তাদেরকে কাছে মিনতি করে বলতে বাধ্য হলেন যে, এখানে আসার আগ পর্যন্ত তিনি কী ধরনের যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন, তাই তারা যেন শান্ত হন এবং তারা যেন চুপচাপ তাঁর কথা শোনেন, কিন্তু তারা তা শুনছিলেন না, সেই কারণে তিনি হাত উঠিয়ে তাদেরকে থামতে ও চুপ করতে বললেন এবং তাদেরকে নীরব হতে আদেশ করলেন, কারণ তিনি এখন তাদের কাছে ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন যে, কীভাবে যীশু খ্রীষ্ট একজন স্বর্গদূতকে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন; এবং তা অনেকটাই এ কারণে যে, তারা তাঁর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন বলে, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা শান্তভাবে বসে তাঁর মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন; কিংবা তিনি তা করেন নি, কারণ তারা একত্রে এই কাজ করার জন্যই সমবেত হয়েছিলেন; কারণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যা পাওয়া যায় তা অবশ্যই প্রশংসার মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এবং ঈশ্বর অবশ্যই সবসময় সেই কাজের জন্য মহিমা ও গৌরব ধারণ করেন যা আমরা সান্ত্বনা হিসেবে লাভ করি। যখন দায়ূদ ঘোষণা করেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর পীড়িত আত্মার জন্য কী করেছেন, তখন তিনি সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন, যিনি কোন প্রার্থনা ফিরিয়ে দেন না, গীতসংহিতা ৬৬:১৬, ২০।

(৭) পিতর এই ঘটনার বিবরণ জানিয়ে তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের কাছে সংবাদ পাঠালেন: যাও, এই সংবাদ যাকোব এবং তাঁর সাথে থাকা অন্যান্য ভাইদের কাছে পাঠাও, যারা সম্ভবত একই সময়ে অন্য কোন স্থানে বসে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করছেন এবং একই অনুগ্রহের

সিংহাসনের কাছে তাদের প্রার্থনা উৎসর্গ করছেন, যা সাধুগণের ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ রাখার এবং তাঁর কাছে প্রার্থনায় রত থাকার উপায়– দূরে থেকেও এক থাকা, ঠিক ইষ্টের এবং মর্দখয়ের মত। তিনি যাকোব এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তাঁর মুক্তির সংবাদ জানাতে চেয়েছিলেন, শুধু যে তিনি তাদেরকে পিতরের জন্য দুশ্চিন্তা করা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তা নয়, সেই সাথে তিনি তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এর জন্য ধন্যবাদ ও প্রশংসা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। লক্ষ্য করুন, যদিও হেরোদ একজন যাকোবকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করেছেন, তথাপি আরও একজন যাকোব ছিলেন এবং তিনি এই যিরূশালেমেই ছিলেন, যিনি সেখানে তাঁর ভাইদের সাথে তাঁর পক্ষ হয়ে কথা বলেছেন; কারণ যখন ঈশ্বর কোন কাজ করেন, সে সময় তিনি মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ সম্পাদন করেন।

(৮) পিতরের এখন তাঁর নিজের নিরপাত্তার জন্য স্থান পরিবর্তন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, যা তিনি সঠিকভাবে করেছিলেন: তিনি সেই স্থান ত্যাগ করলেন এবং আরও নিরাপদ কোন স্থানে চলে গেলেন এবং আরও বেশি সুরক্ষিত থাকলেন। তিনি এই শহর খুব ভাল করে চিনতেন এবং তিনি ভাল করেই জানতেন কোথায় এমন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। লক্ষ্য করুন, এমন কি খ্রীষ্টান আত্ম সংযমের আইন এবং খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ভোগ করার নীতিও আত্মরক্ষার প্রকৃতি প্রদত্ত সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করতে বা মুছে ফেলতে বলে নি, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে সবসময় আইনের আওতায় থেকে জীবন ধারণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

ঙ. পিতরের মুক্তির কারণে তাঁর বন্ধুদের আনন্দ উল্লাস দেখার পর এখন আমরা তাঁর শত্রুদের দ্বিধা দ্বন্দ্বের মাঝে দেখতে পাব, যা আরও বেশি বিস্তৃত হয়েছিল এই কারণে যে, লোকেরা আশা করছিল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হবে এবং প্রকাশ্যে তাঁর হত্যা কার্যকর করা হবে।

১. কারাগারের রক্ষী বা প্রহরীরা এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ঝুঁকি পূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ছিল, কারণ তারা জানতো যে, এভাবে জেল থেকে কয়েদী পালিয়ে গেলে তাদের শাস্তি কী হতে পারে (পদ ১৮): দিন হওয়ার সাথে সাথে তারা বুঝতে পারল যে, কয়েদী পালিয়ে গেছে, অনেকে বলে থাকেন যে, সেই সময় সৈন্যদের মধ্যে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা বা হইচই হয় নি, কিংবা তারা পিতরের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে তাৎক্ষণিকভাবে একেবারেই বিচলিত হয় নি বা তৎপর হয় নি; তিনি চলে গেছেন এবং কোন মতেই কেউ বুঝতে পারে নি যে, কীভাবে তিনি এখান থেকে চলে গেলেন। তারা চিন্তা করলো যে, তারা অবশ্যই তাঁকে রাতের বেলায় জেলকক্ষে দেখেছে; কিন্তু সকালে দেখা গেল পাখি উড়ে গেছে এবং তার আর কোনই হদিস নেই। এর ফলে তারা সকলে মিলে একত্রিত হল এবং ভুলটি কার ছিল তাই নির্ণয় করার চেষ্টা করতে লাগল। একজন বললো, "এর দায় তোমার", অন্য জন বললো, "শুধু আমার নয়, তোমারও। এভাবেই তারা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পেরে একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। আমাদের মতই যিহূদী সমাজের নিয়ম ছিল, কোন কয়েদী যদি পালিয়ে যায়, তাহলে জেলরক্ষক তার জন্য

দায়ী থাকেন। এভাবেই যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের প্রতি নির্যাতনকারীরা প্রতিহত হল এবং তারা সুসমাচারের অপ্রতিরোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয় অগ্রগতি দেখে স্তম্ভিত হল।

২. পলাতক বন্দীর খোঁজে অহেতুক বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালানো হল (পদ ১৯): হেরোদ তার জন্য খোঁজ করলেন এবং তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। যাঁকে ঈশ্বর নিজে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁকে কে খুঁজে পেতে পারে? বারূক এবং যিরমিয় ছিলেন নিরাপদ, যদিও তাদের খোঁজ করা হয়েছিল, কারণ প্রভু তাদেরকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যিরমিয় ৩৬:২৬। যখন জনগণের কারণে বিপদের সূত্রপাত হয়, সে সময় সকল বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বর রয়েছেন, যিনি তাদের সুরক্ষার আশ্রয় স্থল, যা গোপনে থাকে, যাতে করে এই অজ্ঞ পৃথিবী তাদেরকে কখনো খুঁজে পেতে না পারে; এমনই শক্তি রয়েছে সেই স্থানের যে, এই অক্ষম পৃথিবী তা ভেদ করতে পারে না।

৩. এই পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার জন্য প্রহরীদেরকে দায়ী করা হল: হেরোদ প্রহরীদেরকে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তাদের কাছ থেকে পিতরের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন উত্তর পেলেন না, তাই তিনি আদেশ দিলেন যেন এই প্রহরীদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাদের রোমীয় আইন অনুসারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল এবং ১ রাজাবলি ২০:৩৯ পদ অনুসারে, সে যদি যে কোন কারণে পালিয়ে যায়, তাহলে তার বদলে তোমার প্রাণ নেওয়া হবে। এটি খুব সম্ভব যে, এই প্রহরীরা পিতরের সাথে যতটুকু রূঢ় আচরণ করা দরকার তার থেকে অনেক বেশি নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল (যেমন সেই কারা রক্ষক, প্রেরিত ১৬:২৪) এবং তারা তাঁর সাথে অনেক খারাপ আচরণ করেছে এবং তারা অন্যদের সাথেও খারাপ আচরণ করেছে, যারা সেখানে কয়েদী হিসেবে ছিল; আর এখন তারা ন্যায্যভাবেই মৃত্যুদণ্ড লাভ করেছে, পিতর পালিয়ে যাওয়াতে তারা দায়ী না হলেও তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। যখন এভাবে মন্দ ব্যক্তিরা তাদের নিজের কৃতকর্মের ফাদে ধরা পড়ে, সে সময় আমরা জানতে পারি যে, প্রভু ন্যায্য বিচারক এবং তিনি দুষ্টদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। কিংবা যদি তারা এভাবে মৃত্যুবরণ না করতো এবং ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রমাণ না দিত, তাহলে ধরে নেওয়া হতো যে, যেহেতু পুরো ব্যাপরটিই ঈশ্বরের পরিকল্পিত ছিল, বিশেষ করে সকল রক্ষীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে পিতরের পালিয়ে আসার বিষয়টি, সেক্ষেত্রে ঈশ্বর চান নি যেন এই নির্দোষ ব্যক্তিরা এই অন্যায় দোষে দোষী না হয়, আর সত্যিকারভাবে অনেকেই এমন যুক্তি এখনো দিয়ে থাকেন যে, সেই প্রহরীদের আদৌ শাস্তি পাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তাদেরকে হেরোদ মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি যিহূদীদের শান্ত করতে পারেন এবং আপাতত দায় এড়াতে পারেন, কারণ পিতরের পালিয়ে যাওয়াতে যিহূদীরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিল, তথাপি ঈশ্বর যদি সত্যিই এই লোকদেরকে মারতে না চাইতেন, তাহলে হেরোদ নিশ্চয়ই এই প্রহরীদেরকে হত্যা করতে পারতেন না। কিন্তু ঈশ্বর চেয়েছিলেন পিতরকে বন্দী করার সাথে সম্পৃক্ত সকলেই যেন যথাযোগ্য শাস্তি লাভ করে, সেই কারণে এই প্রহরীদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং এরপর পরই হেরোদের গৌরবেরও মৃত্যু হয়েছে।

৪. এই ঘটনার পর হেরোদেও গৌরবের মৃত্যু: তিনি যিহূদিয়া থেকে কৈসরিয়াতে গেলেন

এবং সেখানে বাস করলেন। তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, যেভাবে সিংহের হাত থেকে শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে; এবং এর আরও বড় কারণ হচ্ছে, তিনি জনগণের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা আরও বেশি করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে তাকে আরও বেশি অপদস্থ হতে হল। তিনি জনগণের কাছে এ কথা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি খুব দ্রুত পিতরকে তাদের সামনে একজন অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করবেন, যা হবে হেরোদিয়ার প্রতি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের অপরাধের চাইতেও গুরুতর। এতে করে তিনি এখন লজ্জিত হলেন, কারণ তিনি তার কথা রাখতে পারলেন না, তার সমস্ত গর্ব কেড়ে নেওয়া হল এবং তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন সম্পূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাস বিহীন অবস্থায়, যে তার নিজের কথা রাখতে পারে না এমন একজন মানুষ হিসেবে। এটি তার গর্ব ও ঔদ্ধত্যের প্রতি এমন এক অবমাননা ছিল যে, তিনি আর যিহূদীয়াতে অবস্থান করতে পারলেন না, তাই তিনি বসবাস করার জন্য কৈসরিয়াতে চলে গেলেন। যোসেফাস হেরোদের কৈসরিয়াতে চলে আসার এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, তিনি সমগ্র যিহূদীয়ার উপরে তার রাজত্বের তৃতীয় বছরে কৈসরিয়াতে চলে আসেন (এন্টিক ১৯. ৩৪৩) এবং তিনি বলেছেন, তিনি এখানে এসে আবারও তার হারানো গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পেতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তার রাজ্যের অন্যান্য অংশে দয়া এবং মহত্ত্বের কাজ করে প্রশংসা কুড়োতে চেয়েছিলেন।

প্রেরিত ১২:২০-২৫ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:

ক. হেরোদের মৃত্যু। ঈশ্বর তার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তার কারণ তিনি শুধু যে যাকোবকে হত্যা করেছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি পিতরকে বন্দী করা এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার অপচেষ্টা করার জন্য হেরোদকে অভিযুক্ত করেছিলেন; কারণ সমস্ত পাপীকেই তাদের অপরাধের জন্য এক সময় হিসাব দিতে হবে, শুধুমাত্র তারা যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছে তার জন্য নয়, সেই সাথে তাদের মন্দ অভিসন্ধির জন্যও (গীতসংহিতা ২৮:৪), কারণ তারা যে সমস্ত ভুল করেছে এবং যে সমস্ত অপরাধ তারা করতে চেয়েছিল তার সব কিছুর জন্যই তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। এই ঘটনার পর হেরোদ আর মাত্র কিছু দিন বেঁচে ছিলেন। অনেক পাপীকে ঈশ্বর খুব দ্রুত শাস্তি দেন। লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে তার মন্দতা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছিল: তিনি যা করেছিলেন তার জন্য তার অনেক গর্ব ছিল; অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের শেষ সময় উপস্থিত হলে তাদের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব খুব প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং পতনের ঠিক আগে সবচেয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশিত হয়। নবূখদ্‌নিৎসর ছিলেন একজন অত্যাচারী মানুষ এবং তার হাতে বহু নিরীহ মানুষের রক্ত লেগে আছে; কিন্তু তিনি একটি গর্ব ও ঔদ্ধত্য ভরা কথা উচ্চারণ করেছিলেন, যার জন্য ঈশ্বর তার পতন ঘটালেন আর তা হচ্ছে, আমিই কি এই বাবিল নির্মাণ করি নি? দানিয়েল ৪:৩০, ৩১। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের মহিমা যে, যে ব্যক্তি গর্ব ও অহঙ্কারের কারণে নিজেকে বড় বলে মনে করে, তাকে তিনি নিচে নামিয়ে আনেন, ইয়োব ৪০:১২। এখানে

যে উদাহরণটি প্রকাশ করা হয়েছে তা বেশ উল্লেখযোগ্য এবং তা আমাদেরকে দেখায় যে, কীভাবে ঈশ্বর গর্বকারী মানুষকে বাধা দান করে থাকেন।

(১) আপাতদৃষ্টিতে আমরা ধরে নিতে পারি যে, সোর এবং সীদোনের লোকেরা হেরোদের বিরোধিতা করেছিল। এই শহর দু'টি সে সময় রোমীয় জোয়ালির নিচে বন্দী ছিল এবং তারা হেরোদের ভাষ্যমতে কোন ধরনের অবাধ্যতার কারণে দোষীকৃত ছিল এবং তিনি সেখানে নিজে গিয়ে তাদের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অনেক সময় খুব ছোট ছোট ঘটনাও অনেক সময় হেরোদের মত এমন উচ্চ পদস্থ মানুষকেও প্ররোচিত করে বিরোধে জড়াতে, যেভাবে খুব সহজেই এ ধরনের বিবাদ এড়ানো যায়। তিনি এই লোকদের উপরে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তারা নিশ্চয়ই এ কথা জানতে পেরেছিল যে, তিনি এই মুহূর্তে একটি সিংহের মত ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় রয়েছেন এবং তিনি কাউকে হাতের নাগালে পেলে অবশ্যই তাকে হত্যা করতে চাইবেন।

(২) হেরোদের প্রতি বিরোধিতাকারীরা একমত হয়ে হেরোদের কাছে এসে সন্ধি চুক্তি করতে চাইল, যাতে করে তিনি তাদের উপরে রাগান্বিত না থাকেন, তথাপি যিনি ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে কোন ধার ধারেন না তাকে সরাসরি এভাবে কোন বিষয়ে প্রস্তাব দিলে তা মাঠে মারা যেতে পারে, তাই তারা মাধ্যমের মধ্য দিয়ে হেরোদের কাছে শান্তি স্থাপন করতে চাইলেন এবং তার সাথে সন্ধি করতে চুক্তি করতে চাইলেন। লক্ষ্য করুন:

[১] তাদের এভাবে সন্ধি করতে চাওয়ার কারণ: কারণ রাজার দেশ থেকে তাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী আসত। সোর এবং সীদোন ছিল ব্যবসায়িক দেশ এবং তাদের হাতে খুব কমই জমি ছিল, তাই কেনান দেশ থেকে তাদের দেশে খাদ্য শস্য আমদানী হয়ে আসতো; যিহূদিয়া এবং ইস্রায়েল তাদের বাজারে গম, মধু এবং তেল বিক্রি করতো, যিহিস্কেল ২৭:১৭। এখন যদি হেরোদ এমন কোন আইন প্রণয়ন করেন যে, সোর এবং সীদোনে গম বা শস্য বিক্রি করা যাবে না (যা তারা আশঙ্কা করেছিল, কারণ হেরোদের মত একজন প্রতিশোধ পরায়ণ মানুষ প্রতিহিংসার কারণে এ ধরনের কাজ করতেই পারেন), যা তাদের দেশকে একবারে ধ্বংস করে দেবে; তাই তারা হেরোদের সাথে যোগাযোগ করে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাহলে আমাদের জন্য কি ঈশ্বরের সাথে শান্তি বজায় রাখা উত্তম নয় এবং তাঁর সম্মুখে নত নম্র হওয়া উত্তম নয়, যার প্রতি আমরা দয়া এবং অনুগ্রহের জন্য এত বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল? কারণ তাঁতেই আমরা জীবন ধারণ করি এবং তাঁতেই আমরা আমাদের সমস্ত কাজ করে থাকি এবং আমাদের সত্ত্বা তাঁর কারণে টিকে থাকে।

[২] তারা এই শান্তি চুক্তি স্থাপনের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করলো: তারা রাজার শয়নাগারের নেতা ব্লাস্তকে ধরে রাজাকে রাজি করানোর জন্য বললো, সম্ভবত তারা তাকে ঘুষ এবং বিভিন্ন উপহার দান করেছিল; তা সাধারণত রাজ সভার সভাসদদেরকে দান করা হতো বিভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, যেন তারা রাজাকে বলে সেই কাজটি করিয়ে নিতে পারে। আর রাজাদের জন্য অনেক সময় এই বিষয়টি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াত, কারণ তারা অনেক সময় রাজাকে দিয়ে অনেক ধরনের অন্যায্য কাজ করিয়ে নিত; আর এদিকে হেরোদ মোটেও কোন ভাল যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হতেন না, বরং তিনি পুরোপুরিভাবে তার গর্ব

এবং ঔদ্ধত্য তারা পরিচালিত হতেন। ব্লাস্ত ছিলেন হেরোদের সমস্ত সংবাদের বাহক এবং তিনি তাকে সব ধরনের আপোষের জন্য পথ বাতলে দিতেন; আর তাই এমন এক সময় স্থির করা হল যখন সোর এবং সীদোনের শাসকেরা তাকে এক গণ সম্বর্ধনা দান করবেন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তারা তাদের সমস্ত অযোগ্যতা স্বীকার করে অপরাধ স্বীকার করবেন এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইবেন, যেন রাজা তাদেরকে কোন ধরনের শাস্তি না দেন, আর এভাবেই তার গর্ব আর ঔদ্ধত্যের খোরাক যুগিয়ে তারা রাজাকে খুশি করতে চাইল।

(৩) হেরোদ সেই সমাবেশে যথা সম্ভব সর্বোচ্চ জাকজমক এবং বাহ্যিক জমকালো পরিচ্ছদ নিয়ে হাজির হলেন: তিনি তাঁর রাজকীয় পোশক পরে এলেন (পদ ২১) এবং তাঁর সিংহাসনে আসন গ্রহণ করলেন। যোসোস আমাদেরকে এই বিরাট মহা সমাবেশের একটি চিত্র দান করেছেন, যা হেরোদ এই উদ্দেশ্যে পরেছিলেন– এন্টিক ১৯, ৩৪৪। তিনি বলেছেন যে, হেরোদ সেই সময়ে একটি রৌপ্য মিশ্রিত কাপড়ের আলখেল্লা পরেছিলেন, যা ছিল অত্যন্ত দামী এক পোশাক এবং তা এমন সূচিকর্ম করা ছিল যে, যারা সেই পোশাকের দিকে তাকিয়েছিল, পোশাকটিতে সূর্যের আলো পড়ে অতিরিক্ত ঝক্‌মক করায় তাদের চোখ ধাধিয়ে গিয়েছিল এবং তারা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এভাবে তারা সকলে কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বোকা লোকেরা মানুষকে তাদের বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছদ দিয়ে যাচাই করে থাকে এবং তারা তাদের থেকে কোন অংশেই ভাল নয়, যারা সেই বাহ্যিক পোশাকের প্রশংসা করেছিল এবং হেরোদকে মহা সম্মান দান করছিল, তারা ভেবেছিল, যিনি এমন মহা রাজকীয় পোশাক পরে এসেছেন, তার অন্তরও নিশ্চয়ই অনেক মহান এবং তিনি যেহেতু এখন তাদের সামনে সিংহাসনে বসেছেন তাই নিশ্চয়ই তাদের এখন তার পায়ের কাছে গিয়ে বসা উচিত, এমনটাই ছিল তাদের ধারণা।

(৪) রাজা হেরোদ সোর এবং সীদোনের লোকদের কাছে একটি বক্তব্য রাখলেন, তার বক্তব্য ছিল বেশ ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং সম্ভবত তিনি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের ভুলগুলোকে আরও বেশি করে তুলে ধরছিলেন এবং তাদের পূর্ণ সমর্পণ আশা করছিলেন, তিনি এই নিশ্চয়তা দানের মধ্য দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন যে, তিনি তাদের সকল বিরোধিতা ভুলে যাবেন এবং তাদেরকে আবার তার অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখবেন– তিনি এতটাই গর্ববোধ করছিলেন যে, তিনি ভাবছিলেন এটা তার নিজের ক্ষমতা যা দিয়ে তিনি তাদেরকে জীবিত রেখেছেন আবার তিনি তাদেরকে মারতেও পারেন; এবং সম্ভবত তিনি তাদেরকে এই সংশয়ের মধ্যে রেখেছিলেন যে, তিনি তাদেরকে নিয়ে আসলে কী করবেন, যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে পূর্ণ ক্ষমা প্রদানের ঘোষণা না দেন, আর সেই সাথে তিনি তাদেরকে অনুগ্রহ দান করার ভান করেছিলেন এবং লোকেরা তা মাথা পেতে নিয়েছিল, যা তিনি আরও ভালভাবে উপভোগ করেছিলেন।

(৫) লোকেরা তাকে প্রশংসা করছিল, লোকেরা তার উপরে পূর্ণ সমর্পণ ঘোষণা করেছিল এবং তারা তার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করতে চাইছিল, যেন তিনি তাদেরকে দয়া করেন। তাই তারা চিৎকার করে তার প্রশংসা করছিল, তারা তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে তাকে

সম্মান জানাচ্ছিল, তারা বলছিল, এ যে মানুষের কণ্ঠ নয়, এ তো দেবতার কণ্ঠ, পদ ২২। ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান এবং সবচেয়ে মঙ্গলময় এবং তারা ভেবেছিল হেরোদের মহত্ত ততটাই উচ্চ, যা তারা তার সিংহাসন এবং তার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে চিন্তা করেছিল এবং তিনি যখন তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখনই তাদের মনের মাঝে এই ধারণার জন্ম নিল যে, তার মত ভাল আর কেউ হতে পারে না, যার কারণে তারা তাকে একজন দেবতার চেয়ে কম সম্মান দিল না; এবং সম্ভবত তিনি তাদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা তিনি বেশ জোরালো গলায় বলেছিলেন এবং সেই কণ্ঠস্বর চারপাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও বেশি জোরালো শোনাচ্ছিল, তাই লোকেরা ভেবেছিল এই কণ্ঠ মানুষের হতেই পারে না, এই কণ্ঠ নিশ্চয়ই দেবতার কণ্ঠস্বর, আর তাই শ্রোতারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয়ে হয়েছিল এই কণ্ঠ শুনে, যার ফলে তারা তাকে দেবতা বলে ভাবতেও বাধে নি। কিংবা হতে পারে, সত্যিকারে তাদের মনের মাঝে কোন ধরনের প্রভাব তৈরি হয় নি, কিংবা তার ব্যাপারে তারা প্রকৃতভাবে কোন উঁচু দরের বা ভাল চিন্তা করে নি; কিন্তু তারা আসলে তার ব্যাপারে খুবই বাজে ধারণা পোষণ করেছিল এবং তারা কেবল মাত্র তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার প্রশংসা করার ভান করেছিল এবং এভাবেই তারা তাদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল এভাবেই হেরোদের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাকে সন্তুষ্ট করে তাকে খুশি করতে। এভাবে মহান ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা খুব সহজেই চাটুকার ও তোষামোদকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হন এবং তাদেরকে নিজেদের অজান্তেই উৎসাহ দিয়ে যান। গ্রোশিয়াস লক্ষ্য করে দেখেছেন, যদিও শাসকদেরকে দেবতা বলা হয়ে থাকে (গীতসংহিতা ৮২:১), তথাপি রাজা বা সম্রাট অর্থাৎ যারা একক ব্যক্তি তাদেরকে তা বলা হতো না, পাছে অযিহূদীরা যারা তাদের রাজাদেরকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় দেবতার সম্মান দিয়ে থাকে, যিহূদীদেরকেও তাদের সমান বলে গণ্য করা হয়, যেমনটি এখানে; কিন্তু তারা ছিল সভাসদ মণ্ডলী বা বিচারকদের বেঞ্চ, যাদেরতে দেবতা বলে সম্বোধন করা হত– *In collegio toto senatorum non idem erat periculi; itaque eos, non autem reges, invenimus dictos elohim*। যারা তাদের স্বজ্ঞানে ঈশ্বরের অবমাননা করে এবং নিজে হোক বা অনেকে মিলে হোক কোন মানুষকে দেবতা বলে ঘোষণা দেয় বা ঈশ্বরের সমান বলে প্রচার করার চেষ্টা করে; তারা সুবিধা পাওয়ার জন্য মূলত এই কাজ করে থাকে। এই কাজ শুধু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক মহা পাপ বা অপরাধ নয়, আর তা হচ্ছে তাঁর নিজ গৌরব অন্য কাউকে দান করা, যা তাঁর একার পাওয়ার কথা, কিন্তু তাদের জন্য এক মহা ক্ষতির কারণ, যাদেরকে এভাবে তোষামোদ করা হল, কারণ তারা ভুলে যায় যে, তারা নিজেরা কে এবং তারা গর্বে এতটা ফুলে ওঠে যে, তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ার জন্য সমূহ বিপদের মধ্যে অবস্থান করতে থাকে।

(৬) তিনি এই প্রশংসা তার নিজের প্রাপ্য বলে মনে করলেন, তিনি এই প্রশংসায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি এত গর্ববোধ করতে লাগলেন; আর এভাবেই তিনি সবচেয়ে বড় পাপ করলেন। আমরা দেখি না যে, তিনি তার সহযোগীদেরকে কোন ধরনের নির্দেশনা দিয়েছিলেন কি না এ ধরনের শ্লোগান দেওয়ার জন্য কিংবা তিনিই লোকদের মুখে এই কথা

যুগিয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কি না। কিংবা আমরা এটাও দেখি না যে, তিনি ফিরে লোকদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন কি না এবং তার ব্যাপারে এই মতামতের প্রেক্ষিতে তিনি তাদেরকে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন কি না তাও আমাদেরকে বলা হয় নি। কিন্তু তার ভুল হচ্ছে তিনি কিছুই বলেন নি, তিনি এই তোষামোদিতার জন্য তাদেরকে ধমক দেন নি বা তাদেরকে বাধা দেন নি, কিংবা তাকে যে উপাধিতে ভূষিত করার চেষ্টা করা হল তা তিনি অস্বীকার করেন নি এবং ঈশ্বরকে তার যথাযোগ্য সম্মান দান করেন নি (পদ ২৩), বরং তিনি নিজেই সেই সম্মান গ্রহণ করলেন এবং তিনি খুব করে চাইছিলেন যেন তিনিই সেই নামের অধিকারী হন এবং তিনি নিজেকে একজন দেবতা হিসেবে চিন্তা করে খুবই আনন্দ পাচ্ছিলেন এবং তিনি ভাবছিলেন যে, তারও নিশ্চয়ই কোন স্বর্গীয় ক্ষমতা আছে। *Si populus vult decipi, decipiatur*– লোকেরা যদি ধোকা খায় তো খাক না! আর এটিই ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল, যিনি ছিলেন একজন যিহূদী এবং তার কেবল মাত্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করার কথা, বহু দেবতাতে নয়, যা কেবল একজন অযিহূদী মানুষকেই শোভা পায়, যাদের অনেক ঈশ্বর রয়েছে এবং অনেক দেবতা রয়েছে।

২. কীভাবে তার এই ভ্রষ্টতার জন্য শাস্তি দান করা হল: তাৎক্ষণিকভাবে (পদ ২৩) প্রভুর স্বর্গদূত তাকে আঘাত করলেন (খ্রীষ্টের আদেশে, কারণ তাঁর দ্বারাই সমস্ত বিচার সংঘটিত হয়ে থাকে), কারণ তিনি ঈশ্বরকে গৌরব ও প্রশংসা দান করেন নি (কারণ ঈশ্বর তাঁর নিজ সম্মান ও গৌরবের যোগ্য দাবীদার এবং তিনি তাদের উপরে গৌরবান্বিত হবেন, যাদের দ্বারা তিনি গৌরবান্বিত হন নি বা যারা তাঁকে সম্মান দান করে নি); এবং তিনি কীট দ্বারা ভক্ষিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তার প্রাণ ত্যাগ করলেন। এখন তাকে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর প্রতি শত্রুতা করার জন্য স্মরণ করা হচ্ছে, যাকোবের হত্যার জন্য, পিতরকে বন্দী করার জন্য এবং তিনি অন্য যে সমস্ত অন্যায় কাজ করেছেন সেগুলোর জন্য তাকে দায়ী করা হয়েছে। হেরোদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি লক্ষ্য করুন:

(১) এই দূত কোন স্বর্গদূতের চেয়ে কম কিছু ছিলেন না– তিনি ছিলেন প্রভুর স্বর্গদূত, সেই স্বর্গদূত যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী তা পালন করেন, কিংবা তিনি ছিলেন সেই স্বর্গদূত, যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এ ধরনের কাজ করার জন্যই, অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিনাশকারী স্বর্গদূত; কিংবা তিনি ছিলেন সেই স্বর্গদূত, যিনি পিতরকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলেন বিগত অধ্যায়ে, আর তিনিই এখানে হেরোদকে আঘাত করছেন। কারণ, এই স্বর্গীয় পরিচর্যাকারী স্বর্গদূতরা হয় স্বর্গীয় বিচার দান করেন কিংবা স্বর্গীয় দয়া বহন করেন, যেভাবে ঈশ্বর তাঁদেরকে দায়িত্ব দেন। স্বর্গদূত হেরোদকে এক ক্ষয়কারী রোগ দান করেছিলেন যে, যার কারণে তিনি সেই লোকদের হর্ষধ্বনির মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করলেন এবং তার নিজ ছায়াকে আলিঙ্গন করলেন। এভাবেই সোরের রাজা গর্ব করে বলেছিল, আমি দেবতা, আমি ঈশ্বরের সিংহাসনে বসি; আর আমার হৃদয় ঈশ্বরের হৃদয়; কিন্তু তিনি ছিলেন কেবল একজন মানুষ এবং কোন ঈশ্বর নন, একজন সাধারণ দুর্বল মানুষ, যার হাতে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে (নহিমিয় ২৮:২-৯) যে

কারণে হেরোদেরও এখানে এই একই পরিণতি ঘটেছে। ক্ষমতাশালী রাজাদের এ কথা জানা উচিত যে, ঈশ্বর যে কেবল মাত্র সর্বময় ক্ষমতাশালী তাই নয়, সেই সাথে স্বর্গদূতরাও তাদের চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতাধর এবং শক্তিশালী। স্বর্গদূত তাকে আঘাত করলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে কোন ধরনের গৌরব প্রদান করেন নি; স্বর্গদূতরা ঈশ্বরের সম্মান নিশ্চিত করার জন্য আকাঙ্ক্ষী এবং তারা আদেশ পাওয়া মাত্র তাদেরকে আঘাত করতে প্রস্তুত, যারা ঈশ্বরকে অবমাননা করে এবং তাঁকে তাঁর যোগ্য সম্মান দেন না।

(২) হেরোদের ধ্বংস সাধন করতে কেবল মাত্র একটি পোকা ব্যবহার করা হয়েছিল: তাকে কীটে খেয়ে ফেলেছিল, ***genomenos skolekobrotos***– তিনি কীট ভক্ষিত হয়ে মারা গেলেন, এভাবেই লেখা রয়েছে; তিনি পচে গিয়েছিলেন এবং তাকে দেখতে ঠিক পোকায় কাটা শুকনো কাঠের মত লাগছিল। কবরে যে দেহ থাকে তা পোকায় খেয়ে বিনষ্ট করে ফেলে, কিন্তু হেরোদের দেহ বেঁচে থাকতেই পোকার কারণে ক্ষয় হতে শুরু করে এবং পোকার এই বিস্তারেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেই পোকা তাকে জীবন্ত খেয়ে ফেলেছিল এভাবেই কুখ্যাত নির্যাতনকারী এন্টিওখাম মারা গিয়েছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] সেই সব দেহ কেমন ঠুনকো যা আমরা বহন করে চলি; আমরা আমাদের দেহের মাঝেই ধ্বংসের বীজ বহন করে চলি, যা ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিতে যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে এ ধরনের বিস্ময়কর আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে যে, মানুষের শরীরে কোটি কোটি বীজাণু বা কীট অবস্থান করে এবং এগুলোই রোগের বিস্তার ঘটায়, যা আমাদের জন্য একটি ভাল কারণ যে, কেন আমাদের দেহ নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়, কারণ আমরা এই দেহ দিয়ে শুধু সেই পোকাকেই খাইয়ে যাচ্ছি এবং আমরা দেহকে পরিপুষ্ট করছি বলে সেই কীটও পরিপুষ্ট হচ্ছে।

[২] দেখুন, ঈশ্বর তাঁর বিচার এবং শাস্তি বিধানের জন্য কেমন দুর্বল এবং হীন প্রাণীও ব্যবহার করতে পারেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। ফরৌণকে মাছি এবং পোকার মড়ক দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং হেরোদকে খেয়ে ফেললো কীট।

[৩] দেখুন, কীভাবে ঈশ্বর গর্বিত মানুষকে নিচে নামিয়ে এনে শুধু খুশিই হন না সেই সাথে তিনি গর্বিত ও উদ্ধত মানুষকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে তাদেরকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। হেরোদ শুধু যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি কীট দ্বারা ভক্ষিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাতে করে তার গর্ব এবং ঔদ্ধত্য মাটির সাথে মিশে যায়। হেরোদের মৃত্যুর এই গল্পটি বিশেষভাবে যোসেফাস উল্লেখ করেছেন, যিনি একজন যিহূদী, এন্টিক. ১৯. ৩৪৩-৩৫০: "আর হেরোদ কৈসরিয়াতে এলেন কৈসরের সম্মানে এক মহা উৎসর্বে অংশ গ্রহণ করার জন্য। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে তিনি সকাল বেলায় উন্মুক্ত মঞ্চে গেলেন, তিনি সেই চমৎকার কোর্তা পরে হাজির হলেন যার বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে; এ কারণে তার তোষামোদকারীরা এবং চাটুকারেরা তাকে দেবতা বলে সম্মান জানাতে লাগল এবং তারা তার কাছে আবেদন জানালো যেন তিনি তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেন; এর আগ পর্যন্ত তারা তাকে একজন মানুষ হিসেবেই সম্মান জানিয়েছে, কিন্তু এখন

তারা তাকে মানুষের চেয়েও বেশি কিছু বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল এবং সে কথা সকলে প্রচার করতে লাগল। তিনি এই অন্যায্য তোষামোদের বিপক্ষে কিছু বললেন না বা এর ভুলও ধরিয়ে দিলেন না (এভাবেই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন।); কিন্তু, এর পরেই তিনি উপরে তাকালেন এবং একটি পেঁচাকে তার মাথার উপরে উড়ে বেড়াতে দেখলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা শুরু হল এবং তিনি তার পেট খামচে ধরলেন, কারণ শুরু থেকেই তার পেটের এই যন্ত্রণা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল; এতে করে তিনি তার সঙ্গীদের দিকে তাকালেন এবং তাদের প্রতি এই কথাগুলো বললেন: "এখন আমি, যাকে তোমরা দেবতা বলে সম্বোধন করেছ এবং অমর বলে সাব্যস্ত করেছ, সেই আমি একজন মানুষ হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছি এবং মরণশীল বলে সাব্যস্ত হচ্ছি।" এর-পর তার এই যন্ত্রণা এবং কষ্ট ভোগ এক নাগাড়ে কোন বিরতি ছাড়াই চলতে লাগল, কিংবা বলা যায় তা এতটুকু কমলো না এবং এরপর তিনি তার চুয়ান্ন বছর বয়সে মারা গেলেন এবং তিনি সাত বছর শাসন করেছিলেন।"

খ. এই ঘটনার পরে সুসমাচারের অগ্রগতি:

১. কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যেভাবে বীজ বপন করা হয়েছিল, সেভাবেই তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল, ত্রিশ, ষাট এবং একশো গুণ আকারে বৃদ্ধি পেতে লাগল; যেখানেই সুসমাচার প্রচার করা হতে লাগল, সেখানেই লোকেরা তা গ্রহণ করলো এবং তারা মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করলো, পদ ২৪। যাকোবের মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বাক্যের কাজ আরও বৃদ্ধি পেল; কারণ মণ্ডলী যত বেশি নির্যাতিত এবং অত্যাচারিত হত, তত বেশি তা বৃদ্ধি পেতে লাগল, ঠিক যেন মিসরে ইস্রায়েল জাতির মত। সাক্ষ্যমরদের সাহস এবং সান্ত্বনা এবং তাদের প্রতি ঈশ্বরের স্বীকৃতি আরও বেশি করে মানুষকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে নিয়ে এল, তারা নির্যাতনের ভয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস থেকে পিছিয়ে যাওয়ার বদলে আরও বেশি করে এগিয়ে এল। হেরোদের মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বাক্য ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারল। যখন এ ধরনের একজন কুখ্যাত অত্যাচারীকে ঈশ্বর এমন কঠিন মৃত্যু দান করলেন, তখন মানুষ যীশু খ্রীষ্টকে আরও বেশি করে ভক্তি করতে শুরু করলো এবং তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করতে লাগল।

২. বার্ণবা এবং পৌল আন্তিয়খিয়াতে ফিরে গেলেন খুব দ্রুত, যেন তারা সেখানে যে কাজ ফেলে রেখে এসেছিলেন তা গিয়ে শেষ করতে পারেন: যখন তারা তাদের পরিচর্যা কাজ শেষ করলেন, সে সময় তারা প্রত্যেক সঠিক মানুষকে অর্থ দান করলেন এবং তাদেরকে এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব দিয়ে দিলেন, যখন তারা যিরূশালেম থেকে ফিরে আসলেন। যদিও তাদের সেখানে অনেক বন্ধু ছিল, তথাপি বর্তমানে আন্তিয়াখিয়াতে তাদের অনেক কাজ পড়ে ছিল এবং সেক্ষেত্রে কোনভাবেই দেরি করা যেত না। যখন একজন পরিচর্যাকারীকে অনেক দূর দেশ থেকে আহ্বান জানানো হয়, তখন সেখানে তার পরিচর্যা কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অবশ্যই তাকে তার নিজ দেশের কথা এবং সেই দেশের পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করা উচিত এবং সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত। বার্ণবা এবং পৌল যখন আন্তিয়াখিয়াতে ফিরে গেলেন তখন তাঁরা সাথে করে

যোহনকে নিলেন যার ডাক নাম ছিল মার্ক, যার মায়ের গৃহে প্রার্থনায় সকলের সমবেত হওয়ার কথা আমরা এর আগেই জেনেছি, পদ ১২। তার মা ছিলেন বার্ণবার বোন। এটি খুব সম্ভব যে, বার্ণবা সেখানে বাস করতেন এবং পৌলও তাঁর সাথে ছিলেন, যখন তাঁরা যিরূশালেমে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁরা নিজেরাও সেই সময় প্রার্থনায় রত ছিলেন (কারণ পৌল যেখানেই যেতেন সেখানেই তিনি উত্তম কাজ সাধন করতেন) এবং সেই পরিবারের সাথে তাঁদের ঘনিষ্টতা অনেক বেশি ছিল, যখন তাঁরা যিরূশালেমে ছিলেন, যে কারণে তাঁরা ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর ছেলেটিকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁরা তাঁকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারেন এবং সুসমাচারের প্রচারের কাজে তাঁরা তাঁকে নিযুক্ত করতে পারেন। যুবকদেরকে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলা এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রশিক্ষিত করা এবং তাঁকে সেই কাজে নিয়োজিত করা, সেই সাথে নতুন প্রজন্মকে এ ধরনের উত্তম সেবা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা অভিজ্ঞ ও প্রবীণ পরিচর্যাকারীদের জন্য অত্যন্ত উত্তম একটি কাজ।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১৩

আমরা এখন পর্যন্ত অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কে কোন কিছু জানতে পারি নি, যা এই মহান আদেশ পালনের চিহ্ন বহন করে, "যাও এবং সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর।" কর্ণীলিয় এবং তার বন্ধুদের বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন থেকে আমরা দেখেছি অযিহূদীদের কাছে সেভাবে সুসমাচার প্রচার করা শুরু হয় নি, শুধুমাত্র যিহূদীদের কছেই তা প্রচার করা হয়েছে, প্রেরিত **১১:১৯**। আমাদের আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, অযিহূদীদের উপরে যে আলো জ্বলে উঠেছিল, তা অযিহূদীরা নিজেরাই সম্ভবত প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু এখানে আমরা সেই কাজের, সেই মহান কাজের সম্পর্কে জানতে পারি, যা বছরের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়; এবং যদিও যিহূদীদেরকে এর প্রথম প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তথাপি তাদের প্রত্যাখ্যানের কারণে তারা এর অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. পরিচর্যা কাজের জন্য এবং জাতিসমূহের কাছে সুসমাচার প্রচার করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বার্ণবা এবং পৌলকে আনুষ্ঠানিক অভিষেক প্রদান (আর এটি খুব সম্ভব যে, অন্যান্যরা প্রেরিতগণও খ্রীষ্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, পদ ১-৩)।

খ. তাঁরা সাইপ্রাসে সুসমাচার প্রচার করলেন এবং সেখানে তারা জাদুকর ইলুমার কাছ থেকে বিরোধিতা পেলেন, পদ ৪-১৩।

গ. পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়াতে অবস্থিত সমাজ-ঘরে পৌল সুসমাচার প্রচার করলেন, যা আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণত যিহূদীদের কাছে কী প্রচার করা হত সে ব্যাপারে জানানোর জন্য এবং তারা সাধারণত কোন প্রক্রিয়ায় লোকদের কাছে তা উপস্থাপন করতেন তা জানানোর জন্য, পদ ১৪-৪১।

ঘ. অযিহূদীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এবং যিহূদীদের প্রত্যাখ্যানের কারণে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়, কারণ ইতোমধ্যে প্রেরিতগণ এই বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন যে, যিহূদীরা সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করেছে বলে ঈশ্বর তাঁদেরকে সুসমাচারের উপহার দান করা থেকে বিরত থেকেছিলেন, আর সেই কারণে প্রেরিতগণও এই বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন এবং অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করেছিলেন, পদ ৪২-৪৯।

ঙ. অধার্মিক যিহূদীরা প্রেরিতদের প্রতি যে পীড়নের সৃষ্টি করেছিল, যার কারণে তাঁরা অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন (পদ ৫০-৫২), যাতে করে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কত সাবধানে এবং কত ধারাবাহিকভাবে

এবং কী ধরনের ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিতগণ অযিহূদীদের জগতে সুসমাচার নিয়ে গিয়েছিলেন এবং অযিহূদীদেরকে মণ্ডলীতে সদস্যভুক্ত করেছিলেন, যা ছিল যিহূদীদের প্রতি এক মহা বিঘ্নের কারণ এবং যা তাঁর পত্রসমূহে ন্যায্য বলে প্রমাণ করতে অত্যন্ত সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রেরিত ১৩:১-৩ পদ

আমরা এখানে একটি স্বর্গীয় আদেশ এবং পরিচালনা দেখতে পাই যা বার্ণবা এবং পৌলকে দান করা হয়েছিল, যেন তারা গিয়ে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেন এবং তাদের এই কাজের জন্য দক্ষিণ হস্ত প্রদান, প্রার্থনা এবং রোজা রাখার মধ্য দিয়ে অভিষেক প্রদান করেন।

ক. এখানে আমরা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর বর্তমান অবস্থা দেখতে পাই, যা স্থাপন করা হয়েছিল, প্রেরিত ১১:২০।

১. কীভাবে তা উত্তম পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের উন্নতি সাধিত হতে লাগল: সেখানে কয়েক জন ভাববাদী এবং শিক্ষক ছিলেন (পদ ১), যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনুপম দান, অনুগ্রহ এবং উপযোগিতা ছিল। খ্রীষ্ট যখন উর্ধ্বে আরোহন করলেন, সে সময় তিনি কয়েকজন ভাববাদী এবং শিক্ষককে রেখে গিয়েছিলেন (ইফিষীয় ৪:১১); এরা ছিলেন ভাববাদী এবং শিক্ষক উভয়ই। সম্ভবত অগাব কোন শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ভাববাদী এবং এমন অনেকেই শিক্ষক ছিলেন, যারা ভাববাদী ছিলেন না; কিন্তু যাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা স্বর্গীয় কর্তৃত্বের কারণে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তারা একাধারে ভাববাদী এবং শিক্ষক ছিলেন। তারা স্বর্গ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা লাভ করেছিলেন এবং তারা ভাববাদী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এছাড়া তারা শিক্ষক হিসেবে সমাজ-ঘরে এবং মণ্ডলীতে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন, তারা সেখানে পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে শোনাতেন এবং খ্রীষ্টের শিক্ষার ব্যাখ্যা দান করতেন যথাযোগ্য দৃষ্টান্তের প্রয়োগ দেখানোর মধ্য দিয়ে। এরা ছিলেন ভাববাদী এবং অধ্যাপক কিংবা শিক্ষক, যাদেরকে খ্রীষ্ট পাঠাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (মথি ২৩:৩৪), এরা প্রত্যেকটি দিক থেকে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে সেবা প্রদান ও পরিচর্যা কাজ করার জন্য যথাযোগ্য ছিলেন। আন্তিয়খিয়া ছিল এক মহান নগরী এবং সেখানে অনেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ছিলেন, সে কারণে তারা সকলে মিলে একটি স্থানে একত্রিত হতে পারতেন না; এই কারণে তাদের বেশ কয়েকজন শিক্ষকের প্রয়োজন হত, যাতে করে তারা বিভিন্ন মন্দিরে বিভক্ত হয়ে উপাসনা, প্রার্থনা এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন এবং ঈশ্বরের চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে জানাতে পারেন। বার্ণবার নাম প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছিল, এর কারণ সম্ভবত তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রবীণ এবং শৌলের নাম এসেছিল সবার পরে, কারণ তিনি ছিলেন সবচেয়ে কম বয়সী; কিন্তু পরবর্তীতে এই শেষোক্ত ব্যক্তি সবার প্রথমে এসে গিয়েছিলেন এবং পৌলই মণ্ডলীর সবচেয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। এছাড়া আরও তিন জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

(১) শিমিয়োন বা শিমোন, যার ডাক নাম ছিল নীগের বা নিগ্রো, কারণ তার চুলের রং ছিল কালো।

(২) কুরীণীয় লুকিয়, যাকে অনেকে মনে করেন (এবং ড. লাইটফুট এই ধারণাটিই গ্রহণ করেছেন) যে, তিনিই হচ্ছেন লূক, যিনি এই প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকটি এবং লূক লিখিত সুসমাচার রচনা করেছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে একজন কুরীণীয় ছিলেন এবং তিনি যিরূশালেমের কুরীণীয় মহাবিদ্যালয় বা সমাজ-ঘর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেখানেই তিনি সর্বপ্রথম সুসমাচার গ্রহণ করেন।

(৩) মনহেম, একজন জ্ঞানী এবং অভিজাত ব্যক্তি এবং জানা যায়, তিনি রাজা হেরোদের সাথে লালিত পালিত হয়েছিলেন, কিংবা হতে পারে তারা একই ধাত্রীর স্তন্য পান করেছিলেন, কিংবা তারা একই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, বা একটি শিক্ষকের শিক্ষার্থী ছিলেন, কিংবা হতে পারে তারা একই সাথে রাজকীয় দু'টি পর্বে পাশপাশি থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সঙ্গী ছিলেন– তারা শিক্ষায় দীক্ষায় এবং জীবন যাপনের দিক থেকে একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি রাজসভায় একটি উচ্চ পর্বে আসীন হয়েছিলেন এবং তথাপি খ্রীষ্টের কারণে তিনি তার জীবনের সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েছেন; ঠিক মোশির মত, যিনি তার সময় পূর্ণ হলে পর নিজেকে ফরৌণের কন্যার পুত্র বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি যদি হেরোদের সাথেই যুক্ত থাকতেন, যার সাথে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ব্লাস্তের পদ লাভ করতে পারতেন এবং তার শয়নাগারের নেতা হতে পারতেন; কিন্তু একজন অত্যাচারী রাজার সাথে থেকে নিজেও অত্যাচারী হওয়ার বদলে একজন সাধু ব্যক্তির সাথে থেকে যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্ট ভোগ করা অনেক ভাল।

২. তাদেরকে কতটা ভালভাবে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল (পদ ২): তারা প্রভুর পরিচর্যা করতেন এবং রোজা রাখতেন। লক্ষ্য করুন:

(১) অধ্যবসায়ী এবং সৎ ও বিশ্বস্ত শিক্ষকেরা সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যা করেন। যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের শিক্ষা ও পরিচালনা দেন, তারা খ্রীষ্টের সেবা করেন; তারা সত্যিকার অর্থে তাঁকে সম্মান দান করেন এবং তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার জন্য প্রকৃতভাবে চেষ্টা করে থাকেন। যারা মণ্ডলীতে প্রার্থনা এবং প্রচার করার মধ্য দিয়ে পরিচর্যা করে থাকেন (এই দুই ধরনের কাজকেই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে), তারা প্রভুর পরিচর্যাকারী, কারণ খ্রীষ্টের জন্য মণ্ডলীর দাস; তাদের পরিচর্যা কাজের সময় তাঁর প্রতি অবশ্যই চোখ রেখে কাজ করতে হবে এবং তাঁর কাছ থেকেই তারা সকল সান্ত্বনা গ্রহণ করবেন।

(২) প্রভুর পরিচর্যা করার কাজটি এক দিক থেকে কিংবা অন্য কোন দিক থেকে অবশ্যই মণ্ডলী এবং তার শিক্ষকদের কাজ; এই কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে আর এই কারণে আমাদেরকে প্রতিদিন কিছু সময় ব্যয় করা উচিত। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা করা ছাড়া আমাদের খ্রীষ্টানদের আর কীই বা করণীয় আছে? কলসীয় ৩:২৪; রোমীয় ১৪:১৮।

(৩) আমাদের প্রভুর পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় রোজা রাখার প্রয়োজন রয়েছে, তা একই সাথে আমাদের নম্রতা এবং আমাদের ন্যায্যতার প্রতিফলন ঘটায়। যদিও খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে রোজা রাখার খুব একটা অভ্যাস ছিল না, যখন তাদের সাথে বর ছিলেন, কিন্তু যোহনের শিষ্যরা এবং ফরীশীরা সে সময় রোজা রাখতো। তথাপি যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হল, সে সময় তারা এই চর্চা শুরু করলেন এবং তারা নিজেদের সকল প্রকার সুখ শান্তি ত্যাগ করে নিজেদেরকে কঠিন অবস্থানে ফেললেন।

খ. বার্ণবা এবং পৌলের আলাদা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পবিত্র আত্মার নির্দেশ প্রদান, যখন তারা এক সাথে মানুষের মাঝে পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বিভিন্ন শহর থেকে আগত বিভিন্ন মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীরা একটি আনুষ্ঠানিক রোজা রাখার দিনে প্রার্থনায় একত্রিত হয়েছিলেন: পবিত্র আত্মা বলছেন, হতে পারে তা স্বর্গ থেকে আগত কোন কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে, কিংবা যারা সেখানে ভাববাদী ছিলেন তাদের অন্তরে কোন শক্তিশালী অনুভূতির মধ্য দিয়ে, আমি বার্ণবা ও পৌলকে যে কার্যে আহ্বান করেছি, আমার সেই কাজের জন্য এখন তাদেরকে পৃথক করে দাও। তিনি সেই কাজের কথা স্পষ্ট করে বলেন নি, কিন্তু তিনি এমন একটি কাজের কথা বলেছেন যে কাজে তিনি তাদেরকে বেশ আগেই আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তারাই এই কথার অর্থ সম্পর্কে জানবেন, তবে অন্যরা জানুক আর না জানুক, শৌলকে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে, তাঁকে অযিহূদীদের কাছে খ্রীষ্টের নাম বহন করে নিয়ে যেতে হবে (প্রেরিত ৯:১৫), তাঁকে অবশ্যই অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করা হবে (প্রেরিত ২২:২১); যাঁরা সে সময় যিরূশালেমে ছিলেন, বিশেষ করে পিতর, যাকোব এবং যোহন, তারা তক্‌ছেদ করানো লোকদের মধ্যে প্রচার করছিলেন, তাই পৌল এবং বার্ণবাকে অবশ্যই অযিহূদীদের কাছে যেতে হবে, গালাতীয় ২:৭-৯। বার্ণবা নিশ্চয়ই পৌলের মত তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে জানতেন। তথাপি তাঁরা নিজেদেরকে ফসল তোলার কাজে নিযুক্ত করেন নি, যদিও তা অনেক সমৃদ্ধশালী এবং ফলবান বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা প্রভুর কাছ থেকে ফসল তোলার আমন্ত্রণ না পাওয়া পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত হন নি: পাকা ফসল কাটার জন্য তোমার কাস্তে তোল, প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৫। আদেশটি ছিল: আমার কাজে বার্ণবা এবং শৌলকে পৃথক করে দাও। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে মনোনয়ন দিয়েছেন; কারণ খ্রীষ্টের আত্মার মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁর কাজের জন্য যথাযোগ্যতা এবং সামর্থ অর্জন করেছেন, তাতে যুক্ত হয়েছে এবং এর বাদে অন্য সমস্ত দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন। সেখানে এমন অনেকে ছিলেন, যাদেরকে পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের জন্য পৃথক করেছেন, তিনি তাদেরকে অন্যান্য অনেক মানুষ থেকে আলাদা করেছেন, যাদেরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং যারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদেরকে মন্দিরের সেবা কাজে নিয়োজিত করেছিল; এবং তারা সেই সমস্ত নির্দেশনা মেনে চলতেন যা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আসতো। আর সেই কারণে পবিত্র আত্মার এই আদেশ এখন তারা অবশ্যই পালন করবেন: পৃথক করে দাও।

২. খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা তাঁর জন্য এবং পবিত্র আত্মার জন্য পৃথকীকৃত হয়েছে:

'তাদেরকে আমার কাছে পৃথক করে দাও'; তাদেরকে খ্রীষ্টের কাজে এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় কাজ করতে হবে, যাতে পিতার নাম মহিমান্বিত হয়।

৩. যারা খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের সকলকে বিভিন্ন কাজে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে; খ্রীষ্ট তাঁর কোন পরিচর্যাকারীকে বসিয়ে রাখতে চান না। যদি কেউ একজন বিশপ পদপ্রার্থী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই ভাল কাজ করে দেখাতে হবে; এর মধ্য দিয়েই তাকে পৃথক করা হবে, যাতে করে সে বিশপের কাজ করার জন নির্বাচিত হওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তাকে অবশ্যই বাক্য এবং শিক্ষার আলোকে পরিশ্রম করতে হবে। তাদেরকে কষ্ট করার জন্য পৃথক করা হয়েছে, আরামে থাকার জন্য নয়।

৪. খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের কাজ, যার জন্য তাদেরকে পৃথক হয়ে যেতে হবে, তা হচ্ছে সেই কাজ যা ইতোমধ্যে স্থির করা হয়ে গেছে এবং এই কাজে খ্রীষ্টের সকল পরিচর্যাকারীকে ক্রমান্বয়ে আহ্বান করা হবে এবং এই আহ্বান তারা প্রথমে এক বাহ্যিক নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছেন এবং নির্বাচিত হয়েছেন।

গ. তাদের অভিষেক দান করা হয়েছিল এই সকল আদেশ সম্পন্ন করার জন্য: এমন নয় যে সেই পরিচর্যা কাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে (বার্ণবা এবং পৌল দুই জনেই এই কাজে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন), বরং তা বিশেষভাবে পালন করতে হবে, যাতে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে এবং এর কারণে তাঁদের বিশেষ নির্দেশনা দানের প্রয়োজন ছিল, যে নির্দেশনা এবং আদেশ এই ভাববাদী এবং শিক্ষকদের হাত দিয়ে দেওয়া উপযুক্ত বলে ঈশ্বর মনে করেছিলেন, কারণ মণ্ডলীর কাছে এই আদেশ দান করার মধ্য দিয়ে তিনি এই শিক্ষকদেরকে মণ্ডলীর কাছে শিক্ষক হিসেবে অভিষেক দান করেছেন। (কারণ এখন আর ভাববাদীদের কোন প্রয়োজন ছিল না) এবং যারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে আগত দৈববাণী মানুষের কাছে প্রকাশ করবেন, তাদেরকে অবশ্যই এই দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বস্ত মানুষ হতে হবে, যার অন্য মানুষের কাছে শিক্ষা দান করার মত যোগ্যতা থাকবে, ২ তীমথিয় ২:২। তাই এখানেও শিমিয়োন এবং লুসিয়াস এবং মনহেম, যারা ছিলেন সেই সময়কার আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর বিশ্বস্ত শিক্ষক, যখন তারা প্রার্থনা করছিলেন এবং রোজা রেখেছিলেন, সে সময় তারা বার্ণবা এবং পৌলের উপরে হস্তার্পণ করলেন এবং তাঁদেরকে পাঠিয়ে দিলেন (পদ ৩), ঠিক যেভাবে তারা নির্দেশনা পেয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. তারা তাঁদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। যখন উত্তম ব্যক্তিরা ভাল কাজের জন্য এগিয়ে যান, সে সময় তারা ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে এবং বিশেষ করে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে তাদের ভাইদের জন্য আবেদন জানান, যারা তাদের সহকর্মী এবং সহযোদ্ধা।

২. তারা তাঁদের সাথে রোজা রেখে প্রার্থনা করেছিলেন, যেভাবে তারা অন্যান্য পরিচর্যার কাজ করতেন, পদ ৩। খ্রীষ্ট আমাদেরকে শিখিয়েছেন কী করে তিনি না ঘুমিয়ে থেকে রাতে প্রার্থনা করেছেন (একে আমরা রাত্রিকালীন রোজা ও প্রার্থনা বলতে পারি), যে রাতে তিনি

তাঁর শিষ্যদেরকে প্রেরণ করলেন প্রচার করার জন্য তার আগের রাতে, যাতে করে তিনি তাদের জন্য প্রার্থনায় সময় দিতে পারেন।

৩. তারা তাঁদের দু'জনের উপরে হস্তার্পণ করলেন। এখানে আমরা দেখি:

(১) তারা তাঁদেরকে তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি, পরিবর্তন বা পদোন্নতি দিলেন, যে কাজে তাঁরা এখন নিয়োজিত ছিলেন, এই আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে, কারণ তাঁরা শুধুমাত্র ভাল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই পরিচিত ছিলেন না, সেই সাথে তাঁরা তাঁদের ভাল কাজের জন্যও পরিচিত ছিলেন এবং সম্মানের পাত্র হিসেবে গণ্য ছিলেন।

(২) তারা তাঁদের বর্তমান দায়িত্ব ভারের জন্য তাঁদের উপরে হস্তার্পণ করলেন এবং তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন, তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন ঈশ্বর তাঁদের সাথে থাকেন এবং তাঁদেরকে সাফল্য দান করেন এবং তারা প্রার্থনা করলেন যেন ঈশ্বর তাঁদেরকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করেন, কারণ যে দায়িত্ব তাঁদের উপরে অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদের অবশ্যই পবিত্র আত্মার দান প্রয়োজন। এই বিষয়টি পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রেরিত ১৪:২৬ পদে, যেখানে বলা হয়েছে, পৌল এবং বার্ণবা সম্পর্কে, আর তা হচ্ছে, আন্তিয়খিয়া থেকে তাঁদের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে যেন তাঁরা ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁরা যেন সেই কাজ পরিপূর্ণ করতে পারেন যে দায়িত্ব তাঁদেরকে দান করা হয়েছে। পৌল এবং বার্ণবার এমনই নম্রতা ছিল যে, তাঁরা সে সময় এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে হস্তার্পণ এবং আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, যারা ছিলেন তাঁদের সমান বা তাঁদের চেয়ে নিম্ন পদস্থ, তাই এটি অন্যান্য সকল শিক্ষকের জন্য এক দারুণ প্রকাশ ভঙ্গি, যেন তারা বার্ণবা এবং শৌলের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ দান করা হয়েছে তার প্রতি ঈর্ষা না করেন, বরং আনন্দের সাথে এর প্রতি নিবেদিত থাকেন এবং তাদের জন্য মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করেন; এবং তারা তাদেরকে সকল প্রকার কাজের জন্য প্রেরণ করতে সম্মত হলেন, তারা কোন বিশেষ দেশের কথা চিন্তা করেন নি কিংবা কোন স্থানকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেন নি।

প্রেরিত ১৩:৪-১৩ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:

ক. সুবিখ্যাত সাইপ্রাস দ্বীপে বার্ণবা এবং শৌলের আগমনের একটি সাধারণ বর্ণনা; এবং সম্ভবত এখানে এসে তারা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করেছিলেন, কারণ বার্ণবা সেই দেশেরই একজন অধিবাসী ছিলেন (প্রেরিত ৪:৩৬) এবং তিনি চাচ্ছিলেন যে, তারাই হবে তার প্রথম পরিশ্রমের ফসল, যে দায়িত্ব তিনি এখন লাভ করেছেন তা যেন তিনি পালন করতে পারেন। লক্ষ্য করুন:

১. পবিত্র আত্মা কর্তৃক তাঁদেরকে বাইরে পাঠানো ছিল এক মহান বিষয়, যা তাঁদেরকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিল, পদ ৪। যদি পবিত্র আত্মা তাদেরকে বাইরে

প্রেরণ করেন, তাহলে তিনিও তাঁদের সাথে সাথে যাবেন, তাঁদেরকে শক্তিশালী করবেন, তাঁদেরকে বহন করবেন এবং তাঁদেরকে সাফল্য দান করবেন; এবং তখন তাঁরা আর কোন অপমান বা লোকচক্ষুর ভয় করবেন না, বরং তাঁরা আনন্দের সাথে আন্তিয়খিয়ার ঝড় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে যাত্রাপুস্তক শুরু করলেন, যার কারণে তাঁরা এসে পৌঁছলেন এই শান্ত বন্দরে।

২. তাঁরা সিলুকিয়াতে এসে পৌঁছালেন, যা ছিল সাইপ্রাসের উল্টো দিকে অবস্থিত একটি সমুদ্র বন্দর নগরী এবং সেই দ্বীপে তাঁরা প্রথম যে শহরে গিয়ে পৌঁছালেন তার নাম সালামী, যার অবস্থান ছিল দীপটির পূর্ব দিকে (পদ ৫), আর তখন তারা সেখানে বীজ বপন করলেন এবং সারা দ্বীপ জুড়ে ঘুরে বেড়ালেন (পদ ৬) যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পাফোস এ এলেন, যার অবস্থান ছিল পশ্চিম উপকূলে।

৩. তাঁরা যেখানেই গেলেন সেখানেই ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করলেন, বিশেষ করে যিহূদীদের সমাজ-ঘরে তাঁরা প্রচার করলেন; তাঁরা যিহূদীদের কাছে প্রচার করা বাদ দেন নি, কারণ তাঁরা তাদেরকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তাঁরা তাদেরকে অযিহূদীদের সাথে সাথেই তাদের কাছেও প্রচার করতে লাগলেন; তাঁরা তাদেরকে জড়ো করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা তা করে নি। তাদের মধ্যে একতা ছিল না, কিংবা তারা তাদের অপরিচিতদের কাছে খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রচার করেন নি, বরং তাঁরা তাঁদের শিক্ষা ও মতবাদ সেই সকল সমাজ-ঘরের নেতাদের কাছে প্রকাশ করলেন, যেন তারা প্রথমে এর বিরোধিতা করেন এবং যদি কিছু বলার থাকে তা বলেন। তাঁরা যে আলাদাভাবে কাজ করেছিলেন তা নয়, বরং তাঁরা সমন্বিতভাবে কাজ করছিলেন এবং তাঁদের কাছে সমন্বয় ছিল। তাদেরকে সমাজ-ঘর থেকে চলে যেতে বলা হলে তাঁরা সেখান থেকে চলে যাবেন।

৪. তাঁরা যোহন-মার্ককে তাদের পরিচর্যা কাজের সঙ্গী করেছিলেন এবং তাদের সহকারী হিসেবে রেখেছিলেন। তবে তিনি তাদের সাধারণ দাস বা ভৃত্য ছিলেন না, বরং তিনি ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাপারে তাঁদের সহকারী ছিলেন, হয় তারা যেখানে যেখানে যেতেন তিনি গিয়ে সেখানে তাদের কাজের জন্য সেই স্থান প্রস্তুত করে দিতেন, নতুবা তিনি কোন স্থানে গিয়ে তাঁদের জন্য প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি তাঁদের সহকারী হিসেবে লোকদের সাথে কথা বলতেন এবং তাঁদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বুঝিয়ে বলতেন; বিশেষভাবে কোন একটি অপরিচিত দেশে গিয়ে একজন সহকারী খুবই আবশ্যক, আর সেই কাজটিই যোহন-মার্ক পালন করেছিলেন।

খ. জাদুকর ইলুমার সাথে তাঁদের সংঘাতের একটি বিশেষ বিবরণ, যার সাথে তাঁদের পাফোতে দেখা হয়েছিল, যেখানে গভর্নর বাস করেন; সেই স্থানটি ভেনাস দেবীর উদ্দেশে নির্মিত একটি মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল, এই কারণে এই শহরকে বলা হত পাফিয়ান ভেনাস; আর সেই কারণে সেখানে শয়তানের কার্যক্রম ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মনুষ্যপুত্রের কাজ আরও বেশি করে হওয়া প্রয়োজন ছিল, যাতে করে শয়তানের কাজ ধ্বংস করে দেওয়া যায়।

১. সেখানে সহকারী প্রশাসক ছিলেন, যিনি ছিলেন একজন অযিহূদী, যার নাম ছিল সের্গীয় পৌল, যিনি প্রেরিতদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের বার্তা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই দেশের শাসক রোমীয় সরকারের অধীনস্থ; তিনি ছিলেন একজন প্রোকনসাল বা প্রোপ্রাইটর, যাকে বলা হত সেই দ্বীপের ভূস্বামী। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ও বিবেচক মানুষ, যিনি যুক্তি দ্বারা চলেন এবং কাজ করেন। তিনি কোন ধরনের বিশেষ লোভ লালসা বা পক্ষপাতিত্বের অধীনে ছিলেন না এবং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, তার চরিত্র ছিল বার্ণবা এবং পৌলেরই মত, আর তাই তিনি তাঁদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা যা শুনি তা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, তা আমাদের আরও বেশি করে শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা উচিত। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যদিও তাদেরকে এই মূর্খদের পৃথিবীতে কোন দামই দেওয়া হয় না, কিন্তু তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে জানেন এবং সবসময় তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই চলেন। যদিও তিনি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং সুসমাচারের প্রচারক যে ব্যক্তিরা ছিলেন তারা যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য কেউই ছিলেন না, তথাপি যেহেতু তারা ঈশ্বরের বাণী নিয়ে এসেছিলেন, তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁরা তাকে কী সংবাদ দেন এবং যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

২. সেখানে ছিল ইলুমা, একজন যিহূদী, একজন জাদুকর, যে তাঁদের প্রতি বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁদের কাজে যত প্রকার বাধা সৃষ্টি করা যায় তা করেছিল। এর ফলে প্রেরিতদের অযিহূদীদের দিকে ফেরার একটি সুন্দর যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হল, কারণ যিহূদীরা তাঁদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত ছিল।

(১) এই ইলুমা ছিল একজন ভণ্ড মায়াবী, যে এই ভান করতো যে, তার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বলার বর রয়েছে, সে ছিল একজন জাদুকর, একজন মিথ্যে বা ভণ্ড ভাববাদী, সে ছিল এমন একজন যে কি না স্বর্গীয় বিদ্যা রপ্ত করেছিল এবং সে সেই বিদ্যার অপব্যবহার করার কারণে সেই জ্ঞান ভ্রষ্ট হয়েছে। আর এখন সে তার সেই ভ্রষ্ট জ্ঞান দিয়ে শয়তানের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করছে; তার নাম ছিল বর-যীশু– যিহোশূয়ের পুত্র; এই নামের অর্থ হচ্ছে পরিত্রাণের পুত্র; কিন্তু সিরিয়াক ভাষায় তার নাম ছিল বার শোমা, গর্বের পুত্র; *filius inflationis*– অহঙ্কারের পুত্র।

(২) সে রাজসভায় উপস্থিত ছিল, সে ছিল শাসনকর্তা সের্গীয়ের বন্ধু। আমরা এমনটা দেখতে পাই না যে, শাসনকর্তা তাকে ডেকেছিলেন কি না, যেভাবে তিনি বার্ণবা এবং শৌলকে ডেকেছিলেন; কিন্তু সে নিজেই সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে এসেছিল এবং এতে করে কোন সন্দেহ নেই যে, সে এখান থেকে তার ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে টাকা আয় করার চিন্তা করছিল।

(৩) সে বার্ণবা এবং শৌলের বিরোধিতা করতে শুরু করলো, যেভাবে মিসরে ফরৌণের রাজ দরবারে ফরৌণের জাদুকরেরা মোশি এবং হারোণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, ২ তীমথিয়

৩:৮। সে নিজেকে স্বর্গ থেকে আগত একজন দূত হিসেবে দেখিয়েছিল এবং তাঁরা যে প্রকৃতপক্ষে সেই দূত, এ কথা মানতে সে নারাজ ছিল। আর এভাবেই সে শাসনকর্তাকে তার বিশ্বাস থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিল (পদ ৮), সে চেয়েছিল যেন তিনি সুসমাচার গ্রহণ না করেন, কারণ সে দেখেছিল যে, তিনি তা গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছুক হয়েছেন। লক্ষ্য করুন, শয়তান বিশেষভাবে মহান ব্যক্তি এবং তাদের ক্ষমতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে যেন তাদেরকে ধার্মিক হওয়া থেকে সরিয়ে রাখা যায়; কারণ সে জানে যে, তাদের উদাহরণ ভাল হোক আর মন্দ হোক, তা অনেকের উপরে প্রভাব ফেলবে। আর যে কেউ যে কোন দিক থেকে লোকদের প্রতি খ্রীষ্টের সত্য এবং পথকে দূরে সরিয়ে রাখে, তারা শয়তানের হয়ে কাজ করে।

(৪) শৌল (যাকে এই প্রথমবারের মত এখানে পৌল নামে ডাকা হল) এক পবিত্র ইচ্ছা সহকারে এই বিষয়ে তার সাথে কথা বললেন। শৌল, যাকে পৌল নামেও ডাকা হত, পদ ৯। তাঁর নাম ছিল শৌল, কারণ তিনি ছিলেন একজন ইব্রীয় এবং বিন্যামীন বংশীয়; পৌলও তাঁর নাম ছিল যেহেতু তিনি একজন রোমীয় নাগরিক ছিলেন। এই কারণে যখন তিনি যিহূদীদের মধ্যে ছিলেন তখন আমরা তাঁকে শৌল নামে ডাকতে শুনি, কিন্তু এখন, যেহেতু তাঁকে অযিহূদী পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, তাই তাঁকে তাঁর রোমীয় নামে, ডাকা হয়েছে, যাতে রোমীয় নগরগুলোতে তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করা যায়, কারণ সেখানে পৌল এক অতি পরিচিত নাম ছিল। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, সের্গীয় পৌলকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে নিবদ্ধ করার আগ পর্যন্ত তাঁর নাম পৌল ছিল না এবং তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচারের এই বিজয়ের ঘটনা স্মরণীয় করে রাখতে পৌল নামটি গ্রহণ করেন; কিংবা হতে পারে সের্গীয় পৌল নিজেই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য এই নামটি দিয়েছিলেন, যেভাবে ভেসপাসিয়ান যিহূদী যোসেফাসকে তার ফ্ল্যাভিয়াস নামটি দিয়েছিলেন। এখন পৌলের ব্যাপারে এখানে বলা হচ্ছে যে,:

[১] তিনি এই ঘটনায় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছিলেন, তিনি খ্রীষ্টে এক ঘোষিত শত্রুর বিপক্ষে এক পবিত্র উদ্দেশ্য সহকারে নিজেকে নিবদ্ধ করেছিলেন, যা ছিল পবিত্র আত্মার অনুগ্রহগুলোর একটি– জ্বলন্ত আত্মা; এটি ছিল তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধকে প্রশমিত করার ক্ষমতায় পূর্ণ, যা ছিল পবিত্র আত্মার অনেক দানগুলোর একটি– বিচারের আত্মা। তিনি তার অন্তরের মাঝে সাধারণের চেয়ে আরও বেশি কিছু অনুভব করেছিলেন, যেভাবে ভাববাদীরা করেছেন, যখন তারা ঈশ্বরের দেয়া দানে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছেন (মীখা ৩:৮) এবং আরেকজন ভাববাদী, যখন তার চেহারা কঠিন করে তোলা হয়েছিল (নহিমিয় ৩:৯) এবং আরেকজন যখন তার মুখ হয়েছিল ধারালো তলোয়ারের মত, যিশাইয় ৪৯:২। পৌল যা বলেছিলেন তা কোন ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে আসে নি, বরং তা এসেছে এক দৃঢ় চেতনা থেকে, যা পবিত্র আত্মা তাঁর আত্মার মাঝে স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

[২] তিনি তার প্রতি দৃষ্টি দিলেন, যাতে করে তাকে তিনি প্রতিহত করতে পারেন, তাকে এক পবিত্র সাহসিকতা দেখাতে পারেন এবং তার মন্দ বাসনাকে ব্যাহত করতে পারেন।

তিনি তার উপরে চোখ রাখলেন বলতে এমনটা বোঝানো হতে পারে যে, হৃদয়ে অনুসন্ধানকারী ঈশ্বরের চোখ তার উপরে ছিল এবং তিনি তার ভেতর দেখতে পেয়েছিলেন; শুধু তাই নয়, ঈশ্বরের মুখও তার বিপক্ষে ছিল, গীতসংহিতা ৩৪:১৬। তিনি তার উপরে তাঁর দৃষ্টি স্থির করেছিলেন, যাতে করে তিনি দেখতে পান যে, সে এ যাবৎ যা করেছে তার জন্য তার অন্তরে কোন ধরনের অনুশোচনা আছে কি না; কারণ যদি তার মাঝে সামান্য কম হলেও অনুশোচনার ছাপ থাকে, তাহলে তার ধ্বংস থেকে সে রক্ষা পাবে।

[৩] তিনি তাকে তার প্রকৃত চরিত্রের কথা প্রকাশ করলেন, তবে নিজ ভাষায় নয়, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে, যিনি প্রত্যেক মানুষকে তাদের নিজেদের চেয়েও ভালভাবে চেনেন, পদ ১০। তিনি তাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

প্রথমত, নরকের একজন প্রতিনিধি; এবং এ ধরনের মানুষ পৃথিবীতে আগে থেকেই আছে (নারীর সন্তান এবং সাপের বংশের মধ্যকার লড়াইয়ের অবস্থান), কয়িনের সময় থেকে, যে ছিল মন্দ জন, মূর্তিমান শয়তান, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল, কারণ তার কাজের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তার কাজ শয়তানের কাজ এবং তার ভাইয়ের কাজ ছিল ধার্মিকতার কাজ। এই ইলুমা, যদিও তাকে ডাকা হত বর যীশু– যীশুর সন্তান নামে, তথাপি সে ছিল সত্যিকার অর্থেই শয়তানের সন্তান, সে শয়তানের প্রতিমূর্তি ধারণ করতো, তার সকল লালসা ধারণ করতো এবং তার সকল ইচ্ছা ও পরিকল্পনা পূর্ণ করতো, যোহন ৮:৪৪। দু'টি বিষয়ের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে শয়তানের সন্তান হিসেবে প্রমাণ দিয়েছিল এবং তার পিতার কাজকে সে তার পাথেয় হিসেবে প্রমাণিত করেছিল:-

১. চাতুরির মধ্য দিয়ে। সাপ ছিল অন্য যে কেনা জীব-জন্তুর চেয়ে বেশি চালাক (আদিপুস্তক ৩:১) এবং ইলুমা যদিও সকল জ্ঞান থেকে বিচ্যুত ছিল, তথাপি সে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার এবং মানুষের সাথে চালাকি করার মত সকল প্রকার বুদ্ধিতে পরিপক্ক ছিল এবং সে খুব সহজে মানুষকে বোকা বানাতে পারতো।

২. মন্দতার মধ্য দিয়ে। তার মধ্যে পূর্ণ ছিল সকল প্রকার ভুল ভ্রান্তি– সে ছিল একজন মন্দ চরিত্রের মানুষ এবং ঈশ্বর ও মঙ্গলময়তার বিপক্ষে এক চরম শত্রু। লক্ষ্য করুন, ধূর্ততা এবং মন্দ কাজ এই দু'টি বিষয় কোন মানুষের মাঝে থাকলে সে অবশ্যম্ভাবীভাবে শয়তানের একজন সন্তানে রূপ নেয়।

দ্বিতীয়ত, সে ছিল স্বর্গের প্রতি একজন বিরোধিতাকারী। যদি সে শয়তানের সন্তান হয়েই থাকে, তাহলে এর অর্থ অবশ্যই এই দাঁড়ায় যে, সে সকল ধার্মিকতার শত্রু, কারণ শয়তান নিজেও তাই। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদের শত্রু, তারা সকল ধার্মিকতারও শত্রু, কারণ এখানেই সকল ধার্মিকতা একীভূত হয়েছে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

[৪] তিনি তার উপরে তার বর্তমান অপরাধের জন্য অভিযোগ আনলেন এবং এর জন্য তাকে অভিযুক্ত করলেন: "হে সর্বপ্রকার ছলে ও সর্বপ্রকার দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ শয়তানের সন্তান, সর্বপ্রকার ধার্মিকতার দুশমন, তুমি প্রভুর সরল পথকে বক্র করতে কি ক্ষান্ত হবে

না? তুমি কি ঈশ্বরের বাক্যের ভুল ব্যাখ্যা করা, তার উপরে মিথ্যে রং চড়ানো এবং লোকদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে নিরুৎসাহিত করা থেকে মন ফেরাবে না?” লক্ষ্য করুন:

প্রথমত, প্রভুর পথ সরল: তাঁর সবই সম্পূর্ণ সঠিক এবং যথোপযুক্ত। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পথ সরল, যা স্বর্গ এবং সুখের একমাত্র পথ।

দ্বিতীয়ত, এমন অনেকে আছে যারা এই সরল পথকে বক্র করে, বিকৃত করে, যারা নিজেরা তো এই পথ থেকে সরে যায়ই (যেমন ইলীহূর অনুশোচনাকারী, যে স্বীকার করেছিল যে, আমি তা বক্র করেছি, তা সরল ছিল এবং তা আমাকে সুফল দেয় নি), সেই সাথে তারা অন্যদেরকেও ভুল দিক নির্দেশনা দিয়েছে এবং তারা এই পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন এই পথের বিরুদ্ধে অন্যায্য সিদ্ধান্ত নেয়: যেন খ্রীষ্টের শিক্ষা অস্পষ্ট এবং ঝুঁকিপূর্ণ, খ্রীষ্টের আইন যেন অযৌক্তিক এবং অপ্রায়োগিক এবং খ্রীষ্টের সেবা কাজ অসন্তোষজনক এবং অলাভজনক, যা প্রভুর সঠিক ও সরল পথকে অন্যায্যভাবে বিকৃত করে এবং তাকে বক্র পথে রূপান্তরিত করে।

তৃতীয়ত, যারা প্রভুর সরল পথকে বক্র করে, তারা সাধারণত এই কাজে খুবই মনোযোগী থাকে, যদিও তাদের সামনে এই মন্দ কাজই ন্যায্য কাজ বলে প্রতীয়মান হয়, তথাপি তারা তা থেকে বিরত হয় না। *Etsi suaseris, non persuaseris*– তুমি পরামর্শ দিতে পার, কিন্তু কখনোই তোমার মতামত গ্রহণ করা হবে না; তারা তাদের নিজেদের পথে চলতেই পছন্দ করে; তারা অপরিচিত লোকদেরকে ভালবাসে এবং তাদের পিছনে চলতে পছন্দ করে।

[৫] সে তার উপরে ঈশ্বরের বিচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার বর্তমান অন্ধত্বের কারণে (পদ ১১): “এখন দেখ, প্রভুর হস্ত তোমার উপরে রয়েছে, তাঁর ধার্মিকতার হাত। ঈশ্বর এখন তোমার উপরে তাঁর হস্তার্পণ করতে যাচ্ছেন এবং তিনি তোমাকে বন্দী করবেন, কারণ তুমি তাঁর বিরুদ্ধে হাত উঠেয়েছ; তুমি অন্ধ হবে, কিছুকাল সূর্য দেখতে পাবে না।” এই কাজটির উদ্দেশ্য ছিল একই সাথে তার অপরাধের প্রমাণ করা, কারণ এটি ছিল এমন একটি আশ্চর্য কাজ যা প্রভুর সঠিক পথকে প্রকাশ করে এবং ক্রমান্বয়ে তা দেখায় যে, তার ভেতরে যে মন্দতা আছে তা তাকে এই বিকৃতি থেকে সরে আসতে বাধা দিচ্ছে, সেই সাথে তাকে তার অপরাধের জন্যও শাস্তি পেতে হবে। এটি ছিল একটি যথোপযুক্ত শাস্তি; সে তার চোখ বন্ধ করেছে, তার মনের চোখ, সুসমাচারের আলোর বিপক্ষে, আর সেই কারণে এখন ন্যায্যভাবেই তার দেহের চোখকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে যেন সে সূর্যকে দেখতে না পায়। সে শাসনকর্তাকে অন্ধ করে রাখতে চেয়েছিল (যা এই পৃথিবীর দেবতার প্রতিনিধি করে থাকে, যে তাদের মনকে অন্ধ করে রাখে, যারা এ কথা বিশ্বাস করে না, পাছে সুসমাচারের আলো তাদের ভেতরে কিরণ দেয়, ২ করিন্থীয় ৪:৪), আর সেই কারণে সে নিজেই আঘাত পেয়ে অন্ধ হয়ে গেল। তথাপি এটি ছিল অতি মৃদু এক শাস্তি: তাকে শুধুমাত্র অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যখন তাকে ন্যায্যভাবেই আঘাত করে মেরে ফেলা

উচিত ছিল; আর এটি কেবলমাত্র কিছু সময়ের জন্য করা হয়েছিল; যদিও সে অনুশোচনা করে এবং ঈশ্বরকে গৌরব ও মহিমা দেয়, অন্তর থেকে মন পরিবর্তন করে, তাহলে অবশ্যই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া হবে; শুধু তাই নয়, আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পারি যে, যদিও তিনি তা করেন নি, তথাপি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, যাতে করে সে অনুশোচনা করে এবং ঈশ্বরের বিচার ও তার করুণার অধীনে আসতে পারে।

[৬] এই বিচারের রায় তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছিল: আর অমনি কুজ্‌ঝটিকা ও অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করলো, যেভাবে ভাববাদী এলিয়কে নির্যাতন করার সময় সাদুমীয়দের উপরে এসেছিল। এর ফলে সে বর্তমান সময়ের জন্য নিশ্চুপ হল, সে দ্বিধায় পরিপূর্ণ হল এবং সে খ্রীষ্টের শিক্ষা সম্পর্কে যা কিছু বলেছে তাতে সে কার্যকরভাবে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লো। সে আর এমন ভান না করুক যে, সে শাসনকর্তার বিবেকের পথ প্রদর্শক, কারণ সে নিজেই তো অন্ধ। এটি ছিল তার জন্য আরও বড় এক সুযোগ যেন সে অনুশোচনা করে মন পরিবর্তন করে; কারণ সে সেই সমস্ত পথভ্রষ্ট তারকাদের একজন ছিল, যাকে চিরকালের জন্য কালো অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে, যিহূদা ১৩। ইলুমা নিজে এই আশ্চর্য কাজের সত্যতা ঘোষণা করেছিল, যখন সে তাকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে খুঁজছিল; এবং এখন তার সেই সমস্ত ছল চাতুরি এবং জাদুর কেরামতি কোথায়, যার উপরে তার এত গর্ব ছিল? এখন সে এমন কোন বন্ধু বা সহৃদয় ব্যক্তিকেও খুঁজে পাচ্ছে না যে তাকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে!

৩. ইলুমা শাসনকর্তাকে তার বিশ্বাস থেকে ফিরে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও তিনি বিশ্বাস করলেন এবং এই আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছিল সেই জাদুকরের উপরেই (যেভাবে মিসরে ঘটেছিল, যাতে করে তারা মোশির সামনে দাঁড়াতে না পারে, যাত্রাপুস্তক ৯:১১), সে এতে বাধা দান করেছে। শাসনকর্তা ছিলেন একজন অতি সংবেদনশীল মানুষ এবং তিনি অদ্ভুত কোন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেটি তার কাছে স্বর্গীয় প্রকাশ হিসবে দেখা দিয়েছিল।

(১) পৌলের প্রচারের মধ্য দিয়ে: তিনি প্রভুর শিক্ষা শুনতে পেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট– এই শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই এসেছে, তিনি পিতার বিষয়ে কিছু আবিষ্কার করেছিলেন– তাঁর বিষয়েই এই শিক্ষা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রকৃতি, তাঁর পদ, তাঁর দায়িত্ব এই সকল কিছু। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিক্ষা অত্যন্ত বিস্ময়কর; এবং আমরা এর সম্পর্কে আরও যত বেশি করে জানবো, ততই আমরা আরও বেশি বিস্মিত হব এবং এতে আশ্চর্য হব।

(২) আশ্চর্য কাজটির মধ্য দিয়ে: যখন তিনি দেখলেন যে, কী ধরনের কাজ সাধিত হয়েছে এবং পৌলের শক্তি কীভাবে ঐ জাদুকরের উপরে প্রভাব খাটিয়েছে এবং কতটা স্পষ্টভাবে ইলুমা পরাজিত হল এবং বন্দী হল, তখন তিনি বিশ্বাস করলেন। এমনটি বলা হয় নি যে, তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি পূর্ণভাবে মন পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু এটি সম্ভবত সত্যি যে, তিনি তা করেছিলেন। পৌল নিশ্চয়ই তাঁর কাজ অর্ধেক করে চলে

আসবেন না; ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তাঁর কাজ পরিপূর্ণ। যখন তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হলেন, তখন তিনি তার শাসনকর্তার পদ ত্যাগ করলেন না, কিংবা তিনি এর থেকে মন ফিরিয়েও নিলেন না, কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি হয়েছিলেন একজন খ্রীষ্টান শাসক, তার প্রভাবে এবং তার প্রেরণায় সেই দ্বীপে বহু মানুষ খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহী হয়েছিল। রোমীয় মণ্ডলীর প্রথা বা চর্চা, অর্থাৎ প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বিশপ নির্ধারণের যে প্রক্রিয়া তা আমরা এখানে পুরো প্রেরিত পুস্তক জুড়ে দেখতে পাই, কারণ এই সের্গীয় পৌল ছিলেন ফ্রান্সের নার্বোন এর বিশপ, পৌল তাকে সেখানে রেখে স্পেনে যাত্রাপুস্তক শুরু করেন।

গ. সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে তাঁদের প্রস্থান। এটি খুব সম্ভব যে, যে পরিমাণ কাজের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ তাঁরা করেছিলেন সেখানে, যেখানে কেবলমাত্র একটি কাজের বর্ণনা দেওয়া আছে, যা খুবই অসাধারণ একটি কাজ– একজন শাসনকর্তার মন পরিবর্তন। যখন তাঁরা তাঁদের যে কাজ করার কথা ছিল তা করা শেষ করলেন, সে সময়:--

১. তারা সেই দেশ ত্যাগ করলেন এবং পর্গায় চলে গেলেন। যারা যারা সেখানে গিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন পৌল এবং তাঁর সঙ্গীরা, যা দ্বারা খুব সম্ভবত বোঝানো হয়েছে যে, তাদের সঙ্গীদের সংখ্যা সাইপ্রাসে এসে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, অনেকেই তাঁর সাথে সঙ্গী হিসেবে যেতে চেয়েছিল। ***Anachthentes hoi peri ton Paulon***– যারা পাফোস থেকে পৌলের সঙ্গে সঙ্গে ছিল, যা দ্বারা এ কথা বোঝায় যে, তিনিও সেখানে গিয়েছিলেন; কিন্তু এখন তাঁর প্রতি তার বন্ধুদের ভালবাসা এতটাই বেড়ে গেছে যে, তারা সবসময় তাঁর সাথে সাথে থাকতে চান এবং তাদের ইচ্ছা হচ্ছে তারা কখনো তাঁকে ছেড়ে দূরে সরে যাবেন না।

২. যোহন-মার্ক তাদেরকে অনুসরণ করা বন্ধ করলেন এবং যিরূশালেমে ফিরে গেলেন, সেটা পৌল কিংবা বার্ণবার অগোচরে; তিনি হয়তো বা এই কাজ পছন্দ করেন নি কিংবা তিনি সেখানে গিয়ে তার মাকে দেখতে চেয়েছিলেন। এটি ছিল তারই ভুল এবং আমরা সে সম্পর্কে এরপরে দেখতে পাব।

প্রেরিত ১৩:১৪-৪১ পদ

পাম্ফুলিয়ার পর্গা ছিল এক উল্লেখযোগ্য স্থান, বিশেষ করে সেখানে দেবী ডায়ানার উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তথাপি তা কোন ক্রমেই সেখানে পৌল এবং বার্ণবা যে কাজ করেছিলেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, তাঁরা সেখানে কেবলমাত্র গিয়েছেন (পদ ১৩) এবং তখনই তাঁরা সেখান থেকে চলে গেছেন (পদ ১৪)। কিন্তু এই প্রেরিতদের যাত্রার ইতিহাসও যীশু খ্রীষ্টের ইতিহাসের মত ব্যাপক বিস্তৃত ছিল, যা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা এক কথায় অসম্ভব ছিল, কারণ এর সমস্ত কিছু যদি লেখা হত, তাহলে এত বই হত যে, সমস্ত পৃথিবীতেও এর জায়গা হত না। কিন্তু এরপরে আমরা তাঁদেরকে যে স্থানটিতে

দেখতে পাই সেই স্থানটি ছিল আরেকটি আন্তিয়খিয়া, যাকে বলা হত পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়া, যাতে করে এতে সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া থেকে আলাদা করে চেনা যায়। পিষিদিয়া ছিল নিম্ন এশিয়ার একটি প্রদেশ, যার সীমান্তবর্তী প্রদেশ ছিল পাম্ফুলিয়া; এই আন্তিয়খিয়া ছিল অনেকটা এর রাজধানীর মত। এখানে প্রচুর পরিমাণে যিহূদী বাস করতো এবং তাদের কাছে এই প্রথম বারের মত সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে; এবং পৌলের যে প্রচার তাদের কাছে করা হয়েছিল তা আমরা এই পদগুলোতে দেখতে পাই, যা অনেকটা সাধার-ণত যিহূদীদের কাছে প্রেরিতগণ যে প্রচার করতেন তার সারাংশের মত; কারণ তাদের কাছে প্রচার করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে নতুন নিয়ম নিয়ে কথা বলা, যা তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, যা পুরাতন নিয়মের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মিলযুক্ত, যা তারা শুধু গ্রহণই করে নি, সেই সাথে তারা এর জন্য আগ্রহীও ছিল। আমরা এখানে দেখতে পাই:

ক. আন্তিয়খিয়ার যিহূদীদের ধর্মীয় সমাবেশের মধ্যে পৌল এবং বার্ণবার আবির্ভাব, পদ ১৪। যদিও তাঁরা এর আগে একজন রোমীয় শাসনকর্তার কাছে এমন মহান সুসমাচার বহন করে নিয়ে গেছেন, তথাপি যখন তারা আন্তিয়খিয়াতে এলেন, তখন তাঁরা আর কোন শাসনকর্তার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ করলেন না, কিংবা তাঁরা তার সাথে গিয়ে দেখা করলেন না, বরং তাঁরা এসে যিহূদীদের কাছে নিজেদেরকে প্রকাশ করলেন, যা যিহূদীদের প্রতি তাঁদের শুভ কামনা এবং ভালবাসার প্রকাশ।

১. তাঁরা তাঁদের উপাসনা করার সময়টিকে পালন করলেন এবং সম্মান জানালেন, যিহূদীদের বিশ্রাম বারকে। তাঁরা সপ্তাহের প্রথম দিনটি একত্রে পালন করতেন, যাকে খ্রীষ্টান বিশ্রামবার বলা যায়। কিন্তু যদি তাঁরা যিহূদীদের সাথে দেখা করেন, তাহলে বলা যায় যে, তাঁরা এক সাথে সেই দিনটি পালন করতে চেয়েছিলেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, যদিও খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যবস্থার আইনের বিলুপ্তি ঘটেছে, তথাপি যিরূশালেমের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এর কবর রচিত হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়েছিল; আর সেই কারণে যদিও চতুর্থ আদেশের নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টান বিশ্রামবারের প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছিল, তথাপি যিহূদীদের বিশ্রামবার পালনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে যোগ দান করার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করা হয় নি।

২. তারা তাদের মন্দিরে তাদের সাথে দেখা করলেন, তাদের সমাজ-ঘরে। লক্ষ্য করুন, ভাবগাম্ভীর্য্য পূর্ণ সমাবেশে একত্রিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্রামবার পালন করা উচিত; তা মূলত জনগণের সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। বিশ্রামবার একটি সাধারণ পবিত্র ছুটির দিন, আর সেই কারণে সেই দিনে বিশেষ কোন ভারী কাজ করা হত না। পৌল এবং বার্ণবা ছিলেন অপরিচিত ব্যক্তি; কিন্তু যেখানেই আমরা যাই না কেন, সেখানে গিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বিশ্বস্ত উপাসনাকারীদের খোঁজ করতে হবে এবং তাদের সাথে যোগ দান করতে হবে (যেভাবে প্রেরিতগণ এখানে করেছেন), যেভাবে অনেক ব্যক্তি সকল সাধু ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সর্বদা চেষ্টা করেন; যদিও তারা আগন্তুক ও অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তারা সেখানকার মন্দিরে গেছেন এবং

সেখানে অংশ গ্রহণ করেছেন। জনসমাগম স্থলে উপাসনা যেখানে হয় সেখানে অবশ্যই অংশ নেওয়া উচিত, এমন কি সবচেয়ে হত দরিদ্র ব্যক্তিটিও যদি সেই উপাসনায় অংশ নিতে আসে তথাপিও তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়; কারণ যাদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, তাদের মধ্যেও অনেকের আত্মা ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান হতে পারে, কারণ আমরা দান কার্যের প্রতি দায়বদ্ধ।

খ. তাঁদেরকে সেখানে প্রচার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল।

১. সেখানে সমাজ-ঘরের স্বাভাবিক উপাসনা কর্মসূচি পালিত হচ্ছিল (পদ ১৫): ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের কথা সেখানে প্রস্তুত ছিল, সেখানে এর প্রত্যেক অংশই উপস্থিত ছিল, সেই দিনের শিক্ষা সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য একত্রিত হই, সে সময় আমাদেরকে শুধুমাত্র প্রার্থনা এবং প্রশংসা করলে চলবে না, কিন্তু সেই সাথে ঈশ্বরের বাক্যও পাঠ করতে হবে এবং তা শ্রবণ করতে হবে; এখানেই আমরা তাঁকে তাঁর নামে গৌরব ও মহিমা প্রদান করি, আমাদের প্রভু এবং আমাদের আইন প্রণেতা হিসেবে।

২. যখন তা পরিপূর্ণ হল, সে সময় তাদেরকে সমাজ-ঘরের নেতারা এই অনুরোধ করলেন যেন তাঁরা সেখানে প্রচার করেন (পদ ১৫): তাঁরা তাদের কাছে এই কথা বলে অনুরোধ করলেন এবং তাদেরকে সম্মান প্রদান করলেন, ভাইয়েরা লোকদের কাছে যদি আপনাদের কোন উপদেশ থাকে, বলুন। সম্ভবত সেই সমাজ-ঘরের শাসকদের সাথে তাঁদের এর আগে দেখা হয়েছিল এবং সম্ভবত তাদের মধ্যে এর আগে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা হয়েছিল; এবং যদি তাদের সুসমাচারের প্রতি কোন ধরনের আকর্ষণ না থাকে, তাহলে খুব সম্ভব যে, তাদের মধ্যে পৌলের প্রচার শোনার জন্য বিশেষ কৌতূহল ছিল; আর সেই কারণেই তারা শুধুমাত্র তাঁকে এই প্রচার করার জন্য অনুমতিই দেন নি, সেই সাথে তারা তাঁর কাছে অনুমতি চেয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন যেন তিনি লোকদের সাথে কথা বলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) শুধুমাত্র গণ সমাবেশে লোকদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করে শোনানোই যথেষ্ট নয়, বরং তাদেরকে অবশ্যই এর নিগূঢ় অর্থ বুঝতে হবে এবং লোকদেরকে তা বোঝাতে হবে। এটি হচ্ছে মাছ ধরার জাল ছড়িয়ে দেওয়ার মত, যার মধ্য দিয়ে লোকদেরকে টেনে আনা যায়। এর মধ্য দিয়ে লোকদেরকে সেই কাজ করতে শিক্ষা দেওয়া যায় যা করা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক এবং এটি তাদের জন্য লাভজনক হয়, আর এভাবেই তারা বুঝতে পারে যে, কোনটি তাদের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসে এবং তারা তা তাদের জীবনে প্রয়োগ করে।

(২) যারা বিশেষ পর্বে উপবিষ্ট রয়েছে এবং যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, বিশেষ করে যারা গণ জমায়েতের সভাপতিত্ব করেন, তাদেরকে অবশ্যই এমন কিছু কথা লোকদের উদ্দেশে বলতে হয়, যাতে করে তারা উৎসাহিত এবং আনন্দিত হয়।

(৩) অনেক সময় একজন অপরিচিত প্রচারকের কাছ থেকে শোনা একটি উৎসাহমূলক কথা লোকদের জন্য অত্যন্ত সুফলজনক হতে পারে। এমনটিই হয়েছিল পৌলের ক্ষেত্রে, যখন তিনি সমাজ-ঘরের নেতার আহ্বানে সেখানে প্রচার করতে গেলেন; কারণ তিনি অনেক সময় দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করার পরেও ঈশ্বরে সাহসী হয়ে অতিশয় প্রাণপণে প্রচার করেছেন, ১ থিষলনীকীয় ২:২। কিন্তু এই সমাজ-ঘরের নেতা অন্যান্য সমাজ-ঘরের নেতাদের চাইতের তাদের প্রতি অত্যন্ত মহৎ এবং দয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

গ. পৌল যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন সেই সমাজ-ঘরে, সেই সমাজ-ঘরের নেতাদের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে তিনি সেখানে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি আনন্দের সাথে তাঁকে সেখানে যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করার জন্য যে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং তাঁর দেশীয় যিহূদী ভাইদের কাছে যে প্রচার করার সুবর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তিনি তাদের কাছে এ জন্য কোন বিরোধিতা করেন নি যে, তিনি ছিলেন একজন আগন্তুক, যাতে করে তিনি যিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি এমনভাবে সামনে আসলেন যেন তিনি আগে থেকেই কথা বলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং তিনি তাদের আহ্বান জানালেন, যাতে করে তিনি লোকদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে পারেন। তিনি তাঁর হাত নাড়লেন একজন ভবিষ্যদ্বক্তার মত করে, তিনি শুধুমাত্র লোকদেরকে নীরব করিয়ে দিয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান নি, বরং তিনি চেয়েছেন তাদের কাছ থেকে ভালবাসা এবং আনুকূল্য পেতে এবং নিজেকে এর জন্য ব্যাগ্র দেখাতে। সম্ভবত তারা যেহেতু ভ্রমণের মাঝখানে এই স্থানে থেকে এই সমাজ-ঘরে প্রচার করতে এসেছিলেন, সেই কারণে যারা সমাজ-ঘরে ছিলেন তারা অনেকেই পৌলের প্রচার বন্ধ করার জন্য সমাজ-ঘরের নেতাকে গিয়ে অনুযোগ করছিলেন এবং সেই কারণে লোকদের মধ্যে গোলমাল এবং হই হট্টগোল বেড়ে গিয়েছিল, যা দেখে পৌল তাঁর হাত উঠিয়ে তাদেরকে থামাতে চেয়েছিলেন; এবং সেই সাথে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তাদের প্রতি সম্বোধন করেছিলেন: "ইস্রায়েলের লোকেরা, যারা জন্ম সূত্রে যিহূদী এবং যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, যারা যিহূদী ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, তারা কান দিন; আমি আপনাদের একটুখানি মনোযোগ চাই, কারণ আমার আপনাদেরকে বলার কিছু আছে যা আপনাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি নিয়ে আসবে এবং তা বৃথা যাবে না।" এখন এই চমৎকার বাণী-প্রচারটি এই পদগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে করে এটি দেখানো যায় যে, যারা অযিহূদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন তারা প্রথমত যিহূদীদের কাছে সর্ব শক্তি দিয়ে এবং সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে প্রচার করার আগ পর্যন্ত অযিহূদীদের কাছে প্রচার করেন নি, আর এখন তারা প্রথমে অযিহূদীদের কাছে প্রচার করার আগে যিহূদীদেরকে এর সুফল গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন; এবং তাদের যিহূদী জাতি বা ধর্মের প্রতি আদৌ কোন বিদ্বেষ নেই এবং তারা এমন কোন আশাও করেন না যে, তা ধ্বংস হয়ে যাক, বরং তাঁরা চান যে, তারা ফিরে আসুক, মন পরিবর্তন করুক এবং জীবন লাভ করুক। সব কিছুই এই প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, যেন সঠিকভাবে বিচার বা বিবেচনা করে এই যিহূদীরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে এবং প্রচারের মধ্য দিয়ে যেন যিহূদীদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের অকৃত্রিম ভালবাসা

এবং দয়ার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ পায়, যেন তাদের মাঝে যীশুকে প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়ার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা যায়।

১. তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা বলে উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে তিনি তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্কে জড়িয়েছেন এবং যাদের জন্য তিনি মহান মহান কাজ সাধন করেছেন। সম্ভবত ছড়িয়ে পড়া যিহূদীরা যারা অন্যান্য দেশে বসবাস করতো, তাদের অন্য জাতির সাথে মিশে যাওয়ার ভয় ছিল, কারণ তারা তাদের বিশেষত্ব নিয়ে মূল ভূখণ্ডের যিহূদীদের চেয়ে আরও বেশি খুঁতখুতে ছিল; আর সেই কারণে পৌল এখানে তাদেরকে সম্বোধন করার ব্যাপারে এবং তাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, যাতে করে তারা অসম্মানিত বোধ না করে।

(১) বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র পৃথিবীর ঈশ্বর বলতে সমগ্র ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে বোঝানো হত, যে ঈশ্বর তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি তাদের সামনে তাঁর অন্তর এবং ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যাতে করে তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন যে, এই অনুগ্রহ এবং দান তিনি আর কোন মানুষ বা জাতির কাছে প্রকাশ করেন নি; সেই কারণে এখানে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং সকলের চেয়ে বেশি সম্মানিত হিসেবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, তাদের সকল প্রতিবেশী জাতির চেয়ে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন এবং মূল্যবান হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তাদের প্রতি বিশেষ প্রতিজ্ঞা এবং বিশেষ চুক্তি স্থাপিত হয়েছে।

(২) তিনি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে তাঁর বন্ধু করেছিলেন: অব্রাহামকে বলা হত ঈশ্বরের বন্ধু; তাঁরা ছিলেন তাঁর ভাববাদী, যাদের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের কাছে এবং তাঁর মণ্ডলীতে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করতেন এবং তিনি তাদেরকে মণ্ডলীর চুক্তির রক্ষাকর্তা হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে এই সকল কথা মনে করিয়ে দিলেন, যাতে করে তারা এ কথা বুঝতে পারেন যে, কেন ঈশ্বর তাদেরকে এত অনুগ্রহ দান করেছেন, যদিও তারা ভুল কাজ করেছে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, কিন্তু এর কারণ হচ্ছে, তিনি তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, দ্বি. বি. ৮:৭, ৮। তাদেরকে পিতা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতেন, রোমীয় ১১:২৮।

(৩) তিনি সেই জাতিকে উচ্চীকৃত করেছিলেন এবং তিনি তাদের উপরে মহা সম্মান আরোপ করেছিলেন, তিনি তাদেরকে একটি জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তাদেরকে শূন্য থেকে উৎপন্ন করেছিলেন, যখন তারা বিদেশী হিসেবে মিসরে দাসী করেছিল এবং তাদের মধ্যে এই স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ করার মত কিছুই ছিল না। তারা শুধু এই কথা স্মরণ করেছিল এবং এই কথা জেনেছিল যে, ঈশ্বর কখনও কারও কাছে ঋণী থাকেন না; কারণ এটি ছিল *ex mero motu*– তিনি তাঁর আনন্দের জন্য এই কাজ করেছিলেন এবং কোন মূল্য বিচার করে নয়, যাতে করে এমন বলতে হয় যে, তিনি তাদেরকে এই দান মঞ্জুর করেছেন। বরং ঈশ্বর নিজেই তাদেরকে এই দান দিয়েছেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে এই দান প্রদানের জন্য বেছে নিয়ে কোন ভুল করেন নি, কিন্তু তারা ছিল

তাঁর কাছে ঋণী এবং তারা তাঁর মণ্ডলীতে এসে এর পূর্ণ সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে।

(৪) তিনি তাদেরকে তাঁর ক্ষমতাশালী হাত দিয়ে মিসর থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন, যেখানে তারা শুধুমাত্র বিদেশীই ছিল না, সেই সাথে তারা ছিল বন্দী, তিনি তাদেরকে বহু আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে এবং মূল্য দিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন এবং তিনি তাদেরকে দয়া করেছেন এবং একই সাথে তাদের উপরে অত্যাচারকারীদেরকে শাস্তি দিয়েছেন (চিহ্ন এবং আশ্চর্য কাজ, দ্বি. বি. ৪:৩৪) এবং বহু প্রাণকে এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে, মিসরীয়দের সমস্ত প্রথম জাত সন্তানকে এর জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, ফরৌণ এবং তার সমস্ত বাহিনীর লোহিত সাগরে সলিল সমাধি ঘটেছে: আমি মিসরকে তোমার মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েছি, আমরা লোকদেরকে ফিরিয়ে দাও, যিশাইয় ৬৩:৩, ৪।

(৫) তিনি চল্লিশ বছর ধরে তাদের আচরণের কারণে মরু প্রান্তরে কষ্ট পেয়েছেন, পদ ১৮, ***Etropophoresen***। অনেকে মনে করেন যে, এই শব্দটি উচ্চারণ করা উচিত ***etrophophoresen***– তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করেছেন, কারণ এই শব্দটি দিয়ে সেপ্টুয়াজিন্টে ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি, তাঁর জাতির প্রতি পিতা হিসেবে যে ধরনের যত্ন নিয়েছেন তার কথা প্রকাশ করে, দ্বি. বি. ১:৩১। এর দুটোই সঠিক হতে পারে; কারণ :-

[১] ঈশ্বর এই চল্লিশ বছর ধরে মরু প্রান্তরে তাদের জন্য এক মহা পরিকল্পনা করেছেন: তাদের প্রতি দৈনিক যে খাবার প্রদান করা হত তা ছিল এক মহা আশ্চর্য কাজ এবং তিনি চল্লিশ বছর ধরে তাদেরকে এই খাবার দিয়ে এসেছেন, তাদেরকে কোন সময় না খেয়ে থাকতে হয় নি; তাদের কোন কিছুর অভাব ছিল না।

[২] তিনি তাদের সাথে চরম ধৈর্য নিয়ে কাজ করেছেন। তারা ছিল এক বিরক্তিকর বিড় বিড় করে অভিযোগ করা জাতি, তারা ছিল অবিশ্বস্ত জাতি, তথাপি তিনি তাদের সাথে শান্তি বজায় রেখেছেন এবং তিনি তাদের সাথে মোটেও কখনও সেভাবে রেগে ওঠেন নি বা খারাপ ব্যবহার করেন নি, যেমনটা তাদের প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তিনি বহু সময় তাঁর ধৈর্য হারিয়েছেন, তথাপি তিনি আবার নিজেকে সামলে নিয়েছেন মোশির প্রার্থনা এবং মধ্যস্থতার সাহায্যে। তাই বহু বছর ধরে আমরা যখন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো, সে সময় আমাদেরকে অবশ্যই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, ঈশ্বর হলেন আমাদের স্নেহশীল পিতা, যিনি আমাদের সমস্ত চাহিদা যুগিয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে সমস্ত জীবন জুড়ে খাইয়ে থাকেন এবং এই দিন পর্যন্ত খাইয়ে এসেছেন, তিনি আমাদের প্রতি এমন একজন পিতা ঈশ্বর যিনি সর্বদা ক্ষমা করে থাকেন (যেভাবে তিনি ইস্রায়েলকে ক্ষমা করেছেন, নহিমিয় ৯:১৭) এবং তিনি আমাদের সকল বড় বড় অন্যায় কাজ ধরেন নি, বরং তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন; আমরা তাঁর ধৈর্য পরীক্ষা করেছি এবং তথাপি তিনি এতে ক্লান্ত হন নি। যিহূদী যেন এই বিষয়ের উপরে অতিরিক্ত জোর না দেয় যে, তারা বিশেষভাবে বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, কারণ তারা নিজেরা হাজার বার ভুল করেছে।

(৬) তিনি তাদেরকে কেনান দেশের অধিকার দিয়েছেন (পদ ১৯): যখন তিনি কেনান দেশে অবস্থানরত সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, সে সময় তিনি তাদের শিকড় সুদ্ধ ধ্বংস করে নির্মূল করেছেন এবং ইস্রায়েলদেরকে এর অধিকার দান করেছেন। এটি ছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের জন্য একটি সংকেত যে, তিনি ইতোমধ্যে তাদেরকে নিজের বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তিনি তাদের উপরে মহা সম্মান আরোপ করেছেন, যেখান থেকে আর কেউ তাদেরকে সরাতে পারবে না।

(৭) তারা স্বর্গ থেকে অনুগ্রহ পেয়ে গড়ে ওঠা জাতি, যাদেরকে আক্রমণকারী জাতির হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সবসময় রক্ষা কবচ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং তারা কেনানে তাদের বসতি সুনিশ্চিত করতে পেরেছে, পদ ২০, ২১।

[১] তিনি তাদেরকে বিচারক দিয়েছেন, জনগণের সেবা করার জন্য এবং সরকারী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য যোগ্য লোক দিয়েছেন এবং তাদের আত্মার উপরে এক তাৎক্ষণিক স্পন্দনের মধ্য দিয়ে, যাকে বলা হয় *pro re nata*– পরিস্থিতি অনুসারে এই কাজ সাধন করা হয়েছে। যদিও তারা ছিল এক বিরুদ্ধবাদী জাতি এবং তারা কখনই সেবার মনোভাব নিয়ে থাকে নি, বরং তারা সবসময় পাপ করে এসেছে, তথাপি তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একজন পরিত্রাণকর্তার উত্থান ঘটানো হয়েছিল। অনেক সমালোচক এই চার শত পঞ্চাশ বছর গণনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। মিসর থেকে ইস্রায়েলদের উদ্ধার থেকে শুরু করে সিয়োন থেকে দায়ূদ কর্তৃক যিবূষীয়দের হটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অযিহূদীদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয় নি; এবং এর বেশির ভাগ সময়ই ইস্রায়েল জাতি বিচারকর্তৃকগণের শাসনের অধীনে ছিল, আর এই সময়কাল ছিল চার শত পঞ্চাশ বছর। অন্যরা এভাবে ব্যাখ্যা করেন: বিচারকর্তৃকগণের শাসন ব্যবস্থা, যিহোশূয়ের মৃত্যু থেকে এলির মৃত্যু পর্যন্ত, তা শুধুমাত্র তিন শত উনচল্লিশ বছর স্থায়ী ছিল, কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, এর সময়কাল ছিল চার শত পঞ্চাশ বছর, কারণ তাদের বিরোধী জাতিসমূহের কাছে অধীনস্থ থাকার সময় সহকারে এই সময় কাল গণনা করা হয়, এই বিষয়টি এখনও ইতিহাসে তাদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য উল্লেখ করা হয়। এখন এই সব কিছুকে একত্রিত করলেন এক শত এগার বছর হয়, যা সেই তিন শত উনচল্লিশ বছরের সাথে যোগ করলে দাঁড়ায় চার শত পঞ্চাশ বছর।

[২] তিনি তাদেরকে একজন ভাববাদীর মাধ্যমে পরিচালনা দান করলেন, যাঁর নাম ছিল শমূয়েল, যিনি একজন স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা যুক্ত মানুষ ছিলেন এবং তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করতেন।

[৩] পরবর্তীতে তিনি তাদের অনুরোধ ক্রমে তাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করলেন (পদ ২১), যার নাম ছিল শৌল, যিনি ছিলেন শিসের পুত্র। শমূয়েলের শাসন কাল এবং তালুতের শাসন কালের সময় সীমা ছিল চল্লিশ বছর, যা অনেকটা বিচারকর্তৃকগণের শাসনামল থেকে রাজার শাসনামলে উত্তরণের ক্রান্তি কাল।

[৪] অবশেষে তিনি দায়ূদকে তাদের রাজা হিসেবে আনলেন, পদ ২২। যখন ঈশ্বও শৌলকে সরিয়ে দিলেন, যেহেতু তিনি শাসন কাজে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলেন, তিনি দায়ূদকে ইস্রায়েলদের রাজা হিসেবে উঠালেন এবং তাঁর সাথে এক রাজকীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং তাঁর বংশের সাথেও বটে। যখন তিনি একজন রাজাকে সরালেন, তখন তিনি তাদেরকে পালক বিহীন মেষ পালের মত করে ছেড়ে যান নি, তিনি দ্রুত আরেকজন রাজাকে তাদের কাছে দিলেন, তিনি তাঁকে এক নিচু এবং অসম্মানজনক অবস্থা থেকে উঠালেন এবং উচ্চীকৃত অবস্থানে নিলেন, ২ শমূয়েল ২৩:১। তিনি তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বরের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন:

প্রথমত, তাঁর এই বাছাই ছিল স্বর্গীয় নির্বাচন: আমি দায়ূদকে বেছে নিয়েছি, গীতসংহিতা ৮৯:২০। ঈশ্বর নিজে তাঁকে বেছে নিয়েছেন। তিনি এই বাছাই প্রক্রিয়া করেছেন নিঁখুতভাবে; কারণ তিনি ইস্রায়েলের সকল পরিবার ও গোষ্ঠী থেকে খুঁজে নিয়ে তার রাজা করার জন্য নিঁখুত একজন মানুষ চেয়েছেন, যাতে করে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁর চরিত্র ছিল স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং পবিত্র। আমার মনের মত একজন মানুষ, এমন একজন মানুষ যার উপরে আমি সন্তুষ্ট থাকবো, যার উপরে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত থাকবে, যার উপরে ঈশ্বর সত্যিকার অর্থে খুশি থাকবেন এবং সন্তুষ্ট থাকবেন এবং যাকে তিনি ভালবাসবেন এবং অনুমোদন দেবেন। এই চরিত্র দায়ূদের ভেতরে আগে থেকেই ছিল, এমন কি তাঁকে অভিষেক প্রদানের আগে থেকেই ছিল, ১ শমূয়েল ১৩:১৪। প্রভু তাঁর নিজের মনের মত একজন মানুষ খুঁজে বেরিয়েছেন।

তৃতীয়ত, তাঁর আচরণ ছিল পবিত্র এবং তিনি স্বর্গীয় নির্দেশনায় পথ চলতেন: সে আমার সকল ইচ্ছা পূরণ করবে। সে আমার সকল ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য ব্রতী হবে এবং সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখবে এবং সে কখনোই তা থেকে দূরে সরে যাবে না।

এখন এর সব কিছুই আমাদেরকে এ কথা ভাবতে বাধ্য করে যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকদের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং দয়ার মনোভাব পোষণ করেছেন (সেই সাথে পৌল এ কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, প্রেরিতরাও এই সত্যটি খুব ভাল করে জানেন এবং মান্য করেন), কিন্তু তিনি এখন তাদের জন্য আরেক ধরনের অনুগ্রহের চিন্তা করেছেন এবং তা এখন সুসমাচারের আকারে তাদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে, তাদের কাছে প্রদান করা হচ্ছে, গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। তাদের মিসর থেকে উদ্ধার এবং কেনানে বসতি স্থাপন, এগুলো সবই ছিল আগত উত্তম বিষয়ের চিহ্ন এবং প্রতীক। এই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখায় যে, তা কোন কিছুকেই দৃঢ় করতে পারে নি এবং যথার্থ করতে পারে নি, আর সেই কারণে অবশ্যই খ্রীষ্টের আত্মিক রাজ্যের জন্য স্থান করে দিতে হবে, যা এখন স্থাপিত হতে চলেছে এবং যদি তারা তাতে প্রবেশ করে এবং তাতে নিজেদেরকে সমর্পণ করে, তাহলেই ইস্রায়েলের লোকদের জন্য মহিমা ও গৌরব ফিরে আসবে; আর সেই কারণে তাদের অবশ্যই এই সুসমাচার প্রচার ও প্রচারের কারণে কোন ধরনের ক্রোধ

বা অসন্তোষের প্রয়োজন ছিল না, কারণ এর মধ্য দিয়ে যিহূদী মণ্ডলীর প্রকৃত গৌরব ও মহিমাকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে পুনর্গঠন করা হবে।

২. তিনি তাদের কাছে আমাদের যীশু খ্রীষ্টের একটি পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন, যিনি দায়ূদের বংশে জন্মেছেন বলে তাঁকে দায়ূদ পুত্র বলে সম্বোধন করা হয় এবং তিনি দেখিয়েছেন যে, যীশুই হলেন সেই প্রতিজ্ঞাত উত্তরাধিকারী (পদ ২৩): এই লোকটির বংশ থেকেই অর্থাৎ এই যিশয়ের শিকড় থেকেই, যিনি ঈশ্বরের মনের মত ব্যক্তি, যার মধ্যে ঈশ্বর অবস্থান করেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি তাঁর মধ্য থেকে ইস্রায়েলের পরিত্রাণকর্তা যীশুকে উঠবেন, যিনি তাঁর নামে পরিত্রাণ বহন করবেন।

(১) কীভাবে তাঁকে যিহূদীদের কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল এবং কীভাবে তিনি তা গ্রহণ করলেন, যেভাবে তা একেবারে নিঃশঙ্ক চিত্তে গ্রহণ করা উচিত, যখন তা তাদের কাছে সুসমাচারের মত এমন মহান বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে:-

[১] একজন পরিত্রাণকর্তা সম্পর্কে, যাতে করে তারা তাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে, যেভাবে প্রাচীন কালের বিচারকর্তৃকগণ করতেন, যাদেরকে সে সময় উদ্ধারকর্তা বলে সম্বোধন করা হত; কিন্তু ইনি হচ্ছেন এমন একজন উদ্ধারকর্তা, যিনি ইতিহাসে উল্লিখিত আছেন এবং তিনি তাদেরকে পরিত্রাণ করবেন পাপ থেকে, তাদের সবচেয়ে বড় শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ করতে পারবেন।

[২] তিনি এমন একজন উদ্ধারকর্তা, যিনি স্বর্গ থেকে দায়িত্ব লাভ করে এই কাজ করবেন।

[৩] তিনি ইস্রায়েলের পরিত্রাণকর্তা হওয়ার জন্য উত্থিত হবেন, তিনি তাদের কাছে প্রথম স্থানে থাকবেন: তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য; তাদেকে একত্রিত করার পেছনে সুসমাচারের এটাই উদ্দেশ্য ছিল।

[৪] তিনি দায়ূদের রাজ বংশ থেকে উঠাবেন, প্রাচীন রাজকীয় বংশ থেকে, যার জন্য ইস্রায়েলের লোকেরা প্রচুর মহিমান্বিত ছিল এবং এই সময় তা পুরো জাতির জন্য এক অসম্মানের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল এবং তা অস্পষ্ট অবস্থায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য এ এক দারুণ সন্তুষ্টির বিষয় যে, ঈশ্বর এই পরিত্রাণের শৃঙ্গকে তাদের জন্য দায়ূদের ঘর থেকে, তাঁর দাসের গৃহ থেকে উঠিয়েছেন, লূক ১:৬৯।

[৫] তিনি তাঁকে প্রতিজ্ঞা অনুসারে উঠিয়েছেন, যে প্রতিজ্ঞা দায়ূদের কাছে করা হয়েছিল (গীতসংহিতা ১৩২:১১), যে প্রতিজ্ঞা পরবর্তী সময়ে পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর কাছে করা হয়েছিল: আমি দায়ূদের থেকে একটি ধার্মিকতার শাখা উঠাব, যিরমিয় ২৩:৫। এই প্রতিজ্ঞা করার পরে বারো বংশ এই আশা করে ছিল যে, তিনি আসবেন (প্রেরিত ২৬:৭); কেন তাহলে তারা একে এত শীতলতার সাথে অভ্যর্থনা জানাল, যা এখন তাদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে? এখন লক্ষ্য করুন:

(২) এই যীশু সম্পর্কে তিনি তাদের কাছে বলছেন:-

[১] বাপ্তিস্মদাতা যোহন ছিলেন তাঁর অগ্রদূত এবং সংবাদদাতা, তিনি ছিলেন সেই মহান ব্যক্তি, যাঁকে সকলে একজন ভাববাদী বলে জানতো। তারা যেন কেউ না বলে যে, খ্রীষ্টের আগমন তাদের কাছে ছিল এক অদ্ভুত বা অজানা বিষয়, আর এতে করে তাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, কেন তারা তাঁকে অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানাবে না; কারণ তারা যোহনের কাছ থেকে যথেষ্ট সতর্কীকরণ বার্তা পেয়েছে, যিনি তাঁর আগমন সম্পর্কে আগেই প্রচার করেছেন, পদ ২৪। দু'টি কাজ তিনি করেছিলেন:-

প্রথমত, তিনি তাঁর প্রবেশ করার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মের প্রচার করেছিলেন, তা শুধুমাত্র সীমিত কয়েক জন শিষ্যের কাছে নয়, বরং ইস্রায়েলের সকল লোকদের কাছে। তিনি তাদেরকে তাদের পাপ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে সেই আসন্ন ক্রোধ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে মন পরিবর্তনের জন্য এবং অনুতাপ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের অনুতাপের জন্য ফল নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেই সাথে যারা মন পরিবর্তন করবে তাদেরকে তিনি বাপ্তিস্মের আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে আবদ্ধ করেছিলেন; এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি লোকদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যাঁর কাছে তাঁর অনুগ্রহ অনুমোদন যোগ্য হবে, যখন তারা এভাবে নিজেদেরকে চিনতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর আগমনের জন্য ঘোষণা দিয়েছিলেন (পদ ২৫): যেভাবে তিনি তাঁর যাত্রাপুস্তক সম্পূর্ণ করেছেন, যখন তিনি বিজয়ীর বেশে তাঁর কাজে যাচ্ছিলেন এবং তাতে আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং তিনি লোকদের মাঝে আগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন: "এখন," যারা তাঁর পরিচর্যায় অংশ নিয়েছিল, তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা কী মনে কর, আমি কে? আমার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা রয়েছে, আমরা কাছ থেকে তোমাদের কী কী চাওয়ার রয়েছে? তোমরা হয়তো বা এটা মনে করতে পার যে, আমিই খ্রীষ্ট, যাঁকে তোমরা আশা করছ; কিন্তু তোমরা ভুল করেছ, আমি খ্রীষ্ট নই (দেখুন যোহন ১:২০), কিন্তু তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন; দেখ, আমার পরেই একজন আসছেন, যিনি আমাকে সকল দিক থেকে ছাড়িয়ে যাবেন, কারণ আমি তাঁর জন্য সবচেয়ে নিচু কাজটি করারও যোগ্য নই, এমন কি তাঁর জুতা খুলে দিতেও আমি অপরাগ– তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দেওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই এবং এর থেকেই তোমরা ধারণা করতে পার যে, তিনি কেমন হবেন।"

[২] যিহূদীদের শাসক এবং লোকেরা, যাদের অবশ্যই তাঁকে স্বাগত জানানোর উচিত ছিল এবং তাঁর প্রতি স্বেচ্ছায় তাঁর বিশ্বস্ত এবং অগ্রগামী অধীনস্থ হওয়ার উচিত ছিল, তারাই হয়ে উঠল তাঁর প্রতি নির্যাতনকারী এবং তাঁর হত্যাকারী। যখন প্রেরিতগণ খ্রীষ্টকে পরিত্রাণকর্তা হিসেবে প্রচার করলেন, তখন তারা তাঁর অপমানজনক ক্রুশীয় মৃত্যুকে মোটেও ঢেকে রাখার চেষ্টা করলেন না এবং এর উপরে পর্দা টেনে দিলেন না, কারণ তারা সবসময় খ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনা প্রচার করতেন, হ্যাঁ এবং (যদিও এর ফলে তাঁর কষ্ট ও দুঃখ ভোগের ঘটনাটি আরও বেশি অবমাননাকর হয়ে পড়েছিল), তিনি তাঁর নিজ লোকদের হাতে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, যারা যিরূশালেমে বসবাস করতো তাদের হাতে, সেই পবিত্র শহর– সেই

রাজকীয় শহর এবং তাদের শাসকেরা তাঁকে হত্যা করতে লোকদেরকে প্ররোচিত করেছিল, পদ ২৭।

প্রথমত, তাদের পাপ ছিল এই যে, তারা ভেবেছিল যে, যদিও তারা তাঁর মধ্যে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মত এমন কোন দোষ খুঁজে পায় নি এবং তারা তাঁর কোন দোষ প্রমাণও করতে পারে নি, এমন কি তাঁকে দোষীকৃত করার মত কোন সাক্ষীও তাদের ছিল না, কিংবা কোন অপরাধও তিনি করেন নি যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে পারে (বিচারক নিজে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, যখন তিনি শুনলেন যে, সকলে তাঁকে দোষী বলে অভিহিত করছে, তখন তিনি তাঁর মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পেলেন না এবং তিনি তাঁকে নির্দোষ বলে রায় দিলেন), তথাপি তারা চাইল পীলাত যেন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন (পদ ২৮) এবং তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের এই দাবী এমন ভয়ঙ্করভাবে এবং তীব্রভাবে প্রকাশ করতে লাগল যে, পীলাত খ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়ার আদেশ দিতে বাধ্য হলেন, যা শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছিল না, সেই সাথে তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত ছিল; তারা যীশু খ্রীষ্টকে এক মহা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়েছিল, যদিও তারা তাঁকে সামান্যতম কোন পাপের জন্যও দোষীকৃত করতে পারে নি। পৌল তাঁর শ্রোতাদেরকে এই কাজের জন্য দোষীকৃত বা অভিযুক্ত করতে পারেন নি, যেভাবে পিতর করেছিলেন (প্রেরিত ২:২৩): তোমরা তোমাদের মন্দ হাত দিয়ে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছ এবং হত্যা করেছ; এই কারণে যদিও তারা যিহূদী ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে অনেক দূরত্ব ছিল; কিন্তু তিনি এই অপরাধের দায় ভার যিরূশালেমের সাধারণ যিহূদী জনগণ এবং শাসকদের উপরে ফেললেন, কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তারা ছড়িয়ে পড়ার ফলে তাদের জাতির যে সম্মান ও মহিমা তা থেকে তারা বঞ্চিত নয়, কিন্তু যখন তাদের দোষ ও অপরাধের কথা আসল, তখন তিনি আর তাদের উপরে সেই দোষ চাপিয়ে দিলেন না, কারণ মূলত তারা সেই অপরাধী ছিল না।

দ্বিতীয়ত, এর কারণ ছিল তারা তাঁকে জানতো না, পদ ২৭। তারা জানতো না যে, তিনি কে ছিলেন, কিংবা কী কারণে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন; কারণ যদি তারা জানতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমাদের মহিমার প্রভুকে ক্রুশ বিদ্ধ করতো না। খ্রীষ্ট তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তিতে এই কথা উল্লেখ করেছিলেন: তারা জানে না যে, তারা কী করছে; এবং পিতরও তাই করেছিলেন: আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা অজ্ঞতা বশত এই কাজ করেছ, প্রেরিত ৩:১৭। এর আরও কারণ ছিল এই যে, তারা ভাববাদীদের কণ্ঠস্বর জানতো না, কিংবা পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ জানতো না; তারা তাদের কানে সুসমাচারের ধ্বনি গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাদের মাথায় এর অর্থ রেখাপাত করে নি, কিংবা তাদের অন্তরে পরিত্রাণকর্তার কথা প্রতিধ্বনিত হয় নি। আর সেই কারণে লোকেরা খ্রীষ্টকে জানে না, কিংবা কী করে তাঁর কাছে যাওয়া যাবে তা জানে না, কারণ তারা সেই ভাববাদীদের কণ্ঠস্বর চেনে না, যারা এর আগেই খ্রীষ্টের আগমনের কথা নিশ্চিত করেছেন।

তৃতীয়ত, ঈশ্বর তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছেন, কারণ পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী সকল পূর্ণ হতে হবে: কারণ তারা ভাববাদীদের কণ্ঠস্বর জানতো না, যারা তাদেরকে ঈশ্বরের অভিষিক্ত

জনের সম্পর্কে কথা বলেছেন, বরং তারা তাঁকে দোষীকৃত করেছে ও অভিযুক্ত করেছে; কারণ এমনটাই লেখা আছে যে, খ্রীষ্ট রাজাকে কেটে ফেলা হবে তবে তাঁর নিজের জন্য নয়। লক্ষ্য করুন, এটি খুব সম্ভব যে, মানুষ নিজেই পবিত্র শাস্ত্রের কথা পূর্ণ করেছে, যদিও তারা তা নিজেরাও জানে না, এমন কি এই কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় তারা পবিত্র শাস্ত্রের পরিকল্পনাকেও নস্যাৎ করে দিয়েছে, বিশেষ করে মণ্ডলীর প্রতি নির্যাতনের বিষয়টি এখানে মুখ্য এবং সেই সাথে খ্রীষ্টের প্রতি নির্যাতনও। আর এটিই আমাদের কাছে প্রমাণ করে যে, এই কারণেই অনেক সময় পবিত্র শাস্ত্রের বাণী দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, কারণ যদি তা আমাদের কাছে অনেক সহজ এবং সুস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হত, তাহলে তার পূর্ণতা হয় তো রোধ করা হত। তাই পৌল এখানে বলেছেন, যেহেতু তারা ভাববাদীদের কণ্ঠস্বর জানে না, সেই কারণে তারা নিজেদের অজান্তেই তা পূর্ণ করেছে, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, যদি তারা তা উপলব্ধি করতে পারতো, তাহলে তারা তা পরিপূর্ণ হতে দিত না।

চতুর্থত, যা কিছু খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাঁর যন্ত্রণা ভোগ এবং কষ্ট ভোগ করার ব্যাপারে বলা হয়েছিল তার সবই যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ হতে হবে (পদ ২৯): যখন তারা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছিল তার সবই পরিপূর্ণ করলো, এমন কি যখন তারা তাঁকে তাঁর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সিরকা খাওয়াতে চাইল, তখন তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে যত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তার সবই পূর্ণ হল। তারা তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসল এবং তাঁকে একটি কবরে শোয়ালো। এই বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়েছে, যার কারণে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি আরও বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সমৃদ্ধ হয়েছে। খ্রীষ্টকে এই জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল, যেভাবে যারা কবরপ্রাপ্ত হয় তাদের সাথে এই পৃথিবীর আর কোন যোগাযোগ থাকে না, কিংবা এই পৃথিবীও তাদের সাথে আর কোন যোগাযোগ করতে পারে না। আর সেই কারণে পাপ থেকে আমাদের পূর্ণ বিচ্ছেদ খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, কারণ বস্তুত তিনি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের সকল পাপ কবর দিয়েছেন। একজন উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সবসময় চাইবেন খ্রীষ্টের সাথে জীবন্ত কবর প্রাপ্ত হতে, যেন তিনি তাঁর সাথে অবস্থান করতে পারেন। তারা খ্রীষ্টকে একটি কবরে শোয়ালো এবং তারা দ্রুত এই কাজ সম্পন্ন করলো।

[৩] তিনি আবারও মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন এবং তাঁর দেহে কোন ক্ষয় ঘটে নি। এটি ছিল একটি মহান সত্য, যা অবশ্যই প্রচারিত হওয়া উচিত; কারণ এটিই হচ্ছে মূল ভিত্তি, যার উপরে ভিত্তি করে সমগ্র সুসমাচারের দেয়াল দাঁড় করানো হয়েছে, আর সেই কারণে তিনি এর উপরে অত্যন্ত গভীরভাবে জোর দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন:

প্রথমত, তিনি কোন দায়বদ্ধ না থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। যখন তিনি কবরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন আমাদের ঋণ শোধ করার জন্য, সে সময় তিনি সেই বন্দীশালা ভাঙ্গেন নি, বরং তাঁকে ন্যায্যভাবেই তিনি যে কারাগারে বন্দী ছিলেন সেখান থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে (পদ ৩০): ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুললেন, তিনি একজন স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে দিলেন যেন তিনি তাঁকে যে বন্দীত্বের আড়ালে আটকে ছিলেন তা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন, তিনি তাঁর সেই কবরের মুখ খুলে দিলেন যেন তিনি বের হয়ে আসতে পারেন,

তিনি তাঁকে সেই আত্মা আবার দান করলেন যা তিনি তাঁর পিতার হাতে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলীয়ান করলেন। তাঁর শত্রুরা তাঁকে একটি কবরে শোয়াতে বাধ্য করেছিল এবং তারা চেয়েছিল যেন তিনি সবসময় সেখানেই থাকেন; কিন্তু ঈশ্বর বললেন, না; এবং খুব দ্রুত তিনি আবারও তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুকে জয় করে উঠে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর পুনরুত্থানের একটি যথাযথ প্রমাণ রয়েছে (পদ ৩১): তাঁকে বহু দিন ধরে দেখা গিয়েছিল, বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ঘটনায়, তারা তাঁকে দেখেছিলেন যাদের সাথে তিনি সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন এবং যাদের সাথে তিনি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন; কারণ যারা তাঁর সাথে গালীল থেকে যিরূশালেমে এসেছিলেন তারাই ছিলেন তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী এবং তারা ছিলেন লোকদের কাছে তাঁর সাক্ষী। তাদেরকে এই কাজের জন্যই নিয়োগ দান করা হয়েছিল, কারণ তাদেরকে একটি জিনিস বহু বার প্রমাণ করতে হবে এবং তারা তা প্রমাণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যদিও এর জন্য তাদেরকে মরতে হবে। পৌল তাঁকে নিজে দেখার ব্যাপারে কিছুই বলেন নি, যা তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য ছিল, যার দ্বারা তিনি অন্যদেরও বিশ্বাস তৈরি করতে পারতেন।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টের এই পুনরুত্থান ছিল তাঁর সেই প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন, যা তিনি পূর্বপুরুষদের কাছে করেছিলেন, এটি কেবল সত্য সংবাদই ছিল না, সেই সাথে তা ছিল এক সুসমাচার: "আর পিতৃগণের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমাদেরকে এই সুসমাচার জানাচ্ছি (পদ ৩২, ৩৩), যা বিশেষভাবে যিহূদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আমরা তোমাদের উপরে কোন ধরনের দোষ চাপিয়ে দিচ্ছি না বা তোমাদেরকে কোন বিষয়ে অভিযুক্ত করছি না, কাজেই আমরা তোমাদের কাছে সেই শিক্ষা প্রচার করছি, যেন তোমরা তা গ্রহণ করতে পার এবং তা বুঝতে পার, যা তোমাদের জন্য মহা সম্মান এবং অকল্পনীয় সান্ত্বনা বয়ে নিয়ে আসবে; কারণ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা পরিপূর্ণ হবে; কারণ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যা তিনি পূর্বপুরুষদের কাছে করেছিলেন।" তিনি এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, যিহূদী জাতির মর্যাদা ও সম্মানের জন্যই তাদেরকে এই মহা অনুগ্রহ প্রথমে দান করা হয়েছে, যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষদেরকেও প্রথমে মহান অনুগ্রহ দান করা হয়েছিল। পুরাতন নিয়মের মহান ওয়াদাগুলোর একটি হচ্ছে, খ্রীষ্ট, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সকল বংশ ও গোষ্ঠী অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করবে এবং শুধুমাত্র অব্রাহামের পরিবার নয়; যদিও এই পরিবারের প্রতি এক বিশেষ সম্মান প্রদান করা হবে, তথাপি সকল পরিবারের জন্যই সাধারণভাবে এই সম্মান দান করা হবে, যার ফলে সকল পরিবার ও গোষ্ঠী এই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করবে। লক্ষ্য করুন:

১. ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে উঠিয়েছেন, তাঁকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তাঁকে উচ্চীকৃত করেছেন, তিনি তাঁকে আবারও পুনরুত্থিত করেছেন (এভাবেই আমরা পাঠ করি), অর্থাৎ মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন। আমরা একে দুই অর্থেই ব্যাখ্যা করতে পারি। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে একজন ভাববাদী হওয়ার জন্য উত্থিত করেছেন তাঁর বাপ্তিস্মের কাজের ক্ষেত্রে, তাঁর

মন পরিবর্তনের কাজের ক্ষেত্রে একজন পুরোহিত হিসেবে এবং তাঁর স্বর্গে আরোহণের মধ্য দিয়ে রাজা হিসেবে সমস্ত জাতির উপরে কর্তৃত্ব করার জন্য; এবং তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া ছিল এই সকল দায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং প্রমাণ এবং এর ফলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই সকল পদের জন্য উত্থিত হয়েছেন।

২. এর ফলে পূর্বপুরুষদের কাছে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, বিশেষ করে খ্রীষ্টকে প্রেরণ করার প্রতিজ্ঞা এবং সেই সকল সুফল লাভের প্রতিজ্ঞা তাঁর সাথে সাথে তাদের কাছে আসবে এবং তাঁর কাছেই পাওয়া যাবে: "ইনিই তিনি যার আসার কথা ছিল এবং তাঁর মধ্যেই তোমরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টকে পাচ্ছ, যদিও তোমরা নিজেরা এই ওয়াদায় বিশ্বাস কর নি।" পৌল নিজেকে সেই সমস্ত যিহূদীদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যাদের জন্য এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা লাভ করেছিল: আমাদের সন্তানদের জন্য। এখন, যারা সুসমাচার প্রচার করে, যারা এই শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে, তারা যদি তাদের শত্রু জাতিদের প্রতি শত্রুতার দৃষ্টিতে না তাকায়, বরং তারা তাদেরকে তাদের সেরা বন্ধু হিসেবে দেখে এবং তাদের শিক্ষা দুই হাত দিয়ে গ্রহণ করে নেয় তবে তা কতই না মঙ্গলময় হবে। আর অযিহূদীদের কাছে এই সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু এটি একটি দারুণ বিষয় যে, যিহূদীদের কাছে এই সুসমাচারের জন্য আগে থেকেই প্রতিজ্ঞা করে রাখা হয়েছিল, আর যখন তাদের কাছে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় আসলো, তখন তারা তা গ্রহণ করলো না, কিন্তু অযিহূদীরা গ্রহণ করলো। এই প্রতিজ্ঞা দান করা হয়েছিল যেন সকল পরিবার ও গোষ্ঠী ও জাতি এর থেকে আশীর্বাদ লাভ করতে পারে, এ ছাড়া এই আশীর্বাদ কোন মতেই সাধিত হবে না।

চতুর্থত, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ছিল ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে তাঁর সত্তার এক মহান প্রমাণ এবং তা দ্বিতীয় গীত-গানে লেখা আছে এবং তা প্রমাণিত হয়েছে (এমনই প্রাচীন ছিল এই ওয়াদা, যার কারণে তা গীত-গানে স্থান পেয়েছে), তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি। মৃত্যু থেকে যীশু খ্রীষ্টের উত্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল পরিষ্কারভাবে এই বিষ-য়টি সকলের কাছে ব্যক্ত করার জন্য যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র (রোমীয় ১:৪): যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতদের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষিত। যখন তিনি প্রথম এই অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে সকলের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠলেন, সে সময় ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তাঁকে এই বলে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, এই আমার প্রিয় পুত্র (মথি ৩:১৭), যা পরিষ্কারভাবে গীতসংহিতা ২ অধ্যায়কে সমর্থন দান করে। এই কথায় এক দারুণ সত্য নিহিত রয়েছে, আর তা হচ্ছে: এই যীশুকে সমস্ত পৃথিবীর পিতা ও সৃষ্টিকর্তা জন্ম দিয়েছেন– আর তিনি হচ্ছেন ***logos***, অনন্তকালীন মনের অন্ততকালীন চিন্তা, অর্থাৎ তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে এক কুমারীর গর্ভে জন্ম লাভ করেছিলেন; এই কারণে এই পবিত্র সন্তানকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে (লূক ১:৩৫), কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের এই পৃথিবী সৃষ্টির কাজে এবং তা পরিচালনা ও শাসন করার আগে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেই সাথে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে এবং তাকে পুনর্বিন্যাস করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রণী, তিনি ছিলেন ঘরের বাধ্য এক সন্তানের মত এবং তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, কারণ

তিনিই সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী ছিলেন। এখন এই সব কিছুই, যা খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয়েছিল এবং আবারও প্রমাণিত হয়েছিল তার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, তা তার পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আরও গ্রাহ্যণীয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। যে আদেশ ও ঘোষণা অনেক আগেই জারি করা হয়েছিল তা এখণ পূর্ণতা লাভ করলো; এবং যে কারণে তিনি কোন মতেই মৃত্যুর বাঁধনে বন্দী হওয়ার ছিলেন না তা হচ্ছে, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং ফলশ্রুতিতে তাঁর মধ্যেই জীবন রয়েছে, যা কোন মতেই বাতিল করা যাবে না কিংবা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। যখন এই অনন্তকালীন অনুগ্রহের কথা উচ্চারিত হয়, তখন এমনটা বলা অন্যায্য নয় যে, এই দিনে আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি; কারণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের সাথেই ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন। তথাপি তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তা আমাদের কাছে এইভাবে প্রকাশ হতে পারে যে, “এই দিনে আমি তোমাকে আমার পুত্র হিসেবে জন্ম দিয়েছি এবং এই দিনে আমি তোমাকে আমার সমস্ত উত্তরাধিকার দান করেছি;” কারণ এমনটা বলা হয়েছে যে (১ পিতর ১:৩), ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতাই হচ্ছেন আমাদের পিতা এবং ঈশ্বর, তিনি আমাদের জন্য এক নতুন আশার জন্ম দিয়েছেন, খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলার মধ্য দিয়ে।

পঞ্চমত, তিনি তৃতীয় দিনে জীবিত হয়ে উঠেছেন, তথাপি তাঁর দেহে কোন বিকৃতি দেখা দেয় নি, তাতে ক্ষয় হয় নি এবং তিনি এক স্বর্গীয় জীবন ফিরে পেয়েছেন, তাই আর কখনো তাঁর দেহে কোন ক্ষয় দেখা দেবে না, তিনি আর কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, যেভাবে অন্যান্যরা করেছে যাদেও কাউকে কাউকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হয়েছিল, যার ফলে তাঁকে আবারও খ্রীষ্ট হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে।

ক. তিনি আবারও উত্থিত হলেন যেন তিনি আরও কখনো মৃত্যুবরণ না করেন; এমনটাই বলা হয়েছে, রোমীয় ৬:৯: তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, তিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন, তাই তাঁর আর কোন ক্ষয় হবে না, অর্থাৎ তিনি আর কখনো কবরে সমাহিত হবেন না, যাকে এখানে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া বলা হয়েছে, ইয়োব ১৭:১৪। লাসার তার কবরের পোশাক পরে কবর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন, কারণ তিনি আবারও তা এক সময় ব্যবহার করবেন; কিন্তু খ্রীষ্টের যেহেতু এর আর কোন প্রয়োজন ছিল না, সেই কারণে তিনি তা পেছনে ফেলে রেখে এসেছিলেন। এখন এটিই ছিল পবিত্র শাস্ত্রের বাণীর পরিপূর্ণতা (যিশাইয় ৫৫:৩), আমি তোমাকে দায়ূদের নিশ্চিত দয়া দান করবো; ***ta hosia Dabid ta pista***– দায়ূদের পবিত্র বস্তুসমূহ, বিশ্বস্ত বস্তুসমূহ; কারণ দায়ূদের প্রতি যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এবং তাঁর মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতি যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তার সবই সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, কারণ তিনি বিশ্বস্ত এবং সত্য (গীতসংহিতা ৮৯:১, ২, ৫. ২৪, ৩৩) এবং এই প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতার প্রকাশ ঘটাবেন, গীতসংহিতা ৮৯:৩৫। এখন, এর ফলে তারা নিশ্চিত হবে যে, যে এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে বিশ্বস্ত বলে প্রতীয়মান হবে, সে অবশ্যই তাঁকে দেখতে পাবে এবং তাঁর কাছে আর তিনি মৃত থাকবেন না; সে কারণে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন এবং

দেখবেন তাঁর বিশ্বস্ত লোকেরা কীভাবে তাঁর জন্য নির্যাতিত হয় এবং তিনি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করবেন। যেভাবে বলা যায় যদি খ্রীষ্ট মরতেন এবং তিনি আর জীবিত না হতেন, সেইভাবে আরও বলা যায়, যদি তিনি আবারও মৃত্যুবরণ করার জন্য পুনরুত্থিত হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা অবশ্যই খুব কমই এই আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ পেতাম, কিংবা আমরা তা নাও পেতে পারতাম।

খ. তিনি এত দ্রুত পুনরুত্থিত হলেন তাঁর মৃত্যুর পর যে, আমরা তাঁর দেহে কোন ধরনের ক্ষয় বা বিকৃতি দেখতে পাই নি; কারণ তিন দিন হওয়ার আগে শরীরে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। এখন এই বিষয়টি দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল; এটি ছিল দায়ূদের প্রতি প্রদর্শিত দয়ার একটি, কারণ তাঁর কাছে এই কথাটি বলা হয়েছিল গীতসংহিতা ১৬:১০ পদে: তুমি নিজের বিশ্বস্ত দাসের ক্ষয় দেখতে দেবে না, পদ ৩৫। ঈশ্বর দায়ূদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর বংশ থেকে খ্রীষ্টকে উঠাবেন, যিনি একজন মানুষ হবেন কিন্তু অন্য মানুষের মত তাঁর কোন ক্ষয় হবে না। এই প্রতিজ্ঞা দায়ূদের নিজের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেতে পারতো না, বরং তা খ্রীষ্টের ব্যাপারে বলা হয়েছিল।

(ক) দায়ূদের নিজের মধ্য দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারতো না (পদ ৩৬), কারণ দায়ূদ তাঁর সময়কার তাঁর যুগের লোকদের জন্য পরিচর্যা কাজ করার পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যিনি তাঁকে ছোট অবস্থান থেকে এই বিশাল অবস্থানে নিয়ে এসেছেন তা ইচ্ছায়, মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের কবরস্থানে সমাহিত করা হল এবং তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হলেন। এখানে আমরা পিতৃপুরুষ দায়ূদের জীবন, মৃত্যু এবং কবরপ্রাপ্ত হওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখতে পাই এবং সেই সাথে আমরা মৃত্যুর ক্ষমতার অধীনে তাঁর বশ্যতা স্বীকারের বিষয়টি দেখতে পাই।

[ক] তাঁর জীবন: তিনি তাঁর নিজের যুগের লোকদের পরিচর্যা করেছেন, যে পর্যন্ত না তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। দায়ূদ অত্যন্ত কার্যকরী এবং ভাল একজন মানুষ ছিলেন; তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে অনেক ভাল কাজ করেছেন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তাঁর জীবনের বিধান হিসেবে স্থির করেছেন এবং তিনি সেভাবেই জীবন ধারণ করেছেন, তিনি তাঁর নিজ যুগের বা সময়কার লোকদের পরিচর্যা কাজ করেছেন এবং লোকদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন (যেভাবে রাজারা জনগণকে সন্তুষ্ট করে থাকেন, ২ শমূয়েল ৩:৩৬), সেই সাথে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস হিসেবে স্থির রেখেছেন। দেখুন গালাতীয় ১:১০। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি মানুষের ইচ্ছার দাসত্ব করেন নি। কিংবা বলা যায়, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে থেকে এই সকল কাজ করেছেন, সেই সাথে তিনি এর জন্য যোগ্য হিসেবে প্রতীয়মান ছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁকে এই কাজের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাই তিনি জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন; কারণ প্রত্যেকটি প্রাণী ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তাকে ঈশ্বর ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন, তাই তারও ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়ার অধিকার আছে। দায়ূদ যে যুগে বাস করতেন সেই যুগের লোকদের জন্য তিনি ছিলেন এক মহা অনুগ্রহ ও আশীর্বাদস্বরূপ; তিনি ছিলেন সেই যুগের মানুষের জন্য দাসস্বরূপ প্রেরিত প্রতিনিধি; সে যুগে অনেক অভিশাপ, অনেক মহামারী এবং

দারিদ্রতা ও অন্যান্য পীড়ন ছিল। এমন কি যারা এক সঙ্কীর্ণ এবং ক্ষুদ্র পরিসরে বাস করে, তাদেরও অবশ্যই তাদের যুগের লোকদের সেবার জন্য সামান্য হলেও কাজ করা উচিত; এবং যারা এই পৃথিবীতে ভাল কাজ করবে, তাদেরকে অবশ্যই সকলের দাস হিসেবে কাজে নিয়োজিত করতে হবে, ১ করিন্থীয় ৯:১৯। আমরা আমাদের নিজেদের মধ্য দিয়ে জন্মাই নি, বরং আমাদের সমাজের সদস্যদের মধ্য দিয়েই এসেছি, যার প্রতি আমাদের অবশ্যই সেবার মনোভাব থাকতে হবে। তথাপি এখানে দায়ূদ এবং খ্রীষ্টের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে, দায়ূদ শুধুমাত্র তাঁর সময়কার লোকদের পরিচর্যা করতে এসেছিলেন, যে যুগে তিনি বাস করেছেন এবং সেই কারণে যখন তিনি তাঁর যা করার কথা ছিল তা করে সম্পন্ন করলেন, সে সময় এবং যা কিছু লেখার কথা ছিল তা সব কিছুই লিখলেন, তখন তিনি মারা গেলেন এবং কবর প্রাপ্ত হলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট (তাঁর লেখা বা কথার মধ্য দিয়ে নয়, যা দায়ূদের মত করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বরং তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে) সকল জাতির জন্য পরিচর্যার কাজ করেছেন এবং তিনি চিরকাল যাকোবের প্রতিটি গৃহে রাজত্ব করবেন, দায়ূদের মত শুধু চল্লিশ বছর নয়, বরং সকল যুগে তিনি রাজত্ব করবেন, যত দিন সূর্য পৃথিবীতে আলো দেবে তত দিন, অর্থাৎ চিরকাল তিনি এই রাজত্ব চালিয়ে যাবেন, গীতসংহিতা ৮৯:২৭, ৩৬, ৩৭। তাঁর সিংহাসন অবশ্যই স্বর্গের সমান উচ্চ হবে এবং সকল জাতি তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করবে, গীতসংহিতা ৭২:১৭।

[খ] তাঁর মৃত্যু: তিনি চির নিদ্রায় শায়িত হলেন। মৃত্যু হচ্ছে এক ধরনের নিদ্রা, একটি শান্ত সমাহিত বিশ্রাম, এটি তাদের জন্য বিশ্রাম, যারা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময় ঈশ্বরের লোকদের সেবা ও পরিচর্যা করেছে এবং ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য কাজ করেছে। লক্ষ্য করুন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রা যান নি যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বর তাঁকে তাঁর কাজের জন্য উঠালেন। ঈশ্বরের দাসদের অবশ্যই তাদের প্রত্যেকের জন্য কিছু নিরূপিত কাজ রয়েছে এবং যখন তারা তাদের সেই দিনের জন্য কাজ সম্পন্ন করেন, সে সময় না আসা পর্যন্ত তাদেরকে বিশ্রাম নিতে বলা হয় না। ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহনকারীরা কখনো তাদের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ না করে মৃত্যুবরণ করতে পারেন না; আর তাদের কাজ শেষ হলে কেবলমাত্র তখনই তারা নিদ্রায় ঢলে পড়েন, তারা মৃত্যুকে বরণ করেন, কারণ পরিশ্রমী ব্যক্তি পুরস্কার পাবে। দায়ূদকে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় নি এবং সেই কারণে তিনি এর জন্য শুধুমাত্র প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন, যেটুকু তাঁর দায়িত্ব ছিল, আর এর পরই তিনি মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন এবং তাঁর এই দায়িত্ব রাজা শলোমনের উপরে গিয়ে বর্তায়।

[গ] তাঁর কবর প্রাপ্তি: তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের কবর স্থানে সমাহিত করা হল। যদিও তাঁকে দায়ূদ নগরে সমাহিত করা হয়েছিল (১ রাজাবলি ২:১০) এবং বেথেলহেমে তার পিতা ইসয়ের কবরের পাশে নয়, তথাপি তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের কবর স্থানে শোয়ানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হল, কারণ সাধারণভাবে কবর শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় পিতৃ পুরুষদের আবাসস্থল হিসেবে, যারা আমাদের আগে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, গীতসংহিতা ৪৯:১৯।

[ঘ] তিনি সেই কবরে অবস্থিতি করলেন: তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হলেন। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত

যে, তিনি আবারও পুনরুত্থিত হন নি; এই বিষয়ে পিতর জোর দিয়েছিলেন, যখন তিনি পূর্বপুরুষ দায়ূদের বিষয়ে কথা বলেছিলেন আন্তরিকভাবে (প্রেরিত ২:২৯): তিনি একই সাথে মৃত এবং কবর প্রাপ্ত এবং তাঁর কবর এখন আমাদের মাঝে রয়েছে। তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন আর সেই কারণে সেই প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় নি। কিন্তু:-

(খ) প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন হয়েছিল (পদ ৩৭): যাঁকে ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছিলেন এবং যাঁর কোন ক্ষয় হয় নি; কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নিশ্চিত দয়া ও করুণা যা আমাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তিনি তৃতীয় দিনে উঠলেন এবং সেই কারণে তাঁর দেহে কোন ধরনের ক্ষয় দেখা যায় নি; এবং তিনি পুনরুত্থিত হলেন আর মৃত্যুবরণ করবেন না বলে। তাঁর মধ্য দিয়েই তাই এই প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন হল এবং অন্য কারও মধ্যে দিয়ে নয়।

গ. তাদের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই বিবৃতি দানের মধ্য দিয়ে তিনি তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

(ক) তার এই আলোচনার মধ্যে তিনি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তাঁর শ্রোতাদেরকে এ কথা বললেন যে, তারা সকলেই এই বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন (পদ ২৬): “আপনাদের কাছেই এই পরিত্রাণের বাণী প্রেরণ করা হয়েছিল, সবার আগে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি আপনারা আপনাদের অবিশ্বাসের কারণে এই বাণীকে দূরে সরিয়ে দেন, প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে এটি আপনারা আর পাবেন না এবং তা হবে আপনাদেরই ভুল।” তারা যেন এ কথা নিয়ে অযথা তর্ক এবং রাগারাগি না করে যে, এই বাণী তাদের আগে অযিহূদীদের কাছে দেওয়া হয়েছে, কারণ আসলে অযিহূদীদের নয়, যিহূদীদের কাছেই সর্বপ্রথম পরিত্রাণের বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। “আপনাদের কাছেই তা প্রথমে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সেই সমস্ত লোকদের কাছে নয়, যারা তক্‌ছেদবিহীন। আপনাদের কাছে, যারা জীবন্ত জাতি, আপনাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, মৃতদের সমাবেশের মধ্যে নয় যাদের দিন চলে গেছে।” তিনি এখানে তাদের কাছে সম্মান এবং ভালবাসার সুর নিয়ে কথা বলছেন: “আপনারা আমার ভাই; আর সেই কারণে আমরা চাই আপনাদের কাছে সবার আগে পরিত্রাণের বাণী পৌঁছে দিতে, যেন আপনারা পাপের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে পরিত্রাণের অধীনে আসতে পারেন। আপনাদের কাছে প্রচার করার জন্য স্বর্গ থেকে আদেশ সহকারে এই সুসমাচার প্রদান করা হয়েছে।”

[ক] স্থানীয় যিহূদীরা, যারা বহু কাল আগে থেকেই পিতৃপুরুষদের মধ্য দিয়ে যিহূদী, যেমন পৌল নিজে: “অব্রাহামের যষ্ঠি থেকে উৎপন্ন বংশধরেরা, যদিও তোমরা এক দিকভ্রষ্ট জাতি, তথাপি তোমাদের কাছে পরিত্রাণের বাণী প্রদান করা হয়েছে; শুধু তাই নয়, তোমাদের কাছে তা আমার মধ্য দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তোমরা পাপ থেকে মুক্তি লাভ কর।” একটি ভাল শিকড় থেকে শাখা হিসেবে বের হওয়া খুবই মঙ্গলজনক, কারণ যদিও পরিত্রাণ সবসময় ধার্মিক পিতামাতার সন্তানদের কাছে আসে না, তথাপি পরিত্রাণের বাণী সকলের কাছেই যায়: অব্রাহাম তাঁর সন্তানসন্ততি এবং তাঁর পরিবারকে তাঁকে

অনুসরণ করার জন্য আদেশ দিলেন।

[খ] অযিহূদী, যারা জন্মগত ভাবেই যিহূদী নয়, ভিন্ন জাতির অধিবাসী, তারা কোন কোনভাবে যিহূদী ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: "তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈশ্বরকে ভয় করে। তোমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ধর্মের একটি চেতনা রয়েছে এবং তোমরা নিজেদেরকে সেই আইনের অধীনে নিয়েছ এবং সেই সকল বিধানের দাসে রূপান্তরিত করেছ। কিন্তু তোমরা এই কথা ভেবে সান্ত্বনা লাভ কর যে, তোমাদের জন্য পরিত্রাণের সুসমাচার প্রেরিত হয়েছে; তোমাদেরকে আরও ভাল করে প্রকাশিত ধর্মের আবিষ্কার করতে হবে এবং দিক নির্দেশনা লাভ করতে হবে এবং এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং তাঁকে স্বাগতম জনাতে হবে, আর সেই কারণে তাদেরকে অবশ্যই এই সুফল লাভ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।"

(খ) তাঁর বক্তব্যের শেষ ভাগে তিনি তাঁর শ্রোতাদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের কথা জোর দিয়ে বললেন। তিনি তিনি তাদেরকে এই যীশু সম্পর্কে এক বড় বিবৃতি দান করেছেন; এখন তারা এ কথা জিজ্ঞেস করতে উদ্যত হয়েছে: এ সমস্ত কিছু আমাদের প্রতি কী অর্থ বহন করে? এবং তিনি পরিস্কারভাবে তাদেরকে সেই কথাই বলছেন যে, তাদের জন্য এর গুরুত্ব কী।

[ক] যদি তারা যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে নেয় এবং পরিত্রাণের এই বাণী বিশ্বাস করে তাহলে তা হবে তাঁর জন্য এক অবর্ণনীয় সুযোগ। এর ফলে তারা তাদের সবচেয়ে বড় বিপদের ঝুঁকি থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং তা হচ্ছে তাদের পাপ: "এই কারণে তোমাদেরকে এই কথা জানতে দেওয়া হচ্ছে, ভাইয়েরা, আমরা আপনাদের কাছে এই মহান বাণী ঘোষণা করতে এসেছি, যেন তোমরা এ বিষয়ে জানতে পার এবং শ্রবণ কর।" তিনি তাদের সামনে প্রচার করার জন্য দাঁড়ান নি, বরং তিনি তাদেরকে এ কথা জানাতে চেয়েছেন এবং তিনি তাদের জন্য এর আশা ও পরিকল্পনা তাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন; কারণ তারা সকলে মানুষ, যারা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে এবং যারা তর্ক বিতর্ক করতে সমর্থ; তারা সকলেই ভাই, যাদের কাছে এই বিষয়ে কথা বলা যায় এবং চিন্তা করা যায়, তাদের মত মানুষের কাছে এ বিষয়ে কথা বলা যায়; শুধুমাত্র এই প্রকৃতির নয়, বরং তারা একই জাতি থেকেও এসেছে, সে কারণে তাদের সাথে আরও বেশি আন্তরিকভাবে কথা বলা যায়। সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এটি খুবই যথার্থ, যদি তারা তাদের শ্রোতাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করেন, যাতে করে তাদের সাথে আরও বেশি করে আন্তরিক হওয়া যায় এবং তাদের ভালর জন্য চিন্তিত এমন অবস্থানে নিজেকে দাঁড় করানো যায় এবং সেই সাথে যারা সকলে খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনবে তাদের দুটি বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার– প্রথমত, রাজাদের রাজার কাছ থেকে মানব সন্তানদের কাছে এটি একটি চিরস্থায়ী বিধান, যার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এটি দেওয়া হয়েছে সকল মানুষের জন্য, যারা কোন না কোন সময় ঈশ্বরের মুকুট এবং মর্যাদার সিংহাসনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে; এবং এটি ঈশ্বর এবং মানুষের মাঝে মধ্যস্থতার একটি ধারা এবং অনুগ্রহের কাজের একটি মাধ্যম, যা সর্বসম্মতি ক্রমে মানুষের কাছে দান করার জন্য গৃহীত হয়েছে (পদ ৩৮): "এই ব্যক্তির মধ্য দিয়ে, যিনি মারা গেছেন এবং আবারও পুনরুত্থিত হয়েছে, তাঁর মধ্য দিয়েই আপনাদের কাছে

পাপের ক্ষমার বাণী প্রচার করা হচ্ছে। আমরা আপনাদেরকে এ কথা বলছি ঈশ্বরের নামে, যাতে আপনাদের সকল পাপ, যদিও তা অনেক বড় পাপ হতে পারে, তথাপি তা ক্ষমা করা যাবে এবং এর ফলে আপনারা ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হবেন, এতে করে ঈশ্বরের মর্যাদা কোন অংশে ক্ষুণ্ন হবে না, বরং তিনি সম্মানিত হবেন, যদি তিনি আপনাদের মন পরিবর্তন করতে দেখেন। আমাদেরকে পাপের থেকে মুক্তির জন্য মন পরিবর্তনের প্রচার করতে হবে। এই পাপের মোচন করা হবে এই লোকটির মধ্য দিয়ে। তাঁর দ্বারা এই ক্ষমা ক্রয় করা হয়েছে এবং এখন তাঁর নামে এই পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায় দান করা হচ্ছে। তারই ক্ষমতা আছে পাপ থেকে ক্ষমা দান করার। আর এই কারণে আপনাদের উচিত হবে তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাঁকে আপনাদের জীবনে মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া। আমরা আপনাদের কাছে পাপ মোচনের প্রচার করছি, মন পরিবর্তনের প্রচার করছি। আমরা আপনাদের কাছে এই পরিত্রাণের সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছি, ঈশ্বর বাক্য নিয়ে এসেছি; আর সেই কারণে আপনাদের উচিত হবে আমাদেরকে স্বাগত জানানো এবং আপনাদের বন্ধু হিসেবে আমাদেরকে দেখা, সেই সাথে আমাদেরকে সুসমাচার দানকারী ব্যক্তি হিসেবে দেখা।”

দ্বিতীয়ত, এই বাণী আমাদেরকে সেটাই প্রদান করে যা মোশির ব্যবস্থা আমাদেরকে দিতে পারে না। যিহূদীরা তাদের আইন ও ব্যবস্থার ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল এবং এর কারণ হচ্ছে সেই ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক উৎসর্গকে সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে ধরে নিয়েছিল এবং তাদের এক বিরাট পরিমাণ পরিশুদ্ধতার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের সামনে পবিত্র বলে দাঁড় করাতো, যা ছিল এক চরম পরিহাস। “না,” পৌল বললেন, “এ কথা জেনে রাখুন আপনারা যে, একমাত্র খ্রীষ্টের দ্বারা তাদের প্রতিই পরিত্রাণ আসে, যারা খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে এবং অন্য কারও মধ্য দিয়ে নয়। তাঁর মাধ্যমেই সকলে অন্য সকল বিষয় থেকে পবিত্র হয়, সকল প্রকার পাপ এবং অপরাধ থেকে মুক্ত হয়, যা থেকে আপনারা মোশির আইন দিয়ে মুক্ত হতে পারেন না।” (পদ ৩৯); এই কারণে তারা সুসমাচার গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিল এবং তারা সুসমাচারের আগমনে আনন্দিত হয়েছিল এবং তারা এর বিরুদ্ধে তাদের আইন মোতাবেক কোন ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করে নি, কারণ সুসমাচারের কাজ হল ব্যবস্থার পূর্ণতা সাধন করা, ধ্বংস নয়। লক্ষ্য করুন:

১. পাপীদের সবচেয়ে প্রধান চিন্তা হচ্ছে নিজেদেরকে পবিত্র ও পাপবিহীন করা, ঈশ্বরের চোখে সকল প্রকার পাপ এবং দোষ থেকে মুক্তি লাভ করা।

২. যারা সত্যিকার অর্থে পবিত্র ও ধার্মিক, তারা তাদের সমস্ত অপরাধের ভার থেকে মুক্ত হয়; কারণ যদি কোন অপরাধের দায়ভার সেই পাপীর উপরে পড়ে, তাহলে সে শেষ হয়ে যাবে।

৩. একজন পাপীর পক্ষে মোশির ব্যবস্থা দিয়ে ধার্মিক হওয়া অসম্ভব। অন্ততপক্ষে তার এই নৈতিকতা সম্পর্কিত আইন দ্বারা নয়, কারণ আমরা এর সবই ভেঙ্গে ফেলেছি এবং আমরা

প্রতিদিনই তা লঙ্ঘন করছি, সেই কারণে এর দ্বারা ধার্মিক হওয়ার বদলে এই আইন আমাদেরকে দোষীকৃত করে। তার প্রতিষেধক আইনের দ্বারা নয়, কারণ ষাড় এবং ছাগলের রক্ত দিয়ে পাপ সরিয়ে নেওয়া যায় না, তাই অবশ্যই ঈশ্বরকে এই অপরাধের বিপরীতে সন্তুষ্ট করতে হবে যেন তিনি এই অপরাধের দায়ভার সরিয়ে দেন কিংবা পাপীর আহত বিবেককে সুস্থ করেন। এটি ছিল একটি প্রথাগত এবং সাধারণ নিয়ম-কানুন। দেখুন ইব্রীয় ৯:৯; ১০:১, ৪।

৪. যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমরা এক পূর্ণ ধার্মিকতা লাভ করি; কারণ তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের জন্য এক সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়েছিল। আমরা ধার্মিক বলে গণ্য হয়েছি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা শুধুমাত্র সঠিক বিচারই পাই নি, যেহেতু তিনি আমাদের বিচারক হয়েছেন, বরং সেই সাথে আমরা ধার্মিকতাও লাভ করেছি, কারণ আমাদের প্রভু ধার্মিকতার ঈশ্বর।

৫. যারা যারা যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস আনে, তারা সকলে তাঁর উপরে নির্ভর করে এবং তাঁর অধীনে শাসিত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে সমর্পণ করে এবং তারা তাঁর মধ্য দিয়ে ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হয় এবং অন্য কারও দ্বারা নয়।

৬. ব্যবস্থা বা আইন আমাদের জন্য যা করতে পারে না– কারণ তা হচ্ছে খুব দুর্বল, সেটা খ্রীষ্টের সুসমাচার পারে; এবং সেই কারণে মোশির আইন ও ব্যবস্থার প্রতি অতি মাত্রায় আগ্রহ এবং আসক্তি খুবই মূর্খতার বিষয়, তার চাইতে বরং সকলের উচিত খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি আগ্রহ জন্মানো এবং এর চিরস্থায়িত্বের প্রতি আসক্ত হওয়া সেই সাথে এর প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা।

[খ] তাদের জন্য এটি সম্পূর্ণ ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে, যদি তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর যে প্রস্তাব এখন তাদের প্রতি দেওয়া হচ্ছে তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (পদ ৪০, ৪১): সেই কারণে সাবধান হও; তোমাদেরকে এক দারুণ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এক মহা আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, তাই তোমরা সাবধান হও এবং এই আমন্ত্রণ অবহেলা কোরো না।" লক্ষ্য করুন, যাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের আসন্ন বিচারের দিকে লক্ষ্য করতে হবে এবং তাদের প্রতি যে মহান আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এর প্রতি সাড়া দান করতে হবে। তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা এই প্রস্তাব কোন মতেই অবজ্ঞা না করে। "সাবধান, পাছে তোমরা এই আ-শীর্বাদ এবং সুফল হারিয়ে না ফেল এবং গ্রহণ না করে ভুল কর; কারণ এই সুসমাচার গ্রহণ করলে তোমরা ভাববাদীদের সকল প্রতিজ্ঞাত পুরস্কার অবশ্যই লাভ করবে, সেই সাথে অনন্ত জীবন পাবে, কিন্তু যদি তোমরা একে অবহেলা কর, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমরা ভাববাদীদের পূর্বাভাস অনুসারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তোমরা এই সুসমাচার অবশ্যই গ্রহণ কর, পাছে যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেই অভিশাপ তোমাদের উপরে পতিত হয়।" লক্ষ্য করুন, এই হুমকি হচ্ছে প্রকৃত অর্থে সতর্কবাণী; আমাদেরকে এখন যা বলা হচ্ছে তা অবশ্যই মন পরিবর্তন করে নি অর্থাৎ অনুতাপবিহীন পাপীদের উপরে বাস্তবায়িত হবে, তাই

তাদেরকে জাগিয়ে তোলার জন্য এই সতর্কবাণী প্রদান করা হচ্ছে, পাছে তা তাদের উপরে পতিত হয়। এখন যে ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করা হল তা আমরা দেখতে পাই হাবাক্কুক ১:৫ পদে, যেখানে কলদীয়দের দ্বারা যিহূদী জাতির ধ্বংসের কথা বর্ণিত আছে এক মহা ধ্বংসের কথা হিসেবে এবং এখানে তা প্রয়োগ করা হয়েছে রোমীয়দের হাতে যিহূদী জাতির ধ্বংসের ক্ষেত্রে, যেহেতু তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানে প্রেরিত পৌল সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণ ব্যবহার করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে, দেখ, হে অবজ্ঞাকারীরা (অর্থাৎ, দেখ, তোমরা যারা অযিহূদী); কারণ এর ফলে এই উদ্ধৃতাংশটি প্রেরিতের বক্তব্যের সাথে আরও বেশি যথার্থ হয়েছে।

প্রথমত, "শোন, পাছে ভাববাদীরা যে দোষের কথা বলেছেন সেই দোষে তোমরা দোষী হও– সুসমাচারকে অবজ্ঞা করার দোষ এবং তোমাদের প্রতি এর যে মহা পরিকল্পনা রয়েছে তার প্রতি অবহেলা ও প্রত্যাখ্যান করার ভুল এবং সেই সাথে অযিহূদীদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়ার অপরাধ, যাদেরকে তোমাদের সাথে সাথে এই সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সাবধান থেকো, পাছে তোমাদেরকে এ কথা বলা না হয় যে, দেখ, তোমরা অবজ্ঞাকারী।" লক্ষ্য করুন, অনেকের জন্যই এটি ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যারা তাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করে, যখন তারা ধর্মকে নিচু চোখে দেখে এবং তারা সেই অবস্থান থেকে সরে আসার ইচ্ছা পোষণ করে না।"

দ্বিতীয়ত, "তোমরা এই কথায় কান দাও, পাছে ভাববাদীরা যে সকল শাস্তি ও বিচারের কথা বলেছেন, তোমাদের উপরে সেই বিচার নেমে আসেঃ পাছে তোমরা ভ্রান্তিতে পড় এবং ধ্বংস হয়ে যাও; তোমাদের এই পরিণতি হবে অন্যদের জন্য বিস্ময়কর এবং তোমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক।" যারা এতে করে অবাক হবে না তারা পরিত্রাণ পাবে না এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা মণ্ডলীর সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে এবং নিজেদেরকে এই ভেবে সন্তুষ্ট রাখবে যে, এই সবের মধ্য দিয়ে তারা পরিত্রাণ পাবে ও রক্ষা পাবে, তারা এটি দেখে অবাক হবে যে, তাদের সকল ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল তার কিছুই তাদেরকে বাঁচাতে পারে নি। অবিশ্বাসী যিহূদী এ কথা জানুক যে, ঈশ্বর তাদের সময়ে এমন কাজ করবেন যা তারা কোনভাবেই বিশ্বাস করবে না, যদিও ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন ব্যক্তি তাদের কাছে এর বিষয়ে বার্তা ঘোষণা করবেন। এই বিষয়টি একটি পূর্বাভাস বলে ধরে নিতে হবে, নতুবাঃ-

১. এটি তাদের পাপ, আর তা হচ্ছে, তাদের অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করতে হত এবং তাদেরকে অবশ্যই এ কথা মানতে হত যে, এই কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ, খ্রীষ্টের পরিত্রাণ দানকারী কাজ, যদিও এই বিষয়টি খুবই সাধারণভাবে তাদের কাছে বলা হয়েছে, তথাপি তাদের কোন মতেই উচিত ছিল না এই কথা অবিশ্বাস করা, যিশাইয় ৫৩:১, কে আমাদের কথা বিশ্বাস করেছে? যদিও এটি ছিল ঈশ্বরের কাজ, যাঁর কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয় এবং যিনি ঐ ঘোষণা দিয়েছেন তাকে তিনি কখনোই মিথ্যে বলে উল্লেখ করবেন না, কারণ তিনি কখনোই মিথ্যে বলেন না। যারা সেই যুগে এই সকল সাধিত হওয়ার মত সুযোগ এবং সম্মান লাভ করেছে, তাদের মধ্যে এই কাজকে বিশ্বাস করার মত অনুগ্রহ ছিল না।

২. এটি তাদের ধ্বংস। যিহূদী শাসনতন্ত্রের অবসান, তাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য নিয়ে নেওয়া এবং সেটি অযিহূদীদের কাছে দেওয়া, তাদের পবিত্র গৃহ এবং শহরের বিনাশ এবং লোকদের ছড়িয়ে পড়া, এ সবই ছিল এমন কাজ যা যে কেউ বিশ্বাস করে নি সে কখনোই বুঝতে পারবে না যে, প্রকৃতপক্ষে এই যিহূদীরা এক সময় স্বর্গের কত প্রিয় পাত্র ছিল। এখন তাদের উপরে যে সমস্ত দুর্যোগ নেমে আসছে তা আগে কখনো কোন লোকের উপরে নেমে আসে নি, মথি ২৪:২১। কলদীয়দের দ্বারা তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে এ কথা বলা হয়েছে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী তাদের শেষ ধ্বংসের ব্যাপারেও সত্যি, পৃথিবীর রাজাগণ, জগত-নিবাসী সমস্ত লোক, বিশ্বাস করতো না যে, যিরূশালেমের দ্বারে কোন বিপক্ষ কি শত্রু প্রবেশ করতে পারবে, বিলাপ ৪:১২। এভাবেই অধার্মিকতার কর্ম সাধনকারীদের প্রতি এক বিস্ময়কর বিচার উপস্থিত হল, বিশেষ করে খ্রীষ্টের প্রতি অবজ্ঞাকারীদের জীবনে, ইয়োব ২৩:৩।

প্রেরিত ১৩:৪২-৫২ পদ

এই গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেরিতদের কাজকে আলোকপাত করা, বিশেষ করে পৌলের প্রৈরিতিক কাজ (যেভাবে তিনি নিজেকে এক বৃহৎ পরিসরে কাজে ব্যাপৃত করেছিলেন, রোমীয় ১১ অধ্যায়)। এখানে আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার কারণে সৃষ্ট যিহূদীদের প্রতিক্রিয়া। এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি যিহূদীদেরকে যথা সম্ভব সাবধানবাণী প্রদান করেছেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিষয় বিবেচনা করেছেন, যার উদাহরণ আমরা দেখতে পেয়েছি।

ক. এখানে কয়েকজন যিহূদী ছিল যারা সুসমাচার প্রচারের চরম বিরোধী ছিল এবং তা অযিহূদীদের প্রতি নয়, বরং তাদের নিজেদের প্রতি, কারণ তারা এই সুসমাচারের বাণী শুনতে পারতো না, তাই পৌল যখন তাদের সমাজ-ঘরে সুসমাচার প্রচার করছিলেন তখন তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেল (পদ ৪২), তারা তাঁর প্রতি এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করছিল এবং তারা এই শিক্ষা দানের সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে চায় নি। এটি খুব সম্ভব যে, তারা নিজেদের ভেতরে ফিস ফিস করে শলাপরার্মশ করছিল, তারা একে অন্যকে এই শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলে উসকে দিতে লাগল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চেয়েছিল। এখন এই বিষয়ে বলা হয়েছে:

১. এক উন্মুক্ত অধার্মিকতা, কারণ তারা স্পষ্টভাবেই প্রথম থেকে সুসমাচারের উপরে একটুও বিশ্বাস করে নি এবং পুরোপুরিভাবে সুসমাচারকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। এভাবে তারা খ্রীষ্টের এবং তাঁর শিক্ষা, মতবাদ ও বিধানের প্রতি প্রকাশ্যে তাদের ক্রোধ এবং জিঘাংসা প্রকাশ করলো এবং তথাপি তারা কোন ধরনের লজ্জিত হল না; আর এভাবেই তারা অন্যদের অন্তরকে সুসমাচারের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল; তারা অন্যদেরকে তাদের এই কুৎসিত পথ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানালো।

২. এক অন্ধ আক্রোশ। তারা সমাজ-ঘর থেকে বের হয়ে গেল শুধু এটি দেখানোর জন্য নয়

যে, তারা সুসমাচারে বিশ্বাস করে নি, বরং সেই সাথে তারা এটি দেখাতে চেয়েছিল যে, তারা কোন মতেই এর ধারে কাছে অবস্থান করবে না, আর সেই কারণে তারা এমন কিছু শুনতে চায় নি যা তাদেরকে সেই সুসমাচারের কথাই বলবে। তারা বধির মানুষের মত করে তাদের কান বন্ধ করে রেখেছিল। ন্যায্যভাবে সুসমাচার তাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল, যখন তারা প্রথমেই নিজেদেরকে এর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল এবং নিজেদেরকে মণ্ডলী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। কারণ এটি সুনিশ্চিত যে, ঈশ্বর কখনোই কাউকে ত্যাগ করে চলে যান না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঈশ্বরকে ত্যাগ করে।

খ. অভদ্র এবং পথ ভ্রষ্ট যিহূদীরা যেমন সুসমাচারের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, অযিহূদীরা ঠিক তেমনি সুসমাচারের বাণী শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ছিল: তারা সুসমাচারের বাক্য শোনার জন্য খোঁজ করতে লাগল, কিংবা তারা এই বাক্য শ্রবণ করে জীবনে গ্রহণ করতে চাইল, তারা চাইল যেন পরবর্তী বিশ্রামবারে তাদের জন্য এই সুসমাচার প্রচার করা হয়; আগামী সপ্তাহের মধ্যে, অনেকে এমনটা মনে করেন; সপ্তাহের দ্বিতীয় এবং পঞ্চম দিনে, যা অনেক সমাজ-ঘরে বক্তব্য রাখার দিন হিসেবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই যে (পদ ৪৪), পরবর্তী বিশ্রামবারে তারা সকলে একত্রিত হলেন। তারা এই আবেদন জানালো:

১. যিহূদীদের প্রতি যে আহ্বান জানানো হয়েছিল সেই একই আহ্বান যেন তাদের প্রতিও জানানো হয়। পৌল এই প্রচারের মধ্য দিয়ে যিহূদীদের কাছে এবং ভিন্ন জাতির যিহূদী ধর্মাবলম্বীদের কাছে পরিত্রাণের বাণী প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তিনি অযিহূদীদের কথা একেবারেই চিন্তা করেন নি; আর এখন সেই কারণেই খ্রীষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে পাপ থেকে মুক্তি লাভের সুসমাচার অযিহূদীদের কাছে প্রচার করা হবে, যেভাবে এর আগে যিহূদীদের কাছে প্রচার করা হয়েছে। যিহূদীদের প্রত্যাখ্যান এবং অবজ্ঞা তাদেরকে কেবলই জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। পৌল তাদের কাছে এই শিক্ষা এবং প্রচারের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সেই আহ্বান জানাচ্ছেন, যে আহ্বান পিতর কর্ণীলিয়ের কাছে জানিয়েছিলেন। যারা জীবন রুটি পেতে চায়, তাদেরকে তা না দিয়ে কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? যার ঘরে সন্তানেরা খাবার টেবিলের নিচে ফেলে দেয়, তাদের দরজায় দরিদ্রেরা খাবার ভিক্ষা চাইলে কীভাবে তারা না দিয়ে থাকতে পারে?

২. সেই একই নির্দেশনা তাদেরকেও দেওয়া হবে। তারা খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদ শুনেছে, কিন্তু তারা প্রথম বার শুনে তা বুঝতে পারে নি কিংবা তাদের পুরোটা মনেও নেই, আর সেই কারণে তারা এসে এখন সেই বাণী শোনার জন্য ভিক্ষা চাইছে, যেন তাদের কাছে আরেকবার সেই সুসমাচারের বাণী প্রচার করা হয়। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের বাক্য পুনর্বার শোনা অবশ্যই মঙ্গলজনক। যা কিছু আমরা শুনেছি এবং যা কিছু আমরা শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাকি, তা অবশ্যই আমাদের ভেতরে শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে রাখতে হবে, যাতে করে সঠিক স্থানে গিয়ে তা আমাদেরকে সেই কথা শোনার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। একই কথা বারবার শোনা আমাদের জন্য সময় নষ্ট বলে প্রতীয়মান হবে না, কারণ তা আমাদের জীবন রক্ষা করে, ফিলিপীয় ৩:১। এটি যিহূদীদের মন্দ অ-

ভপ্রায়কে আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ অযিহূদীরা সেই বাক্য শোনার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল, যে বাক্য যিহূদীরা দূরে ঠেলে দিয়েছিল। এটি খুবই ভাল বিষয় যে, অযিহূদীরা যিহূদীদেরকে অনুসরণ করে তারাও সুসমাচারকে দূরে ঠেলে দেয় নি।

গ. যিহূদী এবং ভিন্ন জাতির যিহূদী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল, যারা সুসমাচার প্রচারের কারণে আকৃষ্ট হয়েছিল। যারা যিহূদীদের মধ্য থেকে সুসমাচার প্রচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল, যারা সুসমাচারকে অবজ্ঞা করেছিল এবং প্রত্যাখ্যান করেছিল ও সুসমাচার প্রচারের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তারা অন্য সবসময়ের মত করে বলছিল, "তারা নিজেরাও সরে গেছে এবং তারা ঈশ্বরের লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।" "না," পৌল বলেছেন, "এ কথা সত্যি নয়; কারণ বহু যিহূদী খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর পথ অনুসরণ করেছিল;" তাঁর সাথে এক হয়েছিল, রোমীয় ১১:১, ৫। এখানেও আমরা তা দেখতে পাই: যিহূদীদের মধ্যে অনেকে এবং ভিন্ন জাতির যিহূদী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই পৌল এবং বার্ণবাকে অনুসরণ করতে লাগল এবং তারা তাঁদের কাছ থেকে পুনঃপুন নির্দেশনা এবং উৎসাহ লাভ করতে লাগল।

১. তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীনে সমর্পণ করেছিল এবং তারা এর সুফল এবং সান্ত্বনা লাভ করতে চেয়েছিল এবং তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাদের জীবনের পাথেয় হিসেবে চলছিল। তারা পৌল এবং বার্ণবাকে অনুসরণ করছিল; তারা তাঁদের শিষ্যতে পরিণত হয়েছিল কিংবা বলা যায় তারা খ্রীষ্টের শিষ্যতে পরিণত হয়েছিল, কারণ পৌল এবং বার্ণবা খ্রীষ্টের প্রতিনিধি ছিলেন। যারা খ্রীষ্টকে যুক্ত হতে চাইবে তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে তাঁর পরিচর্যাকারীদের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে হবে। আর পৌল এবং বার্ণবা যদিও তাঁদেরকে অযিহূদীদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তথাপ তাঁরা যিহূদীদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তাঁরা চেয়েছিলেন যে, তারাও এসে তাঁদের কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করবে, এমনই আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা যিহূদীদের প্রতি এবং তাঁদের বন্ধুদের প্রতি, যদি কেবলমাত্র তারা এই সুসমাচার গ্রহণে সম্মত হয়।

২. তারা খ্রীষ্টও পথ অনুসরণ করতে উৎসাহী হয়েছিল এবং তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা করেছিল: পৌল এবং বার্ণবা তাদের কাছে সেই সমস্ত স্বাধীনতা এবং বন্ধুত্বের কথা বললেন, যা কল্পনা করা যেতে পারে, তারা তাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাছে আসার জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন, যাতে করে তারা যা পেয়েছেন তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন এবং তারা যেন সুসমাচারের অনুগ্রহে বিশ্বাস স্থাপন করতে থাকেন, তারা যেন অনুগ্রহের আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং অনুগ্রহের সকল ক্ষেত্রে তাদের পদচারণা থাকে। আর ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ কখনোই তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না, যারা তা পেতে চায় এবং ধরে রাখতে চায়।

ঘ. পরবর্তী বিশ্রামবারে প্রেরিতগণ এক বিরাট সংখ্যক জনতাকে দেখতে পেলেন যারা আনন্দের সাথে সুসমাচারের বাণী শোনার জন্য একত্রিত হয়েছিল (পদ ৪৪): প্রায় পুরো

শহর (কারণ শহরের বেশির ভাগ অধিবাসীই ছিল অযিহূদী) ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য একত্রিত হয়েছিল।

১. সম্ভবত পৌল এবং বার্ণবা সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে অলস বসে থাকেন নি, বরং তাঁরা এই দুই সপ্তাহের মধ্যকার সময়ে সব ধরনের সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন (যেমনটা অযিহূদীরা চাইছিল বলে অনেকে মনে করেন) যাতে করে তাদেরকে আরও বেশি করে খ্রীষ্টের সাথে পরিচিত করে তোলা যায় এবং তাদের মধ্যে তাঁর জন্য আকাঙ্খা তৈরি করা যায়। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে লোকদের কাছে সুসমাচারের বিষয়ে আলোচনা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তম পরিচর্যা সাধন করতে লাগলেন, একই সাথে তাঁরা প্রকাশ্যে জনতার কাছে প্রচার করতেন। আলোচনার প্রধান প্রধান স্থানে জ্ঞান চিৎকার করছে, খোলা দরজা থেকে শুরু করে সমাজ-ঘরের মধ্যে, হিতোপদেশ ১:২০, ২১।

২. এর ফলে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ বিশ্রামবারে সমাজ-ঘরে একত্রিত হল। অনেকে কৌতূহল বশত এসেছিল, নতুন কী এখানে আছে তা দেখতে এসেছিল; অন্যরা এসেছিল এটি দেখতে যে, দ্বিতীয়বার সমাজ-ঘরে সুসমাচার প্রচার করার ফলে যিহূদীরা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়; আবার অনেকে প্রভুর বাক্যের কিছু অংশ শুনেছিল এবং আরও কিছু এখন শুনতে চাইছিল, তারা মানুষের মুখের কথা শুনতে আসে নি, কিন্তু প্রভুর মুখের বাক্য শুনতে এসেছিল, যার মধ্য দিয়ে অবশ্যই আমাদের পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এখন এর ফলে পৌল অযিহূদীদের কাছে প্রচার করার যুক্তি স্থাপন করতে পারলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী শ্রোতাদেরকে খুঁজে পেলেন। সেখানে শস্য তোলার জন্য ক্ষেত প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কেন তিনি ফসলে কাস্তে লাগাবেন না?

ঙ. যিহূদীরা এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিল; তারা যে শুধু সুসমাচার গ্রহণ না করার পক্ষপাতী ছিল তাই নয়, সেই সাথে তারা সেখানে জড়ো হওয়া সুসমাচারের বাক্য শুনতে আগ্রহী লোকদের প্রতিও আক্রোশে পরিপূর্ণ ছিল (পদ ৪৫): যখন যিহূদী সেই বিরাট সংখ্যক লোক দেখল এবং বুঝতে পারল যে, এটি পৌলের কাজের জন্য কতটা উৎসাহব্যঞ্জক, যখন তিনি দেখবেন যে, লোকেরা কবুতরের মত উড়ে উড়ে এসে জানালায় বসছে এবং এ কথা নিঃসন্দেহে সত্যি যে, সেই উপস্থিত লোকদের মধ্যে অধিকাংশই খ্রীষ্টকে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করে নিয়েছিল, আর এই বিষয়টিই যিহূদীদের অন্তরে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং আক্রোশ তৈরি করেছিল।

১. তারা লোকদের জন্য প্রেরিতদের আগ্রহের কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিল, তারা সমাজ-ঘর পূর্ণ হতে দেখে আক্রোশে পরিপূর্ণ হয়েছিল, যখন তিনি প্রচার করছিলেন। এটি ছিল সেই একই আত্মার কাজ, যার মধ্য দিয়ে ফরীশীরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তেড়ে গিয়েছিল; তারা অন্তরে ক্ষুব্ধ হল, যখন তারা দেখল যে, সমস্ত পৃথিবী তার দিকে যাচ্ছে। যখন স্বর্গীয় রাজ্য খুলে গেল, তখন তারা নিজেরাও সেখানে গেল না এবং যারা যারা সেখানে গেল তাদের উপরে ক্রোধান্বিত হল।

২. তারা সেই শিক্ষার বিরোধিতা করলো যা প্রেরিতগণ প্রচার করছিলেন: তারা সেই সব বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলল, যা পৌল বলছিলেন, তারা তাঁকে বাধা দিতে লাগল এবং তাঁর কথার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগল। তিনি যা কিছু বলছিলেন তারা তাতেই মিথ্যে ভুল ধরতে লাগল, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করার অভিযোগ আনতে লাগল; ***antelegon antilegontes***– বিরোধিতা, তারা বিরোধিতা করতে লাগল। তারা যথা সম্ভব আক্রোশ এবং ক্রোধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রেরিতদের বিরোধিতা করে কথা বলতে লাগল; তারা তাদের এই বিরোধিতায় অটল থাকল এবং আর কোন কিছুতেই তারা চুপ করলো না, তারা তর্কের জন্য তর্ক করছিল এবং যা সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল, সেই প্রমাণকে তারা অস্বীকার করছিল; এবং যখন তারা আর বাধা দিয়ে বলার মত কোন যুক্তি খুঁজে পেলনা, তখন তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের বিরুদ্ধে জঘন্য সব কথা বলতে লাগল এবং গালাগাল করতে লাগল, তারা নিজেরাই তখন খ্রীষ্টের এবং তাঁর সুসমাচারের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করতে লাগল। পার্থিব সত্তায় চালিত মানুষের মুখ থেকে কখনো ঈশ্বরের আত্মার ভাষা বেরিয়ে আসতে পারে না, আর সেই কারণে তারা ঈশ্বরের কথার বিরোধিতা করে, তারা মূর্তিমান শয়তানের কথা মুখ দিয়ে বের করে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করে। সাধারণত যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং তর্ক করে, তাদের কথা শেষ হয় ঈশ্বরনিন্দা করার মধ্য দিয়ে।

চ. এখানে প্রেরিতগণ আনুষ্ঠানিক ভাব গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে যিহূদীদের বিঘ্ন থেকে মুক্ত হিসেবে ঘোষণা দিলেন এবং তিনি অযিহূদীদের কাছে পরিত্রাণের বাক্য নিয়ে আসার স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন, এমন কি সেখানে যিহূদীদের এই আক্রোশ এবং ক্রোধ যে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না সে কথাও বললেন। যিহূদীরা কখনোই অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা জন্য প্রেরিতদেরকে অভিযুক্ত করতে পারবে না, কারণ তাদের নিজেদের কাজের জন্য এবং কৃতকর্মের জন্যই তাদের চিরকালের জন্য নিশ্চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করেছে তার জন্য তাদেরকে চিরকালের মত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। “অবজ্ঞা এবং প্রত্যাখ্যান (আমরা বলি) আইন অনুসারে খুবই ভাল প্রতিফল।” যিহূদীরা সুসমাচারকে অবজ্ঞা করেছিল এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর সেই কারণে তাদের নিশ্চয়ই অযিহূদীদের কাছে তা প্রদান করার ব্যাপারে কোন বাধা দেওয়া বা কোন বিরোধিতা করা উচিত নয়। এই কথা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে (পদ ৪৬), পৌল এবং বার্ণবা সাহসিকতার সাথে কথা বললেন। এর আগে তারা যেভাবে কথা বলেছিলেন তা ছিল যেন তাঁরা অযিহূদীদের কাছ থেকে অনুকূল আচরণ পাওয়ার ব্যাপারে লজ্জিত ছিলেন এমন ভাব নিয়ে কথা বলছিলেন। কিন্তু এবারে তারা যিহূদীদের প্রতি বরং বিরোধিতা সুলভ কথাই বললেন এবং তাদের পথে এক ধরনের বাধা ছড়িয়ে দিলেন। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের প্রচারকদের জন্য মাঝে মাঝে এমন সময় আসে, যখন তাদের সিংহের মত সাহস দেখাতে হয় আবার সাপের মত সতর্ক হতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে কপোতের মত অমায়িক হতে হয়। যখন খ্রীষ্টের শত্রুরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে, সে সময় ভীতু হয়ে চুপচাপ বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। যে পর্যন্ত

বিরোধিতাকারীদের উপর পরিবর্তন সাধন করার মত সামান্য সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই নম্রভাবে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত (২ তীমথিয় ২:২৫); কিন্তু যখন এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ কাল ধরে কাজ চালিয়ে গেলেও কোন কাজ হয় না, তখন আমাদেরকে অবশ্যই দৃঢ় রূপ ধারণ করতে হবে এবং তাদেরকে আমাদের বিরোধিতার অবস্থানের কথা জানিয়ে দিতে হবে। সুমাচারের শত্রুরা এতে করে ভীত না হয়ে বরং আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এবং তারা তাদের মিত্রদেরকে তাদের দলে টেনে দল ভারী করবে; কারণ তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তাদের যুক্তি ন্যায়সঙ্গত এবং তারা জানে যে, কাদের উপরে এখন তাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। এখন পৌল এবং বার্ণবা যিহূদীদেরকে সুসমাচারের অনুগ্রহের যথাযোগ্য প্রস্তাব দান করার পরে এখানে তাঁরা তা অযিহূদীদের কাছে প্রদান করছেন, যদি কোন প্রকারে (যেভাবে পৌল বলেছেন, রোমীয় ১১:১৪) আমার স্বজাতির লোকদের অন্তর্জ্বালা জন্মিয়ে তাদের মধ্যে কিছু লোককে পরিত্রাণ করতে পারি।

১. তাঁরা এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, যিহূদীদেরকে এর প্রথম আহ্বান জানানো হয়েছিল: "এটি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল যে, যেন ঈশ্বরের বাক্য প্রথমে তোমাদের কাছে বলা হয়, যাদের প্রতি প্রথম এই প্রতিজ্ঞা স্থাপন করা হয়েছিল, তোমাদের কাছে, ইস্রায়েলের হারানো মেষ পালের কাছে, যাদের কাছে খ্রীষ্ট সর্বপ্রথম প্রেরিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি নিজে ব্যক্ত করেছেন।" আর প্রচারকদেরকে তিনি যিরূশালেমেই সর্বপ্রথম সুসমাচার প্রচার করা শুরু করতে আদেশ দিয়েছিলেন (লূক ২৪:৪৭), এটি ছিল এক পরোক্ষ নির্দেশনা, যেন যিহূদীদের পরই অন্য সকল দেশ খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ করতে পারে, যাদের প্রতি এর আগে ব্যবস্থা প্রদান করা হয় নি, আর এখন তাদের প্রতি সুসমাচার প্রচার করা হবে। সন্তানদেরকে প্রথমে দান করা হোক, মার্ক ৭:২৭।

২. তাঁরা তাদেরকে এটি অবজ্ঞা করার জন্য অভিযুক্ত করলেন: "তোমরা নিজেদেরকে এর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ; তোমরা তা গ্রহণ কর নি; শুধু তাই নয়, তোমরা এর প্রস্তাব একবারও ভেবে দেখ নি, বরং তোমরা শুরু থেকেই এর প্রতি বিরোধিতা করে এসেছ।" যদি মানুষ তাদের নিজেদের কাছ থেকে সুসমাচার দূরে সরিয়ে দেয়, তাহলে ঈশ্বর ন্যায্যভাবেই তাদের কাছ থেকে তা নিয়ে নেবেন; কেন মান্না তাদেরকে দেওয়া হবে, যারা একে ঘৃণা করবে এবং পাতলা রুটি বলে ব্যঙ্গ করবে? কিংবা কেন সুসমাচারের অনুগ্রহ তাদেরকে দেওয়া হবে, যারা তা তাদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং বলে, আমাদের দায়ূদের মধ্যে কোন অংশ নেই? এই কারণে তারা নিজেদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য অনু-পযুক্ত বলে প্রমাণ করেছে, কারণ আমাদের মধ্যে এমন কিছুই নেই বা আমরা এমন কিছুই যা আমরা অর্জন করতে পারি না, যা আমাদেরকে সেই যোগ্যতা বা সামর্থ্য দেয়, যার ফলে আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে কিছুই করতে পারি না; কিন্তু এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে, যেন তা আমাদের কাছে বোধ্যগম্য হয়, এর অর্থ হচ্ছে: "তোমরা আবিষ্কার করবে, বা এর থেকে বুঝতে পারবে যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেতে পার না; তোমরা তোমাদের সকল দাবী ছুঁড়ে ফেলেছ এবং এর সকল আশা মুছে দিয়েছ; কারণ

যখন তোমাদেরকে তা দেওয়া হয়েছিল তখন তোমরা তা হাত পেতে নাও নি, তাই পিতা সেই দান অন্য এক হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন, ***krinete***, তোমাদের হাতে নয়, কারণ তোমরা নিজেরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও নি এবং তোমাদের নিজেদের কথাতেই তোমরা বিচারিত হবে; তোমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তা লাভ করেছ, ঠিক সেভাবে তোমরা যদি তা গ্রহণ না করতে তবে তোমাদের ধ্বংস এভাবেই নেমে আসতো।”

৩. এর উপর ভিত্তি করেই তারা তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, যারা ছিল তক্‌ছেদবিহীন জাতি: “যেহেতু তোমরা অনন্ত জীবনের প্রস্তাব যেভাবে দেওয়া হয়েছে সেভাবে তোমরা তা গ্রহণ করবে না, তাই আমাদের পথ সরল হয়ে গেছে, দেখ, আমরা অযিহূদীদের দিকে ফিরছি। যদি একজন না ফেরে, তাহলে আরেকজন ফিরবে। যদি যাদেরকে প্রথমে বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তারা না আসে, তাহলে যাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি, তারাই সেই স্থান দখল করবে, আমাদেরকে অবশ্যই রাজপথে রাজপথে এবং গলিতে গলিতে গিয়ে সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, কারণ বিয়ে বাড়ি অতিথি দ্বারা পরিপূর্ণ হতে হবে। যদি পরিবারের কোন লোক না থাকে, তাহলে সবচেয়ে নিকট আত্মীয় সেই দায়িত্ব পালন করে থাকে, অন্য কারও এ বিষয়ে আপত্তি তোলার অবকাশ নেই,” রূত ৪:৪।

৪. তারা নিজেদেরকে এর মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করলেন (পদ ৪৭): “কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে এমনটাই আদেশ দিয়েছেন; প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে তাঁর জন্য প্রথমে যিরূশালেম এবং এরপরে যিহূদীয়াতে সাক্ষ্য বহন করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এরপর আমাদেরকে পৃথিবীর সকল জাতির কাছে সুসমাচার নিয়ে যেতে হবে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে, সকল জাতিকে শিষ্য করতে হবে।” এটি হচ্ছে সেই কথা অনুসারে যা আমাদের কাছে পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছিল। যখন খ্রীষ্ট যিহূদীদের অধার্মিকতা এবং অপবিত্রতার কারণে এ কথা বলতে প্রস্তুত ছিলেন যে, আমি বৃথাই পরিশ্রম করেছি, তখন তাঁকে এ কথা বলা হল, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যে, যদিও ইস্রায়েল একত্রিত হয় নি, তথাপি তিনি গৌরবান্বিত হবেন, তাঁর রক্ত বৃথা যাবে না, কিংবা তাঁর এই মূল্য দান বৃথা যাবে না, কিংবা তাঁর শিক্ষাও বৃথা যাবে না, তাঁর প্রেরিত পবিত্র আত্মাও ব্যর্থ হবে না–“কারণ আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি, শুধুমাত্র তোমাকে বড় করে তোলার জন্য নয়, সেই সাথে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, অযিহূদীদের কাছে দ্বীপ্তিস্বরূপ হওয়ার জন্য, যা তাদের জন্য শুধু একবার জ্বলে উঠবে না, বরং তা সবসময়ই তাদেরকে আলো দান করবে, তিনি তাদের জন্য সার্বক্ষণিক আলো হবেন এবং দিক নির্দেশক হবেন, কারণ তিনিই সারা জগতে পরিত্রাণ এনে দেবেন।” লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট শুধুমাত্র পরিত্রাণকর্তা নন, সেই সাথে তিনি আমাদের পরিত্রাণ স্বয়ং, তিনিই আমাদের ধার্মিকতা এবং জীবন এবং শক্তি।

(২) যেখানেই খ্রীষ্টকে পরিত্রাণ দানের জন্য পরিকল্পনা দান করা হয়েছিল সেখানেই তিনি আলো ছড়িয়েছেন; তিনি সকলের বোধ্যগম্যতা উন্মোচন করেছেন এবং সকলের আত্মা

রক্ষা করেছেন।

(৩) তিনিই সবসময়ের জন্য অযিহূদীদের আলো এবং পরিত্রাণ, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। প্রতিটি জাতি যারা তাঁকে স্বাগত জানাবে, সব জাতি থেকেই কেউ না কেউ তাঁর নাম শুনবে (রোমীয় ১০:১৮) এবং সকল জাতিই শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যে রূপান্তরিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণরূপ লাভ করেছিল খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপিত হওয়ার অংশ হিসেবে, আর তা তখনই সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, যখন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে খ্রীষ্টের নাম ও তাঁর সুসমাচার পৌঁছাবে, পৃথিবীর প্রতিটি কোণে পৌঁছাবে, আর তা আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন অযিহূদীদের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা পাবে।

ছ. অযিহূদীরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করলো যা অযিহূদীরা অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, পদ ৪৮, ৪৯। উত্তরাধিকারের অভাবে কখনো ভূমি হারিয়ে যাবে না; যিহূদীদের পতনের পর পরিত্রাণ দান করা হল অযিহূদীদের কাছে: তাদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া ছিল এই পৃথিবীর জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ এবং তাদেরকে বাতিল করার মধ্য দিয়ে অযিহূদীরা অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছে; এভাবেই প্রেরিতগণ তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন, রোমীয় ১১:১১, ১২, ১৫। যিহূদীরা, যারা ছিল স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, তারা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং অযিহূদীরা, যারা ছিল বুনো জলপাই শাখা, তাদেরকে সেখানে কলম করা হয়েছে, পদ ১৭, ১৯। এখন এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, কীভাবে অযিহূদীরা তাদের প্রতি আসা এই সুযোগকে খুশি মনে স্বাগত জানালেন।

১. তারা এর আনন্দ গ্রহণ করলো: যখন তারা এ কথা শুনতে পেল তখন তারা অত্যন্ত আনন্দিত হল। এটি ছিল তাদের জন্য এক শুভ সংবাদ যে, তারা এখন ব্যবস্থার আইনের চেয়ে আরও সুন্দর, পরিষ্কার এবং ভাল একটি উপায়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং সংযুক্ত হতে পারবে এবং তাদের আর ভিন্ন ধর্ম থেকে আগত যিহূদী ধর্মাবলম্বী হতে হবে না– কারণ সেই বাধাজনক দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং তাদেরকে যিহূদীদের মত করেই এখন সরাসরি খ্রীষ্টের রাজ্যে স্বাগত জানানো হচ্ছে এবং এখন অবশ্যই তাদের প্রতি কৃত প্রতিজ্ঞা রাখা হবে, কারণ তাদেরকে আরও যিহূদী ধর্মের যোয়ালির নিচে পড়তে হবে না। এটি অবশ্যই সকল লোকের জন্য এক আনন্দের সংবাদ ছিল। লক্ষ্য করুন, আমরা যখন আমাদের নিজেদের পরিত্রাণ এবং পাপের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভের আশা লাভ করতে পারি, তখন আমাদের মনের মাঝে এক দারুণ আনন্দের উদ্ভব ঘটে। যখন অযিহূদীরা শুনতে পেল যে, এই দারুণ অনুগ্রহ লাভের প্রতিজ্ঞা তাদেরকে দান করা হচ্ছে, তখন, তাদের কাছে সুসমাচারের অনুগ্রহের বাক্য প্রচার করা হচ্ছে, তখন তারা একে এক দারুণ সুযোগ বলে বিবেচনা করলো এবং তারা অত্যন্ত আনন্দিত হল। "এখন আমাদের জন্য আশা আছে।" অনেকে এই কথা চিন্তা করে সন্দেহে ভোগে এবং দুঃখিত বোধ করে যে, তাদের খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আশা আছে কি নেই, যখন তাদের প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খ্রীষ্টতে আনন্দ করা উচিত; স্বর্গের রাজদণ্ড তাঁর হাতেই ধরা রয়েছে এবং তিনি তাদের সকলকেই আহ্বান করছেন যেন তারা এসে এর প্রান্ত ভাগ স্পর্শ করে।

২. তারা এর জন্য ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করলো: তারা ঈশ্বরের বাক্যের গৌরব ও মহিমা করল; এর অর্থ হচ্ছে, খ্রীষ্ট (অনেকের মতে) নিজেই হচ্ছে সেই অত্যাবশ্যকীয় বাক্য; তার প্রতি তাদের এক দারুণ আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধা ছিল এবং তার প্রতি তারা অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতো। কিংবা, তারা সুসমাচারের জন্য গৌরব ও প্রশংসা করলো; যত বেশি তারা এর সম্পর্কে জানলো, তত বেশি তারা এর প্রতি সমীহ প্রকাশ করতে লাগল। ওহ! কী আলো, কী শক্তি, কী সম্পদ, এই সুসমাচারের সাথে রয়েছে! এর সত্য কত না চমৎকার, কত না দারুণ এর পরিকল্পনা, এর প্রতিজ্ঞা! অন্য সকল প্রতিষ্ঠান কত না পশ্চাদপদ! এর উৎস কত না স্পষ্টভাবে ঈশ্বরীয় এবং স্বর্গীয়! এভাবেই তারা প্রভুর বাক্যকে মহিমান্বিত করেছিল এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি সকলের উপরে তাঁর নিজ নামের গৌরব ও প্রশংসা নিশ্চিত করেছিলেন (গীতসংহিতা ১৩৮:২) এবং তিনি একে আরও বেশি সম্মানিত ও প্রশংসিত করবেন, যিশাইয় ৪২:২১। তারা প্রভুর বাক্যকে মহিমান্বিত করেছিল:

(১) কারণ এখন এর জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে এবং তা শুধুমাত্র যিহূদীদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। লক্ষ্য করুন, এটি প্রভুর বাক্যের মহিমা যে, তা যত বেশি বড়াবে তত বেশি এর উজ্জ্বলতা বাড়বে এবং তা আরও বেশি আলোকিত হয়ে কিরণ ছড়াবে, যা আমাদেরকে দেখায় যে, এটি কোন মোমবাতি বা প্রদীপের মত আলো নয়, বরং এটি সূর্যের মত, যা যেখানেই যাক না কেন সবখানেই তার পূর্ণ শক্তিতে আলো ছড়াতে থাকে।

(২) কারণ এখন এর জ্ঞান তাদের কাছে আনা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, তারাই প্রভুর বাক্যের সম্মান ও মহিমা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালভাবে কথা বলে, যারা এর আলোকে কথা বলে, যারা নিজেরা এর শক্তি ও ক্ষমতার অধীনে আবদ্ধ রয়েছে এবং এর মিষ্টতার দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করেছে।

৩. তাদের মধ্যে অনেকেই শুধু যে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের সাক্ষ্যদানকারী হল তাই নয়, সেই সাথে তারা আন্তরিকভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য থাকল: যারা যারা অনন্ত জীবন লাভ করলো তাদের মধ্যে সকলেই বিশ্বাস করলো। ঈশ্বর তাঁর আত্মা কর্তৃক তাদের মধ্যে সত্যিকার বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যার ফলে তারা চিরকালের জন্য তাঁর পরিকল্পনার অধীনে আসলো, যাঁর পরিকল্পনায় তাদের জন্য চিরকালীন সুখ ও শান্তি অপেক্ষা করছে।

(১) তারাই বিশ্বাস করলো যাদেরকে ঈশ্বর বিশ্বাস করার মত অনুগ্রহ দান করেছিলেন, যাদেরকে এক গোপন এবং ক্ষমতাশালী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচারের অধীনের আনা হয়েছিল এবং তাদেরকে তাঁর ক্ষমতার অধীনে আসার জন্য ইচ্ছুক করা হয়েছিল। তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে আনা হয়েছে, যাদেরকে পিতা ঈশ্বর কাছে টেনেছেন এবং যাদের কাছে পবিত্র আত্মা সুসমাচারের আহ্বান কার্যকরী করেছেন। একে বলা হয় ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডের বিশ্বাস (কলসীয় ২:১২) এবং বলা হয়ে থাকে যে, সেই একই ক্ষমতার দ্বারা এই কাজ করা হয়েছে, যে ক্ষমতা যীশু খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করেছিল, ইফিষীয় ১:১৯, ২০।

(২) ঈশ্বর এই অনুগ্রহ তাদের সকলকে দান করেছিলেন, যাদেরকে অনন্ত জীবন দ্বারা অ-

ভষিক্ত করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল (যাদের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তাদেরকেও তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন, রোমীয় ৮:৩০); কিংবা, অনেক লোক অনন্ত জীবনের স্বাদ পেল, যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য আগ্রহী হয়েছিল এবং চিন্তা করেছিল এবং তারা নিশ্চিতভাবে অনন্ত জীবন লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, তারা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করেছিল, যার মাঝে ঈশ্বর সেই জীবনকে পূঞ্জীভূত করেছিলেন (১ যোহন ৫:১১) এবং তিনিই তার একমাত্র পথ; এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এই চমৎকার কাজটি সাধন করেছিল। এভাবেই সেই সকল বন্দী সাইরাসের ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করেছিল, যাদের আত্মা ঈশ্বর গঠন করেছিলেন যেন তারা যিরূশালেমে ঈশ্বরের উপাসনালয় তৈরি করে, উযায়ের ১:৫। তাদেরকে খ্রীষ্টের বিশ্বাসের অধীনে আনা হবে তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে এবং তাদেরকে পূর্ণভাবে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে এবং এটিই তাদের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে দেওয়া হবে।

৪. যখন তারা বিশ্বাস করলো, তখন তারা সেই কাজ করলো যাতে করে খ্রীষ্টের এবং তাঁর সুসমাচার সম্পর্কিত এই জ্ঞান তাদের প্রতিবেশীদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে (পদ ৪৯): এবং পুরো অঞ্চল জুড়ে প্রভুর বাক্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল। যখন প্রধান প্রধান শহরে তা অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে গৃহীত হল, তখন তা দ্রুত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। যারা সদ্য মন পরিবর্তনকারী ছিল, তারা অন্যদের কাছে প্রভুর বাক্য প্রচার করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কারণ তাদের মধ্যে তা পূর্ণভাবে বিরাজ করছিল। প্রভু বাক্য দেন, শুভবার্তার তবলীগকারীগণ মহাবাহিনী, গীতসংহিতা ৬৮:১১। যারা খ্রীষ্টের সাথে পরিচিত হয়েছিল, তাঁকে জানতে পেরেছিল, তারা নিজেরাও সেই কাজ করবে যাতে করে অন্যদেরকে তাঁর সাথে পরিচিত করে তোলা যায়। সেই সমস্ত বড় বড় এবং বিখ্যাত শহরে যারা সুসমাচার গ্রহণ করতে পেরেছে তাদের নিশ্চয়ই তা আকড়ে ধরে রাখার বা আবদ্ধ করে রাখার কথা চিন্তা করা উচিত নয়, যেভাবে পার্থিব জ্ঞান এবং দর্শন ধরে রাখা হয়, তা কেবলমাত্র মানব জীবনের পার্থিব অংশের বিনোদনের উৎস। কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই তা সারা দেশের সব ধরনের মানুষের কাছে প্রকাশ করতে হবে, সাধারণ জনগণের কাছে তা প্রকাশ করতে হবে, দরিদ্র এবং অশিক্ষিত মানুষের কাছে তা প্রকাশ করতে হবে, যাদের আত্মারও তাদের আত্মার মত করে পরিত্রাণের প্রয়োজন রয়েছে।

জ. পৌল এবং বার্ণবা সেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বীজ বপন করার পর সেই স্থানটি ত্যাগ করলেন এবং এ ধরনের কাজ অন্য কোথাও করতে চললেন। আমরা এখানে তাদের আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে কোন কিছু দেখতে পাই না, যা তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল কি না এবং লোকদের মাঝে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে তা সাহায্য করেছিল কি না; যদিও ঈশ্বর মানুষের মাঝে সহজেই বিশ্বাস জন্মাতে পারেন, তথাপি তিনি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করেন এবং অন্য কোন চিহ্ন বা স্ব ইচ্ছার জাগরণের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে পারেন; এবং তাঁর আত্মার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত হতে পারে, যা আশ্চর্য কাজের প্রকাশ ঘটাতে পারে। তথাপি এটি সম্ভব যে, তারা হয়তো বা আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, কারণ আমরা দেখতে পাই যে, তারা পরবর্তীতে যে

স্থানে গিয়েছেন সেখানে তারা আশ্চর্য কাজ করেছেন, প্রেরিত ১৬:৩। এখন এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

১. কীভাবে অবিশ্বাসী যিহূদীরা প্রেরিতদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করলো। তারা প্রথমে তাঁদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এবং এরপরে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের পা উঠলো (পদ ৫০): তারা পৌল এবং বার্ণবাকে অত্যাচার করলো, তারা লোকদেরকে খেপিয়ে তুলল যেন তারা তাঁদেরকে নির্যাতন করে এবং তাদেরকে রাস্তায় সকলের সামনে অপমান করে, এর ফলে যেন প্রেরিতগণ হয় সেখান থেকে চলে যান নতুবা যেন তারা মারা যান। কিংবা তারা চাইছিল তাঁদেরকে বন্দী করতে এবং অত্যাচার নির্যাতন করতে। যখন তারা যেভাবে জ্ঞান এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে কথা বলছিলেন তা রোধ করতে পারল না, তখন তারা তাঁদের নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়া অনুসরণ করলো, তারা তাঁদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন শুরু করলো। শয়তান এবং তার সঙ্গীরা সুসমাচারের প্রচারকদের প্রতি সবচেয়ে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকে, তারা সবসময় চায় কীভাবে তাঁদের কার্যক্রমে বাধা দেওয়া যায়, আর সেই কারণে তারা সবসময় তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার নির্যাতনের দেয়াল তুলে দাঁড়ায়। এভাবেই মানুষের মুক্তির পয়গামধারীদেরকে শয়তানের পরিকল্পনায় কষ্টের শিকলে আবৃত হতে হয়। মানুষের জন্য মঙ্গল সাধন করতে তাদেরকেই অমঙ্গলের শিকার হতে হয়। লক্ষ্য করুন:

(১) যিহূদীরা তাদেরকে যাতনা দেওয়ার জন্য কী ধরনের পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল: তারা তারা ধর্মপ্রাণ এবং সম্মানিত স্ত্রীলোকদেরকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল। তারা নিজেরা বিশেষভাবে কোন সাড়া ফেলতে পারে নি প্রেরিতদের বিরুদ্ধে, তাই তারা শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কয়েকজন নারীকে প্রেরিতদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিয়েছিল, যারা যিহূদী ধর্মের প্রতি প্রচণ্ডভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিল এবং তারা মূলত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এই কারণে তারা তাদেরকে ধার্মিক স্ত্রীলোক বলে সম্বোধন করতো। এরা স্ত্রীলোক হওয়ার সুবাদে তারা যে কাজই করতেন তাতে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং বেশ ধর্মান্ধ ছিলেন; আর মিথ্যে গল্প শুনিয়ে এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাদেরকে খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি খেপিয়ে তোলা খুবই সহজ কাজ ছিল, কারণ তারা এমনভাবে খ্রীষ্টান ধর্মকে প্রকাশ করেছিল, যেন তা সকল ধর্মের প্রতি অবমাননাকর এবং তা অন্য সকল ধর্মকে ধ্বংস করতে এসেছে। সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদেরকে ধার্মিক হিসেবে দেখটা খুবই ভাল এবং তাদেরকে ধর্মীয় উপাসনায় যোগ দিতে দেখাটা আরও ভাল। যত বেশি তারা এই পৃথিবীতে ধার্মিকতার জীবন যাপন করবে, ততই তারা অনন্ত জীবনের জন্য তাদের আত্মার মঙ্গল সাধন করবে এবং যত বেশি সময় তারা ঈশ্বরের সাথে ব্যয় করবে, তত বেশি তারা তাদের স্বর্গীয় জীবনের জন্য অনুগ্রহ ক্রয় করবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘটে তখনই, যখন ঈশ্বরের উপাসনা করার নামে তারা যীশু খ্রীষ্টের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়, যেভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কী! নির্যাতনকারী নারী! তারা কি তাদের লিঙ্গের স্বভাবগত স্নেহ বাৎসল্য এবং সহানুভূতির মনোভাব ভুলে গেছে? কী! সম্মানিত নারী! এভাবে কি তারা এ ধরনের একটি অন্যায্য কাজ করে তাদের সম্মান এবং মর্যাদাকে কেবল ক্ষুণ্ণই করছে না? কিন্তু সবচেয়ে

অবাক হওয়ার মত যে বিষয়টি তা হচ্ছে ধার্মিক নারী! তারা কি যীশু খ্রীষ্টের দাসদেরকে হত্যা করবে এবং এরপরে তারা মনে করবে যে, তারা ঈশ্বরের জন্য পরিচর্যা ও সেবার কাজ করলো? এই কারণে যাদের সেই আগ্রহ রয়েছে তাদেরকে তাদের জ্ঞান অনুসারে কাজ করা উচিত। এই সকল ধার্মিক এবং সম্মানিত স্ত্রীলোকদের সাহায্যে তারা শহরের সবচেয়ে মান্য গণ্য ব্যক্তিদেরকেও প্রেরিতদের বিরুদ্ধে দাঁড় করালো; শাসকগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা সকলকেই তারা খেপিয়ে তুলতে সক্ষম হল, যাদের সেই ক্ষমতা ছিল যার মাধ্যমে তারা প্রেরিতদের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে তাদের বিপক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো এবং তারা নিজেদেরকে খুব কমই এ বিষয়ে ভাববার সুযোগ দিল যে, তারা নিজেরা এই মন্দ অভিসন্ধিপূর্ণ দলের সিদ্ধান্তে চলছে কি না, যারা নিজেরাও স্বর্গীয় রাজ্যে যাবে না এবং যারা সেখানে প্রবেশ করতে চায় তাদেরকেও সেখানে যেতে দেবে না।

(২) কতদূর পর্যন্ত তারা এই ঘটনাটিকে নিয়ে গেল, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা প্রেরিতদেরকে সেই দেশ থেকে বহিষ্কার না করলো; তারা তাঁদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো এবং তাঁদেরকে চলে যেতে আদেশ দিল, যেভাবে আমরা বলি, তাঁদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হল; তাই তারা আসলে ভয়ের কারণে এই কাজ করলো না, বরং তারা ক্রোধ থেকে এই কাজ করলো, তারা প্রেরিতদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল। এটি ছিল একটি পদ্ধতি যা ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারীদেরকে কোন জায়গায় স্থির হওয়া থেকে বাধা দিয়ে রেখেছিল যা আমরা দেখি মথি ১০:২৩ পদে, যখন তোমাদের উপরে নির্যাতন নেমে আসে তখন তোমরা এক শহর থেকে অন্য শহরে পালিয়ে যেও, আর এভাবেই তোমরা হয়তো বা ইস্রায়েলের প্রতিটি শহরে পৌঁছাতে পারবে। এটি ছিল ঈশ্বরের একটি পদ্ধতি, যার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষের কাছে প্রেরিতদেরকে আরও ভালভাবে পৌঁছে দেওয়া যাবে; কারণ আমাদের জন্য তাঁদের দয়া হওয়া স্বাভাবিক, যারা নির্যাতিত হয়ে থাকে, তাদের জন্য অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, যারা অন্যায্যভাবে নির্যাতিত হয় এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই উপকূল থেকে প্রেরিতদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সেই স্থানের লোকেরা এক মহা অন্যায় সাধন করেছিল এবং সম্ভবত তাদের এই কাজের মধ্য দিয়েই পরবর্তীতে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছে।

২. কীভাবে প্রেরিতগণ এই অবিশ্বাসী যিহূদী জাতিকে পরিত্যাগ করলেন এবং প্রত্যাখ্যান করলেন (পদ ৫১): তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে তাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেললেন। যখন তাঁরা সেই শহর থেকে বেরিয়ে আসলেন, তখন তাঁরা তাদের সামনে এই কাজটি করলেন, যারা শহরের প্রধান দরজায় বসেছিল; কিংবা হতে পারে তাঁরা যখন সেই দেশের সীমান্তে এসে পড়েছিলেন, তখন তাঁরা তাদের সামনে এই কাজ করেছিলেন যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল এটি দেখার জন্য যে, তারা সেই দেশটি সঠিকভাবে ত্যাগ করছেন কি না। এর মধ্য দিয়ে:-

(১) তাঁরা ঘোষণা করছেন যে, তাদের সাথে আর প্রেরিতদের কোন কাজ নেই, তাঁরা আর তাদের কথা মনে আনবেন না, সঙ্গে করে তাদের কিছু নিয়েও যাবেন না; কারণ তারা তাঁদেরকে গ্রহণ করে নি। তারা নিজেরা ধুলো এবং প্রেরিতগণ তাদেরকে ধুলোই থাকতে

দিচ্ছেন, কারণ তার প্রেরিতদেরকে গ্রহণ করে নি।

(২) তাঁরা তাদের অধার্মিকতাকে প্রমাণ করলো এবং তারা জন্মগতভাবে যিহূদী হলেও তারা যেহেতু খ্রীষ্টের সুসমাচারকে অবজ্ঞা করেছে, সেই কারণে তারা প্রেরিতদের চোখে অযিহূদী বা পৌত্তলিকদের চেয়ে এখন আর কোন অংশে কম মন্দ নয়। যিহূদী এবং অযিহূদীরা সকলেই যে কেউ যদি বিশ্বাস আনে, তাহলে তারা ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য হবে; তাই যদি তারা তা না করে, তাহলে অবশ্যই তারা সমানভাবে প্রত্যাখ্যানের যোগ্য হবে।

(৩) এভাবেই তারা একইভাবে সুসমাচারকে প্রতিহত করলো এবং তাদের ক্রোধ এবং আক্রোশ প্রকাশ করলো, যা অনেকটাই নিষ্ফল বলে প্রকাশ পেল। এ যেন এমন কথার মত, "তোমরা যা খুশি করতে পার, আমরা তোমাদেরকে ভয় করি না; আমরা জানি আমরা কার পরিচর্যা করি এবং কাকে আমরা বিশ্বাস করি।"

(৪) এভাবে তাঁরা তাদের পেছনে একটি সাক্ষ্য রেখে গেলেন এবং তাঁরা তাদেরকে শেষ সময় পর্যন্ত সুসমাচারের অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য প্রস্তাব রেখে গেলেন, যা তাদের বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিনে প্রমাণিত হবে। এই ধুলো এ কথা প্রমাণ করবে যে, সুসমাচারের প্রচারকেরা তাদের মধ্যে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এভাবেই খ্রীষ্ট তাঁদেরকে কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং এই কারণে, মথি ১০:১৪; লূক ৯:৫। যখন তারা তাঁদেরকে ত্যাগ করে চলে গেলেন, তাঁরা ইকোনিয়াম এ উপস্থিত হলেন, তবে তাঁদের নিরপত্তার জন্য নয়, বরং কাজ করার জন্য।

৩. আন্তিয়খিয়াতে তাঁরা নতুন বিশ্বাসীদের জন্য কী ধরনের কাঠামো রেখে এসেছিলেন (পদ ৫২): শিষ্যরা যখন দেখতে পেলেন যে, কত না সাহসের সাথে এবং ধৈর্য্যের সাথে পৌল এবং বার্ণবা শুধু যে তাঁদের প্রতি কৃত সকল অধার্মিকতা ও দুর্ব্যবহার সহ্য করে যাচ্ছেন তাই নয়, সেই সাথে তাঁরা পবিত্র আত্মার আবেশে সবসময়ই কাজ করে চলেছেন এবং তাঁরা কোনভাবেই আশাহত হচ্ছেন না, সে সময় আমরা দেখতে পাই:-

(১) তাঁরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। যে কেউ এমন আশা করতে পারে যে, যখন পৌল এবং বার্ণবাকে সেই উপকূল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং সম্ভবত তাঁদেরকে প্রচণ্ড অত্যাচার-নির্যাতন করে তবেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেক্ষেত্রে শিষ্যরা এই সংবাদ শুনে নিশ্চয়ই খুব শোকহত হয়েছিল এবং ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে এমন আর কেউ ছিলেন না যাদেরকে মণ্ডলীর স্থাপনকারী হিসেবে পাঠানো যেতে পারে; কিংবা যদি এরপরে তাঁরা নিজেদের দেশেও প্রত্যাখ্যাত এবং বহিষ্কৃত হন, তাহলে তা আরও বেশি অপমানজনক এবং দুঃখজনক ব্যাপার হবে, কারণ সেটা তাঁদের নিজেদের দেশ। কিন্তু না, তারা যীশু খ্রীষ্টেতে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে এর সন্তোষজনক সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন, যেহেতু তাঁরা তাঁরই কাজ করে চলেছেন এবং তাঁরই পরিচর্যা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, তাই তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উপর ভরসা রেখে প্রতিনিয়ত বিশ্বাসে আনন্দ করে চলেছেন।

(২) তাঁরা ছিলেন সাহসী, তাঁরা পবিত্র আত্মার আবেশে খ্রীষ্টেতে স্থির থাকার জন্য চমৎকারভাবে নিজেদের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন, তা সে তাঁরা যে কোন সমস্যার মুখোমুখিই হোন না কেন। এতে করে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ এই একই প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে পিতরের সাহসিকতা (প্রেরিত ৪:৮) এবং স্তিফানের সাহাসিকতা (প্রেরিত ৭:৫৫) এবং পৌলের সাহাসিকতার কথা বলতে গিয়ে (প্রেরিত ১৩:৯)। যত বেশি করে আমরা সান্ত্বনা এবং সাহস অর্জন করবো, তত বেশি করে আমরা ঈশ্বরীয় শক্তির পরিচর্য লাভ করবো এবং আমাদের হৃদয় তা দিয়ে পরিপূর্ণ হবে, আমরা আরও ভাল করে আমাদের ঈশ্বরীয় আনন্দের বিরোধী সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে লড়তে পারব।

প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ

অধ্যায় ১৪

আমরা এই অধ্যায়ে সুসমাচারের অগ্রগতির আরও কিছু বিবরণ সম্পর্কে জানতে পারি, যা সাধিত হয়েছিল অযিহূদীদের মধ্যে পৌল এবং বার্ণবার পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে। এই কার্যক্রম সবখানেই বিজয়ের মুখ দেখতে পেল, তথাপি প্রায়শই তাঁদেকে যিহূদীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার নমুনা আমরা বিগত অধ্যায়ে দেখেছি। এখানে আমরা দেখবোঃ

ক. ইকোনিয়ামে তাঁদের কিছু সময়ের জন্য সুসমাচার প্রচারের সাফল্য লাভ এবং এরপরে সেখান থেকে তাদের প্রতি নির্যাতনকারীদের আক্রোশের কারণে প্রস্থান, এই নির্যাতনাকারীদের মধ্যে ছিল যিহূদী এবং অযিহূদী উভয়েই এবং এই কারণে তাঁরা পাশ্ববর্তী দেশে চলে যেতে বাধ্য হলেন, পদ ১-৭।

খ. লূস্ত্রায় তাঁরা একজন পঙ্গু ব্যক্তিকে সুস্থ করেন এবং এই আশ্চর্য ঘটনার কারণে লোকেরা তাঁদের প্রতি অতিমাত্রায় ভক্তি পোষণ করতে শুরু করে, যা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া থেকে রোধ করার জন্য তাঁরা তাঁদেরকে যথা সময়ে নিবৃত্ত করলেন, পদ ৮-১৮।

গ. পৌলের বিরুদ্ধে লোকদের ক্রোধ, যা যিহূদীদের প্ররোচনায় জাগ্রত হয়েছিল, এর ফলে তারা সকলে মিলে তাঁকে পাথর মারতে শুরু করলো এবং তারা মনে করলো যে, তারা তাঁকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু তিনি আশ্চর্যজনক ভাবে জীবন ফিরে পেলেন, পদ ১৯, ২০।

ঘ. পৌল এবং বার্ণবা যে সমস্ত মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন সেখানে গিয়ে সেগুলো পরিদর্শন করলেন; পথে তাঁরা যে সমস্ত ভাল কাজ করেছেন এবং আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে তাঁরা তাঁদের এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, আমি আমার নিজের ভাষায় বলব, তাঁদের অভিযানের প্রতিবেদন পেশ করলেন, পদ ২৪-২৮।

প্রেরিত ১৪:১-৭ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখিঃ-

ক. ইকনিয়তে সুসমাচার প্রচারের বর্ণনা, যেখানে প্রেরিতগণ আন্তিয়খিয়া থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেহেতু সাক্ষ্যমরদের রক্ত হচ্ছে মণ্ডলীর বীজ, সেই কারণে সাক্ষ্য দানকারীদের প্রত্যাখ্যানের কারণে আরও বেশি করে সেই বীজ ছড়িয়ে পড়েছে।

লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে তাঁরা যিহূদীদের সমাজ-ঘরে তাঁদের সুসমাচারের প্রথম আহ্বান জানালেন; সেখানে তারা গেলেন শুধুমাত্র একটি জনসমাগমের স্থান হিসেবে নয়, সেই সাথে যিহূদীদের সাথে দেখা করার জন্য, যেখানেই তারা গেছেন সেখানেই তাঁরা আগে যিহূদীদেরকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাদেরকে সর্বপ্রথম এই অনুগ্রহ দানের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। যদিও আন্তিয়খিয়ার যিহূদীরা তাঁদের সাথে বর্বর আচরণ করেছে, তথাপি তাঁরা ইকনিয়ার যিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে অস্বীকার করেন নি, যারা সম্ভবত আরও ভালভাবে সুসমাচার গ্রহণ করবে বলে তাঁরা ভেবেছিলেন। কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই পৃথক দৃষ্টিতে দেখে অবহেলা করা উচিত নয়, কিংবা এক দলের ভুলের জন্য অন্য দলকে দোষ দেওয়া উচিত নয়; বরং আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল সাধন করার চিন্তা রাখতে হবে, যারা আমাদের প্রতি মন্দ কাজ করে। যদিও রক্ত পিপাসু ধার্মিককে ঘৃণা করে, তথাপি ধার্মিক ব্যক্তি তার আত্মার মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করে (হিতোপদেশ ২৯:১০), এর পরিত্রাণের খোঁজ করে।

২. প্রেরিতগণ এখানে যে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। এর উল্লেখ এখানে করা হয়েছে যে, তাঁরা দুই জনে এক সাথে সমাজ-ঘরে গেলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের বন্ধুতা এবং পারস্পরিক স্নেহের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে চেয়েছিলেন, যাতে করে লোকের বলতে পারে যে, দেখ, তাঁরা একে অপরকে কত না ভালবাসেন এবং এতে করে তারা যেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিষয়ে প্রকৃত একটি ধারণা পায় এবং এতে করে যেন তারা তাদের একে অপরের হাতকে শক্তিশালী করে তোলার মাধ্যমে একে অপরের সাক্ষ্য প্রমাণিত করতে পারেন এবং তাঁদের দুই জনের মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথা নির্গত হবে যাতে করে যেন তাঁদের সমস্ত কথা প্রতিষ্ঠা পায়। এ কারণে তাঁরা একেক জন একেক দিনে যান নি, কিংবা একজন প্রথমে এবং এরপর অন্যজন কিছুটা পরে যান নি; বরং তাঁরা এক সাথে একই সময়ে গিয়েছেন।

খ. সেখানে তাঁদের প্রচারের সাফল্য: তাঁরা এভাবেই এক বিরাট জনতার কাছে কথা বললেন, সম্ভবত সেখানে হাজার মানুষ না হলেও কয়েক শত মানুষ ছিল, তাদের মধ্যে যিহূদী এবং গ্রীক উভয়েই ছিল; এই গ্রীকরা ছিল ভিন্ন জাতির যিহূদী ধর্মাবলম্বী। এখানে লক্ষ্য করুন: এখন সুসমাচার যিহূদী এবং অযিহূদীদের কাছে একত্রে প্রচার করা হচ্ছে এবং এই দুই সম্প্রদায় থেকে যারা যারা বিশ্বাস করেছেন, তারা সকলে একত্রে মণ্ডলীতে যোগদান করেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথমে যিহূদীদের কাছে প্রচার করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছে; কিন্তু এখানে তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে, তাদেরকে একই স্তরে রাখা হয়েছে। যিহূদীদের অবস্থান পিছনে নিয়ে যাওয়া হয় নি, কিংবা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এমন কোন ভাবও প্রকাশ করা হয় নি, কেবলমাত্র অযিহূদীদেরকে উঠিয়ে নিয়ে এসে যিহূদীদের পাশপাশি দাঁড় করানো হয়েছে; দুই পক্ষকেই ঈশ্বর এক দেহে আবদ্ধ করেছেন (ইফিষীয় ২:১৬) এবং দুই পক্ষ কোন প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া মণ্ডলীর সদস্যভুক্ত হবে।

২. প্রেরিতদের এই স্থানে প্রচার করার ক্ষেত্রে কিছুটা উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ্য করা যায়, যা তাদের সাফল্য অর্জনের জন্য সাহায্য করেছিল: তাঁরা এমনভাবে কথা বললেন যে, বিরাট সংখ্যক জনতা বিশ্বাস করলো– সুস্পষ্টভাবে এবং অত্যন্ত বিশ্বসনীয়ভাবে এমন এক প্রমাণ ও সাক্ষ্য সহকারে তাঁরা পবিত্র আত্মার প্রকাশ ঘঠিয়েছিলেন এবং এর শক্তির প্রমাণ দেখিয়েছিলেন; তাঁরা এভাবেই কথা বললেন, উৎকৃষ্ট মনোভাব নিয়ে, স্নেহের সাথে এবং লোকদের আত্মার প্রতি তাঁদের মনোযোগ আছে এমন চিন্তা নিয়ে, যাতে করে যে কেউ এ কথা বুঝতে পারে যে, তাঁরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছেন এবং যে বিষযে তারা কথা বলছেন তা তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যা বলছিলেন তা তাঁদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং সেই কারণে তাঁদের কথা সকলের হৃদয়ে গিয়ে পৌছেছিল; এভাবেই তাঁরা কথা বললেন, আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে, সাহসিকতার সাথে এবং উৎসাহের সাথে, যাতে করে যারা তাঁদের কথা শুনবে তারা এ কথা বলতে বাধ্য হয় যে, সত্যের ঈশ্বর তাদের সাথে রয়েছেন। তথাপি তাঁদের প্রচারের ধরন অনুসারে তাঁরা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার কারণেই তাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন, যিনি সব কিছুকে কাজের উপযোগী করে তোলেন।

গ. সেখানে প্রচার কাজ করতে গিয়ে তাঁরা যে ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন এবং সেখানে তাঁদের জন্য যে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হল; পাছে সেখানে তাঁরা এই ব্যাপক সংখ্যক নব্য মন পরিবর্তনকারীদের কারণে গর্বে গর্বিত হন, সেই কারণে তাঁদের শরীরের এই কাঁটা দেওয়া হল।

১. অবিশ্বাসী যিহূদীরা ছিল এই সমস্যা উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রথম, অন্য যে কোন স্থানের মতই (পদ ২): তারা অযিহূদীদেরকে খেপিয়ে তুলতে লাগল। অযিহূদীদের উপরে সুসমাচার যে প্রভাব ফেলেছিল এবং যেহেতু তারা তা গ্রহণ করেছিল, এর ফলে বেশ কয়েকজন যিহূদী এটিকে তাদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত বলে সাব্যস্ত করলো এবং তারা সুসমাচারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার পরিকল্পনা করলো (রোমীয় ১১:১৪), তাই তারা অন্যদেরকেও এই মহা ষড়যন্ত্রের অংশীদার করতে চাইল এবং তারা তাদেরকে সুসমাচারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলল। এভাবেই এ ধরনের সুনির্দেশনা, এ ধরনের ভাল দৃষ্টান্ত কারও কারও কাছে জীবনের জন্য জীবনের পরিত্রাণকর্তা এবং কারও কারও কাছে মৃতের কাছে মৃত্যুর প্রতিনিধি। দেখুন ২ করিন্থীয় ২:১৫, ১৬।

২. সুসমাচারে প্রভাবিত হয় নি এমন অযিহূদীরা, যারা অবিশ্বাসী যিহূদীদের দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিল, তারা এই গোলযোগে যিহূদীদের হাতের পুতুল হতে সম্মত হয়েছিল। যিহূদীরা মিথ্যে চক্রান্ত করে সবসময় অযিহূদীদের কানের কাছে ফিস ফিস করে প্রেরিতদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিল, তারা তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে তাদের মনকে শক্ত করেছিল, যাদের প্রতি তাদের আসলে অনুরক্ত হওয়া উচিত ছিল। তারা শুধু যে তাদের এই মন্দ কাজের জন্য সকলকে সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিল তাই নয়, সেই সাথে তারা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে নিজেরা পেছনে থেকে অন্যদেরকে প্রেরিতদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। অন্যদের কাছে খ্রীষ্টান সুসমাচারের বার্তা পৌঁছানোর আগেই তারা তাদের কানে সুসমাচারের বিরুদ্ধে মন্ত্র ঢুকিয়ে

দিয়েছে, তারা তাদেরকে বলেছে যে, এই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এবং এর সুসমাচার তাদের পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি এবং তাদের পূজা অর্চণার প্রতি কতটা ধ্বংসাত্মক; এবং তাদের নিজেদের কথা বলতে গেলে তারা যিহূদী ধর্ম থেকে অযিহূদী পৌত্তলিক হয়ে যাবে, তথাপি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করবে না! এভাবেই তারা অ যিহূদীদেরকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সুসমাচার প্রচারকদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল এবং তাদের চরম শত্রুতে রূপান্তরিত করেছিল এবং তারা মন পরিবর্তনকারী এবং মন পরিবর্তন সাধনকারী উভয়ের প্রতি অযিহূদীদের ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছিল। পুরানো সেই সাপ এই কাজ করেছিল, তার বিষাক্ত জিহ্বা দিয়ে সে তার বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল অযিহূদীদের মনে এবং নারীর বংশধরের বিরুদ্ধে তাদেরকে তিক্ত করে তুলেছিল, আর এভাবেই তাদের মধ্যে তিক্ততার বীজ রোপিত হয়েছিল। এতে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই যে, প্রকৃতপক্ষে যারা যারা মন্দ চরিত্রের মানুষ, তারা মন্দ কথা বলে, মন্দ পরিকল্পনা করে এবং মন্দ কাজই করে। ***Ekakosan***, তারা অযিহূদীদের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল এবং তারা সার্বক্ষণিকভাবে তাদেরকে পরোক্ষভাবে জ্বালিয়ে মারছিল। যারা নির্যাতনকারীদের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করে, তারা এক সময় পোষা কুকুরের মত আচরণ করতে শুরু করে।

ঘ. তাঁরা সেখানে কাজ করতে লাগলেন এই বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে থেকেও এবং ঈশ্বর তাঁদেরকে স্বীকৃতি জানালেন তাঁদের কাজে, পদ ৩। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. প্রেরিতগণ খ্রীষ্টের পক্ষে সততার সাথে, বিশ্বস্ততার সাথে এবং অধ্যবসায় নিয়ে কাজ করছেন, যেভাবে তাঁদের উপর নির্ভর করে এবং বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ অযিহূদীদের মন তাঁদের উপরে প্রচণ্ড রকম বিষিয়ে ছিল এবং তারা সবসময় প্রেরিতদের কাজের বিরোধিতা করে আসছিল, যে কেউ এ কথা চিন্তা করতে পারে যে, সেখান থেকে সে সময় তাঁদের নিশ্চয়ই সরে আসা উচিত ছিল, যেহেতু তারা এ ধরনের বাধার মুখোমুখি হচ্ছেন, আর যদি তাঁরা প্রচার করতেই চান তাহলে তাঁদের নিশ্চয়ই আরও বেশি সতর্ক হয়ে প্রচার করা উচিত, কারণ যারা তাঁদের উপরে রেগে রয়েছে তারা যে কোন সময়ে তাঁদের উপরে চড়াও হতে পারে। কিন্তু না, এর বিপরীতে তাঁরা সেখানে দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান করলেন এবং সাহসের সাথে প্রভুর কথা প্রচার করলেন। যত বেশি তাঁরা শহরের লোকদের কাছ থেকে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা পেতে লাগলেন, তত বেশি করে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। যতই লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল, তত বেশি করেই তাঁরা তাঁদের প্রচার কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেলেন এবং নতুন মন পরিবর্তনকারীদেরকে যথাসম্ভব আত্মিক পরিচর্যা দান করতে লাগলেন, যাতে করে তাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিতরূপে স্থাপন করা যায় এবং তাদেরকে আত্মাকে পবিত্র আত্মার আবেশের সাথে পরিচিত করে তোলা যায়। তাঁরা সাহসিকতার সাথে কথা বলতে লাগলেন; এবং তাঁরা অবিশ্বাসী যিহূদীদের বিঘ্ন জন্মানোর ভয় করলেন না। ঈশ্বর ভাববাদীদেরকে যা বলেছিলেন, বিশেষত তাঁদের সময়কার অবিশ্বাসী যিহূদীদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা এখন প্রেরিতদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হচ্ছে: আমি তাদের মুখের সামনে আমার মুখ কঠিন করেছি, নহিমিয় ৩:৭-৯। কিন্তু লক্ষ্য করুন, কী তাদেরকে চালিত করছিল: তাঁরা প্রভুতে

বলীয়ান হয়ে কথা বলছিলেন, তাঁর শক্তিতে তাঁরা শক্তিমান হয়েছিলেন এবং তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনিই তাঁদেরকে বহন করে নিয়ে যাবেন; তাঁরা নিজেদের কোন কিছুর উপরেই নির্ভর করেন নি। তাঁরা প্রভুতে শক্তিমান ছিলেন এবং তার মহিমার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়েছিলেন।

২. খ্রীষ্ট তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রেরিতদের সাথে সাথে থেকে কাজ করেছিলেন, দেখ, আমি সবসময় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। যখন তাঁরা তাঁর নামে এবং শক্তিতে এগিয়ে গেছেন, সে সময় তিনি তাঁদেরকে তার অনুগ্রহের বাক্যের সাক্ষ্য দান করতে ভোলেন নি। লক্ষ্য করুন:

(১) সুসমাচার হচ্ছে অনুগ্রহের বাক্য, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের উত্তম প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা এবং আমাদের মাঝে তাঁর মঙ্গল কাজের মাধ্যম। এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের অনুগ্রহের বাক্য, কারণ একমাত্র তাঁর মাঝেই আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ খুঁজে পাই।

(২) খ্রীষ্ট নিজে অনুগ্রহের বাক্যকে সত্যায়িত করেছেন, যিনি নিজেই আমেন, বিশ্বস্ত সাক্ষী; তিনিই আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন যে, এটিই হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য এবং আমরা যাতে আমাদের আত্মাকে এর জন্য বিনিয়োগ করি। যেভাবে সুসমাচার প্রথম প্রচারকদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে, প্রভু তাঁদের সাথে সাথে অবস্থান করে কাজ করেছিলেন এবং তাঁরা যে সমস্ত কথা বলছিলেন চিহ্ন কাজ দেখিয়ে সে সবের নিশ্চয়তা দান করছিলেন (মার্ক ১৬:২০), সেভাবেই এখানে বিশেষভাবে প্রেরিতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রভু এই সাক্ষ্য নিশ্চিত করেছিলেন, তিনি তাঁদের হাত দিয়ে আশ্চর্য কাজ এবং চিহ্ন কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে এই নিশ্চয়তা দান করেছিলেন– প্রকৃতির রাজ্যে যে ধরনের আশ্চর্য কাজ তাঁরা ঘটিয়েছিলেন– যেভাবে তাদের কথার মধ্য দিয়ে আশ্চর্য কাজ সংঘটিত হয়েছিল, স্বর্গীয় অনুগ্রহের ক্ষমতার দ্বারা মানুষের মনে সবচেয়ে চমৎকার এবং বিস্ময়কর আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছে। প্রভু তাঁদের সাথে সাথে ছিলেন, যখন তাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন এবং তখন প্রচুর উত্তম কাজ সাধিত হয়েছে।

৬. এর ফলে শহরে যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছিল (পদ ৪): শহরের জনতা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং এর দুটিই ছিল সক্রিয় এবং দুর্দান্ত। তাদের মধ্যে ছিল শাসকগণ এবং উচ্চপদস্থ এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, সেই সাথে তাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও ছিল, এদের মধ্যে দুই দলে বিভক্ত হয়ে কেউ কেউ অবিশ্বাসী যিহূদীদের পক্ষ নিয়েছিল এবং কেউ কেউ প্রেরিতদের পক্ষ নিয়েছিল। বার্ণবাকে এখানে প্রেরিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তিনি বারো জনের একজন ছিলেন না, কিংবা পৌলের মত তার বিশেষ কোন দান ছিল না, এর কারণ হচ্ছে, তাঁকে পবিত্র আত্মা কর্তৃক বিশেষ নির্দেশ দান সহকারে অযিহূদীদের কাছে পরিচযা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে করে আমরা দেখতে পাই যে, এই সুসমাচার প্রচারের ঘটনাটি সারা বিশ্ব জুড়ে এমন সাড়া ফেলেছিল যে, এর বিষয়ে প্রতিটি মানুষ জানতে পেরেছিল এবং তারা হয় এর বিপক্ষে গিয়েছিল নয় এর পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, কেউই নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখে নি। "আমাদের পক্ষে নয় আমাদের বিপক্ষে, ঈশ্বর

জন্য, বা'লের জন্য নয়, খ্রীষ্ট জন্য নয়, বেলসবূবের জন্য।"

১. আমরা এখানে দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি পৃথিবীতে শান্তি আনতে আসেন নি, বরং বিভক্তি আনতে এসেছেন তার আসল অর্থ কী, লূক ১২:৫১ - ৫৩। যদি সকলেই অগণিতভাবে তাঁর কাছে নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে বিশ্বজনীন একটি ঐক্যের সৃষ্টি হবে; এবং সকল মানুষ যদি একে স্বাগত জানায় এবং সম্মতি জানায়, তাহলে অন্য কোন বিষয়েই কোন বিপজ্জনক বিভক্তি বা বিভেদ সৃষ্টি হবে না; কিন্তু এই মতদ্বৈততার ফলে এক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হল। তথাপি প্রেরিতদেরকে ইকনিয়াতে আসার জন্য মোটেও দায়ী করা বা দোষ দেওয়া উচিত হবে না, যদিও তাঁরা আসার আগে এই শহর একেবারেই শান্ত এবং একত্রিত ছিল, আর এখন তা দ্বিধা বিভক্ত হল; কারণ সমস্ত শহরের দোজখে যাওয়ার চেয়ে একটি অংশ স্বর্গে যাওয়া ভাল।

২. আমরা এখানে আমাদের প্রত্যাশ্যার ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারি; আমাদের কখনোই এমন কথা চিন্তা করে অবাক হওয়া উচিত নয় যে, সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে বিভক্তির সৃষ্টি হতে পারে, কিংবা এতে করে আমাদের বিঘ্ন পাওয়াও উচিত নয়; আমাদের অবশ্যই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে ধ্বংসের পথে চলে যাওয়ার বদলে স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার জন্য নিন্দিত ও অপমানিত হওয়া উচিত। আমাদেরকে অবশ্যই প্রেরিতদের মত হতে হবে এবং যারা যিহূদীদের মত করে আমাদের বিপরীতে অবস্থান নেয় অবশ্যই তাদেরকে ভয় করা উচিত নয়।

চ. প্রেরিতদের শত্রুদের দ্বারা তাঁদের উপরে যে আক্রমণের চেষ্টা করা হল। তাঁদের বিরুদ্ধে যিহূদীদের মন্দ অভিসন্ধি তাদেরকে এক পর্যায়ে এক ভয়ঙ্কর অবস্থানে নিয়ে যেতে বাধ্য করলো, পদ ৫। লক্ষ্য করুন:

১. এ ষড়যন্ত্রকারী কারা ছিল: অযিহূদী এবং যিহূদী উভয়েই, সেই সাথে তাদের শাসকেরা। অযিহূদী এবং যিহূদীরা সাধারণত একে অপরের শত্রু বলেই বিবেচিত এবং তথাপি তারা খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে, যেমন এর আগে আমরা দেখেছি হেরোদ এবং পীলাতকে, সদ্দূকী এবং ফরীশীদেরকে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে; এবং সেই সাথে প্রাচীন কালের গেবল এবং আম্মোন এবং আমালেকীয়রা একত্রিত হয়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। যদি মণ্ডলীর শত্রুরা এভাবে একত্রিত হয়ে এর ধ্বংসের জন্য কাজ করে, তাহলে মণ্ডলীর সদস্যরা এবং তাদের যারা বন্ধু বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারা কি একে রক্ষা করার জন্য একত্রিত হবে না?

২. তাদের ষড়যন্ত্র কী ছিল: এখন যেহেতু তাদের পক্ষে শাসনকর্তারা আছে, সেই কারণে তারা এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল যে, তারা তাদের উদ্দেশ্য খুব সহজেই সাধন করতে পারবে এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রেরিতদেরকে চরম অপমান ও নিগৃহীত করা, তাঁদেরকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করা, তাঁদেরকে পাথর মারা, তাঁদেরকে হত্যা করা; এবং এভাবেই তারা তাদের সুসমাচার প্রচারের কাজকে মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল। তারা প্রেরিতদের মান

সম্মান এবং জীবন দু'টোই কেড়ে নেওয়ার চিন্তা করেছিল এবং তারা চিন্তা করেছিল যে, একজন মানুষের কাছ থেকে সর্বসাকুল্যে এগুলোই তারা নিতে পারে, কারণ তাঁদের কোন জমি কিংবা সম্পত্তি কিছুই ছিল না।

ছ. সেই সমস্ত দুষ্ট এবং যুক্তিহীন মানুষের হাত থেকে প্রেরিতদের উদ্ধার লাভ, পদ ৬, ৭। তাঁদের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কিংবা যখন তাঁদের উপরে ব্যবস্থা নেওয়া হল তখনই তাঁরা তা জানতে পেলেন, ফলে তাঁরা সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে গেলেন এবং তাঁরা সম্মানের সাথে এখান থেকে প্রস্থান করলেন (কারণ এই প্রস্থান মোটেও অপ-মানজনক প্রস্থান ছিল না) এবং লূস্ত্রা ও দর্বীতে গেলেন; এবং সেখানে:

১. তাঁরা নিরাপত্তা খুঁজে পেলেন। ইকনিয়াতে তাঁদের উপরে নির্যাতনকারীরা এই ভেবে তখন সন্তুষ্ট হয়েছিল যে, তাদের ভয়ে প্রেরিতগণ সীমান্ত পার হয়ে পালিয়ে গেছেন এবং এই কারণে তারা আর তাঁদের পিছনে পিছনে তাড়া করে গেল না। ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে ঝড়ের মাঝে আশ্রয় দেন; শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই তাঁদের জন্য সবসময়কার আশ্রয় স্থল।

২. তাঁরা সেখানে কাজ খুঁজে পেলেন এবং এই কাজের জন্যই তাঁরা এখানে এসেছিলেন। যখন ইকনিয়াতে তাঁদের জন্য সুযোগের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল, তখনই লূস্ত্রা এবং দর্বীতে তাঁদের সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। এই শহরে তাঁরা গেলেন এবং সেখানে সমস্ত প্রদেশে প্রদেশে তারা সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। নির্যাতনের সময় পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই স্থান পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে হবে, যখন তারা তাদের কাজ শেষ করেন নি তখনও।

প্রেরিত ১৪:৮-১৮ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. লূস্ত্রায় পৌল কর্তৃক একজন খঞ্জ লোকের আশ্চর্য সুস্থতা লাভ, যে জন্ম থেকেই খঞ্জ ছিল, এটি ছিল ঠিক সেরকম একটি ঘটনা, যখন পিতর এবং যোহন একজন খঞ্জ ও পঙ্গু বক্তিকে সুস্থ করেছিলেন, প্রেরিত ৩:২। সেই ঘটনাটি যিহূদীদের মাঝে সুসমাচারকে পরিচিত করে তুলেছিল, আর এই ঘটনাটি অযিহূদীদের মাঝে সুসমাচারকে পরিচিত করে তুলেছে; এই দু'টো ঘটনারই উদ্দেশ্য ছিল আত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রে মানব সন্তানদের অক্ষমতাকে উপস্থাপন করা; তারা জন্ম থেকেই খঞ্জ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ না করে; কারণ যে পর্যন্ত না খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য না মরলেন সে সময় পর্যন্ত আমরা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি নি, রোমীয় ৫:৬। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. এই হতভাগ্য পঙ্গু ব্যক্তির দুর্দশা (পদ ৮): তার অক্ষমতা ছিল পায়ে, সে ছিল পঙ্গু (এভাবেই বলা হয়েছে), যার কারণে তার পক্ষে মাটিতে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো বা হাটা একেবারেই অসম্ভব ছিল, কারণ সে তার পা সোজা করে রাখতেই পারতো না।

সকলের কাছেই এ কথা অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল যে, সে তার মায়ের পেট থেকেই এভাবে এসেছে এবং সে কখনো হাটে নি, দাঁড়ায় নি এবং সে তা পারবেও না। এই কারণে আমাদেরকে এখানে এ কথা চিন্তা করতে হবে যে, আমরা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি বলে আমরা যেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; এবং যারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের অবশ্যই এ কথা মাথায় রাখা উচিত যে, পৃথিবীতে একমাত্র তারাই এ ধরনের কষ্ট ভোগ করছে না।

২. তার ভিতরে সুস্থ হওয়ার যে আশা জেগে উঠলো (পদ ৯): সে পৌলকে প্রচার করতে শুনলো এবং সম্ভবত সে যা শুনেছিল তাতে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল, সে সেই বার্তা বাহকদেরকে বিশ্বাস করেছিল, সে বুঝতে পেরেছিল যে, তাঁরা পবিত্র দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য এই প্রচার করছে এবং তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে, আর সেই কারণেই সে তার পঙ্গুত্ব সুস্থ করার জন্য তাঁদেরক সক্ষম বলে ধরে নিয়েছিল। পৌল এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কারণ পবিত্র আত্মা তাতে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং সম্ভবত তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে তাঁর অন্তরের সমস্ত চিন্তা বুঝতে পেরেছিলেন: পৌল অনুধাবন করতে পারলেন যে, সে সুস্থ হবে বলে বিশ্বাস করছে; সে তা আশা করছে, আকাঙ্ক্ষা করছে, তার মনের মাঝে এমন এক চিন্তা চলছে যা পিতর যে খোঁড়া লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন তার মনের মাঝে আসে নি, কারণ সেই খোড়া লোকটি শুধুমাত্র ভিক্ষা চেয়েছিল। অযিহূদীদের মধ্যে যেমন বিশ্বাসের চিহ্ন দেখা গেছে, সারা ইস্রায়েলের মধ্যেও কারও মাঝে এমন বিশ্বাসের চিহ্ন দেখা যায় নি, মথি ৮:১০।

৩. সুস্থতা দানের কাজটি সাধন করা হল: পৌল অনুধাবন করতে পারলেন যে, তার ভেতরে সুস্থ হবার বিশ্বাস আছে, তাই তিনি তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে তাকে সুস্থ করলেন, গীতসংহিতা ১০৭:২০। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কখনোই আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে হতাশায় পর্যবসিত করবেন না, কারণ তিনি চান যেন আমরা সে ধরনের আকাঙ্ক্ষা করি এবং ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ কামনা করি। পৌল তার প্রতি এক উচ্চ স্বরে কথা বলে উঠলেন, হতে পারে তিনি সে সময় তার কাছ থেকে দূরে ছিলেন সে কারণে, কিংবা তিনি একটি সত্যিকার আশ্চর্য কাজের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং তা যে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে তা দেখাতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ভণ্ড জাদুকরদের মিথ্যা আশ্চর্য কাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যারা বিড় বিড় করে এবং সমালোচনা করে, যিশাইয় ৮:১৯। ঈশ্বর বলেছেন, আমি, গোপনে কোন কথা বলি নি, পৃথিবীর অন্ধকারতম স্থানে গিয়ে কোন কথা বলি নি, যিশাইয় ৪৫:১৯। পৌল তার প্রতি উচ্চ স্বরে কথা বলেছেন, যাতে করে লোকেরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করে এবং তারা যেন এ বিষয়ে তাদের প্রত্যাশ্যা জাগিয়ে তোলে। এমনটা আমরা দেখতে পাই না যে, সেই পঙ্গু লোকটি ভিক্ষুক ছিল; এটি বলা হয়েছিল যে, (পদ ৮) সে বসে ছিল, তবে সে যে বসে বসে ভিক্ষা করছিল কি না তা এখানে বলা হয় নি। কিন্তু আমরা এ কথা কল্পনা করে নিতে পারি যে, তার জন্য এটা কতটা যন্ত্রণাদায়ক ছিল, যখন সে দেখতে পেত যে, অন্যরা তার সামনে দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে এবং সে নিজে পঙ্গু হয়ে বসে আছে। আর সেই কারণেই সে তার প্রতি পৌলের কথাকে স্বাগত জানিয়েছিল,

"তোমার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াও; নিজেকে সাহায্য কর, তাহলে ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করবেন। তোমার যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাও এবং তখন ঈশ্বর তোমাকে শক্তি যুগিয়ে দেবেন।" অনেকে এই অংশটি এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন, "আমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে বলছি, তোমার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও।" অবশ্যই এটি নিশ্চিত যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের শক্তিতেই এই আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছিল এবং তা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করা হয়েছিল, পৌলের কথার মধ্যে দিয়েই পঙ্গু লোকটি মাঝে শক্তি প্রবাহিত হল; কারণ সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠে হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল। সে যে সত্যিকারভাবে সুস্থ হয়েছে এটি দেখানোর জন্য সে সকলের সামনে দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল এবং তাৎক্ষণিকভাবেই সে হাঁটতে সক্ষম হল। এখানে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করলো যে, যখন মরুভূমি ও জলশূন্য স্থান আমোদ করবে, মরুভূমি উল্লসিত হবে, গোলাপের মত উৎফুল্ল হবে, তৎকালে খঞ্জ হরিণের মত লাফ দেবে ও বধিরগণের কণ্ঠ আনন্দগান করবে; কেননা মরুভূমিতে জল উৎসারিত হবে, ও মরুভূমির নানা স্থানে প্রবাহিত হবে, যিশাইয় ৩৫:১,৬। যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মিক পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে লাফ ঝাপ দিয়ে এবং পবিত্র আলাপচারিতায় ও সম্পর্কে চলার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে।

খ. এই সুস্থতা দানের কাজটি লোকদের উপরে যে ধরনের প্রভাব ফেলল: তারা এতে করে বিস্মিত হল, কারণ তারা এর আগে কখনোই এমন অবাক হওয়ার মত কোন ঘটনা দেখে নি এবং এমন হতবুদ্ধিকর বিস্ময়ে পতিত হয় নি। পৌল এবং বার্ণবা ছিলেন তাদের দেশে অপরিচিত মানুষ, নির্বাসিত এবং শরণার্থী; তাঁদের প্রতি যা কিছুই ঘটেছে তাতে করে তাঁদেরকে হীন এবং অবজ্ঞাকর বলে মনে হয়েছে; তথাপি এই একটি আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা লোকদের চোখে সত্যিকার অর্থে মহান এবং সম্মানিত মানুষ হয়ে উঠলেন, যদিও খ্রীষ্টের অসংখ্য আশ্চর্য কাজও তাঁকে যিহূদীদের রোষানল থেকে উদ্ধার করতে পারে নি। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. লোকেরা তাঁদেরকে দেবতা বলে ধরে নিল (পদ ১১): তারা তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করে তাঁদের প্রশংসা করতে লাগল, তারা তাদের নিজেদের ভাষায় (কারণ সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই ধরনের ভাষাতেই কথা বলতো) লাইকোনিয়ার ভাষায় তাদের প্রশংসা স্তুতি করতে লাগল, যা ছিল একটি গ্রীক উপভাষা, তারা বলতে লাগল, দেবতারা আমাদের মাঝে মানুষের রূপ ধরে নেমে এসেছেন। তারা এ কথা কল্পনা করতে লাগলেন যে, পৌল এবং বার্ণবা আকাশের মেঘের মাঝ থেকে নেমে এসেছেন এবং তাদের মাঝে এমন কোন স্বর্গীয় ক্ষমতা রয়েছে যা কোন দেবতার চেয়ে কম কিছু নয়, যদিও তাঁদের রূপ মানুষের মতই। এই বিষয়ে তাদের এই ধারণা তৈরি হয়েছে পৌত্তলিক ধর্মতত্ত্বের কারণে, সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রায়শই দেবতারা মানুষের রূপ ধরে মানুষের মাঝে এই পৃথিবীতে নেমে আসতেন; আর লোকেরা এই ভেবে গর্বিত হত যে, দেবতারা তাদের মাঝে নেমে এসেছেন। এখানেও তারা সেই ধারণাটি কাজে লাগিয়ে বলল যে, তাদের মাঝে দেবতারা নেমে এসেছেন, যা তাদের মহান কবিগণ তাদের কাব্য গ্রন্থে দেবতাদের সম্পর্কে লিখে

গিয়েছিল (পদ ১২): তারা বার্ণবাকে বলেছিল জুপিটার; কারণ যদি তারা তাঁকে একজন দেবতা হিসেবে ধরে নিতেই চায়, তাহলে তাদের দেবতাদের প্রধান দেবতা হিসেবেই তাকে ধরে নেওয়া যায়। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন বয়সে বড় এবং তাঁদের দুই জনের মধ্যে সবচেয়ে সৌম্য এবং সুদর্শন, তাই তাঁর সামনে আসলে অনেকেরই মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠতো। আর পৌলকে তারা ডেকেছিল মার্কারি নামে, যিনি ছিলেন দেবতাদের সংবাদদাতা, যাকে বিভিন্ন স্থানে দূত হিসেবে প্রেরণ করা হত; কারণ পৌলের বার্ণবার মত তেমন সুদর্শন কোন চেহারা না থাকলেও তিনিই মূল বক্তা হিসেবে কথা বলছিলেন এবং তাঁর ভাষায় ছিল আদেশসূচক ভাষা এবং সম্ভবত তাঁর বাহ্যিক প্রকাশ ভঙ্গির মাঝে দেবতা হার্মিসের গুণ এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। জুপিটার সবসময় হার্মিসকে তার সাথে সাথে নিয়ে বেড়াতেন, তারা বলতে লাগল, যদি তিনি তাদের শহর পরিদর্শন করতেন, তাহলে তিনি এভাবেই তাদের শহরে আসতেন।

২. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুরোহিত তাদের উদ্দেশে একটি উৎসর্গ উৎসর্গের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চাইলেন, পদ ১৩। সম্ভবত জুপিটার দেবতার মন্দিরের অবস্থান ছিল শহরের প্রধান ফটকের সামনেই, অর্থাৎ এই মন্দিরটিকে তাদের শহরের রক্ষাকবচ এবং দ্বার রক্ষী হিসেবে দেখা হত; এবং মন্দিরের পুরোহিতেরা লোকদেরকে এভাবে চিৎকার করতে দেখে এ কথা ভাবল যে, পৌল এবং বার্ণবার সম্মানে এখন একটি উৎসর্গ উৎসর্গের অনুষ্ঠান করা উচিত, যা তারা তাদের দায়িত্ব হিসেবে ধরে নিয়েছিল; এ যাবৎ সে বহু বার জুপিটার দেবতার সম্মানে উৎসর্গ করেছে, কিন্তু জুপিটার যদি এভাবে নিজেই তাদের মাঝে নেমে আসেন– *in propria persona*, মানুষের রূপ ধারণ করে, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করা উচিত; এবং লোকেরাও তার সাথে এই উৎসর্গ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। দেখুন, কত না সহজেই মানুষ নিজেদেরকে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। যদি জনতা একসাথে চিৎকার করে বলে, জুপিটার এখানে আছেন, তাহলে জুপিটারের পুরোহিতই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সতর্ক হবেক এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার যে দায়িত্ব পালন করার কথা এবং যে ধরনের সেবা কাজ করার কথা তা পালন করবে। যখন খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, নিজে নেমে আসলেন এবং মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং নানা আশ্চর্য কাজ করলেন, সে সময় তারা কখনোই তাঁর উদ্দেশে কোন উৎসর্গ করে নি, তাদের গর্ব এবং আক্রোশের কারণে: তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন এবং এই পৃথিবী তাঁকে জানতো না; তিনি নিজেই নেমে এসেছিলেন এবং তবুও তারা তাঁকে গ্রহণ করে নি; কিন্তু পৌল এবং বার্ণবা একটি আশ্চর্য কাজ করেই তাৎক্ষণিকভাবে দেবতার সম্মান পেয়ে গেলেন। এই একই শক্তি ও ক্ষমতা আছে এই পৃথিবীর রাজার, যে মানুষকে মানবীয় ও জৈবিক আত্মা দ্বারা পরিচালিত করে এবং সত্যের বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে রাখে; সে যে কোন মূল্যে মানুষকে দিয়ে মিথ্যের দাসত্ব করিয়ে নেয়। তারা তাদের জন্য উৎসর্গ করতে ষাড় আনল এবং মালা আনল, যা ছিল তাদের উৎসর্গের পশুর মুকুট। এই মালাগুলো ফুল এবং কাগজের সাজসজ্জা দিয়ে সজ্জিত ছিল; এবং সেগুলো উৎসর্গ করার পশুগুলোর শিংয়ে পরিয়ে দেওয়া হল।

গ. পৌল এবং বার্ণবা এই অযাচিত সম্মানের জন্য প্রতিবাদ করলেন, যা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল এবং তারা তা করতে নিষেধ করলেন। অনেক অযিহূদী সম্রাটই তাদের নিজেদেরকে দেবতা হিসেবে প্রচার করতেন; এবং তারা নিজেদেরকে লোকদের দেওয়া এই সম্মান পেয়ে নিজেরা অত্যন্ত গর্বিত হতেন; কিন্তু খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই মানব জাতির জন্য প্রকৃত পরিচর্যাকারী ও সেবাকারী হতে হবে। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী সত্যিকার অর্থে সব সময়ের জন্যই ছিলেন মানুষের প্রকৃত সেবাকারী এবং আত্মিক পরিচর্যা দানকারী, কিন্তু এই স্বৈরাচারী শাসকেরা ছিল নামেই কেবলমাত্র জনগণের সেবাকারী, যারা তাদের স্বার্থ ব্যতীত এক পাও নড়ে না এবং জনগণের সেবা করার বদলে বরং তারা জনগণকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখে এবং শাসন ও শোষণ করে। তারা দেশের শাসনকর্তা হিসেবে পর্বে অধিষ্ঠিত হয়ে মন্দিরেরও শাসনভার নিয়ে নেয় এবং তারা জনগণের কাছে এই ধরনের ভাব প্রকাশ করে যেন তারাই তাদের দেবতা (২ থিষলনীকীয় ২:৪) এবং যিনি আমাদের প্রভু দেবতা হিসেবে আদরণীয় হবেন, পোপ, যাকে খুব সহজেই এই নাম দেওয়া যায়। লক্ষ্য করুন:

১. পৌল এবং বার্ণবা যে ধরনের পবিত্র চিন্তা নিয়ে এই ধরনের কথা বলেছিলেন: যখন তারা এই কথা শুনলেন, সে সময় তাঁরা তাঁদের গায়ের কাপড় ছিড়লেন। আমরা দেখতে পাই না যে, যখন লোকেরা তাঁদেরকে দোষীকৃত করেছিল এবং তাঁদেরকে পাথর মারার কথা বলছিলেন সে সময় তারা তাঁদের গায়ের পোশাক ছিড়েছিলেন কি না; তার সেই ঘটনা সহ্য করতে পেরেছিলেন; কিন্তু যখন তারা তাঁদেরকে দেবতা হিসেবে সাব্যস্ত করে পুঁজা করতে চাইল এবং তাঁদেরকে উপাসনার আরাধ্য করতে চাইল, তখন তাঁরা আর তা সহ্য করতে পারলেন না, যেভাবে তাঁরা তাঁদের নিজেদের চেয়ে ঈশ্বরের সম্মানের জন্য আরও বেশি চিন্তিত ছিলেন।

২. এই কাজ বন্ধ করার জন্য তাঁরা যে ধরনের কষ্ট সহ্য করলেন। তাঁরা এই প্রবাহে নিজেদেরকে সংযুক্ত করেন নি, তাঁরা এ কথা বলেন নি যে, যদি লোকেরা ধোকা খেতে চায় তাহলে তাদেরকে ধোকা খেতে দাও।" বরং তাঁরা নিজেদেরকে এ কথা বলেছেন যে, যেন কোনভাবেই এই লোকেরা তাঁদেরকে দেবতার সম্মান দিতে না পারে, যা তাঁদের পরিচর্যা কাজ এবং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি একই সাথে ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তাঁরা লোকদের ভুলের সাথে সাথে নিজেরাও ভুল করতে পারেন না এবং সেই কারণেই তাঁরা এতটা শক্ত হাতে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। না, ঈশ্বরের সত্যের কোন ধরনের মানুষের মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন নেই। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে প্রেরিত হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁদের উপরে এক অসাধারণ সম্মান আরোপ করেছেন, তাঁদের আর এর উপরে মানুষের দেওয়া দেবতা বা এ ধরনের কোন বাড়তি সম্মান আরোপ করার প্রয়োজন নেই, তাঁদের দেবতাদের প্রধান সাজার কোন প্রয়োজন নেই; তাঁরা বরং খ্রীষ্টের দূত এই উপাধি ধারণ করেই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হবেন, যা মানুষ হয়ে লাভ করা সম্ভব, সেই সাথে তাঁরা খ্রীষ্টের রহস্যের ধনাধ্যক্ষ এই নাম ধারণ করতে চান জুপিটার ও হার্মিস নাম ধারণের বদলে। আসুন আমরা দেখি, কীভাবে তাঁরা এই ঘটনাটি প্রতিরোধ করলেন।

(১) তাঁরা মানুষের মাঝে দৌড়ে গেলেন, যখনই তাঁরা এই কথা শুনলেন তখনই তাঁরা

দৌড়ে গেলেন এবং তাঁরা মোটেও দেরি করলেন না এটি দেখার জন্য যে, মানুষ কী করে। তাঁদের এই মানুষের মাঝে দাসের মত করে দৌড়ে যাওয়া নির্দেশ দেয় যে, তাঁরা মোটেও নিজেদেরকে দেবতা হিসেবে দেখাতে চাইছিলেন না, কিংবা এ উপাধি ধারণ করতে চাইছিলেন না, তাঁদের মনে এ ধরনের চিন্তার কখনই উদ্ভব হয় নি; তাঁরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে এই সম্মান উপভোগ করতে চান নি, বরং পরিষ্কারভাবে তাঁরা এই সম্মান উপেক্ষা করে জনতার মাঝে নিজেরা দৌড়ে গেছেন। তাঁরা দৌড়ে গেছেন, ঠিক যেভাবে হারোণ জীবিত ও মৃতদের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে গেছেন, যখন মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছিল।

(২) তারা তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, তারা চিৎকার করে কথা বললেন, যাতে করে তারা সকলে তা শুনতে পায়, "মহাশয়েরা, কেন আপনারা এসব করছেন? কেন আপনারা আমাদেরকে দেবতাদের মত করে পূজা করার চেষ্টা করছেন? এটি আপনাদের জন্য সবচেয়ে অযৌক্তিক কাজ হবে; কারণ:-

[১] "আমরা প্রকৃতপক্ষে দেবতা নই, আমরাও আপনাদের মতই মানুষ, যাদের মানবীয় আবেগ অনুভূতি আছে," ***homoiopatheis***; এই একই শব্দ ভাববাদী এলিয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল, যাকোব ৫:১৮; যেখানে আমরা এর অর্থ করেছি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধীন বলে। "আমরা মানুষ, আর সেই কারণে যদি আপনারা আমাদেরকে সেই সম্মান দিতে চান যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য, তাহলে খুবই ভুল হবে; আর আপনারাও ঈশ্বরকে অপমান করবেন, যদি আপনারা তাঁর সম্মান আমাদেরকে দিয়ে দেন, কিংবা অন্য যে কোন মানুষকে দেন, যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য। আমাদের শুধু যে আপনাদেরই মত দেহ আছে তাই নয়, বরং আমাদের স্বভাব চরিত্রও আপনাদের মতই, আমাদের অন্তরের গঠনও অন্যান্য মানুষদের মত (গীতসংহিতা ৩৩:১৫); কারণ জলে যেমন মানুষ তার সঠিক চেহারা দেখতে পায়, সেভাবেই মানুষের অন্তর আরেকজন মানুষকে তার নিজ অন্তর দেখাতে সাহায্য করে, হিতোপদেশ ২৭:১৯। আমরা স্বভাবগতভাবেই সেই একই অক্ষমতায় আক্রান্ত, যা মানুষের স্বভাবগত এবং আমরা মানব জীবনের সেই একই দুর্যোগের কাছে দায়বদ্ধ; শুধু মানুষ নয়, বরং পাপী এবং যন্ত্রণাগ্রস্থ মানুষ এবং সেই কারণে আমাদেরকে মোটেও ঈশ্বরের সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়।"

[২] "আমাদের শিক্ষা ও মতবাদ ঠিক এর বিপরীত। আমাদেরকে কি আপনারা সেই সমস্ত দেবতাদের কাতারে রাখবেন, যাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনাদের সকল দেবতার অবলুপ্তি ঘটানো? আমরা আপনাদের কাছে প্রচার করতে এসেছি যেন আপনারা এই সকল পার্থিব ভ্রষ্টতা ছেড়ে সত্যিকার জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে আসেন। যদি আপনারা এই সব কিছু সহ্য করতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাদেরকে নিশ্চিত করতে পারব যে, আপনারা মন ফেরাতে সক্ষম হয়েছেন, কারণ আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনাদের মন ফেরানো;" আর সেই কারণে তাঁরা এই সুযোগটি নিলেন যাতে করে তাঁরা তাদেরকে দেখাতে পারেন যে, এই সমস্ত দেবতাদের প্রতিমার দিক থেকে ঈশ্বরের দিকে ফেরা তাদের জন্য কতটা জরুরী ছিল, ১ থিষলনীকীয় ১:৯। যখন তাঁরা যিহূদীদের কাছে প্রচার করলেন, যারা প্রতিমা পূজা

ঘৃণা করতো, তাদের কাছে শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মাঝে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই প্রচার করার প্রয়োজন ছিল না, যেভাবে ভাববাদীরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রচার করেছেন পৌত্তলিকতা থেকে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য; কিন্তু যখন তাঁরা অযিহূদীদের কাছে এই বিষয়ে প্রচার করবেন, তখন তাদেরকে অবশ্যই তাদের স্বভাবগত ধর্মের যে ভুল ত্রুটি রয়েছে তা ধরিয়ে দিতে হবে এবং তাদেরকে এর ভ্রান্তি থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এখানে দেখুন, তারা অযিহূদীদের কাছে কী প্রচার করলেন।

প্রথমত, যে দেবতাদেরকে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষেরা পূজা করতো এবং সেই সকল অনুষ্ঠানাদি যা তাদের পূজা অর্চণার সাথে সংযুক্ত ছিল, তা ছিল অসার, মূল্যহীন, অযৌক্তিক এবং অলাভজনক, যার প্রকৃতপক্ষে কোন সুফলই ছিল না কিংবা এর থেকে কোন ধরনের সুবিধা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও ছিল না। অনেক সময়ই পুরাতন নিয়মে প্রতিমাদেরকে অসার বলে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বি. বি. ৩২:২১; ১ রাজাবলি ১০:১৩; যিরমিয় ১৪:২২। এই পৃথিবীতে একটি প্রতিমার কোনই মূল্য নেই (১ করিন্থীয় ৮:৪): যা তোমরা ভাবছ তা কিছুতেই ঘটবে না, তোমরা সকলে ধোঁকাবাজির শিকার হচ্ছ, এটি পুরোপুরি ভণ্ডামি; এটি তাদেরকে ধোকা দেয়, যারা এতে বিশ্বাস করে এবং এর দ্বারা উদ্ধার পেতে চায়। এই কারণে অসারতা থেকে ফিরে আসতে হবে, ঘৃণা এবং অবজ্ঞার সাথে এর দিক থেকে ফিরে আসতে হবে, যেভাবে আফরাহীম করেছিল (হোশেয় ১৪:৮): “প্রতিমা দিয়ে আমার আর কী প্রয়োজন? আমি আর কখনোই এর অধীনস্থ হব না।”

দ্বিতীয়ত, সেই ঈশ্বর, যাঁর কাছে আমাদের ফেরা উচিত, তিনিই হচ্ছেন জীবন্ত ঈশ্বর। তারা এত দিন মৃত প্রতিমার পূজা করে এসেছে, যা তাদেরকে সাহায্য করতে একেবারেই সমর্থ ছিল না (যিশাইয় ৬৪:৯), কিংবা (এখন তারা যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে) তারা পূজা করেছে মরণশীল মানুষের, যারা খুব শীঘ্রই আর তাদেরকে কোন ধরনের সাহায্য করতে পারবে না; কিন্তু এখন তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যেন তারা একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করে, যাঁর মধ্যেই জীবন রয়েছে এবং আমাদের জন্য জীবন রয়েছে, সেই সাথে চিরকালীন জীবন, অনন্ত জীবন রয়েছে।

তৃতীয়ত, এই ঈশ্বরই হচ্ছে পৃথিবীর নির্মাণ কর্তা, সকল সত্তার এবং শক্তির উৎসধারা: “তিনি স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থিত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, এমন কি যে সমস্ত দেবতাকে আপনারা পূজা করছেন, তাদের উপরেও তিনি দেবতাদের উপরে ঈশ্বর। আপনারা সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করেন যাদেরকে আপন-ারাই তৈরি করেছেন, তারা আপনাদের কল্পনার ফসল এবং আপনাদের নিজেদের হাতের কাজ। আমরা আপনাদেরকে সত্যিকার ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং নিজেদেরকে আর ধোঁকা না দেওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছি; সার্বভৌম ও সার্বজনীন প্রভুর উপাসনা করুন এবং তাঁর সৃষ্ট ও তার অধীনস্থ কোন কিছুর প্রতি মাথা নত না করে তাঁর কাছেই মাথা নত করুন এবং তাঁকে ও নিজেদেরকে সম্মানিত করুন।

চতুর্থত, এই পৃথিবী তাঁর ধৈর্যের কারণে অবশ্যই তাঁর কাছে নিজেকে নত করার জন্য

দায়বদ্ধ, কারণ তিনি এত যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাদের এই প্রতিমা পূজা এবং পৌত্তলিকতা সত্ত্বেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেন নি (পদ ১৬): অতীত যুগে, বহু যুগ আগ থেকে এই দিন পর্যন্ত তিনি সকল জাতিকে তাদের নিজ নিজ পথে চলতে দেখে কষ্ট পেয়ে এসেছেন। এই প্রতিমা পূজকেরা, যাদেরকে তাদের নিজ নিজ দেবতার পূজা করা থেকে মন ফেরাতে বলা হল, তারা নিশ্চয়ই এই কথা ভাবতে পারে যে, "আমরা কি এই দেবতাদেরকেই এত কাল যাবৎ পূজা করে আসছি না, আর আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও কি চিরকাল ধরে এই দেবতারই পূজা করে নি? আর এখন আমরা কেন অন্য কোন দেবতার পূজা করবো?"– না, আপনারা সেই দেবতাদের পরিচর্যা করতে পেরেছেন ঈশ্বরের ধৈর্যের ফল হিসেবে, আর এটি ছিল দয়ার একটি আশ্চর্য কাজ যে, আপনাদেরকে এর জন্য ছেঁটে ফেলা হয় নি। কিন্তু যদিও তিনি তখন আপনাদেরকে ধ্বংস করে দেন নি, কারণ সে সময় আপনারা অজ্ঞতার মাঝে ছিলেন এবং সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি দয়ার আশ্চর্য কাজ যে, তিনি সে সময় আপনাদেরকে এর জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেন নি। কিন্তু যদিও তিনি সে সময় আপনাদেরকে ধ্বংস করে দেন নি, তথাপি অবশ্যই আপনাদের এ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন (প্রেরিত ১৭:৩০), এত কিছুর পরও তিনি আপনাদের জন্য এই জগতে তাঁর সুসমাচার প্রেরণ করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে নিজেকে এবং জাতিগণের জন্য তার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন এবং তা শুধুমাত্র যিহূদীদের কাছে নয়, বরং অযিহূদীদের কাছেও; তবে আপনারা যদি এভাবে প্রতিমা পূজা চালিয়ে যেতে থাকেন, তাহলে তিনি এক সময় আর ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। সকল জাতি, যারা স্বর্গীয় প্রকাশের সুফল লাভ করে নি, এর অর্থ হচ্ছে যিহূদী ব্যতীত আর সকলে, তিনি তাদের নিজেদের পথে চলার কারণে কষ্ট পেয়েছেন, কারণ তাদেরকে বাধা দেওয়ার মত কিছুই নেই কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার মত কিছু নেই, বরং তাদের নিজেদের বিবেক রয়েছে, তাদের নিজেদের চিন্তা রয়েছে (রোমীয় ২:১৫), কোন পুস্তক নেই, কোন ব্যবস্থা নেই, কোন ভাববাদী নেই; এবং যখন তারা তাদের নিজ নিজ প্রস্তাবিত পথে অত্যন্ত চরম পাপের মধ্য দিয়ে পথ চলতে লাগল; কিন্তু এখন ঈশ্বর এই জগতে একটি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করছেন, যার ফলে সকল জাতির কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে যে, এই পরিস্থিতি এখন পরিবর্তিত হবে। আমরা একে সকল জাতির উপরে ঈশ্বরের বিচার বলে ধরে নিয়ে বলতে পারি যে, তিনি এত দিন পর্যন্ত তাদের নিজ নিজ পথে চলাকে মেনে নিয়ে কষ্ট পেয়েছেন এবং তিনি তাদের নিজ নিজ হৃদয়কে তাদের সকল কামনা বাসনা অনুসারে চলতে সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু এখন সময় এসেছে যখন তিনি সকল জাতিগণের উপরে স্থিত পর্দা সরিয়ে দেবেন (যিশাইয় ২৫:৭) এবং এখন আপনারা আর এই সকল অসারতায় ডুবে থাকতে পারবেন না, বরং আপনাদেরকে অবশ্যই এর থেকে ফিরতে হবে। লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্য আমাদেরকে অনুতাপ ও মন পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করে এবং তা আমাদেরকে উৎসাহ দেয় যেন আমরা এর প্রতি আর নিবদ্ধ না থাকি এবং তা থেকে ফিরে আসি।

২. আমরা যখন অজ্ঞতার মাঝে ছিলাম, সে সময় আমরা যে সকল মন্দ কাজ করেছি, তার

দায়ভার আর আমাদের বিরুদ্ধে আনা হবে না, যদি আমরা আলোতে আসি এবং স্বর্গীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হই।

পঞ্চমত, এমন কি যখন তারা ঈশ্বরের নির্দেশনায় এবং তাঁর বাক্যের পরিচালনায় ছিল না, তখনও ঈশ্বর চেয়েছেন যে কোনভাবে হোক তাদের মঙ্গল সাধন করার জন্য, পদ ১৭। যদিও অযিহূদীদের সেই ধরনের বিধান এবং ব্যবস্থা ছিল না যা যিহূদীদের ছিল না যেন তারা ঈশ্বরের পরিচর্যা করতে পারে, কিংবা কোন ধরনের সাক্ষ্য সিন্দুক বা ব্যবস্থা তাঁবু ছিল না, তথাপি তিনি তাঁর কোন সাক্ষী রেখে যান নি এমন হয় নি। ঈশ্বর নিজ সাক্ষী সবসময়ই তাদের সাথে সাথে রেখেছেন, যাকে আমরা প্রকৃতি বলে থাকি, যা সবসময়ই তাদের চারপাশে ঈশ্বরের সমস্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের কোন ব্যবস্থা বা পবিত্র শাস্ত্র না থাকার কারণে এটি ছিল তাদের জন্য একটি অজুহাত, আর তাই ঈশ্বর তাদেরকে তাদের প্রতিমা পূজার জন্য ধ্বংস করে দেন নি, যেভাবে তিনি যিহূদী জাতিকে ধ্বংস করেছেন। তবে এর কারণে তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ক্ষমা করে দেওয়া যাবে না, বরং এর জন্য তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে, যেহেতু তারা ঈশ্বরের সামনে ঠিকই পাপ এবং অপরাধ করেছে; কারণ তাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের ব্যবস্থা না থাকলেও তাদের কাছে সব যুগেই ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহনকারীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাদের কাছে এ ধরনের আদেশ দান করা হয়েছিল যে, তারা যেন একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং তাদের সমস্ত নির্ভরতার জন্য তাঁরই শরণাপন্ন হয়, আর সেই কারণে তারা যেহেতু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই তাদেরকে অবশ্যই এর জন্য দোষীকৃত হয়ে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ঈশ্বরের সাক্ষ্য দানকারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করা অর্থ হচ্ছে তার নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাঁর উপস্থিতি থেকে দূরে সরে যাওয়া; আর সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের স্বপক্ষে যে সাক্ষীগণ, তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষী দেবেন, যদি আমরা তাঁর যথাযোগ্য গৌরব ও মহিমা দান করতে ব্যর্থ হই।

১. সাধারণভাবে প্রকৃতি থেকে আমরা যে সমস্ত সম্পদের প্রাচুর্য দেখতে পাই, তা আমাদের কাছে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, একজন ঈশ্বর আছেন, কারণ তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সাথে এই সকল কিছুর বণ্টন করেছেন। বর্ষাকাল এবং ফসলপূর্ণ ঋতু নিজে নিজে আসে না, কিংবা কোন পৌত্তলিক দেবতা এই বৃষ্টি দিতে পারে না, কিংবা আকাশ নিজে নিজে বৃষ্টি দিতে পারে না, যিরমিয় ১৪:২২। প্রকৃতির সকল শক্তিই প্রকৃতির উপরে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রকাশ করে থাকে, যাঁর কাছ থেকে সকল শক্তি ও ক্ষমতা ও প্রকৃতির সকল দান নির্গত হয় এবং তাঁর উপরেই এই সমস্ত কিছু নির্ভর করে। আকাশ আমাদেরকে বৃষ্টি দেয় না, বরং ঈশ্বরই আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরান, তিনিই বৃষ্টির পিতা, ইয়োব ৩৮:২৮।

২. এই সকল দানের মধ্য দিয়ে যে সুফল আমরা লাভ করি, তা আমাদেরকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদেরকে অবশ্যই সেই সমস্ত বস্তুর প্রতি নত হওয়া উচিত নয়, যা আমাদের পরিচর্যা এবং সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, বরং আমাদের উচিত এ সবের সৃষ্টিকর্তার প্রতি নত হওয়া এবং তাকেই সম্মান জানানো। তিনি তাঁর সাক্ষী না রেখে

কখনোই যান নি, এর মধ্য দিয়ে তিনি ভাল কাজ করেছেন। আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলময়তার চিহ্ন প্রকাশে সবসময়ই যথাযোগ্য প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সহকারে উপস্থাপন করেছেন, তাঁর মহত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন; কারণ তাঁর মঙ্গলময়তা হচ্ছে তাঁর মহিমা। এই পৃথিবী তাঁর মঙ্গলময়তায় পূর্ণ হয়ে আছে; তাঁর সকল কাজে তাঁর স্নেহশীল দয়ার স্পর্শ ছড়িয়ে আছে; আর সেই কারণে আমরা সকলে তাঁর প্রশংসা করি, গীতসংহিতা ১৪৫ :৯, ১০। ঈশ্বর আমাদের জন্য মঙ্গল সাধন করেছেন এই পৃথিবীতে বায়ু সঞ্চারের মধ্য দিয়ে আমাদের শ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে, ভূমিতে আমাদেরকে বিচরণ করার সুযোগ দিয়ে, সূর্য দিয়েছেন আমাদেরকে আলো পাওয়ার জন্য যেন আমরা দেখতে পাই; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে মহৎ মঙ্গলময়তার উদাহরণ হচ্ছে তিনি আমাদের প্রতিদিনকার খাবার দিয়েছেন যেন আমরা ভোজন এবং পান করতে পারি, প্রেরিতগণ এই বিষয়টির উপরে তাদের বক্তব্যে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তারা দেখিয়েছেন যে কী করে ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল সাধন করছেন:-

(১) আমাদের জন্য তা প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে এবং তা সাধিত হয় এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে, যা সূচিত হয়েছে তাঁর কাছ থেকেই। সদাপ্রভু বলেন, সেই দিনে আমি উত্তর দেব; আমি আকাশকে উত্তর দেব, আকাশ ভূতলকে উত্তর দেবে; ভূতল শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেলকে উত্তর দেবে এবং এসব যিষ্রিয়েলকে উত্তর দেবে (যিষ্রিয়েল' শব্দের অর্থ, ঈশ্বর রোপণ করেন; হোশেয় ২:২১, ২২)। তিনি স্বর্গ থেকে বৃষ্টি ঝরানোর মধ্য দিয়ে আমাদের মঙ্গল সাধন করেন, বৃষ্টি আমাদেরকে দেন পান করার জন্য, কারণ যদি কোন সময় বৃষ্টি না হত, তাহলে জলের কোন ধারা বা ঝর্ণার সৃষ্টি হত না এবং আমরা কোন জল পান করতে না পেরে খুব দ্রুত মারা যেতাম। বৃষ্টি আমাদের জমিকে সিক্ত করে করে এবং জমির জন্য খাবার ও পুষ্টি যোগায়, তাই আমাদের জলের পাশপাশি খাবারও বলতে গেলে আমরা বৃষ্টি থেকে পাই; এই সব কিছু আমাদেরকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে ফসলী মৌসুম দিয়েছেন। যদি স্বর্গ লোহার মত হয় তাহলে ভূমি খুব দ্রুত তামার মত হয়ে যেত, লেবীয় ২৬:১৯। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের নদী, যা এই পৃথিবীকে দারুণভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং এর দ্বারা ঈশ্বর পৃথিবীর বুকে শস্য ফলিয়েছেন, গীতসংহিতা ৬৫:৯-১৩। স্বর্গীয় কর্তৃত্বের সকল সাধারণ কর্মকাণ্ড থেকে অযিহূদী ও পৌত্তলিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, ঈশ্বরের এমন একজন যিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কথা বলেন এবং মানুষকে আঘাত করে থাকেন, আর তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বজ্র; আর সেই কারণে তারা জুপিটারকে বলে থাকে বজ্রপাতকারী এবং তারা তাকে উপস্থাপন করে থাকে হাতে একটি বজ্র ধারণ করা অবস্থায়; আর এই বিষয়টি আমরা দেখতে পাই গীতসংহিতা ২৯:৩ পদে, যেখানে এই বিষয়টি চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়; কিন্তু প্রেরিতগণ এখানে যেহেতু ঈশ্বরের উপাসনা করার প্রসঙ্গে কথা বলছেন, সেই কারণে তারা আমাদের সামনে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার কথা ঘোষণা করছেন, যাতে করে আমরা যা কিছু করি না কেন আমরা যেন ভাল চিন্তা নিয়ে এবং প্রভুকে মহিমান্বিত করা চিন্তা নিয়েই সেই কাজ করি, আমরা যেন প্রতিটি মানুষের জন্য মঙ্গলজনক এমন চিন্তা করি; এবং যদি কোন সময় মৌসুমে বৃষ্টি না হয়, তাহলে সমস্ত ভূমি অনুর্বর হয়ে যাবে এবং এই কারণে আমরা নিজেদেরকে ধন্য বলে মনে করতে পারি; আমাদের

পাপের কারণে এই সকল মঙ্গলজনক বিষয় যা আমাদের কাছে আসার কথা তা আর আমাদের কাছে আসে না এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমরা হারিয়ে ফেলি।

(২) আমাদেরকে এর সান্ত্বনা দান করার জন্য: তিনিই আমাদের অন্তরকে খাদ্যে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ করেন। ঈশ্বর নিজে সকলের জন্য দয়ায় সমৃদ্ধ এবং পরিপূর্ণ (রোমীয় ১০:১২): তিনি আমাদেরকে সকল কিছু উপচে দান করেছেন যাতে করে আমরা উপভোগ করতে পারি (১ তীমথিয় ৬:১৭), এটি শুধু যে আমাদের জন্য সুফলজনক তাই নয়, সেই সাথে তা আমাদেরকে সেই সমস্ত উপকরণ দান করে থাকে যা আমাদের নিত্য দিনের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন (উপদেশক ২:২৪): তিনি আমাদের অন্তর খাদ্যে পরিপূর্ণ করেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি আমাদের অন্তরের উদর পূর্তির জন্য খাদ্য প্রদান করেন, কিংবা আমাদের হৃদয়ে চাহিদা অনুসারে দান করে থাকেন; তিনি শুধুমাত্র আমাদের মৌলিক চাহিদাগুলোই মেটান না, সেই সাথে আমাদের মনের সকল আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করেন এবং তা প্রচুর পরিমাণে আমাদের কাছে আসে। এমন কি সেই সমস্ত জাতি, যারা তাঁর সম্পর্কিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এবং দেবতাদের পূজা করতে আরম্ভ করেছে, তথাপি তারাও তাদের ঘর, তাদের মুখ এবং তাদের পেট পরিপূর্ণ করবে (ইয়োব ২২:১৮; গীতসংহিতা ১৭:১৪) উত্তম উত্তম সকল বস্তু দিয়ে। যে সমস্ত অযিহূদীরা ঈশ্বরকে ব্যতীত এই পৃথিবীতে বসতি করে, তথাপি তারা ঈশ্বরের কাছে বাস করে, এই বিষয়টির উপরেই খ্রীষ্ট তার বক্তব্যের জোর দিয়েছিলেন এবং এই কারণেই তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের অবশ্যই তাদেরকে ভালবাসা উচিত, যারা আমাদেরকে ঘৃণা করে, মথি ৫:৪৪, ৪৫। সেই সমস্ত অযিহূদী, যাদের অন্তর খাদ্যে পরিপূর্ণ ছিল, এটি ছিল তাদের সন্তুষ্টির বিষয়, কারণ তারা আর আশা করে নি; কিন্তু সেই সমস্ত বিষয়ই তাদের আত্মাকে পরিপূর্ণ করেছিল (নহিমিয় ৭:১৯), কিংবা এমন নয় যে, তারা জানে কীভাবে তাদের নিজেদের আত্মাকে এর দ্বারা সন্তুষ্ট রেখে এর মূল্যায়ন করতে হয়; কিন্তু প্রেরিতগণ তাদের সকলকেই একত্রে স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভের অংশীদার করেছিলেন। আমাদেরকে অবশ্যই সকলকে এই কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, ঈশ্বর আমাদের অন্তর পূর্ণ করেছেন খাদ্য এবং আনন্দ দিয়ে; শুধুমাত্র খাদ্য দিয়ে নয়, সেই সাথে আমরা যেন বাঁচতে পারি, সেই জন্য আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছেন, হাসি খুশি থাকার উপকরণ দিয়েছেন; আমরা তাঁর কাছে এই জন্য কৃতজ্ঞ যে, আমাদেরকে দিন শেষে নিরানন্দে বসে খাদ্য গ্রহণ করতে হয় না। লক্ষ্য করুন, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে; তার কাছে আমরা শুধু আমাদের খাবারের জন্য ধন্যবাদ জানাবো তাই নয়, সেই সাথে বরং আমরা তাঁকে আমাদের আনন্দের জন্য এবং খুশির জন্য ধন্যবাদ জানাবো– কারণ তিনি আমাদেরকে আনন্দের সাথে জীবন ধারণ করার যুক্তি দিয়েছেন, আমাদের অন্তরকে সুখী রাখার উপায় দিয়েছেন। আর যদি আমাদের অন্তর খাদ্য এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তা ভালবাসায় এবং কৃতজ্ঞতায়ও পরিপূর্ণ হবে এবং তা বাধ্যতা এবং দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত করবে, দ্বি. বি. ৭:১০; ২৮:৪৭।

সবশেষে, প্রেরিতেরা লোকদেরকে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন তার সাফল্য (পদ ১৮): এই কথার এবং আরও বেশ কিছু কথা বলার পর লোকেরা তাদের জন্য উৎসর্গ করা থেকে

বিরত হল। এই লোকেরা এমনই গভীরভাবে প্রতিমা পূজার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রেখেছিল যে, তারা এত সহজে তা থেকে মুক্ত হতে পারছিল না। প্রেরিতদের জন্য শুধুমাত্র দেবত্ব বরণ করতে অস্বীকৃতি জানানোই যথেষ্ট ছিল না (এতে করে শুধুমাত্র ভদ্রতার প্রকাশ বলে মনে হবে), বরং তারা এর জন্য তিরস্কার করলেন, তারা লোকদেরকে এর মন্দ দিকটি দেখালেন এবং সকল প্রকার নেতিবাচক বিষয়গুলো বোঝালেন এবং সকল অতি ক্ষুদ্র পর্যন্ত ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জানালেন, কারণ তারা এত সহজে তাদের আচার অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে পারছিল না এবং তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের পুরোহিতকে দোষারোপ করছিল যে, কেন তিনি তার কাজ চালিয়ে যান নি। আমরা এখানে দেখতে পাই যে, কী কারণে পৌত্তলিক প্রতিমা পূজার উৎপত্তি ঘটেছিল; কারণ এই পৌত্তলিকতা তাদেরকে প্রকৃত ক্ষমতার ও অনুগ্রহের উৎসের কাছ থেকে তদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছিল। পৌল এবং বার্ণবা একজন পঙ্গু মানুষকে সুস্থ করেছিলেন বলে তারা ঈশ্বরকে এর জন্য প্রশংসা ও গৌরব দেওয়ার বদলে তাঁদেরকে দেবতা হিসেবে পূজা করতে চেয়েছিল, যা আমাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করে যে, আমরা যেন এই সম্মান অন্য কাউকে না দিই কিংবা আমাদের নিজেদের প্রতি না নিই, কারণ এই সম্মান শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য।

প্রেরিত ১৪:১৯-২৮ পদ

এখানে আমরা পৌল এবং বার্ণবার পরিচর্যা কাজ ও কষ্ট ভোগের আরও কিছু বিবরণ দেখতে পাই।

ক. কীভাবে পৌলকে পাথর মেরে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া হল, কিন্তু তিনি অলৌকিকভাবে আবার জীবন ফিরে পেলেন, পদ ১৯, ২০। তারা পৌলের উপরে বেশি পরিমাণে রেগে গিয়েছিল, কারণ তিনিই ছিলেন প্রধান বক্তা, তিনিই বার্ণবার বদলে বেশি করে লোকদেরকে তিরস্কার করেছিলেন এবং ধমক দিয়েছিলেন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে লোকেরা পৌলের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল; এমন নয় যে, তিনি তাদেরকে কোনভাবে আঘাত করেছিলেন (যদি তারা এভাবে বিষয়টিকে দেখে থাকে যে, তারা যখন ভুলভাবে পৌলকে দেবতার সম্মান দিতে গিয়েছিল, তখন পৌল তা গ্রহণ না করে তাদেরকে অপমান করেছিলেন; কিন্তু তারা সহজেই তা মার্জনা করতে পারতো), কিন্তু সেখানে আন্তিয়খিয়া থেকে কয়েক জন যিহূদী এসেছিল, যারা এ সমস্ত কথা শুনে আক্রোশ এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হল, কারণ তারা পৌল এবং বার্ণবার উপরে এই সম্মান আরোপ করার চেষ্টা শুনে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। আর তারা লোকদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুললো, যেভাবে বিপজ্জনক, ঈর্ষান্বিত এবং পরশ্রীকাতর মানুষ করে থাকে। দেখুন এই যিহূদীরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি কেমন বিরূপ মনোভাবের অধিকারী ছিল, যার কারণে যেখানেই এর পদচারণা ঘটতো সেখানেই তারা উপস্থিত হয়ে এর পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতো।

২. কী পরিমাণে তারা এই বর্বর যিহূদীদের দ্বারা উত্তেজিত হয়েছিল: তারা এমনই খেঁপে

গিয়েছিল এবং বিরক্ত হয়েছিল যে, তারা লোকজন জড়ো করে পৌলকে পাথর মারতে লাগল, তবে তা কোন বিচার সভার রায় অনুসারে নয়, বরং তারা জনতার আগ্রহ অনুসারে এই কাজ করলো; তারা তাঁর দিকে পাথর ছুড়তে লাগল এবং তারা তাঁকে পাথর মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল, এরপর তারা তাঁকে শহরের বাইরে নিয়ে গেল, যেন তিনি এখানে বাস করার এবং জীবন ধারণ করার যোগ্য নন, কিংবা তারা তাঁকে কোন ঘোড়ার গাড়ি বা রথে করে টেনে নিয়ে গেল, যাতে করে তারা তাঁকে কবর দিতে পারে, কারণ তারা তাঁকে মৃত বলে সাব্যস্ত করেছিল। বিকৃত এবং জাগতিক সত্তাবিশিষ্ট মানুষের অন্তর এমনই অন্ধ হয়ে থাকে এবং সেখানে এমনই মন্দতা বসতি করে যে, মানুষ সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে মন্দের পক্ষ অবলম্বন করে এবং সকল প্রকার উত্তমতাকে তুচ্ছ করে। দেখুন, পার্থিব সত্তা বিশিষ্ট মানুষের অন্তর কেমন বিকৃত এবং নিষ্ঠুর হয়ে থাকে, যার কারণে তারা তাদের বিবেকের ডাক ভুলে গিয়ে সকল প্রকার মানবিকতার উর্ধ্বে চলে যায়। যে প্রেরিতদেরকে লোকেরা এর আগে দেবতা বলে সম্মান জানাতে চেয়েছে, সেই প্রেরিতদেরকেই আজ লোকেরা হত্যা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং তারা তাঁদের সাথে চরম নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ করছে; দেবতা তো দূরের কথা, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের বলে গণ্য করছে। আজকে হোশান্না, কালকে ক্রুশে দাও; আজকে তাঁর জন্য উৎসর্গ কর, কালকে তাঁকে উৎসর্গ কর। আমাদের সামনে এখানে পট পরিবর্তনের এক দারুন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে, প্রেরিত ২৮ অধ্যায়। এই লোক একজন খুনী, পদ ৪; এই লোক নিশ্চয়ই একজন দেবতা, পদ ৬। জনশ্রুতি ও জনপ্রিয়তা বাতাসের মত দ্রুত দিক পরিবর্তন করে। যদি পৌল হার্মিস হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে গৌরব ও মহিমা দান করতে হবে, শুধু তাই নয়, তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য স্থান ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে; কিন্তু যদি তিনি খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হন, তাহলে তাঁকে পাথর মারতে হবে এবং শহর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। এভাবেই যারা খুব সহজেই তাদের কল্পনার রাজ্যে ডুবে থাকে, তারা প্রকৃত সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা মিথ্যেকেই ভালবাসে।

৩. কীভাবে তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতায় উদ্ধার পেলেন: যখন তাকে শহর থেকে বাইরে বের করে এনে ফেলে রাখা হল, তখন শিষ্যরা সকলে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, পদ ২০। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, লূস্ত্রায় আগে থেকেই বেশ কিছু শিষ্য ছিলেন, যারা প্রেরিতদেরকে দেবতারূপে জোর করে নেওয়ার চেষ্টা এবং অতঃপর তাঁদেরকে পাথর মারার সময় চুপ করেই ছিলেন এবং এই নতুন মন পরিবর্তনকারী বিশ্বাসীদেরও সেই সাহস ও শক্তি ছিল, যার দ্বারা তারা শেষ পর্যন্ত পৌলকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং সেই একই কারণে তাদের ভয়ও ছিল, কারণ তারা নিজেদের চোখেই পৌলকে পাথর মারতে দেখেছেন। তারা পৌলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন, যেন তারা তাঁকে পাহাড়া দিচ্ছেন– তারা পাশে এসে দাঁড়ালেন এটি দেখার জন্য যে, তিনি বেঁচে আছেন কিনা নাকি মরে গেছেন; এবং হঠাৎ করেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যদিও তিনি মৃত ছিলেন না, যদিও তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায় নি, তথাপি তিনি বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিলেন এবং এবং এতে করে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন *deliquium*–

সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, যার কারণে এটি ছিল একটি আশ্চর্য কাজ যে, তিনি এত সহজে আবার সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছিলেন এবং আবারও শহরের ভিতরে যেতে পেরেছিলেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা যদিও অনেক সময় মৃত্যুর এক ধাপ দূরত্বে মাত্র অবস্থান করেন এবং হয়তো বা তাদেরকে দেখে তাদের বন্ধু এবং শত্রু উভয়েই মৃত ভেবে ভুল করতে পারে, কিন্তু মৃত্যু তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলা হতে পারে কিন্তু তারা মৃত নন, ২ করিন্থীয় ৪:৯।

খ. কীভাবে তারা তাদের কাজে এগিয়ে গেলেন, যত বাধাই তাদের সামনে আসুক না কেন। পৌলের দিকে যত পাথরই ছোড়া হোক না কেন, তা তাঁকে তার দায়িত্ব পালন করা থেকে দমিয়ে রাখতে পারে নি: তারা তাঁকে শহরের বাইরে নিয়ে গেল (পদ ১৯), কিন্তু তাদের শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও তিনি আবারও শহরে ফিরে এলেন, কারণ তিনি তাদেরকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে ভয় করেন না; এর কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। তবে তাদের এই নির্যাতন এখানে চিহ্নিত হয়েছে তাদের উপযোগিতার নিদর্শন হিসেবে, যা তারা অন্য কোথাও প্রদর্শন করতে পারবেন, আরও সেই কারণে তারা এখনকার মত লূস্ত্রা থেকে প্রস্থান করলেন।

১. তারা দর্বীতে নতুন বিশ্বাসী তৈরি করার জন্য গেলেন। এর পরবর্তী দিনে পৌল এবং বার্ণবা, শহরটি খুব বেশি দূরে ছিল না; সেখানে তারা সুসমাচার প্রচার করলেন এবং সেখানে তারা অনেককে শিক্ষা দিলেন, পদ ২১। আর এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, তীমথি এই শহরের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি এখন পৌলের একজন শিষ্য হিসেবে তাঁর সহযোগী হয়ে কাজ করতে শুরু করলেন, তিনি আন্তিয়খিয়াতে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন এবং সেই পুরো যাত্রাপথে তিনি তার সঙ্গী ছিলেন; কারণ এই ঘটনার সূত্র ধরে পৌল তাকে বলেছেন যে, কীভাবে সম্পূর্ণভাবে তিনি জানেন যে, আন্তিয়খিয়াতে, ইকনিয়ায় এবং লূস্ত্রাতে তাঁকে কী ধরনের যন্ত্রণা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, ২ তীমথিয় ৩:১০, ১১। তবে দর্বীতে কী ঘটেছিল সে বিষয়ে কিছুই বর্ণনা করা হয় নি।

২. তাঁরা ফিরে এলেন এবং আবারও তাঁদের কাজ শুরু করলেন, যেখানে যেখানে তাঁরা বীজ বুনেছিলেন সেখানে জল দিতে লাগলেন; এবং দর্বীতে যে কয়েক দিন থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন সে কয় দিন তাঁরা সেখানে থাকলেন এবং এরপরে তাঁরা লূস্ত্রাতে ফিরে এলেন, এরপর ইকনিয়াতে এবং আন্তিয়খিয়াতে ফিরে গেলেন, যে সমস্ত শহরে তাঁরা এর আগে প্রচার করে গেছেন, পদ ২১। এখন, যেহেতু আমাদের কাছে এই ভিত্তি স্থাপনের জন্য বেশ কিছু গঠনমূলক বিবৃতি রয়েছে এবং তারা যেহেতু এই উত্তম কাজ শুরু করেছেন, তাই এখানে আমরা তাদেরকে এই ভিত্তির উপরে গড়ে উঠতে দেখি এবং তাদের উত্তম কাজ চালিয়ে যেতে দেখি। আসুন আমরা দেখি, তাঁরা কী করেছিলেন:-

(১) তাঁরা শিষ্যদের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করেছিলেন; এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাদেরকে প্রয়োজনীয় নিগূঢ় শিক্ষা দান করেছিলেন, যাদেরকে এর বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করার প্রয়োজন ছিল, পদ ২২। নবীন মন পরিবর্তনকারীরা খুবই সংবেদনশীল হয়ে থাকে এবং

খুব সামান্য বিষয় তাদেরকে আঘাত দিয়ে থাকে বা নাড়া দিয়ে থাকে। তাদের পুরনো অভ্যাস তাদের কাছে আবেদন জানায় বা তাদেরকে টেনে ধরে যেন তারা তা ত্যাগ না করে। যারা নিজেদেরকে যেটুকু জ্ঞানী তার চাইতে বেশি জ্ঞানী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যেই দেখা দেয় অযৌক্তিতা, ব্যর্থতা এবং পরিবর্তনে ঝুঁকি। তারা গুরুত্ব দানের প্রয়োজনীয়তার কাছে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের পিতৃপুরুষদের আইন-কানুন অনুসারে চলতে ইচ্ছা প্রকাশ করে; তাদের মাঝে সবসময় স্রোতের বিপরীতে চলার মত একটি ভীতি তৈরি হয়। তাদের মাঝে যত ধরনের প্রলোভন বা পরীক্ষাই দেখ দিক না কেন তা এক সময় না এক সময় তাদেরকে সেই পুরনো জীবনে ফিরে যেতে প্ররোচিত করে; কিন্তু প্রেরিতগণ এসে তাদেরকে এ কথা বলছেন যে, ঈশ্বরের সত্যিকার অনুগ্রহ হচ্ছে তারা যেখানে এখন অবস্থান করছেন, আর সেই কারণে তাদেরকে এমনভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যেন তাদের সামনে কোন ঝুঁকি নেই, কিন্তু তাদের প্রকৃত ঝুঁকি রয়েছে খ্রীষ্টকে হারিয়ে ফেলার মাঝে, তাকে ধরে রাখার চাইতে আর ভাল কোন সুফল তাদের জীবনে ঘটবে না। তাদের জীবনে যে কোন ধরনের পরীক্ষাই আসুক না কেন, অবশ্যই খ্রীষ্টের হাতে হাত রেখে তাদেরকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাদেরকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে; আর খ্রীষ্টের কারণে তাদেরকে যে ধরনের ক্ষতির সম্মুখীনই হতে হোক না কেন, তাদেরকে এর হাজারগুণ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর এই বিষয়টি শিষ্যদের অন্তরে নিশ্চয়তা দান করা হল; এর ফলে তাদের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা খ্রীষ্টের শক্তি লাভ করলো, কারণ যে মূল্যই তাদেরকে দিতে হোক না কেন, এখন তারা খ্রীষ্টের সাথেই যুক্ত থাকবে। লক্ষ্য করুন:

[১] যারা মন পরিবর্তন করেছে, তাদেরকে এর নিশ্চয়তা দান করতে হবে; যা রোপন করা হয়েছে তার শিকড়ে জল দিতে হবে। পরিচর্যাকারীদের কাজ হচ্ছে পাপীদের জাগ্রত করার পাশাপাশি সাধুদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা। *Non minor est virtus quam quoerere parta tueri*– ফিরে পাওয়া অনেক সময় অর্জন করার চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যাদেরকে সত্যে নির্দেশনা দান করা হয়েছে, তাদেরকে অনেক সময় তাদের এই সত্যের ভিত্তির মূল সাক্ষ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত করতে হয়, যাতে করে এই সত্য তাদের ভেতরে গ্রথিত হয়ে যায়।

[২] সত্যিকার নিশ্চয়তা হচ্ছে আত্মার নিশ্চয়তা; এটি শরীরকে আঘাত দেয় না বা শাস্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে অনুশোচনার নীতি শেখায় না, বরং তা আত্মাকে শান্তি দেয়। সর্বোত্তম পরিচর্যাকারীরা এই কাজটি সহজেই করতে পারেন শুধুমাত্র আত্মাকে আবদ্ধ করার জন্য যা প্রয়োজন তা দ্বারা আত্মাকে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে; এটি হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এছাড়া আর কিছুই নয়, যা কার্যকরভাবে শিষ্যদের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করতে পারে এবং তাদের স্বধর্মত্যাগ প্রতিরোধ করতে পারে।

(২) তাঁরা তাদেরকে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে চলমান হওয়ার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করেছিলেন; কিংবা এভাবেও এই অংশটির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তারা তাদেরকে

উৎসাহিত করলেন। তাঁরা তাদেরকে এ কথা বলেছিলেন যে, তাদের দায়িত্ব এবং সবচেয়ে বড় আগ্রহের বিষয় হচ্ছে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র এবং এই পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করা এবং সেই বিশ্বাসে অটল থাকা। লক্ষ্য করুন, যারা বিশ্বাসে আবদ্ধ রয়েছেন, তাদের সবসময় বিশ্বাসে স্থির থাকার জন্য চিন্তা রাখতে হবে, যেন প্রলোভন তাদেরকে বিশ্বাসের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, বরং তারা যেন পৃথিবীর হাসি এবং ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করতে পারেন। আর এটিই সবচেয়ে প্রয়োজন যেন তারা তা করার জন্য উৎসাহিত হন। যারা সবসময় প্রলোভনের মাঝে অবস্থান করেন, তাদেরকে অবশ্যই সার্বক্ষণিকভাবে নিজেদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনায় ঘিরে রাখতে হবে।

(৩) যে বিষয়টির উপরে তাঁরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলে তা হচ্ছে, আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে অনেক অত্যাচার নির্যাতনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তাঁদেরকেই শুধু নয়, আমাদেরকেও সেভাবে কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাই এই বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে, যারাই স্বর্গে প্রবেশ করুক না কেন তাদেরকে অবশ্যই অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করার মত মানসিকতা ধারণ করতে হবে। কিন্তু এটাই কি শিষ্যদের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করার জন্য প্রেরিতদের উপায় এবং তাদের বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি? যে কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, এর দ্বারা তারা আঘাত পাবে এবং তারা বিচলিত হবে। না, বরং যেহেতু বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তাদের কাছে ব্যক্ত করা হয়েছে, সে কারণে তারা আরও বেশি করে বরং নিশ্চয়তা লাভ করবে এবং তারা আরও বেশি করে খ্রীষ্টের প্রতি আসক্ত হবে। এটি সত্য যে, তাদেরকে অবশ্যই নির্যাতন ভোগ করতে হবে এবং তাদের যে কাউকেই সবচেয়ে বেশি অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হতে হবে; কিন্তু সেক্ষেত্রে:-

[১] এমনটাই স্থিরীকৃত হয়ে আছে। তাদেরকে অবশ্যই এর ভিতর দিয়ে যেতে হবে, এর আর কোন প্রতিকার নেই, বিষয়টি ইতোমধ্যে স্থির হয়ে আছে এবং তা কোনভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। যার কাছে আমাদের জন্য সার্বজনীন মুক্তির পয়গম রয়েছে, তিনিই আমাদের এই নিয়তি স্থির করেছেন, যেন আমরা সকলে নির্যাতন ও অত্যাচার ভোগ করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে ধার্মিকতার জীবন যাপন করতে পারি এবং তা আমাদের দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।, সেই সাথে আমরা যেন খ্রীষ্টের এমন শিষ্য হতে পারি যারা নিজেদের ক্রুশ নিজেরাই বহন করবে। যখন আমরা, যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টেতে আমাদের নিজেদেরকে সমর্পণ করেছি, তখনই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে, খ্রীষ্টের জন্য আমাদের যা কিছু করতে হয়, তাঁর নামে যে কষ্টই সহ্য করতে হোক না কেন তা আমরা করবো। যখন আমরা বসি এবং এর ব্যয় হিসাব করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা আমাদের দায় শোধ করছি; সেই কারণে যদি বাক্যের জন্য আমাদের উপরে অত্যাচার এবং নির্যাতন নেমে আসে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আগেই এর জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তাই এমনটিই ঘটবে: তিনি সেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন যা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। এই বিষয়টি এমনভাবে স্থির করা হয়েছে যা আর কোন মতেই পরিবর্তন যোগ্য নয়; আর একটি পাথরও কি তার স্থান থেকে চ্যুত হবে?

[২] খ্রীষ্টের সেনা বাহিনীতে এটিই হচ্ছে সেনাপতিদের নিয়তি, অন্য সকল সৈন্যদের মত। তুমিই শুধু নও, সেই সাথে আমরাও (যদি কষ্টের কথা চিন্তা করা হয়) এর অধীন; এই কারণে আপনাদের এই কষ্ট ভোগ যেন আপনাদের কাছে বিঘ্ন স্বরূপ পাথর না হয় এবং তা যেন আমাদের কাছেও তেমন না হয়; দেখুন ১ থিষলনীকীয় ৩:৩। যেন এসব ক্লেশে কেউ বিচলিত না হয়। অবশ্য তোমরা নিজেরাই জান যে, এই সমস্ত ক্লেশ আমাদের জন্য নিরুপিত। খ্রীষ্ট যেমন নিজে যে ক্লেশ এবং পীড়ন ভোগ করেছেন তার চেয়ে বেশি তার প্রেরিতদের জন্য নিরূপিত করে রাখেন নি, সেভাবে তিনি সাধারণ বিশ্বাসীদেরকেও এই ধরনের কষ্টের মাঝে ফেলবেন না।

[৩] এটি সত্য যে, আমাদেরকে অবশ্যই অনেক বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হবে, কিন্তু তা আমাদের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক, কারণ আমরা তা পার হয়ে যেতে পারব; আমরা এর মাঝে হারিয়ে যাব না এবং ধ্বংস হয়ে যাব না। এটি হচ্ছে একটি লোহিত সাগর, কিন্তু প্রভু এর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য একটি পথ তৈরি করে দিয়েছেন, যাতে করে আমরা উদ্ধার পেতে পারি। আমাদেরকে অবশ্যই সমস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু আমরা অবশ্যই আবারও উঠে দাঁড়াব।

[৪] আমরা যে শুধু এর ভেতর দিয়ে যাব তাই নয়, সেই সাথে আমরা এর মাঝ দিয়েই ঈশ্বরের রাজ্যে উপস্থিত হব; এবং এর শেষ প্রান্তের আনন্দ ও মহিমা আমাদের যাত্রাপথের সকল সমস্যা ও বাধা বিপত্তির স্মৃতি ভুলিয়ে দেবে এবং সব কষ্ট মুছে দেবে। এটি সত্যি যে, আমাদেরকে অবশ্যই ক্রুশের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু সেই সাথে এটিও সত্যি যে, যদি আমরা এই পথ ধরেই যেতে থাকি এবং কখনোই সরে না দাঁড়াই বা পিছনে না ফিরি, তাহলে অবশ্যই পথের শেষে আমরা মুকুট দ্বারা ভূষিত হব এবং এ কথা বিশ্বাস করে পথ চললে আমাদের সকল প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা খুবই সহজ এবং কোমল হয়ে যাবে।

(৪) তারা প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রাচীনবর্গকে, কিংবা বলা যায় পালকদেরকে অভিষেক দান করলেন। এখন এই দ্বিতীয় পরিদর্শনে তারা তাদেরকে কিছু দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন, তাদেরকে একটি প্রতিষ্ঠিত পরিচর্যা কর্মকাণ্ডের আদলে সুষ্ঠু নির্দেশনা দান করে একটি ধর্মীয় সমাজে রূপ দান করলেন এবং তাদের মধ্যে যারা শিক্ষা দেবেন এবং যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করলেন।

[১] প্রত্যেকটি মণ্ডলীতে এর পরিচালনাকারী বা নেতা থাকে, যার কাজ হচ্ছে মণ্ডলীর সদস্যদের সাথে প্রার্থনা করা এবং নির্ধারিত সমাবেশে তাদের মাঝে প্রচার করা, তাদের কাছে সুসমাচারের সকল বিধান সম্পর্কে শিক্ষা দান করা ও সেই অনুসারে তাদেরকে পরিচালনা দান করা এবং তাদের উপরে তদারকি করা, অজ্ঞানকে প্রশিক্ষিত করা, অবাধ্যকে সতর্ক করা, নম্রকে সান্ত্বনা দান করা এবং জ্ঞানীকে উৎসাহ দেওয়া। প্রতিটি মণ্ডলীতে এমন এক বা একাধিক পরিচালনাকারী থাকাটা বাধ্যতামূলক ছিল।

[২] এই নেতাদেরকে সে সময় বলা হত প্রাচীনবর্গ, যাদের মাঝে সুস্পষ্ট যোগ্যতা এবং

প্রজ্ঞা ছিল এই দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং সেই সাথে তাদেরকে বয়স্ক হিসেবেও এই দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দেওয়া হত; তবে তাদেরকে নতুন আইন তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয় নি (এটি হচ্ছে স্বর্গীয় রাজার, মহান আইন প্রণেতার অধিকার; মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র হচ্ছে সুস্পষ্ট রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং এর সার্বভৌম ক্ষমতা এক মাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের), কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র দায়িত্ব হল খ্রীষ্ট যে আইন তৈরি করেছেন এবং প্রণয়ন করেছেন, সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো এবং সকলে সেই আইন মান্য করছে কি না এবং এর প্রতি নিবদ্ধ হচ্ছে কি না সে দিকে সবসময় খেয়াল রাখা।

[৩] এই প্রাচীনবর্গকে অভিষেক দান করা হয়েছিল। তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে হয়তো বা মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল (হতে পারে মণ্ডলীর সদস্যরা বা প্রেরিতগণ এই মনোনয়ন পেশ করেছিলেন), কিংবা প্রেরিতগণ সরাসরি তাদেরকে নির্বাচন করেছিলেন, যেভাবে সাধারণ বিচার করা হয়ে থাকে; এবং তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করে একাগ্র চিত্তে তাদের পরিচর্যা কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং এর প্রতি বাধ্য ছিলেন।

[৪] এই প্রাচীনবর্গকে অভিষেক দান করা হয়েছিল শিষ্যদের জন্য, তাদের পরিচর্যা কাজের জন্য এবং তাদের মঙ্গল সাধনের জন্য। যারা বিশ্বাসে অবস্থান করছে তাদেরকে অবশ্যই এর উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে এবং এই কারণে তাদের প্রাচীনবর্গের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে– যারা একাধারে পালক এবং শিক্ষক, যারা খ্রীষ্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

(৫) রোজা সহকারে প্রার্থনা করে তারা তাদেরকে প্রভুর হাতে সমর্পণ করলেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হাতে সমর্পণ করলেন, যাঁর উপরে তারা বিশ্বাস করেছেন। লক্ষ্য করুন:

[১] এমন কি যখন কোন একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাসের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং সে আন্তরিক হয়, তথাপি তখনও তাদের প্রতি পরিচর্যাকারীদের পরিচর্যার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; তখনও তাদের উপরে নজর রাখার এবং তাদেরকে দেখ ভাল করার প্রয়োজন আছে; তখনও তাদের ভেতরে কিছু ঘাটতি আছে যা অচিরেই পূরণ করতে হবে।

[২] পরিচর্যাকারীরা তাদের সব ধরনের যত্ন নেবেন যারা সদ্য বিশ্বাসে মন পরিবর্তন করেছে এবং প্রভুতে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে। তাদেরকে অবশ্যই প্রভুর কাছে এনে তাঁর নির্দেশনা এবং সুরক্ষার জন্য তাদেরকে সমর্পণ করে প্রার্থনা করতে হবে: প্রভু, তাদেরকে তোমার নিজ নামে ধরে রাখ। তাদেরকে নিজেদেরকে অবশ্যই তার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই তাঁর পরিচর্যার অধীনে আসতে হবে।

[৩] তাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করতে হবে। খ্রীষ্ট তার প্রার্থনার মাঝে (যোহন ১৭ অধ্যায়) তাঁর পিতার কাছে তাঁর শিষ্যদের ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন: এরা তোমারই, আর তুমিই তাদেরকে আমার কাছে দান করেছ। পিতা, এদেরকে ধরে রাখ।

[৪] এটি আমাদের জন্য এক মহা উৎসাহের বিষয়, কারণ প্রভু নিজে শিষ্যদের ব্যাপারে

সুপারিশ করেছেন, যার কারণে আমরা বলতে পারি যে, “তাঁর মধ্য দিয়েই তারা বিশ্বাস করেছেন; আমরা তাদের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছি যারা তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছেন এবং যারা এ কথা জানেন যে, তারা এমন একজনের উপরে বিশ্বাস করেছেন যিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা পূরণ করতে সক্ষম এবং তিনি তাদেরকে অবশ্যই তাদের জন্য এক মহৎ দিন নির্ধারণ করেছেন”, ২ তীমথিয় ১:১২।

[৫] রোজা সহকারে প্রার্থনা করা অত্যন্ত উত্তম, যা আমাদের পাপের ব্যাপারে নম্রতার নিদর্শন এবং এটি আমাদের প্রার্থনায় আরও বেশি একাগ্রতা এবং গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে।

[৬] যখন আমরা আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেব, সে সময় সবচেয়ে ভাল বিদায় সম্ভাষণ জানানোর উপায় হচ্ছে তাদেরকে প্রভুর হাতে সমর্পণ করা এবং তাদেরকে তাঁর ভালবাসার হাতে ছেড়ে দেওয়া।

৩. তাঁরা অন্যান্য স্থানে সুসমাচার প্রচার করতে গেলেন, যেখানে তাঁরা এর আগে গিয়েছিলেন, কিন্তু এর আগে সেখানে খুব বেশি মানুষ মন পরিবর্তন করে নি, আর তাই তাঁরা এখন সেখানে একটি করে মণ্ডলী প্রতিষ্টা করার চেষ্টা চালাবেন; এই কারণে তাঁরা এখানে এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন এবং তাঁরা এখানে তাদের কর্মপ্রক্রিয়া চালাতে লাগলেন। আন্তিয়খিয়া থেকে তাঁরা পিষিদিয়াতে এলেন, যে প্রদেশে এই আন্তিয়খিয়া অবস্থিত; এখান থেকে তাঁরা গেলেন পাম্ফুলিয়া প্রদেশে, যার প্রধান নগরী ছিল পর্গা, যেখানে তাঁরা এর আগে এসেছিলেন (প্রেরিত ১৩:১৩) এবং এখানে তাঁরা আবারও প্রভুর বাক্য প্রচার করার জন্য আসলেন (পদ ২৫), তাঁরা সেখানে একটি দ্বিতীয় প্রস্তাব রাখতে আসলেন, তাঁরা দেখতে চাইলেন যে, তাঁরা এখন সুসমাচার প্রচার করার আগে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে কিনা। তাঁরা সেখানে কী সাফল্য লাভ করেছিলেন তা আর এখানে বলা হয় নি, কিন্তু সেখান থেকে তাঁরা অত্তালিয়াতে গেলেন, যা পাম্ফুলিয়ার একটি সমুদ্র উপকূলীয় বন্দর নগরী। তাঁরা কোন স্থানেই খুব বেশি সময়ের জন্য অবস্থান করলেন না, কিন্তু তাঁরা যেখানেই গেলেন না কেন, সেখানেই তাঁরা একটি ভিত্তি স্থাপন করলেন, যার মধ্য দিয়ে তাঁরা বীজ বপন করে সেখানে মণ্ডলীর প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখন খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, যে দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তিনি স্বর্গীয় রাজ্যকে এক টুকরো খামির সাথে তুলনা করেছিলেন, যা পুরো ময়দার তালকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলেছিল– একটি সরিষা দানা, যা প্রথমে ছোট অবস্থায় থাকলেও পরবর্তীতে বিশাল গাছ হয়ে উঠেছিল এবং একটি বীজের মত, যা মাটিতে বপন করার পর কখন বেড়ে উঠলো তা সে নিজেই জানে না।

গ. কীভাবে তাঁরা অবশেষে সিরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় ফিরে এলেন, যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের এই প্রচার যাত্রাপুস্তক শুরু করেছিলেন। অত্তালিয়া বন্দর থেকে তাঁরা সমুদ্র পথে আন্তিয়খিয়াতে এলেন, পদ ২৬। আর এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে:

১. কেন তাঁরা এরপরে এখানে আসলেন: কারণ এখানে তাঁদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান

করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং তাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে এতটাই গুরুত্ব দান করেছিলেন যে তাঁরা যদিও নিজেরা স্বর্গের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, তথাপি তাঁরা কখনোই তাদেরকে কম সম্মান দেখান নি, যাদেরকে তাঁরা নিজেরা এই অনুগ্রহের কাছে এনেছেন। ভ্রাতৃসমাজ তাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র বলে স্বীকার করেছিলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের কাজ পরিপূর্ণ করেছিলেন, এখন তাঁদেরকে অবশ্যই সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণ করতে হবে যার জন্য তাঁরা দায়বদ্ধ, যাতে করে তাঁরা এর দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারেন, যাতে করে তাঁরা এর মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব সাধন করতে পারেন, যেভাবে তাঁরা তাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এর আগে করেছেন।

২. তাদের সমন্বয় করণের ব্যাপারে যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে (পদ ২৭): তারা মণ্ডলীসমূহকে একত্রিত করলেন,। এটি খুব সম্ভব যে, সাধারণভাবে এক সাথে একত্রিত হতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাসী আন্তিয়খিয়াতে ছিল, কিন্তু এই ঘটনার উপলক্ষ্যে তাদের সকলকে তাদেরকে একত্রিত করা হল, অর্থাৎ তাদের পক্ষে তাদের নেতৃ স্থানীয় লোকদেরকে এক সাথে করা হল; যেভাবে বংশ পিতাদেরকে অনেক সময় ইস্রায়েল গোষ্ঠী বলা হত, ঠিক সেভাবেই আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদেরকে এবং প্রধান স্থানীয় নেতাদেরকে মণ্ডলী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিংবা হতে পারে যে, যত বেশি সম্ভ ব লোককে এই স্থানে জড়ো করা হয়েছিল। কিংবা হতে পারে অনেকে মিলে এক সময় একই স্থানে দেখা করেছিল, কিংবা হতে পারে একই স্থানে দেখা করেছিল এবং অন্যরা অন্য স্থানে দেখা করেছিল। কিন্তু যখন তারা তাদেরকে এক সাথে ডাকলেন, তারা তাদেরকে দুটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছিলেন:-

(১) তাঁরা তাঁদের পরিচর্যা কাজের পরিশ্রমে যে স্বর্গীয় উপস্থিতির প্রমাণ লাভ করেছিলেন: তারা সেই সমস্ত কথা বর্ণনা করলেন যা ঈশ্বরের তাদের জীবনে করেছেন। তাঁরা তাদেরকে এই কথা বলেন নি যে, তাঁরা কী করেছেন (এতে করে পরিত্রাণকর্তার গৌরব ক্ষুন্ন হবে), কিন্তু তাঁরা বরং এ কথা বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁদেরকে দিয়ে কী করিয়েছেন এবং তাঁদের জীবনে কী করেছেন। লক্ষ্য করুন, আমরা যত ভাল কাজই করি না কেন, তা যত ক্ষুদ্র কিংবা যত বড়ই হোক না কেন তার জন্য সবসময়ই সকল প্রশংসার দাবীদার একমাত্র আমাদের ঈশ্বর; কারণ তিনিই আমাদেরকে দিয়ে কাজ করান এবং সে কারণে তাঁরই এই সম্মান প্রাপ্য এবং তিনিই আমাদের কাজে সফলতা দান করেন। পরিচর্যাকারীদের প্রচার কাজ বাদেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে কোন কাজ সাধন করতে পারে; কিন্তু শুধু পরিচর্যাকারীদের প্রচার যদি তা পৌলেরও হয়ে থাকে, তথাপি তা নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না, যদি ঈশ্বর অনুগ্রহ তার সহবর্তী না হয়; আর এই অনুগ্রহের কর্মকাণ্ডকে অবশ্যই স্বীকৃতি জানাতে হবে এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

(২) অযিহূদীদের মধ্যে তাঁদের পরিশ্রমের কারণে যে ফল উৎপন্ন হয়েছিল তার বিবরণ: তারা তাদেরকে বললেন যে, ঈশ্বর অযিহূদীদের কাছে বিশ্বাসে দরজা খুলে দিয়েছেন; তিনি শুধুমাত্র যে তাদেরকে সুসমাচারের ভোজে অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য প্রেরিতদেরকে আদেশ করেছেন তাই নয়, বরং সেই সাথে তিনি বহু লোকের অন্তর স্পর্শ

করেছেন যেন তারা সুসমাচারের এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। লক্ষ্য করুন:

[১] বিশ্বাসের দরজা ছাড়া আর কোন পথ দিয়ে খ্রীষ্টের রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়; আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের উপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, নতুবা আমরা তাঁর কোন অংশ হতে পারব না।

[২] ঈশ্বর নিজে আমাদের জন্য বিশ্বাসের দরজা খুলে দিয়েছেন, যা আমাদের প্রতি সত্যের বাতায়ন খুলে দিয়েছে, যারা আমরা বিশ্বাসী হয়েছি; তিনি আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যেন আমরা তা গ্রহণ করতে পারি এবং তিনি একে এক প্রশস্ত দরজা হিসেবে পরিণত করেছেন এবং এক কার্যকর দরজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আমাদেরকে নিয়ে যাবে।

[৩] আমাদের অবশ্যই এ জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে, ঈশ্বর অযিহূদীদের কাছে বিশ্বাসের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তিনি যিহূদী এবং অযিহূদী উভয়ের কাছেই সুসমাচার প্রেরণ করেছেন, যা সকল জাতির কাছে বিশ্বাসের বাধ্যতা এনে দিয়েছে (রোমীয় ১৬:২৬) এবং একই সাথে তা তাদের অন্তরকে সুসমাচার গ্রহণ করার উপযোগী করে দিয়েছে। এভাবেই সুসমাচার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা উত্তোরত্তর আরও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং কেউই এই দরজা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে না যা ঈশ্বর নিজে খুলে দিয়েছেন; পৃথিবী এবং নরকের কোন ক্ষমতাই তা পারবে না।

৩. কীভাবে তারা নিজেদেরকে বর্তমান সময়ে প্রকাশ করলেন: পরে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে অনেক দিন থাকলেন (পদ ২৮), সম্ভবত প্রথমে তাঁরা যে কয় দিন তাদের সাথে থাকার চিন্তা করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি দিন তাঁরা সেখানে অবস্থান করলেন, এর কারণ হয়তো বা এটি নয় যে, তারা তাদের শত্রুদেরকে ভয় পাচ্ছিলেন, বরং এর কারণ হচ্ছে, তারা তাদের বন্ধুদেরকে ভালবাসেন এবং তারা তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।